প্রকাশক : মোঃ জিল্লুর রহমান জিলানী

সুনান আবূ দাঊদ

(১ম খণ্ড)

তাহক্বীক্ব

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

অনুবাদ

আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

এম.এ (ফার্স্ট ক্লাস), দাওরা হাদীস, এম.এম. 'আরাবীয়্যাহ

এম. ফিল. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সুনান আবূ দাঊদ (১ম খণ্ড)

তাহক্বীক্ব : আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)

অনুবাদক : আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

প্রকাশনায় : আল্লামা আলবানী একাডেমী
৬৯/১ পুরানা মোগলটুলী, ঢাকা-১১০০
যোগাযোগ ঃ ০১১৯৯-১৪৯৩৮০, ০১৯১-৩১১০৯১

প্রকাশক ঃ মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান জিলানী (লন্ডন প্রবাসী)

প্রাপ্তিস্থান

* আল্লামা আলবানী একাডেমী
যোগাযোগ : ০১১৯৯-১৪৯৩৮০, ০১৯১-৩১১০৯১
* হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী
৩৮ বাংশাল নতুন রাস্তা, ঢাকা-১১০০ ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮, ৯৫৬৩১৫৫
* তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০ হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১২৭৬২
* আহলে হাদীস লাইব্রেরী
২১৪ বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৫৭১৭২

দ্বিতীয় প্রকাশ : জানুয়ারী ২০১৩

শুভেচ্ছা মূল্য : ছয়শত টাকা

সম্পাদনা পরিষদ

বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল 'আলামীনের জন্য, যিনি আমাদেরকে হিদায়াত দান করে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন। দরূদ ও সালাম জানাই প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ, -এর প্রতি।

অতি প্রয়োজনীয় হাদীস গ্রন্থ সহীহ ও যঈফ **সুনান আবূ দাউদ** (১ম খন্ড) প্রকাশ করতে পেরে আমি সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জানাচ্ছি। মুসলিম ভাই ও বোনেরা গ্রন্থখানি পাঠের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহীহ হাদীস মোতাবেক আমল করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার পথ সুগমের চেষ্টা করবেন, এটাই আমার কাম্য।

এই নেক কাজে অনুবাদক ও সম্পাদকসহ যারাই বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা রইলো। আল্লাহ আমাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন– আমীন!

বিনীত

প্রকাশক : **মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান জিলানী**

৩৯৬ গুনি লেইন, এস, ই, নাইন থ্রি. টি. কিউ

(লন্ডন)

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর পরিচিতি

মহান আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন তাঁর প্রিয় রসূল ﷺ-এর মুখ নিসৃত বাণীকে কলুষমুক্ত করে যাচাই-বাছাই ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পৃথিবীর মুসলিমদের সম্মুখে বিশুদ্ধ সুন্নাহ উপস্থাপন করার তাওফীক যে কয়জন বান্দাহকে দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে হাফিয যাহাবী (রহঃ) ও হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ)-এর পর আল্লামা নাসিরুদ্দীন (রহঃ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর পুরো নাম আবূ 'আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)।

জন্ম ঃ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) ১৯১৪ ঈসায়ী সনে পূর্ব ইউরোপের একটি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ আলবেনিয়ার রাজধানী কুদরাহ্তে জন্মগ্রহণ করেন। আলবেনিয়ায় জন্মগ্রহণ করার কারণে তিনি 'আলবানী' নামে অভিহিত হন। তাঁর পিতার নাম নূহ নাতাজী আলবানী। তিনি তৎকালীন সময়ে একজন প্রসিদ্ধ হানাফী 'আলিম ছিলেন। তিনি ঈমান রক্ষার্থে পরবর্তীতে সিরিয়ায় হিজরত করেন।

শিক্ষা-দীক্ষা ঃ দামিশ্কের একটি মাদ্রাসা হতে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর তাঁর পিতার বন্ধু শায়খ সায়ীদ আল-বুরহানীর নিকট ফিক্হের বিভিন্ন গ্রন্থ এবং আরবী সাহিত্য ও বালাগাত প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। একবার তিনি মিশরের আল্লামা রশীদ রিযা সম্পাদিত "আল-মানার" এর একটি সংখ্যায় ইমাম গাযযালী (রহঃ)-এর প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধই তাঁকে হাদীস চর্চা ও রিজাল শাস্ত্রের গবেষণায় পিপাসার্ত করে তুলে। পরবর্তীতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, সাধারণ মুসলিমদের সামনে আল্লাহর নাবী ﷺ-এর বিশুদ্ধ সুন্নাহ উপস্থাপন করবেন। আল্লাহ তাঁর এই ইচ্ছাকে বাস্তবরূপ দান করার তাওফীক দান করেছেন এবং তার জন্য জ্ঞানের ভাণ্ডারকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

কর্মজীবন ঃ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) নিজেই বলেছেন- "আল্লাহ আমাকে অসংখ্য সম্পদ দান করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো, আমার পিতা আমাকে ঘড়ি মেরামত করার কাজ শিখানো।" যৌবনের প্রথম দিকে তিনি ঘড়ি মেরামত করে জীবিকা অর্জন করেন। কিন্তু পাশাপাশি অধিকাংশ সময় তিনি হাদীস অধ্যয়ন ও গবেষণা এবং বই লেখার কাজে ব্যয় করতেন। তিনি মাদীনাহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছর অধ্যাপনায় নিয়োজিত ছিলেন। কর্ম জীবনের অধিকাংশ সময়েই তিনি গবেষণা, লেখালেখি ও বক্তৃতা দানে ব্যস্ত থাকেন। এর ফলে হাজার বছর ধরে হাদীস শাস্ত্রের যে খিদমাত হয়নি, বিংশ শতাব্দীতে তিনি তা করার তাওফীক লাভ করেন।

রচনাবলী ঃ আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)-এর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৩০০। তার মধ্যে কয়েকটি হলো ঃ (১) সিলসিলাতুল আহা-দীসিয যঈফাহ্ ওয়াল

মাউযূ'আহ (২) সিলসিলাতুল আহা-দীসিস সহীহাহ্ (৩) ইরওয়া-উল গালীল ফী তাখরীজি মানা-রিস সাবীল, (৪) মুখতাসার সহীহ মুসলিম লিল মুনযিরী, (৫) মুখতাসার সহীহুল বুখারী, (৬) সহীহ সুনানে আবী দাউদ, (৭) যঈফ সুনানে আবী দাউদ, (৮) সহীহ তিরমিযী, (৯) যঈফ তিরমিযী, (১০) সহীহ সুনানে নাসাঈ, (১১) যঈফ সুনানে নাসাঈ, (১২) সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ, (১৩) যঈফ সুনানে ইবনে মাজাহ (১৪) সহীহ জামিউস সগীর, (১৫) যঈফ জামিউস সগীর, (১৬) সহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, (১৭) সহীহ আদাবুল মুফরাদ, (১৮) যঈফ আদাবুল মুফরাদ, (১৯) তাহ্ক্বীক্ব মিশকাতুল মাসাবীহ (২০) আদাবুয যিফাফ, (২১) আহকামুল জানায়িয ওয়া বিদয়িহা, (২২) সিফাতু সলাতিন্ নাবী ﷺ, (২৩) সলাতুত তারাবীহ, (২৪) সলাতুল ঈদাইন ফিল মুসাল্লা, (২৫) গায়াতুল মারাম, (২৬) তাহজিরুস্ সাজিদ, (২৭) কিস্সাতু মাসীহিদ্ দাজ্জাল, (২৮) হিজাবুল মারয়াতি মুসলিমাহ, (২৯) হাজ্জাতুন্ নাবী ﷺ , (৩০) আল ইস্রা ওয়াল মি'রাজ, (৩১) রাওযুন নাযীর, (৩২) তা'লক্বির রাগীব, (৩৩) রিসালাহ বিদ'আত, ইত্যাদি।

আলবানী সম্পর্কে মতামত ঃ শায়খ 'আব্দুল 'আযীয বিন বা-য্ তাকে যুগ মুহাদ্দিস নামে অভিহিত করেছেন। ইসলামী যুবকদের বিশ্ব সংগঠন-আন্নাদওয়াতুল 'আ-লামিয়্যাহ লিশ্শাবা-বিল ইসলামী'র জেনারেল সেক্রেটারী ডঃ মা-নি' ইবনু হাম্মাদ আল্জুহানী বলেন, আল্লামা আলবানী সম্পর্কে বলা যায় যে, বর্তমান যুগে আকাশের নীচে তাঁর চেয়ে বড় হাদীস বিশারদ আর কেউ নেই। ডঃ সুহায়িব হাসান বলেন, আলবানী বিংশ শতকের হাদীস শাস্ত্রের মু'জিযাহ (অলৌকিক ঘটনা)।

মৃত্যু ঃ ১৯৯৯ ঈসায়ী সনের ২ অক্টোবর আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ) জর্ডানের রাজধানী আম্মানে ৮৬ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। হাদীস শাস্ত্রে তাঁর অবদানের জন্য বিশ্ববাসী তাঁকে স্মরণ করে রাখবে। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন-আমীন।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) ‘ইলমে হাদীসের সুবিশাল পরিমণ্ডলের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। হাদীসশাস্ত্রে অবদানের জন্য যে ক’জন মনীষী স্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি তাঁদের অন্যতম। তিনি একজন ইমাম, শায়খুস সুন্নাহ, প্রথম সারির হাফিয ও উঁচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি।

জন্ম ও বংশ ঃ

নাম সুলায়মান, কুনিয়াত আবূ দাউদ। পিতার নাম আশ‘আস। তাঁর পুরো নাম আবূ দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশ‘আস ইবনু শাদ্দাদ ইবনু ‘আমর ইবনু ‘আমি। তাকেঁ সুলায়মান ইবনুল আশ‘আস ইবনু ইসহাক্ব আল-আসাদী আল-সিজিস্তানীও বলা হয়। ইমাম আবূ দাউদ ২০২ হিজরীমোতাবেক ৮১৭ খ্রিষ্টাব্দে কান্দাহার ও চিশ্‌তের নিকটবর্তী সিজিস্তানে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষা জীবন ঃ

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা জীবন স্মপর্কে জানা যায় না। সম্ভবত তিনি নিজ গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম আবূ দাউদের বয়স যখন দশ বছর তখন তিনি নিশাপুরের একটি মাদরাসায় ভর্তি হনএবং সেখানেই তিনি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনু আসলামের নিকট হাদীসশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি হাদীসে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য মিশর,সিরিয়া, হিজাজ, ইরাক, খুরাসান প্রভৃতি বিখ্যাত হাদীস গবেষণা কেন্দ্র সমূহে ভ্রমণ করেন এবং তদানিন্তন সুবিখ্যাত মুদাদ্দিসগণের নিকট হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহ করেন।

চরিত্র ঃ

ইমাম আবূ দাউদ ছিলেন ইবাদাতগুযার, পরহেযগার, যাহিদ ও ন্যায়পরায়ণ লোক। দুনিয়ার ভোগ বিলাসের প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না। ইমাম ইবনু দাসাহ উল্লেখ করেন যে, ইমাম আবূ দাউদের জামার একটি হাতা প্রশস্ত ও একটি হাত সংকূর্ণ ছিল। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, যে হাতাটি প্রশস্ত তার মধ্যে আমি লিখিত হাদীসগুলো রেখে দেই এবং যে সংকূর্ণ হাতার মধ্যে এ জাতীয় কিছুই নেই।

ইমাম আবূ দাউদ সম্পর্কে মন্তব্য ঃ

১। মূসা ইবনু হারুন বলেন ঃ ইমাম আবূ দাউদ দুনিয়াতে হাদীসের খিদমাতের জন্য এবং অখিরাতে জান্নাত লাভের জন্য সৃষ্টি হয়েছেন। আমি তাঁর থেকে উত্তম ব্যক্তি দেখিনি।

২। ইমাম হাকিম বলেন ঃ নিঃসন্দেহে ইমাম আবূ দাউদ তাঁর সমসাময়িক মুহাদ্দিসগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর এই শ্রেষ্ঠত্ব ছিল নিরংকুশ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

৩। ইমাম যাহাবী বলেন ঃ ইমামআবূ দাউদ হাদীসের ইমাম হওয়ার পাশাপাশি একজন বড় মাপের ফাক্বীহ ছিলেন। তাঁর কিতাবই এর প্রমাণ বহণ করে।

৪। হাফিয আবূ ‘আবদুল্লাহ ইবনু মানদাহ বলেন যাঁরা হাদীস বর্ণনা করে তন্মধ্যকার দোষযুক্ত হাদীসগুলো থেকে প্রমাণযোগ্য হাদীসগুলোকে এবং ভুল থেকে শুদ্ধকে পৃথক করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন চারজন ঃ বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও নাসায়ী।

৫। ইবরাহীম ইবনু ইসহাক্ব বলেন ঃ ইমাম আবূ দাউদের জন্য হাদীসকে নরম ও সহজ করে দেয়া হয়েছিল ঠিক যেমনিভাবে নরম ও সহজ করে দেয়া হয়েছিণ দাউদ নাবীর জন্য লৌহকে।

৬। মাসলামাহ ইবনু ক্বানিম বলেন ঃ আবূ দাউদ ছিলেন নির্ভরযোগ্য, যাহিদ, হাদীস সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং এ বিষয়ে তাঁর যুগের ইমাম।

৭। আর-রাযী বলেন ঃ আমি তাঁকে বাগদাদে দেখেছি। তিনি আমার পিতার কাছে আসতেন। তিনি একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন।

৮। ঐতিহাসিক ইবনু তাগরিদী বলেন ঃ তিনি ছিরেন হাদীসের হাফিয, সমালোচক, সুক্ষাতিসুক্ষ ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত আল্লাহভীরু এক মহান ব্যক্তি।

শিক্ষকগণ ঃ

বিভিন্নদেশ ও শহরে ইমাম আবূ দাউদর শিক্ষকের সংখ্যা অসংখ্য। তিনি উচুঁ মাপের বহু মুহাদ্দিসের কাছে হাদীস শিক্ষা, সংগ্রহ ও শ্রবণ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- মাক্কাহতে কা'নাবী, সুলায়মান ইবনু হারব, বাসরাহ্য় মুসলিম ইবনু ইবরাহীম, 'আবদুল্লাহ ইবনু রাজা, আবুল ওয়ালীদ তায়ালিসি, মূসা ইবনু ইসমাঈল ও তাঁদের সমপর্যায়ের মুহাদ্দিসগণ হতে, কূফা শহরে হাসান ইবনু রবীঈ বুরানী, আহমাদ ইবনু ইউনূস ও একটি দল হতে, হালবে আবূ তাওবাহ আর-রাবী' ইবনু নাফি' হতে, বাহরাইনে আবূ জা'ফার নুফাইলী, আহমাদ ইবনু আবূ শু'আইব ও আরো অনেকের কাছ থেকে, হিমসে হাইওয়াতাহ ইবনু শুরাইহ, ইয়াযীদ ইবনু 'আবদে রাব্বী হতে, দামিস্কে সাফওয়ান ইবনু সালিহ ও হিশাম ইবনু 'আম্মার হতে, খুরাসানে ইসহাক্ব ইবনু রাহওয়াইহি ও তাঁর সমপর্যায়ের ব্যক্তিদের থেকে, বাগদাদে আহমাদ ইবনু হাম্বাল ও তাঁর সমপর্যায়ের মুহাদ্দিস হতে, বালখাতে কুতাইবাহ ইবনু সাবীদ হতে, মিসরে আহমাদ ইবনু সালিহ ওঅন্যদের থেকে। এছাড়াও ইবরাহীম ইবনু বাশমার, ইবরাহীম ইবনু মূসা আর-অপররা, 'আলী ইবনুল মাদীনী, হাকাম ইবনু মূসা, সাঈদ ইবনু মানসূর, সাহল ইবনু বাক্কার, 'আবদুর রহমান ইবনুল মুবারক আয্-'আয়শী, 'আবদুস সারাম ইবনু মুত্বাহহার, মুহাম্মাদ ইবনু কাসীর, মু'আয ইবনু আসাদ, 'আলী ইবনুল জা'দ, খাল্ফ ইবনু হিশাম, 'আমর ইবনু 'আওন, ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন ও অন্যান্য ইমামগণ।

ছাত্রবৃন্দ ঃ

ইমাম আবূ দাউদের ছাত্র সংখ্যাও অসংখ্য। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- ইমাম আবূ সা তিরমযী, আন-নাসায়ী, আবূ আওয়ানাহ, আবূ হামিদ আহমাদ ইবনু জা'ফার আশ'আরী আসবাহানী, আবূ 'আমর আহমাদ ইবনু 'আলী ইবনু হাসান বাসরী, আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ খাল্লাল ফাক্বীহ, ইসহাক্ব ইবনু মূসা রমলী, ইসমাঈল ইবনু সাফফার, হুসাইন ইবনু ইদ্‌রীস আল-হারুবী, ওযাকারিয়্যাহ ইবনু ইয়াহইয়া সাজী, আবূ বাকর ইবনু দুনয়া, আবূ দাউদের পুত্র আবূ বাকর, মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার ফিরয়াবী, আবূ বিশর দুলাবী, আবূ 'আলী মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ লু'লুয়ী, মুহাম্মাদ ইবনু রাজা বাসরী, আবূ সালিম মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ আদামী, মুহাম্মাদ ইবনু মুনযির, উসামাহ মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল মালিক, হাসান ইবনু 'আবদুল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া মরদাস, আবূ বাকর মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া প্রমূখ।

ইমাম আবূ দাউদ সূত্রে যাঁরা সুনান গ্রন্থখানি বর্ণনা করেছেন ঃ

ইমাম আবূ দাউদের নিকট হতে তাঁর এ গ্রন্থখানি ধারাবাহিক সূত্র পরম্পরায় প্রায় নয়-দশজন বড় বড় মুহাদ্দিস কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে- (মুক্বাদ্দামাহ গায়াতুল মাক্বসূদ)। যেমন ঃ

১। আবূ ত্বাইয়্যিব আহমাদ ইবনু ইবরাহীম আশনানী বাগদাদী।
২। আবূ 'আমর আহমাদ ইবনু 'আলী ইবনু হাসান বাসরী।
৩। আবূ সাউদ ইবনুল আ'রাবী।
৪। 'আরী ইবনুল হাসান ইবনুল 'আবদ আল-আনসারী।
৫। আবূ 'আলী মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ লু'লুয়ী।
৬। মুহাম্মাদ ইবনু বাক্র. দাসাহ।
৭। আবূ উসামাহ মুহামআদ ইবনু 'আবদুল মালিক। এছাড়াও অন্যরা।

ইমাম আবূ দাউদের রচিত গ্রন্থাবলী ঃ

ইমাম আবূ দাউদ বহু মূল্যবান গ্রন্থাবলী রচনা করেছেন। তন্মেধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ

১। ইবতিদাউল ওয়াহী।
২। আখবারুল খাওয়ারিজ।
৩। আ'লামুন নাবুয়্যাহ।
৪। কিতাবু মা তাফাররাদা বিহী আহলুল আমসার।
৫। আদ-দু'আ।
৬। আয-যুহ্‌দ।
৭। কিতাবুস সুনান। যা ছয়টি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থে একটি।
৮। কিতাবু ফাযায়িলে আনসার।
৯। আর রাদ্দু 'আলাল ক্বাদরিয়্যাহ।
১০। আল-মারাসীল।
১১। আল-মাসায়িল।
১২। মুসনাদে মালিক ইবনু আনাস।
১৩। নাসিখ ওয়াল মানসূখ।
১৪। মা'রিফাতুল আওকাত।

মৃত্যুঃ 'ইলমে হাদীসের এ মহান ব্যক্তি ২৭৫ হিজরী সালের ১৬ শাওয়াল৭৩ বছর বয়সে বাসরাহ নগরে ইন্তিকাল করেন।

সুনান আবূ দাউদের ব্যাখ্যা গ্রন্থাবলী ঃ

সুনান আবূ দাউদের অনেকগুলো ব্যাখ্যা গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি গ্রন্থ হচ্ছে ঃ

১। ইমাম খাত্তাবীর মা'আলিমুস সুনান।
২। শামসুল হাক্ব 'আযীমাবাদীর 'আওনুল মা'বুদ।
৩। বাজলুল মাজহুদ ফী হাল্লি আবূ দাউদ। এছাড়াও অন্যান্য।

সুনান আবূ দাউদ গ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য ও গ্রহণযোগ্যতা ঃ

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ)-এর সুনান গ্রন্থ স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। গ্রন্থখানির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঃ এটি একটি সুনান গ্রন্থ। এতে শারী'আতের হুকুম-আহকাম এবং ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় নিয়ম-নীতি সম্পর্কিত হাদীস সমূহ রয়েছে এবং গ্রন্থটি ইমাম আবূ দাউদ ফিক্বাহ কিতাবের ন্যায় অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ সাজিয়েছেন এবং ফিক্বাহর দৃষ্টিভঙ্গিতে হাদীসসমূহ চয়ন করেছেন। তাইতো ফিক্বাহবিদগণ বলেছেন ঃ "একজন মুজতাহিদের পক্ষে ফিক্বাহর মাসআরাহ বের করার জন্য আল্লাহর কিতাব কুরআন মাজীদের পরে এই সুনানে আবূ দাউদ গ্রন্থই যথেষ্ট।"-(আল-হাদীসুল মুহাদ্দিসুন, পৃঃ ৪১১)। ইমাম আবূ দাউদ পাঁচ লক্ষ হাদীস থেকে অত্যধিক যাচাই বাছাই করে মাত্র প্রায় পাঁচ হাজার হাদীস এতে স্থান দিয়েছেন। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ "আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ৫ লক্ষ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছিলাম। তার মধ্য থেকে যাচাই বাছাই করে মনোনীত হাদীস এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছি। এ গ্রন্থে সুলাসিয়ত অর্থাৎ সহাবীর স্তর থেকে তাঁর পযন্ত তিনজন বর্ণনাকারী বিশিষট অনেকগুলো হাদীস রয়েছে। ইমাম আবূ দাউদ গ্রন্থটিতে সন্নিবেশিত হাদীসসমূহ ভিন্ন ভিন্ন শিরোনামে উপস্থাপন করেছেন এবং বর্ণিত হাদীস ও তার সানাদ সম্পর্কে আপত্তিকর কিছু দেখতে "ইমাম আবূ দাউদ বলেছেন" বলে মন্তব্য পেশ করেছেন। এ গ্রন্থখানি সর্বজনগ্রাহ্য সংকলনের মর্যাদা অর্জন করেছে। এ সম্পর্কে স্বয়ং ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন ঃ "জনগন কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে পরিত্যক্ত কোন হাদীসই আমি এতে উদ্ধৃত করি নাই"- (দেখুন, খাত্তাবীর মুক্বাদ্দামাহ মা'আলিমুস সুনান, পৃঃ ১৭)। সর্বোপরি এটি বিজ্ঞ মুহাদ্দিস ও মণীষীগণের নিকট সমধিক গ্রহণযোগ্য একটি গ্রন্থ। ইমাম আবূ দাউদ গ্রন্থ সংকলন সমাপ্ত করার পর তাঁর উস্তাদ ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালের সম্মুখে উপস্থাপিত করলে ইমাম আহমাদ গ্রন্থখানিকে খুবই পছন্দ করেন এবং একে একটি উত্তম হাদীস গ্রন্থ আখ্যায়িত করে প্রশংসা করেন- (তাযকিরাতুল হুফফায, মুনযিরীর মুক্বাদ্দামাহ তালখীস, পৃঃ ৫)। ইমাম আবূ দাউদে ছাত্র হাফিয মুহামআদ ইবনু মাখরাস দুয়ারী (মৃত ৩৩১হিঃ) বলেন ঃ "ইমাম আবূ দাউদ যখন সুনান গ্রন্থখানি প্রণয়ন সম্পন্ন করলেন এবং তা লোকদের পাঠ করে শুনালেন, তখনি তা মুহাদ্দিসগণের নিকট (কুরআনের মতই) অনুসরণীয় গ্রন্থ হয়ে গেল"- (তাহযীবুত তাহযীব)। হাফিয আবূ জা'ফর ইবনু যুবাইর গরনাতী বলেন ঃ "ফিক্বাহ সর্ম্পকিত হাদীসসমূহ সামগ্রিক ও নিরংকুশভাবে সংকলিত হওয়ার কারণে সুনান আবূ দাউদের যে বিশেষত্ব, তা সিহাহ সিত্তার অপর কোন গ্রন্থেরই নেই"- (তাদরীবুর রাবী, পৃঃ ৫৬)। ইমাম গাযযালী (রহঃ) বলেন ঃ "হাদীসের মধ্যে এই একখানি গ্রন্থই মুজতাহিদের জন্য যথেষ্ট"- (সাখাবীর ফাতহুল মুগীস, পৃঃ ২৮)। মুহাদ্দিস যাকারিয়া সাজী বলেন ঃ "ইসলামের মূল হচ্ছে আল্লাহর কিতাব, আর ইসলামের ফরমান হচ্ছে সুনানে আবূ দাউদ"- (ইবনু ত্বাহিরের শুরুতুল আয়িম্মাহ, পৃঃ ১৭)। ইমাম খাত্তবী বলেন ঃ "আবূ দাউদের সুনান গ্রন্থ একটি মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ। 'ইলমে দীন সম্পর্কে এর সমতুল্য কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি।" মূলতঃ এ সুনান গ্রন্থখানি ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ)-কে হাদীসশাস্ত্রে অসাধারণ সম্মানের আসনে সমাসীন করেছে।

بسم الله الرحمن الرحيم
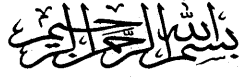
অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক এবং শতকোটি দরূদ ও সালাম জানাই প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।

সুনান আবূ দাউদ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, প্রসিদ্ধ, গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় হাদীসগ্রন্থ। যা ছয়টি বিশেষ হাদীস গ্রন্থের অন্যতম। বিশ্বের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামি বিভাগে ও মাদ্‌রাসাতে এ গ্রন্থখানি খুবই গুরুত্বের সাথে পড়ানো হয়। সর্বোপরি 'আলিমগণ ও সাধারণ মুসলমানদের নিকট গ্রন্থখানির গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু গ্রন্থখানির তাহক্বীক্ব বাংলা ভাষায় প্রকাশিত না হওয়ার ফলে বেশিরভাগ বাংলাভাষি মুসলমানই এ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীস অনুপাতে 'আমাল সম্পাদন, ফাতাওয়াহ প্রদান ও মাসআলাহ নির্ণয়ে বেশ সংশয়ে পড়ে থাকেন। কারণ, সবারই জানা যে, ছয়টি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থের মধ্যকার সহীহুল বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম বাদে অবশিষ্ট চারটি গ্রন্থেই কম-বেশি দোষযুক্ত হাদীস রয়েছে। উক্ত চারটি গ্রন্থের অন্যতম গ্রন্থ হিসেবে সুনান আবূ দাউদেও বহু সহীহ হাদীসের পাশাপাশি কিছু দুর্বল ও ভিত্তিহীন হাদীস বিদ্যমান আছে। তাই খুবই জরূরী যে, অতীব প্রয়োজনীয় এ গ্রন্থটিতে বর্ণিত হাদীসগুলোর মধ্যকার কোন হাদীসগুলো সহীহ এবং কোনগুলো দুর্বল তা নির্ণয় করা। যাতে করে 'আলিম সমাজের পাশাপাশি সাধারণ মুসলিমগণও এ গ্রন্থের দুর্বল বর্ণনাগুলো বর্জন করে সহীহ বর্ণনাগুলো গ্রহণের মাধ্যমে এর দ্বারা ব্যাপক উপকার লাভ করতে পারেন। আর এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এ মহান কাজ আঞ্জাম দিতে এগিয়ে আসেন এ যুগের কালজয়ী রিজালবিদ ও যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ)। তিনি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে প্রজ্ঞা খাটিয়ে সুক্ষাতিসুক্ষভাবে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে সুনান আবূ দাউদ গ্রন্থের তাক্বীক্ব সম্পন্ন করেন। যেন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে মুসলিম উম্মাহ্‌র কৃত 'আমালগুলো সহীহ ও নির্ভেজাল হাদীসের উপর ভিত্তি করেই সুসম্পন্ন হয়। অপরদিকে বিশ্বসেরা এ মুহাদ্দিসের তাহক্বীক্বের মাধ্যমে আবারো এ বিষয়টি আরো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে সুনান আবূ দাউদ সত্যিই অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও চমৎকার একটি গ্রন্থ। কেননা এ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসসমূহের অধিকাংশই সহীহ ও 'আমালযোগ্য, যদিও এতে কিছু দুর্বল ও ভিত্তিহীন হাদীস আছে।

বাংলাভাষি মুসলিম ভাই বোনদের নিকট দুর্বল ও দোষযুক্ত হাদীসগুলোকে চিহ্নিত ও নির্ভেজাল ও সহীহ হাদীসগুলো নির্ণয় করে সেগুলো প্রকাশ করা খুবই জরূরী ভেবে আমি **"সহীহ ও যঈফ সুনান আবূ দাউদ"** গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় অনুবাদে মনোনিবেশ করি। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে এর ১ম খণ্ডের অনুবাদ সম্পন্ন করতে সক্ষম হই।

পাঠকদের সুবিধার্থে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য এ গ্রন্থে সংযোজন করেছি। তা হলো :

(এক) গ্রন্থের শুরুতে হাদীস শাস্ত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন পরিভাষা, গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য হাদীসের পরিচিতি, যেসব কথার দ্বারা বর্ণনাকারীদের দুর্বলতা ও দোষ প্রকাশ পায় তার স্তর ইত্যাদি বিষয় সংযোজন করেছি। যা এ গ্রন্থের তাহক্বীক্ব অনুধাবনের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে।

(দুই) গ্রন্থটিতে বর্ণিত প্রত্যেকটি হাদীস ও তার তাহক্বীক্ব উল্লেখ করার পর সংক্ষেপে তৎসংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য উপস্থাপন করেছি। হাদীসের ক্রমিক নম্বর অনুসারে প্রতিটি হাদীসের পাদটিকা সংযোজন করেছি। পাদটিকায় যেসব বিষয়াদী সংযোজন করেছি তা হলো ঃ

(ক) সুনান আবূ দাউদে বর্ণিত হাদীসটি অর্থগতভাবে হোক বা শব্দগতভাবে, একই সানাদে হোক বা ভিন্ন সানাদে আরো যেসব হাদীসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, সেসব গ্রন্থের নাম, অধ্যায়, অনুচ্ছেদ এবং সেখানে বর্ণিত হাদীসটির ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করেছি। গ্রন্থের পাদটিকায় এ ধরনের প্রায় ৩০টি হাদীস গ্রন্থের তাখরীজ বর্ণনা করেছি। যেমন সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, মুয়াত্তা মালিক, আহমাদ, দারিমী, দারাকুতনী, ইমাম বায়হাক্বী'র- সুনানুল কুবরা, সুনানুস সাগীর ও শু'আবুল ঈমান, ইমাম ত্বাবারানী'র- মু'জামুল কাবীর, আওসাত্ব ও সাগীর, সহীহ ইবনু হিব্বান, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ, মুসনাদ আবূ ইয়ালা, মুস্তাদরাক হাকিম, ইবনু আসাকির, তারীখে দামিস্ক, তারীখে বাগদাদ, ইমাম বুখারীর- তারীখ ও আদাবুল মুফরাদ, মুসান্নাফ 'আব্দুর রায্যাক, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ, ত্বাহাভী ইত্যাদি।

(খ) ঃ শায়খ আলবানী সুনান আবূ দাউদে বর্ণিত যেসব হাদীসকে দুর্বল বলেছেন এ গ্রন্থের পাদটিকায় সেগুলোর দোষণীয় দিক কিছুটা হলেও উপস্থাপনের যথাসম্ভব চেষ্টা করেছি এবং এ ক্ষেত্রে শায়খ আলবানীর পাশাপাশি অন্যান্য 'আলিমগণের তাহক্বীক্বও সংযোজন করেছি। ফলে অধিকাংশ দুর্বল হাদীসেরই দোষণীয় দিক তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে- আল্‌হামদুলিল্লাহ। আর এ কাজ করতে গিয়ে শায়খ আলবানীর বিভিন্ন তাহক্বীক্ব গ্রন্থাবলীর পাশাপাশি সুনান আবূ দাউদের শারাহ গ্রন্থাবলী যেমন শামসুল হাক্ব 'আযিমাবাদীর 'আওনুল মা'বুদ, ইমাম খাত্তাবীর মা'আলিমুস সুনান ইত্যাদি, এবং ডঃ আবদুল ক্বাদির, ডঃ সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ সাইয়্যিদ ও উস্তায সাইয়্যিদ ইবরাহীম রচিত আবূ দাউদের উপর তাহক্বীক্ব ও তাখরীজ গ্রন্থসহ বহু গ্রন্থের সহযোগিতা নিয়েছি।

(গ) পাদটিকায় 'হাদীস হতে শিক্ষা' শিরোনামে একটি চমৎকার বিষয় সংযোজন করেছি। যেখানে ফিক্বহের পদ্ধতিতে উক্ত হাদীস হতে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলো পয়েন্ট আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

(ঘ) গ্রন্থের পাদটিকায় বর্ণিত হাদীস সংশিষ্ট বেশকিছু মাসআলাহও উল্লেখ করেছি এবং উল্লিখিত মাসআলাহ সম্পর্কে সৃষ্ট সংশয় নিরসনের চেষ্টা করেছি। আশা করি এর দ্বারা পাঠকগণ উপকৃত হবেন।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এই অনুবাদ গ্রন্থের শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মণ্ডলির প্রতি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এ গ্রন্থের সম্মানিত প্রকাশক জনাব জিল্লুর রহমান জিলানী সাহেবের প্রতি। আল্লাহ তাঁর

প্রচেষ্টাকে ক্ববূল করুন এবং তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং তার আব্বা ও আম্মাকে জান্নাতবাসী করুন- আমীন। কৃতজ্ঞতা জানাই সেসব দ্বীনী ভাইয়ের প্রতি যারা বিভিন্নভাবে উৎসাহিত করেছেন, পরামর্শ দিয়েছেন এবং প্রুফ সংশোধনে সময় দিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই ঐসব প্রতিষ্ঠানের প্রতি যাদের প্রকাশনা থেকে মূল হাদীস অনুবাদের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছি। আল্লাহ তাদের সকলকেই উত্তম প্রতিদান দান করুন- আমীন!

সহীহ ও যঈফ **সুনান আবূ দাউদ** গ্রন্থখানির অনুবাদ পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত করেছি। এটি ১ম খণ্ড।

সম্মানিত পাঠক! গ্রন্থখানির অনুবাদ এবং এতে উপস্থাপিত তথ্যে কোন ভুল পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে জানালে তা সাদরে গ্রহণের অঙ্গীকার রইল।

বিনীত
আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ

যা জানা জরুরী

বর্ণনাকারীদের গুণ বিচারে গ্রহণযোগ্য হাদীসের প্রকারসমূহ ঃ

বর্ণনাকারীদের গুণ বিচারে গ্রহণযোগ্য হাদীস প্রধানত দু' প্রকার ঃ (১) সহীহ, (২) হাসান। এর প্রত্যেকটির আবার দু'টি প্রকার রয়েছে। অতএব, গ্রহণযোগ্য ও দলিলযোগ্য হাদীস চার প্রকার।

১। সহীহ লিযাতিহী ঃ যে হাদীসের সানাদ অবিচ্ছিন্ন হয়, বর্ণনাকারীরা ন্যায়পরায়ণ ও পূর্ণ আয়ত্বশক্তির অধিকারী হন এবং সানাদটি শা'জ ও মু'আল্লাল না হয় সে হাদীসকে সহীহ বা সহীহ লিযাতিহী। গ্রহণযোগ্য হাদীসগুলোর মধ্যে সহীহ লিযাতিহী'র মর্যাদা সবচেয়ে বেশী।

২। হাসান লিযাতিহী ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তিতে কিছুটা ঘাটতি রয়েছে কিন্তু সহীহ হাদীসের অবশিষ্ট চারটি শর্ত বহাল আছে তাকে হাসান লিযাতিহী হাদীস বলা হয়।

৩। সহীহ লিগাইরিহী (অন্যের কারণে সহীহ) ঃ যদি হাসান হাদীসের সানাদ সংখ্যা অধিক হয় তখন এর দ্বারা হাসান রাবীর মাঝে যে ঘাটতি ছিল তা পূরণ হয়ে যায়। এরূপ অধিক সানাদে বর্ণিত হাসান হাদীসকে সহীহ লিগাইরিহী বলা হয়।

৪। হাসান লিগাইরিহী (অন্যের কারণে হাসান) ঃ অজ্ঞাত ব্যক্তির হাদীস একাধিক সানাদে বর্ণিত হলে তাকে হাসান লিগাইরিহী বলা হয়। এটি মূলত দুর্বল হাদীস। কিন্তু যখন তা একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয় এবং এর বর্ণনাকারী ফাসিক ও মিথ্যার দোষে দোষী না হয় তখন এটি অন্যান্য সূত্রগুলোর কারণে হাসান এর পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু এর মান হাসান লিযাতিহী'র চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের।

যঈফ বা অগ্রহণযোগ্য হাদীসের প্রকারসমূহ

যে হাদীসে হাসান লি গাইরিহী হাদীসের শর্ত পাওয়া যায় না তাকে যঈফ বা দুর্বল হাদীস বলে। ইমাম নাবাবী বলেন, যে হাদীসের (বর্ণনাকারীর মাঝে) সহীহ ও হাসান হাদীসের শর্ত পাওয়া যায় না তাকে যঈফ হাদীস বলে। এরূপ হাদীস অগ্রহণযোগ্য।

প্রধানতঃ দু'টি কারণে হাদীস প্রত্যাখ্যাত হয়। (১) সানাদ থেকে বর্ণনাকারী বাদ পড়ে যাওয়া, (২) বর্ণনাকারী সম্পর্কে কোন অভিযোগ থাকা। এই অভিযোগ বর্ণনাকারীর দ্বীনদারী সম্পর্কিত হতে পারে আবার আয়ত্বশক্তি সম্পর্কিতও হতে পারে। নিম্নে যে সকল হাদীস অগ্রহণযোগ্য ও ত্রুটিযুক্ত হাদীস শাস্ত্রে সেগুলোর পরিভাষাগত পরিচয় তুলে ধরা হলো ঃ

১। মু'আল্লাক ঃ যে হাদীসে সানাদের শুরু থেকে এক বা একাধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে তাকে মু'আল্লাক বলা হয়।

২। মুনকাতি ঃ হাদীসের সানাদে যে কোন স্থান থেকে বর্ণনাকারী বাদ পড়াকে মুনকাতি বলা হয়।

৩। মুরসাল ঃ যে হাদীসের সানাদের শেষ ভাগে বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ﷺ ও তাবিঈর মাঝে ঘাটতি পড়ে গেছে তাকে মুরসাল বলা হয়।

মুরসাল হাদীসকে প্রত্যাখ্যাত শ্রেণীর মধ্যে উল্লেখ করার কারণ হলো উহ্য বর্ণনাকারীর অবস্থা সম্পর্কে না জানা। কেননা, উক্ত উহ্য ব্যক্তি সহাবীও হতে পারেন, তাবিঈও হতে পারেন। দ্বিতীয় অবস্থায় তিনি দুর্বলও হতে পারেন, আবার নির্ভরযোগ্যও হতে পারেন ইত্যাদি।

তবে যদি উক্ত তাবিঈ সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি কেবল নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছাড়া কারো নিকট থেকে মুরসাল বর্ণনা করেন না, তাহলে মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীসটিকে মুলতবী রাখার পক্ষপাতী। কেননা, তাতে সন্দেহ বহাল থেকে যায়।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ও ইমাম মালিক (রহঃ) মুরসাল হাদীস সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণের মত দিয়েছেন। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ (রহঃ) তা অগ্রহণযোগ্য বলেছেন। ইমাম শাফিঈ (রহঃ) বলেছেন, যদি তা অন্য একটি সানাদে বর্ণিত হবার কারণে শক্তি সঞ্চয় করে, চাই সে সানাদ মুত্তাসিল হোক বা মুরসাল; তবে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, এর দ্বারা উহ্য ব্যক্তি মৌলিকভাবে নির্ভরযোগ্য হবার সম্ভাবনা জোরদার হবে। হানাফীদের মধ্যে আবূ বাক্র রাজী ও মালিকীদের মধ্যে আবুল ওলীদ রাজী বর্ণনা করেছেন ঃ কোন বর্ণনাকারী যদি নির্ভরযোগ্য এবং অনির্ভরযোগ্য সব ধরনের ব্যক্তি থেকে মুরসাল বর্ণনা করেন, তাহলে তার মুরসাল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না, এ ব্যাপারে সকলেই একমত।

৪। মু'দাল ঃ হাদীসের সানাদ থেকে ধারাবাহিকভাবে দু' বা ততোধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়ে গেলে তাকে মু'দাল বলে।

৫। মুদাল্লাস ঃ সানাদের ত্রুটিকে গোপন করে তার প্রকাশ্যকে সুন্দর করে তুলে ধরা। অর্থাৎ বর্ণনাকারী সানাদে স্বীয় শায়খের নাম গোপন রেখে তার উপরস্থ শায়খের নামে এমনভাবে হাদীস বর্ণনা করা যেন তিনি নিজেই তার কাছ থেকে হাদীসটি শুনেছেন। অথচ তিনি তার কাছ থেকে শুনেননি। এরূপ হাদীসকে মুদাল্লাস বলা হয়। সানাদে তাদ্‌লীস বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। মুদাল্লাস হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। আর মুদাল্লিস ব্যক্তি যদি যঈফ হয় তাহলে তার সবই বাতিল।

৬। শা'য ঃ একজন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা যদি তার চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির বর্ণনা সাথে গড়মিল হয় (বিপরীত হয়) তাহলে তাকে শা'য বলা হয়। শা'য হাদীস সহীহ নয়। এটি হাদীস শাস্ত্রের জন্য দোষণীয়।

৭। মা'রুফ ঃ যদি দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারীর বর্ণনায় গড়মিল দেখা যায় তাহলে যার বর্ণনাটিকে প্রাধান্য দেয়া হয় তাকে মা'রুফ বলে। অন্য কথায় পরস্পর বিরোধী দু'টি যঈফ হাদীসের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত কম যঈফ তাকে মা'রুফ বলা হয়।

৮। মুনকার ঃ মা'রূফ হাদীসের বিপরীতে অধিকতর দুর্বল হাদীসকে মুনকার বলা হয়। মুনকার হাদীস ত্রুটিযুক্ত।

৯। মাতরূক ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদীতায় সন্দেহভাজন অর্থাৎ দৈনন্দিন ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলার কারণে যার হাদীস প্রত্যাখ্যান করা হয় তাকে মাতরূক বলে। তবে খাঁটি মনে তাওবাহ করে যদি সে সত্য পথ অবলম্বন করে বলে প্রমাণিত হয় তাহলে পরবর্তীতে তার হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে।

১০। মাওযু বা বানোয়াট ঃ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রসূলের নামে বানোয়াট হাদীস তৈরী করে তবে তার হাদীসকে মাওযু বা বানোয়াট বলা হয়। বানোয়াট হাদীস সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য এবং তা বর্ণনা করা হারাম। হাদীস জালকারী খাঁটি মনে তাওবাহ করলেও তা গ্রহণ করা হবে না।

১১। মুবহাম ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী পরিচয় ভাল করে জানা যায়নি যার দ্বারা তার দোষ-গুণ যাচাই করা যায় তাকে মুবহাম বলা হয়। সহাবী ব্যতিত কারোর মুবহাম হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

১২। মুদ্‌রাজ ঃ যে হাদীসের বর্ণনাকারী নিজের অথবা অন্য কারোর কথা সংযোজন করে দেয় তাকে মুদরাজ বলা হয়। মুদরাজ সানাদের ক্ষেত্রেও হতে পারে আবার মাতানের মধ্যেও হতে পারে। হাদীসে এরূপ সংযোজন করা হারাম।

কতিপয় পরিভাষা

১। মুতাওয়াতির ঃ মুতাওয়াতির বলা হয় সেই হাদীসকে যেটিকে এতো অধিক সংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন যে, তাদের পক্ষে সাধারনত মিথ্যার উপর একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়।

২। খবরু ওয়াহিদ ঃ আভিধানিক অর্থে সেই হাদীসকে বলা হয় যেটিকে একজন ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন। আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসকে খবরু ওয়াহিদ বলা হয় যার মধ্যে মুতাওয়াতির হাদীসের শর্তাবলী একত্রিত হয়নি। এই খবরু ওয়াহিদ তিন প্রকার ঃ

(ক) মাশহূর ঃ আভিধানিক অর্থে যে হাদীস মানুষের মুখে মুখে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যদিও সেটি মিথ্যা হয় সেটিকেই মাশহূর বলা হয়।

আর পারিভাষিক অর্থে সেই হাদীসকে মাশহূর বলা হয় যেটি তিন বা ততোধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। তবে তার (মাশহূর) স্তরটি মুতাওয়াতিরের স্তর পর্যন্ত পৌঁছেনি।

(খ) 'আযীয ঃ সেই হাদীসকে বলা হয় যার সানাদের প্রতিটি স্তরে দু' জন করে বর্ণনাকারী রয়েছে।

(গ) গরীব ঃ যে হাদীসের সানাদের কোন এক স্তরে মাত্র একজনে বর্ণনা করেছেন সে হাদীসটিকেই বলা হয় গরীব হাদীস।

৩। মারফূ ঃ নাবী ﷺ-এর কথা বা কাজ বা সমর্থনকে বলা হয় 'মারফূ' হাদীস।

৪। মাওকূফ ঃ সহাবীর কথা বা কর্ম বা সমর্থনকে বলা হয় 'মাওকূফ'।

৫। **মাক্বতূ** ঃ তাবিঈ বা তার পরের কোন ব্যক্তির কথা বা কাজকে বলা হয় 'মাক্বতূ'।

৭। **মুত্তাসিল** ঃ যে মারফূ বা মাওকূফ-এর সানাদটিতে কোন প্রকার বিচ্ছিন্নতা নেই তাকে 'মুত্তাসিল' বলা হয়।

৮। **মাহ্ফূয** ঃ যে হাদীসটি বেশি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তার চেয়ে কম নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির বিরোধিতা করে বর্ণনা করেছেন তাকে বলা হয় 'মাহফুয' হাদীস। এ হাদীস গ্রহণযোগ্য।

৯। **মাজহুল** ঃ যে বর্ণনাকারীর সত্ত্বা বা গুণাবলী সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না তাকে 'মাজহূল' বলা হয়। এরূপ বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

১০। **জাহালাত** ঃ যে সানাদের কোন বর্ণনাকারীর সত্ত্বা বা অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না সে সানাদটিকে জাহালাত (অজ্ঞতা) সম্বলিত সানাদ বলা হয়।

১১। **তাবে'** ঃ তাবে' বলা হয় সেই হাদীসকে যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা কেবল অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী সহাবী একই ব্যক্তি হবেন।

১২। **শাহিদ** ঃ শাহিদ বলা হয় সেই হাদীসকে যে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ বাক্য এবং অর্থের দিক দিয়ে অথবা শুধু অর্থের দিক দিয়ে এককভাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এতে হাদীসের মূল বর্ণনাকারী (সহাবী) ভিন্ন হবেন একই ব্যক্তি হবেন না।

১৩। **মুতাবা'আত** ঃ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী অন্য বর্ণনাকারীর সাথে মিল রেখে বর্ণনা করলে তাকে বলা হয় 'মুতাবা'য়াত'। এটি দুই প্রকার ঃ

(ক) মুতাবা'আতু তাম্মাহ ঃ যদি সানাদের প্রথম অংশের বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য বর্ণনাকারী মিলে যায়, তাহলে তাকে 'মুতাবা'আত তাম্মাহ' বলা হয়।

(খ) মুতাবা'আতু কাসিরাহ ঃ যদি সানাদের মাঝের কোন বর্ণনাকারীর স্থলে অন্য কোন বর্ণনাকারী মিলে যায় তাহলে তাকে 'মুতাবা'য়াতু কাসিরা' বলা হয়।

১৪। **মুসাহ্হাফ** ঃ আভিধানিক অর্থে তাসহীফ বলা হয় লিখতে এবং পড়তে ভুল করাকে।

পারিভাষিক অর্থে মুসাহ্হাফ বলা হয় ঃ শব্দ অথবা অর্থের দিক দিয়ে নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের শব্দে পরিবর্তন ঘটানোকে।

তাসহীফ সানাদ ও মাতান উভয়ের মধ্যেই সংঘটিত হয়। সাধারণত শিক্ষক বা শায়খের নিকট শিক্ষা গ্রহণ না করে গ্রন্থরাজী হতে হাদীস গ্রহণকারী বর্ণনাকারী তাসহীফ-এর পতিত হয়ে থাকেন।

হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ)-এর নিকট মুসাহ্হাফ বলা হয় নির্ভরযোগ্যদের বর্ণনার বিরোধিতা করে হাদীসের সানাদে ব্যক্তির নামের বা হাদীসের ভাষার কোন শব্দের অক্ষরের এক বা একাধিক নুকতাকে শব্দের আকৃতি ঠিক রেখে পরিবর্তন করাকে।

নং	মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত দোষণীয় উক্তিগুলোর ছয়টি স্তর	হুকুম
১	প্রথমতঃ যে শব্দ মুবালাগার (বাড়তি অর্থের) প্রমাণ বহন করে; যেমন উমুক ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সবচাইতে বেশি মিথ্যুক বা সে হচ্ছে মিথ্যার শেষ সীমায় বা সে মিথ্যার স্তম্ভ বা সে মিথ্যার খণি অথবা এরূপ অর্থবোধক ভাষ্য।	প্রথম চার স্তরের ভাষ্যগুলো হতে যে কোন একটির দ্বারা দোষণীয় কোন বর্ণনাকারীর হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। এমনকি শাহিদ হিসাবে বা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেও না।
২	প্রথমটির চেয়ে একটু নীচু পর্যায়ের যদিও এ স্তরের শব্দগুলোও মুবালাগার অর্থ বহণ করে। যেমন ঃ উমুক ব্যক্তি দাজ্জাল বা সে মিথ্যাবাদী বা অত্যাধিক জালকারী বা হাদীস জাল করে বা মিথ্যা বলে।	
৩	উমুক ব্যক্তি মিথ্যার বা জাল করার দোষে দোষী বা সে হাদীস চুরি করে কিংবা সে বর্জিত বা মাতরূক (পরিত্যাজ্য) বা ধ্বংসপ্রাপ্ত বা হাদীসে বহিঃস্কৃত বা তাকে মুহাদ্দিসগণ মিথ্যার দোষে পরিত্যাগ করেছেন বা তাকে মূল্যায়ন করা হয় না বা সে নির্ভরশীল নয় অথবা যেসব ভাষ্য অনুরূপ অর্থ বহণ করে।	
৪	উমুক ব্যক্তির হাদীস পরিত্যাগ করা হয়েছে বা সে হাদীসের ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত বা নিতান্তই দুর্বল বা একেবারেই দুর্বল বা মুহাদ্দিসগণ তাকে নিক্ষেপ করেছেন বা তার হাদীস লিখার যোগ্য নয় বা তার নিকট হতে বর্ণনা করাই হালাল নয় বা সে কিছুই না। তবে শেষোক্ত ভাষ্য ইবনু মাঈন ব্যতিত অন্য সকলের নিকট, কারণ তার নিকট এ ভাষ্য দ্বারা যে ব্যক্তি কম হাদীস বর্ণনা করেছে তাকে বুঝানো হয়ে থাকে।	
৫	উমুক ব্যক্তির দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না বা তাকে তাঁরা দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন বা সে মুযতারিবুল হাদীস (হাদীস উলটপালটকারী) বা দুর্বল বা তার অস্বীকার যোগ্য হাদীস রয়েছে বা তাঁর বহু অস্বীকার যোগ্য হাদীস রয়েছে বা সে মুনকারুল হাদীস (হাদীসে অস্বীকৃত)। তবে ইমাম বুখারী কারো সম্পর্কে শেষোক্ত মন্তব্য করলে তার হাদীস বর্ণনা করাই হালাল নয়।	৫ ও ৬ নং স্তরের যে কোন একটি ভাষ্য যদি কোন বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে বলা হয় তাহলে তার হাদীস পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা যেতে পারে।
৬	উমুক ব্যক্তির ব্যাপারে সমালোচনা করা হয়েছে বা কিছু সমালোচনা করা হয়েছে বা তাকে একবার অস্বীকার করা হয়েছে অন্যবার স্বীকার করা হয়েছে বা সে সেরূপ নয় বা সে শক্তিশালী নয় বা সে দৃঢ় নয় বা সে দলীল নয় বা সে ভাল নয় বা সে হাফিয নয় বা তার মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে বা তার মধ্যে অজ্ঞতা রয়েছে বা তার মুখস্থ বিদ্যায় ত্রুটি রয়েছে বা তার হাদীস প্রায় দুর্বল ভুক্ত বা তার মধ্যে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে বা উমুক ব্যক্তি সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ কথোপকথন করেছেন বা তার মধ্যে বিরূপ মন্তব্য রয়েছে বা তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ চুপ থেকেছেন। তবে ইমাম বুখারী যখন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে শেষের ভাষ্য দু'টি বলেন, তখন তিনি তা দ্বারা বুঝিয়ে থাকেন ঐ ব্যক্তিকে যার হাদীসকে মুহাদ্দিসগণ মিথ্যার দোষে দোষী হওয়ার কারণে পরিত্যাগ করেছেন।	

مراتب الجرح

١. الأولى ما دل على المبالغة نحو : فلان أكذب الناس، أو إليه المنتهى في الكذب، أو هو ركن الكذب، أو معدنه، أو نحو ذلك.

٢. ثم الثانية ما دون ذلك وإن اشتملت على المبالغة نحو : فلان دجال، أو كذاب، أو وضاع وكذا يضع الحديث أو يكذب.

٣. فلان متهم بالكذب أو الوضع أو يسرق الحديث أو ساقط أو متروك أو هالك أو ذاهب الحديث أو تركوه أو لا يعتبر به أو ليس بثقة أو نحو ذلك.

٤. فلان رد حديثه أو مردود الحديث أو ضعيف جدًا أو واه بمرة أو طرحوه أو لا يكتب حديث أو لا تحل الرواية عنه، أو ليس بشيء عند غير ابن معين. لأنه يريد بـ ليس بشيء، أن أحاديثه قليلة.

٥. فلان لا يحتج به أو ضعفوه أو مضطرب الحديث أو ضعيف أو له ما ينكر أو له مناكير الحديث عند غير البخاري. لأن البخاري إذا قال في الراوي أنه منكر الحديث لا تحل الرواية عنه.

٦. فلان فيه مقال أدنى مقال أو ينكر مرة ويعرف أخرى أو ليس بذاك أو ليس بالقوي أو ليس بالمتين أو ليس بحجة أو بعمدة أو ليس بالحافظ أو فيه شيء أو فيه جهالة أو سيء الحفظ أو لين الحديث أو فيه لين. أو فلان تكلموا فيه أو فلان نظر أو سكتوا عنه عند غير البخاري. لأن فلان فيه نظر أو فلان سكتوا عنه يقةلهما البخاري فيمن تركوا حديثه.

وحكمه

الحكم في أهل هذه المراتب أنه لا يحتج بأحد من أهل الأربع الأول منها ولا يستشهد به ولا يعتبر.

وكل من ذكر في الخامسة والسادسة يعتبر بحديث أن يخرج للاعتبار.

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

ভূমিকা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র, আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁর কাছেই সাহায্য চাই এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করি আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের মনের অনিষ্ট হতে এবং আমাদের দুষ্কর্ম হতে। তিনি যাকে সুপথ দেখান তার কোন বিভ্রান্তকারী নেই। আর তিনি যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে সুপথ দেখানোরও কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শারীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও তাঁরই রাসূল।

অতঃপর, সুনানে আরবা'আহর সহীহ্ ও য'ঈফ হাদীস পৃথক করার বিশেষ প্রকল্প ১৪০৮ হিঃ ২৮শে মুহার্‌রাম রোজ সোমবার ভোরে সমাপ্ত করেছি। প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য, যাঁর অনুগ্রহে সৎকাজ পূর্ণতা লাভ করে। যে কাজ সম্পাদন করার জন্য আমি মাক্‌তাবুত্ তারবিয়্যাহ্ আল- 'আরাবী লি দুয়ালিল খালীজ এর তৎকালীন পরিচালক ডঃ মুহাম্মাদ আল-আহ্‌মাদ আল-রাশীদ সাহেবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম। আর এই সমাপ্তি ঘটেছে সুনানে নাসাঈ ও সুনান আবূ দাঊদ এর কাজ সম্পন্ন করার মাধ্যমে। আর এই দুই পুস্তক রচনায় আমি সে পদ্ধতিই অবলম্বন করেছি যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলাম সুনানে ইবনে মাজাহ ও সুনানে আত্-তিরমিযী রচনার ক্ষেত্রে। অর্থাৎ আমি তাতে বর্ণনা করেছি প্রত্যেক হাদীসের মর্যাদা সহীহ্ ও য'ঈফ হওয়ার ক্ষেত্রে। আর যে সমস্ত গ্রন্থে ঐ হাদীস গুলি তাখরীজ করেছি সেদিকেও ইঙ্গিত করেছি এবং উহার মর্যাদা উল্লেখ করেছি। যা আমি পূর্বের দুই গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছি। তবে সুনান আবূ দাঊদের কিছু ক্ষেত্রে পূর্বের দুই গ্রন্থ হতে কিছুটা ভিন্নতা আছে। তা এই যে, এই গ্রন্থের ২৯৫৭নং হাদীস পর্যন্ত শুধুমাত্র হাদীসের মর্যাদা উল্লেখ করেছি পূর্বে উল্লিখিত গ্রন্থের দিকে ইঙ্গিত না করে। কেননা সুনান আবূ দাঊদের উল্লিখিত নাম্বার পর্যন্ত হাদীসগুলো আমার প্রাক্তন প্রকল্পে সুক্ষ্ম ইল্‌মী তাখরীজ করা আছে। যা আমি প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে শুরু করেছিলাম। আর তা ছিল পৃথক ভাবে সহীহ্ আবূ দাঊদ ও য'ঈফ আবূ দাঊদ রচনার প্রকল্প। যার কর্ম কাণ্ড আমি চালিয়েছি একের পর এক ধীরে ধীরে। আল্লাহ্ আমার জন্য তা সম্পন্ন করা সহজ করে দিয়েছেন। উল্লিখিত কারণেই আমি এখানে সংক্ষেপ করেছি এবং এ দিকে ইঙ্গিত করাকেই যথেষ্ঠ মনে করেছি। উল্লিখিত নাম্বারের পরের হাদীসগুলো এর ব্যতিক্রম। আমি এতে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়ার পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। তবে সময়ের স্বল্পতার কারণে প্রমাণপঞ্জি উল্লেখে আধিক্যতা বর্জন করেছি। বিষয়টি যেন সম্মানিত পাঠক বৃন্দের দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়। আর এটাও সর্তক করা জরুরী যে, এই সহীহ্ আবূ দাঊদ গ্রন্থটি ঐ সহীহ্ আবূ দাঊদ হতে ভিন্ন যার দিকে আমার রচনাবলীতে ইঙ্গিত করেছি। আর এই সহীহ্ আবূ দাঊদই আমার মূল প্রকল্প, যা সম্পন্ন করা আল্লাহ্ সহজ করে দিয়েছেন। আর যা তাদের সামনে আছে তা এমন একটি প্রকল্প যা বাস্তবায়ন

করার জন্য আমি মাক্‌তাবাতুত্‌ তারবিয়্যাহ্‌ এর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছি। যার উদ্দেশ্য হল সহীহ হাদীসের মূল বক্তব্য সাধারন মুসলিমদের নিকটবর্তী করা। এটিও সুন্নাতের একটি বড় খিদমাত। আল্লাহ্‌র কাছে কামনা করি, যিনি যে উদ্দেশ্যে কাজ করেন তিনি যেন তার সেই কাজ দৃঢ় করে দেন।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা কর্তব্য মনে করি যে, সহীহ্‌ সুনানে আরবা'আহ্‌ এর কর্মক্ষেত্রে আমার কাজকে শুধু মাত্র হাদীসগুলোর সহীহ্‌ বা য'ঈফ বর্ণনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখব। আর তা করব মাক্‌তাবাতুত্‌ তাববিয়্যাহ্‌ আল-'আরাবী লিদুয়ালিল খালীজ এর সাথে আমার চুক্তি অনুযায়ী। অর্থাৎ আমি হাদীসের হুকুম বর্ণনা করব তার মাতান ও সানাদের দৃষ্টিকোন থেকে আধুনিক কার্য্যক্রম ও ইলমী ক্বাওয়া'য়েদের নীতি অনুসারে। এই হুকুম বর্ণনা করা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আমি দায়ী নই যা এই গ্রন্থে সংঘটিত হতে পারে। তা ছাপার ভুলই হোক অথবা গবেষণামূলক ভুলই হোক। কেননা তা আমার কাজের অন্তভুক্ত নয়। বরং এ বিষয়ে তিনিই দায়ী থাকবেন যিনি ঐ কাজ গুলো করেছেন।

শেষ করার পূর্বে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সতর্ক করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। তা এই যে, কোন পাঠক হয়ত এই প্রকল্পের গ্রন্থ সমূহে ও অন্য প্রকল্পের গ্রন্থ সমূহে হাদীসের মর্যাদা (হুকুম) বর্ণনার ক্ষেত্রে কিছু কিছু বৈপারিত্য লক্ষ্য করতে পারেন। এক প্রকল্পে হয়তো বা সহীহ্‌ বলা হয়েছে কিন্তু অন্য প্রকল্পে তা য'ঈফ বলা হয়েছে। আমি আশা করব যারা তা দেখতে পাবেন তারা এটা স্মরণ করবেন যে, মানুষের ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক, কেননা মানুষকে ভুল ভ্রান্তি দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দিকেই ইমাম আবূ হানীফা আন্‌ নু'মান ইঙ্গিত করেছেন যখন তাঁর ছাত্র আবূ ইউসূফকে বলেছিলেন ঃ "হে ইয়া'কূব তুমি আমার কাছে যা শুনতে পাও তার সবই লিখে রেখ না। কেননা আমি হয়ত আজ একটি বিষয় সঠিক মনে করি আর কালই তা পরিত্যাগ করি। আবার কাল একটি বিষয় সঠিক মনে করি কিন্তু পরদিনই তা পরিত্যাগ করি।"

তবে হ্যাঁ এখানে আরো একটি কারণ আছে যা আমার এ প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা এই ভূমিকার শুরুতেই উল্লেখ করেছি, সহীহ ইবনে মাজাহ্‌ এর ভূমিকাতেও উল্লেখ করেছি। তা এই যে, যখন আমি কোন হাদীস আমার সংকলিত গ্রন্থ সমূহে না পাই যার দিকে হাদীসটি সম্পর্ক যুক্ত করা যায় তখন হাদীসটি সহীহ্‌ অথবা য'ঈফ হওয়ার ক্ষেত্রে ঐ গ্রন্থের বিশেষ সানাদের দিকে লক্ষ্য করে তার হুকুম বর্ণনা করি যা সম্মুখে উপস্থিত। এরপর কখনও কখনও তা গবেষণামূলক তাখ্‌রীজ করা সহজ হয় অন্যান্য গ্রন্থে তার বিভিন্ন সানাদ দেখে, তখন তা থেকে হুকুম গ্রহণ করি এবং তা সুনানের অন্যান্য গ্রন্থে সংযোজন করি, ফলে উভয়ের মধ্যে বৈপরিত্য দেখা দেয়। যেমন উম্মু সালমা বর্ণিত হাদীস নাবী ﷺ পাঠ করতেন ঃ

(اِنَّهٗ عَمِلٌ غَيْرُ صَالِحٍ)

তিরমিযী হাঃ (১৩১২), আমি তাতে বলেছি হাদীসটির সানাদ য'ঈফ। আর প্রকৃতপক্ষেই **সানাদটি য'ঈফ**। কিন্তু আমি সুনান আবূ দাউদে বলেছি ঃ সহীহ্ ঃ সহীহাহ্ হাঃ (২৮০৯)।

তা এজন্য যে, আমি তিরমিযীর কাজ শেষ করার পর আমার নিকট 'আয়িশাহ (রাঃ) এবং অন্যদের বর্ণিত আরো ও অনেক সানাদ একত্রিত হয়। আর নিয়মানুসারে দুর্বল হাদীস সানাদ সূত্রের আধিক্যের কারণে শক্তিশালী হয়। বিশেষ করে ঐ কিরাআত সালাফদের একটি দল পাঠ করেছেন। যেমনটি ইমাম ইবনু জারীর আত্-তাবারী তা বর্ণনা করেছেন। এ সতর্কবাণী আমি এ আশায় উল্লেখ করলাম যে, কোন পাঠক যখন এ রকম বৈপরিত্য পাবে– অবশ্যই তা পাবে– তখন যেন সে অতিদ্রুত সমালোচনার তীর না ছুড়ে। তার কারণ উল্লেখ করার পরও। আর কেউ যদি তা করে, তবে কোন বিষয়ের কোন ইমামই নিস্তার পাবেন না এরূপ সমালোচনা হতে। কারণ ফিক্বাহ্, হাদীস, জারহ্ ওয়াত তা'দীল সবক্ষেত্রেই এ ধরনের অনেক কিছুই পাওয়া যায়। ফলে সমালোচনাকারী নিজেও এ ভুল হতে নিরাপদ নয়।

কেননা, সে পূর্ববর্তী ইমামদের মর্যাদার সমতূল্য তো নয়ই এমনকি তাদের কাছাকাছিও নয়।

বরং সঠিক পদ্ধতি এই যে, কেউ এ রকম কিছু পেলে সে তার ভাই-এর জন্য কোন ওজর তালাশ করবে এবং তাকে তার ভুল ধরিয়ে দিয়ে সঠিক বিষয় উল্লেখ করবে প্রমাণাদীসহ উত্তম ভাষায়। যিনি এরূপ করবেন আমরা তা সানন্দে গ্রহণ করব এবং তার কাছ থেকে আমরা উপকৃতও হব আল্লাহ্ যতটুকু ইচ্ছা করেন। আমার অনেক সংকলনই এর সাক্ষী।

পরিশেষে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই ডঃ মুহাম্মদ আল-আহমাদ আল-রাশীদ, ডঃ আলী মুহাম্মাদ আত-তুয়াইজরী, ডঃ মুহাম্মাদ 'আওয়া ও সম্মানিত দুই উস্তাদ 'আবদুর রহমান আলবানী ও মুহাম্মাদ আস্-সব্বাগ এদের সবাইকে যারা এই প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের কারণ। আর কল্যাণের পথ প্রদর্শক তা সম্পাদনকারীর মতই। আর যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহ্রও কৃতজ্ঞ হয় না যেমনটি নাবী ﷺ বলেছেন। মহান আল্লাহ্র নিকট কামনা করি তিনি যেন আমাদের কাজকে সৎকাজে পরিণত করেন। আর তা যেন একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই করে দেন। এতে আর কারও কোন অংশ না রাখেন। হে আল্লাহ্ তোমার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করছি। আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। তোমার কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমারই অভিমুখী হই।

'আম্মান

জুমু'আহ- ২১, শা'বান ১৪০৮ হিঃ

মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানী

আবূ আব্দুর রাহমান

সূচীপত্র

فهرس

بسم الله الرحمن الرحيم

١ – كتاب الطهارة

অধ্যায়- ১ : পবিত্রতা অর্জন

١– باب التَّخَلِّي عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ- ১ : পেশাব-পায়খানার জন্য নির্জন স্থানে যাওয়া

١– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، – يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ – عَنْ مُحَمَّدٍ، – يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو – عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ أَبْعَدَ .

– حسن صحيح .

১। মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ পায়খানার উদ্দেশে দূরে চলে যেতেন।[1]

হাসান সহীহ।

٢– حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازَ انْطَلَقَ حَتَّى لاَ يَرَاهُ أَحَدٌ .

– صحيح .

২। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ পায়খানার উদ্দেশে দূরে চলে যেতেন, যেন তাঁকে কেউ দেখতে না পায়।[2]

সহীহ।

---

[1] তিরমিযী (অধ্যায় : পবিত্রতা, অনুঃ নাবী ﷺ-এর পায়খানার বেগ হলে রাস্তা থেকে দূরে চলে যেতেন, হাঃ ২০) ইবনু মাজাহ (অধ্যায় : পবিত্রতা ও তার সুন্নাত, অনুঃ পেশাব-পায়খানার জন্য দূরে জঙ্গলে যাওয়া, হাঃ ৩৩১), নাসায়ী (অধ্যায় : পবিত্রতা, অনুঃ পেশাব-পায়খানার জন্য দূরে যাওয়া, হাঃ ১৭), দারিমী (অধ্যায় : পবিত্রতা, অনুঃ পেশাব-পায়খানার জন্য যাওয়া, হাঃ ৬৬০), সহীহ ইবনু খুযাইমাহ (অধ্যায় : উযু, অনুঃ মানুষের চোখের অন্তরাল হওয়ার উদ্দেশে পেশাব-পায়খানার জন্য দূরে যাওয়া, হাঃ ৫০), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (অধ্যায় : পবিত্রতা, অনুঃ পেশাব-পায়খানার জন্য নির্জনে যাওয়া), হাকিম (অধ্যায় : পবিত্রতা)। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। ইমাম হাকিম বলেন, এটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবীও তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

[2] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় : পবিত্রতা ও তার সুন্নাত, অনুঃ পেশাব-পায়খানার জন্য দূরে জঙ্গলে যাওয়া, হাঃ ৩৩৫), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/৯৩), হাকিম (১/১৪০), বাগাভী 'শারহুস সুন্নাহ' (১/২৮২, হাঃ ১৮৫)।

٢ – باب الرَّجُلِ يَتَبَوَّأُ لِبَوْلِهِ

অনুচ্ছেদ- ২ ঃ পেশাবের জন্য কোন ব্যক্তির জায়গা তালাশ করা

٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، حَدَّثَنِي شَيْخٌ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ فَكَانَ يُحَدَّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى، فَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَى أَبِي مُوسَى يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى إِنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبُولَ فَأَتَى دَمِثًا فِي أَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ ﷺ " إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ مَوْضِعًا " .

– **ضعيف** : ضعيف الجامع الصغير ٣١٩، المشكاة ٣٤٥ .

৩। আবুত্ তাইয়্যাহ্ বর্ণনা করেন, জনৈক শায়খ আমাকে বলেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ﷺ যখন বাসরাহ্য় পদার্পণ করলেন, তখন তার নিকট আবূ মূসা ﷺ-এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করা হয়। 'আবদুল্লাহ ﷺ কয়েকটি বিষয় জানতে চেয়ে আবূ মূসার ﷺ নিকট চিঠি লিখলেন। উত্তরে আবূ মূসা ﷺ তাকে লিখলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি পেশাব করার ইচ্ছা করলেন। অতঃপর তিনি একটি দেয়ালের গোড়ার নরম মাটিতে গিয়ে পেশাব করলেন। এরপর তিনি বললেন, তোমাদের কেউ পেশাব করতে চাইলে যেন নীচু নরম জায়গা অনুসন্ধান করে নেয়।[৩]

দুর্বল ঃ যঈফ আল-জামি'উস সাগীর ৩১৯, মিশকাত ৩৪৫।

٣ – باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ

অনুচ্ছেদ- ৩ ঃ কেউ পায়খানায় প্রবেশকালে যা বলবে

٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ - قَالَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ " . وَقَالَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ - قَالَ " أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ " . وَقَالَ وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ " فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ " .

– **صحيح** : ق .

---

[৩] আহমাদ 'মুসনাদ' (৪/৩৯৬, ৪৪৪), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা,অনুঃ পেশাবের জন্য জায়গা খোঁজ করা, ১/৯৩, ৯৪) আবুত তাইয়্যাহ সূত্রে জনৈক ব্যক্তি হতে। এ সানাদটি আবুত্ তাইয়্যাহর শায়খের জাহালাতের কারণে দুর্বল। মিশকাতের তাহক্বীক্বে রয়েছে ঃ এর সানাদ দুর্বল। সানাদে নাম উল্লেখহীন জনৈক শায়খ আছেন। একদল মুহাদ্দিস এটিকে দুর্বল বলেছেন।

৪। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, হাম্মাদের বর্ণনা মতে, তখন তিনি বলতেন ঃ "হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।" আর 'আবদুল ওয়ারিসের বর্ণনা মতে, তিনি বলতেন ঃ "আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইছি শাইত্বনদের থেকে ও যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে।"[৪]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٥ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، – يَعْنِي السَّدُوسِيَّ – حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، – هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ – عَنْ أَنَسٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ " . وَقَالَ شُعْبَةُ وَقَالَ مَرَّةً " أَعُوذُ بِاللَّهِ " . وَقَالَ وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ " فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ " .

– شاذ .

৫। 'আবদুল 'আযীয ইবনু সুহাইব আনাস ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি' কথাটি রয়েছে। শু'বাহ 'আবদুল 'আযীয সূত্রে বলেন, তিনি একবার 'আউযুবিল্লাহ' বলেছেন। আর 'আবদুল 'আযীয সূত্রে উহাইব বর্ণনা করেছেন যে, তাতে 'সে যেন আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে' কথাটি রয়েছে।[৫]

শায।

٦ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ " .

- صحيح .

---

[৪] মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ পায়খানায় প্রবেশের সময় কী বলা উচিত), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পায়খানায় প্রবেশের সময় যা বলতে হয়, হাঃ ৬, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ), দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পায়খানায় প্রবেশকালে যা বলবে, হাঃ ৬৬৯) হাম্মাদ বিন যায়িদ হতে, নাসায়ী 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ' (অনুঃ পায়খানায় প্রবেশকালে যা বলতে হয়, হাঃ ৭৪) 'আবদুল ওয়ারিস সূত্রে এবং তারা দু' জনেই (হাম্মাদ ও 'আবদুল ওয়ারিস) 'আবদুল 'আযীয ইবনু সুহাইব হতে আনাস সূত্রে।

[৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ পায়খানায় যাওয়ার সময় কী বলতে হয়, হাঃ ১৪২, এবং অধ্যায় ঃ দা'ওয়াত, অনুঃ পেশাব-পায়খানার সময় দু'আ, হাঃ ৬৩২২), তিরমিযী (অধ্যায় পবিত্রতা, অনুঃ পায়খানায় প্রবেশের সময় যা বলতে হয়, হাঃ ৫), আহমাদ (৩/২৮২) শু'বাহ সানাদে 'আবদুল 'আযীয হতে আনাস সূত্রে, মুসলিম (অধ্যায়ঃ হায়িয, অনুঃ পায়খানায় প্রবেশের সময় কী বলা উচিত), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পায়খানায় প্রবেশকালে যা বলতে হয়, হাঃ ১৯), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পায়খানায় প্রবেশের সময় যা বলবে, হাঃ ২৯৮), আহমাদ (৩/৯৯) হুশাইম সূত্রে, বুখারী 'আদাবুল মুফরাদ' (অনুঃ নাবী ﷺ-এর দু'আ সমূহ, হাঃ ৬৯২) সাঈদ ইবনু যায়িদ হতে, আর তারা তিনজনেই (অর্থাৎ ইসমাঈল ইবনু 'উলায়্যাহ, হুশাইম এবং সাঈদ ইবনু যায়িদ) 'আবদুল 'আযীয ইবনু সুহাইব সূত্রে।

৬। যায়িদ ইবনু আরক্বাম ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সাধারণতঃ পায়খানার স্থানে শাইত্বন এসে থাকে। সুতরাং তোমাদের কেউ পায়খানায় প্রবেশকালে যেন বলে ঃ আমি আল্লাহর কাছে শাইত্বন ও যাবতীয় অপবিত্রতা হতে আশ্রয় চাইছি।[৬]

সহীহ।

٤ – باب كَرَاهِيَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ- ৪ ঃ ক্বিবলাহ্‌মুখী হয়ে পেশাব পায়খানা করা মাকরূহ

٧– حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ قِيلَ لَهُ لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَىْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ . قَالَ أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَأَنْ لاَ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ وَأَنْ لاَ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ .

– صحيح : م .

৭। সালমান ﷺ সূত্রে বর্ণিত। বর্ণনাকারী 'আবদুর রহমান বলেন, সালমান ﷺ-কে বলা হলো, তোমাদের নাবী ﷺ তোমাদেরকে সবকিছুই শিক্ষা দিয়েছেন, এমন কি পায়খানা করার নিয়মও। সালমান ﷺ বললেন, হ্যাঁ। রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন ক্বিবলাহ্‌মুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে, ডান হাতে শৌচ করতে, শৌচকার্যে আমাদের কারো তিনটি ঢিলার কম ব্যবহার করতে এবং গোবর অথবা হাড় দ্বারা শৌচ করতে।[৭]

সহীহ ঃ মুসলিম।

---

[৬] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পায়খানায় প্রবেশের সময় যা বলতে হয়, হাঃ ২৯৬), নাসায়ী 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ' (অনুঃ পায়খানায় প্রবেশকালে যা বলতে হয়, হাঃ ৭৫, ৭৬), সহীহ ইবনু খুযাইমাহ (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ পায়খানায় প্রবেশকালে বিতাড়িত শাইত্বান থেকে আশ্রয় চাওয়া, হাঃ ৬৯), সহীহ ইবনু হিব্বান (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পায়খানায় প্রবেশকালে যা বলবে, হাঃ ১২৭), আহমাদ (৪/৩৬৯, ৩৭৩), তায়ালিসি 'মুসনাদ' বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/৯৬)। প্রত্যেকেই শু'বাহ সানাদে ক্বাতাদাহ্‌ হতে নাযর ইবনু আনাস থেকে যায়দ সূত্রে।। এ সানাদটি বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক সহীহ।

[৭] মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পবিত্রতা অর্জন করা), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনু ঃ পাথর বা ঢিলা দ্বারা ইস্তিন্‌জা করা, হাঃ ১৬, ইমাম তিরমিযী বলে, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ তিনটির কম পাথর দ্বারা পবিত্রতা অর্জনে তুষ্ট হওয়া নিষেধ, হাঃ ৪১), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পাথর দ্বারা ইস্তিন্‌জা করা এবং গোবর ও ঘোড়া-গাধার মল দ্বারা ইস্তিন্‌জা না করা, হাঃ ৩১৬), আহমাদ (৫/৪৩৭, ৪৩৯), সহীহ ইবনু খুযাইমাহ (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ পাথর দিয়ে ইস্তিন্‌জা করা, হাঃ ৭৪)। প্রত্যেকেই আ'মাশ সানাদে ইবরাহীম হতে 'আবদুর রহমান ইবনু যায়িদ থেকে সালমান সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ ক্বিবলাহ্‌মুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করা জায়িয নয়।

٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا وَلاَ يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ " . وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ .

- **حسن** : م بعضه . -

৮। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি তোমাদের জন্য পিতৃতুল্য, তোমাদেরকে আমি দ্বীন শিক্ষা দিয়ে থাকি। তোমাদের কেউ পায়খানায় গেলে ক্বিবলাহ্মুখী হয়ে বসবে না এবং ক্বিবলাহ্র দিকে পিঠ দিয়েও বসবে না, আর ডান হাতে শৌচ করবে না। তিনি ﷺ তিনটি ঢিলা ব্যবহারের নির্দেশ দিতেন এবং গোবর ও হাড় দ্বারা শৌচ করতে নিষেধ করতেন।[৮]

হাসান ঃ এর অংশ বিশেষ মুসলিমে আছে।

٩– حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، رِوَايَةً قَالَ " إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا " . فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ .

– **صحيح** : ق .

৯। আবূ আইউব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি ﷺ বলেন, তোমরা পায়খানায় গিয়ে ক্বিবলাহ্মুখী হয়ে পায়খানা-পেশাব করবে না, বরং পূর্ব অথবা পশ্চিমমুখী হয়ে বসবে। আবূ আইউব ﷺ বলেন, আমরা সিরিয়ায় গিয়ে দেখতে পেলাম, সেখানকার শৌচাগারগুলো ক্বিবলাহ্মুখী করে বানানো। সেজন্য উক্ত স্থানে আমরা একটু বেঁকে বসতাম এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতাম।[৯]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

---

[৮] মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পবিত্রতা অর্জন করা) সংক্ষেপে সুহাইল সানাদে কা'কা' হতে। নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ গোবর দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা নিষেধ, হাঃ ৪০) ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু 'আজলান হতে, ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পাথর দ্বারা ইস্তিন্জা করা এবং গোবর ও ঘোড়া-গাধার মল দ্বারা ইস্তিন্জা না করা, হাঃ ৩১৩) সুফয়ান ইবনু 'উআইনাহ সানাদে ইবনু 'আজলান হতে, আহমাদ (২/২৪৭, ২৫০) ইবনু 'আজলান সূত্রে, দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পাথর দিয়ে ইস্তিন্জা করা, হাঃ ৬৭৪) ইবনু 'আজলান সূত্রে, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ তিনটির কম পাথর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা নিষেধ, হাঃ ৮০)। প্রত্যেকেই ইবনু 'আজলান সূত্রে, এবং উভয়ে (অর্থাৎ সুহাইল ও ইবনু 'আজলান) কা'কা' সূত্রে।

[৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ পায়খানার সময় ক্বিবলাহ্মুখী না হওয়া, হাঃ ১৪৪, ইবনু আবূ যি'ব সূত্রে, এবং অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মাদীনাহ, সিরিয়া ও পূর্ব দিকের অধিবাসীদের ক্বিবলাহ্, হাঃ ৩৯৪, সুফয়ান সূত্রে).

١٠ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الأَسَدِيِّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَبُو زَيْدٍ هُوَ مَوْلَى بَنِي ثَعْلَبَةَ .

– **منكر** : ضعيف الجامع الصغير ٦٠٠١ .

১০। মা'ক্বিল ইবনু আবূ মা'ক্বিল আল-আসাদী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ দু' ক্বিবলাহ্র (কা'বা ও বাইতুল মাক্বদিসের) দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন।[১০]

মুনকার ঃ যঈফ আল-জামি'উস সাগীর ৬০০১।

١١– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ، قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا قَالَ بَلَى إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلاَ بَأْسَ .

– **حسن** .

১১। মারওয়ান আল-আস্ফার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম, ইবনু 'উমার (রাঃ) তার উটকে ক্বিবলাহ্র দিকে বসালেন। অতঃপর ঐ উটের দিকে মুখ করে বসে পেশাব করলেন। আমি বললাম, হে আবূ 'আবদুর রহমান! এ থেকে (অর্থাৎ ক্বিবলাহ্মুখী হয়ে পেশাব করতে) নিষেধ করা হয়নি কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে এ নিষেধ উন্মুক্ত ময়দানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তোমার এবং ক্বিবলাহ্র মাঝখানে কোন কিছুর আড়াল থাকলে তা দূষনীয় নয়।[১১]

হাসান।

মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পবিত্রতা অর্জন করা) সুফয়ান সূত্রে, এবং ইবনু আবূ যি'ব ও সুফয়ান উভয়েই যুহরী সূত্রে।

[১০] আহমাদ (৪/২১০), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পেশাব-পায়খানার সময় ক্বিবলাহমুখী হওয়া নিষেধ, হাঃ ৩১৯), এবং বলা হয়েছে যে, সানাদের আবূ যায়িদ এর অবস্থা অজ্ঞাত (মাজহুলুল হাল)। অতএব হাদীসটি তার কারণে দুর্বল। ইবনু হাজার 'আত-তাহযীব' গ্রন্থে তার জীবনীতে বলেছেন ঃ বলা হয়, তার নাম ওয়ালিদ। তিনি মা'ক্বাল ইবনু আবূ মাক্বাল আল আসাদী সূত্রে দু' ক্বিবলাহ্র দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা নিষেধ হওয়া সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন, এবং তার সূত্রে 'আমর ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু 'উমরাহ। ইবনুল মাদীনী বলেন, তিনি পরিচিত নন।

[১১] দারাকুতনী (১/৫৮), হাকিম (১/৫৪), বায়হাক্বী (১/৯২) হাসান ইবনু জাকওয়ান সূত্রে মারওয়ান আল-আস্ফার হতে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, এটি সহীহ, এর প্রত্যেক বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। ইমাম হাকিম বলেন, বুখারীর শর্ত মোতাবেক সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। আল হাযিমী এটি আল ই'তিবার (২৬ পৃষ্ঠায়) বর্ণনা করে বলেন, হাদীসটি হাসান।

٥ – باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ- ৫ ঃ এ সম্পর্কে অনুমতি প্রসঙ্গে

١٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ لَقَدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ الْبَيْتِ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ

– صحيح : ق .

১২। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঘরের ছাদে উঠে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দু'টি ইটের উপর বসে বাইতুল মাক্বদিসের দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা করতে দেখেছি।[১২]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا .

– حسن .

১৩। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নাবী ﷺ ক্বিবলাহ্মুখী হয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে তাঁর ইন্তিকালের এক বছর পূর্বে ক্বিবলাহ্মুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে দেখেছি।[১৩]

হাসান।

٦ – باب كَيْفَ التَّكَشُّفُ عِنْدَ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ- ৬ ঃ পায়খানার সময় কিভাবে সতর খুলবে

١٤ – حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً لاَ يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الأَرْضِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ السَّلاَمِ

---

[১২] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ যে ব্যক্তি দু' ইটের উপর বসে মলমূত্র ত্যাগ করল, হাঃ ১৪৫), মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পবিত্রতা অর্জন করা) মালিক সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ প্রাচীর ঘেরা স্থানে ক্বিবলাহ্কে পেছনে রেখে পেশাব-পায়খানা করা জায়িয।

[১৩] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ এ বিষয়ে অনুমতি সম্পর্কে, হাঃ ৯, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ ঘরের মধ্যে ক্বিবলাহ্মুখী হয়ে ইস্তিন্জা করার অনুমতি, হাঃ ৩২৫)। প্রত্যেকেই মুহাম্মাদ ইবনু বাশ্শার সূত্রে, এর সানাদ হাসান।

بْنُ حَرْبٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ . قَالَ أَبُو عِيسَى الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بِهِ .

– صحيح .

১৪। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ যখন পেশাব-পায়খানার ইচ্ছা করতেন, তিনি যমীনের নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কাপড় উঠাতেন না।[১৪]

সহীহ।

٧ – باب كَرَاهِيَةِ الْكَلاَمِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ- ৭ ঃ পেশাব-পায়খানার সময় কথা বলা মাকরূহ

١٥ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ عِيَاضٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لاَ يَخْرُجُ الرَّجُلاَنِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لَمْ يُسْنِدْهُ إِلاَّ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ .

– ضعيف .

১৫। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ দু' ব্যক্তি একই সঙ্গে পেশাব-পায়খানার জন্য বের হবে না এবং আপন লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করে কথাবার্তা বলবে না। কারণ এরূপ কাজে মহাসম্মানিত আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।[১৫]

দুর্বল।

---

[১৪] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পেশাব-পায়খানার সময় পর্দা করা, হাঃ ১৪) 'আবদুস সালাম ইবনু হারব আল জিলানী সানাদে আ'মাশ হতে আনাস সূত্রে। যেমন বলেছেন আবূ দাউদ... বর্ণনাটি দুর্বল। ইমাম তিরমিযী (১/২২) বলেন, হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ওয়াকী' এবং আবূ ইয়াহইয়া আল হিমায়ী আ'মাশ হতে, তিনি বলেন, ইবনু 'উমার বলেছেন.... হাদীস। অতঃপর তিনি বলেন, উভয় হাদীসই মুরসাল। বলা হয়, আ'মাশ হাদীসটি আনাস হতে শুনেননি, এমনকি নাবী ﷺ-এর কোন সহাবী হতেও নয়। তবে তিনি আনাস ইবনু মালিককে লক্ষ্য করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আমি তাঁকে সলাত আদায় করতে দেখেছি। অতঃপর তার সূত্রে সলাতের বর্ণনা উল্লেখ করেন। আবূ দাউদের সানাদে নাম উল্লেখহীন জনৈক ব্যক্তি রয়েছে। সুতরাং সানাদটি দুর্বল। তবে এর সানাদ দুর্বল হলেও হাদীসটি সহীহ, যেমনটি শায়খ আলবানী বলেছেন।

[১৫] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা ও তার পন্থাসমূহ, অনুঃ একত্রে বসে পায়খানা করা এবং এ সময় পরস্পর কথাবার্তা বলা, হাঃ ৩৪২), আহমাদ (৩/৩৬), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/১০০), হাকিম (১/১৭৫), সহীহ ইবনু খুযাইমাহ (১/৩৯, হাঃ ৭১), সহীহ ইবনু হিব্বান ১/২১৯, ১৩৭)। এর সানাদ দুর্বল। এতে ইযতিরাব (উলটপালট) ঘটেছে। ইবনু হিব্বান 'আস-সিক্বাত' গ্রন্থে বলেন ঃ ইয়াহইয়া ইবনু কাসীর সূত্রে 'ইকরিমাহ ইবনু 'আম্মারের বর্ণনায় ইযতিরাব ঘটেছে। ইমাম যাহাবী 'আল-মিযান' গ্রন্থে (৩/৩০৭) বলেন ঃ আবূ সাঈদ সূত্রে ইয়ায ইবনু হিলাল অথবা হিলাল ইবনু ইয়ায রয়েছে। তাকে চেনা যায়নি। তার সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনু কাসীর ছাড়া কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমি অবহিত নই। আওনুল মা'বুদে রয়েছে ঃ সানাদের ইকরিমা ইবনু

٨ – باب أَيَرُدُّ السَّلاَمَ وَهُوَ يَبُول

অনুচ্ছেদ- ৮ ঃ পেশাবরত অবস্থায় সালামের জবাব দেয়া

١٦ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَيَمَّمَ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ .

– حسن : م .

১৬। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ- পেশাব করছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী এক ব্যক্তি তাঁকে সালাম দিল। তিনি তার জবাব দিলেন না। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ইবনু 'উমার ও অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত ঃ নাবী ﷺ তায়াম্মুম করলেন, তারপর লোকটির সালামের জবাব দিলেন।[১৬]

হাসান ঃ মুসলিম।

١٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَبِي سَاسَانَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ " إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ " أَوْ قَالَ " عَلَى طَهَارَةٍ " .

– صحيح .

'আম্মারকে ইবনু মাঈন ও আযদী নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং ইমাম বুখারী, আহমাদ ও নাসায়ী ইয়াহইয়া ইবনু কাসীর সূত্রে তার বর্ণনার সমালোচনা করেছেন।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা ওয়াজিব।

২। পেশাব-পায়খানার সময় পরস্পর কথোপকথনে আল্লাহর ক্রোধান্বিত হওয়া প্রমাণিত করে যে, এ সময় কথাবার্তা বলা হারাম।

[১৬] মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ তায়াম্মুম), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ অযুহীন অবস্থায় সালামের জবাব দেয়া অপছন্দনীয়, হাঃ ৯০), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পেশাবরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া, হাঃ ৩৭), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা ও তার পন্থাসমূহ, অনুঃ পেশাবকারীকে সালাম দেয়া, হাঃ ৩৫৩), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ৭৩), প্রত্যেকেই সুফয়ান সূত্রে।

১৭। আল-মুহাজির ইবনু কুনফুয ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি নাবী ﷺ-এর নিকট গিয়ে তাঁকে সালাম দিলেন। তখন নাবী ﷺ পেশাব করছিলেন। সেজন্য অযূ না করা পর্যন্ত তিনি তার জবাব দিলেন না। অতঃপর (পেশাব শেষে অযূ করে) তিনি তার নিকট ওযর পেশ করে বললেন, পবিত্রতা ছাড়া আল্লাহর নাম স্মরণ করা আমি অপছন্দ করি।[১৭]

সহীহ।

٩ – باب فِي الرَّجُلِ يَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ

অনুচ্ছেদ- ৯ ঃ যে ব্যক্তি অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহর যিক্র করে

١٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، – يَعْنِي الْفَأْفَاءَ – عَنِ الْبَهِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ .

- صحيح : م .

১৮। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্র করতেন।[১৮]

সহীহ ঃ মুসলিম।

---

[১৭] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ উযুর পর সালামের জবাব দেয়া, হাঃ ৩৮), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পেশাবরত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া, হাঃ ৩৫০), আহমাদ (৫/৮০), ইবনু হিব্বান (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ উযুহীন ব্যক্তির যিক্র ও ক্বিরাআত সম্পর্কে, হাঃ ১৮৯), হাকিম (১/১৬৭), তার থেকে বায়হাক্বী (১/৯০)। ইমাম হাকিম একে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

এ অনুচ্ছেদের হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। হাদীসটি প্রমাণ করে পেশাব পায়খানার সময়ে আল্লাহর যিক্র করা অপছন্দনীয়।

২। উচিত হলো, কেউ পেশাব-পায়খানার সময় সালাম দিলে উযু বা তায়াম্মুম করার পর তার উত্তর দেয়া।

৩। নাবী ﷺ মুকীম অবস্থায় অসুস্থতা ও ওজর ব্যতিরেকেই তায়াম্মুম করেছেন। আর ইমাম আওযায়ীর অভিমতও এটাই যে, জুনুবী ব্যক্তি যদি এ আশঙ্কা করেন যে, গোসল করতে গেলে সূর্যোদয় হয়ে যাবে তখন তিনি ওয়াক্ত ছুটে যাওয়ার পূর্বেই তায়াম্মুম করে সলাত আদায় করে নিবেন। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) সহ বহু মণীষী এ অভিমত পোষণ করেছেন।

[১৮] মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ জানাবাত ও অন্যান্য অবস্থায় মহান আল্লাহর যিক্র করা), বুখারী (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ ঋতুবর্তী নারী বায়তুল্লাহ তাওয়াফ ব্যতীত হাজ্জের অন্য সব আনুষ্ঠানিকতা পালন করবে, এবং অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ ২/১৩৫, মু'আল্লাকভাবে এ কথার দ্বারা যে, আয়িশাহ্ বলেছেন ...), ইমাম মুসলিম একে মুত্তাসিলভাবে বর্ণনা করেছেন যা গত হয়েছে। ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পায়খানায় অবস্থানকালে আল্লাহর যিকর করা এবং আংটি পরিধান করা, হাঃ ৩০২), আহমাদ (৬/৭০, ১৩৫), প্রত্যেকেই ইবনু আবূ যায়িদাহ সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ হাদীসটি প্রমান করে নাবী ﷺ পবিত্র, উযুবিহীন, জুনুবী, বসে, দাড়িয়ে, হেলান দিয়ে, হাঁটা ও আরোহী সকল অবস্থায়ই আল্লাহর যিক্র করতেন। এখানে যিক্র কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক ('আম), যা তাসবীহ, তাহলীল, তাকবীর, তাহমীদ, ইস্তিগ্ফার, দরূদ সকল প্রকার যিক্র শামিল করে। মুসলিমগণের

١٠ – باب الْخَاتَمِ يَكُونُ فِيهِ ذِكْرُ اللَّهِ يَدْخُلُ بِهِ الْخَلاَءَ

অনুচ্ছেদ- ১০ ঃ আল্লাহর নাম খচিত আংটি নিয়ে পায়খানায় প্রবেশ করা

١٩ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ .

– منكر : ضعيف الجامع الصغير ٤٣٩٠، المشكاة ٣٤٣ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ أَلْقَاهُ .وَالْوَهَمُ فِيهِ مِنْ هَمَّامٍ وَلَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ هَمَّامٌ .

১৯। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ পায়খানায় যাওয়ার সময় আংটি খুলে রাখতেন।

মুনকার ঃ যঈফ আল-জামি'উস সাগীর ৪৩৯০, মিশকাত ৩৪৩।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি মুনকার। হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে ইবনু জুরাইজ হতে, তিনি যিয়াদ ইবনু সা'দ হতে, তিনি যুহরী হতে আনাস সূত্রে মারফূভাবে এভাবে ঃ নাবী ﷺ একটি রুপার আংটি বানান , অতঃপর তা ফেলে দেন। হাদীসটি বর্ণনায় হাম্মামের সন্দেহ রয়েছে। আর হাম্মাম ছাড়া কেউ এটি বর্ণনা করেননি।[১৯]

ঐক্যমতে এরূপ করা শারী'আত সম্মত। তবে পেশাব-পায়খানা এবং সহবাসের অবস্থায় বাদে। কেননা এ দু' অবস্থায় যিক্র করা অপছন্দনীয়।

[১৯] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুঃ ডান হাতে আংটি পরা, হাঃ ১৭৪৬, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব) এবং শামায়িলি মাহমুদিয়্যাহ (হাঃ ৯০), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাজ-সজ্জা, অনুঃ পায়খানায় প্রবেশের সময় আংটি খুলে রাখা, হাঃ ৫২২৮), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পায়খানায় অবস্থানকালে আল্লাহর যিক্র করা এবং আংটি পরিধান করা, হাঃ ৩০৩), আহমাদ (২/৩১১, ৪৫৪), বায়হাক্বী (১/৯৫)। ইমাম দারাকুতনী 'আল-'ইলাল' গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি সাঈদ ইবনু 'আমির ও হুদবাহ ইবনু খালিদ বর্ণনা করেছেন হাম্মাম হতে, তিনি ইবনু জুরাইজ হতে, তিনি যুহরী হতে আনাস সূত্রে মাওকুফ হিসেবে। প্রত্যেকেই হাম্মাম থেকে ইবনু জুরাইজ হতে, তিনি যুহরী হতে আনাস সূত্রে। নাসায়ীর শব্দ হচ্ছে ঃ (نزع خاتمه)। এর অনুসরণ (তাবে') করা হয়নি। হাদীসটি আরো বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া ইবনু মুতাওয়াক্কিল ইবনু জুরাইজ হতে, তিনি যুহরী হতে আনাস সূত্রে সাঈদ ইবনু 'আমিরের অনুরূপ হাম্মাম সূত্রের অনুকরণে এবং বর্ণনা করেছেন 'আবদুল্লাহ ইবনু হারিস মাখযুমী, আবূ আসিম, হিশাম ইবনু সুলাইমান এবং মূসা ইবনু ত্বারিক ইবনু জুরাইজ হতে, তিনি যিয়াদ ইবনু সা'দ হতে, তিনি যুহরী হতে আনাস সূত্রে, তিনি **নাবী ﷺ-এর হাতে তা দেখতে পেলেন এবং তিনি বললেন ঃ "আমি এটি আর কখনো পরব না"**। ইবনু জুরাইজ সূত্রে এটিই হচ্ছে মাহফুয ও সহীহ। আর ইমাম বায়হাক্বী ইয়াহইয়া ইবনু মুতাওয়াক্কিল এর হাদীস সম্পর্কে বলেন, এটি একটি দুর্বল শাহিদ। কেননা এ ইয়াহইয়া ইবনু মুতাওয়াক্কিল সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় নিকৃষ্ট। ইবনু মাঈন বলেন, তিনি কিছুই না। মুহাদ্দিগণের সকল দলই তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বায়হাক্বী উল্লেখ করেন যে, ইবনু জুরাইজ সূত্রে মাশহুর বর্ণনা হচ্ছে যিয়াদ ইবনু সা'দ যুহরী হতে আনাস সূত্রে বর্ণিত ঃ **"নাবী ﷺ রুপার আংটি পরলেন অতঃপর সেটি ফেলে দিলেন।"** এর ভিত্তিতে হাদীসটি শায অথবা মুনকার, যেমনটি আবূ দাউদ

١١ – باب الاسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ

অনুচ্ছেদ- ১১ ঃ পেশাব থেকে সতর্ক থাকা

٢٠ – حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ " إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ " . ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا وَقَالَ " لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا " . قَالَ هَنَّادٌ " يَسْتَتِرُ " . مَكَانَ " يَسْتَنْزِهُ " .

– صحيح : ق .

২০। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ দু'টি ক্বরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন, এ দু'জনকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। কিন্তু কোন বড় গুনাহের কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। তিনি (একটি ক্বরের দিকে ইশারা করে) বললেন, এ ব্যক্তি পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না। আর (অপর ক্বরের দিকে ইশারা) করে বললেন, এ ব্যক্তি চোগলখোরী করে বেড়াত। অতঃপর তিনি খেজুরের একটি তাজা ডাল আনিয়ে সেটি দু' টুকরা করে একটি এ ক্বরে এবং অপরটি ঐ ক্বরে গাড়লেন এবং বললেন ঃ আশা করা যায়, ডাল দু'টি শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাদের শাস্তি কিছুটা হাল্কা করা হবে। হান্নাদ "ইয়াস্‌তান্‌যিহু" শব্দের স্থলে "ইয়াস্‌তাতিরু" শব্দ উল্লেখ করেছেন।[২০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

বলেছেন, এবং গরীব, যেমন ইমাম তিরমিযী বলেছেন। যদি বলা হয়, এর তা'লীক্বে তো উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাম্মাম এতে একক হয়ে গেছেন। এর জবাব দু'ভাবে দেয়া যায় ঃ প্রথমতঃ হাম্মাম এতে একক হয়ে যাননি। যেমন পূর্বে গত হয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ হাম্মাম নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। আর নির্ভরযোগ্য সিক্বাহ বর্ণনাকারীর একক হওয়াটা হাদীস অস্বীকৃত হওয়াকে জরুরী করে না। বরং শেষ পর্যন্ত তা গরীব পর্যায়ের হয় যেমন তিরমিযী বলেছেন কিন্তু মুনকার বা শায হয় না- তাহক্বীক্ব ডঃ 'আবদুল ক্বাদীর। কিন্তু শায়খ আলবানী (রহঃ) মিশকাতের তাহক্বীকে বলেন ঃ মুনকার হওয়াই সঠিক। সেজন্যই জমহুর মুহাদ্দিসগণ একে দুর্বল বলেছেন।

[২০] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ পেশাব থেকে সতর্ক না থাকা কাবীরাহ গুনাহ, হাঃ ২১৮), মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পেশাব অপবিত্র হওয়ার দলীল)।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। ক্বরের আযাব সত্য। এর উপার ঈমান আনা ওয়াজিব।

২। চোগলখুরী হারাম এবং তা ক্বরের আযাব হওয়ার অন্যতম বড় কারণ।

৩। প্রস্রাব অপবিত্র।

٢١ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ " كَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ " . وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ " يَسْتَنْزِهُ " .

– **صحيح** : ق انظرما قبله .

২১। ইবনু 'আব্বাস ﷺ নাবী ﷺ-এর উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "সে তার পেশাব হতে আত্মগোপন করত না।" আর আবূ মু'আবিয়াহ বলেছেন, "পেশাব থেকে সতর্ক থাকত না।"[২১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম, এর পূর্বের হাদীস দেখুন।

٢٢ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ، قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَخَرَجَ وَمَعَهُ دَرَقَةٌ ثُمَّ اسْتَتَرَ بِهَا ثُمَّ بَالَ فَقُلْنَا انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ . فَسَمِعَ ذَلِكَ فَقَالَ " أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا لَقِيَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ " .

– **صحيح موقوف** : وصله م و خ، لكن بلفظ : (ثوب أحدكم).

২২। 'আবদুর রহমান ইবনু হাসানাহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও 'আমর ইবনুল 'আস নাবী ﷺ-এর নিকট গেলাম। তিনি সাথে একটি ঢাল নিয়ে বের হলেন এবং সেটিকে আড়াল বানিয়ে পেশাব করলেন। আমরা বললাম ঃ দেখ, তিনি মহিলাদের ন্যায় (লুকিয়ে লুকিয়ে) পেশাব করছেন। তিনি একথা শুনে বললেন, তোমরা কি জান না বানী ইসরাইলের এক ব্যক্তির কী অবস্থা হয়েছিল? তাদের কারো যদি (কোথাও) পেশাব লেগে যেত, তাহলে তারা ঐ স্থানকে কেটে ফেলত। অতঃপর ঐ ব্যক্তি তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করেছিল বিধায় তাকে ক্ববরের শাস্তি দেয়া হয়।[২২]

সহীহ মাওকুফ ঃ বুখারী ও মুসলিম এটি মুত্তাসিল সানাদে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ শব্দে ঃ (ثوب أحدكم)

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ " جِلْدَ أَحَدِهِمْ " .

– **صحيح** .

---

[২১] বুখারী ঃ (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ পেশাব থেকে সতর্ক না থাকা কাবীরাহ গুনাহ, হাঃ ২১৬)।

[২২] সহীহ ঃ নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ৩০), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা ও তার পন্থাসমূহ, অনুঃ পেশাবের ব্যাপারে কঠোরতা, হাঃ ৩৪৬), আহমাদ (৪/১৯৬), প্রত্যেকেই আমাশ সূত্রে। আর আবূ দাউদের উক্তি ঃ মানসূর আবূ ওয়ায়িল হতে আবূ মূসা সূত্রে এ হাদীস সম্পর্কে বলেছেন .... শেষ পর্যন্ত, এ হাদীসটি সহীহ মাওকুফ। বুখারী একে মাওসুল ভাবে বর্ণনা করেছেন (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ আবর্জনার নিকট পেশাব করা, হাঃ ২২৬)।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, মানসূর আবূ ওয়াইল থেকে আবূ মূসা সূত্রে এ হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ (যদি পেশাব লাগত) তাহলে নিজের চামড়া কেটে ফেলত।

সহীহ।

وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " جَسَدَ أَحَدِهِمْ " .

- منكر .

আর 'আসিম আবূ ওয়াইল, আবূ মূসা ﷺ থেকে নাবী ﷺ -এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ 'নিজের শরীর কেটে ফেলত'।

মুনকার।

١٢ – باب الْبَوْلِ قَائِمًا

অনুচ্ছেদ- ১২ ঃ দাঁড়িয়ে পেশাব করা

٢٣ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، – وَهَذَا لَفْظُ حَفْصٍ – عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ فَذَهَبْتُ أَتَبَاعَدُ فَدَعَانِي حَتَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ .

- صحيح : ق.

২৩। হুযায়ফাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এক সম্প্রদায়ের ময়লার স্তুপের নিকট গিয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। অতঃপর পানি আনালেন এবং মোজা মাসাহ্ করলেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, মুসাদ্দাদ আরো বর্ণনা করেছেন ঃ হুযায়ফাহ্ ﷺ বলেন, (নাবী ﷺ পেশাব করবেন বুঝতে পেরে) আমি পেছনের দিকে সরে যেতে থাকলাম। তিনি আমাকে ডাকলেন। এমনকি আমি তাঁর পায়ের গোড়ালির নিকট ছিলাম বা তার পিছনে এসে দাঁড়ালাম।[২৩]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

---

[২৩] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, সাথীর নিকটে বসে পেশাব করা এবং দেয়ালের আড়াল করা হাঃ ২২৫), মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ্ করা) শু'বাহ সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। কারণ বশতঃ দাড়িয়ে পেশাব করা জায়িয।

২। মুকীম অবস্থায় মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ্ করা শারী'আত সম্মত।

١٣ - باب فِي الرَّجُلِ يَبُولُ بِاللَّيْلِ فِي الإِنَاءِ ثُمَّ يَضَعُهُ عِنْدَهُ

অনুচ্ছেদ- ১৩ ঃ কোন ব্যক্তি রাতে পাত্রে পেশাব করে তা নিকটে রেখে দেয়া

٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حُكَيْمَةَ بِنْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ .

- حسن صحيح .

২৪। হুকাইমাহ বিনতু উমাইমাহ বিনতু রুক্বাইক্বাহ তাঁর মা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, নাবী ﷺ-এর একটি কাঠের পাত্র ছিল। সেটি তাঁর খাটের নিচে থাকত। রাতের বেলায় তিনি তাতে পেশাব করতেন।[২৪]

হাসান সহীহ।

١٤ - باب الْمَوَاضِعِ الَّتِي نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْبَوْلِ فِيهَا

অনুচ্ছেদ- ১৪ ঃ নাবী ﷺ যেসব জায়গায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন

٢٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " اتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ " . قَالُوا وَمَا اللاَّعِنَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ " .

- صحيح : م .

২৫। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, তোমরা দু'টি অভিশপ্ত কাজ থেকে দূরে থাকবে। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, অভিশপ্ত কাজ দু'টি কী হে আল্লাহর রসূল? নাবী ﷺ বলেন, মানুষের যাতায়াতের পথে অথবা (বিশ্রাম নেয়ার) ছায়া বিশিষ্ট জায়গায় পেশাব পায়খানা করা।[২৫]

সহীহ ঃ মুসলিম।

---

[২৪] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পাত্রে পেশাব করা, হাঃ ৩২) মুহাম্মাদ আল ওয়ায্যান সূত্রে, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন হাজ্জাজ ...। হাইসামী এটি বর্ণনা করেছেন 'মাজমাউয় যাওয়ায়িদ (৮/২৭০), ইবনু আহমাদ ইবনু হাম্বল ও হুকাইম এরা দু'জনই নির্ভরযোগ্য।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। রাতে পেশাব করার উদ্দেশে ঘরে পেশাবের পাত্র রাখা জায়িয।

২। প্রয়োজনে নিজ পরিবারের সদস্যের (উপস্থিতিতে) তার নিকটবর্তী স্থানে বসে পেশাব করা বৈধ।

[২৫] মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ চলাচলের পথে ও ছায়ায় পেশাব পায়খানা করা নিষেধ), আহমাদ (২/৩৭২), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ৬৭)।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ যেসব স্থানে পেশাব-পায়খানা করলে ,নুষের কষ্ট হয় সেসব স্থানে পেশাব পায়খানা করা নিষেধ। তন্মধ্যে হাদীসে লোক চলাচলের পথ ও মানুষের বিশ্রামের ছায়াদার স্থানের কথা উল্লেখ করা

٢٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَبُو حَفْصٍ، وَحَدِيثُهُ، أَتَمُّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ، حَدَّثَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْحِمْيَرِيَّ، حَدَّثَهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ وَالظِّلِّ " .

- حسن .

২৬। মু'আয ইবনু জাবাল ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তিনটি অভিশপ্ত কাজ থেকে বিরত থাকবে। সেগুলো হচ্ছে ঃ মানুষের অবতরণ স্থল, চলাচলের পথ ও ছায়াবিশিষ্ট জায়গায় পায়খানা করা।[২৬]

হাসান।

১৫ - باب فِي الْبَوْلِ فِي الْمُسْتَحَمِّ

অনুচ্ছেদ- ১৫ ঃ গোসলখানায় পেশাব করা

٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ، وَقَالَ الْحَسَنُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ " .

- صحيح .

قَالَ أَحْمَدُ " ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ " .

- ضعيف.

২৭। 'আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন গোসলখানায় পেশাব না করে। অথচ সেখানেই সে গোসল করে থাকে।[২৭]

সহীহ।

হয়েছে। কারণ এতে মানুষের কষ্ট ও পরিবেশের সৌন্দর্য বিনষ্ট হয় এবং অন্যের গায়ে বা কাপড়ে অপবিত্রতা লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

[২৬] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ চলাচলের পথে পেশাব পায়খানা করা নিষেধ, হাঃ ৩২৮), হাকিম (১/১৬৭), বায়হাক্বী (১/৯৭), একাধিক সানাদে আবূ সাঈদ আল হিময়ারী সূত্রে মু'আয হতে। ইমাম হাকিম বলেন, সহীহ। যাহাবী তার সাথে একমত। মুনযিরী এটি 'আত-তারগীব ওয়াত তারহীব' (১/১৩৩-১৩৪) গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেন, আবূ দাউদ বলেছেন, এটি মুরসাল বর্ণনা। অর্থাৎ আবূ সাঈদ মু'আযকে পাননি। সানাদের এ হিময়ারী মাজহুল (অজ্ঞাত); যেমন 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে রয়েছে। কিন্তু হাদীসটির অনেকগুলো শাহিদ রয়েছে যার দ্বারা এটি হাসান এর স্তরে পৌঁছে যায়। যার অন্যতম শাহিদ হলো এর পূর্বের বর্ণিত আবূ হুরাইরাহ বর্ণিত হাদীস, যা মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে। দেখুন ঃ ইরওয়াউল গালীল (৬২)।

আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে, অথচ সেখানেই সে উযু করে থাকে। কারণ মনের অধিকাংশ খটকা এ থেকেই সৃষ্টি হয়।

দুর্বল।

٢٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِه .

- **صحيح** : م .

২৮। হুমাইদ ইবনু 'আবদুর রহমান আল-হিম্‌য়ারী সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার সাথে এমন এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হয়, যিনি আবূ হুরাইরাহ ﷺ এর মতই নাবী ﷺ-এর সাহচর্যে ছিলেন। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিদিন চুল আঁচড়াতে অথবা গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।[২৮]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٦ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ، فِي الْجُحْرِ

অনুচ্ছেদ- ১৬ ঃ গর্তে পেশাব করা নিষেধ

٢٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْجُحْرِ . قَالَ قَالُوا لِقَتَادَةَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ قَالَ كَانَ يُقَالُ إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ .

- **ضعيف** : ضعيف الجامع الصغير ٦٣٢٤, ٦٠٠٣، الإرواء ٥٥.

---

[২৭] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ গোসলখানায় পেশাব করা অপছন্দনীয়, হাঃ ২১) ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব, আমরা এটি কেবল আশ'আস ইবনু 'আবদুল্লাহর হাদীস হতেই মারফূ হিসেবে জেনেছি), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ গোসলখানায় পেশাব করা অপছন্দনীয়, হাঃ ৩৬), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ গোসলখানায় পেশাব করা অপছন্দনীয়, হাঃ ৩০৪), আহমাদ (৫/৫৬)।

[২৮] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ জুনুবী ব্যক্তির অতিরিক্ত পানি দিয়ে গোসল করা নিষেধ, হাঃ ২৩৮ এবং অধ্যায় ঃ সাজ-সজ্জা, হাঃ ৫০৬৯), আহমাদ (৪/১১১, ৫/৩৬৯)।

এ অনুচ্ছেদের হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। পবিত্রতা অর্জনের স্থানে পেশাব করা নিষেধ। কারো মতে, এ নিষেধাজ্ঞা মাকরূহ পর্যায়ের, হারাম নয়।

২। হাদীসে গর্ব ও অহংকারের উদ্দেশ্যে প্রত্যহ চুল আঁচড়াতে নিষেধ করা হয়েছে।

২৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু সারজিস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ গর্তে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। লোকজন ক্বাতাদাহ্কে জিজ্ঞেস করল, গর্তে পেশাব করা কেন অপছন্দনীয়? তিনি বললেন ঃ বলা হয়, এতে জিনেরা বসবাস করে।[২৯]

দুর্বল ঃ যঈফ আল-জামি'উস সাগীর ৬৩২৪, ৬০০৩, ইরওয়াউল গালীল ৫৫।

١٧ – باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ

অনুচ্ছেদ- ১৭ ঃ কোন ব্যক্তি পায়খানা থেকে বের হয়ে যা বলবে

٣٠ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ " غُفْرَانَكَ " .

– صحيح .

৩০। 'আয়িশাহ্ ﷺ বলেন, নাবী ﷺ যখন পায়খানা থেকে বের হতেন, তখন বলতেন ঃ 'গুফরানাকা' (অর্থ ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাই)।[৩০]

সহীহ।

---

[২৯] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ গর্তে পেশাব করা অপছন্দনীয়, হাঃ ৩৪), আহমাদ (৫/৮২), হাকিম (১/১৮৬), বায়হাক্বী (১/৯৯)। হাদীসটির সানাদ দুর্বল। ইরওয়াউল গালীল গ্রন্থে রয়েছে ঃ সানাদে ক্বাতাদাহ একজন মুদাল্লিস, তিনি তাদলীসকারী হিসেবে প্রসিদ্ধ। হাদীসটি তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু সারজিস হতে শুনেননি। স্বয়ং ইমাম হাকিম 'আল-মারিফাতু 'উলূমিল হাদীস' গ্রন্থে বলেন ঃ ক্বাতাদাহ হাদীসটি আনাস ব্যতীত অন্য কোন সহাবী হতে শুনেননি। অতএব সানাদটি মুনকাতি।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। গর্তে পেশাব করা নিষেধ। গর্তে সাপ, বিচ্ছু, বিষাক্ত প্রাণী থাকলে তা পেশাবকারীর ক্ষতি করতে পারে।

২। গর্তে পেশাব করলে কোন দুর্বল প্রাণী ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

৩। জ্বীনদের বসবাসের জায়গায় পেশাব করা নিষেধ।

[৩০] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় যা বলতে হয়, হাঃ ৭, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব, আমরা এটি কেবল ইউসুফ ইবনু আবূ বুরদা সূত্রে ইসরাঈলের হাদীস বলেই জেনেছি), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় যা বলবে, হাঃ ৩০০), দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পায়খানা থেকে বের হওয়ার সময় কী বলবে, হাঃ ৬৮০), আহমাদ (৬/১৫৫), নাসায়ী 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ' (হাঃ ৭৯), ইবনু খুযাইমাহ (১/৪৮) হাঃ ৯০), হাকিম (১/১৫৮)। ইমাম হাকিম বলেন, সহীহ। ইমাম যাহাবী তাঁর সাথে একমত। আর ইমাম নাববী শারহুল মুহাজ্জাব গ্রন্থে বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। এর গরীব হওয়াটা হচ্ছে বর্ণনাকারী ইসরাঈলের একক হয়ে যাওয়া। কিন্তু ইসরাঈল নির্ভরযোগ্য, দলীলযোগ্য।

١٨ - باب كَرَاهِيَةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ فِي الاِسْتِبْرَاءِ

অনুচ্ছেদ- ১৮ ঃ ইস্তিন্জা করার সময় ডান হাতে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা মাকরূহ

٣١ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلاَ يَشْرَبْ نَفَسًا وَاحِدًا " .

- صحيح : ق .

৩১। আবূ ক্বাতাদাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন পেশাব করার সময় ডান হাতে তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ না করে। যখন পায়খানায় যাবে, ডান হাতে যেন (ঢিলা ব্যবহার) শৌচ না করে। আর পানি পান করার সময় যেন এক নিঃশ্বাসে পান না করে।[৩১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ، - يَعْنِي الإِفْرِيقِيَّ - عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، وَمَعْبَدٍ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ، قَالَ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ .

- صحيح .

৩২। হারিসাহ ইবনু ওয়াহ্‌ব আল-খুযাঈ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর স্ত্রী হাফসাহ ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ নাবী ﷺ খাদ্য গ্রহণ, পানীয় পান ও পোশাক পরিধানের কাজ ডান হাতে করতেন। এছাড়া অন্যান্য কাজ বাম হাতে করতেন।[৩২]

সহীহ।

---

[৩১] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ ডান হাতে ইস্তিনজা করা নিষেধ, হাঃ ১৫৩), মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ ডান হাতে ইস্তিনজা করা নিষেধ) ইয়াহইয়া ইবনু আবূ কাসীর সূত্রে।

[৩২] আহমাদ (৬/২৮৭), হাকিম (৪/১০৯)। ইমাম হাকিম বলেন, এ হাদীসের সানাদ সহীহ, তবে বুখারী ও মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি। কিন্তু ইমাম যাহাবী এ বলে তার বিরোধিতা করেছেন যে, এর সানাদে অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছে। আর আল্লামা মুনযিরী 'মুখতাসার সুনান' গ্রন্থে (১/৩৪) বলেন ঃ 'এর সানাদে আবূ আইয়ুব ইফরীক্বী এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আলী সমালোচিত।' কিন্তু তার অনুসরণ (তাবে') করেছেন হাম্মাদ ইবনু সালামাহ, আসিম ইবনু বাহদালাহ হতে, তিনি সিওয়ার আল খাযাঈ হতে হাফ্সাহ সূত্রে। শায়খ আলবানী এটি বর্ণনা করেছেন সহীহ আল জামি গ্রন্থে (২/৮৮২, হাঃ ৪৯১২) এবং বলেছেন, সহীহ।

٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلاَئِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى .

- صحيح .

৩৩। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ডান হাত ছিল পবিত্রতা অর্জন ও খাদ্য গ্রহণের জন্য। আর তাঁর বাম হাত ছিল শৌচ ও অন্যান্য নিকৃষ্ট বা কষ্টদায়ক কাজের জন্য।[৩৩]

সহীহ।

٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ .

৩৪। এ সানাদে 'আয়িশাহ্ ﷺ থেকে নাবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত আছে।[৩৪]

١٩ - باب الاِسْتِتَارِ فِي الْخَلاَءِ

অনুচ্ছেদ- ১৯ ঃ পেশাব-পায়খানার সময় পর্দা করা

٣٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنِ الْحُصَيْنِ الْحُبْرَانِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ أَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَا لاَكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ

---

[৩৩] আহমাদ (৬/২৬৫), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/১১৩), বাগাভী 'শারহু সুন্নাহ' (১/২৭৯, হাঃ ১৮২) আবূ দাউদ হতে। ইবনু হাজার এটি 'আত-তালখীসুল হাবীর' গ্রন্থে (১/১১১) বর্ণনা করে ত্বাবারানীর দিকে সম্পর্কিত করেছেন।

[৩৪] পূর্বের হাদীস দেখুন।

এ অনুচ্ছেদের হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। এক নিঃশ্বাসে পানি পান করা ও পানির পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলা নিষেধ। এ নিষেধাজ্ঞা আদবমূলক। কেননা এভাবে পানি পানে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। যেমন ঃ দম আটকিয়ে যাওয়া, পাকস্থলি ভারী হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

২। ডান হাতে লজ্জাস্থানসহ পেশাব-পায়খানার মত ঘৃণার বস্তু স্পর্শ করা অপছন্দনীয়। এসব কাজ বাম হাতে করাই উত্তম।

৩। যাবতীয় ভাল কাজ ডান হাতে করা উত্তম। যেমন ঃ পানাহার, বস্ত্র পরিধান ইত্যাদি।

فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ " .

– **ضعيف** : ضعيف الجامع الصغير ٥٤٦٨، المشكاة ٣٥٢ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ثَوْرٍ قَالَ حُصَيْنٌ الْحِمْيَرِيُّ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ ثَوْرٍ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو سَعِيدٍ الْخَيْرُ هُوَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৫। আবূ হুরাইরাহ্ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, কেউ সুরমা লাগালে বেজোড় সংখ্যায় লাগাবে। এরূপ করলে ভাল, না করলে কোন ক্ষতি নেই। ঢিলা ব্যবহার করলে বেজোড় সংখ্যায় করবে। এরূপ করলে ভাল, না করলে কোন সমস্যা নেই। খাওয়ার পর খিলাল করলে যদি কিছু বের হয় তা ফেলে দিবে, আর জিহবার সাথে কিছু লেগে থাকলে তা গিলে ফেলবে। এরূপ করলে ভাল, না করলে কোন অসুবিধা নেই। পায়খানায় গেলে আড়ালে চলে যাবে। এরূপ জায়গা না পাওয়া গেলে অন্তত বালুর স্তূপ তৈরী করে তার আড়ালে বসবে। কারণ শাইত্বন মানুষের লজ্জাস্থান নিয়ে খেলা করে। এরূপ করলে ভাল, না করলে কোন গুনাহ নেই।[৩৫]

দুর্বল ঃ যঈফ আল-জামি'উস সাগীর ৫৪৬৮, মিশকাত ৩৫২।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আবূ সাঈদ আল খায়র নাবী ﷺ-এর অন্যতম সহাবী।

٢٠ – باب مَا يُنْهَى عَنْهُ أَنْ يُسْتَنْجَى بِهِ

অনুচ্ছেদ- ২০ ঃ যে সমস্ত জিনিস দ্বারা ইস্তিন্‌জা করা নিষেধ

٣٦ – حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ، – يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ الْمِصْرِيَّ – عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ، أَنَّ شُيَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ، أَخْبَرَهُ عَنْ شَيْبَانَ الْقِتْبَانِيِّ،

---

[৩৫] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পেশাব পায়খানার সময় পর্দা করা, হাঃ ৩৩৭), দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পেশাব পায়খানার সময় পর্দা করা, হাঃ ৬৬২) সাওর ইবনু ইয়াযীদ সানাদে হুসাইন আল-হুমরানী হতে আবূ সাঈদ আল-খায়ব সূত্রে, আহমাদ (২/৩৭১) সাওর সূত্রে। আল্লামা মুনযিরী 'মুখতাসার সুনান' (১/৩৫) গ্রন্থে বলেন, এর সানাদে আবূ সাঈদ আল খায়র হিমসী হচ্ছেন ঐ ব্যক্তি যিনি আবূ হুরাইরাহ সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ যুর'আহ বলেন, আমি তাকে চিনি না। তিনি আবূ হুরাইরাহর সাক্ষাৎ পেয়েছেন, তবে এ হাদীসটি তার সূত্রে বানানো হয়েছে। আর এর দোষ হচ্ছে সানাদের হুসাইন আল-হুমরানীর জাহালাত।

শায়খ আলবানী (রহঃ) 'সিলসিলাহ যঈফাহ' গ্রন্থে বলেন, সানাদের হুসাইন আল-হুমরানী অজ্ঞাত। যেমন তা হাফিয (রহঃ) ব্যক্ত করেছেন 'আত-তাক্বরীব' ও 'আত-তালখীস' গ্রন্থে এবং খাযরাজীর 'আল-খুলাসাহ' গ্রন্থে। ইমাম যাহাবী বলেছেন, তাকে চেনা যায়নি। আর ইবনু হিব্বান কর্তৃক এককভাবে তাকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়া গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তিনি অজ্ঞাত লোকদেরও নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়ে থাকেন। সেজন্য উল্লিখিত হাদীসের ইমামগণ তার এ আখ্যা গ্রহণ করেননি। ইমাম বায়হাক্বী ও হাদীসটি দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। (আরো বিস্তারিত দেখুন, সিলসিলাহ যঈফাহ ১০২৮)

قَالَ إِنَّ مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّدٍ اسْتَعْمَلَ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ، عَلَى أَسْفَلِ الأَرْضِ . قَالَ شَيْبَانُ فَسِرْنَا مَعَهُ مِنْ كُومِ شَرِيكٍ إِلَى عَلْقَمَاءَ أَوْ مِنْ عَلْقَمَاءَ إِلَى كُومِ شَرِيكٍ - يُرِيدُ عَلْقَامَ - فَقَالَ رُوَيْفِعٌ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيَأْخُذُ نِضْوَ أَخِيهِ عَلَى أَنَّ لَهُ النِّصْفَ مِمَّا يَغْنَمُ وَلَنَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَطِيرُ لَهُ النَّصْلُ وَالرِّيشُ وَلِلآخَرِ الْقِدْحُ . ثُمَّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ مِنْهُ بَرِيءٌ " .

- صحيح .

৩৬। শায়বান আল-কিত্বানী (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাসলামাহ্ ইবনু মুখাল্লাদ রুওয়াইফি‘ ইবনু সাবিতকে নিম্নভূমিতে কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। শায়বান বলেন, আমরা তাঁর সাথে ‘কুমি শারীক’ থেকে ‘আলক্বামা’ পর্যন্ত অথবা ‘আলক্বামা’ থেকে ‘কুমি শারীক’ (মিসরের কয়েকটি স্থান) পর্যন্ত সফর করেছি। ‘আলক্বামা’ ছিল তাঁর গন্তব্যস্থল। রুওয়াইফি‘ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমাদের মধ্যকার একজন অপরজনের নিকট হতে এই শর্তে উট গ্রহণ করত যে, জিহাদে যা গনিমত লাভ হবে তার অর্ধেক তোমার, আর অর্ধেক আমার। এতে করে একজনের ভাগে যদি তরবারীর খাপ ও তীরের পালক পড়ত, তখন আরেকজনের ভাগে পড়ত পালকবিহীন তীর। রুওয়াইফি‘ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ হে রুওয়াইফি‘! সম্ভবতঃ আমার পরেও তুমি দীর্ঘদিন জীবিত থাকবে। তুমি লোকদের জানিয়ে দিও ঃ যে ব্যক্তি দাড়িতে গিরা দিবে, ঘোড়ার গলায় মালা পরাবে অথবা প্রাণীর বিষ্ঠা বা হাড় দিয়ে ইস্তিন্‌জা করবে, মুহাম্মাদ ﷺ তার দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত।[৩৬]

সহীহ।

٣٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ عَيَّاشٍ، أَنَّ شُيَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ، أَخْبَرَهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، أَيْضًا عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، يَذْكُرُ ذَلِكَ وَهُوَ مَعَهُ مُرَابِطٌ بِحِصْنِ بَابِ أَلْيُونَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ حِصْنُ أَلْيُونَ عَلَى جَبَلٍ بِالْفُسْطَاطِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ شَيْبَانُ بْنُ أُمَيَّةَ يُكْنَى أَبَا حُذَيْفَةَ .

- صحيح .

---

[৩৬] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাজ-সজ্জা, অনুঃ দাঁড়িতে গিরা দেয়া, হাঃ ৫০৮২, শেষের অংশটুকু সংক্ষেপে), আহমাদ (৪/১০৮-১০৯), বায়হাক্বী (১/১১০)।

৩৭। 'আইয়াশ (রহঃ) শুয়াইম ইবনু বাইতামের মাধ্যমে আবূ সালিম আল-জায়শানী সূত্রেও উক্ত হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি (সালিম) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ﷺ -কে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন, যখন তিনি 'আলইউন' দুর্গ অবরোধ করেছিলেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, 'আলইউন' দুর্গ (মিসরের) ফুসত্বাত্বে একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত।[৩৭]

সহীহ।

٣٨ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَعْرٍ .

– صحيح : م .

৩৮। আবুয যুবাইর- জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে হাড্ডি অথবা (প্রাণীর) বিষ্ঠা দ্বারা ইস্তিন্‌জা করতে নিষেধ করেছেন।[৩৮]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٣٩ – حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ انْهَ أُمَّتَكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حُمَمَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا . قَالَ فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ .

– صحيح .

৩৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিনদের একটি প্রতিনিধি দল নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে মুহাম্মাদ ﷺ! আপনার উম্মাতকে হাড়, গোবর অথবা কয়লা দ্বারা ইস্তিন্‌জা করতে নিষেধ করে দিন। কারণ মহান আল্লাহ ওগুলোর মধ্যে আমাদের রিযিক নিহিত রেখেছেন। অতঃপর নাবী ﷺ ওগুলো দিয়ে ইস্তিন্‌জা করতে নিষেধ করেন।[৩৯]

সহীহ।

---

[৩৭] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

[৩৮] মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পবিত্রতা অর্জন করা, আহমাদ (৩/৩৩৬, ৩৪৩) আবুয্ যুবাইর সূত্রে।

[৩৯] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/১০৯) আবূ দাউদ হতে, দারাকুতনী (১/৫৫) ইবনু 'আইয়্যাশ সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। গোবর, হাড্ডি ও কয়লা জ্বীনদের খাদ্য। তাই এগুলো দিয়ে ইস্তিন্‌জা করা নিষেধ।

২। মানুষের মত জ্বীনদেরও মৌলিক প্রয়োজন আছে।

৩। জ্বীনদের উপর নাবী ﷺ-এর রিসালাতের প্রমাণ।

٢١ – باب الاسْتِنْجَاء بِالْحِجَارَة

অনুচ্ছেদ- ২১ ঃ পাথর দ্বারা ইস্তিন্জা করা

٤٠ – حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ فَإِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ " .

– حسن .

৪০। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ পায়খানায় গেলে যেন তিনটি পাথর সাথে নিয়ে যায় এবং ওগুলো দ্বারা ইস্তিন্জা করে। কারণ তার জন্য তাই যথেষ্ট।[৪০]

হাসান।

٤١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الاِسْتِطَابَةِ فَقَالَ " بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ " .

– صحيح .

৪১। খুযায়মাহ ইবনু সাবিত ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-কে ইস্তিন্জা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তিনটি পাথর দ্বারা ইস্তিন্জা করবে, যাতে গোবর থাকবে না।[৪১]

সহীহ।

٢٢ – باب فِي الاسْتِبْرَاء

অনুচ্ছেদ- ২২ ঃ পেশাব- পায়খানার পর উযু করা

٤٢ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقْرِئُ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى التَّوْأَمُ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ التَّوْأَمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ

---

[৪০] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ৪৪), আহমাদ (৬/১০৮, ১৩৩), দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পবিত্রতা অর্জন করা, হাঃ ৯৭০), দারাকুতনী (১/৫৪-৫৫, এবং তিনি এর সানাদ সহীহ বলেছেন, অন্য নুসখাহয় রয়েছে হাসান বলেছেন), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/১০৩), প্রত্যেকেই মুসলিম ইবনু কুরত্ব সানাদে 'উরওয়াহ হতে আয়িশাহ সূত্রে মারফুভাবে।

[৪১] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পাথর দ্বারা ইস্তিনজা করা এবং ঘোড়া ও গাধার মল দ্বারা ইস্তিন্জা না করা, হাঃ ৩১৫) দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পবিত্রতা অর্জন করা, হাঃ ৬৭১)

أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ بَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ " مَا هَذَا يَا عُمَرُ " . فَقَالَ هَذَا مَاءٌ تَتَوَضَّأُ بِهِ . قَالَ " مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً " .

– **ضعيف** : المشكاة ٣٦٨ .

৪২। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ পেশাব করলেন। সে সময় 'উমার ﷺ পানি ভর্তি একটি লোটা নিয়ে তাঁর পিছনে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, হে 'উমার! এ লোটা কেন? 'উমার ﷺ বলেন, আপনার উযুর পানি। তিনি বললেন, পেশাব করলেই উযু করতে হবে, আমাকে এরূপ নির্দেশ দেয়া হয়নি। আমি এরূপ করলে তা অবশ্যই (অবশ্য পালনীয়) সুন্নাত হয়ে যাবে।[৪২]

দুর্বল ঃ মিশকাত ৩৬৮।

٢٣ – باب فِي الاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

অনুচ্ছেদ- ২৩ ঃ পানি দিয়ে ইস্তিন্জা করা

٤٣ – حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، - يَعْنِي الْوَاسِطِيَّ - عَنْ خَالِدٍ، - يَعْنِي الْحَذَّاءَ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ حَائِطًا وَمَعَهُ غُلاَمٌ مَعَهُ مِيضَأَةٌ وَهُوَ أَصْغَرُنَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ السِّدْرَةِ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ .

– **صحيح** : ق .

৪৩। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ একটি বাগিচায় প্রবেশ করলেন। তখন তাঁর সঙ্গে ছিল একটি বালক। বালকটির নিকট পানির বদনা ছিল এবং সেই ছিল আমাদের মধ্যকার সবচেয়ে কম বয়সী। সে বদনাটি গাছের নিকট রাখল। রসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় প্রয়োজন পূরণার্থে ঐ পানি দ্বারা ইস্তিন্জা করে আমাদের নিকট ফিরে আসলেন।[৪৩]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

---

[৪২] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পেশাব করার পর উযু না করা, হাঃ ৩২৭), আহমাদ (৬/৯৫)। আল্লামা হাইসামী এটিকে 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' (১/২৪১) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন ঃ "হাদীসটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন। যা ইবনু আবূ মুলায়কাহ কর্তৃক তার মাতার সূত্রের বর্ণনা। আমি তার জীবনী বর্ণনা করতে কাউকে দেখিনি।" এছাড়া হাদীসটি আবূ ইয়ালা বর্ণনা করেছেন ইবনু আবূ মুলায়কাহ হতে তার পিতা থেকে 'আয়িশাহ সূত্রে। এর সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াহইয়া আত-তাওয়ামকে হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন। তাছাড়া আইয়ূব সাখতায়ানী এর বিপরীত সানাদ বর্ণনা করেছেন। তার সানাদটি বুখারীর শর্তে সহীহ। আর সেটিও আবূ দাউদ বর্ণনা করেছেন।

[৪৩] মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পায়খানা করার পর পানি দিয়ে ইস্তিন্জা করা) খালিদের সানাদে।

٤٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي أَهْلِ قُبَاءٍ { فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا } قَالَ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةُ .

– صحيح .

৪৪। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, এ আয়াত কুবাবাসীদের শানে নুযূল হয়েছিল ঃ "সেখানে এমন সব লোক রয়েছে যারা পাক-পবিত্র থাকতে ভালবাসে"- (সূরাহ তাওবাহ, ১০৮)। কুবাবাসীরা পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করত। তাই তাদের শানে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল।[৪৪]

সহীহ।

٢٤– باب الرَّجُلِ يُدَلِّكُ يَدَهُ بِالأَرْضِ إِذَا اسْتَنْجَى

অনুচ্ছেদ- ২৪ ঃ যে ব্যক্তি ইস্তিন্জার পর মাটিতে হাত ঘষে

٤٥ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، وَهَذَا، لَفْظُهُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، - يَعْنِي الْمُخَرِّمِيَّ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَى الْخَلاَءَ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجَى ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَاءٍ آخَرَ فَتَوَضَّأَ .

– حسن .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ الأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ أَتَمُّ .

৪৫। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যখন পায়খানায় যেতেন আমি তখন লোটা কিংবা মশকে করে পানি নিয়ে আসতাম। তিনি ইস্তিন্জার পর মাটিতে হাত ঘষতেন। অতঃপর আমি অন্য একটি পাত্রে পানি নিয়ে আসতাম, যদ্দ্বারা তিনি উযু করতেন।[৪৫]

হাসান।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আসওয়াদ ইবনু 'আমরের হাদীসটি অধিকতর পূর্ণাঙ্গ।

---

[৪৪] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ তাফসীর, অনুঃ সূরাহ আত-তাওবাহ হতে, হাঃ ৩১০০, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ সূত্রে হাদীসটি গরীব), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পানি দিয়ে ইস্তিনজা করা, হাঃ ৩৫৭), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/১০৫)।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। দূর্গন্ধ ও জীবাণু দূরীকরণার্থে পায়খানা করার পর মাটি (বা সাবান) দ্বারা হাত ঘষে ধৌত করা মুস্তাহাব।

২। ইস্তিন্জা ও উযুর পানি ভিন্ন হওয়া উচিত।

[৪৫] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ৫০/৫১), আহমাদ (২/৩১১)।

٢٥ – باب السِّوَاكِ

অনুচ্ছেদ- ২৫ ঃ মিসওয়াক করা

٤٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَرْفَعُهُ قَالَ " لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لأَمَرْتُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ " .

– صحيح : ق دون جملة العشاء .

৪৬। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ মারফুভাবে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যদি না আমি মু'মিনদের জন্য কষ্টকর মনে করতাম, তবে তাদের অবশ্যই 'ইশার সলাত বিলম্বে আদায় করার এবং প্রত্যেক সলাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।[৪৬]

সহীহ ঃ 'ইশার বাক্যটি বাদে বুখারী ও মুসলিম।

٤٧ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ " . قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَرَأَيْتُ زَيْدًا يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنَّ السِّوَاكَ مِنْ أُذُنِهِ مَوْضِعُ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ فَكُلَّمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ اسْتَاكَ .

– صحيح .

৪৭। যায়িদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মাতের উপর কষ্টকর না হলে অবশ্যই আমি তাদেরকে প্রত্যেক সলাতের প্রাক্কালে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। আবূ সালামাহ ﷺ বলেন, আমি যায়িদ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি মাসজিদে বসে থাকতেন, আর মিসওয়াক তার কানের ঐ স্থানে লেগে থাকত, যেখানে লিখকের কলম থাকে। অতঃপর যখনই তিনি সলাতের জন্য যেতেন, মিসওয়াক করে নিতেন।[৪৭]

সহীহ।

٤٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قُلْتُ أَرَأَيْتَ تَوَضُّؤَ ابْنِ

---

[৪৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহর দিনে মিসওয়াক করা, হাঃ ৮৮৭), তবে তাতে 'ইশার সলাত বিলম্ব করার কথা নেই, মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মিসওয়াক করা) সংক্ষেপে মিসওয়াক করা পর্যন্ত, আহমাদ (হাঃ ৩৭) সুফয়ান সূত্রে মিসওয়াকের কথা আগে উল্লেখ করে সম্পূর্ণ উপরোক্ত শব্দে, হুমাইদী (৯৬৫)।

[৪৭] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মিসওয়াক প্রসঙ্গে, হাঃ ২৩, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), আহমাদ (৪/১১৪, ১১৬) আবূ সালামাহ সূত্রে।

عُمَرَ لِكُلِّ صَلاَةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ عَمَّ ذَاكَ فَقَالَ حَدَّثَتْنِيهِ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ حَدَّثَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُمِرَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاَةٍ طَاهِرًا وَغَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلاَةٍ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً فَكَانَ لاَ يَدَعُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلاَةٍ .

– حسن .

৪৮। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্‌ইয়া ইবনু হাব্বান তার নিকট জিজ্ঞেস করেছিলেন, উযু থাকুক বা না থাকুক প্রত্যেক সলাতের পূর্বেই যে ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার ﷺ উযু করে থাকেন তার কারণ কী? জবাবে ‘আবদুল্লাহ ﷺ বললেন, যায়িদ ইবনুল খাত্তাবের কন্যা আসমা এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, ‘আবদুল্লাহ ইবনু হানযালাহ তাঁকে বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রত্যেক সলাতের পূর্বে উযু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল- তাঁর উযু থাকুক বা না থাকুক। তাঁর জন্য যখন এটা কষ্টকর হয়ে পড়ল, তখন তাঁকে সলাতের পূর্বে কেবল মিসওয়াক করতে নির্দেশ দেয়া হয়। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার ﷺ নিজের সক্ষমতা অনুভব করে কোন সলাতের জন্যই উযু ত্যাগ করতেন না।[৪৮]

হাসান।

٢٦ – باب كَيْفَ يَسْتَاكُ

অনুচ্ছেদ- ২৬ ঃ মিসওয়াক করার নিয়ম

٤٩ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَسْتَحْمِلُهُ فَرَأَيْتُهُ يَسْتَاكُ عَلَى

---

[৪৮] দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মহান আল্লাহর বাণী, তোমরা যখন সলাতে দাঁড়াবে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ধুয়ে নিবে, হাঃ ৬৫৮), আহমাদ (৫/২২৫), ইবনু খুযাইমাহ (১৫), হাকিম (১/১৫৫-১৫৬), ইমাম হাকিম বলেন, মুসলিমের শর্তে সহীহ, তবে তাঁরা এটি বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত।

এ অনুচ্ছেদের হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। প্রত্যেক সলাতের জন্য নতুনভাবে উযু করা মুস্তাহাব।

২। মিসওয়াক করার প্রতি গুরুত্বদান। বিশেষ করে সলাতের প্রাক্কালে।

৩। আল্লাহ স্বীয় ইচ্ছা মোতাবেক যেকোন হুকুম রহিত করেন এবং যেকোন হুকুম প্রতিষ্ঠা করেন।

৪। নাবী ﷺ স্বীয় উম্মাতের প্রতি দয়াশীল।

৫। ‘ইশার সলাত বিলম্বে আদায় করা মুস্তাহাব।

৬। কলমের ন্যায় কানের নীচে মিসওয়াক রাখা যাবে।

لِسَانِه - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَسْتَاكُ وَقَدْ وَضَعَ السِّوَاكَ عَلَى طَرَفِ لِسَانِهِ - وَهُوَ يَقُولُ " إِهْ إِهْ " . يَعْنِي يَتَهَوَّعُ .

- صحيح : ق .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ فَكَانَ حَدِيثًا طَوِيلاً اخْتَصَرْتُهُ .

৪৯। আবূ বুরদাহ হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। মুসাদ্দাদ বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট (যুদ্ধের) বাহন চাইতে গেলাম। তখন তাঁকে দেখলাম, তিনি জিহ্বার উপর মিসওয়াক করছেন। আর সুলাইমান বর্ণনা করেন, আমি নাবী ﷺ-এর নিকট গেলাম। তিনি তখন মিসওয়াক করছিলেন। তিনি তাঁর জিহ্বার এক পাশে মিসওয়াক রেখে উহ্! উহ্! বলছিলেন, অর্থাৎ বমির ভাব করছিলেন।[৪৯]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, মুসাদ্দাদ বলেন, হাদীসটি দীর্ঘ, আমি তা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছি।

٢٧ - باب فِي الرَّجُلِ يَسْتَاكُ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ- ২৭ ঃ একজনের মিসওয়াক অন্যজনে ব্যবহার করা

٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَنُّ وَعِنْدَهُ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ فَأُوحِيَ إِلَيْهِ فِي فَضْلِ السِّوَاكِ " أَنْ كَبِّرْ " . أَعْطِ السِّوَاكَ أَكْبَرَهُمَا . قَالَ أَحْمَدُ - هُوَ ابْنُ حَزْمٍ - قَالَ لَنَا أَبُو سَعِيدٍ هُوَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْمَدِينَةِ .

- صحيح .

৫০। 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মিসওয়াক করছিলেন। তখন তাঁর নিকট এমন দু' ব্যক্তি ছিল যাদের একজন অপরজনের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। এমন সময় তাঁর নিকট মিসওয়াক করার ফাযীলাত সম্পর্কে ওয়াহী নাযিল হলো ঃ দু'জনের মধ্যে যে বড় তাকে মিসওয়াক দিন।[৫০]

সহীহ।

---

[৪৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ মিসওয়াক করা, হাঃ ২৪৪) মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মিসওয়াক করা) উভয়েই হাম্মাদ ইবনু যায়িদ সূত্রে।

[৫০] এ হাদীস বর্ণনায় ইমাম আবূ দাউদ প্রসিদ্ধ ছয় গ্রন্থের মধ্যকার একক হয়ে গেছেন।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ অন্যের মিসওয়াক ব্যবহার করা জায়িয। তবে এক্ষেত্রে আদব হচ্ছে উপস্থিত লোকদের মধ্যকার যিনি বয়সে বেশি বড় তিনি সর্বপ্রথম তা ব্যবহারের হাক্বদার। তারপর পর্যায়ক্রমে তার চেয়ে

٥١ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِأَىِّ شَىْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ .

– صحيح : م .

৫১। মিক্বদাম ইবনু শুরাইহ (রহঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ ‌-কে জিজ্ঞেস করলাম, রসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে এসে সর্বপ্রথম কোন কাজ করতেন? তিনি বললেন ঃ তিনি সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন।[৫১]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٢٨ – باب غَسْلِ السِّوَاكِ

অনুচ্ছেদ- ২৮ ঃ মিসওয়াক ধৌত করা

٥٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ الْحَاسِبُ، حَدَّثَنِي كَثِيرٌ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَسْتَاكُ فَيُعْطِينِي السِّوَاكَ لأَغْسِلَهُ فَأَبْدَأُ بِهِ فَأَسْتَاكُ ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَأَدْفَعُهُ إِلَيْهِ .

– حسن .

৫২। 'আয়িশাহ্ ‌ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মিসওয়াক করে তা ধোয়ার জন্য আমাকে দিতেন। আমি নিজে প্রথমে তা দিয়ে মিসওয়াক করতাম, অতঃপর সেটা ধুয়ে তাঁকে দিতাম।[৫২]

হাসান।

বয়সে ছোট ব্যক্তিরা ব্যবহার করবেন। সালাম, পবিত্রতা অর্জন, সুগন্ধি ব্যবহার এবং অনুরূপ অন্যান্য কাজের এটাই সুন্নাতী পদ্ধতি।

[৫১] মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মিসওয়াক করা), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ সব সময় মিসওয়াক করা, হাঃ ৮), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মিসওয়াক করা, হাঃ ২৯০), ইবনু খুযাইমাহ (১৩৪), আহমাদ (৬/৪১, ১০৯, ১১০, ১৮২, ১৮৮), প্রত্যেকেই মিক্বদাম ইবনু শুরাইহ্ সূত্রে।

[৫২] বাগাভী 'শারহু সুন্নাহ' (১/২৯৬, হাঃ ২০৪), ইমাম তাবরীযী এটি মিশকাতুল মাসাবীহ (হাঃ ৩৮৪) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদ হাসান।

٢٩ – باب السِّوَاكُ مِنَ الْفِطْرَةِ

অনুচ্ছেদ- ২৯ ঃ মিসওয়াক করা স্বভাবসুলভ কাজ (ফিত্বরাত)

٥٣ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالاِسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ " . يَعْنِي الاِسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ . قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ .

– حسن : م .

৫৩। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দশটি কাজ মানুষের ফিত্বরাত বা স্বভাবসুলভ ঃ (১) গোঁফ কাটা, (২) দাড়ি ছেড়ে দেয়া, (৩) মিসওয়াক করা, (৪) পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা, (৫) নখ কাটা, (৬) আঙ্গুলের জোড়াসমূহ ধোয়া, (৭) বগলের পশম তুলে ফেলা, (৮) নাভির নিচের পশম চেঁছে ফেলা, (৯) পানি দিয়ে ইস্তিন্জা করা। মুস'আব বলেন, দশম কাজটি আমি ভুলে গেছি। সম্ভবতঃ সেটি হলো- কুলি করা।[৫৩]

হাসান ঃ মুসলিম।

٥٤ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ، – وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةَ وَالاِسْتِنْشَاقَ " . فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ وَزَادَ " وَالْخِتَانَ " . قَالَ " وَالاِنْتِضَاحَ " . وَلَمْ يَذْكُرِ " انْتِقَاصَ الْمَاءِ " . يَعْنِي الاِسْتِنْجَاءَ .

– حسن .

৫৪। 'আম্মার ইবনু ইয়াসীর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া (মানুষের) ফিত্বরাতের অন্তর্গত। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে 'দাড়ি ছেড়ে দেয়া'-কথাটি উল্লেখ করেননি, উল্লেখ করেছেন 'খাতনা করা'-এর কথা। 'ইস্তিন্জার

---

[৫৩] মুসলিম (অধ্যায় ঃ ঈমান, অনুঃ ফিতরাতের বৈশিষ্ট্য), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ আদাব, অনুঃ নখ কাটা, হাঃ ২৭৫৭), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাজ-সজ্জা, অনুঃ ফিতরাত, হাঃ ৫০৫৫), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ ফিতরাত, হাঃ ২৯৩) এবং আহমাদ (৬/১৩৭), প্রত্যেকেই ত্বালক্ব সূত্রে।

পর লিঙ্গে অল্প পরিমাণ পানি ছিটানোর' কথাও উল্লেখ করেছেন, তবে ইস্তিন্জার উল্লেখ করেননি।[৫৪]

হাসান।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ خَمْسٌ كُلُّهَا فِي الرَّأْسِ وَذَكَرَ فِيهَا الْفَرْقَ وَلَمْ يَذْكُرْ إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ .

- صحيح موقوف .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা উল্লেখ আছে। তিনি পাঁচটি ফিত্বরাতের কথা বলেছেন, তার সবগুলোই মাথার মধ্যে। তিনি সিঁথি কাটার কথাও বলেছেন। তবে দাড়ি রাখা কথাটি উল্লেখ নেই।

সহীহ মাওকুফ।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِيَ نَحْوُ حَدِيثِ حَمَّادٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَوْلُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرُوا إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ .

- صحيح : عن طلق موقوف .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ত্বালক্ব ইবনু হাবীব, মুজাহিদ ও বাক্র ইবনু 'আবদুল্লাহ আল-মুযানী সূত্রে হাম্মাদের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তারা দাড়ি ছেড়ে দেয়ার বিষয় উল্লেখ করেননি।

সহীহ ঃ ত্বালক্ব সূত্রে মাওকুফভাবে।

وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ .

- صحيح .

আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে 'দাড়ি ছেড়ে দেয়ার' কথা উল্লেখ আছে।

সহীহ।

وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ نَحْوُهُ وَذَكَرَ إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ وَالْخِتَانَ .

- صحيح موقوف .

ইব্রহীম নাখঈ হতেও অনুরূপ বর্ণনা আছে। তাতে 'দাড়ি ছেড়ে দেয়া' এবং 'খাত্না করার' কথা রয়েছে।

সহীহ মাওকুফ।

---

[৫৪] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ ফিতরাত, হাঃ ২৯৪), আহমাদ (৪/২৬৪) হাম্মাদ ইবনু 'আলী ইবনু যায়িদ সূত্রে।

٣٠ – باب السِّوَاكِ لِمَنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ- ৩০ ঃ রাত্রি জাগরণকারীর মিসওয়াক করা

٥٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ .

– صحيح : ق .

৫৫। হুযাইফাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাতে জাগতেন, তখন মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।[৫৫]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٥٦ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوضَعُ لَهُ وَضُوءُهُ وَسِوَاكُهُ فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَخَلَّى ثُمَّ اسْتَاكَ .

– صحيح : م .

৫৬। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ-এর জন্য উযুর পানি ও মিসওয়াক রেখে দেয়া হতো। তিনি রাতে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে ইস্তিন্জা করতেন, এরপর মিসওয়াক করতেন।[৫৬]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٥٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إِلاَّ تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ .

– حسن ، دون قوله : (ولا نهار).

৫৭। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ রাতে বা দিনে যখনই ঘুম থেকে জাগতেন, উযুর পূর্বে মিসওয়াক করতেন।[৫৭]

হাসান, (ولا نهار) "দিনে" কথাটি বাদে।

٥٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ

---

[৫৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ মিসওয়াক করা, হাঃ ২৪৫) মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মিসওয়াক করা) মানসূর সূত্রে।

[৫৬] **মুসলিম** (অধ্যায়ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ রাতের সলাতকে একত্র করা) দীর্ঘ হাদীস।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর মিসওয়াক করা মুস্তাহাব।

[৫৭] আহমাদ (৬/১৬০), বাগাভী 'শারহু সুন্নাহ' (১/২৯৬), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/৩৯)।

٣٠ – باب السِّوَاكِ لِمَنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ- ৩০ ঃ রাত্রি জাগরণকারীর মিসওয়াক করা

٥٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ .

– صحيح : ق .

৫৫। হুযাইফাহ ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাতে জাগতেন, তখন মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করতেন।[৫৫]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٥٦ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوضَعُ لَهُ وَضُوءُهُ وَسِوَاكُهُ فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَخَلَّى ثُمَّ اسْتَاكَ .

– صحيح : م .

৫৬। 'আয়িশাহ্ ؓ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ-এর জন্য উযুর পানি ও মিসওয়াক রেখে দেয়া হতো। তিনি রাতে ঘুম থেকে উঠে প্রথমে ইস্তিন্জা করতেন, এরপর মিসওয়াক করতেন।[৫৬]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٥٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إِلاَّ تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ .

– حسن ، دون قوله : (ولا نهار).

৫৭। 'আয়িশাহ্ ؓ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ রাতে বা দিনে যখনই ঘুম থেকে জাগতেন, উযুর পূর্বে মিসওয়াক করতেন।[৫৭]

হাসান, (ولا نهار) "দিনে" কথাটি বাদে।

٥٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ

---

[৫৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ মিসওয়াক করা, হাঃ ২৪৫) মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মিসওয়াক করা) মানসূর সূত্রে।

[৫৬] **মুসলিম** (অধ্যায়ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ রাতের সলাতকে একত্র করা) দীর্ঘ হাদীস।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ রাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর মিসওয়াক করা মুস্তাহাব।

[৫৭] আহমাদ (৬/১৬০), বাগাভী 'শারহু সুন্নাহ' (১/২৯৬), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/৩৯)।

النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَتَى طَهُورَهُ فَأَخَذَ سِوَاكَهُ فَاسْتَاكَ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَاتِ { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ } حَتَّى قَارَبَ أَنْ يَخْتِمَ السُّورَةَ أَوْ خَتَمَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ فَأَتَى مُصَلاَّهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فِرَاشِهِ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ كُلُّ ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُولُ { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ } حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ .

– صحيح : م .

৫৮। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর নিকট কোন এক রাত কাটালাম। (তখন দেখলাম) তিনি ঘুম থেকে জেগে উযুর পানি নিয়ে মিসওয়াক করলেন। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলেন ঃ “নিশ্চয় আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে বুদ্ধিমান লোকেদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে।”- (সূরাহ আল ‘ইমরান, আয়াত ১৯০)। তিনি সূরাটি প্রায় শেষ পর্যন্ত পড়লেন অথবা শেষ করলেন। এরপর তিনি উযু করে জায়নামাযে গিয়ে দু’ রাক‘আত সলাত আদায় করে বিছানায় গেলেন এবং আল্লাহ যতক্ষণ চাইলেন ততক্ষণ ঘুমিয়ে পুনরায় জাগলেন। এরপর পূর্বের ন্যায় ঐ কাজগুলো করে আবারো বিছানায় গিয়ে ঘুমালেন। অতঃপর জেগে উঠে আবার আগের মত করলেন। তারপর বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে আবার জাগলেন ও আগের মত করলেন। প্রত্যেকবারই তিনি (ঘুম থেকে জেগে) মিসওয়াক ও দু’ রাক‘আত সলাত আদায় করলেন। অতঃপর (সর্বশেষে) বিত্‌র সলাত পড়লেন।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হুসাইন ইবনু ‘আব্দুর রহমান থেকে ইবনু ফুদাইল উপরের হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ তিনি ﷺ মিসওয়াক এবং উযু করার সময় এ আয়াতটি পাঠ করতে থাকেন ঃ { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ } - এভাবে তিনি সূরাহটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন।[৫৮]

সহীহ ঃ মুসলিম।

[৫৮] মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মিসওয়াক করা), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ কিয়ামুল লাইল, হাঃ ১৭০৪), আহমাদ (১/৩৭১) হাবীব ইবনু আবূ সাবিত সূত্রে।

٣١ – باب فَرْضِ الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ- ৩১ ঃ উযু করা ফারয

٥٩ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلاَ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ " .

– صحيح .

৫৯। আবুল মালীহ্ (রহঃ) হতে তার পিতা সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন ঃ আত্মসাৎকৃত মালের দান এবং উযু বিহীন সলাত আল্লাহ ক্ববূল করেন না।[৫৯]

সহীহ।

---

[৫৯] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ উযু ফারয, হাঃ ১৩৯ এবং অধ্যায় ঃ যাকাত, অনুঃ হারাম পন্থায় উপার্জিত মালের সদাক্বাহ, হাঃ ২৫২৩), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনু ঃ আল্লাহ পবিত্রতা ব্যতীত সলাত ক্ববূল করেন না, হাঃ ২৭১), হাফিয ইবনু হাজার 'ফাতহুল বারী' (৩/৩২৬) গ্রন্থে বলেন, এর সানাদ সহীহ।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। অবৈধ উপায়ে উপার্জিত সম্পদ দান করলে তা ক্ববূল হয় না এবং তাতে নেকীও পাওয়া যায় না।

২। পবিত্রতা ছাড়া সলাত হয় না। এতে প্রমাণিত হয়, জানাযার সলাত, দু' ঈদের সলাতসহ সমস্ত নাফ্ল সলাত এর অন্তর্ভুক্ত। এতে আরো প্রমাণিত হয়, পবিত্রতা ছাড়া তাওয়াফও যথেষ্ট হবে না। কেননা নাবী ﷺ একেও সলাত বলেছেন।

উযু সম্পর্কে যা জানা জরুরী ঃ

(ক) উযুর সংজ্ঞা ঃ উযুর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে স্বচ্ছতা। পরিভাষায় আল্লাহর নামে পাক পানি দিয়ে শারঈ পদ্ধতিতে হাত, মুখ, পা ধৌত করা ও মাথা মাসাহ্ করাকে উযু বলে। উযুর ফারয চারটি। যথা ঃ সম্পূর্ণ মুখ ধোয়া, কনুই পর্যন্ত হাত ধোয়া, মাথা মাসাহ্ করা ও টাখনু পর্যন্ত দু' পা ধোয়া। এগুলো বাদে উযুর অবশিষ্ট সবই সুন্নাত। যেমন, কব্জি পর্যন্ত হাত ধোয়া, কুলি করা, নাকে পানি দেয়া, কান মাসাহ্ করা।

(খ) উযু ভঙ্গের কারণ ঃ (১) পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে দেহ থেকে কোন কিছু নির্গত হলে (যেমন, পেশাব, পায়খানা, কৃমি, বায়ু, মযী, ইত্যাদি), বিভিন্ন সহীহ হাদীসের আলোকে জানা যায় যে, এটাই হচ্ছে উযু ভঙ্গের প্রধান কারণ (২) যেসব কাজ করলে গোসল ফারয হয় তা ঘটলে (৩) হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে (৪) পর্দাহীন অবস্থায় লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে (৫) উটের গোশ্ত খেলে (৬) ইস্তিহাযার রক্ত বের হলে। শায়খ আলবানী বলেন, ইস্তিহাযা ব্যতীত কম হৌক বা বেশী হৌক অন্য কোন রক্ত প্রবাহের কারণে উযু ভঙ্গ হওয়ার কোন সহীহ দলীল নেই। (৭) পেটের গণ্ডগোল, ঘুম, যৌন উত্তেজনা ইত্যাদির কারণের প্রেক্ষিতে কেউ উযু ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হলে পুনরায় উযু করবে। কিন্তু যদি কোন শব্দ, গন্ধ বা নিদর্শন না পান এবং নিজের উযুর ব্যাপারে নিশ্চিত থাকেন তাহলে পুনরায় উযু করার দরকার নেই। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানু আরবা'আ, আহমাদ, দারিমী, মুয়াত্তা মালিক, তাহক্বীক্ব মিশকাত-আলবানী ও অন্যান্য)

(গ) এক নজরে উযুর বিভিন্ন মাসআলাহ ঃ (১) উযুর অঙ্গগুলি এক, দু' বা তিনবার করে ধোয়া যাবে- (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)। তবে রসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার করেই বেশি ধুতেন- (সহীহুল বুখারী, সহীহ

মুসলিম)। তিনের অধিকবার ধোয়া বাড়াবাড়ি- (নাসায়ী, ইবনু মাজাহ)। ধোয়ার মধ্যে জোড়- বেজোড় করা যাবে- (সহীহ ইবনু খুযাইমাহ)।

(২) উযুর মধ্যে তারতীব বা ধারাবাহিকতা বজায় রাখা জরুরী। (সূরাহ মায়িদাহ ৬, নায়ল ১/২১৪)

(৩) উযুর অঙ্গগুলির নখ পরিমান স্থান শুস্ক থাকলে পুনরায় উযু করতে হবে- (সহীহ মুসলিম)। দাড়ির গোড়ায় পানি পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে। তবে না পৌঁছলেও উযু সিদ্ধ হবে। (সহীহুল বুখারী, নায়ল)

(৪) শীতে হৌক বা গ্রীস্মে হৌক পূর্ণভাবে উযু করতে হবে। কিন্তু পানির অপচয় করা যাবে না। আল্লাহর নাবী ﷺ সাধারণতঃ এক 'মুদ্দ' বা ৬২৫ গ্রাম পানি দিয়ে উযু করতেন। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

(৫) উযুতে ব্যবহারকৃত পানি বা উযুর শেষে পাত্রে অবশিষ্ট পানি অপবিত্র হয় না.। বরং তা দিয়ে পুনরায় উযু বা পবিত্রতা হাসিল করা যায়। রসূলুল্লাহ ﷺ ও সহাবায়ি কিরাম একই উযুর পাত্রে বারবার হাত ডুবিয়ে উযু করেছেন। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

(৬) উযুর অঙ্গে যখমপট্টি বাঁধা থাকলে এবং তাতে পানি লাগলে রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলে তার উপর দিয়ে ভিজা হাতে মাসাহ্ করবে। (সহীহ ইবনু খুযাইমাহ, ইবনু মাজাহ, নায়লুল আওত্বার)

(৭) পবিত্র জুতা বা যে কোন ধরনের পাক মোজার উপরে মাসাহ্ করা চলবে- (আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)। জুতার নীচে অপবিত্র থাকলে তা ভালভাবে মুছে ঐ জুতার উপর মাসাহ্ করা চলবে। (আবূ দাউদ, ইবনু খুযাইমাহ, রওযাতুন নাদিয়্যাহ ১/৯১)

(৮) উযু শেষে পবিত্র তোয়ালে, গামছা বা অনুরূপ কিছু দ্বারা উযুর অঙ্গ মোছা জায়িয আছে। (ইবনু মাজাহ, সালমান ফারসী (রাঃ) বর্ণিত, হা/৪৬৮, 'আওনুল মা'বুদ, নায়ল, ও মিরআতুল মাফাতীহ ১/২৮৩-২৮৪)

(৯) উযু সহ পায়ে মোজা পরা থাকলে নতুন উযুর সময়ে মোজার উপরিভাগে দু' হাতের ভিজা আঙ্গুল পায়ের পাতা হতে টাখ্‌নু পর্যন্ত টেনে এনে একবার মাসাহ্ করবে। মুক্বীম অবস্থায় একদিন একরাত ও মুসাফির অবস্থায় তিনদিন তিনরাত একটানা মোজার উপরে মাসাহ্ করা চলবে। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, নায়ল)

(১০) উযুর অঙ্গগুলি ডান দিক থেকে ধৌত করা সুন্নাত। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)।

(১১) উযু থাক বা না থাক, রসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি ওয়াক্ত সলাতের পূর্বে উযু করায় অভ্যস্ত ছিলেন। তবে মাক্কাহ্ বিজয়ের দিন তিনি এক উযুতে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করেন।

(১২) উযুতে গর্দান মাসাহ্ করার কোন সহীহ দলীল নেই। ইমাম নাববী (রহঃ) একে বিদ'আত বলেছেন। (আহমাদ, নায়লুল আওত্বার ১/২৪৫-২৪৭) [তথ্যসূত্র ঃ সলাতুর রসূল (সাঃ), পৃঃ ৩৩-৩৪]

ইমাম নাবভী (রহঃ) বলেন, ঘার মাসাহ্ সম্পর্কিত হাদীস জাল। হানাফী ফাক্বীহ ক্বাযী খান বলেন, ঘার মাসাহ্ আদবও নয়, সুন্নাতও নয়- (কাবীনী ২৪পৃঃ)। আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী (রহঃ) বলেন, কেউ কেউ একে বিদ'আত বলেছেন- (ফাতহুল ক্বাদীর ১/১৪)। ইমাম মুহাম্মাদ তাঁর আসল কিতাবে ঘার মাসাহ্ এর উল্লেখই করেননি- (যাহরাতু রিয়াযিল আবরার, ৫৯পৃঃ)। অধিকাংশ শাফিঈ বিদ্বান ঘার মাসাহের বিপক্ষে। কারণ এর কোন প্রমাণ নেই। সেজন্য ইমাম শাফিঈ এবং প্রাথমিক যুগের 'আলিমগণ এর উল্লেখ করেননি- (রওযাতুত ত্বালিবীন ১/৬১)। হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, ঘার মাসাহ্ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোন সহীহ হাদীস নেই- (যাদুল মা'আদ ১/৪৯)।

(১৩) মুখে উযুর নিয়্যাত পড়ার কোন দলীল নেই। উযুর নিয়্যাতের নাম করে কোন একটি হরফ রসূলুল্লাহ ﷺ, এমনকি কোন সহাবী থেকেও বর্ণিত হয়নি, সহীহ সানাদেও নয় এবং দুর্বল সানাদেও নয়। সুতরাং মুখে উযুর নিয়্যাত পড়া বিদ'আত। (যাদুল মা'আদ ১/৪৯)

٦٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ " .

– صحيح : ق .

৬০। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারো উযু নষ্ট হলে পুনরায় উযু না করা পর্যন্ত মহান আল্লাহ তার সলাত কবূল করেন না।[৬০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

---

(১৪) উযু করাকালীন সময়ে পৃথক কোন দু'আর কথা সঠিকভাবে জানা যায় না। অনুরূপ উযুর প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার পৃথক পৃথক দু'আর কথাও ভিত্তিহীন। শায়খ 'আবদুল ক্বাদির জিলানী ও ইমাম গায্যালী (রহঃ) উযুর প্রত্যেকটি অঙ্গ যেমন হাত, মুখ, পা প্রভৃতি ধোয়ার সময় একটি করে দু'আ বিনা বরাতে লিখেছেন- (দেখুন, গুনয়্যাতুত ত্বালিবীন ও ইহ্য়াউল 'উলূম)। ভারতের হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা আলাউদ্দীন মুত্তাকী হিন্দী (রহঃ) দু'আগুলো ইবনু মানদার কিতাবুল উযু, দায়লামী ও মুস্তাগফিরীর দা'ওয়াত এবং ইবনু নাজ্জারের হাওয়ালা দিয়ে লিখে বলেন, এ হাদীসটি জাল হাদীসের অন্তর্ভুক্ত- (দেখুন, কানযুল 'উম্মাল ৯/২৭৯)। আল্লামা শামী হানাফী (রহঃ) বলেন, হিলয়্যা গ্রন্থ প্রণেতা বলেছেন, এ দু'আটি রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে বলে আমি জানতে পারিনি। (দেখুন, শামী, ১ম খণ্ড)

(১৫) উযুর শেষে সূরাহ্ ক্বাদ্‌র পাঠ করারও কোন সহীহ দলীল নেই। দায়লামী ও ফাক্বীহ আবূ লাইসের মুক্বাদ্দামাহ্‌র বরাত দিয়ে দুররে মুখতার প্রণেতা ও তাহহাভী উযুর শেষে তিনবার সূরাহ ক্বাদর পড়ার কথা বলেছেন। কিন্তু এ সবের কিছুই সহীহ নয়। তাই এ সম্পর্কে অন্যান্য ফাক্বীহগণ বলেন, মাক্বাসিদুল হাসানাহ্ গ্রন্থে রয়েছে, উযুর পরে সূরাহ্ ক্বাদর পড়ার কোন প্রমাণ নেই। বরং ফাক্বীহ আবূ লাইসের মুক্বাদ্দামাহ্য় যা আছে তার শব্দ প্রমাণ করে যে, ঐ হাদীসটি জাল ও বানোয়াট- (দেখুন, মাক্বাসিদুল হাসানাহ্ ৪২৪ পৃঃ, মারাকিল ফালাহ ৪৪ পৃঃ)। আল্লামা শামী হানাফী (রহঃ) বলেন, এ ব্যাপারে আমাদের গুরু হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এ সংক্রান্ত কোন জিনিসই রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তাঁর উক্তি কিংবা ক্রিয়া দ্বারা প্রমাণিত নেই- (শামী ১/১২২)। [তথ্যসূত্র ঃ আইনী তুহ্ফা]

(১৬) উযুর পাত্রে পাক হাত ডুবাতে হয়। ঘুম থেকে উঠে দু' হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে উযুর পাত্রে হাত ডুবাবে। (সহীহুল বুখারী)

(১৭) উযুর সময় নাক ঝাড়া উত্তম। কেননা শাইত্বান নাকের ভিতর রাত কাটায়। (সহীহুল বুখারী)

(১৮) বিভিন্ন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, সর্বদা উযুর হালতে থাকা, উযু থাকতে উযু করা, উযুর হালতে সালামের জবাব দেয়া ও অন্যান্য যিক্‌র আয্‌কার করা, উযু থাকা সত্ত্বেও প্রতি ওয়াক্ত সলাতের জন্য নতুনভাবে উযু করা, কুরআন মাজীদ পড়া ও স্পর্শ করার পূর্বে উযু করা, ঘুমের পূর্বে উযু করা, একবার স্ত্রী সহবাসের পর পুনরায় সহবাস করার ইচ্ছা করলে উযু করা ইত্যাদি উত্তম কাজ। তবে এরূপ না করলেও জায়িয আছে। এতে কোন গুনাহ নেই।

(১৯) উযুর সময় প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা নিষেধ নয়।

(২০) উযুর পূর্বে মিসওয়াক করা সুন্নাত। (সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

[৬০] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ উযুবিহীন সলাত ক্ববূল হয় না, হাঃ ১৩৫) মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ সলাতের জন্য পবিত্রতা অর্জন ওয়াজিব) 'আবদুর রাযযাক সূত্রে।

٦١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ " .

- حسن صحيح .

৬১। 'আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সলাতের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা। 'আল্লাহু আকবার' বলে সলাত শুরু করার দ্বারা পার্থিব সকল কাজ হারাম হয়ে যায়। আর সলাতের সালাম ফিরানোর দ্বারা পার্থিব সকল কাজ হালাল হয়।[৬১]

হাসান সহীহ।

٣٢ - باب الرَّجُلِ يُجَدِّدُ الْوُضُوءَ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

অনুচ্ছেদ- ৩২ ঃ কোন ব্যক্তির উযু থাকাবস্থায় নতুনভাবে উযু করা

٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَنَا لِحَدِيثِ ابْنِ يَحْيَى، أَتْقَنُ - عَنْ غُطَيْفٍ، - وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي غُطَيْفٍ الْهُذَلِيِّ، - قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَلَمَّا نُودِيَ بِالظُّهْرِ تَوَضَّأَ فَصَلَّى فَلَمَّا نُودِيَ بِالْعَصْرِ تَوَضَّأَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طُهْرٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيثُ مُسَدَّدٍ وَهُوَ أَتَمُّ .

- **ضعيف** : ضعيف الجامع الصغير ٥٥٣٦، المشكاة ٢٩٣ .

৬২। আবূ গুত্বায়িফ আল-হুযালী (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ইবনু 'উমার ﷺ-এর নিকট ছিলাম। যোহরের আযান দেয়া হলে তিনি উযু করে সলাত আদায় করলেন। আবার 'আসরের আযান দেয়া হলে তিনি পুনরায় উযু করলেন। আমি তাকে নতুন করে উযু করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ যে ব্যক্তি উযু থাকাবস্থায় উযু করে, তার জন্য দশটি নেকি লিপিবদ্ধ করা হয়।[৬২]

দুর্বল ঃ যঈফ আল-জামি'উস সাগীর ৫৫৩৬, মিশকাত ২৯৩।

---

[৬১] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পবিত্রতা হচ্ছে সলাতে চাবিকাঠি, হাঃ ৩, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ অনুচ্ছেদে এ হাদীসটি অধিক সহীহ ও উত্তম), ইবনু মাজাহ (অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পবিত্রতা সলাতের চাবি, হাঃ ২৭৫), দারিমী (অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পবিত্রতা সলাতের চাবিকাঠি, হাঃ ৬৮৭), আহমাদ (১/১২৩, ১২৯), সকলেই সুফয়ান সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। তাকবীরে তাহরীমাহ সলাতের অংশসমূহেরই একটি অংশ (জুয)।

২। তাকবীরে তাহরীমাহ ছাড়া সলাত আরম্ভ করা জায়িয নয়।

[৬২] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ প্রত্যেক সলাতের জন্য উযু করা, হাঃ ৬৯, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ সানাদটি দুর্বল), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ উযু থাকতে উযু করা, হাঃ ৫১২), 'আবদ ইবনু হুমাইদ

٣٣ - باب مَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ

অনুচ্ছেদ- ৩৩ ঃ যে জিনিস পানিকে অপবিত্র করে

٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَغَيْرُهُمْ، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ ﷺ " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ " .

- صحيح .

৬৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-কে ঐ পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যাতে পানি পান করার জন্য বন্য প্রাণী ও হিংস্র জন্তু আসা-যাওয়া করে। তিনি ﷺ- বললেন ঃ পানির পরিমাণ দু' মটকা হলে তা অপবিত্রতা বহন করে না।[৬৩]

সহীহ।

٦٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، - قَالَ أَبُو كَامِلٍ ابْنُ الزُّبَيْرِ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلاَةِ . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

- حسن صحيح .

৬৪। 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ-কে উন্মুক্ত ময়দানে অবস্থিত পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন।[৬৪]

হাসান সহীহ।

---

(৮৫৯) সকলেই 'আবদুর রহমান ইবনু যিয়াদ সূত্রে আবূ গুতাইফ হতে, তিনি ইবনু 'উমার হতে। 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে রয়েছে ঃ হাদীসের মূল বিষয় বর্তায় 'আবদুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইফরীক্বীর উপর। তিনি দুর্বল। এছাড়াও বায়হাক্বীর 'সুনানুল কুবরা' (১/৬২), তিনি বলেন ঃ 'আবদুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইফরীক্বী শক্তিশালী নন। আর আপনারা তো লক্ষ্য করেছেন যে, হাদীসের মূল বিষয় তার উপরই বর্তাচ্ছে। হাফিয 'আত তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন, তিনি স্মরণশক্তিতে দুর্বল। মিশকাতের তাহক্বীক্বে আবূ গুতাইফকে অজ্ঞাত বলা হয়েছে।

[৬৩] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ৫২), 'আবদ ইবনু হুমাইদ (৮১৭), হাকিম (১/১৩৩) তিনি একে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী ও দারাকুতনী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

[৬৪] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ কোন কিছু দ্বারাই পানি অপবিত্র হয় না, হাঃ ৬৭, ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ এটাই হচ্ছে ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাকের মত। তাঁরা বলেন, পানি দু' কুল্লা পরিমাণ হলে তা

٦٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لاَ يَنْجُسُ " .

- صحيح .

৬৫। 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পানি দু' কুল্লাহ (মটকা) পরিমাণ হলে তা অপবিত্র হয় না।[৬৫]

সহীহ।

٣٤ - باب مَا جَاءَ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ

অনুচ্ছেদ- ৩৪ ঃ বুদা'আহ নামক কূপ প্রসঙ্গে

٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا الْحِيَضُ وَلَحْمُ الْكِلاَبِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ " .

- صحيح .

৬৬। আবূ সাঈদ আল খুদরী ؓ সূত্রে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হলো, 'আমরা কি (মাদীনাহ্‌র) 'বুদাআহ' নামক কূপের পানি দিয়ে উযু করতে পারি? কূপটির মধ্যে মেয়েলোকের হায়িযের নেকড়া, কুকুরের গোশত ও যাবতীয় দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস নিক্ষেপ করা হত। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ পানি পবিত্র, কোন কিছু একে অপবিত্র করতে পারে না।[৬৬]

সহীহ।

কোন কিছুতে অপবিত্র হয় না যতক্ষণ তার স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তন না হয় ...), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পানি যে পরিমাণ হলে অপবিত্র হয় না, হাঃ ৫১৭), দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পানি যে পরিমাণ হলে অপবিত্র হয় না, হাঃ ৭৩১), আহমাদ (২/১২, ২৬, ৩৮), সকলেই মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব সূত্রে।

[৬৫] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পানি যে পরিমান হলে অপবিত্র হয় না, হাঃ ৫১৮), আহমাদ (২/২৩, ১০৭), 'আবদ ইবনু হুমাইদ (৮১৮), সকলেই হাম্মাদ ইবনু সালামাহ সূত্রে।

[৬৬] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পানিকে কোন জিনিস অপবিত্র করতে পারে না, হাঃ ৬৬, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পানি, অনুঃ বুদ'আহ কূপের বর্ণনা, হাঃ ৩২৫), আহমাদ (৩/১৫, ১৬, ৩১, ৮৬), দারাকুতনী (১/৩০-৩১) আবূ সাঈদ খুদরী সূত্রে। এর সানাদ সহীহ।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ অপবিত্র পড়ার কারণে পানির কোন একটি বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন হয়ে গেলে তা পবিত্রতা থেকে বের হয়ে যায়। আলোচ্য হাদীসের 'উমূম (ব্যাপকতা) অন্য হাদীসাবলী দ্বারা খাস করা হয়েছে।

٦٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيَّانِ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ الأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله علي وسلم وَهُوَ يُقَالُ لَهُ إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلاَبِ وَالْمَحَايِضُ وَعَذِرُ النَّاسِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَىْءٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ قَيِّمَ بِئْرِ بُضَاعَةَ عَنْ عُمْقِهَا قَالَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا الْمَاءُ إِلَى الْعَانَةِ . قُلْتُ فَإِذَا نَقَصَ قَالَ دُونَ الْعَوْرَةِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدَّرْتُ أَنَا بِئْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ فَإِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ أَذْرُعٍ وَسَأَلْتُ الَّذِي فَتَحَ لِي بَابَ الْبُسْتَانِ فَأَدْخَلَنِي إِلَيْهِ هَلْ غُيِّرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ قَالَ لاَ . وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ .

- صحيح .

৬৭। আবূ সাঈদ আল খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ একদা তাঁকে বলা হয়, আপনার জন্য বুদা'আহ কূপ থেকে পানি আনা হয়। অথচ তাতে কুকুরের গোশত, হায়িযের নেকড়া ও মানুষের ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ করা হয়। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নিশ্চয় পানি পবিত্র, তাকে কোন কিছু অপবিত্র করতে পারে না।[৬৭]

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আমি কুতাইবাহ ইবনু সাঈদকে বলতে শুনেছি ঃ আমি বুদা'আহ কূপের নিকট অবস্থানকারীকে সেটির গভীরতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। জবাবে তিনি বললেন, যখন এ কূপের পানি বেশি হয়, তখন এতে পানি থাকে নাভির নিম্ন পরিমাণ। ফলে আমি (ক্বাতাদাহকে) জিজ্ঞেস করলাম, পানি কম হলে (এর পরিমাণ কতটুকু হয়)? তিনি বললেন, হাঁটু পর্যন্ত।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আমি এর পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য আমার চাদর এর উপর বিছিয়ে দিয়ে পরিমাপ করি যে, এর প্রস্থ হচ্ছে ছয় হাত।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) আরো বলেন, যে বাগানে বুদা'আহ কূপটি অবস্থিত, তার প্রবেশ দ্বার যিনি খুলে দিয়েছিলেন আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, কূপটির আগের আকৃতির কোন পরিবর্তন

[৬৭] আহমাদ (৩/৮৬), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/২৫৭), দারাকুতনী (১/৩০)। আল্লামা মুনযিরী 'মুখতাসার সুনান' (১/৭৪) গ্রন্থে বলেন ঃ ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্মাদ বলেছেন, বুদ'আহ কূপ সম্পর্কিত হাদীসটি সহীহ।

হয়েছে কিনা? জবাবে তিনি বললেন, না। আর আমি কূপের পানির রং (দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় থাকার কারণে) পরিবর্তিত দেখেছি।

সহীহ।

٣٥ – باب الْمَاءِ لاَ يَجْنُبُ

অনুচ্ছেদ- ৩৫ ঃ পানি অপবিত্র হয় না

٦٨ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا – أَوْ يَغْتَسِلَ – فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ الْمَاءَ لاَ يَجْنُبُ " .

– صحيح .

৬৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন এক স্ত্রী বড় একটি পাত্র থেকে পানি তুলে গোসল করেন। এমন সময় রসূলুল্লাহ ﷺ অবশিষ্ট পানি দ্বারা উযু অথবা গোসল করতে আসলেন। স্ত্রী বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তো অপবিত্র ছিলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, পানি অপবিত্র হয় না।[৬৮]

সহীহ।

٣٦ – باب الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ

অনুচ্ছেদ- ৩৬ ঃ বদ্ধ পানিতে পেশাব করা

٦٩ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، فِي حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ " .

– صحيح .

৬৯। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে, অতঃপর সেই তো আবার সেখানে গোসল করে।[৬৯]

সহীহ।

---

[৬৮] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা হাঃ ৬৫, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ নারীর ব্যবহৃত পানি দিয়ে উযু করার অনুমতি প্রসঙ্গে, হাঃ ৩৭০), হাকিম (১/১৫৯)। ইমাম হাকিম বলেন, পবিত্রতার এ হাদীস সহীহ। ইমাম যাহাবীও তার সাথে একমত হয়েছেন।

[৬৯] বুখারী ঃ (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ বদ্ধ পানিতে পেশাব করা, হাঃ ২৩৯), মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ বদ্ধ পানিতে পেশাব করা নিষেধ), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ বদ্ধ পানিতে পেশাব করা অপছন্দনীয়, হাঃ ৬৮)।

٧٠ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلاَ يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ " .

– حسن صحيح .

৭০। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে এবং জানাবাতের গোসল না করে।[৭০]

হাসান সহীহ।

٣٧ – باب الْوُضُوءِ بِسُؤْرِ الْكَلْبِ

অনুচ্ছেদ- ৩৭ ঃ কুকুরের লেহনকৃত পাত্র ধোয়া

٧١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، – فِي حَدِيثِ هِشَامٍ – عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مِرَارٍ أُولاَهُنَّ بِتُرَابٍ " .

– صحيح : م .

৭১। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ ঢুকিয়ে দিলে তা সাতবার ধুয়ে পবিত্র করতে হবে। তন্মধ্যে প্রথমবার মাটি দ্বারা (ঘষতে হবে)।[৭১]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٧٢ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَرْفَعَاهُ زَادَ " وَإِذَا وَلَغَ الْهِرُّ غُسِلَ مَرَّةً " .

– صحيح موقوف ، وصح أيضا مرفوعا .

৭২। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ হতে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থক বর্ণনাও আছে। তবে সেটি মারফূ বর্ণনা নয়। তাতে এও রয়েছে ঃ 'বিড়াল লেহন করলে তা একবার ধুতে হবে।'[৭২]

সহীহ মাওকুফ, মারফুভাবেও এটি সহীহ।

---

[৭০] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ বদ্ধ পানিতে পেশাব করা নিষেধ, হাঃ ৩৪৪) আহমাদ (২/৪৩৩)।

[৭১] মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ কুকুরের চাটা পাত্রের বিধান), আহমাদ (২/২৬৫, ৪২৭, ৪৮৯, ৫০৮), হুমাইদী 'মুসনাদ' (৯৬৮), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ৯৫) হিশাম সূত্রে।

[৭২] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ কুকুরের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে, হাঃ ৯১, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ)।

٧٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ " .

– **صحيح** : لكن قوله : (السابعة) شاذ ، والأرجح : (الأولى بالتراب) .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَمَّا أَبُو صَالِحٍ وَأَبُو رَزِينٍ وَالأَعْرَجُ وَثَابِتٌ الأَحْنَفُ وَهَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ وَأَبُو السُّدِّيِّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَوَوْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا التُّرَابَ .

৭৩। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। আল্লাহর নাবী ﷺ বলেন, কুকুর কোন পাত্র লেহন করলে তা সাতবার ধুয়ে নিবে। সপ্তমবার মাটি দ্বারা ঘষবে।[৭৩]

সহীহ ঃ কিন্তু 'সপ্তমবারে মাটি দ্বারা' কথাটি শায। 'প্রথমবারে মাটি দ্বারা' কথাটিই প্রাধান্যযোগ্য।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আবূ সালিহ, আবূ রাযীন প্রমুখ বর্ণনাকারীগণ হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তারা মাটির কথা উল্লেখ করেননি।

٧٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ ثُمَّ قَالَ " مَا لَهُمْ وَلَهَا " . فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةُ عَفِّرُوهُ بِالتُّرَابِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ .

– **صحيح** : م .

৭৪। ইবনু মুগাফ্ফাল ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ কুকুর হত্যার নির্দেশ দিলেন, অতঃপর বললেন ঃ মানুষ এবং কুকুরের কী হল? এরপর তিনি শিকারী কুকুর, বকরী ও শস্য পাহারার কুকুর পালনের অনুমতি দিলেন এবং বললেন ঃ কুকুর কোন পাত্রে মুখ দিলে তা সাতবার ধুয়ে নিবে। আর অষ্টমবার মাটি দ্বারা ঘষবে।[৭৪]

সহীহ ঃ মুসলিম।

---

[৭৩] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পানি, হাঃ ৩৩৮) ক্বাতাদাহ সূত্রে।

[৭৪] মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ কুকুরের চাটা পাত্রের বিধান), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ কুকুরের চাটা পাত্র ধোয়া, হাঃ ৩৬৫) সংক্ষেপে, দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ৭৩৭), আহমাদ (৪/৮৬), সকলেই মুত্বাররিফ সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। প্রয়োজনে কুকুর প্রতিপালক জায়িয। যেমন শিকার, গবাদি পশু ও ক্ষেত পাহারার জন্য কুকুর পালন।

২। পাত্র সাতবার ধোয়া জায়িয। অতঃপর অষ্টমবার সেটিকে মাটি দ্বারা ঘষা বৈধ।

٣٨ - باب سُؤْرِ الْهِرَّةِ

অনুচ্ছেদ- ৩৮ ঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট

٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، - وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ - أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ . فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ " .

- حسن صحيح .

৭৫। কাবশাহ বিনতু কা'ব ইবনু মালিক (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি ছিলেন আবূ ক্বাতাদাহ ﷺ-এর পুত্রবধূ। তিনি বলেন, একদা আবূ ক্বাতাদাহ (বাহির থেকে) আসলে আমি তার জন্য উযুর পানি দিলাম। এমন সময় একটি বিড়াল এসে তা থেকে পানি পান করতে লাগল। আবূ ক্বাতাদাহ বিড়ালের জন্য পাত্রটি কাত করে ধরলেন। ফলে বিড়ালটি তৃপ্তি সহকারে পান করল। কাবশাহ বলেন, আবূ ক্বাতাদাহ দেখলেন, আমি তার দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি বললেন, হে ভাতিজী! তুমি কি আশ্চর্যবোধ করছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ বিড়াল অপবিত্র নয়। এরা সর্বদা তোমাদের কাছে ঘুরাফেরাকারী প্রাণী।[৭৫]

হাসান সহীহ।

٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِينَارٍ التَّمَّارِ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّ مَوْلاَتَهَا، أَرْسَلَتْهَا بِهَرِيسَةٍ إِلَى عَائِشَةَ رضى الله عنها فَوَجَدْتُهَا تُصَلِّي فَأَشَارَتْ إِلَىَّ أَنْ ضَعِيهَا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ أَكَلَتِ الْهِرَّةُ فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ " . وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا .

- صحيح .

---

[৭৫] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে, হাঃ ৯২), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট, হাঃ ৬৮), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ৩৬৭), আহমাদ (৫/২৯৬, ৩০৩, ৩০৯), মালিক (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ১৩)।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। ঘরের চারপাশে ঘোরাফেরাকারী বিড়াল পাক।

২। প্রাণীদের প্রতি সদয় হওয়া।

৭৬। দাউদ ইবনু সালিহ ইবনু দীনার আত-তাম্মার (রহঃ) থেকে তাঁর মায়ের সূত্রে বর্ণিত। একদা তাঁর আযাদকারী মুনিব তাকে 'হারিসাহ্' (এক ধরনের খাদ্য) সহ 'আয়িশাহ্ ﵂-এর নিকট পাঠালেন। তিনি গিয়ে দেখলেন, 'আয়িশাহ্ ﵂ সলাত আদায় করছেন। তিনি আমাকে ইশারায় বললেন, রেখে দাও। এমন সময় একটি বিড়াল এসে তা হতে কিছু খেয়ে ফেলল। 'আয়িশাহ্ ﵂ সলাত শেষে বিড়াল যেখান থেকে খেয়েছিল, সেখান থেকেই খেলেন। আর বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বিড়াল অপবিত্র (প্রাণী) নয়, বিড়াল তো সর্বদা তোমাদের আশেপাশেই আনাগোনা করে থাকে। আর আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা উযু করতে দেখেছি।[৭৬]

সহীহ।

٣٩ – باب الْوُضُوءِ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ- ৩৯ ঃ স্ত্রীলোকের ব্যবহারের অবশিষ্ট পানি দিয়ে (পুরুষের) উযু করা

٧٧ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَانِ .

– صحيح : ق .

৭৭। 'আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রসূলুল্লাহ ﷺ উভয়ে জুনুবী অবস্থায় একই পাত্র থেকে (পানি নিয়ে) গোসল করতাম।[৭৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٧٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ خَرَّبُوذَ، عَنْ أُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ، قَالَتِ اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ .

– حسن صحيح .

---

[৭৬] বায়হাক্বী (১/২৪৬, ২৪৭)। আল্লামা মুনযিরী একে 'মুখতাসার সুনান' (১/৭৮-৭৯) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন, ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, দাউদ ইবনু সালিহ হতে তার মায়ের সূত্রে এ হাদীস বর্ণনায় 'আবদুল 'আযীয ইবনু মুহাম্মাদ একক হয়ে গেছেন। 'আবদুর রাযযাক 'মুসান্নাফ' (১/১০১, ১০২, হাঃ ৩৫৫) তবে তাতে (الهدية) উল্লেখ নেই। যেহেতু এর পূর্বের হাদীস এ হাদীসের শাহিদ, সুতরাং এ হাদীসটি সহীহ ইনশাআল্লাহ।

[৭৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ হায়িয, হাঃ ২৯৯), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ২৩৫), আহমাদ (৬/১৮৯, ১৯১, ১৯২, ২১০) সুফয়ান হতে, এবং মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয) আবূ সালামাহ হতে 'আয়িশাহ্ সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। জুনুবী ব্যক্তি (প্রকৃতপক্ষে) অপবিত্র নন।

২। নারীর ব্যবহৃত পানির অতিরিক্তাংশ পুরুষের ব্যবহৃত পানির অতিরিক্তাংশের মতই।

৩। এক পাত্র হতে দু' ব্যক্তির গোসল করা জায়িয।

৭৮। উম্মু সুবাইয়্যাহ আল-জুহানিয়্যাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একই পাত্রে উযু করার সময় আমার ও রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাত একত্রে উঠানামা করত।[৭৮]

হাসান সহীহ।

٧٩ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ – قَالَ مُسَدَّدٌ – مِنَ الإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا .

– صحيح : خ دون قوله : (من الإناء الواحد) .

৭৯। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে পুরুষ ও নারীরা উযু করতেন। বর্ণনাকারী মুসাদ্দাদ বলেন, তারা একই পাত্রের পানি দিয়ে একত্রে উযু করত।[৭৯]

সহীহ ঃ বুখারী 'একই পাত্রের' কথাটি বাদে।

٨٠ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نُدْلِي فِيهِ أَيْدِيَنَا .

– صحيح : خ انظر ما قبله .

৮০। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমরা ও নারীরা একই পাত্রে হাত দিয়ে পানি নিয়ে উযু করতাম।[৮০]

সহীহ ঃ বুখারী, পূর্বেরটি দেখুন।

٤٠ – باب النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ- ৪০ ঃ এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা

٨١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ ﷺ أَرْبَعَ

---

[৭৮] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পুরুষ ও নারীর একই পাত্র হতে উযু করা সম্পর্কে, হাঃ ৩৮২, আবূ 'আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহ বলেন, উম্মু হাবীবাহ হচ্ছেন খাওলাহ বিনতু ক্বায়িস। অতঃপর আবূ যুর'আহর নিকট একথা উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন, তিনি সত্য বলেছেন), আহমাদ (৬/৩৬৬, ৩৬৭), বুখারী 'আদাবুল মুফরাদ' (হাঃ ১০৫৪) আবূ নু'মান সালিম ইবনু সারজ হতে।

[৭৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর সাথে উযু করা, হাঃ ১৯৩), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ৭১), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ স্বামী স্ত্রী একই পাত্র হতে উযু করা, হাঃ ৩৮১), ইবনু খুযাইমাহ (২০৫), আহমাদ (৪/২, হাঃ ৪৪৮১), সকলেই নাফি' সূত্রে।

[৮০] আহমাদ (হাঃ ৫৭৯৯), ইবনু খুযাইমাহ (১২০, ১২১) 'উবায়দুল্লাহ সূত্রে নাফি' হতে।

سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ - زَادَ مُسَدَّدٌ - وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا .

- صحيح .

৮১। হুমাইদ আল-হিম্‌য়ারী (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর এমন এক সহাবীর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছিল যিনি চার বছর তাঁর সাহচর্যে ছিলেন, যেমন তাঁর সাহচর্যে ছিলেন আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষের ব্যবহারের অবশিষ্ট পানি দ্বারা নারীকে এবং নারীর ব্যবহারের অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষকে গোসল করতে নিষেধ করেছেন।

বর্ণনাকারী মুসাদ্দাদ এর সঙ্গে বৃদ্ধি করে বলেন, নারী-পুরুষের একত্রে একই পাত্র থেকে পানি তুলা নিষেধ।[৮১]

সহীহ।

٨٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، - يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو، وَهُوَ الأَقْرَعُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ .

- صحيح .

৮২। আল-হাকাম ইবনু 'আমর আল-আক্বরা' সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ স্ত্রীলোকের (উযু বা গোসলের) অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষকে উযু করতে নিষেধ করেছেন।[৮২]

সহীহ।

٤١ - باب الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

অনুচ্ছেদ- ৪১ ঃ সমুদ্রের পানি দ্বারা উযু করা

٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ، - مِنْ آلِ ابْنِ الأَزْرَقِ - أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ، - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ - أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا

---

[৮১] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ জুনুবী ব্যক্তির অতিরিক্ত পানি দিয়ে গোসল করা নিষেধ, হাঃ ২৩৮)। ইবনু হাজার এটিকে 'ফাতহুল বারী' (১/৩৫৯) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন, এর রিজাল নির্ভরযোগ্য, কেউ একে মজবুত দলীল দ্বারা দোষী করেছেন বলে আমি অবহিত নই। বায়হাক্বী কর্তৃক এটি মুরসাল অর্থের হওয়ার দাবীটি প্রত্যাখ্যাত। কেননা সহাবীর মুবহাম হওয়ার দ্বারা কোন সমস্যা হয় না। তাছাড়া তাবিঈ স্পষ্ট করেছেন যে, তিনি তার সাক্ষাৎ পেয়েছেন।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ প্রত্যেক নারী ও পুরুষ ,একে অপরের পবিত্রতা অর্জনে ব্যবহৃত অতিরিক্তাংশ পানি দ্বারা পবিত্র অর্জন অপছন্দনীয়।

[৮২] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পানি, হাঃ ৩৪২), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মহিলাদের পবিত্রতা অর্জনের পর বেচে যাওয়া পানি ব্যবহার অপছন্দনীয় হওয়া প্রসঙ্গে, হাঃ ৬৪), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ ঐ বিষয়ে অনুমতি প্রসঙ্গে, হাঃ ৩৭৩), আহমাদ (৪/২১৩, ৫/৬৬)।

هُرَيْرَةَ، يَقُولُ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ " .

– صحيح .

৮৩। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! আমরা সমুদ্রে যাত্রা করি এবং পান করার জন্য সাথে সামান্য (মিঠা) পানি বহন করি। আমরা যদি তা দিয়ে উযু করি তাহলে পিপাসায় থাকতে হয়। সুতরাং এরূপ অবস্থায় আমরা সমুদ্রের পানি দিয়ে উযু করব কি? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং তার মৃত প্রাণী (খাওয়া) হালাল।[৮৩]

সহীহ।

٤٢ – باب الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ নাবীয (খেজুরের শরবত) দিয়ে উযু করা

٨٤ – حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ " مَا فِي إِدَاوَتِكَ " . قَالَ نَبِيذٌ . قَالَ " تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَوْ زَيْدٍ كَذَا قَالَ شَرِيكٌ وَلَمْ يَذْكُرْ هَنَّادٌ لَيْلَةَ الْجِنِّ .

– **ضعيف** : المشكاة ٤٨٠ .

---

[৮৩] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ সমুদ্রের পানি পবিত্র, হাঃ ৬৯), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ সমুদ্রের পানি, হাঃ ৫৯ এবং অধ্যায় ঃ পানি, অনুঃ সমুদ্রের পানি দ্বারা উযু করা, হাঃ ৩৩১), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ সমুদ্রের পানি দ্বারা উযু করা, হাঃ ৩৮৬), মালিক (১২), শাফিঈ 'কিতাবুল উম্ম' (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, ১/৩), দারিমী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ সমুদ্রের পানি দ্বারা উযু করা, হাঃ ৭২৯), আহমাদ (২/২৩৭, ৩৬১, ৩৯৩), ইবনু খুযাইমাহ (১১১), ইবনু হিব্বান (১১৯-১২০) আবূ হুরাইরাহ সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। সমুদ্রের পানি পাক।

২। সমুদ্রের প্রাণী, যা কেবল সমুদ্রেই বসবাস করে (স্থলে নয়) তা হালাল।

৩। কোন মুফতি কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি যদি বুঝতে পারেন যে, প্রশ্নকারীকে উক্ত মাসআলাহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দিকও অবহিত করার প্রয়োজন আছে, তবে তাঁর জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে প্রশ্নকারীকে তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদিও জানিয়ে দেয়া। কেননা প্রশ্নের জবাবে অতিরিক্ত তথ্য সংযোজনে পরিপূর্ণ উপকার পাওয়া যায়। যেমন নাবী ﷺ-এর বাণী ঃ "এবং সমুদ্রের মৃত হালাল।" এ অতিরিক্ত সংযোজন শিকারীদের জন্য উপকারী। আর প্রশ্নকর্তাও তাদেরই একজন ছিলেন। এটা ফাতাওয়াহ্র উপকারী দিক।

৮৪। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ জ্বীন আগমনের রাতে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার পাত্রে কী আছে? 'আবদুল্লাহ ﵁ বলেন, নাবীয। নাবী ﷺ বললেন, খেজুর পবিত্র আর পানি পবিত্রকারী।[৮৪]

শারীক (র) বলেন, হান্নাদ "জ্বীন আগমনের রাত" কথাটি উল্লেখ করেননি।

দুর্বল ঃ মিশকাত ৪৮০।

٨٥ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَقَالَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنَّا أَحَدٌ .

– صحيح .

৮৫। আলক্বামাহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﵁-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, জ্বীন আগমনের রাতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আপনাদের মধ্যকার কে ছিলেন? তিনি বললেন, তাঁর সঙ্গে আমাদের কেউ ছিল না।[৮৫]

সহীহ।

٨٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَرِهَ الْوُضُوءَ بِاللَّبَنِ وَالنَّبِيذِ وَقَالَ إِنَّ التَّيَمُّمَ أَعْجَبُ إِلَىَّ مِنْهُ .

– صحيح.

৮৬। 'আত্বা (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি দুধ ও 'নাবীয' দ্বারা উযু করা অপছন্দ করতেন এবং বলতেন, আমার মতে এর চেয়ে তায়াম্মুম করা বেশী শ্রেয়।[৮৬]

সহীহ।

---

[৮৪] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ নাযীব দিয়ে উযু করা, হাঃ ৮৮), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ নাযীব দিয়ে উযু করা, হাঃ ৩৮৪), আহমাদ (১/৪০২), 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে রয়েছে ঃ হাদীসটির মূল বিষয় বর্তায় আবূ যায়িদ-এর উপর। তিনি হাদীস বিশারদ ইমামগণের নিকট অজ্ঞাত। যেমনটি তিরমিযী ও অন্যরা উল্লেখ করেছেন। আহমাদ শাকিরও এর সানাদকে **দুর্বল** বলেন। এর দোষ হচ্ছে আবূ যায়িদ। তিনি অজ্ঞাত লোক। ইবনু 'আবদুল বার 'আল ইসতিআব' গ্রন্থে বলেন, মুহাদ্দিসগণের নিকট আবূ যায়িদ অজ্ঞাত। আবূ ফাযারার বর্ণনা ছাড়া তাকে চেনা যায় না। ইবনু মাসঊদ সূত্রে নাবীয দ্বারা উযু করা সম্পর্কে বর্ণিত তার হাদীসটি মুনকার, ভিত্তিহীন ও প্রমাণহীন। ইমাম বাগাভী **'শারহু সুন্নাহ'** গ্রন্থে বলেন, তার হাদীস প্রমাণিত নয়।

[৮৫] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত) দাউদ সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ হাদীসটি প্রমাণ করে নাবী ﷺ জ্বীনদেরও নাবী।

[৮৬] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/৯) আবূ দাউদ সূত্রে এবং এর সানাদ সহীহ।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ দুধ ও নাবীয দ্বারা উযু শুদ্ধ হবে না।

٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنْ رَجُلٍ، أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ وَعِنْدَهُ نَبِيذٌ أَيَغْتَسِلُ بِهِ قَالَ لاَ .

- صحيح .

৮৭। আবু খাল্‌দা (রহঃ) বলেন, আমি আবুল 'আলিয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এক ব্যক্তির গোসল ফারয হয়েছে, কিন্তু তার কাছে পানি নেই, বরং নাবীয আছে। সে কি নাবীয দিয়ে গোসল করবে? তিনি বললেন, না।[৮৭]

সহীহ।

٤٣ - باب أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ

অনুচ্ছেদ- ৪৬ ঃ কোন ব্যক্তি পায়খানা-পেশাবের বেগ চেপে রেখে সলাত আদায় করবে কি?

٨٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَرْقَمِ، أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا وَمَعَهُ النَّاسُ وَهُوَ يَؤُمُّهُمْ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَقَامَ الصَّلاَةَ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ قَالَ لِيَتَقَدَّمْ أَحَدُكُمْ . وَذَهَبَ إِلَى الْخَلاَءِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَذْهَبَ الْخَلاَءَ وَقَامَتِ الصَّلاَةُ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلاَءِ "

- صحيح .

৮৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু আরক্বাম ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি হাজ্জ বা 'উমরার উদ্দেশ্যে বের হলেন। তার সঙ্গে ছিল আরো একজন যিনি তাদের ইমামতি করতেন। একদিন ফাজ্‌রের সলাত আরম্ভ হতে যাচ্ছে, এমতাবস্থায় তিনি বললেন, তোমাদের কেউ ইমামতি করুক। এই বলে তিনি পায়খানায় চলে গেলেন। তিনি আরো বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ সলাত শুরুর সময়ে তোমাদের কারো পায়খানার বেগ হলে প্রথমে সে যেন পায়খানা সেরে নেয়।[৮৮]

সহীহ।

---

[৮৭] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/৯) আবূ দাউদ সূত্রে।

[৮৮] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ সলাতে ক্বায়িম হওয়া সম্পর্কে, হাঃ ১৪২, ইমাম তিরমিযী বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু আরকামের হাদীসটি হাসান সহীহ), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, হাঃ ১৪২৭), আহমাদ (৪/৩৫)।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। একাগ্রতার সাথে সলাত আদায় করা এবং একাগ্রতায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী যেকোন কিছু হতে দূরে থাকা।

২। সলাতের পূর্বে পেশাব-পায়খানার বেগ হলে সলাতে না দাঁড়িয়ে প্রথমে পেশাব-পায়খানা সম্পন্ন করা।

৩। পেশাব-পায়খানার বেগ চেপে রেখে সলাত আদায়কারীর ব্যাপারে 'আলিমগণ মতভেদ করেছেন। কেউ বলেছেন, তাকে পুনরায় সলাত আদায় করতে হবে, যেমন মালিকিদের মত। আর কেউ বলেছেন, পেশাব-পায়খানার বেগ তাকে ব্যস্ততায় ফেলে দিলে এবং তাড়াহুড়া করে সলাত শেষ করার দিকে মশগুল করে দিলে তিনি সলাত ছেড়ে দিবেন। কেউ বলেছেন, হালকা বেগ হলে সলাত ছাড়তে হবে না।

٨٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، - الْمَعْنَى - قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي حَزْرَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، - قَالَ ابْنُ عِيسَى فِي حَدِيثِهِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ اتَّفَقُوا أَخُو الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ - قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَجِيءَ بِطَعَامِهَا فَقَامَ الْقَاسِمُ يُصَلِّي فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لاَ يُصَلَّى بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ " .

- **صحيح** : م .

৮৯। ক্বাসিম ইবনু মুহাম্মাদের ভাই 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'আয়িশাহ্ ﵂-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় তাঁর খাবার আনা হলো। তখনই ক্বাসিম সলাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে গেলে 'আয়িশাহ্ ﵂ বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ খাবার এসে গেলে (তা না খেয়ে) এবং পায়খানা-পেশাবের বেগ হলে তা চেপে রেখে কেউ যেন সলাত আদায় না করে।[৮৯]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي حَىٍّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ثَلاَثٌ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَفْعَلَهُنَّ لاَ يَؤُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلاَ يَنْظُرُ فِي قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ وَلاَ يُصَلِّي وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ " .

- **ضعيف** : ضعيف الجامع الصغير ٢٥٦٥، المشكاة ١٠٧٠ .

৯০। সাওবান ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ তিনটি কাজ করা কারো জন্য হালাল নয়। (এক) কোন ব্যক্তি ইমাম হয়ে অন্যের জন্য দু'আ না করে শুধুমাত্র নিজের জন্য দু'আ করা। এরূপ করলে সে তো তাদের সাথে প্রতারণা করল। (দুই) অনুমতি গ্রহণের পূর্বে কেউ কারো ঘরের অভ্যন্তরে উঁকি মেরে দেখবে না। কেননা এরূপ করাটা তার ঘরে প্রবেশেরই নামান্তর। (তিন) পায়খানা-পেশাবের বেগ চেপে রেখে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত কেউ সলাত আদায় করবে না।[৯০]

দুর্বল ঃ যঈফ আল-জামি'উস সাগীর ২৫৬৫, মিশকাত ১০৭০।

---

[৮৯] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসজিদ, অনুঃ খাবার উপস্থিত হলে সলাত আদায় অপছন্দনীয়), আহমাদ (৬/৪৩, ৫৪, ৭৩)।

[৯০] অনুরূপ তিরিমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান। শায়খ আলবানী (রহঃ) মিশকাতের তাহক্বীক্বে বলেন ঃ এর সানাদে ইযতিরাব (উলটপালট) ও জাহালাত (অজ্ঞাত ব্যক্তি) আছে। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ)-ও এটিকে দুর্বল বলেছেন। বরং ইবনু খুযাইমাহ হাদীসের প্রথমাংশকে বানোয়াট বলেছেন। এছাড়া হাদীসের অবশিষ্ট অংশের শাওয়াহিদ বর্ণনা রয়েছে।

٩١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ثَوْرٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ " . ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ قَالَ " وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ وَلاَ يَخْتَصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ "

– صحيح : إلا جملة الدعوة .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مِنْ سُنَنِ أَهْلِ الشَّامِ لَمْ يَشْرَكْهُمْ فِيهَا أَحَدٌ .

৯১। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির জন্য পায়খানা-পেশাবের বেগ হতে মুক্ত না হয়ে সলাত আদায় করা বৈধ নয়। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত শব্দযোগে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী কোন ব্যক্তির জন্য কোন সম্প্রদায়ের অনুমতি ছাড়া তাদের ইমামতি করা এবং অন্যদের বাদ দিয়ে শুধুমাত্র নিজের জন্য দু'আ করা বৈধ নয়। যদি এরূপ করে, তবে সে তো তাদের প্রতারিত করল।[৯১]

সহীহ ঃ তবে 'দু'আ করা' কথাটি বাদে।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটি কেবল সিরিয়ার বর্ণনাকারীগণ বর্ণনা করেছেন, এতে তাদের সাথে অন্য কেউ অংশগ্রহণ করেননি।

٤٤ – باب مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ- ৪৪ ঃ উযুর জন্য যতটুকু পানি যথেষ্ট

٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ .

– صحيح .

---

[৯১] এটি আবূ দাউদের একক বর্ণনা।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। কোন ব্যক্তির জন্যই জায়িয নয় কোন সম্প্রদায় বা লোকের অনুমতি ছাড়া তাদের ইমামতি করা। যেহেতু তারাই ইমামতের অধিক হাক্বদার।

২। সলাতের যেসব স্থানে দু'আর সুযোগ রয়েছে, কেউ ইমামতিকালে সেসব স্থানে কেবল নিজের জন্য দু'আ না করে সকলের জন্যই দু'আ করবেন।

৯২। 'আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ এক 'সা' পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং এক 'মুদ্' পানি দিয়ে উযু করতেন।[৯২]

সহীহ।

٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ .

- صحيح .

৯৩। জাবির ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ এক 'সা' পানি দিয়ে গোসল করতেন আর এক মুদ্ পানি দিয়ে উযু করতেন।[৯৩]

সহীহ।

٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ، عَنْ جَدَّتِهِ، وَهِيَ أُمُّ عُمَارَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَدْرُ ثُلُثَىِ الْمُدِّ

- صحيح .

৯৪। উম্মু 'উমারাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ উযু করার ইচ্ছা করলে তাঁর জন্য একটি পাত্রে পানি আনা হয়। তিনি তা দিয়ে উযু করলেন। তাতে পানির পরিমাণ ছিল এক মুদের দু'-তৃতীয়াংশ।[৯৪]

সহীহ।

٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسَعُ رَطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيكٍ قَالَ عَنِ ابْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ . قَالَ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى حَدَّثَنِي جَبْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

---

[৯২] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পানি, অনুঃ যে পরিমাণ পানি উযু ও গোসলের জন্য যথেষ্ট, হা ঃ ৩৪৫), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ উযু এবং জানাবাতের গোসলের পানির পরিমান, হাঃ ২৬৮), আহমাদ (৬/১২১, ২১৮, ২২৪, ২৩৮), সকলেই ক্বাতাদাহ সূত্রে।

[৯৩] আহমাদ (৩/৩০৩, ৩৭০), 'আবদ ইবনু হুমাইদ (১১১৪), ইবনু খুযাইমাহ (১১৭) সালিম ইবনু আবুল জা'দ সূত্রে।

[৯৪] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ কারো উযুর জন্য যে পরিমান পানি যথেষ্ট, হাঃ ৭৪) শু'বাহ সূত্রে।

جَبْرٍ سَمِعْتُ أَنَسًا إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ . وَلَمْ يَذْكُرْ رَطْلَيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ الصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَهُوَ صَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ وَهُوَ صَاعُ النَّبِيِّ ﷺ .

– ضعيف : إلا قوله : (كَانَ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ) : صحيح : ق .

৯৫। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ একটি পাত্রের পানি দিয়ে উযু করতেন, তাতে পানি ধরত দু' রত্বল পরিমাণ। আর তিনি গোসল করতেন এক 'সা' পানি দিয়ে। 'আবদুল্লাহ ইবনু জাব্র ﷺ বর্ণনা করেন ঃ আমি আনাস ﷺ-সূত্রে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তিনি এক 'মাক্কুক' (বা এক মগ) পানি দিয়ে উযু করতেন, দু' রত্বলের কথা উল্লেখ নেই।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আমি আহমাদ ইবনু হাম্বালকে বলতে শুনেছি, পাঁচ রত্বলে এক 'সা' হয়। আবূ দাউদ বলেন, এটা হচ্ছে ইবনু আবূ যি'ব-এর 'সা'। আর এটাই হচ্ছে নাবী ﷺ-এর 'সা'।[৯৫]

দুর্বল ঃ তবে তার বক্তব্য "তিনি এক মাক্কুক পানি দিয়ে উযু করতেন" এটি সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٤٥ – باب الإِسْرَافِ فِي الْوَضُوءِ

অনুচ্ছেদ- ৪৫ ঃ উযুতে প্রয়োজনাতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা

٩٦ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ، سَمِعَ ابْنَهُ، يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ، إِذَا دَخَلْتُهَا . فَقَالَ أَىْ بُنَىَّ سَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ " .

– صحيح .

৯৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফাল ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি তাঁর পুত্রকে দু'আ করতে শুনলেনঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি, আমি যখন জান্নাতে প্রবেশ করব তখন জান্নাতের ডান দিকে যেন সাদা অট্টালিকা থাকে। (একথা শুনে) 'আবদুল্লাহ ﷺ বলেন, হে বৎস! আল্লাহর নিকট জান্নাত প্রার্থনা কর এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাও। কারণ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ শীঘ্রই এ উম্মাতের মধ্যে এমন একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা পবিত্রতা অর্জন ও দু'আর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবে।[৯৬]

সহীহ।

[৯৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ পানি দ্বারা উযু করা, হাঃ ২০১), মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ জানাবাতের গোসলের জন্য যে পরিমান পানি ব্যবহার মুস্তাহাব) ইবনু জাব্র হতে আনাস সূত্রে।

[৯৬] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ দু'আ, অনুঃ দু'আতে বাড়াবাড়ি কথা অপছন্দনীয়, হাঃ ৩৮৬৪), আহমাদ (৪/৮৬, ৮৭), ইবনু হিব্বান (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা, হাঃ ১৭১), সকলেই হাম্মাদ ইবনু সালামাহ সূত্রে।

٤٦ – باب فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ- ৪৬ ঃ পূর্ণাঙ্গরূপে উযু করা

٩٧ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى قَوْمًا وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ فَقَالَ " وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ " .

– **صحيح** : ق ، و ليس عند (خ) : الأمر با لإسباغ.

৯৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ একদল লোকের (উযু করার পরও) পায়ের গোড়ালি শুকনা দেখতে পেলেন। তিনি বললেন ঃ দুর্ভাগ্য ঐ লোকদের জন্য যারা গোড়ালির কারণে জাহান্নামে যাবে। তোমরা পরিপূর্ণভাবে উযু কর।[৯৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম। তবে বুখারীতে পরিপূর্ণভাবে উযু করার নির্দেশের কথা নেই।

٤٧ – باب الْوُضُوءِ فِي آنِيَةِ الصُّفْرِ

অনুচ্ছেদ- ৪৭ ঃ তামার পাত্রে উযু করা

٩٨ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنِي صَاحِبٌ، لِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، ﷺ فِي تَوْرٍ مِنْ شَبَهٍ .

– **صحيح** .

৯৮। হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ সূত্রে বর্ণিত। 'আয়িশাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি ও রসূলুল্লাহ ﷺ তাম্র নির্মিত পাত্রের (পানি দিয়ে) গোসল করতাম।[৯৮]

সহীহ।

٩٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ، حَدَّثَهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، – رضى الله عنها – عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৯৯। 'আয়িশাহ্ ﷺ হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[৯৯]

---

[৯৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ 'ইলম, হাঃ ৬০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পূর্ণরূপে দু' পা ধোয়া ওয়াজিব)।
[৯৮] হাকিম (১/১৬৯)। ইমাম হাকিম ও যাহাবী এতে নীরব থেকেছেন।
[৯৯] এর পূর্বেরটি দেখুন।

١٠٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَسَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأَ .

- صحيح : خ .

১০০। 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন। আমরা তাঁর জন্য তামার একটি পাত্রে পানি দিলাম। তিনি তা দ্বারা উযু করলেন।

সহীহ ঃ বুখারী।

٤٨ - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوءِ[100]

অনুচ্ছেদ- ৪৮ ঃ উযুর শুরুতে বিস্‌মিল্লাহ বলা

١٠١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوءَ لَهُ وَلاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ " .

- صحيح .

১০১। আবূ হুরাইরাহ্ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তির সলাত হয় না যে (সঠিকভাবে) উযু করে না এবং ঐ ব্যক্তির উযু হয় না যে তাতে আল্লাহর নাম নেয় না।[101]

সহীহ।

---

[100] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, হাঃ ১৯৭), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পিতলের পাত্রে উযু করা, হাঃ ৪৭১), আহমাদ (৪/৪০), সকলে 'আবদুল আযীয সূত্রে।

[101] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ উযুর সময় বিসমিল্লাহ বলা, হাঃ ৩৯৯) ইবনু আবূ ফুদাইক হতে, আহমাদ (২/৪১৮) উভয়েই মুহাম্মাদ ইবনু মূসা ইবনু আবূ 'আবদুল্লাহ সূত্রে। সাঈদ ইবনু যায়িদ এর সূত্রে এর শাহিদ হাদীস রয়েছে, এবং তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ উযুর সময় বিসমিল্লাহ বলা প্রসঙ্গে, হাঃ ২৫, ইমাম তিরমিযী বলেন, আহমাদ ইবনু হাম্বল বলেছেন, এ অনুচ্ছেদে ভাল সানাদে বর্ণিত কোন হাদীস আছে বলে আমি জানি না)। আহমাদ শাকির বলেন, বরং সাঈদ ইবনু যায়িদ-এর সানাদটি জাইয়্যিদ (ভাল)। এছাড়াও ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ উযুতে বিসমিল্লাহ বলা, হাঃ ৩৯৭)।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। পবিত্রতা ছাড়া সলাত শুদ্ধ হবে না। এ ব্যাপারে ইজমা (ঐকমত্য) হয়েছে।

২। উযুতে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাত।

١٠٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ، قَالَ وَذَكَرَ رَبِيعَةُ أَنَّ تَفْسِيرَ، حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ " لاَ وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ " . أَنَّهُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ وَيَغْتَسِلُ وَلاَ يَنْوِي وُضُوءًا لِلصَّلاَةِ وَلاَ غُسْلاً لِلْجَنَابَةِ .

– صحيح مقطوع .

১০২। দারাওয়ার্দী (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর হাদীস ঃ "যে লোক উযুর সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে না তার উযু হয় না।"-এর ব্যাখ্যায় রবী'আহ উল্লেখ করেন, যে লোক উযু ও গোসল করে, অথচ সে উযু দ্বারা সলাতের ও গোসল দ্বারা অপবিত্রতার গোসলের নিয়্যাত না করে, তার উযু ও গোসল (সঠিক) হয় না।[১০২]

সহীহ মাকতু'।

٤٩ – باب فِي الرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا

অনুচ্ছেদ- ৪৯ ঃ যে ব্যক্তি হাত ধোয়ার পূর্বে তা (পানির) পাত্রে প্রবেশ করায়

١٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، وَأَبِي، صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ " .

– صحيح : م ، خ ، دون الثلاث .

১০৩। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ রাত্রে জাগ্রত হলে সে যেন নিজের হাত তিনবার না ধুয়ে (পানির) পাত্রে হাত ডুবিয়ে না দেয়। কারণ তার জানা নেই (ঘুমের অবস্থায়) তার হাত কোথায় রাত কাটিয়েছে।[১০৩]

সহীহ ঃ মুসলিম, বুখারী, তিনবার কথাটি বাদে।

١٠٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ - قَالَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا رَزِينٍ .

– صحيح : والأكثر على الثلاث .

---

[১০২] অন্য অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে অনেকগুলো দুর্বল হাদীস রয়েছে যা হাফিয 'আত-তালখীস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। বাহ্যিকভাবে এর হাদীসগুলো প্রমাণ করে যে, এর একটা মৌলিকত্ব আছে। ইবনু কাসীর 'আল-ইরশাদ' গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি কতগুলো ভিন্ন সানাদেও বর্ণিত হয়েছে। যার কতিপয় সূত্র কতিপয়কে শক্তি যোগায়। হাদীসটি হাসান অথবা সহীহ।

[১০৩] মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, ৩/১৮১ নাবাবী), আহমাদ (২/২৫৩, ৪৭১) আ'মাশ সূত্রে আবূ রাযীন ও আবূ সালিহ হতে।

১০৪। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ হতে নাবী ﷺ সূত্রে উল্লিখিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তবে তাতে দুই অথবা তিনবার করে হাত ধোয়ার কথা উল্লেখ আছে এবং এর সানাদে আবূ রযীন নামক পূর্ববর্তী একজন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ নেই।[১০৪]

সহীহ ঃ তিনবার হাত ধোয়াই হচ্ছে অধিকাংশের মত।

١٠٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ أَوْ أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ " .

- صحيح .

১০৫। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগে, তখন তিনবার হাত না ধুয়ে যেন পানির পাত্রে তা না ডুবায়। কারণ, তার জানা নেই তার হাত কোথায় ছিল অথবা কোথায় ঘুরাফেরা করছিল।[১০৫]

সহীহ।

٥٠ - باب صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ ﷺ

অনুচ্ছেদ- ৫০ ঃ নাবী ﷺ-এর উযুর বিবরণ

١٠٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَالَ " مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .

- صحيح : ق .

---

[১০৪] আহমাদ (২/২৫৩), তায়ালিসি 'মুসনাদ' (২৪১৮) এবং বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/৪৫), সকলেই আমাশ সূত্রে আবূ সালিহ হতে।

[১০৫] পূর্বোক্ত হাদীস দেখুন, কেননা আবূ হুরাইরাহ্ হতে হাদীসটির একাধিক সূত্র রয়েছে, এবং সহীহ মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ উযুকারী বা অন্য কারো হাত না ধুয়ে পানির পাত্রে হাত ডুবানো মাকরূহ), একাধিক সূত্রে 'আবদুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব, আবূ রাযীন, আবূ সালিহ, আবূ সালামাহ ইবনুল মুসাইয়্যিব, জাবির, আল-আ'রাজ, মুহাম্মাদ, হাম্মাম ইবনু মুনাব্বিহ ও সাবিত মাওলা 'আবদুর রহমান ইবনু যায়িদ হতে), সকলেই আবূ হুরাইরাহ সূত্রে।

১০৬। 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান ﷺ-এর মুক্ত দাস হুমরান ইবনু 'আব্বাস সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান ﷺ-কে উযু করতে দেখেছি। তিনি প্রথমে উভয় হাতে তিনবার করে পানি দিয়ে ধুয়ে নিলেন। এরপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন। তারপর ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন, বাম হাতও অনুরূপ করলেন। এরপর মাথা মাসাহ্ করলেন। এরপর তিনবার ডান পা ধুলেন, বাম পাও অনুরূপ করলেন। সর্বশেষে বললেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি আমার এ উযুর ন্যায় উযু করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার এ উযুর মত উযু করে দু' রাক'আত সলাত আদায় করবে, যাতে তার মনে কোনরূপ পার্থিব খেয়াল ও খটকা আসবে না, আল্লাহ তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।[১০৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٠٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَد، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَرْدَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي حُمْرَانُ، قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ . فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَضْمَضَةَ وَالاِسْتِنْشَاقَ وَقَالَ فِيهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ هَكَذَا وَقَالَ " مَنْ تَوَضَّأَ دُونَ هَذَا كَفَاهُ " . وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الصَّلاَةِ .

- حسن صحيح .

১০৭। হুমরান সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান ﷺ-কে উযু করতে দেখেছি। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করেন। কিন্তু তাতে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার কথা উল্লেখ নেই। তিনি তাতে বলেন ঃ এবং তিনি তিনবার মাথা মাসাহ্ করেছেন, এরপর তিনবার দু' পা ধুয়েছেন। অবশেষে বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি এভাবে উযু করতে দেখেছি এবং তিনি বলেছেন ঃ এর চেয়ে কম করলে (অর্থাৎ দুই অথবা একবার করে ধুলেও) যথেষ্ট হবে। এ হাদীসে সলাতের কথা উল্লেখ নেই।[১০৭]

হাসান সহীহ।

١٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ،حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ الْمُؤَذِّنُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ، قَالَ سُئِلَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْوُضُوءِ، فَقَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأُتِيَ بِمِيضَأَةٍ فَأَصْغَى عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ أَدْخَلَهَا فِي الْمَاءِ فَتَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا وَغَسَلَ يَدَهُ

---

[১০৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ তিনবার করে উযু করা, হাঃ ১৫৯), মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ উযুর পদ্ধতি ও পূর্ণাঙ্গরূপে উযু করা) উভয়েই আল-আযহারী সূত্রে।

[১০৭] পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।

الْيُسْرَى ثَلاَثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَأَخَذَ مَاءً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ فَغَسَلَ بُطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوُضُوءِ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَحَادِيثُ عُثْمَانَ - رضى الله عنه - الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى مَسْحِ الرَّأْسِ أَنَّهُ مَرَّةً فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلاَثًا وَقَالُوا فِيهَا وَمَسَحَ رَأْسَهُ . وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ .

- حسن صحيح .

১০৮। ‘উসমান ইবনু ‘আবদুর রহমান আত-তাইমী সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু আবূ মুলায়কাহ্কে উযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমি ‘উসমান ইবনু ‘আফ্ফান ﷺ-কে উযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে দেখেছি। তিনি (‘উসমান) পানি চাইলেন। একটি পাত্রে পানি আনা হলে তিনি প্রথমে উক্ত পাত্র স্বীয় ডান হাতের উপর কাত করলেন (অর্থাৎ ডান হাত ধৌত করলেন)। এরপর পাত্রে ডান হাত ডুবিয়ে পানি নিয়ে তিনবার কুলি করলেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন, তিনবার ডান হাত ধুলেন, তিনবার বাম হাত ধুলেন, অতঃপর হাত ডুবিয়ে পানি নিয়ে মাথা ও কান মাসাহ্ করলেন- উভয় কানের ভিতর ও বহিরাংশ একবার করে মাসাহ্ করলেন। তারপর উভয় পা ধৌত করে বললেন ঃ উযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারীরা কোথায়? রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপই উযু করতে আমি দেখেছি।’

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ‘উসমান ﷺ সূত্রে বর্ণিত উযু সম্পর্কিত সহীহ্ হাদীসসমূহের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মাথা মাসাহ্ কেবল একবারই করতে হয়। কেননা প্রত্যেক বর্ণনাকারী উযুর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধোয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। তারা প্রত্যেক বর্ণনায় বলেছেন, এবং মাথা মাসাহ্ করেছেন। কিন্তু মাথা মাসাহ্র কোন সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি; যেরূপ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে করা হয়েছে।[১০৮]

হাসান সহীহ।

١٠٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي زِيَادٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ، دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَهُمَا إِلَى الْكُوعَيْنِ - قَالَ - ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَذَكَرَ الْوُضُوءَ ثَلاَثًا - قَالَ - وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُونِي تَوَضَّأْتُ . ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَأَتَمَّ .

- حسن صحيح .

---

[১০৮] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন ইবনু আবূ মূলায়কাহ হতে ‘উসমান সূত্রে।

১০৯। আবূ আলক্বামাহ্ সূত্রে বর্ণিত। 'উসমান ﷺ উযুর জন্য পানি চাইলেন। পানি আনা হলে তিনি ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি নিয়ে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুলেন। এরপর তিনবার কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। অন্যান্য অঙ্গ তিনবার করে ধুলেন ও মাথা মাসাহ্ করলেন। অবশেষে উভয় পা ধুয়ে বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবেই উযু করতে দেখেছি, যেরূপ তোমরা আমাকে উযু করতে দেখলে।

অতঃপর বর্ণনাকারী যুহরীর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ পূর্ণাঙ্গ হাদীস বর্ণনা করেন।[১০৯]

হাসান সহীহ।

١١٠ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ بْنِ جَمْرَةَ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ هَذَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ قَالَ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا فَقَطْ .

- حسن صحيح .

১১০। শাক্বীক্ব ইবনু সালামাহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান ﷺ-কে (উযুর সময়) উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার তিনবার করে ধুতে এবং তিনবার মাথা মাসাহ্ করতে দেখেছি। এরপর তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ওয়াকী' সূত্রে ইসরাঈলের বর্ণনায় রয়েছে, তিনি উযুর অঙ্গসমূহ মাত্র তিনবার করে ধুলেন।[১১০]

হাসান সহীহ।

١١١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ أَتَانَا عَلِيٌّ - رضى الله عنه - وَقَدْ صَلَّى فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقُلْنَا مَا يَصْنَعُ بِالطَّهُورِ وَقَدْ صَلَّى مَا يُرِيدُ إِلاَّ أَنْ يُعَلِّمَنَا فَأُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ فَأَفْرَغَ مِنَ الإِنَاءِ عَلَى يَمِينِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا فَمَضْمَضَ وَنَثَرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ فِيهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى

---

[১০৯] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উবাইদ ইবনু 'উমার সূত্রে।

[১১০] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ দাড়ি খিলাল করা, হাঃ ৩১, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ) ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ দাড়ি খিলাল করা প্রসঙ্গে, হাঃ ৪৩০), দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মাথা ও উভয় কান মাসাহ্ করা, হাঃ ৭০৮), আহমাদ (১/৫৭, হাঃ ৪০৩), আহমাদ শাকির বলেন, এর সানাদ সহীহ এবং ইবনু খুযাইমাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ১/১৫১-১৫২) ইসরাঈল হতে।

ثَلاَثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الشِّمَالَ ثَلاَثًا ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا وَرِجْلَهُ الشِّمَالَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ هَذَا .

– صحيح .

১১১। 'আবদু খাইর সূত্রে বর্ণিত। 'আলী ﷺ সলাত আদায়ের পর আমাদের নিকট এসে পানি চাইলেন। আমরা বললাম, সলাত আদায় শেষে তিনি পানি দিয়ে কী করবেন? মূলত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আমাদেরকে (উযু) শিক্ষা দেয়া। কাজেই এক পাত্র পানি ও একটি তশ্‌তরী আনা হলো। তিনি পাত্র থেকে পানি নিয়ে ডান হাতে পানি ঢেলে উভয় হাত তিনবার ধুলেন, তারপর তিনবার কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তিনি এক অঞ্জলি পানি দিয়েই কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। এরপর তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন এবং তিনবার ডান হাত ও তিনবার বাম হাত ধুলেন। তারপর পাত্রে হাত ডুবিয়ে একবার মাথা মাসাহ্‌ করলেন। তারপর তিনবার করে ডান পা ও বাম পা ধুলেন। অতঃপর বললেন, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযুর নিয়ম জানতে আগ্রহী, (সে জেনে রাখুক) তা এরূপই ছিল।[১১১]

সহীহ।

١١٢ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ صَلَّى عَلِيٌّ رضى الله عنه الْغَدَاةَ ثُمَّ دَخَلَ الرَّحْبَةَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتَاهُ الْغُلاَمُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ – قَالَ – فَأَخَذَ الإِنَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى وَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الإِنَاءِ فَتَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا . ثُمَّ سَاقَ قَرِيبًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةَ قَالَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ مَرَّةً . ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ .

– صحيح .

১১২। 'আবদু খাইর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আলী ﷺ ফাজ্‌রের সলাত আদায় শেষে রাহবায় (কুফার একটি স্থান) গেলেন। সেখানে তিনি পানি চাইলেন। একটি বালক তাঁর জন্য এক পাত্র পানি ও তশ্‌তরী নিয়ে এলো। তিনি পানির পাত্রটি ডান হাতে নিয়ে বাম হাতে পানি ঢাললেন এবং উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। অতঃপর পাত্রে ডান হাত ডুবিয়ে তিনবার করে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। এরপর তিনি প্রায় পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা

---

[১১১] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ চেহারা ধৌত করা, হাঃ ৯২), আহমাদ (১/১৪১-১৫৪), আবূ আওয়ানাহ সূত্রে।

করেন। তারপর মাথার সামনে ও পেছনে একবার মাসাহ্ করলেন। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।[১১২]

সহীহ।

١١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ عُرْفُطَةَ، سَمِعْتُ عَبْدَ خَيْرٍ، قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا – رضى الله عنه – أُتِيَ بِكُرْسِيٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ مَعَ الاِسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ . وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .

– صحيح .

১১৩। 'আবদু খাইর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আলী ﷺ-এর জন্য একটি চেয়ার আনা হলে তিনি তার উপর বসলেন। তারপর একটি পাত্রে পানি আনা হলে তিনি তিনবার তাঁর হাত ধুলেন, এরপর একই পানি দিয়ে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। ... অতঃপর (পূর্বোক্ত হাদীসের) শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করলেন।[১১৩]

সহীহ।

١١٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ الْكِنَانِيُّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا، رضى الله عنه وَسُئِلَ عَنْ وُضُوءِ، رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى لَمَّا يَقْطُرْ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

– صحيح .

১১৪। যির্ ইবনু হুবাইশ সূত্রে বর্ণিত। তিনি 'আলী ﷺ হতে শুনেছেন, তাকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন এবং বলেন, তিনি এমনভাবে মাথা মাসাহ্ করলেন যে, পানি ঝরে পড়েনি। তিনি তিনবার করে উভয় পা ধুলেন। তারপর বললেন, এরূপই ছিল রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযু।[১১৪]

সহীহ।

---

[১১২] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ৯১), দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ কুলি করা, হাঃ ৭০১), আহমাদ (১/১৩৫, হাঃ ১১৩৩), ইবনু খুযাইমাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ১১৭)।

[১১৩] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ চেহারা ধৌত করা, হাঃ ৯৩), আহমাদ (১/১২২, ১৩৯) শু'বাহ সূত্রে মালিক ইবনু উরফাহ হতে।

[১১৪] আহমাদ (১/১১০, হাঃ ৮৭৩), রবী'আহ আল কিনানী হতে তিনি মিনহাল ইবনু 'আমর হতে তিনি যির ইবনু হুবাইশ হতে। এর সানাদটি সহীহ।

١١٥ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا - رضى الله عنه - تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ هَكَذَا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

- صحيح .

১১৫। 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ লায়লা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আলী ﷺ-কে উযু করতে দেখেছি এভাবে ঃ তিনি তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন, উভয় হাত ধুলেন তিনবার এবং মাথা মাসাহ্ করলেন একবার। অতঃপর বললেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ এভাবেই উযু করেছেন।[১১৫]

সহীহ।

١١٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَبُو تَوْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ، قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا - رضى الله عنه - تَوَضَّأَ فَذَكَرَ وُضُوءَهُ كُلَّهُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا - قَالَ - ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ طُهُورَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

- صحيح .

১১৬। আবূ হাইয়্যাহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আলী ﷺ-কে উযু করতে দেখেছি। তিনি প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধুয়েছেন, তারপর মাথা মাসাহ্ করেছেন এবং উভয় পা টাখনু পর্যন্ত ধুয়েছেন। অতঃপর বলেছেন ঃ আমার আগ্রহ ছিল, তোমাদেরকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযু (করার পদ্ধতি) দেখানো।[১১৬]

সহীহ।

١١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ دَخَلَ عَلَىَّ عَلِيٌّ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَالِبٍ - وَقَدْ أَهْرَاقَ الْمَاءَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَتَيْنَاهُ بِتَوْرٍ

---

[১১৫] হাদীসটি যেরূপ আবূ দাউদে রয়েছে। এতদ সংশ্লিষ্ট 'আলী (রাযিঃ) সূত্রে একাধিক সানাদে বর্ণিত পূর্বের হাদীসগুলো দেখুন।

[১১৬] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ উযুর সময় প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করা, হাঃ ৪৪ এবং অনুঃ নাবী ﷺ-এর উযু কিরূপ ছিল, হাঃ ৪৯, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ উভয় হাত কতবার ধুবে, হাঃ ৯৬ এবং অনুঃ দু' পা কয়বার ধুবে, হাঃ ১১৫), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মাথা মাসাহ্ করা, হাঃ ৪৩৬ এবং অনুঃ দু' পা ধোয়া, হাঃ ৪৫৬), আহমাদ (১/৭০, ৭৯, ৮৭, ১২০, ১২৫, ১২৭, ১৪২, ১৪৮). সকলেই আবূ ইসহাক্ব হতে আবূ হাইয়্যাহ সূত্রে।

فِيهِ مَاءٌ حَتَّى وَضَعْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلاَ أُرِيكَ كَيْفَ كَانَ يَتَوَضَّأُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ بَلَى . قَالَ فَأَصْغَى الإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى الأُخْرَى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي الإِنَاءِ جَمِيعًا فَأَخَذَ بِهِمَا حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى قَبْضَةً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ فَتَرَكَهَا تَسْتَنُّ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَظُهُورَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ جَمِيعًا فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى رِجْلِهِ وَفِيهَا النَّعْلُ فَفَتَلَهَا بِهَا ثُمَّ الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ . قَالَ قُلْتُ وَفِي النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِي النَّعْلَيْنِ . قَالَ قُلْتُ وَفِي النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِي النَّعْلَيْنِ . قَالَ قُلْتُ وَفِي النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِي النَّعْلَيْنِ .

– حسن .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ شَيْبَةَ يُشْبِهُ حَدِيثَ عَلِيٍّ لأَنَّهُ قَالَ فِيهِ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً . وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِيهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلاَثًا .

১১৭। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার কাছে 'আলী **ইবনু আবূ** ত্বালিব ﷺ এলেন। তিনি ইস্তিন্জার কাজ সম্পন্ন করে উযুর পানি চাইলেন। আমরা **একটি পাত্রে** পানি এনে তাঁর সামনে রাখলাম। তিনি বললেন, হে ইবনু 'আব্বাস! রসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে উযু করতেন তা কি তোমাকে দেখাব না? আমি বললাম, হ্যাঁ। 'আলী ﷺ পাত্রটি কাত করে হাতে পানি ঢেলে হাত ধুলেন । এরপর ডান হাত কব্জি পর্যন্ত ধুলেন, কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন। এরপর উভয় হাত একত্রে পাত্রে ডুবিয়ে অঞ্জলি ভরে পানি নিয়ে মুখমন্ডলে নিক্ষেপ করলেন (ধুলেন)। তারপর উভয় বৃদ্ধাঙ্গুলি উভয় কানের সম্মুখভাগে (ভিতরে) ঘোরালেন, দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও এরূপই করলেন। এরপর ডান হাতে এক অঞ্জলি পানি নিয়ে কপালে ঢেলে দিলেন, তা তাঁর মুখমন্ডলে গড়িয়ে পড়ছিল। এরপর তিনবার করে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন, মাথা মাসাহ্ করলেন ও উভয় কানের পিঠ মাসাহ্ করলেন। এরপর উভয় হাত একত্রে পাত্রে ডুবিয়ে পানি তুলে পায়ের উপর ঢাললেন, তখন তাঁর পায়ে ছিল জুতা। এরপর তিনি হাত দিয়ে পা ঘষলেন। অপর পায়েও অনুরূপ করলেন। ইবনু 'আব্বাস ﷺ বলেন, জুতা পরিহিত অবস্থায় এরূপ করা হয়েছিল কি? তিনি বললেন, জুতা পরিহিত অবস্থায়ই। আমি বললাম, জুতা

পরিহিত অবস্থায়? তিনি বললেন, জুতা পরিহিত অবস্থায়ই। আমি বললাম, জুতা পরিহিত অবস্থায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, জুতা পরিহিত অবস্থায়ই।[১১৭]

হাসান।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, শায়বাহ হতে ইবনু জুরাইজ সূত্রে বর্ণিত হাদীস 'আলী ﵁-এর হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ হাদীটির বক্তব্য হলো ঃ তিনি একবার মাথা মাসাহ্ করেছেন। ইবনু ওয়াহ্‌ব হতে ইবনু জুরাইজ সূত্রে বর্ণিত হাদীস রয়েছে ঃ তিনি মাথা মাসাহ্ করেছেন তিনবার।

١١٨ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ – وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ . فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ .

– صحيح : ق .

১১৮। 'আমর ইবনু ইয়াহইয়া আল-মাযিনী হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদকে জিজ্ঞাসা করলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কিভাবে উযু করতেন তুমি কি আমাকে তা দেখাতে পার? 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদ বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি উযুর পানি আনালেন। উভয় হাতে পানি ঢেলে ধৌত করলেন। এরপর তিনবার করে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। এরপর তিনবার মুখ ধুলেন। এরপর দু'বার করে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন। এরপর উভয় হাত দ্বারা মাথার সম্মুখ ভাগ থেকে পেছন দিক এবং পেছনের দিক থেকে সামনের দিক মাসাহ্

[১১৭] আহমাদ (১/৮২ হাঃ ৬২৫), ইবনু খুযাইমাহ (১/৭৯, হাঃ ১৫৩) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব সূত্রে। উভয়ের নিকটে (আহমাদ ও ইবনু খুযাইমাহর বর্ণনাতে) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব তার হাদীস শ্রবণের বিষয়টি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। আর এর দ্বারাই তার তাদলীস হওয়ার সংশয় দূরীভূত হয়ে গেছে অর্থাৎ তিনি যে হাদীসটি শুনেছেন একথা স্পষ্ট হওয়ার দ্বারা)। অতএব সানাদটি সহীহ। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। উযুতে কোন অঙ্গ তিনবার এবং কোন অঙ্গ দু'বার ধোয়া জায়িয আছে।

২। এক অঞ্জলি পানি দ্বারা কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া জায়িয।

৩। দু' পা তিনবারের অধিক ধোয়া জায়িয আছে, যদি তাতে ময়লা আবর্জনা লেগে থাকে এবং তিনবার পানি ব্যবহারের দ্বারা তা দূরীভূত না হয়।

করলেন। তিনি উভয় হাত মাথার সম্মুখভাগের ঐ স্থানে ফিরিয়ে আনলেন যেখান থেকে মাসাহ্ শুরু করেছিলেন। অবশেষে উভয় পা ধুলেন।[১১৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١١٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدَةٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثًا . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ .

- صحيح : ق .

১১৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদ ইবনু 'আসিম সূত্রেও উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, (এরপর) তিনি একই অঞ্জলি থেকে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন । তিনবার এরূপ করলেন। হাদীসের বাকি অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।[১১৯]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيَّ، يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ وُضُوءَهُ وَقَالَ وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا .

- صحيح : م .

১২০। 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদ ইবনু 'আসিম আল-মাযিনী (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযু দেখেছেন ব্যক্ত করে বর্ণনা করেন ঃ তিনি হাতের অবশিষ্ট পানি দিয়ে নয় (বরং নতুন পানি দিয়ে) মাথা মাসাহ্ করেছেন এবং উভয় পা পরিষ্কার করে ধুয়েছেন।[১২০]

সহীহ ঃ মুসলিম।

---

[১১৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ মাথা সম্পূর্ণটাই মাসাহ্ করা, হাঃ ১৮৫), মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ নাবী ﷺ-এর উযু) উভয়ে মালিক সূত্রে।

[১১৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ যে ব্যক্তি এক অঞ্জলি পানি দিয়েই কুলি করে ও নাকে পানি দেয়, হাঃ ১৯১), মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ নাবী ﷺ-এর উযু) উভয়ে খালিদ ইবনু 'আবদুল্লাহ সূত্রে।

[১২০] মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ নাবী ﷺ- এর উযু), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মাথা মাসাহ্ করার জন্য পৃথকভাবে পানি নেয়া, হাঃ ৩৫, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), আহমাদ (৪/৪১), সকলেই 'আমর ইবনুল হারিস সূত্রে।

١٢١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَمِيُّ، سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيَّ، قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا .

– صحيح .

১২১। মিক্বদাম ইবনু মা'দিকারিব আল-কিন্দী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উযুর পানি আনা হলে তিনি উযু করলেন। তিনি তিনবার উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুলেন। এরপর তিনবার করে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন। তারপর তিনবার করে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন। অতঃপর মাথা এবং উভয় কানের বাহির ও ভিতরভাগ মাসাহ্ করলেন।[১২১]

সহীহ।

١٢٢ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الأَنْطَاكِيُّ، – لَفْظُهُ – قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَلَمَّا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ فَأَمَرَّهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ .

– صحيح .

১২২। মিক্বদাম ইবনু মা'দিকারিব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে উযু করতে দেখেছি। উযু করতে করতে যখন তিনি মাথা মাসাহ্ পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন তাঁর উভয় হাতের তালু মাথার সামনের অংশে রেখে পেছনের দিকে নিয়ে গেলেন। এমনকি তাঁর উভয় হাত ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছে গেল। অতঃপর তিনি উভয় হাত ঐ স্থানে ফিরিয়ে আনলেন, যেখান থেকে মাসাহ্ শুরু করেছিলেন।[১২২]

সহীহ।

---

[১২১] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা ও তার পন্থাসমূহ, অনুঃ উভয় কান মাসাহ্ করা, হাঃ ৪৪২, হারীয ইবনু 'উসমান সূত্রে .. সংক্ষেপে শেষের অংশটুকু তিনি উযু করলেন, অতঃপর মাথা মাসাহ্ করলেন...হাদীস, এবং অনুঃ দু' পা ধোয়া, হাঃ ৪৫৭, সংক্ষেপে এভাবে ঃ উযুর সময় উভয় পা তিনবার করে ধৌত করলেন)। 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে রয়েছে ঃ এর সানাদ হাসান। এছাড়া আহমাদ (৪/১৩২) আবূ দাউদের শব্দে ও সানাদে।

[১২২] এর পূর্বের হাদীস দেখুন।

١٢٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، وَهِشَامُ بْنُ خَالِدٍ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ وَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا . زَادَ هِشَامٌ وَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي صِمَاخِ أُذُنَيْهِ .

- صحيح .

১২৩। মাহমূদ ইবনু খালিদ ও হিশাম ইবনু খালিদ (রহঃ) সূত্রে সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে। একই সানাদে ওয়ালীদও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, তিনি উভয় কানের বাহির ও ভিতরের অংশ মাসাহ্ করেছেন। হিশাম তার বর্ণনায় আরো বলেছেন, তিনি দু' কানের ছিদ্রে স্বীয় আঙ্গুল ঢুকিয়েছেন।[১২৩]

সহীহ।

١٢٤ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ الْمُغِيرَةُ بْنُ فَرْوَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، تَوَضَّأَ لِلنَّاسِ كَمَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَهُ غَرَفَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَتَلَقَّاهَا بِشِمَالِهِ حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ حَتَّى قَطَرَ الْمَاءُ أَوْ كَادَ يَقْطُرُ ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إِلَى مُقَدَّمِهِ .

- صحيح .

১২৪। আবুল আযহার মুগীরাহ ইবনু ফারওয়াহ ও ইয়াযীদ ইবনু আবূ মালিক (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। একদা মু'আবিয়াহ ﷺ লোকদের দেখাবার উদ্দেশে ঐভাবে উযু করলেন, যেভাবে তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে উযু করতে দেখেছিলেন। তিনি (উযু করতে করতে) যখন মাথা মাসাহ্ পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন বাম হাতে এক অঞ্জলি পানি নিয়ে তা মাথার তালুতে দিলেন। ফলে সেখান থেকে পানি গড়িয়ে পড়তে লাগল অথবা পড়ার উপক্রম হলো। অতঃপর তিনি (মাথার) সামনে থেকে পিছনের দিকে ও পিছন থেকে সামনের দিকে মাসাহ্ করলেন।[১২৪]

সহীহ।

١٢٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ قَالَ فَتَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِغَيْرِ عَدَدٍ .

- صحيح .

---

[১২৩] এটি গত হয়েছে (১২১ নং)-এ।

[১২৪] আহমাদ (৪/৯৪), ওয়ালিদ ইবনু মুসলিম সূত্রে, তবে তাতে ইয়াযীদ ইবনু আবূ মালিকের নাম নেই।

১২৫। মাহমূদ ইবনু খালিদ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওয়ালীদ অনুরূপ সানাদে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ তিনি (মু'আবিয়াহ) উযুর অঙ্গসমূহ তিনবার করে ধৌত করেন এবং উভয় পা ধৌত করেন কয়েকবার (গণনা ব্যতীত)।[১২৪]

সহীহ।

١٢٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْتِينَا فَحَدَّثَتْنَا أَنَّهُ قَالَ " اسْكُبِي لِي وَضُوءًا " . فَذَكَرَتْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ فِيهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً وَوَضَّأَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَبِأُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُورِهِمَا وَبُطُونِهِمَا وَوَضَّأَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا .

- حسن .

১২৬। রুবাই' বিনতু মু'আব্বিয ইবনু 'আফরা ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসতেন। বর্ণনাকারী বলেন, একদা তিনি বললেন ঃ আমার জন্য উযুর পানি ঢেলে দাও। বর্ণনাকারী রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযুর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তিনি তিনবার উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুলেন। তিনবার মুখ ধুলেন। একবার কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। তিনবার করে উভয় হাত (কনুই পর্যন্ত) ধুলেন। মাথা মাসাহ্ করলেন দু'বার। (মাথা মাসাহ্) প্রথমে পিছন দিক থেকে শুরু করলেন, এরপর সামনের দিক থেকে। তিনি উভয় কানের বাহির ও ভিতরের অংশও মাসাহ্ করলেন এবং তিনবার করে উভয় পা ধুলেন।[১২৫]

হাসান।

١٢٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ يُغَيِّرُ بَعْضَ مَعَانِي بِشْرٍ قَالَ فِيهِ وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا .

- شاذ عنها .

১২৭। ইবনু 'আক্বীল উপরোক্ত হাদীস কিছু অর্থগত পার্থক্যসহ বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ তিনি তিনবার কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন।[১২৬]

রুবাই' বিনতু মু'আব্বিয সূত্রে শায।

---

[১২৪] আহমাদ (৪/৯৪) 'আলী ইবনু বাহর হতে ওয়ালিদ ইবনু মুসলিম সূত্রে।

[১২৫] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মাথার পিছন থেকে সামনের দিকে মাসাহ্ করা, হাঃ ৩৩, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান। তবে 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদের হাদীস এ হাদীসের তুলনায় অধিকতর সহীহ ও নির্ভরযোগ্য), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ কর্ণদ্বয় মাসাহ্ করা, হাঃ ৪৪০), দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ৬৯০), আহমাদ (৬/৩৫৮, ৩৫৯)।

[১২৬] পূর্বের হাদীসে গত হয়েছে।

١٢٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ لاَ يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ .

- حسن .

১২৮। রুবাই' বিনতু মু'আব্বিয ইবনু 'আফ্রা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। একদা তাঁর সম্মুখে রসূলুল্লাহ ﷺ উযু করলেন। তিনি (উযুতে) চুলের উপরিভাগ থেকে শুরু করে প্রত্যেক পাশে নীচের দিকে চুলের ভাঁজ অনুযায়ী এবং চুলকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে পুরো মাথা মাসাহ্ করলেন।[১২৭]

হাসান।

١٢٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ - قَالَتْ - فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً .

- حسن .

১২৯। রুবাই' বিনতু মু'আব্বিয ইবনু 'আফ্রা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে উযু করতে দেখেছি। তিনি মাথা মাসাহ্ করার সময় মাথার সামনের দিক, পিছন দিক, চোখ ও কানের মধ্যবর্তী স্থান এবং উভয় কান একবার মাসাহ্ করেছেন।[১২৮]

হাসান।

١٣٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ .

- حسن .

১৩০। রুবাই' (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাঁর হাতে যে পানি অতিরিক্ত ছিল তা দিয়ে মাথা মাসাহ্ করেছেন।[১২৯]

হাসান।

---

[১২৭] আহমাদ (৬/৩৫৯, ৩৬০) লাইস সূত্রে। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আক্বীল হতে এর ভিন্ন সূত্রাবলী গত হয়েছে এবং এর কতিপয় শীঘ্রই সামনে আসছে।

[১২৮] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ একবার মাথা মাসাহ্ করা, হাঃ ৩৪, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ) ইবনু 'আজলান সূত্রে 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আক্বীল হতে।

[১২৯] আহমাদ (৬/১৩০) সুফয়ান ইবনু সাঈদ সূত্রে।

١٣١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيد، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي جُحْرَىْ أُذُنَيْهِ .

– حسن .

১৩১। রুবাই‘ বিনতু মু‘আবিবয ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ উযু করলেন এবং উভয় কানের ছিদ্রে তাঁর হাতের দু’ আঙ্গুল প্রবেশ করালেন।[১৩০]

হাসান।

١٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ - وَهُوَ أَوَّلُ الْقَفَا - وَقَالَ مُسَدَّدٌ وَمَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ حَتَّى أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ أُذُنَيْهِ .

– ضعيف .

قَالَ مُسَدَّدٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيَى فَأَنْكَرَهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ ابْنُ عُيَيْنَةَ زَعَمُوا كَانَ يُنْكِرُهُ وَيَقُولُ أَيْشٍ هَذَا طَلْحَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.

১৩২। ত্বালহা ইবনু মুসাররিফ হতে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর মাথা একবার মাসাহ্ করতে দেখেছি। এ সময় তিনি ‘ক্বাজাল’ তথা মাথার পিছনের দিকে ঘাড়ের সংযোগস্থান পর্যন্ত পৌছান। মুসাদ্দাদ বলেন, তিনি সামনের দিক থেকে পিছন দিক মাসাহ্ করেন। এমনকি তিনি স্বীয় হাত দু’টি দু’ কানের নিম্নভাগ থেকে বের করেন।[১৩১]

দুর্বল।

---

[১৩০] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ কর্ণদ্বয় মাসাহ্ করা, হাঃ ৪৪১), আহমাদ (৬/৩৫৯) ওয়াক্বী সূত্রে।

[১৩১] আহমাদ (৩/৪৮১) ‘আবদুল ওয়ারিস সূত্রে লাইস হতে। ‘আত তাহযীব’ গ্রন্থে আছে ঃ ইবনু হাজার বলেছেন, হাদীসে উল্লেখ আছে, বর্ণনাকারী বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে উযু করতে দেখেছি। যদি তিনি ত্বালহা ইবনু মুসাররিফের দাদা হন তাহলে এক দলের মতে তিনি হলেন কা‘ব ইবনু ‘আমর। ইবনু কাওন দৃঢ়তার সাথে বলেন, তিনি হলেন ‘আমর ইবনু কা‘ব। যদি উক্ত ত্বালহা ইবনু মুসাররিফের ছেলে না হন তাহলে তিনি এবং তার পিতা দু’জনেই অজ্ঞাত এবং তার দাদা সহাবী হওয়াটা অপ্রমাণিত। কেননা তাকে এ হাদীস ছাড়া চেনা যায় না- (তাহযীবতু তাহযীব -৮/৩৯৮)। ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, ‘উসমান ইবনু সাঈদ দারিমী বলেছেন, আমি ‘আলী ইবনুল মাদীনীকে বলতে শুনেছি, আমি সুফয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, লাইস হাদীস বর্ণনা করেছেন ত্বালহা ইবনু

মুসাদ্দাদ বলেন, আমি হাদীসটি ইয়াহ্ইয়ার নিকট বর্ণনা করলে তিনি এটিকে মুনকার (প্রত্যাখ্যাত) বলেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আমি আহমাদ (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি, লোকদের ধারণা, ইবনু 'উয়াইনাহ এটিকে 'মুনকার' সাব্যস্ত করে বলেছেন, এর সানাদ কি এরূপ ঃ ত্বালহা তার পিতা হতে তার দাদা সূত্রে?

١٣٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ كُلَّهُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا قَالَ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً .

– ضعيف جدا .

১৩৩। ইবনু 'আব্বাস রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে উযু করতে দেখেছেন। বর্ণনাকারী পুরো হাদীস বর্ণনা করে বলেন, তিনি তিনবার করে (উযুর) প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করেন এবং মাথা ও দু' কান মাসাহ্ করেন একবার।[১৩২]

খুবই দুর্বল।

١٣٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَقُتَيْبَةُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَذَكَرَ، وُضُوءَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ الْمَأْقَيْنِ .

– ضعيف : المشكاة ٤١٦ .

১৩৪। আবূ উমামাহ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-এর উযুর বর্ণনা দিয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ নাকের সন্নিকটে অবস্থিত চোখের স্থানটুকুও মাসাহ্ করতেন।[১৩৩]

দুর্বল ঃ মিশকাত ৪১৬।

মুসাররিফ হতে তার পিতা থেকে দাদার সূত্রে, তিনি নাবী ﷺ-কে দেখেছেন- হাদীস। একথা শুনে সুফয়ান এটিকে অস্বীকার করলেন এবং ত্বালহার দাদা নাবী ﷺ-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন এ কথা শুনে আশ্চর্য হলেন।

'আওনুল মা'বুদে রয়েছে ঃ সানাদের লাইস ইবনু আবূ সুলাইম সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বলেন ঃ মুযতারিবুল হাদীস। হাফিয বলেন ঃ ইবনু হিব্বান বলেছেন, তিনি সানাদসমূহ পরিবর্তন করে ফেলেন এবং মুরসাল বর্ণনাগুলো মারফূ বানিয়ে দেন। তিনি নির্ভরযোগ্যদের সূত্র দিয়ে এমন কিছু নিয়ে আসেন যা তাঁদের হাদীসের অংশ নয়। ইয়াহইয়া ইবনু কাত্তান, ইবনু মাহদী, ইবনু মাঈন ও আহমাদ ইবনু হাম্বাল তাকে বর্জন করেছেন। আর ইমাম নাববী 'তাহযীবুল আসমা' গ্রন্থে বলেন ঃ তার দুর্বলতার ব্যাপারে 'আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

[১৩২] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদের 'আববাদ ইবনু মানসূর সম্পর্কে হাফিয 'আত-তাকরীব' গ্রন্থে বলেন ঃ সত্যবাদী, তবে তাকে কাদরীয়া পন্থী বলা হয়, তিনি তাদলীস করতেন এবং শেষ বয়সে তার স্মৃতি বিকৃত হয়ে যায়।

قَالَ وَقَالَ " الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ " . قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يَقُولُهَا أَبُو أُمَامَةَ . قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَّادٌ لاَ أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ . يَعْنِي قِصَّةَ الأُذُنَيْنِ . قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ سِنَانِ أَبِي رَبِيعَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ ابْنُ رَبِيعَةَ كُنْيَتُهُ أَبُو رَبِيعَةَ .

– صحيح .

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি ﷺ বলেছেন, উভয় কান মাথার অংশ বিশেষ।* সুলাইমান ইবনু হারব বলেন, আবূ উমামাহ্ এটি বলতেন। কুতাইবাহ বলেন, হাম্মাদ বলেছেন, আমি অবহিত নই যে ঃ ' উভয় কান মাথার অংশ বিশেষ '- এ কথাটি নাবী ﷺ-এর না আবূ উমামাহ্র।

সহীহ।

৫১ – باب الْوُضُوءِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا

অনুচ্ছেদ- ৫১ ঃ উযুর অঙ্গগুলো তিনবার করে ধোয়া

١٣٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الطُّهُورُ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ " هَكَذَا الْوُضُوءُ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ " . أَوْ " ظَلَمَ وَأَسَاءَ " .

– حسن صحيح ، دون قوله : (أو نقص)، فإنه شاذ . المشكاة ٤١٧ بمعناه .

১৩৫। 'আমর ইবনু শু'আইব (রহঃ) সূত্রে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! পবিত্রতা অর্জন (উযু) কিভাবে করতে হয়? তিনি এক পাত্র পানি আনালেন। তারপর উভয় হাত

---

[১৩৩] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ কর্ণদ্বয় মাথার অংশ বিশেষ, হাঃ ৩৭), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ দু' কান মাথার অন্তর্ভূক্ত, হাঃ ৩৪৪), আহমাদ (৫/২৫৮, ২৬৪) হাম্মাদ ইবনু যায়িদ সূত্রে। এর সানাদ দুর্বল। সানাদে সিনান এবং শাহর দু'জনেই দুর্বল।

* মিশকাতের তাহক্বীক্বে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন ঃ হাদীসটি সহীহ। অর্থাৎ 'উভয় কান মাথার অংশ বিশেষ' কথাটি সহীহ। চাই এখানে কথাটি নাবী ﷺ- এর হোক বা আবূ উমামাহ্র হোক। কেননা এ অংশটুকু একদল সহাবী (রাযিআল্লাহু আনহুম) হতে মারফূভাবে বর্ণিত হয়েছে। যাঁদের মধ্যে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) রয়েছেন। এর সানাদ সহীহ। এর বহু সূত্র রয়েছে।

কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। এরপর তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন। এরপর তিনবার উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন। এরপর মাথা মাসাহ্ করলেন এবং উভয় শাহাদাত আঙ্গুলি কানে প্রবেশ করালেন। বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে কানের বহিরাংশ মাসাহ্ করলেন আর শাহাদাত অঙ্গুলি দিয়ে কানের ভেতরের অংশ মাসাহ্ করলেন। সবশেষে উভয় পা তিনবার করে ধুলেন। অতঃপর বললেন ঃ এভাবেই উযু করতে হয়। যে ব্যক্তি এর চেয়ে বেশি বা কম করবে সে তো মন্দ ও জুলুম করল। (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) অথবা (তিনি বলেছেন) সে তো জুলুম ও মন্দ কাজ করল। (অর্থাৎ মন্দ ও জুলুম শব্দদ্বয় হয়ত আগে পরে করেছেন)[১৩৪]

হাসান সহীহ ঃ তবে তার (أو نقص) কথাটি বাদে। কেননা তা শায। মিশকাত ৪১৭ সমার্থক।

٥٢- باب الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ

অনুচ্ছেদ- ৫২ ঃ উযুর অঙ্গসমূহ দু'বার করে ধোয়ার বর্ণনা

١٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا زَيْدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحُبَابِ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَوْبَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيُّ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ .

- حسن صحيح .

১৩৬। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ উযুর অঙ্গসমূহ দু'বার করে ধুয়েছেন।
হাসান সহীহ।[১৩৫]

١٣٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا زَيْدٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ أَتُحِبُّونَ أَنْ أُرِيَكُمْ، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَاغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَجَمَعَ بِهَا يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى ثُمَّ أَخَذَ أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ

---

[১৩৪] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ উযুতে বাড়াবাড়ি করা, হাঃ ১৪০), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ৪২২), আহমাদ (২/১৮০), ইবনু খুযাইমাহ (১৭৪), কোন কোন বর্ণনায় (أو نقص) কথাটি নেই। আবূ দাউদের বর্ণনায় (أو نقص) এ অতিরিক্ত অংশটি শায।

[১৩৫] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ উযুর অঙ্গগুলো দু'বার করে ধোয়া, হাঃ ৪৩, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব। আমি এটা কেবল ইবনু সাওবানের কাছ থেকে জেনেছি, তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু ফাযলের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এ সানাদটি হাসান এবং সহীহ), আহমাদ (২/২৮৮, ৩৬৪), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/৭৯), সকলেই যায়িদ ইবনুল জানাব হতে এ সানাদে। এর সানাদ সহীহ।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ ইমাম নাববী (রহঃ) বলেন, মুসলিমগণ একমত যে, উযুর অঙ্গগুলো একবার একবার করে ধৌত করা ওয়াজিব, আর তিনবার করে ধৌত করা সুন্নাত।

الْيُسْرَى ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ نَفَضَ يَدَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً أُخْرَى مِنَ الْمَاءِ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى وَفِيهَا النَّعْلُ ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدَيْهِ يَدٍ فَوْقَ الْقَدَمِ وَيَدٍ تَحْتَ النَّعْلِ ثُمَّ صَنَعَ بِالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ .

– **حسن ، لكن مسح القدم شاذ** : خ ، دون مسح الأذنين و القدمين .

১৩৭। 'আত্বা ইবনু ইয়াসার (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'আব্বাস ﷺ আমাদের বললেন, তোমরা কি এটা পছন্দ করো যে, রসূলুল্লাহ ﷺ যেভাবে উযু করতেন তা তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দেই? অতঃপর তিনি এক পাত্র পানি চাইলেন। সেখান থেকে ডান হাতে এক অঞ্জলি পানি নিয়ে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। তারপর এক অঞ্জলি নিয়ে উভয় হাত দ্বারা মুখমণ্ডল ধুলেন। তারপর আরেক অঞ্জলি পানি নিয়ে ডান হাত এবং অপর অঞ্জলি নিয়ে বাম হাত ধুলেন। তারপর এক অঞ্জলি পানি নিয়ে তা ফেলে দিলেন এবং মাথা ও উভয় কান মাসাহ্ করলেন। তারপর আরেক অঞ্জলি পানি নিয়ে ডান পায়ের উপর ছিটিয়ে দিলেন, তখন তাঁর পায়ে ছিল জুতা। তিনি তার এক হাতে পায়ের উপরিভাগ এবং অপর হাতে জুতার নিম্নভাগ মাসাহ্ করলেন। এরপর অনুরূপভাবে বাম পাও মাসাহ্ করলেন।[১৩৬]

হাসান, কিন্তু পা মাসাহ্ করার কথাটি শায। বুখারী, দু' পা ও দু' কান ধোয়ার কথা বাদে।

٥٣ – باب الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

অনুচ্ছেদ- ৫৩ ঃ উযুর অঙ্গসমূহ একবার করে ধোয়া

١٣٨ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوءِ، رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً .

– **صحيح** : خ .

১৩৮। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উযু সম্পর্কে অবহিত করব না? অতঃপর তিনি উযুর (প্রত্যেক অঙ্গ) একবার করে ধুলেন।[১৩৭]

সহীহ ঃ বুখারী।

---

[১৩৬] ১৩৭। তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ দু' কানের ভেতরাংশ ও বহিঃরাংশ মাসাহ্ করা, হাঃ ৩৬, তবে সেখানে দু' পা মাসাহ্ করার কথাটি নেই, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ দু' কান মাসাহ্ করা, হাঃ ১০২), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ দু' কান মাসাহ্ করা প্রসঙ্গে, হাঃ ৪৩৯, তাতে দু' পা মাসাহ্ করার কথা নেই)। হাদীসটি বুখারীও তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ দু' হাতের অঞ্জলি ভর্তি পানি দিয়ে একবার চেহারা ধোয়া, হাঃ ১৪০) সুলায়মান ইবনু বিলাল সূত্রে যায়িদ ইবনু আসলাম হতে, তাতে দু' পা ধোয়ার কথা আছে।

[১৩৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ উযুর অঙ্গগুলো একবার একবার করে ধোয়া, হাঃ ১৫৭), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ উযুর অঙ্গগুলো একবার করে ধোয়া, হাঃ ৮০), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ উযুর

٥٤ – باب فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ

অনুচ্ছেদ- ৫৪ ঃ কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার মধ্যে পার্থক্য করা

١٣٩ – حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ سَمِعْتُ لَيْثًا، يَذْكُرُ عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ دَخَلْتُ – يَعْنِي – عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالاِسْتِنْشَاقِ .

– ضعيف .

১৩৯। ত্বালহা (রহঃ) তাঁর পিতা হতে তাঁর দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমি নাবী ﷺ-এর নিকট এমন সময় গেলাম যখন তিনি উযু করছিলেন, উযুর পানি তাঁর মুখ ও দাড়ি গড়িয়ে তাঁর বুকের উপর পড়ছিল। আমি দেখলাম, তিনি পৃথকভাবে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন।[১৩৮]

দুর্বল।

٥٥ – باب فِي الاِسْتِنْثَارِ

অনুচ্ছেদ- ৫৫ ঃ নাক পরিষ্কার করা

١٤٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لْيَنْثُرْ " .

– صحيح : ق.

১৪০। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ উযু করে, তখন সে যেন স্বীয় নাকে পানি দিয়ে (পরিষ্কার করে) তা ঝেড়ে ফেলে দেয়।[১৩৯]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٤١ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ قَارِظٍ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا " .

– صحيح .

অঙ্গগুলো একবার একবার করে ধোয়া, হাঃ ৪১১, غرفة غرفة শব্দে), আহমাদ (১/২৩৩), সকলেই সুফয়ান সূত্রে উপরোক্ত সানাদে।

[১৩৮] ১৩২ নং হাদীসের টিকায় এ সানাদ সম্পর্কে আলোচনা গত হয়েছে। 'আওনুল মা'বুদে রয়েছে এর সানাদ দুর্বল, এর দ্বারা দলীল প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

[১৩৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, বিজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করা, হাঃ ১৬২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ নাকে পানি নেয়া এবং বেজোড় সংখ্যক ঢিলা কুলুব ব্যবহার করা), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ ঢিলা ব্যবহার, হাঃ ৮৬), আহমাদ (২/২৪২, ২৫৪, ২৭৮, ৪৬৩), সকলেই আবূ যিনাদ সূত্রে।

১৪১। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ দু'বার অথবা তিনবার ভাল করে নাক পরিষ্কার করবে।[১৪০]

সহীহ।

١٤٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، - فِي آخَرِينَ - قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ قَالَ كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ - أَوْ فِي وَفْدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ فَأَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيرَةٍ فَصُنِعَتْ لَنَا قَالَ وَأُتِينَا بِقِنَاعٍ - وَلَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ الْقِنَاعَ وَالْقِنَاعُ الطَّبَقُ فِيهِ تَمْرٌ - ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " هَلْ أَصَبْتُمْ شَيْئًا أَوْ أُمِرَ لَكُمْ بِشَىْءٍ " . قَالَ قُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ فَبَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ إِذْ دَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلَى الْمُرَاحِ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ تَيْعَرُ فَقَالَ " مَا وَلَّدْتَ يَا فُلاَنُ " . قَالَ بَهْمَةً . قَالَ فَاذْبَحْ لَنَا مَكَانَهَا شَاةً . ثُمَّ قَالَ لاَ تَحْسِبَنَّ - وَلَمْ يَقُلْ لاَ تَحْسَبَنَّ - أَنَّا مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ لاَ نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةً ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي امْرَأَةً وَإِنَّ فِي لِسَانِهَا شَيْئًا يَعْنِي الْبَذَاءَ . قَالَ " فَطَلِّقْهَا إِذًا " . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَهَا صُحْبَةً وَلِي مِنْهَا وَلَدٌ . قَالَ " فَمُرْهَا - يَقُولُ عِظْهَا - فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلُ وَلاَ تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ كَضَرْبِكَ أُمَيَّتَكَ " . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ . قَالَ " أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا " .

- صحيح .

১৪২। লাক্বীত্ব ইবনু সাব্‌রাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগত বনু মুনতাফিক্ব গোত্রের প্রতিনিধি দলটির নেতা ছিলাম আমি অথবা বলেছেন, আমি তাঁদের মধ্যেই ছিলাম। আমরা যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পৌঁছলাম তখন তাঁকে তাঁর ঘরে উপস্থিত পেলাম না, অবশ্য উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ ﷺ-কে পেলাম। তিনি আমাদের জন্য 'খাযিরাহ' (এক প্রকার খাদ্য) তৈরীর আদেশ দিলেন। অতঃপর আমাদের জন্য তা তৈরী করা হলো এবং আমাদের সম্মুখে ক্বিনা' (অর্থাৎ খেজুর ভর্তি একটি পাত্র) পেশ করা হলো। বর্ণনাকারী কুতাইবাহ "খেজুর ভতি পাত্র" কথাটি উল্লেখ করেননি। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ এসে বললেন ঃ তোমরা কিছু

[১৪০] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ নাকের ভিতর পানি দেয়া এবং উত্তমরূপে নাক পরিষ্কার করা, হাঃ ৪০৮), আহমাদ (১/২২৮), হাকিম (১/১৪৮), সকলেই ইবনু আবূ যি'ব সূত্রে।

খেয়েছো কি? অথবা তিনি বললেন, তোমাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! লাক্বীত্ব বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় এক রাখাল তাঁর মেষপাল খোঁয়াড়ে নিয়ে এলেন। আর সাথে একটি ছাগলের বাচ্চা ছিল, সেটি চিৎকার করছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে উমুক! কি বাচ্চা জন্ম হয়েছে? সে বলল, মাদী। তিনি বলেন, সেটির পরিবর্তে আমাদের জন্য একটি বকরী যাবাহ্ করি। অতঃপর (প্রতিনিধি দলের নেতাকে উদ্দেশ্য করে) বললেন ঃ এমনটি মনে করো না যে, বকরীটি তোমার জন্যই যাবাহ্ করছি। বরং আমাদের কাছে একশ'টি বকরী আছে। তাই আমরা এর সংখ্যা আর বাড়াতে চাই না। সেজন্যই কোন বাচ্চা জন্ম হলে আমরা সেটির পরিবর্তে একটি বকরী যাবাহ্ করি। লাক্বীত্ব বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার একজন স্ত্রী আছে। সে অশ্লীলভাষী। তিনি বললেন ঃ তাহলে তাকে ত্বালাক দাও। লাক্বীত্ব বলেন, আমার সাহচর্যে সে দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করেছে এবং তার গর্ভজাত আমার একটি সন্তানও রয়েছে। তিনি বললেন ঃ তবে তাকে উপদেশ দাও। তার মাঝে কল্যাণ থাকলে সে উপদেশ গ্রহণ করবে। জেনে রাখ, নিজের জীবন সঙ্গিণীকে ক্রীতদাসীদের মত প্রহার করবে না। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে উযু সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন ঃ পরিপূর্ণরূপে উযু করবে, অঙ্গুলিসমূহ খিলাল করবে এবং নাকে উত্তমরূপে পানি পৌছাবে, তবে সিয়াম রত অবস্থায় নয়।[১৪১]

সহীহ।

١٤٣ – حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَافِدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ، أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. قَالَ فَلَمْ يَنْشَبْ أَنْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَقَلَّعُ يَتَكَفَّأُ . وَقَالَ عَصِيدَةٍ . مَكَانَ خَزِيرَةٍ .

– صحيح .

---

[১৪১] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সওম, অনুঃ সাওম পালনকারীর জন্য উযুর সময় নাকের ভিতর পানি পৌছানো অপছন্দনীয়, হাঃ ৭৮৮, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ নাকের ভিতরে পানি দেয়া, হাঃ ৮৭, এবং অনুঃ আঙ্গুল সমূহ খিলাল করার নির্দেশ, হাঃ ১১৪), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ নাকের ভিতর পানি দেয়া ও তা উত্তমরূপে ধোয়া, হাঃ ৪০৭), আহমাদ (৪/৩২, ৩৩, ২১১), সকলেই ইসমাঈল ইবনু কাসীর হতে 'আসিম ইবনু লাক্বীত্ব ইবনু সাবরাহ হতে তার পিতার সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। উযুতে দু' হাত ও দু' পায়ের অঙ্গুলিগুলো খিলাল করা ওয়াজিব।

২। রোযাদারের জন্য উযুতে নাকের (খুব) ভেতরে পানি পৌছানো অপছন্দনীয়। কেননা এতে পানি কণ্ঠনালীর ভেতরে ঢুকে রোযা ভঙ্গ হওয়ার ভয় আছে।

১৪৩। 'আসিম ইবনু লাক্বীত্ব ইবনু সাব্‌রাহ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, যিনি বনু মুনতাফিক্ব গোত্রের সর্দার ছিলেন। একদা তিনি 'আয়িশাহ্ -এর নিকট আসলেন। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী বলেন, (আমরা) কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরই রসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে মন্থর গতিতে আসলেন। উক্ত বর্ণনায় 'খাযিরাহ' শব্দের স্থলে 'আসীদাহ' শব্দ উল্লেখ রয়েছে।[১৪২]

সহীহ।

١٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ " إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ " .

- صحيح .

১৪৪। আবূ 'আসিম সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু জুরাইজও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তুমি উযু করার সময় কুলি করবে।[১৪৩]

সহীহ।

٥٦ - باب تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ

অনুচ্ছেদ- ৫৬ ঃ দাড়ি খিলাল করা

١٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، - يَعْنِي الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ زَوْرَانَ، عَنْ أَنَسٍ يَعْنِي ابْنَ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ " هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ " .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ ابْنُ زَوْرَانَ رَوَى عَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَأَبُو الْمَلِيحِ الرَّقِّيُّ .

- صحيح .

১৪৫। আনাস ইবনু মালিক সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ উযু করার সময় হাতে এক অঞ্জলি পানি নিতেন। তারপর ঐ পানি চোয়ালের নিম্নদেশে (থুতনির নীচে) লাগিয়ে দাড়ি খিলাল করতেন এবং বলতেন ঃ আমার মহান প্রতিপালক আমাকে এরূপ করারই নির্দেশ দিয়েছেন।[১৪৪]

সহীহ।

---

[১৪২] আহমাদ (৪/২১১), দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ৭০৫), নাসায়ী 'সুনানুল কুবরা' যেমন রয়েছে 'তুহফাতুল আশরাফ' গ্রন্থে (১১৭২), সকলেই 'আবদুল মালিক ইবনু জুরাইজ সূত্রে।

[১৪৩] দেখুন (১৪২ ও ১৪৩ নং)।

[১৪৪] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/৫৪), হাকিম (১/১৪৯)। আলবানী একে ইরওয়াউল গালীল (১/১৩০) এ বর্ণনা করেছেন। এর সানাদ সহীহ, রিজাল নির্ভরযোগ্য। তবে সানাদের ইবনু যাওরান ব্যতীত। ইবনু হিব্বান তাকে 'সিক্বাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

٥٧ - باب الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

অনুচ্ছেদ- ৫৭ ঃ পাগড়ীর উপর মাসাহ্ করা

١٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ .

- صحيح .

১৪৬। সাওবান ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ একটি ছোট সেনাদল প্রেরণ করলেন। তারা (যাত্রা পথে) ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হন। অতঃপর তারা যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফিরে আসলেন তখন তিনি তাদেরকে পাগড়ী ও মোজার উপর মাসাহ্ করার নির্দেশ দিলেন।[১৪৫]

সহীহ।

١٤٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ .

- ضعيف .

১৪৭। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে উযু করতে দেখেছি। তখন তাঁর মাথায় কিত্‌রী পাগড়ী ছিল। তিনি পাগড়ীর বাঁধন না ভেঙ্গে তাঁর হাত পাগড়ীর নীচে ঢুকিয়ে মাথার সম্মুখ ভাগ মাসাহ্ করলেন।[১৪৬]

দুর্বল।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ উযুতে দাড়ি খিলাল করা শরীআত সম্মত। আহ্‌লি 'ইল্‌মগণের উক্তি মতে, তা মুস্ত াহাব।

[১৪৫] আহমাদ (৫/২৭৭)।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ উযু অবস্থায় মাথায় পাগড়ী থাকা জায়িয।

[১৪৬] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পাগড়ির উপর মাসাহ্ করা, হাঃ ৫৬৪)। এর দোষ হচ্ছে সানাদের 'আবদুল 'আযীয ইবনু মুসলিম। তার সম্পর্কে হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন, মাক্ববূল। আর আনাস সূত্রে বর্ণনাকারী আবূ মা'ক্বাল অজ্ঞাত। যা ইবনু হাজার 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন।

٥٨ – باب غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ

অনুচ্ছেদ- ৫৮ ঃ দু' পা ধোয়া

١٤٨ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ .

– صحيح .

১৪৮। মুসতাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে উযুর সময় তাঁর কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুলসমূহ খিলাল করতে দেখেছি।[১৪৭]

সহীহ।

٥٩ – باب الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

অনুচ্ছেদ- ৫৯ ঃ মোজার উপর মাসাহ্ করা

١٤٩ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَاهُ الْمُغِيرَةَ، يَقُولُ عَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَعَدَلْتُ مَعَهُ فَأَنَاخَ النَّبِيُّ ﷺ فَتَبَرَّزَ ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدِهِ مِنَ الإِدَاوَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهِ فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا إِلَى الْمِرْفَقِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ عَلَى خُفَّيْهِ ثُمَّ رَكِبَ فَأَقْبَلْنَا نَسِيرُ حَتَّى نَجِدَ النَّاسَ فِي الصَّلاَةِ قَدْ قَدَّمُوا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَصَلَّى بِهِمْ حِينَ كَانَ وَقْتُ الصَّلاَةِ وَوَجَدْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً مِنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَفَّ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَصَلَّى وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ سَلَّمَ

---

[১৪৭] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ আঙ্গুল সমূহ খিলাল করা, হাঃ ৪০, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব। আমরা এটি কেবল ইবনু লাহী'আহ থেকে জেনেছি), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ আঙ্গুল সমূহ খিলাল করা, হাঃ ৪৪৬), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/৭৬-৭৭), আহমাদ (৪/২২৯)। এর সানাদে ইবনু লাহী'আহ মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছেন। সেজন্যই ইমাম তিরমিযী স্থির হয়ে বলেন, এতে ইবনু লাহী'আহ একক হয়ে গেছেন। কিন্তু বিষয়টি তেমন নয়। বরং হাফিয 'আত-তালখীস' গ্রন্থে বলেন (৩৪) ঃ তার অনুসরণ করেছেন লাইস ইবনু সা'দ ও 'আমর ইবনুল হারিস বায়হাক্বী এবং আবূ বিশর সূত্রে এবং দারাকুতনী গারায়িবু মালিক গ্রন্থে ইবনু ওহাব সূত্রে তিনজন থেকে। ইবনু কাত্তান একে সহীহ বলেন।

عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلاَتِهِ . فَفَزِعَ الْمُسْلِمُونَ فَأَكْثَرُوا التَّسْبِيحَ لأَنَّهُمْ سَبَقُوا النَّبِيَّ ﷺ بِالصَّلاَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُمْ " قَدْ أَصَبْتُمْ " . أَوْ " قَدْ أَحْسَنْتُمْ " .

– صحيح : م .

১৪৯। 'আব্বাদ ইবনু যিয়াদ সূত্রে বর্ণিত। 'উরওয়াহ ইবনুল মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ তাঁকে অবহিত করেন যে, তিনি তাঁর পিতা মুগীরাহ -কে বলতে শুনেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাবূক যুদ্ধের সময় একদিন ফাজ্‌রের পূর্বে রাস্তা ছেড়ে একদিকে রওনা করলেন। আমিও তার সাথে চললাম। নাবী ﷺ তাঁর উট বসালেন এবং মলমূত্র ত্যাগ করলেন। অতঃপর প্রয়োজন সেরে এলে আমি তাঁর হাতে পাত্র থেকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুলেন। তারপর মুখমণ্ডল ধুলেন। তারপর তিনি তাঁর জুব্বার আস্তিন থেকে দু'হাত বের করতে চাইলেন, কিন্তু আস্তিন সংকীর্ণ থাকায় জুব্বার নীচ থেকে হাত বের করে এনে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন এবং মাথা মাসাহ্ করলেন। তারপর মোজার উপর মাসাহ্ করলেন। অতঃপর উটের উপর সওয়ার হলেন। আমরাও সামনে অগ্রসর হলাম। আমরা এসে দেখলাম, 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ -কে ইমাম নিযুক্ত করে লোকেরা সলাত আদায় করছে। তিনি ওয়াক্ত মোতাবেকেই সলাত শুরু করেছেন। আমরা এসে 'আবদুর রহমানকে এমন অবস্থায় পেলাম যে, তিনি ফাজ্‌রের এক রাক'আত আদায় করে ফেলেছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের সাথে একই কাতারে 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ -এর পিছনে সলাতের দ্বিতীয় রাক'আত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। 'আবদুর রহমান সালাম ফিরালে রসূলুল্লাহ ﷺ অবশিষ্ট এক রাক'আত সলাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। নাবী ﷺ-এর আগেই সলাত আদায় করে ফেলায় মুসলমানরা ভীত হয়ে পড়ল এবং অধিক পরিমাণে তাস্‌বীহ পাঠ করতে লাগল। রসূলুল্লাহ ﷺ সালাম ফিরিয়ে তাঁদের উদ্দেশে বললেন ঃ তোমরা (ওয়াক্ত মোতাবেক সলাত আদায় করে) ঠিকই করেছো অথবা তোমরা ভালই করেছো।[১৪৮]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٥٠ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، ح حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنِ التَّيْمِيِّ، حَدَّثَنَا بَكْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

---

[১৪৮] মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ কপালে ও পাগড়ীর উপর মাসাহ্ করা) নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পাগড়ি ও কপালের উপর মাসাহ্ করা, হাঃ ১০৮)।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। অধিক সম্মানিত ব্যক্তির জন্য সাধারণ লোকের ইকতিদা করা জায়িয আছে।

২। নাবী ﷺ-এর সলাত তাঁর উম্মাতের কতিপয় ব্যক্তির পিছনের জায়িয।

৩। ওয়াক্তের শুরুতে সলাত আদায় অতি উত্তম।

ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ نَاصِيَتَهُ . وَذَكَرَ فَوْقَ الْعِمَامَةِ . قَالَ عَنِ الْمُعْتَمِرِ - سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَعَلَى نَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ . قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ .

- صحيح : م .

১৫০। মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ উযুর সময় তাঁর কপাল মাসাহ্ করলেন। তিনি উল্লেখ করেন, এ মাসাহ্ ছিল পাগড়ীর উপর। মুগীরাহ সূত্রে অপর বর্ণনায় রয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ মোজা, কপাল এবং পাগড়ীর উপর মাসাহ্ করতেন।[১৪৯]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٥١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَكْبِهِ وَمَعِي إِدَاوَةٌ فَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ بِالإِدَاوَةِ فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ مِنْ جِبَابِ الرُّومِ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَضَاقَتْ فَادَّرَعَهُمَا ادِّرَاعًا ثُمَّ أَهْوَيْتُ إِلَى الْخُفَّيْنِ لأَنْزِعَهُمَا فَقَالَ لِي " دَعِ الْخُفَّيْنِ فَإِنِّي أَدْخَلْتُ الْقَدَمَيْنِ الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ " . فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا . قَالَ أَبِي قَالَ الشَّعْبِيُّ شَهِدَ لِي عُرْوَةُ عَلَى أَبِيهِ وَشَهِدَ أَبُوهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

- صحيح : ق .

১৫১। 'উরওয়াহ ইবনুল মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফররত ছিলাম। সে সময় আমার সাথে একটি (পানির) মশক ছিল। তিনি তার প্রয়োজনে (মলমূত্র ত্যাগের জন্য) বেরুলেন। অতঃপর ফিরে এলেন। আমি পানির মশক নিয়ে এগিয়ে গেলাম এবং তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত এবং মুখমণ্ডল ধুলেন। তারপর তিনি হাত দু'টি বের করার ইচ্ছা করলেন। তখন তাঁর গায়ে রোম দেশীয় সরু আস্তিন বিশিষ্ট পশমী জুব্বা ছিল। আস্তিন বেশি সংকীর্ণ হওয়ায় জুব্বা থেকে হাত বের করা সম্ভব হলো না। তাই তিনি তা খুলে নিচে রাখলেন। অতঃপর আমি তাঁর পা থেকে মোজাদ্বয় খোলার জন্য নিচে ঝুঁকলাম। তিনি বললেন, থাক, মোজা খুলো না। আমি পবিত্র অবস্থায়ই দু'পায়ে মোজাদ্বয় পরেছি। তারপর তিনি মোজার উপর মাসাহ্ করলেন।[১৫০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

[১৪৯] মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ কপাল ও পাগড়ির উপর মাসাহ্ করা, ১/৮৩/পৃঃ ২৩১), তিরমিযী (অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পাগড়ির উপর মাসাহ্ করা সম্পর্কে, হাঃ ১০০)।

[১৫০] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ পবিত্র অবস্থায় উভয় পা -মোজায়- প্রবেশ করানো, হাঃ ২০৬), মুসলিম (অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মোজার উপর মাসাহ্ করা), উভয়ে 'আমির সূত্রে।

١٥٢ - حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ هَذِهِ الْقِصَّةَ . قَالَ فَأَتَيْنَا النَّاسَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يُصَلِّي بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ - قَالَ - فَصَلَّيْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ خَلْفَهُ رَكْعَةً فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِقَ بِهَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا شَيْئًا .

- صحيح .

১৫২। যুরারাহ ইবনু 'আওফা সূত্রে বর্ণিত। মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (কাফেলার) পিছনে রয়ে গেলেন। অতঃপর বর্ণনাকারী পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বলেন, আমরা এসে দেখলাম, 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ ﷺ লোকদের ফাজ্‌রের সলাতে ইমামতি করছেন। তিনি নাবী ﷺ-কে দেখতে পেয়ে পিছনে সরে আসতে চাইলেন। তিনি ইশারায় তাকে সলাত আদায় চালিয়ে যেতে বললেন। মুগীরাহ ﷺ বলেন, আমি এবং নাবী ﷺ 'আবদুর রহমানের পিছনে এক রাক'আত আদায় করলাম। 'আবদুর রহমান সালাম ফিরালে নাবী ﷺ দাঁড়িয়ে ছুটে যাওয়া অবশিষ্ট এক রাক'আত সলাত আদায় করলেন এবং এর অধিক কিছু করেননি।[১৫১]

সহীহ।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ يَقُولُونَ مَنْ أَدْرَكَ الْفَرْدَ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ .

- ضعيف .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আবু সাঈদ খুদরী ﷺ, ইবনু যুবাইর ও ইবনু 'উমারের মতে, কেউ ইমামের সঙ্গে বিজোড় রাক'আত (আংশিক) সলাত পেলে তাকে দু'টি সাহু সাজদাহ্ করতে হবে।

দুর্বল।

١٥٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، - يَعْنِي ابْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ - سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَنَّهُ شَهِدَ عَبْدَ

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ মোজা পরিধানের পূর্বেই পবিত্রতা অর্জন করা জরুরী। যাতে মোজার উপর মাসাহ্ করা সহীহ হয়।

[১৫১] পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।

الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يَسْأَلُ بِلاَلاً عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَآتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ .

– صحيح .

১৫৩। আবূ 'আবদুর রহমান (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ যখন বিলাল ﷺ-কে নাবী ﷺ-এর উযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন তিনি তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলেন। বিলাল ﷺ বললেন, তিনি ﷺ পায়খানা-পেশাবের জন্য বের হতেন। তখন আমি তাঁর জন্য পানি নিয়ে আসতাম। তিনি উযু করতেন এবং পাগড়ী ও মোজার উপর মাসাহ্ করতেন।[১৫২]

সহীহ।

١٥٤ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ دَاوُدَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، أَنَّ جَرِيرًا، بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالَ مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أَمْسَحَ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ قَالُوا إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ . قَالَ مَا أَسْلَمْتُ إِلاَّ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ .

– حسن .

১৫৪। আবূ যুর'আহ ইবনু জারীর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জারীর ﷺ পেশাব করলেন। অতঃপর উযু করার সময় তিনি মোজার উপর মাসাহ্ করলেন এবং বললেন, কিসে আমাকে মোজার উপর মাসাহ্ করা থেকে বিরত রাখবে? অথচ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাসাহ্ করতে দেখেছি। লোকেরা বলল, এটা তো সূরাহ মায়িদাহ্ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা। জারীর ﷺ বললেন, আমি সূরাহ মায়িদাহ্ অবতীর্ণ হওয়ার পরই ইসলাম গ্রহণ করেছি।[১৫৩]

হাসান।

---

[১৫২] আহমাদ (৬/১২, ১৩), আবূ বাক্র ইবনু হাফস ইবনু 'আমর সূত্রে এবং আহমাদ (৬/১৫), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পাগড়ির উপর মাসাহ্ করা, হাঃ ১০৫, হাকাম সূত্রে 'আবদুর রহমান ইবনু লায়লাহ হতে আল-বারা'আহ সূত্রে সংক্ষেপে এবং অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মোজার উপর মাসাহ্ করা, হাঃ ১২০), ইবনু খুযাইমাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পাগড়ির উপর মাসাহ্ করা সম্পর্কে, হাঃ ১০১), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পাগড়ির উপর মাসাহ্ করা, হাঃ ৫৬১), আহমাদ (৬/১২, ১৪) কা'ব ইবনু উজরাহ হতে বিলাল সূত্রে, সকলেই 'আবদুর রহমান ইবনু আওফ, বারাআ ইবনু 'আযিব, উসামাহ ইবনু যায়িদ, কাব ইবনু উজরাহ বিলাল সূত্রে।

[১৫৩] ইবনু খুযাইমাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ১৮৭), আবূ যুর'আহ সূত্রে এর সানাদে বুকাইর ইবনু 'আমির রয়েছে। তার সম্পর্কে হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন ঃ দুর্বল। কিন্তু হাদীসটির ভিন্ন সূত্রাবলীও আছে জাবির হতে হাম্মাম সূত্রে হারিস হতে। যা সহীহহাইনে রয়েছে ঃ বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মোজা পরে সলাত আদায়, হাঃ ৩৮৭), মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মোজার উপর মাসাহ্ করা) হাম্মাম ইবনুল হারিস সূত্রে। তাঁরা উভয়ে (অর্থাৎ আবূ যুর'আহ এবং হাম্মাম) জারীর হতে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ কেউ কোন বিষয় অস্বীকার করে নিজের বক্তব্যকে সঠিক মনে করলে অবশ্যই তাকে দলীল পেশ করতে হবে।

١٥٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا دَلْهَمُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّجَاشِيَّ، أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُفَّيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا . - **حسن** .

قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ دَلْهَمِ بْنِ صَالِحٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ .

১৫৫। ইবনু বুরাইদাহ (রহঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। একদা (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) নাজ্জাশী রসূলুল্লাহ ﷺ-কে একজোড়া কালো মোজা উপহার পাঠান। তিনি মোজাদ্বয় পরিধান করেন এবং উযুর সময় ওগুলোর উপর মাসাহ্ করেন।[১৫৪]

হাসান।

মুসাদ্দাদ (রহঃ) এটি দালহাম ইবনু সালিহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি কেবলমাত্র বাসরাহ্'র বর্ণনাকারীগণই বর্ণনা করেছেন।

١٥٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ حَيٍّ، - هُوَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ - عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ الْبَجَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَسِيتَ قَالَ " بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي " .

- **ضعيف** : المشكاة ٥٢٤ .

১৫৬। মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ ﷺ মোজার উপর মাসাহ্ করলেন। ফলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি কি ভুলে গেছেন? তিনি বললেন ঃ বরং তুমিই ভুলে গেছ। আমার মহান প্রতিপালক আমাকে এরূপ করার আদেশ করেছেন।[১৫৫]

দুর্বল ঃ মিশকাত ৫২৪।

---

[১৫৪] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ আদাব, ২৮২০, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান। আমরা এটি কেবল দালহামের হাদীস থেকেই জেনেছি। যা দালহাম সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু রবী'আহ বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও 'শামায়িলি মাহমুদিয়্যাহ' হাঃ ৭১), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মোজার উপর মাসাহ্ করা সম্পর্কে, হাঃ ৫৪৯ এবং অধ্যায় ঃ পোশাক-পরিচ্ছদ, হাঃ ৩৫২০), আহমাদ (৫/৩৫২) এবং আবূশ শায়খ (১৪২)। সকলেই দালহাম ইবনু সালিহ সূত্রে। দালহাম ইবনু সালিহ দুর্বল, যেমন ঃ 'আত্-তাক্বরীব' গ্রন্থে রয়েছে। আর হুজাইর ইবনু 'আবদুল্লাহ মাক্ববূল। হাদীসটির আরেকটি সূত্র রয়েছে আবূশ শায়খ (১৪২) মুহাম্মাদ ইবনু মিরদাস আল-আনসারী হতে, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন জুরাইরী 'আবদুল্লাহ ইবনু বুরাইদাহ সূত্রে।

[১৫৫] আহমাদ (৪/২৪৬, ২৫৩)। সানাদের বুকাইর ইবনু 'আমিরকে হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন। শায়খ আলবানী মিশকাতের তাহক্বীক্বে বলেন ঃ এর সানাদ দুর্বল। আর হাদীসে "আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল...." এ অংশটুকু মুনকার। মুগীরাহ সূত্রে হাদীসটির সূত্রাবলীতে এর কিছুই বর্ণিত হয়নি। আল্লামা শাওকানী সংশয়ে পড়ে এর সানাদকে সহীহ বলেছেন। কিন্তু তা সঠিক নয়। বরং সেটি হচ্ছে এ হাদীস ব্যতীত সহীহ সানাদের বর্ণিত মুগীরাহর অন্য হাদীস।

٦٠ – باب التَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ

অনুচ্ছেদ- ৬০ ঃ মোজার উপর মাসাহ্ করার সময়সীমা

١٥٧ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ " .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ فِيهِ وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا .

– صحيح .

১৫৭। খুযাইমাহ ইবনু সাবিত ؓ হতে নাবী ﷺ -এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি ﷺ বলেছেন, মোজার উপর মাসাহ্ করার নির্দিষ্ট সময় সীমা হচ্ছে মুসাফিরের জন্য তিন দিন আর মুক্বীমের জন্য একদিন একরাত। অন্য বর্ণনায় রয়েছে ঃ আমরা তাঁর নিকট অতিরিক্ত সময় সীমা চাইলে তিনি অধিক সময় সীমাই অনুমোদন করতেন।[১৫৬]

সহীহ।

١٥٨ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنٍ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ عِمَارَةَ، – قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِلْقِبْلَتَيْنِ – أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ يَوْمًا قَالَ " يَوْمًا " . قَالَ وَيَوْمَيْنِ قَالَ " وَيَوْمَيْنِ " . قَالَ وَثَلاَثَةً قَالَ " نَعَمْ وَمَا شِئْتَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ الْمِصْرِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ عَنْ أُبَىِّ بْنِ عِمَارَةَ قَالَ فِيهِ حَتَّى بَلَغَ سَبْعًا . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " نَعَمْ وَمَا بَدَا لَكَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ

---

[১৫৬] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মুক্বীম ও মুসাফিরের জন্য মোজার উপর মাসাহ্ করা, হাঃ ৯৫, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), আহমাদ (৫/২১৩-২১৫), হুমাইদ 'মুসনাদ' (হাঃ ৪৩৪, ৪৩৫), সকলেই আবূ 'আবদুল্লাহ আল জাদালী সূত্রে, ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মুক্বীম ও মুসাফিরের জন্য মাসাহ্ করার সময়সীমা, হাঃ ৫৫৩, ৫৫৪) ইবরাহীম আত-তায়মী সূত্রে 'আমর ইবনু মায়মূন হতে, তিনি খুযাইমাহ হতে ওহাব সূত্রে।

وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَيَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ .

– ضعيف .

১৫৮। উবাই ইবনু 'ইমারাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে উভয় ক্বিবলাহ্র দিকেই সলাত আদায় করেছিলেন- তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি মোজার উপর মাসাহ্ করব? তিনি বলেন, হ্যাঁ। উবাই ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, একদিন? তিনি বলেন, হ্যাঁ একদিন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, দু' দিন? তিনি বলেন, হ্যাঁ দু' দিনও। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তিনদিন? তিনি বলেন, হ্যাঁ তিনদিন এবং তোমার যতদিন ইচ্ছা হয়। (অন্য বর্ণনায় রয়েছে) উবাই ইবনু 'ইমারাহ তাতে সাত দিন পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করেছিলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তার উত্তরেও বলেছিলেন, হ্যাঁ, তোমার যতদিন ইচ্ছা হয়।[১৫৭]

দুর্বল।

ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটির সানাদে মতভেদ আছে। এটি শক্তিশালী হাদীস নয়। ইবনু আবূ মারিয়াম, ইয়াহ্ইয়া ইবনু ইসহাক্ব, আস-সিলাহীনী এবং ইয়াহ্ইয়া ইবনু আইউব (রহঃ) প্রমুখ বর্ণনাকারী এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সানাদ নিয়ে মতানৈক্য করেছেন।

٦١ – باب الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ

অনুচ্ছেদ- ৬১ ঃ জাওরাবাইনের উপর মাসাহ্ করা

١٥٩ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الأَوْدِيِّ، – هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَرْوَانَ – عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ .

– صحيح .

১৫৯। মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ উযুর সময় জাওরাবাইন এবং উভয় জুতার উপর মাসাহ্ করেছেন।[১৫৮]

সহীহ।

---

[১৫৭] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মোজার উপর মাসাহ্ করা, হাঃ ৫৫৭) ইয়াহইয়া ইবনু আইয়ূব সূত্রে 'আবদুর রহমান ইবনু রাযীন হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু আবূ যিনাদ হতে, তিনি আইয়ূব ইবনু কুত্বন হতে, তিনি 'উবাদাহ ইবনু মাসী হতে, আবূ ইমারাহ সূত্রে। আবূ দাউদ এটিকে দুর্বল বলেছেন। ইবনু হাজার 'আত-তাহযীব' গ্রন্থে আইয়ূব ইবনু কুত্বন এর জীবনীতে বলেন (১/৩৫৮) ঃ উবাই ইবনু ইমারাহ হতে.. মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ, আবূ যিয়াদ হতে। এর সানাদে জাহালাত ও ইযতিরাব আছে। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইবনু আবূ যিয়াদ সম্পর্কে আবূ হাতিম বলেন, অজ্ঞাত (মাজহুল)।

[১৫৮] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ জাওরাবের উপর মাসাহ্ করা, হাঃ ৯৯, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ চামড়ার মোজা ও জুতার উপর মাসাহ্ করা, হাঃ ৫৫৯), আহমাদ (৪/২৫২), ইবনু খুযাইমাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ১৯৮), সকলেই সুফয়ান সূত্রে।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لاَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ لأَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِيَ هَذَا أَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ . وَلَيْسَ بِالْمُتَّصِلِ وَلاَ بِالْقَوِيِّ .

– حسن .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি (মুনকার হওয়ায়) 'আবদুর রহমান ইবনু মাহ্‌দী এটি বর্ণনা করতেন না। কেননা মুগীরাহ ﷺ সূত্রে প্রসিদ্ধ বর্ণনায় রয়েছে ঃ নাবী ﷺ মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ্ করেছেন। আবূ মূসা আশ'আরী ﷺ সূত্রেও বর্ণিত আছে ঃ নাবী ﷺ উভয় জাওরাবের উপর মাসাহ্ করেছেন। কিন্তু এর সানাদ মুত্তাসিল নয় এবং মজবুতও নয়। হাসান।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو أُمَامَةَ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ .

– صحيح : عن أبي مسعود، والبراء، وأنس، وحسن : عن ابي أمامة .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, অবশ্য 'আলী ইবনু আবী ত্বালিব, ইবনু মাসউদ, আল-বারাআ ইবনু 'আযিব, আনাস ইবনু মালিক, আবূ উমামাহ, সাহল ইবনু সা'দ ও 'আমর ইবনু হুরাইস ﷺ প্রমূখ সহাবীগণ তাঁদের উভয় জাওরাবের উপর মাসাহ্ করেছেন। 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ এবং ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রেও তা বর্ণিত আছে।

সহীহ ঃ ইবনু মাস'উদ, বারাআ, আনাস, ও হাসান হতে ঃ আবূ উমামাহ সূত্রে।

٦٢ – باب

অনুচ্ছেদ- ৬২

١٦٠ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى، قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، – قَالَ عَبَّادٌ – قَالَ أَخْبَرَنِي أَوْسُ بْنُ أَبِي أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ . وَقَالَ عَبَّادٌ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى كِظَامَةَ قَوْمٍ – يَعْنِي الْمِيضَأَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الْمِيضَأَةَ وَالْكِظَامَةَ ثُمَّ اتَّفَقَا – فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ .

– صحيح .

১৬০। আওস ইবনু আবূ আওস আস-সাক্বাফী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ উযুর সময় তাঁর জুতাজোড়া ও দু' পায়ের উপর মাসাহ্ করেছেন।[১৫৯]

সহীহ।

٦٣ – باب كَيْفَ الْمَسْحُ

অনুচ্ছেদ- ৬৩ ঃ (মোজার উপর) মাসাহ্ করার নিয়ম

١٦١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ ذَكَرَهُ أَبِي عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ . وَقَالَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ عَلَى ظَهْرِ الْخُفَّيْنِ .

– حسن صحيح .

১৬১। মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ্ করতেন। বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ব্যতীত অন্যদের বর্ণনায় 'মোজাদ্বয়ের উপরিভাগ' মাসাহ্ করতেন কথাটি রয়েছে।[১৬০]

হাসান সহীহ।

١٦٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، – يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ – عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، – رضى الله عنه – قَالَ لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْىِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ . – صحيح .

১৬২। 'আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ধর্মের মাপকাঠি যদি রায়ের (মানুষের মনগড়া অভিমত ও বিবেক-বিবেচনার) উপর নির্ভরশীল হত, তাহলে মোজার উপরিভাগের চেয়ে নীচের (তলার) দিক মাসাহ্ করাই উত্তম হত। অথচ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর (পায়ের) মোজাদ্বয়ের উপরিভাগ মাসাহ্ করতে দেখেছি।[১৬১]

সহীহ।

---

[১৫৯] আহমাদ (৪/৮) হুসাইম সূত্রে ইয়ালা ইবনু 'আত্বা হতে, তার পিতা থেকে আওস সূত্রে এবং (৪/৯, ১০) 'আত্বা সূত্রে আওস ইবনু আবূ আওস হতে তার পিতা থেকে। 'আওনুল মা'বুদ (১/২৭৮) গ্রন্থকার হাদীসের সানাদ, মাতান ও তার মধ্যকার ইযতিরাব সম্পর্কে আলোচনার পর বলেছেন ঃ আওস ইবনু আওসের হাদীসের সানাদ ও মাতানে ইযতিরাব আছে।

[১৬০] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মোজাদ্বয়ের উপরিভাগ মাসাহ্ করা, হাঃ ৯৮, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান)।

[১৬১] আহমাদ (হাঃ ৭৩৭, ১২৬৩), দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ জুতার উপর মাসাহ্ করা, হাঃ ৭১৫) এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ যাওয়ায়িদে মুসনাদ (হাঃ ৯১৭, ১০১৩) আবূ ইসহাক্ব সূত্রে 'আবদু খাইর হতে।

١٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ مَا كُنْتُ أُرَى بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ إِلاَّ أَحَقَّ بِالْغَسْلِ حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ .

- صحيح .

১৬৩। আ'মাশ (রহঃ) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে ('আলী ﷺ বলেন) ঃ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর মোজার উপরিভাগ মাসাহ্ করতে দেখার আগে পায়ের তলার দিক ধৌত করাকে অধিক যুক্তি সঙ্গত মনে করতাম।[১৬২]

সহীহ।

١٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْىِ لَكَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا وَقَدْ مَسَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ.

- صحيح .

১৬৪। আ'মাশ (রহঃ) পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তাতে রয়েছে ('আলী ﷺ বলেন) ঃ ধর্মের মাপকাঠি যদি রায়ের (মানুষের মনগড়া অভিমত ও বিবেক-বিবেচনার) উপর নির্ভরশীল হত, তাহলে মোজার উপরিভাগের চেয়ে তলার দিক মাসাহ্ করাই অধিক যুক্তি সঙ্গত হত। অথচ নাবী ﷺ তাঁর (পায়ের) মোজাদ্বয়ের উপরিভাগই মাসাহ্ করেছেন।[১৬৩]

সহীহ।

وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ كُنْتُ أُرَى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِهِمَا . قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي الْخُفَّيْنِ . وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأَعْمَشِ كَمَا رَوَاهُ وَكِيعٌ وَرَوَاهُ أَبُو السَّوْدَاءِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ ظَاهِرَ قَدَمَيْهِ وَقَالَ لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

- صحيح .

হাদীসটি ওয়াকী' (রহঃ) আ'মাশ হতে তাঁর (উপরোক্ত) সানাদে বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ('আলী ﷺ বলেন) ঃ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর মোজার উপরিভাগ মাসাহ্ করতে দেখার পূর্বে পায়ের তলার দিক ধৌত করাকে অধিক যুক্তিসঙ্গত মনে করতাম। ওয়াকী' বলেন ঃ

---

[১৬২] এটি গত হয়েছে (১৬২ নং)- এ।

[১৬৩] দেখুন (১৬২ নং)।

এখানে 'উপরিভাগ' দ্বারা বুঝানো হয়েছে (পায়ের) মোজাদ্বয়ের উপর। হাদীসটি আ'মাশ থেকে ঈসা ইবনু ইউনুসও ওয়াকী'র অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবুস্ সাওদা হাদীসটি ইবনু 'আবদি খাইর হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ আমি 'আলী ﷺ-কে উযু করার সময় তাঁর দু' পায়ের উপরিভাগ ধৌত করতে দেখেছি। তিনি বলেছেন, যদি আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ করতে না দেখতাম' .... । অতঃপর হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

সহীহ।

١٦٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ، وَمَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، - قَالَ مَحْمُودٌ - أَخْبَرَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَمَسَحَ أَعْلَى الْخُفَّيْنِ وَأَسْفَلَهُمَا

- **ضعيف** : المشكاة ٥٢١ .

. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرٌ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَجَاءٍ .

১৬৫। মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবূক যুদ্ধের সময় আমি নাবী ﷺ-কে উযু করিয়েছি। তিনি মোজাদ্বয়ের উপরিভাগ ও নিম্নভাগ মাসাহ্ করেছেন।[১৬৪]

দুর্বল ঃ মিশকাত ৫২১।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আমি জানতে পেরেছি, সাওর হাদীসটি রাজা' থেকে শোনেননি।

---

[১৬৪] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মোজার উপর মাসাহ্ করা, হাঃ ৯৭), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মোজার উপরিভাগ ও নিম্নভাগ মাসাহ্ করা, হাঃ ৫৫০) ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম সূত্রে। হাদীসের সানাদ দুর্বল। এতে চারটি দোষ আছে ঃ

এক ঃ সাওর ইবনু ইয়াযীদ হাদীসটি রাজাআ ইবনু হাইওয়াতাহ থেকে শুনেননি বরং তিনি বলেন, তিনি আমাদের নিকট জাবির সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

দুই ঃ এটি মুরসাল বর্ণনা। ইমাম তিরমিযী বলেন, আমি এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম আবূ যুর'আহ ও ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, হাদীসটি সহীহ নয়। কেননা ইবনুল মুবারক সাওরী সূত্রে, তিনি রাজাআ সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। রাজাআ বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছি।

তিন ঃ ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম হাদীসটি যে সাওর ইবনু ইয়াযীদ থেকে শুনেছেন তা স্পষ্ট করেননি। বরং তিনি বলেন সাওর হতে। আর ওয়ালীদ একজন মুদাল্লিস। তাই তার আন্ আন্ শব্দ যোগে বর্ণনা দ্বারা দলীল দেয়া যাবে না এবং তার শ্রবনের বিষয়টিও স্পষ্ট নয়।

চার ঃ সানাদে মুগীরাহর লিখকের (কাতিবের) নাম উল্লেখ নেই। অতএব তিনি অজ্ঞাত ব্যক্তি। আবূ মুহাম্মাদ ইবনু হাকাম এসব দোষের কথা উল্লেখ করেছেন। (দেখুন 'মুখতাসার সুনান' ১/১২৩-১২৪)।

মিশকাতের তাহক্বীক্বে শায়খ আলবানী বলেন ঃ এর দোষ হচ্ছে সানাদে ইনকিতা বা বিচ্ছিন্নতা। ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ এ হাদীসটি দোষযুক্ত। আমি ইমাম আবূ যুর'আহ ও ইমাম বুখারীকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলেন, এটি সহীহ নয়। ইমাম অবূ দাউদও এটিকে দুর্বল বলেছেন।

٦٤ - باب في الانتضاح

অনুচ্ছেদ- ৬৪ ঃ লজ্জাস্থানে পানি ছিটানো

١٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، - هُوَ الثَّوْرِيُّ - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ، أَوِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ .

- صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَافَقَ سُفْيَانَ جَمَاعَةٌ عَلَى هَذَا الإِسْنَادِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْحَكَمُ أَوِ ابْنُ الْحَكَمِ .

১৬৬। সুফিয়ান ইবনু হাকাম আস-সাক্বাফী অথবা হাকাম ইবনু সুফিয়ান আস-সাক্বাফী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন পেশাব করতেন, তখন উযু করে (লজ্জাস্থানে) পানি ছিটাতেন।[১৬৫]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ সানাদের ব্যাপারে সুফিয়ানের সাথে একদল বর্ণনাকারী ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, কারো মতে, এখানে হবে- হাকাম অথবা ইবনু হাকাম।

١٦٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ .

- صحيح .

১৬৭। সাক্বীফ গোত্রের এক ব্যক্তি হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে পেশাব করে আপন লজ্জাস্থানে পানির ছিটা দিতে দেখেছি।[১৬৬]

সহীহ।

١٦٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ، أَوِ ابْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ .

- صحيح .

১৬৮। হাকাম অথবা ইবনু হাকাম হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ ﷺ পেশাব করলেন। অতঃপর উযু করে আপন লজ্জাস্থানে পানির ছিটা দিলেন।[১৬৭]

সহীহ।

[১৬৫] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পানি ছিটানো, হাঃ ১৩৫), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ উযুর পর পানি ছিটানো, হাঃ ৪৬১), আহমাদ (৩/৪১০, ৪/১৭৯, ৫/৪০৮, ৪০৯), সকলেই মানসূর সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ ইস্তিনজা করার পর লজ্জাস্থানে পানি ছিটানো জায়িয।

[১৬৬] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পানি ছিটানো, হাঃ ১৩৪)। পূর্বের হাদীস দেখুন।

٦٥ – باب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا تَوَضَّأَ

অনুচ্ছেদ- ৬৫ ঃ উযুর পর যে দু'আ পড়তে হয়

١٦٩ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، - يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ - يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ خُدَّامَ أَنْفُسِنَا نَتَنَاوَبُ الرِّعَايَةَ رِعَايَةَ إِبِلِنَا فَكَانَتْ عَلَىَّ رِعَايَةُ الإِبِلِ فَرَوَّحْتُهَا بِالْعَشِيِّ فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ قَدْ أَوْجَبَ " . فَقُلْتُ بَخٍ بَخٍ مَا أَجْوَدَ هَذِهِ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ الَّتِي قَبْلَهَا يَا عُقْبَةُ أَجْوَدُ مِنْهَا . فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَا هِيَ يَا أَبَا حَفْصٍ قَالَ إِنَّهُ قَالَ آنِفًا قَبْلَ أَنْ تَجِيءَ " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ وُضُوئِهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ " . قَالَ مُعَاوِيَةُ وَحَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ .

– صحيح : م .

১৬৯। উক্ববাহ ইবনু 'আমির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নিজেদের যাবতীয় কাজকর্ম করতাম এমনকি আমাদের উট চরানোর কাজও আমরা পালাক্রমে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতাম। একদা আমার উপর উট চরাবার পালা এলো সন্ধ্যায় উটগুলো নিয়ে আমি উটশালায় ফিরে এসে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভাষণরত অবস্থায় পেলাম। আমি শুনলাম, তিনি জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলছেন ঃ "তোমাদের মধ্যকার যে কেউ উত্তমরূপে উযু করে, অতঃপর দাঁড়িয়ে বিনয় ও একাগ্রতার সাথে দু' রাকআত সলাত আদায় করলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।" একথা শুনে আমি বললাম ঃ বাহ্ বাহ্, এটা তো অতি উত্তম কথা! তখন (আগে থেকেই উপস্থিত) আমার সামনে বসা এক ব্যক্তি বললেন, হে উক্ববাহ! এর আগে তিনি যা বলেছেন, সেটা আরও উত্তম। আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখি তিনি হলেন 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ হাফ্স! সেটা কী? 'উমার (ﷺ) বললেন, আপনি এখানে আসার একটু আগেই নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার যে কেউ উত্তমরূপে উযু করার পর এরূপ বলে ঃ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

---

[১৬৯] আহমাদ (৪/৬৯, ৫/৩৮০) মানসূর সূত্রে।

وَرَسُولُهُ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক এবং তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দাহ ও রসূল"- তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হয়। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।[১৬৮]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٧٠ – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، عَنْ حَيْوَةَ، – وَهُوَ ابْنُ شُرَيْحٍ – عَنْ أَبِي عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ عَمِّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ أَمْرَ الرِّعَايَةِ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ " فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ " . ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ . فَقَالَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ .

– ضعيف .

১৭০। উক্ববাহ ইবনু 'আমির আল-জুহানী রাঃ নাবী ﷺ-এর সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি তাতে 'উটশালায়' কথাটি উল্লেখ করেননি। তিনি তাঁর বর্ণনায় 'উত্তমরূপে উযু করার পর 'আকাশের দিকে তাকিয়ে' (দু'আ পড়ার কথা) বলেছেন। তারপর বাকি অংশ মু'আবিয়াহ বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।[১৬৯]

দুর্বল।

٦٦ – باب الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

অনুচ্ছেদ- ৬৬ ঃ যে ব্যক্তি একই উযুতে কয়েক ওয়াক্তের সলাত আদায় করে তার বর্ণনা

١٧١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْبَجَلِيِّ، – قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ أَبُو أَسَدِ بْنِ عَمْرٍو – قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْوُضُوءِ، فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَكُنَّا نُصَلِّي الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ .

– صحيح : خ .

---

[১৬৮] মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ উত্তমরূপে উযু করে দু' রাক'আত সলাত আদায় করার ফাযীলাত, হাঃ ১৫১) সংক্ষেপে, ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ উযুর পর যা বলতে হয়, হাঃ ৪৭০), আহমাদ (৪/১৪৫-১৫৩), ইবনু খুযাইমাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ২২২-২২৩), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/৭৮) একাধিক সানাদে উক্ববাহ সূত্রে।

[১৬৯] দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ৭১৬), আহমাদ (৪/১৫০) আবূ 'আক্বীল সূত্রে, নাসায়ী 'আমামুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ' (হাঃ ৮৪) তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, সুওয়ায়িদ ইবনু নাসর ইবনু সুওয়ায়িদ। এর সানাদে একজন অজ্ঞাত লোক আছে।

১৭১। 'আমর ইবনু 'আমির আল-বাজালী সূত্রে বর্ণিত। বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বলেন, তিনি হলেন আবূ আসাদ ইবনু 'আমর। তিনি বলেন, একদা আমি আনাস ইবনু মালিক ﷺ-কে উযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, নাবী ﷺ প্রত্যেক সলাতের জন্যই (নতুনভাবে) উযু করতেন। আর আমরা এক উযুতেই একাধিকবার সলাত আদায় করতাম।[১৭০]

সহীহ ঃ বুখারী।

١٧٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنِّي رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ . قَالَ " عَمْدًا صَنَعْتُهُ " .

- صحيح : م .

১৭২। সুলাইমান ইবনু বুরাইদাহ থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মাক্কাহ বিজয়ের দিন এক উযুতেই পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করেছেন এবং আপন মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ্ করেছেন। (এ দৃশ্য দেখে) 'উমার ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি আপনাকে আজ এমন একটি কাজ করতে দেখেছি, যা আপনি ইতোপূর্বে কখনো করেননি। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই এরূপ করেছি।[১৭১]

সহীহ ঃ মুসলিম।

---

[১৭০] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ হাদাস ব্যতিত উযু করা, হাঃ ২১৪), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ প্রত্যেক সলাতের জন্য উযু করা, হাঃ ৬০, ইমাম তিরমিযী বলেন. এ হাদীসটি হাসান সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ প্রত্যেক সলাতের জন্য উযু করা, হাঃ ১৩১), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ প্রত্যেক সলাতের জন্য উযু, হাঃ ৫০৯), আহমাদ (৩/১৩২), সকলেই 'আমর ইবনু 'আমির সূত্রে।

[১৭১] মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, একবার উযু করে অনেক (ওয়াক্ত) সলাত আদায় জায়িয), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ নাবী ﷺ একই উযুতে সমস্ত সলাত আদায় করেছেন, হাঃ ৬১), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ প্রত্যেক সলাতের জন্য উযু করা, হাঃ ১৩৩), আহমাদ (৫/৩৫৮)। তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, 'আবদুর রহমান ... উপরোক্ত সানাদে। এছাড়াও আহমাদ (৫/৩৫০, ৩৫১) সকলেই সুফয়ান সূত্রে আলক্বামাহ হতে তিনি ইবনু বুরাইদাহ হতে তার পিতার সূত্রে। এর সানাদ সহীহ এবং ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ প্রত্যেক সলাতের জন্য উযু করা, হাঃ ৫১০) সুফয়ান সূত্রে মুহারিব ইবনু দিসার হতে, তিনি সুলাইমান ইবনু বুরাইদাহ হতে তার পিতার সূত্রে অনুরূপ। এর সানাদও সহীহ।

٦٧ – باب تَفْرِيقِ الْوُضُوءِ

অনুচ্ছেদ- ৬৭ ঃ উযুর মধ্যে কোন অঙ্গের কোন অংশ শুকনা থাকলে

١٧٣ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمَيْهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ " .

– صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ وَلَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ ابْنُ وَهْبٍ وَحْدَهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزَرِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ قَالَ " ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ " .

১৭৩। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি উযু করে নাবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হল। কিন্তু (উযুতে) তার পায়ে নখ পরিমাণ জায়গা শুকনা ছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, 'ফিরে যাও এবং উত্তমরূপে আবার উযু করে এসো।'[১৭২]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেছেন, এ হাদীসটি প্রসিদ্ধ নয়। এটি কেবল ইবনু ওয়াহ্হাব বর্ণনা করেছেন। আর মা'ক্বিল ইবনু 'উবাইদুল্লাহ আল-জাযারী আবূ যুবাইর হতে, তিনি জাবির (রাঃ) হতে, তিনি 'উমার (রাঃ) হতে, তিনি নাবী ﷺ হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ তিনি বলেছেন, 'ফিরে যাও এবং উত্তমরূপে উযু করে এসো।'

---

[১৭২] মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ উযুর সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পূর্ণরূপে ধোয়া ওয়াজিব), আহমাদ (১/২১) ইবনু লাহী'আহ সূত্রে আবুয যুবাইর হতে। ইবনু লাহী'আহ একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার অনুসরণ (তাবে') করেছেন মাক্বাল, আবুয যুবাইর হতে, যা সহীহ মুসলিমে রয়েছে। তার হাদীস শ্রবণের বিষয়টি অন্যত্র স্পষ্ট হয়েছে আহমাদের নিকট (১/২৩, হাঃ ১৫৩) ঃ তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন হুসাইন, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনু লাহী'আহ, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবুয যুবাইর, জাবির সূত্রে। অর্থাৎ (حدثنا) শব্দ যোগে বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারাই তাদলীসের সংশয় দূরীভূত হয়ে গেছে। সুতরাং হাদীসটি প্রমাণযোগ্য সহীহ।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। উযুর অঙ্গগুলি পূর্ণরূপে ধৌত করা ওয়াজিব। উযুতে যেসব অঙ্গ ধৌত করা ওয়াজিব সেসবের কোনটি ধৌত করা কেউ ছেড়ে দিলে, চাই তা অজ্ঞতা বা ভুল বশতঃ হোক না কেন তার পবিত্রতা অর্জন শুদ্ধ হবে না। এ ব্যাপারে সকলে একমত।

২। হাদীসটি আরো প্রমাণ করে, অজ্ঞ লোককে বন্ধুত্ব সুলভ আচরণের সাথে তা'লীম দিতে হবে।

৩। জ্ঞানী ব্যক্তি কোন ভুল ও অন্যায় দেখলে তাতে নীরব থাকবেন না বরং তা সংশোধন ও দূর করবেন।

١٧٤ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، وَحُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَى قَتَادَةَ .

১৭৪। হাসান বাসরী (রহঃ) থেকে নাবী ﷺ সূত্রে ক্বাতাদাহর অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।[১৭৩]

সহীহ লিগাইরিহি।

١٧٥ – حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ بَحِيرٍ، – هُوَ ابْنُ سَعْدٍ – عَنْ خَالِدٍ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِ النَّبِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ .

– صحيح .

১৭৫। নাবী ﷺ-এর জনৈক সহাবী সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ দেখলেন, এক ব্যক্তি সলাত আদায় করছে, অথচ তার পায়ের উপরিভাগে এক দিরহাম পরিমাণ স্থান শুকনো, (উযুর সময়) তাতে পানি পৌঁছেনি। নাবী ﷺ তাকে পুনরায় উযু করে সলাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন।[১৭৪]

সহীহ।

٦٨ – باب إِذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ

অনুচ্ছেদ- ৬৮ ঃ উযু নষ্টের সন্দেহ হলে

١٧٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّىْءَ فِي الصَّلاَةِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ فَقَالَ " لاَ يَنْفَتِلُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا " .

– صحيح : ق .

১৭৬। 'আব্বাদ ইবনু তামীম হতে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-এর কাছে অভিযোগ করল যে, কখনো সলাতের মধ্যে কিছু একটা সন্দেহ হয় যে, তার উযু হয়ত নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি বললেন, (বায়ু নির্গত হওয়ার) শব্দ না শুনা কিংবা গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত সলাত ছাড়বে না।[১৭৫]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

---

[১৭৩] পূর্বেরটির ন্যায় এটিও সহীহ।

[১৭৪] আহমাদ (৩/৪২৪) বাক্বিয়্যাহ সূত্রে, তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়াহ্।

[১৭৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সন্দেহ বশতঃ উযু করতে হবে না, হাঃ ১৩৭), মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর উযু নষ্ট হওয়ার সন্দেহ হলেও ঐ অবস্থায় সলাত আদায় করা জায়িয) সুফয়ান সূত্রে 'উআইনাহ হতে।

١٧٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا " .

- صحيح : م .

১৭৭। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি সলাত আদায়রত অবস্থায় পশ্চাৎদ্বারে (মলদ্বারে) স্পন্দন অনুভব করে, অথবা বায়ু নির্গত হয়েছে কিনা এ ব্যাপারে তার সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তাহলে শব্দ না শুনা কিংবা গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত সে সলাত পরিত্যাগ করবে না।[১৭৬]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٦٩ - باب الْوُضُوءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

অনুচ্ছেদ- ৬৯ ঃ চুম্বন দিলে উযু করা প্রসঙ্গে

١٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي رَوْقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ وَغَيْرُهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ وَلَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَكَانَ يُكْنَى أَبَا أَسْمَاءَ .

- صحيح .

১৭৮। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাকে চুম্বন দিয়েছেন, কিন্তু এ জন্য উযু করেননি।

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ফিরয়াবী এবং অন্যরাও হাদীসটি অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) আরো বলেন, এটি মুরসাল হাদীস। কারণ ইব্রাহীম আত-তাইমী 'আয়িশাহ্ ﷺ থেকে কিছুই শোনেননি। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) আরো বলেন, ইব্রাহীম আত-তাইমী চল্লিশ বছরে পদার্পণের আগেই মৃত্যু বরণ করেন। তার কুনিয়াত ছিল আবূ আসমা।[১৭৭]

---

[১৭৬] মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর উযু নষ্ট হবার সন্দেহ হলেও ঐ অবস্থায় সলাত আদায় জায়িয), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ বায়ু নির্গত হওয়ার কারণে উযু করা, হাঃ ৭৫, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ৭২১), আহমাদ (২/৪১২), ইবনু খুযাইমাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ২৪)।

[১৭৭] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ চুম্বন করলে উযু না করা, হাঃ ১৭০) প্রত্যেকেই সাওরী সূত্রে আবূ যাম'আহ হতে। আবূ দাউদ বলেন, এটি মুরসাল বর্ণনা। ইবরাহীম তায়মী 'আয়িশাহ হতে কিছুই শুনেননি। ইমাম নাসায়ী বলেন, এই অনুচ্ছেদে এর চেয়ে উত্তম হাদীস আর নেই, যদিও তা মুরসাল। তকে হাদীসটিকে

١٧٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَنْ هِيَ إِلاَّ أَنْتِ فَضَحِكَتْ . - **صحيح** .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا رَوَاهُ زَائِدَةُ وَعَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ .

১৭৯। 'আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাঁর কোন এক স্ত্রীকে চুম্বন করলেন, অতঃপর সলাত আদায়ের জন্য বের হলেন, কিন্তু উযু করলেন না। 'উরওয়াহ বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ ﵂-কে বললাম, 'সেই স্ত্রী আপনি নন কি? ফলে তিনি হেসে দিলেন।[১৭৮]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, সুলাইমান আল-আ'মাশ সূত্রে যায়িদাহ এবং 'আবদুল হামীদ আল-হিম্মানী অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٨٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْلَدٍ الطَّالْقَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ مَغْرَاءَ - حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، أَخْبَرَنَا أَصْحَابٌ، لَنَا عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ لِرَجُلٍ احْكِ عَنِّي أَنَّ هَذَيْنِ - يَعْنِي حَدِيثَ الأَعْمَشِ هَذَا عَنْ حَبِيبٍ وَحَدِيثَهُ بِهَذَا الإِسْنَادِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ - قَالَ يَحْيَى احْكِ عَنِّي أَنَّهُمَا شِبْهُ لاَ شَىْءَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ مَا حَدَّثَنَا حَبِيبٌ إِلاَّ عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ يَعْنِي لَمْ يُحَدِّثْهُمْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بِشَىْءٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَى حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثًا صَحِيحًا .

১৮০। 'উরওয়াহ আল-মুযানী 'আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ইয়াহ্ইয়াহ্ ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান এক ব্যক্তিকে এ মর্মে আদেশ দেন, আমার সূত্রে ঐ হাদীস দু'টি বর্ণনা কর। অর্থাৎ আ'মাশের হাদীস এবং একই সানাদে

মুত্তাসিল সানাদে বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী (১/২৪/পৃঃ ১৪২) সুফয়ান সওরী সূত্রে আবূ রাওমাহ হতে, তিনি ইবরাহীম আততায়মী হতে তার পিতা হতে 'আয়িশাহ সূত্রে। 'আয়িশাহ সূত্রে এ হাদীসের সানাদ সহীহ মুত্তাসিল।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ স্বামী স্ত্রীকে চুমু দিলে উযু ভঙ্গ হয় না (যদি মযী বা বীর্য নির্গত না হয়)।

[১৭৮] ইবনু জারীর আত-ত্বাবারী 'তাফসীর' (৮/৩৯৬, হাঃ ৯৬২৯), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ চুমু দেয়ার পর উযু করা, হাঃ ৫০২), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ চুমু দিলে উযু করতে হবে না, হাঃ ৮৬), আহমাদ (৬/২১), প্রত্যেকেই ওয়াকী' হতে আ'মাশ সূত্রে উপরোক্ত সানাদে। আহমাদ শাকির বলেন, এর সানাদ সহীহ। এতে কোন দোষ নেই।

ইস্তিহাযা রোগিণী” সম্পর্কে বর্ণিত তার ঐ হাদীস যাতে রয়েছে, ‘ইস্তিহাযা রোগিণী প্রত্যেক সলাতের জন্যই উযু করবে।’ ইয়াহ্ইয়াহ্ ঐ ব্যক্তিকে আরো বলেন, তুমি আমার সূত্রে বর্ণনা কর যে, (আ‘মাশের সূত্রে বর্ণিত) উপরোক্ত হাদীসদ্বয় দুর্বল। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, সাওরী বলেছেন, হাবীব আমাদের কাছে কেবল ‘উরওয়াহ আল-মুযানীর সূত্রেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ তিনি তাদের কাছে ‘উরওয়াহ ইবনুয যুবাইরের সূত্রে কোন হাদীস বর্ণনা করেননি। আবূ দাউদ আরো বলেন, অবশ্য হামযাহ আয-যাইয়্যাত, হাবীব এবং ‘উরওয়াহ ইবনু যুবাইরের থেকে ‘আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে একটি সহীহ হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১৭৯]

---

[১৭৯] এতে কয়েকজন অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছে। ইমাম তিরমিযী বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারীকে বলতে শুনেছি এ হাদীস দুর্বল এবং ‘উরওয়াহ হতে হাবীব ইবনু আবূ সাবিত শুনেননি।

মাসআলাহ ঃ স্ত্রীকে স্পর্শ করলে উযু ভঙ্গ হয় কিনা?

*** উযু নষ্ট হওয়ার পক্ষে দলীলসমূহ ঃ**

এ মতের পক্ষে গিয়েছেন তারা, যাদের ধারণা কুরআনুল কারীমের أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا আয়াতে বর্ণিত লাম্‌স তথা স্পর্শ করার অর্থ হচ্ছে সহবাস ছাড়া অন্য কিছু। যেমন, হাত দ্বারা স্পর্শ করা ও ঠেলা দেয়া। এ মতের পক্ষের দলীলসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(ক) ‘আবদুর রহমান ইবনু আবূ লায়লাহ হতে মু‘আয ইবনু জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি নাবী ﷺএর নিকট বসা ছিলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! কোন ব্যক্তি যদি তার জন্য বৈধ নয় এমন কোন মহিলার সাথে এমন সব কাজ করে, যা তার নিজের স্ত্রীর সাথে করে থাকে। অর্থাৎ সহবাস ছাড়া কোন কাজই সে বাকী রাখল না, তাহলে তার হুকুম কি? জবাবে নাবী ﷺ বললেন, এ ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করবে অতঃপর উঠে সলাত আদায় করবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل **আয়াতটি নাযিল করলেন। এরপর মু‘আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বললেন, এ হুকুমকি তার জন্য খাস নাকি সমস্ত মুসলিমের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য? নাবী ﷺ বললেন, না, বরং সকল মুসলিমের জন্য প্রযোজ্য।** (দারাকুতনী, বায়হাক্বী, হাকিম, তিনি এতে নিরব থেকেছেন। ইমাম তিরমিযীও হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাফসীর অধ্যায়ে সূরাহ ১১,অনুঃ ৫, তিনি বলেন, এ হাদীসের সানাদ মুত্তাসিল নয়। কারণ ‘আবদুর রহমান ইবনু আবূ লায়লাহ হাদীসটি মু‘আয ইবনু জাবাল থেকে শুনেননি)

হাদীসটিতে বহু উদ্দেশ্যের সম্ভাবনা রয়েছে। তা হল ঃ হতে পারে রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বরকতের জন্য এবং গুনাহ মোচনের জন্য উযু করার হুকুম দিয়েছেন উযু ভঙ্গ হওয়ার কারণে নয়। সেজন্যই তিনি তাকে বলেছেন ‘তুমি উত্তমরূপে উযু করে নিবে। কেননা হাদীসে আছে কোন পাপ করার পর উযু করে দু’রাক‘আত সলাত আদায় করলে পাপ দূরিভুত হয়। অথবা লোকটির মযী নির্গত হয়েছিল, সেজন্য উযুর নির্দেশ দিয়েছেন। অথবা লোকটি সলাতের শর্ত জানতে চেয়েছিল। হাদীসে তো এ কথার প্রমাণ নেই যে, লোকটি প্রথমে উযু অবস্থায় ছিল, তারপর স্বীয় নারীকে স্পর্শ করার কারণে তার উযু ভঙ্গ হয়ে গেছে। সুতরাং যখন কোন হাদীস বিভিন্ন অর্থের সম্ভাবনা রাখে সেই হাদীস নির্দ্দিষ্ট কোন বিষয়ের দলীল হতে পারে না।

(খ) আবূ ‘উবাইদাহ বর্ণনা করেন, **ইবনু মাসউদ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি হাত দ্বারা স্বীয় স্ত্রীকে স্পর্শ করলে এবং চুম্বন করলে উযু করতে হবে। তিনি** أو لامستم النساء **আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতেন, এর অর্থ হচ্ছে হাত দ্বারা ঠেলা বা স্পর্শ করা-** (ত্বাবারানী ‘কাবীর’, আবূ ‘উবাইদ (র) পিতা থেকে শ্রবণ করেননি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ)। ইবনু মাসউদ সূত্রে ‘মাজমাউয যাওয়ায়িদ’ গ্রন্থে আরো রয়েছে ঃ ইবনু মাসউদ বলেন ঃ মুলামাসা হল পুরুষ

কর্তৃক স্বীয় স্ত্রীর শরীর কামোদ্দীপনার সাথে স্পর্শ করা। এতে উযু ওয়াজিব হবে।" এর সানাদে হাম্মাদ ইবনু সুলায়মান রয়েছে। তার দ্বারা দলীল গ্রহণে মতভেদ আছে। তবে ইবনু মাউদ হতে এ বিষয়ে সহীহ আসার রয়েছে।

(গ) **আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ হাতের যিনা হচ্ছে স্পর্শ করা।** (বায়হাক্বী)

(ঘ) **মাঈয এর কিস্সা ঃ সম্ভবত তুমি চুম্বন করেছ অথবা স্পর্শ করেছ।** (নায়লুল আওত্বার)

(ঙ) **ইবনু 'উমার (রাঃ) বলেন ঃ লাম্স হচ্ছে সহবাস ব্যতীত অন্য কিছু। তাই কেউ স্ত্রীকে স্পর্শ করলে তাকে উযু করতে হবে-** (বায়হাক্বী)। কিন্তু 'আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে ঃ তার নিকট যখন 'চুমু দিলে উযু করতে হয়' ইবনু 'উমারের এ বক্তব্য পৌঁছে তখন তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ রোযা অবস্থায় নিজ স্ত্রীকে চুম্বন করতেন। কিন্তু এরপর উযু করতেন না। (দারাকুতনী, সানাদ হাসান)

এছাড়া বায়হাক্বীর 'সুনানুল কুবরা'তে ইবনু মাসউদ, ইবনু 'উমার ও উমার (রাঃ) সূত্রে অনুরূপ আসার বর্ণিত আছে। অর্থাৎ তাঁদের মতে, আয়াতে লাম্স দ্বারা সহবাস উদ্দেশ্য নয়। অতঃপর ইমাম বায়হাক্বী উল্লেখ করেন যে, ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) তাদের বিপরীত মত দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ এর দ্বারা সহবাস উদ্দেশ্য। সুতরাং স্ত্রীকে স্পর্শ করলে উযু জরুরী নয়। ইবনু 'আব্দুল বার 'উমার বর্ণিত আসারকে দুর্বল বলেছেন। তিনি বলেন, এটা তাদের ভুল। আসারটি ইবনু 'উমার সূত্রে সঠিক, উমার সূত্রে নয়। (দেখুন, নাসবুর রায়াহ)

*** উযু নষ্ট না হওয়ার পক্ষে বর্ণিত দলীলসমূহ ঃ**

এ মতের পক্ষে গিয়েছেন তারা, যাদের ধারণা কুরআনুল কারীমের أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا আয়াতে বর্ণিত লাম্স তথা স্পর্শ করার অর্থ হচ্ছে সহবাস। এ মতটিই বেশি মজবুত ও সঠিক। এর পক্ষে বর্ণিত দলীলসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(ক) **'উরওয়াহ হতে 'আয়িশাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নাবী ﷺ কখনো তাঁর কোন স্ত্রীকে চুম্বন করতেন, অতঃপর সলাত আদায় করতেন কিন্তু উযু করতেন না।" উরওয়াহ বিন যুবাইর বলেন, সেই স্ত্রী আপনি ছাড়া আর কেইবা হবেন, এ কথা শুনো 'আয়িশাহ (রাঃ) হেসে দিলেন।** (সহীহ ইবনু মাজাহ ৪১২, সুনান আবূ দাউদ ১৭৯, সহীহ তিরমিযী, সহীহ সুনান নাসায়ী, আহমাদ, মিশকাত ৩২৩, আলবানী একে সহীহ বলেছেন। আহমাদ শাকির বলেন, এর সানাদ সহীহ। এর কোন দোষ নেই)

(খ) **ইবরাহীম আত-তায়মী হতে 'আয়িশাহ্ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাকে চুম্বন দিয়েছেন, কিন্তু এ জন্য উযু করেননি।** (হাদীস সহীহ, সুনান আবূ দাউদ ১৭৮, নাসায়ী ১৭০, ইমাম আবূ দাউদ বলেন, এটি মুরসাল বর্ণনা। ইবরাহীম তায়মী 'আয়িশাহ হতে শুনেননি। ইমাম নাসায়ী বলেন, এই অনুচ্ছেদে এর চেয়ে উত্তম হাদীস আর নেই, যদিও তা মুরসাল। এ হাদীসটিকে মুত্তাসিল সানাদে বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী সুফয়ান সওরী সূত্রে আবূ রাওমাহ হতে, তিনি ইবরাহীম আততায়মী হতে তার পিতা হতে 'আয়িশাহ সূত্রে। 'আয়িশাহ সূত্রে এ হাদীসের সানাদ সহীহ মুত্তাসিল। আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

(গ) **'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি এক রাতে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিছানায় না পেয়ে (অন্ধকারে) হাতড়াতে লাগলাম। হঠাৎ আমার হাতখানি তার পায়ের তালুতে গিয়ে লাগলো। তখন তিনি সাজদাহরত অবস্থায় ছিলেন এবং পা দুটি খাড়া ছিল। তিনি বলছিলেন ঃ আল্লাহুম্মা ইন্নি আ'উযুবিকা বিরিজাকা মিন সাখতিকা...।** (সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, নাসায়ী, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি সহীহ। শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন)

কারো মতে, উক্ত স্পর্শ সংঘটিত হয়েছে কাপড়ের আবরণের সাথে। তাই উযু ভঙ্গ হয় নি। আল্লামা যায়লাঈ বলেন ঃ এটি বহু দূরের ব্যাখ্যা। হাদীসের শব্দই ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করে দেয়- (নাসবুর রায়াহ)। আল্লামা শাওকানী বলেন ঃ 'আয়িশাহ'র হাদীসের জবাবে ইবনু হাজার 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে বলেছেন যে, "এখানে স্পর্শ

করার বিষয়টি পর্দার সাথেও হতে পারে অথবা এটি তার জন্য খাস ছিল" এটি একান্তই কৃত্রিমতা এবং যাহিরের বিপরীত কথা। এর কোনই দলীল নেই। (নায়লুল আওত্বার)

(ঘ) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহর সামনে ঘুমিয়ে থাকতাম। আমার পা দুটো ক্বিবলাহর দিকে থাকত। যখন তিনি সাজদাহ দিতেন তখন হাত দিয়ে আমাকে ঠেলা দিতেন। ফলে আমি পা টেনে নিতাম। আবার তিনি যখন দাঁড়িয়ে যেতেন তখন আমি পা দুটো আবার ছড়িয়ে দিতাম। 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, তখন ঘরে বাতি থাকতো না। (সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম, সুনানু নাসায়ী, আলবানী একে সহীহ বলেছেন)

(ঙ) 'আয়িশাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আদায় করতেন আর আমি তার সামনে জানাযার মত আড়াআড়িভাবে থাকতাম। অতঃপর যখন তিনি বিতর সলাত আদায়ের ইচ্ছা করতেন তখন আমাকে স্বীয় পা দ্বারা স্পর্শ করতেন। (সুনানু নাসায়ী, অনুঃ কামোদ্দীপনা ছাড়া পুরুষ যদি কোন মহিলাকে স্পর্শ করে তবে উযু করার প্রয়োজন নেই। হাফিয 'আত-তালখীস গ্রন্থে বলেন ঃ এর সানাদ সহীহ। আলবানী একে সহীহ বলেছেন সহীহ নাসায়ী হা/১৬৬, সহীহ আবূ দাউদ হা/৭০৭। হাদীসটি আরো বর্ণিত আছে সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম গ্রন্থে)

'আলিমগণ এ হাদীস দ্বারা এভাবে দলীল গ্রহণ করেন যে, আয়াতে যে লামস্ শব্দ এসেছে, এর অর্থ হচ্ছে সহবাস। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতে সর্বদাই তাকে এভাবে স্পর্শ করতেন। যদি এতে উযু নষ্ট হতো তাহলে তিনি সলাত আদায় অব্যাহত রাখতেন না।)

(চ) 'আয়িশাহ (রাঃ) বলেন, এক রাতে আমি নাবী ﷺ কে না পেয়ে মনে মনে ভাবলাম, তিনি হয়ত তাঁর দাসী মারিয়ার কাছে গিয়েছেন। তখন আমি ঘুম থেকে উঠে প্রাচীর তালাশ করতে লাগলাম এবং রসূলুল্লাহ ﷺ-কে সলাতরত অবস্থায় পেলাম। তখন হঠাৎ করে আমি আমার হাতখানা তাঁর চুলের ভেতর ঢুকিয়ে দিলাম, পরিক্ষা করে দেখার জন্য যে, আসলে তিনি গোসল করেছেন কিনা? অতঃপর সলাত শেষ করে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে 'আয়িশাহ! তোমাকে শাইত্বন পেয়ে বসেছে। (ত্বাবারানী সাগীর)

(ছ) উম্মু সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সওম পালনরত (রোযা) অবস্থায় তাকে চুম্বন করতেন। এরপর রোযা ছাড়তেন না এবং নতুনভাবে উযুও করতেন না। (ত্বাবারী)

(জ) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, চুম্বন করলে উযু ওয়াজিব হয় না। (দারাকুতনী, তিনি একে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন)

উল্লেখ্য, এ বিষয়ে কিছু দুর্বল হাদীসও রয়েছে। যেমন, ইবনু 'আদীর কামিল গ্রন্থে আবূ উমামাহ হতে, ত্বাবারানী আওসাত্বে আবূ হুরাইরাহ হতে এবং ইবনু হিব্বানের যু'আফা গ্রন্থে ইবনু 'উমার (রাঃ) সূত্রে এ বিষয়ে মারফূ হাদীস বর্ণিত আছে। তবে আবূ উমামাহর সানাদে রুকন ইবনু 'আবদুল্লাহ দুর্বল। ইবনু 'উমারের সানাদে গালিব ইবুন 'আবদুল্লাহ দুর্বল।

এছাড়া এ মতের পক্ষে আরো উল্লেখযোগ্য সহীহ হাদীস হচ্ছে, নাবী ﷺ এবং তাঁর স্ত্রীর একই পাত্র হতে উযু করা, অনুরূপভাবে সহাবায়ি কিরামের ঐরূপ উযু করা সম্পর্কিত হাদীস, এতে তো অবশ্যই একজনের হাত অন্যজনের হাতের সাথে স্পর্শ হয়ে থাকে, যদি নারীর স্পর্শ উযু ভঙ্গের কারণ হতো তাহলে নাবী ﷺ মহিলাদের এভাবে উযু করার সুযোগ দিতেন না। এমনিভাবে রসূলুল্লাহ ﷺ এর ই'তিকাফরত অবস্থায় স্বীয় স্ত্রী কর্তৃক চুল আচড়ানো সর্ম্পকিত হাদীস, ইত্যাদি। মুলত এ সম্পর্কে আরো বহু শাহিদ হাদীস ও আসার রয়েছে। আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার আশংকায় সেগুলো উল্লেখ করা হলো না।

*** এ বিষয়ে কয়েকজন বিজ্ঞ 'আলিমের ফাতাওয়াহ ঃ**

*** ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেন ঃ** স্ত্রীকে স্পর্শ করলে উযু নষ্ট হয় কিনা এ বিষয়ে ফাক্বীহগণের তিনটি অভিমত রয়েছে ঃ **এক ঃ** উযু নষ্ট হবে না। এটি ইমাম আবূ হানিফা ও অন্যদের অভিমত। **দুই ঃ**

٧٠ – باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

অনুচ্ছেদ- ৭০ ঃ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে উযু করা প্রসঙ্গে

١٨١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ، يَقُولُ دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الْوُضُوءُ . فَقَالَ مَرْوَانُ وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ . فَقَالَ عُرْوَةُ مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ . فَقَالَ مَرْوَانُ أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ " .

– صحيح .

কামোদ্দীপনার সাথে স্পর্শ করলে উযু নষ্ট হবে। স্বাভাবিক স্পর্শে নষ্ট হবে না। এটি ইমাম মালিক এবং মাদীনাহ্বাসীর অভিমত। উল্লেখ্য, ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম আবূ ইউসূফ বলেছেন ঃ তবে উত্তেজনা বেশি হলে ভিন্ন কথা, যদিও তাতে মযী নির্গত না হয়। ইমাম মালিক হতেও এ কথা এসেছে। তিন ঃ স্পর্শ করলেই উযু ভঙ্গ হবে। এটি ইমাম শাফিঈ ও অন্যদের অভিমত।

এ বিষয়ে সহীহ কথা হচ্ছে দুই উক্তির একটি। হয়ত প্রথমটি, যা সাধারনভাবেই উযু ভঙ্গ না হওয়ার কথা বলছে। অথবা দ্বিতীয়টি, যা কামোদ্দীপনার সাথে স্পর্শকে উযু ভঙ্গের কারণ বলছে। কিন্তু তৃতীয় মতটি অতি দুর্বল। যাতে কোন উত্তেজনা ছাড়া কেবল স্পর্শ করলেই উযু ওয়াজিব হওয়ার কথা বলছে। কোন সহাবী থেকেই এ মতটি জানা যায় না। এমনকি নাবী ﷺ থেকে কেউ এরূপ কথা বর্ণনা করেননি যে, তিনি কেবল স্পর্শ করার কারণে উযুর নির্দেশ দিয়েছেন। বরং হাদীসে আছে ঃ নাবী ﷺ ই'তিকাফের অবস্থায় স্বীয় স্ত্রীর হাতে মাথা আচরিয়েছেন, সলাতরত অবস্থায় 'আয়িশাহকে হাত দিয়ে স্পর্শ করেছেন যেন 'আয়িশাহ পা গুটিয়ে নেন ইত্যাদি। যা উক্ত মততে দুর্বল প্রমাণ করে।

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেন ঃ মধ্যমপন্থা হচ্ছে সেই মত যারা উভয় হাদীসগুলোকে একত্রিত করে এ মত দিয়েছেন যে ঃ নারীকে স্পর্শ করলে উযু ভঙ্গ হবে না কিন্তু কামোদ্দীপনার সাথে স্পর্শ করলে উযু ভঙ্গ হবে। (মাজমু'আহ ফাতাওয়াহ লি ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ থেকে সংক্ষেপিত)

* শায়খ সালিহ আল-উসাইমিন (রহঃ) বলেন ঃ বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, স্ত্রীকে স্পর্শ করলে কখনোই উযু ভঙ্গ হবে না। এ কথার দলীল হচ্ছে, নাবী ﷺ থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত, তিনি স্ত্রীকে চুম্বন করে সলাত আদায় করতে বের হয়েছেন কিন্তু উযু করেননি। কেননা আসল হচ্ছে দলীল না থাকলে উযু ভঙ্গ না হওয়া। কেননা শারঈ দলীলের ভিত্তিতে তার উযু প্রমাণিত হয়েছে। আর যা শারঈ দলীলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তা শারঈ দলীল ছাড়া নষ্ট হবে না। যদি বলা হয়, আল্লাহ তো বলেছেন ঃ "অথবা তোমরা যদি স্ত্রীকে স্পর্শ কর।" উত্তরে বলা হবে ঃ আয়াতে স্ত্রীদের স্পর্শ করার অর্থ হচ্ছে তাদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হওয়া। যেমনটি ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাই আমরা বললো, স্ত্রীকে স্পর্শ করা কখনোই উযু ভঙ্গের কারণ নয়। চাই স্পর্শ উত্তেজনার সাথে হোক বা উত্তেজনার সাথে না হোক। তবে স্পর্শ করার কারণে যদি কোন কিছু নির্গত হয় তবে তার বিধান ভিন্ন। যদি বীর্য বের হয়, তবে গোসল করা ফারয আর যদি মযী নির্গত হয় তবে অণ্ডকোষসহ লিঙ্গ ধৌত করে উযু করা আবশ্যক। (দেখুন, ফাতাওয়াহ আরকানুল ইসলাম)

সারকথা ঃ স্বাভাবিক অবস্থায় নারী স্পর্শ করা উযু ভঙ্গের কারণ নয়। অনুরূপভাবে উত্তেজনা প্রবল না হলে নারীকে স্পর্শ করার কারণে উযু ওয়াজিব নয়। কিন্তু প্রবল উত্তেজনার সাথে নারীকে স্পর্শ করলে (মযী নির্গত না হলেও) উযু ভঙ্গ হবে। নারী স্পর্শের যে কোন অবস্থায় বীর্যপাত হলে গোসল করা ওয়াজিব। আর মযী নির্গত হলে উযু করা ওয়াজিব হবে। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

১৮১। 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ বাক্‌র সূত্রে বর্ণিত। তিনি 'উরওয়াহ (রহঃ)-কে বলতে শুনেছেন, আমি মারওয়ান ইবনু হাকামের নিকট গিয়ে উযু নষ্ট হওয়ার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করলাম। মারওয়ান বললেন, পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলেও (উযু করতে হবে)। 'উরওয়াহ বললেন, আমি এ বিষয়টি অবহিত নই। মারওয়ান বললেন, 'বুসরাহ বিনতু সাফওয়ান ﷺ আমাকে জানালেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ কেউ নিজ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে যেন উযু করে।[১৮০]

সহীহ।

---

[১৮০] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে উযু করা, হাঃ ১৬৩), মালিক (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ লিঙ্গ স্পর্শ করলে উযু করা, ১/৪২/১৫), আহমাদ (৬/৪০৬/৪০৭), দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে উযু করা, হাঃ ৭২৫) হুমাইদী (৩৫২), সকলেই 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ বাকর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আমর ইবনু হাযম সূত্রে। তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ যৌনাঙ্গ স্পর্শ করলে উযু করতে হবে কিনা, হাঃ ৮২, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ যৌনাঙ্গ স্পর্শ করলে উযু করা, হাঃ ৪৭৯), এবং আহমাদ (৬/৪০৬), ইবনু খুযাইমাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ৩৩) একাধিক সানাদে হিশাম সূত্রে।

মাসআলাহ ঃ লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে উযু করা ওয়াজিব কিনা?

*** লজ্জাসাথান স্পর্শ করলে উযু করতে হবে না- এ মর্মে বর্ণিত হাদীসসূহ ঃ**

(১) ক্বায়স ইবনু ত্বালক্ব ইবনু 'আলী বর্ণিত হাদীস ঃ তিনি বলেন, আমি আমার লজ্জাস্থান স্পর্শ করেছি অথবা বলেছেন, কোন ব্যক্তি সলাতরত অবস্থায় স্বীয় লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে তার উপর উযু ওয়াজিব হবে কি? নাবী ﷺ বললেন, না, এটাতো তোমার শরীরের একটি টুকরা মাত্র।" হাদীসটির চারটি সূত্র রয়েছে ঃ

প্রথম সূত্র ঃ ইবনু মাজাহ বাদে অন্যান্য সুনান সংকলকগণ বর্ণনা করেছেন, মুলাযিম ইবনু 'আমর ও 'আবদুল্লাহ ইবনু বাদর হতে ক্বায়স ইবনু ত্বালক্ব ইবনু 'আলী হতে তার পিতা সূত্রে মারফূভাবে...। ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ 'এ অনুচ্ছেদে আবূ উমামাহ থেকে বর্ণিত হাদীসও রয়েছে। হাদীসটির এক সূত্রে আইয়ূব ইবনু উতবাহ ও মুহাম্মাদ ইবনু জাবির রয়েছে। আইয়ূব ও মুহাম্মাদ সম্পর্কে কতিপয় মুহাদ্দিসীনে কিরাম সমালোচনা করেছেন। অতএব মুলাযিম ইবনু 'আমরের হাদীসটিই অধিকতর সহীহ এবং উত্তম।' ইমাম বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা'তে বলেন ঃ সানাদের এই মুলাযিম ইবনু 'আমরের ব্যাপারে আপত্তি আছে।

দ্বিতীয় সূত্র ঃ যা বর্ণনা করেছেন ইবনু মাজাহ মুহাম্মাদ ইবনু জাবির হতে ক্বায়স ইবনু ত্বালক্ব হতে। সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু জাবির দুর্বল। ফাল্লাস বলেন ঃ তিনি মাতরূক। ইবনু মাঈন বলেন, তিনি কিছুই না।

তৃতীয় সূত্র ঃ 'আবদুল হামীদ ইবনু জা'ফার হতে আইয়ূব ইবনু মুহাম্মাদ আল-'আজালী থেকে ক্বায়স ইবনু ত্বালক্ব সূত্রে। এটি ইবনু 'আদীতে রয়েছে। সানাদের 'আবদুল হামীদকে সাওরী, 'আজলী ও ইবনু মাঈন দুর্বল বলেছেন।

চতুর্থ সূত্র ঃ আইয়ূব ইবনু উতবাহ আল ইয়ামানী হতে ক্বায়স ইবনু ত্বালক্ব থেকে তার পিতা সূত্রে। এটি বর্ণনা করেছেন আহমাদ। ইবনু মাঈন বলেন ঃ আইয়ূব ইবনু উতবাহ কিছুই না। ইমাম নাসায়ী বলেন ঃ তিনি মুযতারিবুল হাদীস।

আলোচ্য হাদীসের প্রথম সূত্রটি সম্পর্কে ত্বাহাভী 'শারহু মাআনিল আসার' গ্রন্থে বলেন ঃ এ হাদীসের সানাদ মুস্তাকিম, এর সানাদ ও মাতান মুযতারিব নয়। তিনি 'আলী ইবনুল মাদীনী সূত্রে বর্ণনা করেন যে, এ হাদীসখানা আমার নিকট বুসরাহর হাদীসের তুলনায় উত্তম।' ইমাম বায়হাক্বী বলেন, হাদীসটি ইকমিরা ইবনু 'আম্মারও ত্বালক্ব থেকে মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। ইকরিমা ইবনু 'আম্মারের তা'দীল নিয়ে সমালোচনা

আছে। ইয়াহইয়া ইবনু কাত্তান ও আহমাদ ইবনু হাম্বাল তাকে কটাক্ষ করেছেন। আর ইমাম বুখারী বলেছেন, তিনি খুবই দুর্বল।

উল্লেখ্য, ত্বালক্ব ইবনু 'আলীর হাদীসকে ইমাম ত্বাবারানী, ইবনু হিব্বান, ফাল্লাস ও ইবনু হাযম সহীহ বলেছেন। কিন্তু ইমাম ত্বাবারানী, ইবনু হিব্বান, ইবনুল 'আরাবী, হাযিমী ও অন্যরা বলেছেন যে, ত্বালক্ব ইবনু 'আলীর হাদীসটি মানসূখ হয়ে গেছে। অন্যদিকে ত্বালক্ব ইবনু 'আলীর হাদীসকে যারা দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন তারা হলেন ইমাম শাফিঈ, আবূ হাতিম, আবূ যুর'আহ, ইমাম বায়হাক্বী, ইবনুল জাওযী এবং আরো অনেকে। ইয়াহইয়াহ ইবনু মাঈন বলেন ঃ অধিকাংশ লোক ক্বায়স ইবনু ত্বালক্ব এর হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেন না। ইবনু আবূ হাতিম বলেন, আমি আমার পিতা এবং আবূ যুর'আহকে ক্বায়স বর্ণিত এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন ঃ ক্বায়স ইবনু ত্বালক ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত নন যাদের দ্বারা দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়। তারা উভয়ে তাকে সন্দেহ করেন এবং প্রমাণযাগ্য মনে করেন না।

(২) জা'ফার ইবনু যুবাইর হতে ক্বাসিম থেকে আবূ উমামাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত ঃ এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি সলাতরত অবস্থায় আমার জননেন্দ্রীয় স্পর্শ করেছি। নাবী ﷺ বললেন ঃ কোন অসুবিধা নেই। সেটাতো তোমার শরীরের একটি টুকরা মাত্র। (ইবনু মাজাহ, হা/৪৮৪। হাদীসটি দুর্বল। ইমাম বুখারী, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম দারাকুতনী বলেন ঃ সানাদের জা'ফার মাতরূক এবং ক্বাসিম দুর্বল।

(৩) ফাযল ইবনু মুখতার হতে, তিনি 'উবাইদুল্লাহ ইবনু মুয়াহ্হাব হতে উসমাহ ইবনু মালিক আর-খিতমী (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল! আমি সলাতে চুলকাচ্ছিলাম, এক পর্যায়ে আমার হাত আমার লজ্জাস্থানে লেগে যায়। নাবী ﷺ বললেন ঃ আমিও এরূপ করে থাকি। (দারাকুতনী, হাদীসটি দুর্বল। ইবনু 'আদী বলেন ঃ সানাদের ফাযল ইবনু মুখতার বর্ণিত হাদীসাবলী মুনকার। আবূ হাতিম বলেন ঃ তিনি মাজহুল, তার বর্ণিত হাদীস মুনকার। তিনি বাতিল হাদীসাবণলী বর্ণনা করেন)

এছাড়াও এ মতের পক্ষে কতিপয় সহাবা হতে কিছু আসার বর্ণিত আছে। তাঁরা হলেন, 'আলী, ইবনু মাসউদ, 'আম্মার ইবনু ইয়াসার, 'ইমরান ইবনুল হুসাইন, হুযাইফাহ, সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাসের এক রিওয়ায়াত, ইবনু 'আব্বাসের এক রিওয়ায়াত এবং আবূ দারদা (রাঃ) বর্ণিত আসার। এ মতের পক্ষে রয়েছে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের এক রিওয়ায়াত, সাঈদ ইবনু জুবাইর, ইবরাহীম নাখায়ী, রবী'আহ, সুফিয়ান সাওরী, আবূ হানীফাহ ও তার সাথীবর্গ এবং কূফাবাসী। কিন্তু অধিকাংশ সহাবায়ি কিরাম, তাবেঈন ও ইমামগণ-এর বিপরীত মত পোষণ করেছেন। অর্থাৎ জমহুর উলামায়ি কিরাম এ মতের বিপক্ষে। সামনে তাদের বর্ণনা আসবে।

*** লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে উযু করা ওয়াজিব- এ মর্মে বর্ণিত হাদীসসূহ ঃ**

(১) বুসরাহ বিনতু সফওয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি স্বীয় জননেন্দ্রীয় স্পর্শ করে তবে সে যেন উযু করে নেয়। (হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মালিক, শাফিঈ, আহমাদ, আবূ দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী, দারাকুতনী ও হাকিম। এবং তারা সকলেই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ইবনু মাজাহ, ত্বাহাভী, দারিমী, তায়ালিসি, ত্বাবারানী সাগীর গ্রন্থে বুসরাহ হতে একাধিক সানাদে মারফূ'ভাবে। হাদীসটিকে আরো যারা সহীহ বলেছেন তারা হলেন, ইমাম ইবনু মাঈন, হাযিমী, বায়হাক্বী ও ইবনু হিব্বান প্রমূখ মুহাদ্দিসীনে কিরাম। শায়খ আলবানী একে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন ইরওয়া (হা/১১৬)। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, এটিই সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধতম)

(২) উম্মু হাবীবাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস ঃ কেউ স্বীয় লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে সে যেন উযু করে নেয়। (হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনু মাজাহ, ত্বাহাভী, বায়হাক্বী। হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল, ইমাম আবূ যুর'আহ, ইমাম হাকিম। ইবনুস্ সাকান বলেন, এর কোন দোষ আছে বলে আমার জানা নেই। শায়খ আলবানীও হাদীসটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন ইরওয়া হা/১১৭)

হাফিয 'আত-তালখীস' গ্রন্থে এ হাদীসটি একদল সহাবায়ি কিরাম (রাযিআল্লাহু আনহুম) হতে বর্ণনা করেছেন। তারা হলেন ঃ বুসরাহ বিনতু সফওয়ান, জাবির, আবূ হুরাইরাহ, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর, যায়দ ইবনু খালিদ, সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস, উম্মু হাবীবাহ, 'আয়িশাহ, উম্মু সালামাহ, ইবনু 'আব্বাস, ইবনু 'উমার, 'আলী ইবনু ত্বালক্ব, নু'মান ইবনু বাশীর, আনাস, উবাই ইবনু কা'ব, মু'আবিয়াহ ইবনু হায়দাহ, ক্বাবীসাহ, উরওয়া বিনতু উনাইস (রাঃ)।

(৩) 'আমর ইবনু শু'আইব হতে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন পুরুষ যদি স্বীয় লজ্জাস্থান স্পর্শ করে তবে সে যেন উযু করে নেয় এবং কোন মহিলা যদি স্বীয় লজ্জাস্থান স্পর্শ করে তবে সেও যেন উযু করে নেয়। (আহমাদ, দারাকুতনী, বায়হাক্বী, আলবানী বলেন, সর্বোপরি হাদীসটির সানাদ হাসান এবং পূর্বের হাদীসের কারণে মাতান সহীহ, ইরওয়া ১/১৫১-১৫২)। বিশুদ্ধ সানাদে দারাকুতনী ও অন্যত্র 'আমর ইবনু শু'আইবের স্বীয় পিতা হতে শ্রবণ এবং শু'আইবের শ্রবণ তার দাদা হতে প্রমাণিত আছে। হাদীসটি ইমাম তিরমিযীও বর্ণনা করেছেন এবং তিনি 'কিতাবুল ইলালে' বর্ণনা করেন যে, ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ এটি আমার নিকটে সহীহ)

(৪) 'আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি তার হাত জননেন্দ্রীয় পর্যন্ত পৌঁছায় এবং জননেন্দ্রীয়ের উপর কোন আবরণ না থাকে তাহলে তার উপর উযু ওয়াজিব হবে। (ইবনু হিব্বান, হাদীসটিকে ইমাম ইবনু হিব্বান, ইমাম হাকিম ও ইবনু 'আবদুল বার (রহঃ) সহীহ বলে অভিহিত করেছেন। ইবনুস সাকান বলেন, এ অধ্যায়ে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে এ হাদীসটি অতি উত্তম)

(৫) যায়দ ইবনু খালিদ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করবে সে যেন উযু করে নেয়। (আহমাদ, বায্যার, ত্বাবারানী, হাদীসের সকল বর্ণনাকারী সহীহ এর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। এতে ইবনু ইসহাক্ব মুদাল্লিস হলেও তিনি এটি হাদ্দাসানী শব্দে বর্ণনা করেছেন। আত-তালখীসুল হাবীর গ্রন্থে রয়েছে ঃ ইসহাক্ব ইবনু রাহওয়াহ স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু বাকর আল-বুরসানী (রহঃ) সূত্রে ইবনু জুরাইজ হতে এ হাদীসটি র্বণনা করেছেন। অতঃপর বলেছেন, এই হাদীসের সানাদ সহীহ)

(৬) জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ তার জননেন্দ্রীয় স্পর্শ করলে তার উপর উযু করা আবশ্যক। (ইবনু মাজাহ, হা/৪৮৫, কেউ কেউ এটি মুরসালভাবেও বর্ণনা করেছেন। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

(৭) আবূ আইয়ুব (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি ঃ কেউ স্বীয় লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে সে যেন উযু করে নেয়। (ইবনু মাজাহ, হা/৪৮৭, শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

(৮) ইবনু 'উমার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ স্বীয় লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে সে যেন সলাতের উযুর ন্যায় উযু করে নেয়। (দারাকুতনী, নাসবুর রায়াহ, হাদীসের সানাদে ইসহাক্ব ইবনু মুহাম্মাদ ফারুবী নির্ভরযোগ্য। ইমাম বুখারী একে স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন)

(৯) তালক্ব ইবনু 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনিও ঐ প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন, যারা রসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসেছিলেন যাদের নিকট রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ যদি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করে তবে সে যেন উযু করে নেয়। (হাদীসটি ইমাম ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন হাদীসটি সহীহ। তিনি বলেন, সম্ভবত ত্বালক্ব ইবনু 'আলী প্রথমে উযু না করা সম্পর্কিত প্রথমোক্ত হাদীসখানা শ্রবণ করেছেন, অতঃপর পরবর্তী হাদীসখানা শ্রবণ করেছেন। তাহলেই এ হাদীস বুসরাহ, উম্মু হাবীবাহ, আবূ হুরাইরাহ এবং যায়দ ইবনু খালিদ সহ অন্যান্য সহাবায়ি কিরাম যাদের থেকে লজ্জাস্থান স্পর্শ করার পর উযু করার বিধান বর্ণিত আছে তাদের হাদীসের সাথে মিলে যায়। এতে বুঝা যায়, তিনি নাসিখ-মানসূখ উভয় ধরনের হাদীসই শ্রবণ করেছেন)

এছাড়াও এ মতের পক্ষে অধিকাংশ সহাবায়ি কিরামগণের আসার বর্ণিত আছে। যাঁদের মতে, লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে উযু ওয়াজিব হবে। তাঁরা হলেন ঃ 'উমার ইবনুল খাত্তাব, তাঁর পুত্র ইবনু 'উমার, আবূ আইয়ূব আনসারী, যায়দ ইবনু খালিদ, আবূ হুরাইরাহ, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস, জাবির, 'আয়িশাহ, উম্মু

٧١ – باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ- ৭১ ঃ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে উযু নষ্ট না হওয়া প্রসঙ্গে

١٨٢ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ فَقَالَ " هَلْ هُوَ إِلاَّ مُضْغَةٌ مِنْهُ " . أَوْ قَالَ – " بَضْعَةٌ مِنْهُ " .

– صحيح .

হাবীবাহ, বুসরাহ বিনতু সফওয়ান, সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাসের এক রিওয়ায়াত এবং ইবনু 'আব্বাসের এক রিওয়ায়াত (রাযিআল্লাহু আনহুম)। এছাড়া তাবেঈনদের থেকে রয়েছেন 'উরওয়াহ ইবনু যুবাইর, সুলায়মান ইবনু ইয়াসার, 'আত্বা ইবনু আবূ রিবাহ, আবান ইবনু 'উসমান, মুজাহিদ, জাবির ইবনু যায়দ, যুহ্রী, মুস'আব ইবনু সা'দ, ইয়াহইয়া ইবনু আবূ কাসীর, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের বিশুদ্ধ মত, হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ, আওযাঈ, শামের অধিকাংশ 'আলিম। এছাড়া ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল এবং ইমাম মালিকের প্রসিদ্ধ মত। অর্থাৎ জমহুর উলামায়ি কিরাম এ মতের পক্ষে রয়েছেন।

জাবির ইবনু যায়দ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে লজ্জাস্থান স্পর্শ করে তাহলে উযু ভঙ্গ হবে কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল বশতঃ লজ্জাস্থানে হাত লেগে গেলে উযু ভঙ্গ হবে না। (নায়লুল আওত্বার)

পর্যালোচনা ও অগ্রাধিকার ঃ যারা ত্বালক বর্ণিত প্রথম হাদীসটি অর্থাৎ 'উযু না করা' সম্পর্কিত হাদীসকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন তারা স্বয়ং ত্বালক্ব হতে উযু করার সমর্থনে বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে বলেন, হয়ত প্রথম হাদীস মুস্তাহাব বুঝানো হয়েছে এবং পরের হাদীস জায়িয বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লামা জা'ফর আহমাদ 'উসমানী 'ই'লাউস সুনান' গ্রন্থে এ মত ব্যক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে যারা 'লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে উযু করতে হবে' এ মর্মে বর্ণিত বুসরাহ ও অন্যান্য সহাবায়ি কিরাম সূত্রে বর্ণিত মারফূ' হাদীসসমূহকে গ্রহণ করেছেন, তাঁরা বলেন ঃ কয়েকটি কারণে বুসরাহ বর্ণিত হাদীস ত্বালক্ব বর্ণিত হাদীসের উপর অগ্রাধিকারযোগ্য। তা হল ঃ ১. ত্বালক ইবনু 'আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল। ২. এ সম্পর্কিত হাদীসটি মানসূখ হয়ে গেছে। কেননা ত্বালক্ব হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হিজরীর প্রথম বছরে, যখন মাসজিদে নাববী নির্মান হচ্ছিল। পক্ষান্তরে আবূ হুরাইরাহ ইসলাম কবুল করেছেন সপ্তম হিজরীতে। তিনি উযু করা ওয়াজিব সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন ত্বালক্বের হাদীসের সাত বছর পরে। এতে প্রমাণিত হয়, ত্বালক্ব বর্ণিত হাদীসটি মানসূখ। তাছাড়া স্বয়ং ত্বালক্বও লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে উযু করা ওয়াজিব এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যা আবূ হুরাইরাহর হাদীসের সাথে মিলে যায়। ৩. বুসরাহ বর্ণিত হাদীসটি সহীহ এবং এর সানাদসূত্র বেশি। ৪. বুসরাহ বর্ণিত হাদীসের শাহিদ (সমর্থক) বর্ণনা বেশি। কেননা বুসরাহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মাদীনাহর আনসার ও মুহাজিরদের অবস্থানস্থল থেকে। তখন সেখানে প্রচুর আনসার ও মুহাজির সহাবায়ি কিরাম ছিলেন। তাঁরা তার প্রতিবাদ করেননি। এতে তাঁদের পক্ষ থেকে তার সমর্থনও প্রমাণিত হয়। ৫. স্বয়ং ত্বালক্ব বিন 'আলী লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে উযু করতে হবে-এ মর্মে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যা বুসরাহ ও অন্যান্য সহাবায়ি কিরামের মারফূ' হাদীসের সাথে মিলে যায়।

উল্লেখ্য ইমাম ইবনু হিব্বান (রহঃ) বলেন ঃ যারা হাদীসে বর্ণিত উযু দ্বারা হাত ও মুখ ধোয়ার অর্থ গ্রহণ করেন, সেটা ভুল। হাদীসে উযু বলতে সলাতের উযুকেই বুঝানো হয়েছে। যা ভিন্ন সূত্রে স্বয়ং বুসরাহ ও অন্যান্য সহাবায়ি কিরামের হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে।

সারকথা ঃ কোন আবরণের উপর দিয়ে লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে উযু নষ্ট হবে না। অনুরূপভাবে বেখেয়ালে সরাসরি লজ্জাস্থানে হাত লেগে গেলেও উযু নষ্ট হবে না। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে, কামোদ্দীপনার সাথে সরাসরি লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে উযু করা ওয়াজিব। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَجَرِيرٌ الرَّازِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ .

১৮২। ক্বায়িস ইবনু ত্বাল্ক্ব থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। তখন সম্ভবতঃ এক বেদুইন ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রসূল! কোন ব্যক্তি উযু করার পর নিজ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে তার ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? তিনি ﷺ বললেন, ওটা তো তার শরীরের গোশতের একটি টুকরা বা অংশ মাত্র।[১৮১]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটি ক্বায়িস ইবনু ত্বাল্ক্ব হতে মুহাম্মাদ ইবনু জাবির সূত্রে হিশাম ইবনু হাস্সান, সুফিয়ান সাওরী, শু'বাহ, ইবনু 'উয়াইনাহ এবং জারীর আর-রাযী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন।

١٨٣ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فِي الصَّلاَةِ .

– صحيح .

১৮৩। ক্বায়িস ইবনু ত্বাল্ক্ব হতে একই সানাদে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণিত আছে। তাতে ঃ সলাতরত অবস্থায় পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে-কথাটি রয়েছে।[১৮২]

সহীহ।

٧٢ – باب الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ

অনুচ্ছেদ- ৭২ ঃ উটের গোশ্‌ত খেলে উযু করা প্রসঙ্গে

١٨٤ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ فَقَالَ " تَوَضَّئُوا مِنْهَا " . وَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَقَالَ " لاَ تَتَوَضَّئُوا مِنْهَا " . وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ فَقَالَ " لاَ تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ " . وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ " صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ " .

– صحيح .

---

[১৮১] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ যৌনাঙ্গ স্পর্শ করলে উযু করতে হবে না, হাঃ ৮০), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে উযু না করা, হাঃ ১৬৫), এবং নাসায়ী 'সুনানুল কুবরা' (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ১৬০), সকলেই ইবনু 'আমর আল হানাফী সূত্রে।

[১৮২] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ যৌনাঙ্গ স্পর্শ করলে উযু করা অপরিহার্য নয়, হাঃ ৪৮৩), আহমাদ (৪/২৩) মুহাম্মাদ ইবনু জাবির সূত্রে।

১৮৪। আল-বারা'আ ইবনু 'আযিব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে উটের গোশত খেলে উযু করতে হবে কিনা এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ তা খেলে তোমরা উযু করবে। আর তাঁকে বকরীর গোশ্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ তার জন্য উযু করতে হবে না। তাঁকে প্রশ্ন করা হল, উটশালায় সলাত আদায় করা যাবে কিনা? তিনি বলেন ঃ তোমরা উটশালায় সলাত আদায় করো না। কারণ, সেখানে শাইত্বান বসবাস করে। রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বকরীর আবাসস্থলে সলাত আদায় করা যাবে কি না তা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ, সেখানে সলাত আদায় কর। কারণ, ওটা হচ্ছে বারকাতময় প্রাণী (বা বারকাতময় স্থান)।[১৮৩]

সহীহ।

[১৮৩] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ উটের গোশত খেলে উযু করা, হাঃ ৮১), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ উটের গোশত খেলে উযু করা, হাঃ ৪৯৪), আহমাদ (৪/২৮৮, ৩০৩), ইবনু খুযাইমাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ৩২), সকলেই আ'মাশ সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। উটের গোশত খেলে উযু করতে হবে, কিন্তু বকরীর গোশত খেলে উযু করতে হবে না।

২। উটের খোয়াড়ে সলাত আদায় নিষেধ, কিন্তু বকরীর খোয়াড়ে জায়িয।

মাসআলাহ ঃ উটের গোশত খেলে উযু করা প্রসঙ্গ

এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস ঃ

(১) জাবির ইবনু সামুরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ এক ব্যক্তি নাবী ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, বকরীর গোশত খাওয়ার পর আমি উযু করবো কি? জবাবে নাবী ﷺ বললেন ঃ ইচ্ছা হলে উযু করতে পার আবার ইচ্ছা হলে নাও করতে পার। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো, উটের গোশত খাওয়ার পর আমি উযু করবো কি? জবাবে নাবী ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ উটের গোশত খাওয়ার পর উযু করবে। লোকটি বললো, আমি বকরীর খোয়াড়ে সলাত আদায় করবো কি? জবাবে নাবী ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ। লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, আমি উটের খোয়াড়ে সলাত আদায় করবো কি? নাবী ﷺ বললেন ঃ না। (সহীহ মুসলিম, আহমাদ, হাদীস সহীহ)

(২) আল-বারা'আ ইবনু 'আযিব (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। **তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে উটের গোশত খেলে উযু করতে হবে কিনা এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ উটের গোশত খেলে তোমরা উযু করবে। নাবী ﷺ-কে বকরীর গোশ্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ তার জন্য উযু করতে হবে না। নাবী ﷺ-কে প্রশ্ন করা হল, উটশালায় সলাত আদায় করা যাবে কিনা? তিনি বলেন ঃ তোমরা উটশালায় সলাত আদায় করো না। কারণ, সেখানে শাইত্বন বসবাস করে। নাবী ﷺ-কে বকরীর আবাসস্থলে সলাত আদায় করা যাবে কি না তা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ, সেখানে সলাত আদায় কর। কারণ, ওটা হচ্ছে বারকাতময় প্রাণী (বা বারকাতময় স্থান)।** (আবূ দাউদ হা/১৮৪, তিরমিযী হা/৮১, ইবনু মাজাহ হা/৪৯৪, আহমাদ ৪/২৮৮ ও ৩০৩, ইবনু খুযাইমাহ হা/৩২, আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

ইমাম ইবনু খুযাইমাহ বলেন ঃ এ হাদীসটি যে সহীহ, এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কিরামের মধ্যে কোন মতভেদ আছে বলে আমার জানা নেই। কেননা এ হাদীসের সমস্ত বর্ণনাকারী বিশস্ত ও ন্যায়পরায়ণ। ইমাম বায়হাক্বী বলেন ঃ এ অধ্যায়ে দুটি সহীহ হাদীস রয়েছে। একটি হল, বারাআ (রাঃ)-এর হাদীস। অপরটি হল, জাবির ইবনু সামুরাহ (রাঃ)-এর হাদীস। এ কথাটি ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল এবং ইসহাক্ব ইবনু রাহওয়াহ (রহঃ)-ও বলেছেন। বিভিন্ন সূত্রে এর শাহিদ হাদীসাবলীও বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার বর্ণিত হাদীস।

(৩) **'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা উটের গোশত খেলে উযু করবে। তবে বকরীর গোশত খেলে উযু করবে না। আর তোমরা বকরীর**

খোয়াড়ে সলাত আদায় করবে কিন্তু উটের খোয়াড়ে সলাত আদায় করবে না। (ইবনু মাজাহ, হাদীসটি ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে)

*** কতিপয় লোকের উক্তি ঃ** উটের গোশত খেলে উযু করার বিধান মানসূখ (রহিত) হয়ে গেছে জাবির (রাঃ) বর্ণিত এ উক্তি দ্বারা ঃ **"নাবী ﷺ এর সর্বশেষ কাজটি ছিল আগুনে রান্না করা বস্তু খেয়ে উযু না করা।"** এতে উট ও বকরীর গোশতের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। যেহেতু আগুনে পাকানোর দিক দিয়ে উভয়টি সমান।

এর জবাব ঃ

এক ঃ ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেন ঃ কিন্তু নাবী ﷺ যখন উভয়টির মধ্যে পার্থক্য করলেন তখন উটের গোশত খেলে উযুর নির্দেশ দিলেন এবং বকরীর গোশতের জন্য অবকাশ দিলেন। অতএব জানা গেল, এরূপ তা'লীল বাতিল। তিনি আরো বলেন ঃ যখন 'আগুনে পাকানো' কারণ হিসেবে অবশিষ্ট থাকলো না তখন এ জন্য উযু রহিত হওয়া অন্য কারণে উযু রহিত হওয়াকে ওয়াজিব করে না। বরং বলা যায় যে, প্রথমদিকে উটের গোশত খেলেও উযু করতে হতো, যেমন উযু করতে হতো বকরী ও অন্যান্য গোশত খেলে। অতঃপর এ সবগুলোর বিধান রহিত করা হলো। কিন্তু যেসমস্ত হাদীসে উটের গোশত খেলে উযু করা নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে সেগুলো যদি রহিত করার পূর্বেরও হতো তথাপি তা রহিত (মানসূখ) হতো না। অতএব উটের গোশত খেলে উযু করার নির্দেশ সম্বলিত হাদীসগুলো রহিত করণের পূর্বের না পরের এটাই যখন জানা যায়নি সেখানে কিভাবে একে মানসূখ বলা যায়?

একে আরো দৃঢ় করবে জবাবের দ্বিতীয় দিক। তা নিম্নরূপ ঃ

দুই ঃ হাদীসটি রান্না করা খাদ্য খেলে উযু রহিত হওয়ার পরবর্তী সময়ের। কেননা হাদীসে বকরীর গোশত খেলে উযু ওয়াজিব নয় উল্লেখ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে উক্ত হাদীসেই উটের গোশত খেলে উযুর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব জানা গেল, এ সম্পকিত নির্দেশ মানসূখ হওয়ার পরবর্তী সময়ের।

তিন ঃ নাবী ﷺ বকরী ও উটের মধ্যে পার্থক্য করেছেন উযুর বিষয়ে এবং উভয়ের খোয়াড়ে সলাত আদায়ের বিষয়েও। এ পার্থক্য সুস্পষ্ট প্রমাণিত। উযু এবং সলাতের বিষয়ে বকরী ও উটকে সমপর্যায় গণ্য করা সম্পর্কে নাবী ﷺ থেকে কোন দলীল বর্ণিত হয়নি। সুতরাং মানসূখ হওয়ার দাবী বাতিল। বরং সলাতের ব্যাপারে এ হাদীসের উপর মুসলিমগণের 'আমাল ওয়াজিব করে দিচ্ছে হাদীসে বর্ণিত উযুর নির্দেশের উপর 'আমাল করাকে। যেহেতু উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

চার ঃ নাবী ﷺ উটের গোশত খেলে উযু করার আদেশ দিয়েছেন। যা উটের কাঁচা গোশত এবং রান্না করা গোশত দুটোর জন্যই উযুর বিধান দেয়। এ দিকটি হাদীস মানসূখ হওয়াকে নিষেধ করে।

পাঁচ ঃ নাবী ﷺ থেকে যদি এমন কোন 'আম (ব্যাপক অর্থবোধক) দলীলও বর্ণিত হতো যে ঃ "আগুনে পাকানো বস্তু খেলে উযু করতে হবে না।"- তথাপি একে উটের গোশত খাওয়ার পর উযুর নির্দেশ সম্বলিত হাদীসের রহিতকারী (নাসিখ) গণ্য করা জায়িয হতো না দুটি কারণে ঃ (১) এটি পূর্বের হাদীস কিনা তা জানা যায়নি। যখন 'আম এবং খাস এর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় এবং তারীখ অজানা থাকে তাহলে 'আলিমগণের একজনও এ কথা বলেননি যে, এটি তার রহিতকারী হবে। বরং বলা হবে যে, এতে খাস অগ্রাধিকার পাবে। যেমন তা ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদের প্রসিদ্ধ অভিমত। অথবা বিষয়টি স্থগিত থাকবে। বরং যদি জানা যায়, 'আম হাদীসটি খাস হাদীসের পরবর্তী সময়ের তবুও খাস অগ্রগন্য হবে। (২) ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি যে, খাস হাদীসটি 'আম হাদীসের পরবর্তী সময়ের। অতএব রহিত করতে হলে খাসই হবে রহিতকারী (নাসিখ)। 'আলিমগণ এ বিষয়ে একমত যে, পরবর্তী খাস পূর্ববর্তী 'আম এর উপর অগ্রাধিকারযোগ্য। সুতরাং মুসলিমগণের ঐকমত্যে জানা গেল যে, এ ধরনের 'আম হাদীসকে খাস হাদীসের উপর প্রাধান্য দেয়া জায়িয নয়। যদি এখানে 'আম (ব্যাপক অর্থবোধক) শব্দ থাকতো। কিন্তু কিভাবে সম্ভব, নাবী

ﷺ থেকে তো এ ধরনের কোন 'আম হাদীসই বর্ণিত হয়নি যে, আগুন স্পর্শ করেছে এমন প্রত্যেক বস্তু খাওয়ার পর উযু করার বিধান রহিত! বরং সহীহভাবে যা প্রমাণিত আছে তা এই যে, তিনি ﷺ বকরীর গোশত খেলেন, অতঃপর সলাত আদায় করলেন কিন্তু উযু করলেন না। অনুরূপভাবে তাঁর নিকট ছাতু আনা হলো, তিনি ﷺ তা হতে খেলেন, অতঃপর উযু করলেন না। এ হচ্ছে কর্ম, যার কোন 'উমূম (ব্যাপকতা) নেই। কেননা অনুসরণযোগ্য ইমামগণের ঐকমত্যে বকরীর গোশত খেলে উযু করা ওয়াজিব নয়।

আর জাবির (রাঃ), তিনি তো নাবী ﷺ থেকে নাকল করেছেন যে, 'তাঁর সর্বশেষ কাজটি ছিল রান্না করা বস্তু খেয়ে উযু না করা।' এ উদ্বৃতি কর্মমূলক, উক্তিমূলক নয়। তাঁরা যদি দেখতেন যে, নাবী ﷺ বকরীর গোশত খাওয়ার পর সলাত আদায় করেছেন কিন্তু উযু করেননি, অথচ ইতিপূর্বে তিনি বকরীর গোশত খেলে উযু করতেন তবেই এ কথা বলা সহীহ হতো যে, নাবী ﷺ এর সর্বশেষ কাজটি ছিল রান্না করা বস্তু খেয়ে উযু না করা।' তাছাড়া এতে একটি নির্দিষ্ট ঘটনার বর্ণনা এসেছে। রসূলুল্লাহ ﷺ এর সর্বাবস্থার 'আমাল এতে উল্লেখ নেই।

*** এর চাইতে অধিক দুর্বল হচ্ছে কতিপয় লোকের উক্তি ঃ** হাদীসে বর্ণিত উযু দ্বারা উযুর আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য। তা হচ্ছে, হাত ধোয়া অথবা হাত ও মুখ ধোয়া। এরূপ উক্তি বাতিল। তা কয়েকটি কারণে ঃ

এক ঃ নাবী ﷺ এর বাণীতে উযু বলতে কেবল সলাতের উযুই বর্ণিত হয়েছে, অন্য কিছু নয়। উযুর আভিধানিক অর্থ বর্ণিত হয়েছে ইয়াহুদীদের ভাষায়। যেমন, সালমান (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! তাওরাতে রয়েছে ঃ "খাদ্য খাওয়ার পূর্বে উযু করলে (অর্থাৎ হাত ধুলে) খাদ্যে বরকত হয়। তখন নাবী ﷺ বললেন ঃ খাদ্যের বরকত হচ্ছে খাওয়ার পূর্বে এবং খাওয়ার পরে হাত ধোয়া।" হাদীটির বিশুদ্ধতা নিয়ে মতভেদ আছে। হাদীসটি সহীহ ধরে নিলে বলতে হয়, নাবী ﷺ সালমানকে ঐ ভাষায় জবাব দিয়েছেন যে ভাষা সালমান উদ্দেশ্য করেছেন। তা হচ্ছে আহ্‌লি তাওরাতের ভাষা। আর নাবী ﷺ আহ্‌লি কুরআনের জন্য যে ভাষা উদ্দেশ্য করেছেন তাতে উযু বলতে সেই উযুর কথাই বর্ণিত হয়েছে যাকে মুসলিমগণ উযু বলে জানেন। অর্থাৎ সলাতের উযু।

দুই ঃ নাবী ﷺ বকরী ও উটের গোশতের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। জ্ঞাতব্য যে, চর্বি এবং খাদ্যের ময়লা বা তৈলাক্ততার কারণে হাত ও মুখ ধোয়া সাধারণভাবেই শারী'আত সম্মত। বরং নাবী ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে যে, তিনি ﷺ দুধ পান করে কুলি করেছেন এবং বলেছেন ঃ "এতে চর্বি আছে।"-(সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস সহীহ)। নাবী ﷺ আরো বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার হাতে (গোশত ইত্যাদি) খাদ্যের ময়লা নিয়ে রাত কাটায় এবং তাতে তার কোন ক্ষতি হলে সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে।"- (তিরমিযী, আহমাদ, ইবনু মাজাহ)। যখন দুধ এবং খাদ্যের ময়লার কারণে হাত ধোয়া এবং কুলি করা শারী'আত সম্মত, তাহলে বকরীর গোশত খাওয়ার পর হাত ও মুখ ধোয়া কিভাবে শারী'আত সম্মত নয়? (কারণ বকরীর গোশত খেলেও হাত তৈলাক্ত হবে, ময়লা লাগবে)।

তিন ঃ উটের গোশত খেলে উযু করার নির্দেশ যদি ওয়াজিবমূলক হয় তাহলে তা হাত ও মুখ ধোয়ার অর্থ গ্রহণকে নিষেধ করে। আর যদি এ নির্দেশ মুস্তাহাবমূলক হয়ে থাকে তাহলে তা বকরীর গোশতের জন্য মুস্তাহাব হওয়ার বিধান উঠিয়ে নেয়াকে নিষেধ করে। হাদীসে বকরীর গোশত খেলে উযুর বিধান উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে উটের গোশতের জন্য উযুর বিধান প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আর এটাই হাত ধোয়ার অর্থ গ্রহণকে বাতিল করে দিচ্ছে। চাই হাদীসের হুকুম ওয়াজিবমূলক হোক বা মুস্তাহাবমূলক।

চার ঃ নাবী ﷺ বকরী ও উটের মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে উভয়ের খোয়াড়ে সলাত আদায়ের বিষয়টিও যুক্ত করেছেন। যা অকাট্যভাবেই সলাতের উযু বুঝায়। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। (দেখুন, মাজু'আহ ফাতাওয়াহ লিইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ, অধ্যায় ঃ পবিত্রতা)

হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত 'আলিম আল্লামা যাফর আহমাদ 'উসমানী (রহঃ) 'ই'লাউস্ সুনান' গ্রন্থে বলেন ঃ উযু শব্দটি দ্বারা হাত ও মুখ ধোয়ার অর্থ গ্রহণ করাতে আপত্তি আছে। কেননা উযু বললে মানুষের মন সাধারনত এদিকে যায় না। পক্ষান্তরে এটি জাবির (রাঃ) এর বক্তব্য ঃ "রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বশেষ কাজটি ছিল আগুনে

٧٣ – باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النِّيءِ وَغَسْلِهِ

অনুচ্ছেদ- ৭৩ ঃ কাঁচা গোশ্ত স্পর্শ করলে উযু করতে ও হাত ধুতে হবে কিনা

١٨٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، – الْمَعْنَى – قَالُوا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ مَيْمُونٍ الْجُهَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، – قَالَ هِلاَلٌ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . وَقَالَ أَيُّوبُ وَعَمْرٌو أُرَاهُ – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِغُلاَمٍ وَهُوَ يَسْلُخُ شَاةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الإِبْطِ ثُمَّ مَضَى فَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ – يَعْنِي – لَمْ يَمَسَّ مَاءً ،

– صحيح .

وَقَالَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّمْلِيِّ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلاَلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً لَمْ يَذْكُرَا أَبَا سَعِيدٍ .

১৮৫। আবূ সাঈদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ একটি বালকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তখন একটি বকরীর চামড়া ছাড়াচ্ছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি একটু সরে যাও, আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। এ বলে তিনি বকরীর চামড়া ও গোশতের মাঝখানে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। এমনকি তাঁর হাত বগল পর্যন্ত ঢুকে গেল। অতঃপর সেখান থেকে উঠে গিয়ে উযু না করেই তিনি লোকদের সলাত আদায় করালেন। 'আমর তাঁর বর্ণিত হাদীসে আরো উল্লেখ করেন যে, 'তিনি পানিও স্পর্শ করেননি'।[১৮৪]

সহীহ।

পাকানো খাদ্য খেলে উযু না করা"-এরও পরিপন্থি। কেননা এখানে যে উযু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা দ্বারা আভিধানিক অর্থে উযু বুঝানো সুদূর পরাহত কথা। বা পরিভাষা সম্পর্কে যাদের সামান্যতম জ্ঞানও আছে তাদের কাছে এ কথাটি অস্পষ্ট নয়। (দেখুন, ই'লাউস্ সুনান)

উল্লেখ্য, জামে আত-তিরমিযী গ্রন্থে আত'ইমা অধ্যায়ে 'খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা' অনুচ্ছেদে ইকরাশ সূত্রে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসের শেষে বর্ণিত আছে যে ঃ "অতঃপর আমি পানি নিয়ে আসলে রসূলুল্লাহ ﷺ তা দিয়ে উভয় হাত ধুলেন এবং ভিজা হাত দিয়ে নিজের চেহারা, উভয় বাহু এবং মাথা মাসাহ্ করলেন। তারপর বললেন, হে ইকরাশ! আগুনে রান্নাকৃত বস্তু খাওয়ার পর এটাই হল উযু।" হাদীসটি দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ 'এ হাদীসটি গরীব। আমরা কেবল 'আলা ইবনু ফাদলের সূত্রে এ হাদীস সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তিনি এককভাবে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস ছাড়া ইকরাশ সূত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ এর আর কোন হাদীস বর্ণিত আছে কিনা তা আমাদের জানা নেই।' আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন যঈফ তিরমিযী, যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৬৪৪ এবং সিলসিলাহ যঈফাহ গ্রন্থে হা/৫০৯৮।

[১৮৪] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ যাবাহ, হাঃ ৩১৭৯) মারওয়ান ইবনু মু'আবিয়াহ সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। কাঁচা গোশত স্পর্শ করলে উযু করতে হয় না।

২। অন্যের প্রতি নাবী ﷺ-এর সহযোগিতা ও বদান্যতা।

তিনি বলেন, এছাড়া হিলাল হতে 'আত্বা থেকে আবূ সাঈদের নাম উল্লেখ না করে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সূত্রে হাদীসটি মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন।

٧٤ – باب تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْمَيْتَةِ

অনুচ্ছেদ- ৭৪ ঃ মৃত প্রাণী স্পর্শ করলে উযু না করা

١٨٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، – يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ – عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ فَمَرَّ بِجَدْىٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ " أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

– صحيح : م .

১৮৬। জাবির ؓ সূত্রে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনার আশে পাশের উচ্চভূমিতে অবস্থিত একটি বাজারের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তাঁর দু'পাশে অন্যান্য লোকও ছিল। পথ অতিক্রমকালে তিনি রাস্তার পাশে ক্ষুদ্র কান বিশিষ্ট একটি মৃত বকরীর বাচ্চা দেখতে পেয়ে সেটির কান ধরে উপরে উঠিয়ে বললেন ঃ তোমাদের কেউ কি এটা নিতে পছন্দ করবে? তারপর সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।[১৮৫]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٧٥ – باب فِي تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

অনুচ্ছেদ- ৭৫ ঃ আগুনে পাকানো জিনিস খেলে উযু না করা

١٨٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

– صحيح : ق .

১৮৭। ইবনু 'আব্বাস ؓ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বকরীর সামনের রানের গোশত খেলেন। অতঃপর উযু না করেই সলাত আদায় করলেন।[১৮৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

---

[১৮৫] মুসলিম (অধ্যায় ঃ যুহ্দ), আহমাদ (৩/৩৬৫), বুখারী 'আদাবুল মুফরাদ' (হাঃ ৯৬২), সকলেই জা'ফর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আলা হতে তার পিতার সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। মৃত প্রাণী স্পর্শ করা জায়িয এবং তা স্পর্শের পর হাত ধোয়া জরুরী নয়।

২। দুনিয়ার জীবন তুচ্ছ।

[১৮৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ যে ব্যক্তি বকরীর গোশত ও ছাতু খেয়ে উযু করে না, হাঃ ২০৭), মুসলিম (অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুঃ আগুনে পাকানো খাদ্য খেলে উযু না করা) উভয়েই মালিক সূত্রে।

١٨٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي صَخْرَةَ، جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ ضِفْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ وَأَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِي بِهَا مِنْهُ - قَالَ - فَجَاءَ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ - قَالَ - فَأَلْقَى الشَّفْرَةَ وَقَالَ " مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ " . وَقَامَ يُصَلِّي . زَادَ الأَنْبَارِيُّ وَكَانَ شَارِبِي وَفَى فَقَصَّهُ لِي عَلَى سِوَاكٍ . أَوْ قَالَ أَقُصُّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكٍ .

- صحيح .

১৮৮। মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি নাবী ﷺ-এর মেহমান হলাম। তিনি আমার জন্য একটি বকরীর রান আনার নির্দেশ দিলেন। রান ভাজি করা হলে তিনি ছুরি নিয়ে আমার জন্য গোশত কাটতে লাগলেন। বর্ণনাকারী বলেন, এমতাবস্থায় বিলাল ﷺ এসে তাঁকে সলাতের কথা অবহিত করেন। ফলে তিনি ছুরি ফেলে দিয়ে বললেন ঃ তার কী হয়েছে! তার হাত ধুলায় ধুসরিত হোক! অতঃপর সলাতের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন।

বর্ণনাকারী আনবারীর বর্ণনায় আরো আছে ঃ আমার (মুগীরাহর) গোঁফ কিছুটা বড় হয়ে গিয়েছিল বিধায় তিনি আমার গোঁফের নীচে মিসওয়াক রেখে তা ছেঁটে ছোট করে দিলেন। অথবা বললেন ঃ আমি তোমার গোঁফ মিসওয়াকের উপর রেখে ছোট করে কেটে দিব।[১৮৭]

সহীহ।

١٨٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَتِفًا ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى .

-صحيح.

১৮৯। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সামনের রানের গোশ্ত খেলেন। অতঃপর তাঁর নিচে বিছানো রুমাল বা চাদরে হাত মুছে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করলেন।[১৮৮]

সহীহ।

١٩٠ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْتَهَشَ مِنْ كَتِفٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

- صحيح .

---

[১৮৭] আহমাদ (৪/২৫২, ২৫৫), তিরমিযী 'শামায়িলি মাহমুদিয়্যাহ' (হাঃ ১৫৯), নাসায়ী 'সুনানুল কুবরা' (৪/১৫৩) একাধিক সানাদে মিস'আর হতে।

[১৮৮] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ আগুনের তাপে পাকানো জিনিষ ব্যবহারে উযুর প্রয়োজন নেই, হাঃ ৪৮৮), ইবনু 'আবদুল বার 'আত-তামহীদ (৩/৩৪৬) সিমাক সূত্রে।

১৯০। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ সামনের রানের কিছু গোশত খাওয়ার পর উযু না করেই সলাত আদায় করলেন।[১৮৯]

সহীহ।

١٩١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَثْعَمِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ خُبْزًا وَلَحْمًا فَأَكَلَ ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

- صحيح .

১৯১। মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির বলেন, একদা আমি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি নাবী ﷺ-এর সামনে রুটি ও গোশত পেশ করলাম। তিনি তা খেয়ে উযুর পানি আনিয়ে উযু করে যুহরের সলাত আদায় করলেন। এরপর অবশিষ্ট খাবার চেয়ে নিয়ে তা খেলেন। অতঃপর পুনরায় উযু না করে সলাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন।[১৯০]

সহীহ।

١٩٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ أَبُو عِمْرَانَ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كَانَ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا اخْتِصَارٌ مِنَ الْحَدِيثِ الأَوَّلِ .

- صحيح .

১৯২। জাবির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দু'টি কাজের (অর্থাৎ আগুনে পাকানো খাবার খেয়ে উযু করা বা না করার) মধ্যকার সর্বশেষ কাজ ছিল আগুনে পাকানো খাদ্য খাওয়ার পর উযু না করা।[১৯১]

সহীহ।

١٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ، - قَالَ ابْنُ السَّرْحِ ابْنُ أَبِي كَرِيمَةَ مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِينَ - قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ ثُمَامَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مِصْرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ فِي مَسْجِدِ مِصْرَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ أَوْ سَادِسَ سِتَّةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي دَارِ رَجُلٍ فَمَرَّ بِلاَلٌ فَنَادَاهُ بِالصَّلاَةِ

---

[১৮৯] আহমাদ (১/২৭৯, হাঃ ২৫২৪, ১/৩৬১, হাঃ ৩৪০৩), হাম্মাম ইবনু ইয়াহইয়া সূত্রে। সহীহাইন গ্রন্থদ্বয়ে ইতিপূর্বে 'আত্বা ইবনু ইয়াসার হতে ইবনু 'আব্বাস সূত্রে অনুরূপ হাদীস গত হয়েছে (১৮৭ নং)।

[১৯০] আহমাদ (৩/৩২২), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ৮০) এবং তিরমিযী 'শামায়িলি মাহমুদিয়্যাহ' (হাঃ ১৭৩), আবূ দাউদ তায়ালিসি 'মুসনাদ' (২৩২ পৃঃ) মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির সূত্রে।

[১৯১] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ আগুনে পাকানো জিনিষ খেলে উযু না করা, হাঃ ১৮৫), ইবনু খুযাইমাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ৪৩) উভয়েই ইবনু আয়্যাশ সূত্রে।

فَخَرَجْنَا فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ وَبُرْمَتُهُ عَلَى النَّارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَطَابَتْ بُرْمَتُكَ " ‏.‏ قَالَ نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ‏.‏ فَتَنَاوَلَ مِنْهَا بَضْعَةً فَلَمْ يَزَلْ يَعْلُكُهَا حَتَّى أَحْرَمَ بِالصَّلاَةِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ‏.‏

- ضعيف .

১৯৩। উবাইদ ইবনু সুমামাহ আল-মুরাদী (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু হারিস ইবনু জাযই ﷺ নামক রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জনৈক সহাবী মিসরে আমাদের কাছে আগমন করলেন। আমি তাকে মিসরের একটি মাসজিদে হাদীস বর্ণনা করতে শুনলাম। তিনি বলেন, এক ব্যক্তির ঘরে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমি সহ সাতজন অথবা ছয়জন উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় বিলাল ﷺ এসে তাঁকে সলাতের জন্য ডাকলেন। তখন আমরা সবাই বেরিয়ে গেলাম। পথিমধ্যে আমরা এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম যার পাতিল ছিল আগুনের উপর। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, তোমার পাতিলের (গোশত) রান্না হয়েছে কি? সে বলল ঃ হ্যাঁ, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। এরপর তিনি সেখান থেকে এক টুকরা (গোশ্ত) তুলে নিয়ে চিবাতে লাগলেন। এমনকি সলাতের তাকবীরে তাহরীমা বাঁধা পর্যন্ত তিনি তা চিবাচ্ছিলেন। আর আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম।[১৯২]

দুর্বল।

٧٦ - باب التَّشْدِيدِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ- ৭৬ ঃ আগুনে পাকানো জিনিস খেলে উযু করার ব্যাপারে কঠোরতা

١٩٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ، عَنِ الأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْوُضُوءُ مِمَّا أَنْضَجَتِ النَّارُ " ‏.‏

- صحيح : م .

---

[১৯২] যুবাইদী 'আল ইত্তিহাফ' (২/৩০৮)। এর সানাদে উবাইদ ইবনু সুমামাহ রয়েছে। হাফিয বলেন, মাকবূল। আর ইমাম যাহাবী বলেন, তাকে চেনা যায়নি। কিন্তু হাদীসটির শাহিদ বর্ণনা আছে ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ খাওয়া-দাওয়া, অনুঃ মাসজিদে খাওয়া, হাঃ ৩৩০০), ইবনু হিব্বান (১/৩৫৮, হাঃ ২২৩)। যাওয়ায়িদ গ্রন্থে রয়েছে এর সানাদ হাসান, রিজাল নির্ভরযোগ্য, আর ইয়াকূব সমালোচিত। ইবনু ওহাব সূত্রে 'আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনু জাওয়িয যুবাইদী বলেন, "রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমরা মাসজিদে রুটি ও গোশত খেয়েছি।" আলবানী একে সহীহ বলেছেন।

এ অনুচ্ছেদের হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। গোশত খেলে উযু ভঙ্গ হয় না। কেননা তিনি ﷺ গোশত খেয়ে উযু না করেই সলাতে দাঁড়িয়েছেন।

২। ইমামকে সলাতের সময় উপস্থিত হওয়ার সংবাদ জানানো শারী'আত সম্মত।

৩। খাওয়ার পর কুলি না করে সলাত আদায় জায়িয। খাওয়ার পর হাত ধোয়া ওয়াজিব নয়।

৪। এক ব্যক্তির জন্য অপর ব্যক্তির খাদ্য হতে খাওয়া জায়িয আছে, যখন তিনি জানবেন যে, তার সেই ভাই এতে সন্তুষ্ট, নারাজ নন।

৫। গোঁফ বড় করা অপছন্দনীয়। কিছুটা বড় হলেই তা ছেঁটে ফেলা উচিত।

৬। একজন আরেকজনের গোঁফ, চুল ছেঁটে দেয়া জায়িয।

৭। খাবার উপস্থিত হলে তা না খেয়ে সলাত আদায় করা পছন্দনীয়। অন্য হাদীসেও এর প্রমাণ রয়েছে।

১৯৪। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আগুনে পাকানো জিনিস খেলে উযু করতে হবে।[১৯৩]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٩٥ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ فَسَقَتْهُ قَدَحًا مِنْ سَوِيقٍ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي أَلاَ تَوَضَّأُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " تَوَضَّئُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ " . أَوْ قَالَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ يَا ابْنَ أَخِي .

- صحيح .

১৯৫। আবূ সালামাহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। আবূ সুফিয়ান ইবনু সাঈদ ইবনুল মুগীরাহ তার কাছে বর্ণনা করেন যে, একদা তিনি উম্মু হাবীবাহ ﷺ-এর ঘরে গেলে তিনি তাকে এক পেয়ালা ছাতু পান করান। ফলে আবূ সুফিয়ান পানি চেয়ে কুলি করেন। উম্মু হাবীবাহ ﷺ বলেন, হে আমার বোনের ছেলে! তুমি তো উযু করলে না? অথচ নাবী ﷺ বলেছেন ঃ "আগুনে রান্না বা স্পর্শ করা খাদ্য খাওয়ার পর তোমরা উযু করো।" ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, যুহ্রীর হাদীসে 'হে আমার ভাইয়ের ছেলে'-কথাটি রয়েছে।[১৯৪]

সহীহ।

٧٧ - باب فِي الْوُضُوءِ مِنَ اللَّبَنِ

অনুচ্ছেদ- ৭৭ ঃ দুধ পান করলে উযু (কুলি) করা প্রসঙ্গে

١٩٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ لَهُ دَسَمًا " . -

صحيح : ق .

১৯৬। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ দুধ পান করার পর পানি চেয়ে কুলি করলেন। অতঃপর বললেন ঃ দুধের মধ্যে চর্বি আছে।[১৯৫]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

[১৯৩] আহমাদ (২/৪৫৮) আবূ বাকর ইবনু হাফ্স সূত্রে, মুসলিম (অনুঃ আগুনে পাকানো খাবার খেয়ে উযু করা, হাঃ ৩৫২) ইবরাহীম ইবনু ক্বায়িস সূত্রে আবূ হুরাইরাহ হতে এ শব্দে (توضأ مما مست النار), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ আগুনে পরিবর্তিত জিনিস খেলে উযু করা, হাঃ ১৭১-১৭২)।

[১৯৪] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ আগুনে পরিবর্তিত জিনিস খেলে উযু করা, হাঃ ১৮০), আহমাদ (৬/৩২৬-৩২৮, ৪২৭, ৪২৯), সকলে সুফয়ান সূত্রে।

[১৯৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ দুধ পান করলে কুলি করতে হবে কিনা, হাঃ ২১১), মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ আগুনে স্পর্শ করা খাদ্য খেলে উযু না করা), উভয়ে আক্বীল সূত্রে।

٧٨ – باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ- ৭৮ ঃ দুধ পানের পর উযু (কুলি) না করা প্রসঙ্গে

١٩٧ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنْ مُطِيعِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَصَلَّى .

– حسن .

১৯৭। তাওবাহ আল-'আনবারী সূত্রে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনু মালিক ﵁-কে বলতে শুনেছেনঃ রসূলুল্লাহ ﷺ দুধ পান করার পর কুলি এবং উযু না করেই সলাত আদায় করেছেন।[১৯৬]

হাসান।

٧٩ – باب الْوُضُوءِ مِنَ الدَّمِ

অনুচ্ছেদ- ৭৯ ঃ রক্ত বের হলে উযু করা

١٩٨ – حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ – يَعْنِي فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ – فَأَصَابَ رَجُلٌ امْرَأَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَحَلَفَ أَنْ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أُهَرِيقَ دَمًا فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فَخَرَجَ يَتْبَعُ أَثَرَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْزِلاً فَقَالَ مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ " كُونَا بِفَمِ الشِّعْبِ " . قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلاَنِ إِلَى فَمِ الشِّعْبِ اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي وَأَتَى الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَى شَخْصَهُ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيئَةٌ لِلْقَوْمِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ حَتَّى رَمَاهُ بِثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ انْتَبَهَ صَاحِبُهُ فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُمْ قَدْ نَذِرُوا بِهِ هَرَبَ وَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالأَنْصَارِيِّ مِنَ الدَّمِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَلاَ أَنْبَهْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَى قَالَ كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقْرَأُهَا فَلَمْ أُحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا .

– حسن .

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ দুধ পান করলে এবং চর্বি জাতীয় যে কোন খাদ্য খেলে কুলি করা মুস্তাহাব।

[১৯৬] ইবনু হাজার এটিকে 'ফাতহুল বারী' (১/৩৭৫) গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেন, এর সানাদ হাসান।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ দুধ পান করে উযু ও কুলি না করাও জায়িয।

১৯৮। জাবির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যাতুর রিক্বা' যুদ্ধাভিযানে বের হলাম। তখন এক ব্যক্তি মুশরিকদের এক লোকের স্ত্রীকে হত্যা করে। ফলে ঐ মুশরিক এ মর্মে শপথ করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মাদের (ﷺ) কোন সাথীর রক্তপাত না করব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হব না। অতএব সে নাবী ﷺ-এর সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল। নাবী ﷺ এক জায়গায় অবতরণ করে বললেন ঃ এমন কে আছো, যে আমাদের পাহারা দিবে? তখন মুহাজিরদের থেকে একজন এবং আনসারদের থেকে একজন তৈরি হয়ে গেলেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা দু'জনে গিরিপথের চূড়ায় মোতায়েন থাক। উভয়ে গিরিমুখে পৌঁছলে মুহাজির লোকটি ঘুমিয়ে পড়েন। আর আনসারী লোকটি দাঁড়িয়ে সলাত আদায়ে মশগুল হন। এমন সময় ঐ লোকটি এসে আনসারী লোকটিকে দেখেই চিনে ফেলল। সে বুঝতে পারল তিনি (প্রতিপক্ষের) নিরাপত্তা প্রহরী। অতএব সে তাঁর প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করল, যা তার দেহে বিঁধে গেল। তিনি তা বের করে নিলেন। সে একে একে তিনটি তীর নিক্ষেপ করল। তিনি রুকু' সাজদাহ্ করে (যথারীতি সলাত শেষ করে) সাথীকে জাগালেন। সহাবীগণ সতর্ক হয়ে গিয়েছেন, এটা টের পেয়ে মুশরিক লোকটি পালিয়ে গেল। মুহাজির সহাবী আনসার সহাবীকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ! প্রথম তীর নিক্ষেপের পরই আমাকে সতর্ক করেননি কেন? তিনি বললেন, আমি (সলাতে) এমন একটি সূরাহ তিলাওয়াত করছিলাম যা ভঙ্গ করতে আমি পছন্দ করিনি।[১৯৭]

হাসান।

---

[১৯৭] আহমাদ (৩/৩৪৩, ৩৫৯), ইবনু খুযাইমাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ৩৬) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব সূত্রে। ডঃ মুস্তফা আল-আযমী এর সানাদকে হাসান বলেছেন।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ প্রসাব-পায়খানার রাস্তা ব্যতীত দেহের অন্য কোন স্থান হতে রক্ত প্রবাহিত হলে উযু ভঙ্গ হবে কিনা এ নিয়ে ফুক্বাহাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, এতে উযু ভঙ্গ হবে। আর কেউ বলেছেন, ভঙ্গ হবে না। তারা প্রত্যেকেই স্বপক্ষে দলীল পেশ করে থাকেন। কিন্তু সবচেয়ে মজবুত কথা হচ্ছে, দেহ থেকে রক্ত বের হলে উযু ভঙ্গ হবে না। এ ব্যাপারে সামনে আলোচনা আসছে। তবে প্রসাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে রক্ত বের হলে উযু ভঙ্গ হবে। ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ (রহঃ) প্রমূখের মতও তাই।

মাসআলাহ ঃ বমি করলে ও রক্ত বের হলে উযু ভঙ্গ না হওয়া প্রসঙ্গে ঃ

এ অনুচ্ছেদে জাবিরের হাদীসটি স্পষ্টভাবে দুটি বিষয় প্রমাণ করছে ঃ

প্রথমতঃ পেশাব-পায়খানার রাস্তা ব্যতীত দেহের অন্য কোন স্থান হতে রক্ত বের হলে উযু নষ্ট হবে না। চাই রক্ত গড়িয়ে পড়ুক, সবেগে প্রবাহিত হোক বা না হোক। এটাই হচ্ছে অধিকাংশ 'আলিমের অভিমত। আর এটাই সঠিক। ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালও (রহঃ) এ মত পোষণ করেছেন। ইমাম বাগাভী বলেন, অধিকাংশ সহাবায়ি কিরাম ও তাবেঈগণের অভিমত এটাই। হাফিয সিরাজুদ্দীন ইবনু মুলাক্কান 'বাদরুল মুনীর' গ্রন্থে বলেন, ইমাম বায়হাক্বী মু'আয সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ "বমি করলে এবং রক্ত বের হলে উযু করতে হবে না।" সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব সূত্রে বর্ণিত আছে ঃ "একবার তার নাক দিয়ে রক্ত বের হলে তিনি নেকড়া দিয়ে স্বীয় নাক মুছে ফেলেন, অতঃপর সলাত আদায় করেন।" ইবনু মাসউদ, সালিম ইবনু 'আবদুল্লাহ, তাউস, হাসান ও ক্বাসিম সূত্রে বর্ণিত হয়েছে ঃ "রক্ত বের হলে উযু করতে হবে না।" ইমাম নাববী তার শারাহ্ গ্রন্থে আরো কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেন বলেন, 'আত্বা, মাকহুল, রবী'আহ, মালিক, সাওর এবং দাউদ (রহঃ)ও তাই বলেছেন। ইবনু 'আবদুল বার 'আল-ইসতিজকার' গ্রন্থে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আনসারীর নামও

উল্লেখ করেছেন। হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হিদায়ার শারাহ গ্রন্থে বলেন ঃ এটাই হচ্ছে ইবনু 'আব্বাস, জাবির, আবূ হুরাইরাহ্, ও 'আয়িশাহ্ (রাযিআল্লাহু আনহুম) এর অভিমত।

ইবনু আবূ শায়বাহ 'মুসান্নাফে' (১/৯২) এবং বায়হাক্বী সহীহ সানাদে বর্ণনা করেন ঃ "ইবনু 'উমার (রাঃ) তাঁর চেহারার ব্রন (ছোট ফোড়া) টিপ দিলে কিছু রক্ত নির্গত হয়। তিনি তা তাঁর দু' আঙ্গুলে ঘষে ফেলেন, অতঃপর উযু না করেই সলাত আদায় করেন।" 'অবদুল্লাহ ইবনু আবূ 'আওফা (রাঃ) হতে সহীহ বর্ণনায় এসেছে ঃ "তিনি তাঁর সলাতের মধ্যে রক্ত থুতু ফেলা সত্ত্বেও সলাত অব্যাহত রাখেন।" হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন ঃ "মুসলমানগণ যখম অবস্থায়ই সলাত আদায় করতেন।" ইবনু আবূ শায়বাহ সহীহ সানাদে বর্ণনা করেন ঃ "প্রসিদ্ধ তাবেঈ ত্বাউস রক্ত বের হলে উযু না করে রক্ত ধুয়ে ফেলাই যথেষ্ট মনে করতেন।" আ'মাশ সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "আমি আবূ জা'ফর বাক্বিরকে নাক দিয়ে রক্ত বের হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, রক্তের নদী বয়ে গেলেও এর জন্য আমি পুনরায় উযু করব না।" ইবনু 'উমার ও হাসান বলেন ঃ "কেউ সিঙ্গা লাগালে ক্ষতস্থানের রক্ত ধুয়ে ফেলাই তার জন্য যথেষ্ট।" (সহীহুল বুখারী ফাতহুল বারীসহ, ও অন্যান্য)

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেন, নাক দিয়ে রক্ত বের হলে উযু করা উত্তম, কিন্তু ওয়াজিব নয়। যা 'আলিমগণের বক্তব্যে অধিকতর স্পষ্ট। (মাজমু'আহ ফাতাওয়াহ)

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী বলেন, অধিকাংশ মুহাক্কিক 'আলিমের মতে, বমি করলেও উযু ভঙ্গ হয় না।

দ্বিতীয়ত ঃ আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষতস্থান হতে নির্গত রক্ত পাক ও মার্জনীয়। মালিকীদের অভিমতও তাই। আর এটাই সঠিক। মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত অস্যংখ্য হাদীসে রয়েছে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে মুজাহিদগণ ক্ষতবিক্ষত হতেন, তাঁদের কেউই তাঁদের ক্ষতস্থান হতে নির্গত রক্ত বন্ধ করতে এবং নিজেদের কাপড় রক্তে ভিজা হতে বিরত রাখতে সক্ষম হতেন না। তথাপি তাঁরা ঐরূপ অবস্থায়ই সলাত আদায় করতেন (যেমন জাবির বর্ণিত হাদীসটি)। আর রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এমন কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি যে, তিনি ﷺ তাঁদেরকে সলাত আদায়কালে তাঁদের রক্তে রঞ্জিত কাপড় খুলে ফেরার নির্দেশ দিয়েছেন। **সা'দ (রাঃ) খন্দকের যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁর জন্য মাসজিদে তাঁবু টাঙ্গানো হয়েছিল। তিনি মাসজিদের ঐ তাঁবুতে এরূপ অবস্থায় অবস্থান করছিলেন যে, তাঁর ক্ষতস্থান হতে নির্গত রক্ত মাসজিদে প্রবাহিত হচ্ছিল। প্রচুর রক্ত ক্ষরণের ফলে অবশেষে তিনি মৃত্যু বরণ করেন।** ক্ষতস্থান হতে নির্গত রক্ত পাক হওয়ার আরেকটি দলীল হলো, **'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) তাঁর ক্ষতস্থান হতে রক্ত ঝরা অবস্থায় ফাজ্‌রের সলাত আদায় করেছিলেন।** হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী ও আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) এ বর্ণনাটিকে সহীহ বলেছেন। এটাতো জানা কথাই যে, ক্ষতস্থান হতে রক্ত প্রবাহিত হলে তাতে নিশ্চিত কাপড় ভিজবে। আর এটা অসম্ভব যে, 'উমার (রাঃ) এমন কাজ করবেন যা করা শারী'আতে জায়িয নয়, অতঃপর নাবী ﷺ-এর সমস্ত সহাবায়ি কিরাম তার কোন প্রতিবাদ ও অস্বীকৃতি না জানিয়ে চুপ থাকবেন? ক্ষতস্থানের প্রবাহিত রক্ত পাক বলেই এরূপ হয়নি কি?

উল্লেখ্য কতিপয় ব্যক্তি জাবির বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে আপত্তি করে বলেন, হাদীসটি দলীলযোগ্য নয়। কেননা নাবী ﷺ ঐ ব্যক্তির সলাত অব্যাহত রাখার বিষয়টির বিরোধীতা করেছেন। কিন্তু এ কথাটি প্রমাণিত নয়। হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা 'আইনী হিদায়ার শারাহ গ্রন্থে জাবিরের এ হাদীসটি দারাকুতনী ও বায়হাক্বী র রিওয়ায়াতে উল্লেখ করে তাতে বৃদ্ধি করেন ঃ "অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ মর্মে সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাঁদের দু' জনকে ডাকালেন।" আল্লামা আইনী হানাফী বলেন, কিন্তু তিনি তাঁদেরকে পুনরায় উযু করার ও সলাত আদায়ের নির্দেশ করেননি। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। আল্লামা শাওকানী 'সায়লুল জাররার' গ্রন্থে বলেন, জ্ঞাতব্য যে, নাবী ﷺ সলাত অব্যাহত রাখার বিষয়টি অবহিত হন, কিন্তু রক্ত বের হওয়ার পরও সলাত অব্যাহত রাখার ব্যাপারে কোনরূপ অস্বীকৃতি জানান নি। যদি রক্ত বের হওয়া উযু ভঙ্গের কারণ হতো তাহলে তিনি অবশ্যই তাঁকে এবং তাঁর সাথে ঐ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী অন্যান্য সহাবায়ি কিরামকে তা জানিয়ে দিতেন..। এরূপ কোন উদ্ধৃতিই বর্ণিত হয়নি যে, তিনি তাঁদের সলাত বাতিল বলে মন্তব্য করেছেন।

যদি বলা হয়, জাবির বর্ণিত হাদীসের সানাদে 'আক্বীল ইবনু জাবির রয়েছেন। যার সম্পর্কে ইমাম যাহাবীর মন্তব্য হচ্ছে, তার মাঝে জাহালাত আছে, তার থেকে কেবল সদাক্বাহ ইবনু ইয়াসার বর্ণনা করেছেন। তাহলে এর দ্বারা দলীল গ্রহণ কিভাবে সহীহ হবে? এর জবাব হলো ঃ হ্যাঁ, 'আক্বীল ইবনু জাবির মাজহুল, কিন্তু মাজহুলুল

'আইন, মাজহুলুল 'আদালাত নয়। কেননা তার সূত্রে কেবল একজন তথা সদাক্বাহ ইবনু ইয়াসার বর্ণনা করেছেন। কোন বর্ণনাকারীর এরূপ অবস্থা হলে তিনি হন মাজহুলুল 'আইন। আর মাজহুলুল 'আইনের বিশ্লেষন হলো, হাদীসের দোষগুণ যাচাইকারী ইমামগণের কোন একজন ইমাম যদি তাকে নির্ভরযোগ্য বলেন তাহলে তার জাহালাত দূর হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী 'আক্বীল ইবনু জাবিরকে তো ইবনু হিব্বান নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং তার হাদীসকে ইমাম ইবনু হিব্বান, ইবনু খুযাইমাহ ও হাকিম সহীহ বলেছেন। সুতরাং তার জাহালাত দূরীভুত হল এবং তার হাদীসটি দলীলের উপযুক্ত হয়ে গেল। এ বিষয়ে আরো বিশদ আলোচনা আবু দাউদের শারাহ গ্রন্থ গায়াতুল মাক্বসূদে রয়েছে। কারো ইচ্ছে হলে সেখানে দেখে নিবেন। (দেখুন, 'আওনুল মা'বুদ ও অন্যান্য)

বমি করলে ও রক্ত বের হলে উযু করা সম্পর্কিত বর্ণনা ঃ

(১) আবুদ দারদা (রাঃ) বলেন, "একদা নাবী ﷺ বমি করার পর উযু করেন। অতঃপর দামিস্কের মাসজিদে সাওবান (রাঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হওয়ার পর আমি তার সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলাম। তিনি বলেন, তিনি সত্য বলেছেন এবং আমি নিজে তার উযুর পানি ঢেলে দিয়েছিলাম।"- (তিরমিযী)। অন্য বর্ণনায় 'উযু করার' পরিবর্তে সাওম ভঙ্গের কথা এসেছে। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন ঃ হাদীসটিকে বমি করলে উযু নষ্ট হওয়ার দলীল হিসেবে পেশ করা হয়। এতে কেউ এ শর্তও জুড়ে দিয়েছেন যে, বেশি পরিমাণ বমি করলে উযু ভঙ্গ হবে। কিন্তু হাদীসে এ শর্ত উল্লেখ নেই। হাদীসটি সাধারণ (মুত্বলাক্ব) ভাবে উযু ভঙ্গের দলীল দিচ্ছে না। কেননা তা নাবী ﷺ-এর নিজস্ব একক কর্ম বুঝাচ্ছে। আর মূল কথা হলো, কর্ম ওয়াজিব হওয়ার দলীল দেয় না। বড়জোর এ কথা বলা যায় যে, নাবী ﷺ এর অনুসরণে এ ক্ষেত্রে উযু করা শারী'আত সম্মত হওয়া বুঝাচ্ছে, কিন্তু ওয়াজিব হওয়া বুঝাচ্ছে না। আর ওয়াজিব হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট (খাস) দলীল থাকা জরুরী। কিন্তু তা এখানে অনুপস্থিত। সেজন্য অধিকাংশ মুহাক্কিকগণের মত হচ্ছে, বমি করলে উযু ভঙ্গ হয় না। যাঁদের মধ্যে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ এবং অন্যরাও রয়েছেন- (দেখুন, ইরওয়াউল গালীল)। (২) আয়িম্মাদের কিতাবে 'আলী (রাঃ) সূত্রের বর্ণনা। যাতে রয়েছে, সাতটি কারণে উযু করা আল্লাহ আমাদের জন্য অবধারিত করেছেন। তার একটি হচ্ছে মুখভরে বমি হওয়া। কিন্তু এটি আয়িম্মাদের কিতাবসমূহে বর্ণিত হাদীসেরই পরিপন্থি। কেননা সেখানে এও বর্ণিত আছে যে, সাওবান (রাঃ) বলেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! বমি হলে উযু করা ওয়াজিব কি? তিনি ﷺ বললেন, যদি তা ওয়াজিব হতো তাহলে অবশ্যই তা আল্লাহর কিতাবে পেতে - (দেখুন, নায়লুল আওত্বার, ইনতিসার, বাহর ও অন্যান্য)। (৩) 'আয়িশাহ্ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কারো বমি হলে বা নাক দিয়ে রক্ত বের হলে বা ক্বালাস হলে বা মযী নির্গত হলে সে যেন ফিরে গিয়ে উযু করে, অতঃপর তার সলাতের বিনা করে, এবং এর মাঝে কোন কথা না বলে।" ইবনু মাজাহ, দারাকুতনী। একাধিক মুহাদ্দিস হাদীসটিকে দোষযুক্ত বলেছেন। কারণ এটি ইসমাঈল ইবনু 'আয়্যাশের ইবনু জুরাইজ সূত্রের বর্ণনা। তিনি হিজাজী। হিজাজীদের সূত্রে ইসমাঈলের বর্ণনা দুর্বল। তাছাড়া ইবনু জুরাইজের কতিপয় সাথী তার বিপরীত করেছেন। তারা এটি মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। আবূ হাতিম বলেন, ইসমাঈলের বর্ণনাটি ভুল। ইবনু মাঈন বলেন, হাদীসটি দুর্বল। ইমাম আহমাদ বলেন, সঠিক হলো, ইবনু জুরাইজ তার পিতা হতে মারফূভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারাকুতনী ইসমাঈল ইবনু 'আয়্যাশের হাদীসটি 'আত্বা ইবনু 'আজলান ও 'আব্বাদ ইবনু কাসীর সূত্রে ইবনু মুলায়কাহ হতে বর্ণনা করার পর বলেন, সানাদের 'আত্বা ও 'আব্বাদ উভয়েই দুর্বল। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, সঠিক হচ্ছে মুরসাল হওয়া। হাদীসটি সুলায়মান ইবনু আরকাম হতে মারফূভাবে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তিনি হাদীস বর্ণনায় মাতরূক- (দেখুন, নায়লুল আওত্বার)। (৪) আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সলাতরত অবস্থায় তোমাদের কারো বমি হলে বা নাকসীর হলে বা হাদাস হলে সে যেন ফিরে গিয়ে উযু করে নেয়। অতঃপর এসে ছুটে যাওয়া সলাতের বিনা করে।" এটি বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী। ইমাম দারাকুতনী বলেন ঃ এর সানাদে বাক্‌র ইবনু দাহিরী রয়েছে। তিনি মাতরূকুল হাদীস (হাদীস বর্ণনায় পরিত্যাজ্য)। তা'লীকু মুগনীর উপর তাখরীজ ও তা'লীক গ্রন্থে শায়খ মাজদী হাসান (রহঃ) বলেন ঃ এর সানাদ খুবই দুর্বল। হাদীসটি ইবনুওল জাওযী তার 'তাহক্বীক্ব' (১/১৮৯) ও 'আল-'ইলাল' (১/৩৬৬) গ্রন্থে এবং ইবনু হিব্বান আল-মাজরুহীন' (২/২১) গ্রন্থে আবূ বাক্‌র দাহিরীর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। আর সানাদের আবূ বাক্‌র ইবনু দাহিরী সম্পর্কে ইমাম আহমাদ, ইবনু মাঈন ও অন্যরা বলেছেন, তিনি

কিছুই না। ইমাম নাসায়ী এবং ইবনু মাঈন আরেকবার বলেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। এছাড়া এর সানাদে হাজ্জাজ রয়েছে। যদি তিনি ইবনু আরত্বাত হন, তাহলে তিনি দুর্বল, এবং তিনি যুহরী হতেও কিছুই শুনেননি। (দেখুন, তা'লীকু মুগনী- শায়খ মাজদী হাসানের তা'লীক ও তাখরীজসহ হা/৫৭৪, ২২৩ পৃষ্ঠার ২ নং টিকা)। শাওকানী বলেন, এটি 'আবদুর রাযযাক স্বীয় মুসান্নাফে 'আলীর মাওকুফ বর্ণনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন যেটির সানাদ হাসান, যা হাফিয বলেছেন । (৫) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) সূত্রে মারফূ বর্ণনা ঃ "তোমাদের কারো সলাতরত অবস্থায় নাক দিয়ে রক্ত বের হলে সে যেন ফিরে গিয়ে তার রক্ত ধুয়ে নিয়ে পুনরায় উযু করে তার সলাত আদায় করে।।" এটি বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী, ইবনু 'আদী ও ত্বাবারানী। ইমাম দারাকুতনী বলেন, এর সানাদে সুলায়মান ইবনু আরকাম মাতরূক। হাফিযও তাকে মাতরূক বলেছেন। তা'লীকু মুগনীর তাখরীজে শায়খ মাজদী হাসান বলেন, মুহাদ্দিসগণ তাকে বর্জন করেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন, তার থেকে বর্ণনা করা হয় না। ইমাম আবূ দাউদ বলেন, তিনি মাতরূক। ইবনু মাঈন সূত্রে 'আব্বাস ও 'উসমান বলেন, তিনি কিছুই না। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন, দুর্বল। ইবনু 'আব্বাস সূত্রে দারাকুতনীতে এ বিষয়ে আরেকটি বর্ণনা রয়েছে। সেটির সানাদে 'উমার ইবনু রায়াহ রয়েছে। দারাকুতনী তাকে মাতরূক বলেছেন। ইবনু 'আদী কামিল গ্রন্থে বলেন, 'উমার ইবনু রায়াহ হচ্ছে ত্বাউসের আযাদকৃত গোলাম। তিনি ইবনু ত্বাউস সূত্রে বাতিল হাদীসাবলী বর্ণনা করেন। এতে কেউ তার অনুসরণ করেননি। ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন, তিনি দাজ্জাল। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্যদের সূত্রে বানোয়াট হাদীসাবলী বর্ণনা করেন। আশ্চর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া তার হাদীস লিখা হালাল নয়। শায়খ মাজদী হাসান বলেন, তিনি মাতরূক, কতিপয় মুহাদ্দিস তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। (৬) ইবনু উমার (রাঃ) হতে মুয়াত্তা মালিকের বর্ণনা ঃ "তার নাকসীর হওয়ায় তিনি ফিরে গিয়ে উযু করে কোন কথা না বলে এসে সলাতের বিনা করেন।" ইবনু উমারের উক্তি হিসেবে শাফিঈও অনুরূপ বর্ণনা এনেছেন। (৭) দারাকুতনীতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে মারফূ বর্ণনা ঃ "এক ফোঁটা ও দু' ফোঁটা রক্ত বের হলে উযু করতে হবে না যতক্ষন না রক্ত গড়িয়ে পড়ে।" ইমাম দারাকুতনী বলেন ঃ 'এর সানাদের মুহাম্মাদ ইবনু ফায্ল ইবনু 'আত্বিয়্যাহ দুর্বল, এবং সানাদের সুফয়ান ইবনু যিয়াদ ও হাজ্জাজ ইবনু নাসর এরা দু' জনেও দুর্বল।' তা'লীকু মুগনীর তাখরীজে মাজদী হাসান (রহঃ) বলেন ঃ 'এর সানাদ দুর্বল। সানাদের মুহাম্মাদ ইবনু ফায্ল ইবনু 'আত্বিয়্যাহ্কে হাদীস বিশারদগণ মিথ্যাবাদী বলেছেন।' আল্লামা শাওকানী নায়লুল আওত্বার গ্রন্থে বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইবনু ফায্ল ইবনু 'আত্বিয়্যাহ মাতরূক। আর হাফিয (রহঃ) বলেন, এর সানাদ খুবই দুর্বল। (৮) "রক্ত এক দিরহাম হলে তা ধুয়ে নিতে হবে এবং তার কারণে সলাত পুনরায় পড়তে হবে।" এটি বর্ণনা করেছেন খাতীব 'তারীখু বাগদাদ' ৯/৩৩০ এবং তার থেকে ইবনুল জাওযী (২ /৭৫) নূহ ইবনু আবূ মারিয়াম সূত্রে..। এর সানাদ জাল, সানাদে নূহ ইবনু মারিয়াম মিথ্যার দোষে দোষী। ইবনুল জাওযী বলেন. নূহ মিথ্যুক। ইমাম যায়লাঈ হানাফী 'নাসবুর রায়াহ' গ্রন্থে এবং সূয়ূতী 'আল-লায়ালী' গ্রন্থে একে সমর্থন করেছেন- (দেখুন, যঈফাহ ১৪৯)। (৯) "(কাপড়ে) এক দিরহাম পরিমান রক্তের কারণে সলাত পুনরায় পড়তে হবে।" অন্য শব্দে রয়েছে ঃ "যদি কাপড়ে এক দিরহাম পরিমান রক্ত থাকে, তাহলে কাপড়টি ধুয়ে নিতে হবে এবং সলাত পুনরায় আদায় করতে হবে।" ইবনু হিব্বান 'আয-যুআফা (১/২৯৮), দারাকুতনী, এবং বায়হাক্বী (২/৪০৪), উকাইলী 'আয-যুআফা' এবং ইবনুল জাওযী 'মাওযুআত' (২/৭৬)- রাওহ ইবনু গুতাঈফ হতে....। ইবনু হিব্বান বলেন, হাদীসটি বানোয়াট তাতে কোন সন্দেহ নেই। রসূল ﷺ এটি বলেননি। কূফাবাসীরা এটি তৈরী করেছেন। রাওহ নির্ভরশীলদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করতেন। ইমাম যায়লাঈ হানাফী 'নাসবুর রায়াহ' গ্রন্থে এবং ইবনুল মুলাক্কান 'আল-খুলাসা' গ্রন্থে ইবনু হিব্বানের বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন, যুহরী হতে রাওহ ইবনু গুতাইফ ছাড়া কেউ এটি বর্ণনা করেননি। তিনি মাতরূকুল হাদীস। ইমাম বুখারী বলেন, তার অনুসরণ করা যায় না। উক্বাইলী আদাম সূত্রে বলেন, ইমাম বুখারী বলেছেন, এ হাদীসটি বাতিল এবং রাওহ মুনকারুল হাদীস- (যঈফাহ, হা/১৪৮)। (১০) "নাক দিয়ে সবেগে রক্ত প্রবাহিত হলে পুনরায় উযু করতে হবে।" হাদীসটি বানোয়াট। এটি বর্ণনা করেছেন ইবনু 'আদী 'কামিল' গ্রন্থে ইয়াগনুস ইবনু সালিম হতে আনাস ইবনু মালিক সূত্রে মারফূভাবে। ইবনু 'আদী বলেন, ইয়াগনুস আনাস সূত্রে মুনকার হাদীসাবলী বর্ণনা করে, তার সার্বিক হাদীস অসংরক্ষিত। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি আনাস সূত্রে বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনু ইউনূস

٨٠ - باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ- ৮০ ঃ ঘুমালে উযু নষ্ট হয় কিনা

١٩٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ " لَيْسَ أَحَدٌ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ غَيْرَكُمْ " .

- صحيح : ق .

১৯৯। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ একদিন ‘ইশার সলাতে আসতে বিলম্ব করেন। এমনকি আমরা মাসজিদে ঘুমিয়ে পড়লাম, তারপর জাগলাম। আবার ঘুমিয়ে পড়লাম, তারপর জাগলাম। অতঃপর আবার আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর তিনি

বলেন, আনাস সূত্রে তার বর্ণনা মিথ্যা। ‘আবদুল হাক্ব ইশাবিলী ‘আহকাম’ গ্রন্থে বলেন, ইয়াগনুস হাদীস বর্ণনায় মুনকার, দুর্বল- (যঈফাহ, হা/১০৭১)। (১১) “প্রত্যেক প্রবাহিত রক্তেই উযু করতে হবে।” দারাকুতনী (১৫৭পৃঃ) বাক্বিয়্যাহ হতে ইয়াযীদ ইবনু খালিদ হতে, তিনি ইয়াযীদ ইবনু মুহাম্মাদ হতে, তিনি ‘উমার ইবনু ‘আবদুল ‘আযীয হতে, এবং তিনি তামীমুদ দারী হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম দারাকুতনী এর দোষ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ‘উমার ইবনু ‘আবদুল ‘আযীয তামীমুদ দারী হতে শুনেননি এবং তিনি তাকে দেখেনও নি। আর সানাদে দু’ ইয়াযীদ অজ্ঞাত। ইমাম যায়লাঈ হানাফী নাসবুর রায়াহ গ্রন্থে তার এ বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। আলবানী বলেন ঃ বাক্বিয়্যাহ একজন মুদাল্লিস, তিনি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছেন। এটি আরেকটি দোষ। ‘আবদুল হাক্ব আহকাম গ্রন্থে বলেন, এটির সানাদ মুনকাতি। হাদীসটি ইবনু ‘আদী আহমাদ ইবনু ফারাজের জীবনীতে বাক্বিয়্যাহ হতে... বর্ণনা করেছেন। ইমাম যায়লাঈ হানাফী বলেন ঃ ইবনু ‘আদী বলেছেন, আহমাদ ছাড়া হাদীসটি অন্য কারো মাধ্যমে চিনি না। তিনি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত যাদের হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু লিখা যায়। কারণ লোকদের নিকট সে দুর্বল হলেও তার হাদীস হাদীস হিসেবে গণ্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইবনু আবূ হাতিম ‘আল-‘ইলাল’ গ্রন্থে বলেন ঃ আহমাদ ইবনু ফারাজ থেকে আমরা লিখেছি, আমাদের নিকট তার অবস্থান সত্যবাদী হিসেবে। আলবানী বলেন ঃ আহমাদ ইবনু ফারাজ হচ্ছে হিমসী। হিজাজী হচ্ছে তার উপাধী। তাকে মুহাম্মাদ ইবনু ‘আওফ নিতান্তই দুর্বল বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনিও হিমসী, অতএব তিনি তার সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে বেশি জানেন। তিনি তার সম্পর্কে বলেন ঃ ‘তিনি মিথ্যুক, তার নিকট বাক্বিয়্যাহর হাদীসের কোন ভিত্তি নেই এবং তাতে তিনি আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে বেশি মিথ্যুক..।’ অতঃপর তিনি তাকে তার ভাষায় মদ পান করার দোষে দোষী করেছেন। যা খাতীব বাগদাদী বর্ণনা করেছেন এবং তার শেষে বলেছেন ঃ ‘আমি আল্লাহর নাম নিয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি মিথ্যুক।’ অনুরূপভাবে তার সম্পর্কে যারা জানেন তারাও তাকে মিথ্যুক বলেছেন। অতএব কিভাবে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায়? ইবনু ‘আদী ‘কামিল’ গ্রন্থে বলেন ঃ. এ হাদীসটি বাক্বিয়্যাহ সূত্রে শু‘বাহ হতে বাতিল। (যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ ঃ ৪৭০, পৃঃ ৪১৩-৪১৪)

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন ঃ হাক্ব কথা এই যে, রক্ত বের হলে উযু ওয়াজিব হয় এ মর্মে বর্ণিত হাদীসগুলো সহীহ নয়। বাস্তবতা হলো, যা বর্ণিত হয়নি তা থেকে বেঁচে চলা ও মুক্ত থাকা। যেমনভাবে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন আল্লামা শাওকানী ও অন্যরা। রক্ত বের হলে উযু নষ্ট হয় না এটিই হিজাজীদের এবং মাদীনাহ্র সাত ফাক্বীহগণের এবং তাঁদের পূর্ববর্তীদেরও মতামত।

আমাদের নিকট এলেন এবং বললেন ঃ তোমরা ব্যতীত অন্য কেউই সলাতের জন্য অপেক্ষা করছেনা।[১৯৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٢٠٠ - حَدَّثَنَا شَاذُّ بْنُ فَيَّاضٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رُءُوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلاَ يَتَوَضَّئُونَ .

- صحيح : م .

২০০। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীগণ 'ইশার সলাতের জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করতেন যে (তন্দ্রায়) তাদের মাথা ঢলে পড়ত। অতঃপর তাঁরা সলাত আদায় করতেন অথচ (এজন্য পুনরায়) উযু করতেন না।[১৯৯]

সহীহ ঃ মুসলিম।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ فِيهِ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظٍ آخَرَ .

- صحيح .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, শু'বাহ তাতে ক্বাতাদাহ সূত্রে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে- কথাটি বৃদ্ধি করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) আরো বলেন, ইবনু আবূ 'আরুবাহ ক্বাতাদাহ হতে এটি অন্য শব্দে বর্ণনা করেছেন।

সহীহ।

٢٠١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الْعِشَاءِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي حَاجَةً . فَقَامَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوءًا .

- صحيح : م .

২০১। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'ইশার সলাতের তাকবীর দেয়া হলো। এমন সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমার কিছু প্রয়োজনীয় কথা আছে। এ বলে সে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। এদিকে সকলে বা কিছু সংখ্যক লোক তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। অতঃপর নাবী ﷺ তাদের নিয়ে সলাত আদায় করলেন। (বর্ণনাকারী) উযুর কথা উল্লেখ করেননি।[২০০]

সহীহ ঃ মুসলিম।

[১৯৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাতের সময়, অনুঃ 'ইশা সলাতের পূর্বে ঘুমানো, হাঃ ৫৭০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসজিদসমূহ, অনুঃ 'ইশা সলাতের ওয়াক্ত ও তা বিলম্বে আদায় করা), উভয়ে 'আবদুর রাযযাক সূত্রে।

[১৯৯] মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা/হায়িয, অনুঃ বসে বসে ঘুমালে উযু নষ্ট হয় না), শাফিঈ 'কিতাবুল উম্ম' (অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুঃ কিসে উযু ওয়াজিব হয় এবং কিসে ওয়াজিব হয় না, ১/১২)।

[২০০] মুসলিম (অনুঃ বসে বসে ঘুমালে উযু নষ্ট হয় না), আহমাদ (৩/১৬০) হাম্মাদ ইবনু সালামাহ সূত্রে।

٢٠٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْبٍ، - وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ يَحْيَى - عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْجُدُ وَيَنَامُ وَيَنْفُخُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ . قَالَ فَقُلْتُ لَهُ صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأْ وَقَدْ نِمْتَ فَقَالَ " إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا " . زَادَ عُثْمَانُ وَهَنَّادٌ " فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ " .

– **ضعيف** : المشكاة ٣١٨ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَوْلُهُ " الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا " . هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ الدَّالاَنِيُّ عَنْ قَتَادَةَ وَرَوَى أَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا مِنْ هَذَا وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مَحْفُوظًا.

২০২। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ সাজদাহ্য় গিয়ে (কখনো) ঘুমিয়ে যেতেন, এমনকি তাঁর নাক ডাকার আওয়াজ শোনা যেত। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করতেন, কিন্তু উযু করতেন না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে বললাম, আপনি ঘুমানোর পরও উযু না করেই সলাত আদায় করলেন? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি শুয়ে ঘুমায়, উযু করা তারই কর্তব্য । 'উসমান ও হাম্মাদ আরো বলেন, এর কারণ হলো, শুয়ে ঘুমালে শরীরের বাঁধন ঢিলা হয়ে যায়।[২০১]

দুর্বল ঃ মিশকাত ৩১৮।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি শুয়ে ঘুমায় উযু করা তারই কর্তব্য- এ হাদীসটি মুনকার। এটি কেবলমাত্র ইয়াযীদ আল-দালানী ক্বাতাদাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। একদল বর্ণনাকারী ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে হাদীসের প্রথমাংশ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা উপরোক্ত কথার কিছুই উল্লেখ করেননি। ইবনু 'আব্বাস ﷺ বলেছেন, নাবী ﷺ (অসতর্কতা) থেকে মাহ্ফূয ছিলেন।

---

[২০১] তিরমিযী ঃ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ ঘুমালে উযু ভঙ্গ হয়, হাঃ ৭৭, ইমাম তিরমিযী এ ব্যাপারে নীরব থেকেছেন), আহমাদ (১/২৫৬, হাঃ ২৩১৫), 'আবদ ইবনু হুমাইদ 'মুসনাদ' (৬৫৯), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/১২১)। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, এ সূত্রে হাদীস বর্ণনায় ইয়াযীদ ইবনু 'আবদুর রহমান আবূ খালিদ আদ-দালানী একক হয়ে গেছেন। ইমাম তিরমিযী 'আল-'ইলাল' গ্রন্থে বলেন, আমি এ হাদীস সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটি কিছুই না। আল্লামা মুনযিরী 'মুখতাসার সুনান' (১/১৪৫) গ্রন্থে বলেন, ইমাম দারাকুতনী বলেন, ক্বাতাদাহ সূত্রে এ হাদীস বর্ণনায় ইয়াযীদ অর্থাৎ আদ-দালানী একক হয়ে গেছেন এবং এটি সহীহ নয়.. । অতএব হাদীসটি দুর্বল। হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন, আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইমাম বুখারী, তিরমিযী, আল্লামা মুনযিরী ও অন্যান্যরা।
মিশকাতের তাহক্বীক্বে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন ঃ সানাদে আদ-দালানী দুর্বল এবং তিনি হাদীসের মাতানেও ভুল করেছেন।

وَقَالَتْ عَائِشَةُ - رضى الله عنها - قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " تَنَامُ عَيْنَاىَ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي " .

- صحيح : م .

وَقَالَ شُعْبَةُ إِنَّمَا سَمِعَ قَتَادَةُ مِنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ حَدِيثَ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَحَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّلاَةِ وَحَدِيثَ الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ وَحَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ مِنْهُمْ عُمَرُ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَذَكَرْتُ حَدِيثَ يَزِيدَ الدَّالاَنِيِّ لأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فَانْتَهَرَنِي اسْتِعْظَامًا لَهُ وَقَالَ مَا لِيَزِيدَ الدَّالاَنِيِّ يُدْخِلُ عَلَى أَصْحَابِ قَتَادَةَ وَلَمْ يَعْبَأْ بِالْحَدِيثِ .

'আয়িশাহ্ ﷺ বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার চক্ষুদ্বয় ঘুমায়, কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না।

সহীহ ঃ মুসলিম।

٢٠٣ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ، - فِي آخَرِينَ - قَالُوا حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ " .

- حسن .

২০৩। 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ চক্ষুদ্বয় হচ্ছে পশ্চাৎদ্বারের সংরক্ষণকারী। কাজেই যে ব্যক্তি (চোখ বন্ধ করে) ঘুমায়, সে যেন উযু করে।[২০২]

হাসান।

---

[২০২] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ ঘুমানোর পর উযু করা, হাঃ ৮৮৭), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/১১৮) বাকিয়্যাহ সূত্রে।

এ অনুচ্ছেদের হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। হালকা ঘুমে উযু নষ্ট হয় না।

২। রাতের এক তৃতীয়াংশের পরও 'ইশার সলাত বিলম্বে আদায় করা জায়িয। বিশেষ করে এ সময়ে নিতান্ত প্রয়োজন থাকলে।

৩। অনেক লোকের উপস্থিতিতে দু' ব্যক্তির পরস্পরে চুপি চুপি কানে কানে কথা বলা জায়িয। আর নিষেধ হচ্ছে কেবল তিনজন থাকলে একজনকে বাদ দিয়ে দু' জনে চুপিসারে কথা বলা।

৪। ইক্বামাত ও সলাতের মাঝে দীর্ঘ সময় ব্যবধান হলে পুনরায় ইক্বামাত দেয়ার প্রয়োজন নেই।

৫। দাঁড়িয়ে বা বসে ঘুমালে উযু নষ্ট হয় না।

৬। যমীনের সাথে ঠেস লাগিয়ে ঘুমানো উযু ভঙ্গের কারণ।

٨١ – باب فِي الرَّجُلِ يَطَأُ الأَذَى بِرِجْلِه

অনুচ্ছেদ- ৮১ ঃ যে ব্যক্তি তার পায়ে ধুলা-ময়লা মাড়িয়েছে

٢٠٤ – حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنِي شَرِيكٌ، وَجَرِيرٌ، وَابْنُ، إِدْرِيسَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا لاَ نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ وَلاَ نَكُفُّ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا .

– صحيح .

২০৪। শাক্বীক্ব সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ রাস্তার ধুলা-ময়লার উপর দিয়ে অতিক্রম করা সত্ত্বেও আমরা উযু করতাম না এবং আমরা (সলাতের মধ্যে নিজেদের) চুল ও কাপড়-চোপড়ও সামলাতাম না।[২০৩]

সহীহ।

٨٢ – باب مَنْ يُحْدِثُ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ৮২ ঃ সলাতের মধ্যে কারো উযু ছুটে গেলে

٢٠٥ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عِيسَى بْنِ حِطَّانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلاَّمٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ " .

– **ضعيف** : ضعيف الجامع الصغير ٦٠٧، المشكاة ٣١٤، ١٠٠٦ .

২০৫। 'আলী ইবনু ত্বাল্ক্ব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ সলাতের মধ্যে (পশ্চাৎ-দ্বারে) বায়ু নির্গত করলে সে যেন ফিরে গিয়ে উযু করে এবং পুনরায় সলাত আদায় করে।[২০৪]

দুর্বল ঃ যঈফ আল-জামি'উস সাগীর ৬০৭, মিশকাত ৩১৪, ১০০৬।

---

[২০৩] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সলাতরত অবস্থায় চুল ও কাপড় ধরে রাখা, হাঃ ১০৪১), ইবনু খুযাইমাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ ৩৭), আবূ বাকর বলেন, এ খবরটি দোষযুক্ত, আ'মাশ খবরটি শাক্বীক্ব হতে শুনেননি। হাকিম (১/১৩৯), ইমাম হাকিম বলেন, এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। যাহাবী তার সঙ্গে একমত পোষণ করেছেন।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ খালি পায়ে হাটার কারণে পায়ে ধুলা ময়লা লাগলে তাতে উযু নষ্ট হয় না।

[২০৪] তিরমিযী (অনুঃ নারীদের পশ্চাৎদ্বারে সঙ্গম করা অপছন্দনীয়, হাঃ ১১৬৪), দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর পশ্চাৎদ্বারে সঙ্গম করে, হাঃ ১১৪১), ইবনু হিব্বান (২০৩, ২০৪), 'আসিম আল-আহওয়াল সূত্রে। ইমাম তিরমিযী বলেন, 'আলী ইবনু ত্বালক্ব এর হাদীসটি হাসান। আমি মুহাম্মাদকে বলতে শুনেছি, নাবী ﷺ-এর সূত্রে বর্ণিত 'আলী ইবনু ত্বালক্বের কেবল এ হাদীসটিই আমার জানা আছে। আহমাদ (১/৮৬, হাঃ ৬৫৫) শায়খ আহমাদ শাকির বলেন, এর সানাদ সহীহ এবং তিরমিযী (হাঃ ১১৬৫) ওয়াকী' সূত্রে

٨٣ – باب فِي الْمَذْي

অনুচ্ছেদ- ৮৩ ঃ বীর্যরস (মযী) সম্পর্কে

٢٠٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الْحَذَّاءُ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، – رضى الله عنه – قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَجَعَلْتُ أَغْتَسِلُ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ – أَوْ ذُكِرَ لَهُ – فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَفْعَلْ إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْىَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ " .

– **صحيح** : دون قوله : (فَإِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ) .

২০৬। ‘আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খুব বেশী মযী নির্গত হত। এজন্য আমি গোসল করতাম, এমনকি (অত্যধিক গোসলের কারণে) আমার পিঠ ফেটে যেত (ব্যথা অনুভূত হতো)। তাই আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিষয়টি অবহিত করলাম কিংবা কেউ তাঁকে **বিষয়টি অবহিত করলো। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এরূপ করো না। তোমার (লজ্জাস্থানে) মযী দেখতে পেলে তা ধুয়ে নিবে এবং সলাতের উযুর ন্যায় উযু করবে। তবে বীর্য নির্গত হলে গোসল করবে।**[২০৫]

সহীহ ঃ তার এ কথাটি বাদে ঃ ‘তবে বীর্য নির্গত হলে গোসল করবে।’

٢٠٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، – رضى الله عنه – أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ لَهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْىُ مَاذَا عَلَيْهِ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَهُ .

ইবনু ‘আবদুল মালিক ইবনু মুসলিম হতে তার পিতার সূত্রে। ইমাম তিরমিযী বলেন, এখানে ‘আলী হচ্ছে ‘আলী ইবনু ত্বালক্ব। হাদীসটির সানাদ সহীহ।

কিন্তু মিশকাতের তাহক্বীক্বে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন ঃ এর সানাদে ঈসা ইবনু হিত্ত্বান রয়েছে। ইবনু ‘আবদুল বার্ বলেছেন, তিনি ঐ লোকদের অর্ন্তভুক্ত নন যাদের দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায়। হাফিয (রহঃ)ও ‘আত-তাক্বরীব’ গ্রন্থে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন। সেজন্য আমি একে যঈফ সুনানে অন্তর্ভক্ত করেছি।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। পশ্চাৎদ্বারে বায়ু নির্গত হলে উযু নষ্ট হয়। সলাত আদায়কালে বায়ু নির্গত হলে বা উযু ভঙ্গের অন্যান্য কারণ ঘটলে সলাত ছেড়ে দেয়া ওয়াজিব।

২। কারো সলাতরত অবস্থায় বায়ু নির্গত হওয়ার কারণে উযু নষ্ট হলে সে যেন ফিরে এসে পুনরায় সলাত আরম্ভ করে এবং ছুটে যাওয়া অংশ থেকে আরম্ভ না করে।

[২০৫] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ বীর্য বের হলে গোসল করতে হবে, হাঃ ১৯৩), আহমাদ (১/১০৯, হাঃ ৮৬৮, ১/১২৫, হাঃ ১০২৯, ১/১৪৫, হাঃ ১২৩৭), ইবনু খুযাইমাহ (২০), সকলে একাধিক সানাদে আর-রাকীন ইবনু রাবী‘ সূত্রে হুসাইন ইবনু ক্বাবীসাহ হতে অনুরূপ।

قَالَ الْمِقْدَادُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ " .

- صحيح .

২০৭। আল-মিক্বদাদ ইবনুল আস্ওয়াদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব ﷺ তাকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন, কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর নিকটবর্তী হলেই বীর্যরস নির্গত হলে তার করণীয় কী? নাবী ﷺ-এর কন্যা আমার কাছে রয়েছে, সেজন্য আমি তাঁকে (সরাসরি) এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করছি। মিক্বদাদ ﷺ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ তোমাদের কারো এরূপ অবস্থা হলে সে যেন তার লজ্জাস্থান ধুয়ে নেয় এবং সলাতের উযুর ন্যায় উযু করে।[২০৬]

সহীহ।

٢٠٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ لِلْمِقْدَادِ وَذَكَرَ نَحْوَ هَذَا قَالَ فَسَأَلَهُ الْمِقْدَادُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِيهِ : " وَالأُنْثَيَيْنِ " .

- صحيح .

২০৮। 'উরওয়াহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব ﷺ মিক্বদাদ ﷺ-কে বললেন, অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। মিক্বদাদ ﷺ নাবী ﷺ-কে (মযী বের হলে করণীয় সম্পর্কে) জিজ্ঞাসা করলে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সে যেন তার পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ ধুয়ে নেয়।[২০৭]

সহীহ।

٢٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَدِيثٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ وَجَمَاعَةٌ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَرَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمِقْدَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَذْكُرْ " أُنْثَيَيْهِ " .

---

[২০৬] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ১৫৬), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মযী বের হলে উযু করা, হাঃ ৫০৫), মালিক (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, ১/৫৩/পৃঃ৪০), আহমাদ (৬/৪, ৫), ইবনু খুযাইমাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ২১), সকলে মালিক ইবনু আনাস সূত্রে।

[২০৭] আহমাদ (১/১২৬, হাঃ ১০৩৫)। শায়খ আহমাদ শাকির বলেন, এর সানাদ সহীহ।

২০৯। 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মিক্বদাদ ﷺ-কে বললাম, অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। মিক্বদাদ ﷺ হতে নাবী ﷺ -এর সূত্রে অন্য এক বর্ণনায় 'অণ্ডকোষের' কথা উল্লেখ নেই।[২০৮]

সহীহ।

٢١٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ كُنْتُ أَلْقَى مِنَ الْمَذْىِ شِدَّةً وَكُنْتُ أُكْثِرُ مِنْهُ الاِغْتِسَالَ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " إِنَّمَا يُجْزِيكَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوءُ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ قَالَ " يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تُرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ " .

- حسن .

২১০। সাহ্ল ইবনু হুনায়িফ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অত্যধিক বীর্যরস নির্গত হতো। ফলে অধিকাংশ সময় আমি গোসল করতাম। অবশেষে আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ বীর্যরস নির্গত হলে উযু করাই যথেষ্ট। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! কাপড়ে বীর্যরস লেগে গেলে করণীয় কী? তিনি বললেন ঃ এক অঞ্জলি পানি নিয়ে কাপড়ের যে স্থানে মযী লেগেছে বলে মনে হবে, ঐ স্থান হালকাভাবে ধুয়ে ফেললেই যথেষ্ট হবে।[২০৯]

হাসান।

٢١١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، - يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ - عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ

---

[২০৮] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ১৫৩), আহমাদ (১/১২৪, হাঃ ১০০৯) হিশাম সূত্রে।

[২০৯] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনু কাপড়ে মযী লাগলে, হাঃ ১১৫, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মযী বের হলে উযু করা, হাঃ ৫০৬), দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মযী সম্পর্কে, হাঃ ৭২৩), আহমাদ (৩/৪৮৫), ইবনু খুযাইমাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ২৯১), 'আবদ ইবনু হুমাইদ (৪৬৮), সকলেই মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। মযী নির্গত হলে গোসল ওয়াজিব নয়, উযু করা ওয়াজিব। তবে বীর্য বের হলে গোসলা করা ওয়াজিব।

২। লজ্জাস্থান ধুয়ে মযী দূর করলেই মযীর অপবিত্র দূর হয়ে যায়, যেমনটি নাবী ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন।

৩। স্ত্রীর পিতা অর্থাৎ শ্বশুড়ের উপস্থিতিতে যৌন সংশ্লিষ্ট বিষয় উল্লেখ না করা মুস্তাহাব (পছন্দনীয়)।

৪। একজনের সংবাদ (খবরে ওয়াহিদ) গ্রহণযোগ্য।

৫। কাপড়ে মযী লেগে থাকলে তাতে পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ট।

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَعَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَقَالَ " ذَاكَ الْمَذْىُ وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِي فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ " .

– صحيح .

২১১। ‘আবদুল্লাহ ইবনু সা‘দ আল-আনসারী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কী কারণে গোসল ওয়াজিব হয়? এবং গোসলের (বা পেশাবের) পর পুরুষাঙ্গ থেকে নির্গত পানি (মযী) সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ঐ পানিকে বীর্যরস বলা হয়। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক লোকেরই বীর্যরস নির্গত হয়। বীর্যরস বের হলে তোমার লজ্জাস্থান ও অণ্ডকোষ ধুয়ে ফেলবে এবং সলাতের উযুর ন্যায় উযু করবে।[২১০]

সহীহ।

(٨٣) باب فِي مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ وَمُؤَاكَلَتِهَا

অনুচ্ছেদ- ৮৩ ঃ হায়িযগ্রস্তা স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা ও পানাহার করা

٢١٢ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، – يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ – حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ " لَكَ مَا فَوْقَ الإِزَارِ " . وَذَكَرَ مُؤَاكَلَةَ الْحَائِضِ أَيْضًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

– صحيح .

২১২। হারাম ইবনু হাকীম থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার স্ত্রী হায়িয অবস্থায় আমার জন্য কতটুকু হালাল? তিনি বললেন, পায়জামার উপরের অংশ তোমার জন্য হালাল। তিনি ঋতুবতী স্ত্রীকে নিয়ে একত্রে পানাহার করার কথাও উল্লেখ করলেন। অতঃপর শেষ পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করেন।[২১১]

সহীহ।

[২১০] আহমাদ (৪/৩৪২), যায়লাঈর ‘নাসুবর রায়াহ (১/৯৩)। ‘আবদুল হাক্ব তার ‘আহকাম’ গ্রন্থে বলেন, এর সানাদ দ্বারা দলিল গ্রহণ করা যায় না। ডঃ ‘আবদুল ক্বাদির বলেন ঃ হাদীসটির সানাদ সহীহ। দেখুন সামনে আগত হাদীস।

[২১১] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ ঋতুবতী নারীর সাথে একত্রে পানাহার এবং তাদের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে, হাঃ ১৩৩), ইবনু মাজাহ (হাঃ ১০৭৩) আল-আ‘লা সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। হায়িযগ্রস্তা স্ত্রীর কাপড়ের (পায়জামার) উপর দিয়ে স্বামীর জন্য মেলামেশা করা জায়িয। অর্থাৎ স্বামীর জন্য ঋতুবতী স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গ ব্যতীত সব কিছুর সাথে আনন্দ ভোগ করা বৈধ। তবে এরূপ অবস্থায় স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গের উপর কাপড় ফেলে রাখতে হবে। তা আলোচ্য হাদীসসহ অন্য হাদীসেও সুস্পষ্টভাবে এসেছে।

٢١٣ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَزَنِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعْدٍ الأَغْطَشِ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ الأَزْدِيِّ، - قَالَ هِشَامٌ وَهُوَ ابْنُ قُرْطٍ أَمِيرُ حِمْصَ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ فَقَالَ " مَا فَوْقَ الإِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ ".

- **ضعيف** : ضعيف الجامع الصغير ٥١١٥، المشكاة ٥٥٢ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَيْسَ هُوَ - يَعْنِي الْحَدِيثَ - بِالْقَوِيِّ .

২১৩। মু'আয ইবনু জাবাল ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ঋতুবতী অবস্থায় স্ত্রীলোক পুরুষের জন্য কতটুকু হালাল? তিনি বললেন, পায়জামার উপরের অংশ (হালাল)। তবে তা থেকেও বেঁচে থাকা উত্তম।[২১২]

দুর্বল ঃ যঈফ আল-জামি'উস সাগীর ৫১১৫, মিশকাত ৫৫২।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটি শক্তিশালী নয়।

٨٤ - باب فِي الإِكْسَالِ

অনুচ্ছেদ- ৮৪ ঃ সহবাসে বীর্যপাত না হলে

٢١٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي بَعْضُ، مَنْ أَرْضَى أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِي أَوَّلِ الإِسْلاَمِ لِقِلَّةِ الثِّيَابِ ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

- **صحيح** .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : يعني : " الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ " .

২১৪। উবাই ইবনু কা'ব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় লোকদের কাপড়-চোপড়ের স্বল্পতার কারণে কেবল সহবাসে বীর্য নির্গত না হলে গোসল না করার

২। শরঈ হুকুম জানার জন্য লজ্জাকর বিষয়েও প্রশ্ন করা বৈধ।

৩। হায়িয অবস্থায় যৌন সম্ভোগ বর্জন করাই অতি উত্তম। এ আশঙ্কায় যে, হয়ত তা স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গে মেলামেশার দিকে ধাবিত করবে।

[২১২] ইমাম বাগাভী এটি 'মিসবাহুস সুন্নাহ' (১/২৪৬, হাঃ ৩৮৫) গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন, এর সানাদ মজবুত নয়। মিশকাতের তাহক্বীক্বে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন ঃ এর সানাদে তিনটি দোষ আছে।

অনুমতি প্রদান করেন। তবে পরবর্তীতে এরূপ অবস্থায় (বীর্যপাত না হলেও) তিনি গোসল করার নির্দেশ দেন এবং গোসল ত্যাগ না করতে বলেন।[২১৩]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, অর্থাৎ বীর্যপাত হলে গোসল করা।

٢١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْبَزَّازُ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَبِي غَسَّانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي، كَانُوا يُفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَدْءِ الإِسْلاَمِ ثُمَّ أَمَرَ بِالاِغْتِسَالِ بَعْدُ .

- صحيح .

২১৫। উবাই ইবনু কা'ব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। মুফতীগণ ফাতাওয়াহ দিতেন যে, কেবল বীর্য বের হলেই গোসল করতে হবে। এটা ছিল এক ধরনের বিশেষ সুবিধা। রসূলুল্লাহ ﷺ ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় এ বিশেষ সুবিধা দিয়েছিলেন। তবে পরবর্তীতে তিনি গোসল করার নির্দেশ দেন।[২১৪]

সহীহ।

٢١٦ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَرَاهِيدِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَشُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَأَلْزَقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " .

- صحيح : ق .

২১৬। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন, (স্ত্রীর) চার অঙ্গের মাঝখানে বসলে এবং এক যৌনাঙ্গ অপর যৌনাঙ্গে ঢুকিয়ে দিলেই গোসল ওয়াজিব হবে।[২১৫]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

---

[২১৩] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ বীর্যপাতের কারণে গোসল ওয়াজিব হয়, হাঃ ১১৮), ইবনু মাজাহ (অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পুরুষ ও স্ত্রীর লজ্জাস্থান একত্রে মিলিত হলে গোসল করা ওয়াজিব, হাঃ ৭৬৯), আহমাদ (৫/১১৫, ১১৬), ইবনু খুযাইমাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ২২৫), সকলেই যুহরী সূত্রে।

[২১৪] দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ বীর্যপাতের দরুণ গোসল করা, হাঃ ৭৬০) আবূ জাফার মুহাম্মাদ ইবনু মিহরান সূত্রে উল্লিখিত সানাদে, দেখুন পূর্বোক্ত হাদীস।

[২১৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ গোসল, অনুঃ যখন নারী ও পুরুষের যৌনাঙ্গ একত্রে মিলিত হবে, হাঃ ২৯১), মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ নারী ও পুরুষের যৌনাঙ্গ একত্রে মিলিত হলে), উভয়ে ক্বাতাদাহ সূত্রে।

٢١٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ " . وَكَانَ أَبُو سَلَمَةَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

- صحيح : م .

২১৭। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পানির জন্যই পানি ব্যবহার করতে হবে (অর্থাৎ বীর্যপাত হলেই গোসল করতে হবে)। আবূ সালামাহ ﷺ এরূপই করতেন।[২১৬]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٨٥ - باب فِي الْجُنُبِ يَعُودُ

অনুচ্ছেদ- ৮৫ ঃ একাধিকবার সঙ্গমে একবার গোসল করা সম্পর্কে

٢١٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ .

- صحيح .

২১৮। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। কোন একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ সকল স্ত্রীদের নিকট গেলেন এবং একবারই গোসল করলেন।[২১৭]

সহীহ।

---

[২১৬] মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ বীর্যপাতের দরুন গোসল করা), আহমাদ (৩/২৯) 'আমর ইবনুল হারিস সূত্রে।

এ অনুচ্ছেদে হাদীস সমূহ হতে শিক্ষা ঃ

১। সহবাস করলে (স্বামী স্ত্রীর লজ্জাস্থান একত্র হলে) গোসল করা ওয়াজিব, তাতে বীর্যপাত না হলেও।

২। সহবাসে বীর্যপাত না হলে তাতে গোসল না করার সুযোগ ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তা রহিত করা হয়েছে।

৩। কোন একজনের লজ্জাস্থানের মাথা গুপ্তাঙ্গের অগ্রভাগে প্রবেশ করলেই গোসল ওয়াজিব।

[২১৭] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ২৬৩), আহমাদ (৩/৯৯) হুমাইদ সূত্রে। আনাস সূত্রে হাদীসটির একাধিক সানাদ রয়েছে। তন্মধ্যে বুখারী (১/৭৯, ৭/৪৪) ক্বাতাদাহ হতে আনাস সূত্রে, ইবনু মাজাহ (হাঃ ৫৮৯) যুহরী হতে আনাস সূত্রে, তিরমিযী (হাঃ ১৪০), নাসায়ী (১/১৪৩) এবং আহমাদ (৩/১৬১, ১৮৫), ক্বাতাদাহ হতে আনাস সূত্রে অনুরূপ আহমাদ (৩/১১১, ১৮৫), এবং দারিমী (হাঃ ৭৫৯) ও ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ২৫৯) সাবিত হতে আনাস সূত্রে অনুরূপ।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। কেউ তার একাধিক স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে এক সহবাসের পর আরেক সহবাসের পূর্বে গোসল করা ওয়াজিব নয়। যদিও সে একই রাতে একাধিক স্ত্রীর সাথে একাধিকবার সহবাস করে। আর এটি মোটেই এক সহবাসের পর আরেক সহবাসের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব হওয়াকে নিষেধ করে না।

٨٦ – باب الْوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ.

অনুচ্ছেদ- ৮৬ ঃ একবার সহবাসের পর পুনরায় সহবাসের পূর্বে উযু করা

٢١٩ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، سَلْمَى عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ . قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِدًا قَالَ " هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ " .

– حسن .

২১৯। আবূ রাফি' ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ একদিন তাঁর স্ত্রীদের নিকট গেলেন এবং প্রত্যেক স্ত্রীর নিকটই গোসল করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি সবশেষে একবার গোসল করলেই তো পারতেন? তিনি বললেন, এরূপ করাই অধিকতর পবিত্রতা, উৎকৃষ্টতা ও পরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক।[২১৮]

হাসান।

٢٢٠ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا " .

– صحيح : م .

২২০। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ একবার সহবাস করার পর পুনরায় সহবাসের ইচ্ছা করলে সে যেন উযু করে নেয়।[২১৯]

সহীহ ঃ মুসলিম।

২। সামর্থ্য থাকলে একই রাতে অধিকবার সহবাস করা জায়িয।

[২১৮] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, সকল স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করার পর একবার গোসল করা, হাঃ ৫৯০), আহমাদ (৬/৮, ৯, ৩৯১) হাম্মাদ ইবনু সালামাহ সূত্রে।

[২১৯] মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ জুনুবী ব্যক্তির ঘুমানো জায়িয), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ অপবিত্র ব্যক্তি পুনরায় সহবাস করার ইচ্ছা করলে উযু করে নিবে, হাঃ ১৪১, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ) নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ অপবিত্র ব্যক্তি পুনরায় সঙ্গম করতে চাইলে করণীয়, হাঃ ২৬২), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ অপবিত্র ব্যক্তি পুনরায় সঙ্গম করতে চাইলে উযু করবে, হাঃ ৫৮৭), আহমাদ (৩/৭, ২১, ২৮), হুমাইদী 'মুসনাদ' (১/৭৫৩)।

এ অনুচ্ছেদের হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। প্রত্যেক সহবাসের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব। এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই।

২। কেউ পুনরায় সহবাসের ইচ্ছা করলে উযু করে নেয়া জায়িয।

৩। জুনুবী ব্যক্তি ঘুমের ইচ্ছা করলে হাত ধোয়া অথবা সলাতের উযুর ন্যায় উযু করা জরুরী। তবে এসবের প্রত্যেক অবস্থায় গোসল করাই উত্তম।

٨٦ – باب الْوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ.

অনুচ্ছেদ- ৮৬ ঃ একবার সহবাসের পর পুনরায় সহবাসের পূর্বে উযু করা

٢١٩ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، سَلْمَى عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ . قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَاحِدًا قَالَ " هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ " .

– حسن .

২১৯। আবূ রাফি' ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ একদিন তাঁর স্ত্রীদের নিকট গেলেন এবং প্রত্যেক স্ত্রীর নিকটই গোসল করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি সবশেষে একবার গোসল করলেই তো পারতেন? তিনি বললেন, এরূপ করাই অধিকতর পবিত্রতা, উৎকৃষ্টতা ও পরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক।[২১৮]

হাসান।

٢٢٠ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا " .

– صحيح : م .

২২০। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ একবার সহবাস করার পর পুনরায় সহবাসের ইচ্ছা করলে সে যেন উযু করে নেয়।[২১৯]

সহীহ ঃ মুসলিম।

২। সামর্থ্য থাকলে একই রাতে অধিকবার সহবাস করা জায়িয।

[২১৮] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, সকল স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করার পর একবার গোসল করা, হাঃ ৫৯০), আহমাদ (৬/৮, ৯, ৩৯১) হাম্মাদ ইবনু সালামাহ সূত্রে।

[২১৯] মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ জুনুবী ব্যক্তির ঘুমানো জায়িয), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ অপবিত্র ব্যক্তি পুনরায় সহবাস করার ইচ্ছা করলে উযু করে নিবে, হাঃ ১৪১, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ) নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ অপবিত্র ব্যক্তি পুনরায় সঙ্গম করতে চাইলে করণীয়, হাঃ ২৬২), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ অপবিত্র ব্যক্তি পুনরায় সঙ্গম করতে চাইলে উযু করবে, হাঃ ৫৮৭), আহমাদ (৩/৭, ২১, ২৮), হুমাইদী 'মুসনাদ' (১/৭৫৩)।

এ অনুচ্ছেদের হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। প্রত্যেক সহবাসের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব। এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই।

২। কেউ পুনরায় সহবাসের ইচ্ছা করলে উযু করে নেয়া জায়িয।

৩। জুনুবী ব্যক্তি ঘুমের ইচ্ছা করলে হাত ধোয়া অথবা সলাতের উযুর ন্যায় উযু করা জরুরী। তবে এসবের প্রত্যেক অবস্থায় গোসল করাই উত্তম।

٨٧ – باب فِي الْجُنُبِ يَنَامُ

অনুচ্ছেদ- ৮৭ ঃ অপবিত্র অবস্থায় ঘুমানো

٢٢١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ " .

– صحيح : ق .

২২১। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'উমার ইবনুল খাত্তাব ؓ রসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে আরয করলেন যে, তিনি রাতে (প্রায়ই) অপবিত্র হন (এরূপ অবস্থায় করণীয় কী?) রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ উযু কর এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে নাও, তারপর ঘুমাও।[২২০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٨٨ – باب الْجُنُبِ يَأْكُلُ

অনুচ্ছেদ- ৮৮ ঃ অপবিত্র অবস্থায় পানাহার প্রসঙ্গে

٢٢٢ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ .

– صحيح : م .

২২২। 'আয়িশাহ্ ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ অপবিত্র অবস্থায় ঘুমানোর ইচ্ছা করলে সলাতের উযুর ন্যায় উযু করে নিতেন।[২২১]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٢٢٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ " وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ " .

– صحيح .

---

[২২০] বুখারী (অধ্যায় ঃ গোসল, অনুঃ জুনুবী উযু করে ঘুমাবে, হাঃ ২৯০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ অপবিত্র ব্যক্তির ঘুমানো জায়িয), উভয়ে মালিক সূত্রে।

[২২১] মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ অপবিত্র ব্যক্তির ঘুমানো জায়িয), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ২৫৬, ২৫৭), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ যারা বলে অপবিত্র ব্যক্তি উযু না করা পর্যন্ত ঘুমাবে না, হাঃ ৫৮৪ এবং অনুঃ জুনুবী ব্যক্তির পানাহারের জন্য দু' হাত ধোয়া যথেষ্ট, হাঃ ৫৯৩), আহমাদ (৬/৩৬, ১০২, ১১৮, ২৭৯), ইবনু খুযাইমাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ২১৩), সকলে যুহরী সূত্রে।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ فَجَعَلَ قِصَّةَ الأَكْلِ قَوْلَ عَائِشَةَ مَقْصُورًا وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ عَنْ عُرْوَةَ أَوْ أَبِي سَلَمَةَ وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ .

২২৩। ইউনুস হতে যুহরী সূত্রে একই সানাদে সমার্থবোধক হাদীস বর্ণিত আছে। তাতে একথাও রয়েছে ঃ অপবিত্র অবস্থায় তিনি খাওয়ার ইচ্ছা করলে তাঁর উভয় হাত ধুয়ে নিতেন।[222]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ইউনুস থেকে ইবনু ওয়াহ্‌ব এ হাদীসটিই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি খাওয়ার কথাটা 'আয়িশাহ্‌ ﵂-এর বক্তব্য বলে উল্লেখ করেছেন।

৮৯ – باب مَنْ قَالَ يَتَوَضَّأُ الْجُنُبُ

অনুচ্ছেদ- ৮৯ ঃ যে বলে, অপবিত্র ব্যক্তি উযু করবে

٢٢٤ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ . تَعْنِي وَهُوَ جُنُبٌ .

– صحيح : م .

২২৪। 'আয়িশাহ্‌ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ অপবিত্র অবস্থায় খানা খাওয়ার অথবা ঘুমাবার ইচ্ছা করলে উযু করে নিতেন।[223]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٢٢٥ – حَدَّثَنَا مُوسَى، – يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ – حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، – يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ – أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَيْنَ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَجُلٌ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ .

– ضعيف .

২২৫। 'আম্মার ইবনু ইয়াসির ﵁ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ অপবিত্র ব্যক্তিকে উযু করে পানাহার করার অথবা ঘুমাবার অনুমতি প্রদান করেছেন। 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব ﵁,

---

[222] পূর্বের হাদীসে গত হয়েছে।

[223] মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ অপবিত্র ব্যক্তির ঘুমানো জায়িয), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ জুনুবী ব্যক্তি খাওয়ার ইচ্ছা করলে উযু করবে, হাঃ ২৫৫), দারিমী (অধ্যায় ঃ খাওয়া দাওয়া, অনুঃ জুনুবী ব্যক্তির খাওয়া প্রসঙ্গে, হাঃ ২০৭৮), আহমাদ (৬/১২৬, ১৯১, ১৯২), ইবনু খুযাইমাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ২১৫), সকলেই শু'বাহ হতে উল্লিখিত সানাদে।

'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ﷺ বলেছেন, অপবিত্র ব্যক্তি খাওয়ার ইচ্ছা করলে উযু করে নিবে।[২২৪]

দুর্বল।

ইমাম আবূ দাউদ বলেন ঃ এ হাদীসে ইয়াহইয়া ইবনু ইয়া'মার ও 'আম্মার ইবনু ইয়াসারের মাঝে এক ব্যক্তি রয়েছে। আর 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব, ইবনু 'উমার, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর বলেন ঃ জুনুবী খাওয়ার ইচ্ছা করলে উযু করে নিবে।

٩٠ – باب فِي الْجُنُبِ يُؤَخِّرُ الْغُسْلَ

অনুচ্ছেদ-৯০ ঃ অপবিত্র ব্যক্তির বিলম্বে গোসল করা

٢٢٦ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، ح حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالاَ حَدَّثَنَا بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ فِي آخِرِهِ قَالَتْ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ . قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً . قُلْتُ أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَمْ فِي آخِرِهِ قَالَتْ رُبَّمَا أَوْتَرَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أَوْتَرَ فِي آخِرِهِ . قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً . قُلْتُ أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ أَمْ يَخْفِتُ بِهِ قَالَتْ رُبَّمَا جَهَرَ بِهِ وَرُبَّمَا خَفَتَ . قُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً .

– **صحيح** : م الفصل الاول منه .

২২৬। গুদায়িফ ইবনুল হারিস সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ ﷺ-কে বললাম, আপনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানাবাতের গোসল কখন করতে দেখেছেন, রাতের প্রথমভাগে না শেষভাগে? 'আয়িশাহ্ ﷺ বললেন, তিনি কখনো রাতের প্রথম ভাগে গোসল করতেন আবার কখনো রাতের শেষ ভাগে। আমি বললাম, আল্লাহু আকবার! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই যিনি এ ব্যাপারে প্রশস্ততা ও সহজতা দান করেছেন। আমি বললাম, রসূলুল্লাহ ﷺ বিত্‌র (সলাত)

---

[২২৪] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ উযু করে নিলে জুনুবী ব্যক্তির খাওয়া ও ঘুমানোর অনুমতি আছে, হাঃ ৬১৩), আহমাদ (৪/৩২০) হাম্মাদ সূত্রে ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আহমাদ শাকির তিরমিযীর উপর তার তালীক্ব গ্রন্থে হাদীসটির পরে আবূ দাউদের কৃত বক্তব্য উল্লেখ করেন। অনুরূপভাবে উল্লেখ করেন ইমাম দারাকুতনীর বক্তব্য ঃ ইয়াহইয়া 'আম্মারের সাক্ষাত পাননি, সানাদটি মুনকাতি। অতঃপর আহমাদ শাকির বলেন, 'আম্মার নিহত হয় সিফফিনে ৩৭ হিজরীতে। অতএব এটা অসম্ভব বা দূরের কথা নয় যে, তিনি ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াসার এর সাক্ষাত পেয়েছেন। আলবানী একে দুর্বল বলেছেন।

রাতের প্রথম দিকে আদায় করতেন, না শেষদিকে? তিনি বললেন, কখনো রাতের প্রথমদিকে বিত্‌র আদায় করতেন আবার কখনো শেষ রাতে। আমি বললাম, আল্লাহু আকবার! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই যিনি এ ব্যাপারে প্রশস্ততা ও সহজতা দান করেছেন। আমি বললাম, রসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন তিলাওয়াত উচ্চৈঃস্বরে করতেন না নিম্নস্বরে? তিনি বললেন, তিনি কখনো উচ্চৈঃস্বরে এবং কখনো নিস্বরে তিলাওয়াত করতেন। আমি বললাম, আল্লাহু আকবার! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, যিনি এ ব্যাপারে প্রশস্ততা ও সহজতা দান করেছেন।[২২৫]

সহীহ ঃ মুসলিমে এর প্রথমাংশ রয়েছে।

٢٢٧ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، – رضى الله عنه – عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلاَ كَلْبٌ وَلاَ جُنُبٌ " .

– **ضعيف** : ضعيف الجامع الصغير ٦٢٠٣ .

২২৭। 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, যে ঘরে মূর্তি, কুকুর অথবা অপবিত্র ব্যক্তি রয়েছে সেখানে মালায়িকাহ (ফিরিশতা) প্রবেশ করে না।[২২৬]

দুর্বল ঃ যঈফ আল-জামি'উস সাগীর ৬২০৩।

٢٢٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً .

– **صحيح** .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَاسِطِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ هَذَا الْحَدِيثُ وَهَمٌ . يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ .

২২৮। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ কোনরূপ পানি স্পর্শ না করেই অপবিত্র অবস্থায় ঘুমাতেন।[২২৭]

সহীহ।

---

[২২৫] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ রাতের প্রথম ও শেষভাগে গোসল করা, হাঃ ২২৩), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ রাতের সলাতের ক্বিরাআত, হাঃ ১৩৪৫), আহমাদ (৬/৪৭, ১৩৮)।

[২২৬] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ জুনুবী উযু না করলে, হাঃ ২৬১), নাসায়ী 'সুনানুল কুবরা' (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ২৫৭), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পোশাক-পরিচ্ছদ, অনুঃ বাড়িতে ছবি টাঙ্গানো, হাঃ ৩৬৫০), আহমাদ (১/৮৩, ১০৪, ১৩৯), সকলেই শু'বাহ সূত্রে এ সানাদে। উল্লেখ্য ঘরে মূর্তি ও কুকুর থাকলে তাতে ফিরিশতা প্রবেশ না করার কথা বহু সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে। যেমন সহীহ ইবনু মাজাহ (২৯৫৯-২৯৬১), গায়াতুল মারাম (১১৮), আদাবুয যিফাফ (১৯০-১৯৭) দ্রঃ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ইয়াযীদ ইবনু হারুন বলতেন, এ হাদীসটি (অর্থাৎ আবূ ইসহাক্বের হাদীস) অনুমান নির্ভর।

٩١ – باب فِي الْجُنُبِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

অনুচ্ছেদ- ৯১ ঃ অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পড়া

٢٢٩ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَلِيٍّ – رضى الله عنه – أَنَا وَرَجُلاَنِ رَجُلٌ مِنَّا وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ – أَحْسَبُ فَبَعَثَهُمَا عَلِيٌّ – رضى الله عنه – وَجْهًا وَقَالَ إِنَّكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا . ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْمَخْرَجَ ثُمَّ خَرَجَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً فَتَمَسَّحَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلاَءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ – أَوْ قَالَ يَحْجُزُهُ – عَنِ الْقُرْآنِ شَىْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ .

– **ضعيف** : المشكاة ٤٦٠ .

২২৯। ‘আবদুল্লাহ ইবনু সালামাহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং আমার সাথে আরো দু’জন লোক ‘আলী ﷺ-এর নিকট গেলাম। তাদের একজন আমাদের গোত্রের আর অন্যজন সম্ভবত বানু আসাদ গোত্রের। ‘আলী ﷺ তাদের দু’জনকে কোন কাজে পাঠালেন এবং প্রেরণের সময় বললেন, তোমরা দু’জনই শক্তিশালী। কাজেই তোমরা তোমাদের শক্তি দীনের ক্ষেত্রে ব্যয় করবে। অতঃপর তিনি পায়খানায় গেলেন এবং সেখান থেকে বের হয়ে পানি চাইলেন। তিনি এক অঞ্জলি পানি হাতে নিয়ে (মুখ) মুছে কুরআন তিলাওয়াত করতে লাগলেন। লোকেরা বিষয়টি আপত্তিকর মনে করলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ পায়খানা থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের কুরআন পড়াতেন এবং আমাদের সঙ্গে গোশ্তও খেতেন। একমাত্র জানাবাত

---

[২২৭] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ গোসল না করে অপবিত্র অবস্থায় ঘুমানো, হাঃ ১১৮-১১৯), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ৫৮৩), আহমাদ (৬/৪৩, ১০৬, ১০৯, ১৪৬, ১৭১) আবূ দাউদ তায়ালিসি ‘মুসনাদ’ (হাঃ ১৩৯৭), সকলেই আবূ ইসহাক্ব সূত্রে।

এ অনুচ্ছেদের হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। জানাবাতের গোসল যথাশিঘ্র করা ওয়াজিব নয়।

২। বিত্‌র সলাত প্রথম ও শেষ রাতে উভয় সময়েই আদায় করা জায়িয। তবে কেউ শেষ রাতে ক্বিয়াম করলে তার জন্য শেষ রাতে আদায় করাই অতি উত্তম।

৩। কুকুর ও ছবি না রাখা।

৪। বিলম্বে জানাবাতের গোসল করা ভাল কাজের প্রতিবন্ধক।

৫। জুনুবী ব্যক্তির গোসল না করে উযু করে ঘুমানো জায়িয।

(গোসল ফার্‌য হওয়ার অপবিত্রতা) ব্যতীত কোন কিছুই তাঁকে কুরআন থেকে বিরত রাখতে পারতো না।[২২৮]

দুর্বল ঃ মিশকাত ৪৬০।

[২২৮] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ অপবিত্র না হলে যে কোন অবস্থায় কুরআন পাঠ বৈধ, হাঃ ১৪৬, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ৫৯৪), আহমাদ (১/৮৪, ১০৭, ১২৪), সকলেই একাধিক সানাদে 'আমর ইবনু মুররাহ হতে 'আবদুল্লাহ ইবনু সালামাহ সূত্রে। এর দোষ হচ্ছে ঃ এ হাদীস বর্ণনায় 'আবদুল্লাহ ইবনু সালামাহ একক হয়ে গেছেন। বৃদ্ধ বয়সে তার স্মরণশক্তি উলট পালট হয়ে যায়। আর এ হাদীসটি তিনি বৃদ্ধ বয়সে বর্ণনা করেন। অনুরূপ বলেন, শু'বাহ, 'মুখতাসার সুনানুল কুবরা' (১/১৫৬), ইমাম খাত্তাবী 'মা'আলিমুস সুনান' (১/৬৬) গ্রন্থে বলেন, ইমাম আহমাদ 'আলীর এ হাদীসটিকে সন্দেহ করতেন এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু সালামাহকে দুর্বল বলতেন।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। কেউ কোন সুন্নাত বিরোধী কাজ হতে দেখলে তার উচিত ঐ কর্ম সম্পাদনকারীকে নিষেধ করা।

২। ছোট অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত জায়িয।

মাসআলাহ ঃ হায়িয, নিফাস ও জুনুবী অবস্থায় কুরআন পাঠ প্রসঙ্গে ঃ

(১) 'আলী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীস ঃ

حديث علي ﷺ : إنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلاَءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ – أَوْ قَالَ يَحْجُزُهُ – عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ .

(ক) 'আলী (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ পায়খানা থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের কুরআন পড়াতেন এবং আমাদের সঙ্গে গোশ্‌তও খেতেন। একমাত্র জানাবাত (গোসল ফার্‌য হওয়ার নাপাকি) ব্যতীত কোন কিছুই তাঁকে কুরআন থেকে বিরত রাখতে পারতো না।

হাদীসটি দুর্বল ঃ এটি বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ (২২৯), নাসায়ী (১/৫২), তিরমিযী (১/২৭৩-২৭৪), ইবনু মাজাহ (৫৯৪), আহমাদ (১/৮৪, ১২৪), ত্বায়ালিসি (১০১), ত্বাহাবী (১/৫২), ইবনুল জারুদ 'মুনতাক্বা' (৫২-৫৩), দারাকুতনী (৪৪ পৃঃ), ইবনু আবূ শায়বাহ (১/৩৬/১), হাকিম (১/৫২, ৪/১০৭), ইবনু 'আদী 'কামিল' (ক্বাফ ২১৪/২) এবং বায়হাক্বী (১/৮৮-৮৯), প্রত্যেকেই 'আমর ইবনু মুররাহ হতে 'আবদুল্লহ ইবনু সালামাহ সূত্রে, তিনি বলেন ঃ "আমি এবং আরো দু' ব্যক্তি 'আলী (রাঃ)-এর নিকট আসলাম, তখন তিনি বললেন ঃ ...(হাদীস)।" হাদীসটি তিরমিযীতে সংক্ষেপে এ শব্দে বর্ণিত হয়েছে ঃ

(كَانَ رَسُولُ ﷺ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا)

"শরীর অপবিত্র না হলে রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সর্বাবস্থায় কুরআন পড়াতেন।"

এটি ইবনু আবূ শায়বাহ ও অন্যদেরও বর্ণনা। তবে ইবনুল জারুদ বৃদ্ধি করেছেন ঃ "শু'বাহ এ হাদীস সম্পর্কে বলতেন ঃ আমরা হাদীসটি জানি এবং তা প্রত্যাখান করি। অর্থাৎ 'আবদুল্লাহ ইবনু সালামাহকে 'আমর বৃদ্ধ বয়সে পেয়েছেন।" এ উদ্ধৃতিতে এ ইঙ্গিতই রয়েছে যে, শেষ বয়সে ইবনু 'আবদুল্লাহর স্মরণশক্তি বিকৃত হয়ে যায়। আর 'আমর ইবনু মুররাহ হাদীসটি তার কাছ থেকে ঐ অবস্থায়ই বর্ণনা করেন। এ তথ্য হাদীসটির ব্যাপারে সন্দেহ জাগায় এবং হাদীসটিকে দুর্বল করে দেয়। হাদীস বিশারদ ইমামগণের একদল বিষয়টি স্পষ্টও করেছেন। আল্লামা মুনযিরী 'মুখতাসার সুনান' (১/১৫৬) গ্রন্থে বলেন ঃ "আবূ বাক্‌র আল বাযযার উল্লেখ করেন যে, 'আলীর হাদীসটি কেবল 'আবদুল্লাহ ইবনু সালামাহ হতে 'আমর ইবনু মুররাহ সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। ইমাম বুখারী (রহঃ) 'আমর ইবনু মুররাহ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু সালামাহ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করতেন, আমরা তা চিনতাম এবং প্রত্যাখান করতাম। তিনি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তার হাদীস অনুসরণ করা হতো না। ইমাম শাফিঈ (রহঃ) এ হাদীস সম্পর্কে বলেন ঃ হাদীস বিশারদ ইমামগণ হাদীসটিকে

প্রমাণযোগ্য বলেননি। ইমাম বায়হাক্বী বলেন ঃ 'ইমাম শাফিঈ এ হাদীসটির প্রামাণ্যতার ব্যাপারে থেমে গেছেন, কেননা এর মূল বিষয় বর্তায় 'আবদুল্লাহ ইবনু সালামাহ আল-কূফীর উপর। তিনি বৃদ্ধ হয়েছে গিয়েছিলেন। কতিপয় প্রত্যাখ্যানকারী তার হাদীস ও 'আক্বলকে প্রত্যাখান করেছেন। আর তিনি এ হাদীসটি বৃদ্ধ হওয়ার পরই বর্ণনা করেছেন। যা শু'বাহ বলেছেন।' ইমাম খাত্তাবী উল্লেখ করেন, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহঃ) 'আলীর এ হাদীসটিকে সন্দেহ করতেন এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু সালামাহর কারণে দুর্বল বলতেন।"

কিন্তু এসব ইমামগণের বিপরীত করেছেন অন্যান্য ইমাম। ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ এ হাদীসটি হাসান সহীহ। হাকিম ও যাহাবী এর সানাদকে সহীহ বলেছেন। অনুরূপভাবে সহীহ বলেছেন ইবনুস সুকুন, 'আবদুল হাক্ব ও বাগাভী 'শারহু সুন্নাহ' গ্রন্থে, যেমন রয়েছে হাফিযের 'আত-তালখীস' গ্রন্থে। তবে হাফিয মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে 'ফাতহুল বারী' (১/৩৪৮) গ্রন্থে বলেন ঃ "হাদীসটি সুনান প্রণেতারা বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী ও ইবনু হিব্বান একে সহীহ বলেছেন এবং কতিপয় ইমাম একে দুর্বল বলেছেন। সঠিক হচ্ছে, এটি হাসান পর্যায়ের, যা দলীলের উপযোগী।"

হাদীসটির ব্যাপারে এটা হচ্ছে হাফিযের রায়। কিন্তু আমরা তার সাথে একমত নই। কেননা হাফিয নিজেই 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বর্ণনাকারী 'আবদুল্লাহ ইবনু সালামাহর জীবনীতে ইবনু সালামাহ সম্পর্কে বলেন ঃ "তিনি সত্যবাদী, কিন্ত তার স্মরণশক্তি বিকৃত হয়ে যায়।" ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, হাদীসটি তিনি স্মরণশক্তি বিকৃত অবস্থায় বর্ণনা করেছেন। সুতরাং স্পষ্ট যে, হাফিয হাদীসটিকে হাসান বলে হুকুম দেয়ার সময় বিষয়টি খেয়াল করেননি বা তার জীবনী সম্মুখে রাখেননি। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। আর সেজন্যই ইমাম নাববী (রহঃ) আল-মাজমু' (২/১৫৯) গ্রন্থে বলেন ঃ "ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলে অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের পরিপন্থি কাজ করেছেন। কেননা মুহাক্কিকীন হাফিযগণ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।" অতঃপর তিনি ইমাম শাফিঈ ও ইমাম বায়হাক্বীর উদ্ধৃতি দেন যা মুনযিরী তাদের সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

অতএব এ সমস্ত মুহাক্কিক ইমামগণ যা বলেছেন সেটাই আমাদের নিকট অগ্রাধিকারযোগ্য। কেননা হাদীসটি 'আবদুল্লাহ ইবনু সালামাহর একক বর্ণনা, এবং বিশেষ করে তার স্মরণশক্তি বিকৃত অবস্থায় এটি বর্ণিত।

সমকালীন কতিপয় 'আলিম দাবী করেন যে, 'আলী (রাঃ) সূত্রে এ হাদীসটির অর্থগত তাবে' বর্ণনা আছে, যদ্বারা ভুলের সংশয় দূরীভূত হয়। অতঃপর আহমাদে বর্ণিত নিম্নের বর্ণনাটি তুলে ধরেন ঃ

حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ السِّمْطِ، عَنْ أَبِي الْغَرِيفِ، قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِوَضُوءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ ثُمَّ قَرَأَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ هَذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلَا وَلَا آيَةَ.

(খ) আবূল গারীফ বলেন ঃ 'আলী (রাঃ)-এর উযুর পানি আনা হলে তিনি তিনবার করে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন, তিনবার করে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন, এরপর মাথা মাসাহ্ করলেন, অতঃপর দু' পা ধৌত করে বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবেই উযু করতে দেখেছি। অতঃপর তিনি কুরআন থেকে কিছু পড়লেন। এরপর তিনি বললেন ঃ এ হুকুম ঐ ব্যক্তির জন্য, যে জুনুবী নয়। পক্ষান্তরে জুনুবী ব্যক্তি কুরআন পড়বে না, একটি আয়াতও নয়। (আহমাদ)

এরপর বলেন ঃ এর সানাদ সহীহ। অতঃপর এর সানাদ সম্পর্কে আলোচনার শেষদিকে বলেন, সকলেই সিক্বাহ।

এর জবাব কয়েকভাবে দেয়া যায় ঃ

প্রথমত ঃ আমরা এর সানাদের বিশুদ্ধতা মেনে নিতে পারছি না। কেননা সানাদের এ আবূল গারীফকে ইবনু হিব্বান ছাড়া কেউ সিক্বাহ বলেননি। আর এর উপর নির্ভর করেই ইঙ্গিতকৃত ব্যক্তি এর সানাদকে সহীহ বলেছেন। আমরা ইতিপূর্বে বহুবার উল্লেখ করেছি যে, ইবনু হিব্বান সিক্বাহ আখ্যা দেয়ার ব্যাপারে শিথিল পন্থী,

তার সিক্বাহ বলার উপর নির্ভর করা যায় না। বিশেষ করে তিনি যখন এ ক্ষেত্রে অন্যান্য ইমামগণের বিপরীত করেন। ইমাম আবূ হাতিম রাযী বলেন ঃ "আবূল গারীফ প্রসিদ্ধ নন। বলা হলো, আপনি তাকে পছন্দ করেন নাকি আল-হারিস আল আ'ওয়ারকে? তিনি বলেন ঃ হারিস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, আর এ ব্যক্তির ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণ সমালোচনা করেছেন। অবশ্য আসবাগ ইবনু নাবাতাহ্‌র দৃষ্টিতে তিনি একজন শায়খ।"

আমি (আলবানী) বলছি ঃ আবূ হাতিমের নিকট আসবাগ হাদীস বর্ণনায় শিথিল (নরমপন্থী), আর অন্যদের নিকট মাতরূক। সুতরাং এ ধরনের উক্তি তার হাদীসকে সহীহ হওয়া তো দূরের কথা হাসানও করে না!

দ্বিতীয়ত ঃ যদি এটি সহীহ হয় তথাপিও এটি মারফূ হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নয়। অর্থাৎ তার এ কথাটি শাহিদ নয় ঃ (ثُمَّ قَرَأَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ ...) "অতঃপর তিনি কুরআন থেকে কিছু পড়লেন.... ।"

তৃতীয়ত ঃ যদি তা মারফূ হিসেবে সুস্পষ্ট হয়, তাহলে তা হবে শায অথবা মুনকার। কেননা সানাদের 'আয়িজ ইবনু হাবীব যদিও সিক্বাহ, কিন্তু তার সম্পর্কে ইবনু 'আদী বলেন ঃ "তিনি এমন কতগুলো হাদীস বর্ণনা করেন, যেগুলো আমি তার উপর ইনকার করি। অর্থাৎ অগ্রহণযোগ্য হিসেবে আখ্যায়িত করি।"

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সম্ভবত এটিও সেগুলোর একটি। পক্ষান্তরে তার চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য ও অধিক হাফিয ব্যক্তি হাদীসটি 'আলীর মাওকূফ বর্ণনা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছে দারাকুতনীতে (৪৪) বর্ণিত হাদীস। যা বর্ণিত হয়েছে ইয়াযীদ ইবনু হারুন হতে, তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন 'আমির ইবনুস সিমত্ব, তিনি বলেন, আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আবূল গারীফ হামাদানী, তিনি বলেন ঃ

كنا مع علي في الرحبة فخرج إلى أقصى الرحبة، فوالله ما أدري أبولاً أحدث أو غالطا، ثم جاء فدعا بكوز من ماء فغسل كفيه، ثم قبضهما إليه، ثم قرأ صدراً من القرآن، ثم قال : اقرؤوا القرآن ما لم يصب أحدكم جنابة، فإن اصابته جنابة فلا و لا حرفاً واحدا .

(গ) আমরা 'আলী (রাঃ)-এর সাথে এক খোলা ময়দানে ছিলাম। অতঃপর তিনি খোলা ময়দান থেকে দূরে চলে গেলেন। আল্লাহর শপথ! তিনি পেশাব, হাদাস বা পায়খানার জন্য গেছেন কিনা তা আমি জানি না। অতঃপর তিনি ফিরে এসে এক জগ পানি চেয়ে নিলেন এবং তা দিয়ে দু' হাত (কব্জি পর্যন্ত) ধৌত করলেন, অতঃপর হস্তদ্বয় নিজের দিকে গুটিয়ে নিলেন। অতঃপর কুরআন থেকে পাঠ করলেন। এরপর বললেন ঃ "তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর, যতক্ষণ না তোমরা জুনুবী হও। যদি কেউ জুনুবী হয়ে যায় তবে সে তিলাওয়াত করবে না, এমনকি একটি হরফও নয়।" ইমাম দারাকুতনী বলেন ঃ "এটি 'আলী সূত্রে সহীহ" অর্থাৎ মাওকূফভাবে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ অনুরূপ এটি মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন শুরাইক ইবনু 'আবদুল্লাহ আল-ক্বাযী ইবনু আবূ শায়বাহর নিকট (১/৩৬/২), ও আল-হাসান ইবনু হাই এবং খালিদ ইবনু 'আবদুল্লাহ বায়হাক্বী র নিকট (১/৮৯, ৯০) তারা তিনজন এটি বর্ণনা করেছেন 'আমির ইবনু সিমত্ব হতে তার সূত্রে 'আলীর উপর থেমে গিয়ে মাওকূফভাবে সংক্ষেপে, তিনি জুনুবী সম্পর্কে বলেন ঃ (لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ لَا حَرْفًا) "জুনুবী কুরআন পড়বে না, একটি হরফও নয়।" সুতরাং এ বিশ্লেষণে (তাহক্বীক্বে) স্পষ্ট হয়ে গেল যে, হাদীসটির ব্যাপারে এ মুতাবে'টি অগ্রাধিকারযোগ্য। তা হচ্ছে 'আলী (রাঃ)-এর মাওকূফ বর্ণনা। যদি তার থেকে এটি সহীহও হয় তথাপি এটিকে মারফূ হাদীসের শাহিদ ধরা সঠিক হবে না। বরং যদি বলা হয়, এটি মারফূ হওয়ার ক্ষেত্রে একটি দোষ, তাহলে এটি এরই দলীল হচ্ছে যে, যিনি এটিকে মারফূ করেছেন অর্থাৎ 'আবদুল্লাহ ইবনু সালামাহ, তিনি মারফূ করতে গিয়ে ভুল করেছেন, যা সঠিকতা হতে দূরে নয়। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। (দেখুন, ইরওয়াউল গালীল)

(ঘ) 'আলী (রা)-কে উদ্দেশ্য করে নাবী ﷺ-এর উক্তি ঃ

(يا علي إني أرضى لك ما أرضى لنفسي، و أكره ما أكره لنفسي، لا تقرأ القرآن و أنت جنب و لا أنت راقع ولا أنت ساجد ...) .

"হে 'আলী! আমি তোমার জন্য তাই পছন্দ করি, যা আমি আমার জন্য পছন্দ করি, এবং তোমার জন্য তাই অপছন্দ করি, যা আমি নিজের জন্য অপছন্দ করি। তুমি জুনুবী, রুকু' ও সাজদাহ্ অবস্থায় কুরআন পাঠ করবে না,... ।" (দারাকুতনী)

সানাদ দুর্বল ঃ এর সানাদে হারিস আল-আ'ওয়ার দুর্বল এবং আবূ ইসহাক্ব সাবীঈ সিক্বাহ 'আবিদ, তবে শেষ বয়ষে তিনি সংমিশ্রন করতেন। (আত-তাক্বরীব ২/৭৩)

(৬) 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব ও আবূ মূসা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

(لا تقرأ القرآن و أنت جنب . قلت لعلى أنه صلى الله عليه و سلم كان يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة)

"তুমি জুনুবী অবস্থায় কুরআন পড়বে না। আমি 'আলীকে বললাম, নাবী ﷺ সর্বাবস্থায় কুরআন পড়তেন, জানাবাতের অবস্থা ছাড়া।" (বায্যার)

আল্লামা হায়সামী (রহঃ) বলেন ঃ উভয়ের সানাদে আবূ মালিক নাখায়ী রয়েছে। হাদীস বিশারদগণের ঐক্যমতে তিনি দুর্বল। (দেখুন, হায়সামীর মাজমাউয যাওয়ায়িদ)

(২) 'উমার (রাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তি ঃ

إذا توضأت (وأنا جنب) أكلت و شربت, ولا أقرأ حتى أغتسل .

"আমি জুনুবী অবস্থায় উযু করে পানাহার করি, তবে গোসল না করে ক্বিরাআত করি না।" (দারাকুতনী)

সানাদ দুর্বল ঃ হাদীসটি ত্বাবারানী এবং বায়হাক্বী ও বর্ণনা করেছেন। এর সানাদে ইবনু লাহী'আহ দুর্বল। তার জীবনী রয়েছে আয-যুআফা ওয়াল মাতরুকীন (৬৫), আল-মাজরুহীন (২/১১) ও আয-যুআফা সাগীর (২৯০) গ্রন্থে। বায়হাক্বী বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু সুলায়মান হতে এটি ওয়াক্বিদীও বর্ণনা করেছেন। আল্লামা শামসুল হাক্ব 'আযীমাবাদী বলেন, ইবনু লাহী'আহ দুর্বল এবং ওয়াক্বিদী মাতরূক। (দেখুন, তা'লীকু মুগনী 'আলা সুনানে দারাকুতনী (৪২১, ৪৩৩) শায়খ মাজদী হাসানের তাখরীজসহ)

ফায়িদাহ্ (উপকারিতা) ঃ আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন ঃ (নাবী ﷺ জানাবাতের অবস্থায় কুরআন পড়তেন না বা অপছন্দ করতেন) এ হাদীস জুনুবী ব্যক্তির কুরআন পাঠ হারাম হওয়া প্রমাণ করে না। কেননা এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বর্ণনা করা যে, নাবী ﷺ জানাবাতের অবস্থায় ক্বিরাআত বর্জন করেছেন। এ ধরণের বর্ণনা দ্বারা তো অপছন্দনীয় বলাও সঠিক হবে না, তাহলে কিভাবে হারাম হওয়ার দলীল দেয়া যাবে? (দেখুন, নায়লুল আওত্বার)

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) ইরওয়াউল গালীল গ্রন্থে বলেন ঃ হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) 'আত-তালখীস' গ্রন্থে (৫১ পৃষ্ঠায়) বলেছেন ঃ "ইমাম ইবনু খুযাইমাহ বলেন ঃ 'যারা জুনুবী ব্যক্তির কুরআন পাঠ নিষেধ করে তাদের জন্য এ হাদীসে কোন দলীল নেই। কেননা হাদীসে নিষেধাজ্ঞা নেই, আছে কেবল কর্মের উদ্ধৃতি। নাবী ﷺ জানাবাতের কারণে কুরআন পড়তে নিষেধ করেছেন এমন কথা হাদীসটিতে নেই। ইমাম বুখারী (রহঃ) ইবনু 'আব্বাস সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি জুনুবী ব্যক্তির ক্বিরাআত পাঠকে দোষণীয় মনে করতেন না। এবং বুখারী তাঁর তরজমাতে উল্লেখ করেন, "নাবী ﷺ সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিক্র করতেন।"

আমি (আলবানী) বলছি ঃ 'আয়িশাহ্র হাদীসটি মুসলিমও অন্যরা সংযুক্ত সানাদে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনু 'আব্বাসের আসারটি সংযুক্ত সানাদে বর্ণনা করেছেন ইবনুল মুনযির এ শব্দে ঃ "ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) জুনুবী অবস্থায় তার দু'আগুলো পাঠ করতেন।" যেমন ফাতহুল বারীতে রয়েছে। হাফিয (রহঃ) তাতে উল্লেখ করেন ঃ ইমাম বুখারী, ইমাম আত-ত্বাবারী ও ইবনুল মুনযির (রহঃ)-এর মতে, জুনুবী ব্যক্তির কুরআন পড়া জায়িয। তাঁরা 'আয়িশাহ্ বর্ণিত ব্যাপক অর্থবোধক ('আম) হাদীসটি দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ নাবী ﷺ -এর বাণী ঃ "আমি ত্বাহারাত ছাড়া মহান আল্লাহর যিক্র করতে অপছন্দ করি।" এটি জুনুবী ব্যক্তির কুরআন পাঠ অপছন্দনীয় হওয়াকে স্পষ্ট করে। কেননা হাদীসটি সালাম সম্পর্কে

বর্ণিত হয়েছে আবূ দাউদ ও অন্যান্য গ্রন্থে সহীহ সানাদে। কুরআন তো সালামের আগে অগ্রাধিকার পাবে, যা পরিস্কার বিষয়। কিন্তু অপছন্দনীয় হওয়াটা জায়িয হওয়াকে নাকচ করে না, যা জানা বিষয়। এ সহীহ হাদীসটির ব্যাপারে এ কথাই ওয়াজিব এবং এটিই অধিক ইনসাফপূর্ণ কথা ইনশাআল্লাহ। (দেখুন,ইরওয়াউল গালীল, ২/২৪৪-২৪৫)

(৩) ইবনু 'উমার (রাঃ) বর্ণিত হাদীস ঃ তিনি বলেন, নাবী ﷺ **বলেছেন ঃ**

" لاَ تَقْرَإِ الْحَائِضُ وَلاَ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ ".

"ঋতুবতী নারী ও জুনুবী ব্যক্তি কুরআন থেকে কিছুই পড়বে না।"

হাদীসটি দুর্বল ঃ মূসা ইবনু 'উক্ববাহ হতে ইবনু 'উমার সূত্রের এ হাদীসটির তিনটি সানাদ রয়েছে।

প্রথম সানাদ ঃ ইসমাঈল ইবনু 'আয়্যাশ হতে মূসা ইবনু 'উক্ববাহ...। যা বর্ণনা করেছেন তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, খাতীব 'তারীখে বাগদাদ', উক্বাইলী 'আয-যুআফা' ইবনু 'আদী 'কামিল', দারাকুতনী, ইবনু আসাকির 'তারীখে দামিস্ক' এবং বায়হাক্বী । ইমাম বায়হাক্বী বলেন ঃ "এতে আপত্তি আছে। ইমাম বুখারী তার সম্পর্কে বলেন, এটি মূসা ইবনু 'উক্ববাহ হতে ইসমাঈল ইবনু আয়্যাশের বর্ণনা..। তিনি হিজাজ ও ইরাকবাসীদের থেকে প্রত্যাখ্যাত (মুনকার) হাদীসগুলো বর্ণনা করেন।" আলবানী বলেন ঃ এটি তার হিজাজবাসীদের সূত্রে বর্ণনা, সুতরাং এটি দুর্বল। 'উক্বাইলী বলেন ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ বলেন, আমার পিতা বলেছেন, "এটি বাতিল। তিনি ইবনু 'আইয়্যাশের উপর ইনকার করেছেন। অর্থাৎ তিনি ইবনু 'আইয়্যাশকে সন্দেহ করতেন।" অনুরূপ আবূ হাতিম 'আল-'ইলাল' গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন ঃ "এটি ভুল। বরং এটি ইবনু 'উমারের উক্তি।" ইবনু 'আদী বলেন ঃ "এটি কেবল ইবনু 'আয়্যাশ বর্ণনা করেছেন।" ইমাম তিরমিযীও তার অনুরূপ উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম বুখারীর বক্তব্যও তুলে ধরেছেন। তবে এর মুতাবি'আত বর্ণনাও রয়েছে, যে সম্পর্কে ইমাম বায়হাক্বী ইংগিত দিয়ে বলেছেন ঃ "ইবনু 'আয়্যাশ ছাড়া অন্য সানাদেও এটি বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তাও সহীহ নয়।"

দ্বিতীয় সানাদ ঃ 'আবদুল মালিক ইবনু মাসলামাহ হতে, তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন মুগীরাহ ইবনু 'আবদুর রহমান মূসা ইবনু 'উক্ববাহ হতে... "ঋতুবতী নারী" কথাটি বাদে। যা বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী। ইমাম দারাকুতনী বলেন ঃ "এ 'আবদুল মালিক মিসরী। আর এটি মুগীরাহ ইবনু 'আবদুর রহমান সূত্রে গরীব বর্ণনা। তিনি সিক্বাহ রাবী।" অর্থাৎ এ মুগীরাহ। তার সূত্রে এটি বর্ণনায় 'আবদুল মালিক একক হয়ে গেছেন। ইমাম দারাকুতনীর এ ইবারত দ্বারা আমরা এটিই বুঝেছি। আর ইমাম দারাকুতনীর "সিক্বাহ" বলার দ্বারা শায়খ আহমাদ শাকির জামি আত-তিরমিযীর তা'লীক্বে বুঝেছেন ঃ তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসলামাহকে সিক্বাহ বলেছেন। এর ভিত্তিতে তিনি এর সানাদকে সহীহ বলেছেন! সম্ভবতঃ তিনি 'দিরায়াহ' গ্রন্থে ৪৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হাফিযের এ কথার দ্বারা ধোকায় পড়েছেন ঃ "এর বাহ্যিকতা সহীহ। এটা আশ্চর্যজনক ব্যাপার! কেননা এ ইবনু মাসলামাহকে হাফিয 'লিসান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন তারই মূল 'আল-মীযান' গ্রন্থের অনুসরণে, এবং তাতে বলেছেন ঃ "লাইস ও ইবনু লাহী'আহ সূত্রে। ইবনু ইউনূস বলেন, তিনি মুনকারুল হাদীস। ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি মাদীনাহ্বাসীর সূত্রে বহু মুনকার হাদীসাবলী বর্ণনা করেছেন।" সুতরাং যার অবস্থা এরূপ তার সানাদের বাহ্যিকতা কিভাবে সহীহ হতে পারে?! অতএব এতে সন্দেহ নেই যে, হাফিয ঐরূপ বলার সময় তার জীবনী সম্মুখে রাখেননি বা লক্ষ্য করেননি। অতঃপর আমি এমন কিছু পেয়েছে যা তিনি যেদিকে গিয়েছেন তাকে দৃঢ় করবে। হাফিয 'আত-তালখীস' গ্রন্থে বলেছেন ঃ "ইবনু সাইয়্যিদিন নাস মুগীরাহ্র সূত্রকে সহীহ বলেছেন। কিন্তু তিনি তাতে ভুলে পতিত হয়েছেন। কেননা তাতে 'আবদুল মালিক ইবনু মাসলামাহ রয়েছে। তিনি দুর্বল। যদি তার থেকে নিরাপদ হত তাহলে তার সানাদ সহীহ হত। যদিও ইবনুল জাওযী মুগীরাহ ইবনু 'আবদুর রহমানকে দুর্বল বলেছেন, তাতে কোন সম্যাসা হত না। আর ইবনু সাইয়্যিদিন নাস অনুসরণ করেছেন

ইবনু আসাকিরের উক্তির, যা তিনি 'আল-আত্বরাফ' গ্রন্থে বলেছেন ঃ 'এ 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসলামাহ হচ্ছেন কা'নাবী (১)। কিন্তু বিষয়টি তেমন নয়, বরং তিনি হচ্ছেন অন্যজন।" ((১)আলবানী বলেন ঃ তার নাম হলো 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসলামাহ ইবনু কা'নাব আল কা'নাবী আল বাসরী। আর ইবনু আসাকির যে ভুল করেছেন এটি তার অকাট্য দলীল। কারণ তা ঐ ব্যক্তির জীবনীতে উল্লিখিত তার নাম ও নিসবাতের বিপরীত। যেমনটি দেখলেন)। আর "বিষয়টি তেমন নয়, বরং তিনি হচ্ছেন অন্যজন"- এটিই হচ্ছে [illegible]যের বক্তব্য, ইবনু মাসলামাহ জীবনী সম্পর্কে হাফিয 'আল-মীযান' গ্রন্থে যে আলোচনা করেছেন এটি তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও উপযোগী। ইবনু আবূ হাতিম 'আল জারাহ্ ওয়াত তা'দীল' গ্রন্থে বলেন ঃ "আমি আমার পিতাকে তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেন ঃ আমি তার থেকে লিখেছি। তিনি হাদীস বর্ণনায় মুযতারিব, শক্তিশালী নন। তিনি আমার কাছে কারুম সম্পর্কে নাবী ﷺ-এর সূত্রে জিবরীল (আঃ) হতে একটি বানোয়াট হাদীস বর্ণনা করেছেন।" আবূ হাতিম বলেন ঃ "আমি তার সম্পর্কে আবূ যুর'আহকে জিজ্ঞাসা করেছি? তিনি বলেছেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন, তিনি মুনকারুল হাদীস, তিনি মিসরী।" এ ইবনু মাসলামাহ দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের বক্তব্য একত্রিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁদের ঐক্যমতে তিনি দুর্বল। আর যদি মেনে নেই যে, ইমাম দারাকুতনী তার 'সিক্বাহ' উক্তির দ্বারা তাকেই উদ্দেশ্য করেছেন। তাহলেও তাকে সিক্বাহ গণ্য না করাই ওয়াজিব হবে, যেমন মুসত্বালাহতে স্বীকৃত ঃ নিশ্চয় জারাহ্ প্রাধান্য পাবে তা'দীলের উপর। বিশেষ করে যখন দোষের কারণ বা দোষনীয় দিক বর্ণিত হবে, যেমন তা এখানে বিদ্যমান। অতএব এতে প্রতিয়মান হলো যে, এ সানাদটি দুর্বল, এর দ্বারা দলীল প্রতিষ্ঠিত হবে না। ইতিপূর্বে ইমাম বায়হাক্বী ও এদিকে ইঙ্গিত করেছেন এ বলে ঃ "...অন্যরাও এটি বর্ণনা করেছেন কিন্তু তাও সহীহ নয়।" কেননা তা এ মুতাবি'আতকেও শামিল করে এবং এর পরেরটিকেও। তা হচ্ছে ঃ

তৃতীয় সানাদ ঃ জনৈক ব্যক্তি হতে, তিনি আবূ মিশ'আর হতে, তিনি মূসা ইবনু 'উক্ববাহ হতে..। ইমাম দারাকুতনী এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর উপর চুপ থেকেছেন এর দোষ স্পষ্ট থাকার কারণে। তা হচ্ছে সানাদে বিদ্যমান (নাম উল্লেখহীন) অস্পষ্ট ব্যক্তি। আর সানাদের আবূ মিশ'আর দুর্বল। তার নাম হচ্ছে নাজীহ। হাফিয তাকে দুর্বল বলেছেন।

(৪) জাবির (রাঃ) **বর্ণিত হাদীস** ঃ তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ

" لاَ تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلاَ النُّفَسَاءُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا "

"হায়িয ও নিফাস বিশিষ্ট নারী কুরআন থেকে কিছুই পাঠ করবে না।"

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনু 'আদী 'কামিল' (২৯৫/১), দারাকুতনী (১৯৭ পৃঃ), আবূ নু'আইম 'হিলয়্যা' (৪/২২)- মুহাম্মাদ ইবনু ফাযল সূত্রে তার পিতা [illegible] জাবির সূত্রে মারফূভাবে। আবূ নু'আইমের বর্ণনায় 'নিফাফগ্রস্তা' কথাটির পরিবর্তে 'জুনুবী ব্যক্তি' কথাটি রয়েছে। ইবনু 'আদী বলেন ঃ "এটি কেবল মুহাম্মাদ ইবনু ফাযল সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে।" আলবানী বলেন ঃ মুহাম্মাদ ইবনু ফাযল মিথ্যুক। 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে রয়েছে ঃ হাদীস বিশারদগণ তাকে মিথ্যাবাদী বলেছেন। 'আত-তালখীস' গ্রন্থে রয়েছে ঃ তিনি মাতরূক। হাদীসটি মাওকূফভাবেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেটির সানাদে ইয়াহইয়া ইবনু আবূ উনাইস রয়েছে। তিনিও মিথ্যুক।" ইমাম বায়হাক্বী এ মাওকূফ বর্ণনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন ঃ এটি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহর বক্তব্য হিসেবেও বর্ণিত হয়েছে জুনুবী, হায়িয ও নিফাসগ্রস্তার ব্যাপারে, কিন্তু এ আসারটি মজবুত নয়।" (দেখুন, ইরওয়াউল গালীল ঃ হা/১৯২)

ইমাম দারাকুতনী বলেন ঃ ইয়াহইয়া ইবনু আবূ উনাইস দুর্বল। শামসুল হাক্ব 'আযীমাবাদী বলেন ঃ ইয়াহইয়া ইবনু আবূ উনাইস মিথ্যুক। মাজদী হাসান বলেন ঃ এর সানাদ দুর্বল। ইয়াহইয়া ইবনু আবূ উনাইস সম্পর্কে তাক্বরীব গ্রন্থে রয়েছে ঃ তিনি দুর্বল। এছাড়া সানাদে তার শায়খ আবূয যুবাইর একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছেন। (দেখুন, তা'লীকু মুগনী 'আলা সুনানে দারাকুতনী)

(৫) 'আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহাহ্ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস ঃ তিনি বলেন,

أَنَّ رسول الله ﷺ نَهى اَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا الْقُرْآنَ وَ هُوَ جُنُبٌ .

"রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে জুনুবী অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াত করতে নিষেধ করেছেন।" (দারাকুতনী, তিনি বলেন, এর সানাদ ভাল)

কিন্তু এর সানাদ দুর্বল ঃ সানাদে ইসমাঈল ইবনু 'আয়্যাশ রয়েছে। তিনি নিজ শহরের লোকদের সূত্রে হাদীস বর্ণনায় সত্যবাদী। কিন্তু অন্যদের সূত্রে হাদীস বর্ণনায় সংমিশ্রনকারী। এ বর্ণনাটি সেগুলোরই একটি। এছাড়া সানাদে তার শায়খ যাম'আহ ইবনু সালিহ দুর্বল, মুসলিমে তার হাদীসটি মাকরূনান মাত্র, দেখুন, আত-তাক্বরীব (২০৪০)। আর সানাদের সালামাহ ইবনু হারামকে ইবনু মাঈন ও আবূ যুর'আহ সিক্বাহ বলেছেন, কিন্তু আবূ দাউদ বলেছেন দুর্বল। (দেখুন, শায়খ মাজদী হাসানের তাখরীজসহ তা'লীকু মুগনী সুনান দারাকুতনী)

* আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন ঃ এ ধরনের হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা সঠিক ও যথাযথ নয়। বিশুদ্ধ দলীল ছাড়া হারাম সাব্যস্ত করা যায় না। তাই সহীহ দলীল ব্যতীরেকে হারাম কথাটির দিকে ঝুঁকা যাবে না।

* আল্লামা শামসুল হাক্ব 'আযীমাবাদী (রহঃ) বলেন, জুনুবী অবস্থায় কুরআন পাঠ হারাম হওয়া সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলোই সমালোচিত। তবে কতিপয় বর্ণনার দ্বারা কতিপয় বর্ণনা শক্তি যোগায়, যেহেতু এর কতক সূত্র কঠিন দুর্বল নয়।

* ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেন ঃ চার ইমামের মতে, জুনুবী ব্যক্তির জন্য উযু (বা তায়াম্মুম) না করে কুরআন পাঠ ও মাসজিদে অবস্থান জায়িয নয়। তবে তারা মতভেদ করেছেন হায়িযগ্রস্তার ক্বিরাআত এবং (হালকা) ক্বিরাআতের পরিমান নিয়ে। আহ্‌লে যাহিরের মতে ঃ জুনুবীর কুরআন পড়া জায়িয। ইবনু হাযম (রহঃ)-এর মতও এটাই। ইবনু হাযম বলেন, জুনবী, হাদাস ওয়ালা এবং হায়িযগ্রস্তার কুরআন পড়া, তিলাওয়াতে সাজদাহ্ দেয়া ও মাসহাফ স্পর্শ করা জায়িয। কেননা এসব কাজ কল্যাণকর এবং এগুলোর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

* বায়হাক্বীর 'খিলাফিয়াত' গ্রন্থে সহীহ সানাদে বর্ণিত আছে ঃ "'উমার (রাঃ) জুনুবী অবস্থায় কুরআন পড়া অপছন্দ করতেন।"

* সহীহুল বুখারীতে বর্ণিত আছে ঃ "ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) জুনুবী ব্যক্তির কুরআন পড়াকে দোষনীয় মনে করতেন না।"

* ইবনুল মুসায়্যিব ও 'ইকরিমাহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা উভয়ে জুনুবী ব্যক্তির কুরআন পড়াকে দোষণীয় মনে করতেন না।

* ইমাম বুখারী, ইমাম আত-ত্বাবারী ও ইবনুল মুনযির (রহঃ)-এর মতে, জুনুবী ব্যক্তির কুরআন পড়া জায়িয।

* ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন ঃ জুনুবী ব্যক্তি পূর্ণ এক আয়াত বা অনুরূপ পাঠ করবে না। তিনি আরো বলেন ঃ হায়িযগ্রস্তা কুরআন পড়বে কিন্তু জুনুবী পড়বে না। কেননা হায়িযগ্রস্তা কুরআন না পড়লে কুরআন ভুলে যাবে। কারণ হায়িযের সময় দীর্ঘদিন কিন্তু জুনুবীর (ফারয গোসল জনিত অপবিত্রতা) সময় দীর্ঘ নয়।

* সউদী আরবের প্রথম সারির অন্যতম বিশ্ববিখ্যাত 'আলিম শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহঃ) বলেন ঃ "প্রয়োজন দেখা দিলে ঋতুবতী নারীর কুরআন পাঠ করা জায়িয। যেমন, সে যদি শিক্ষিকা হয় তবে পাঠ দানের জন্য কুরআন পড়তে পারবে। অথবা ছাত্রী কুরআন শিক্ষা লাভ করার জন্য পাঠ করতে পারবে। অথবা নারী তার শিশু সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দেয়ার জন্য পাঠ করবে, শিখানোর জন্য তাদের আগে আগে কুরআন পাঠ করবে। মোটকথা যখনই ঋতুবতী নারী কুরআন পাঠ করার প্রয়োজন অনুভব করবে, তখনই তার জন্য তা পাঠ করা জায়িয, এতে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে কুরআন পাঠ না করার কারণে যদি ভুলে

যাওয়ার আশংকা করে, তবে স্মরণ করার জন্য তিলাওয়াত করবে কোন অসুবিধা নেই। বিদ্বানদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন, বিনা প্রয়োজনেও তথা সাধারণ তিলাওয়াতের উদ্দেশে ঋতুবতী নারীর জন্য কুরআন পাঠ করা জায়িয। অবশ্য কোন কোন বিদ্বান বলেন, প্রয়োজন থাকলেও ঋতুবতী নারীর কুরআন পাঠ করা হারাম। কিন্তু আমার মতে যে কাটি বলা উচিত তা হচ্ছে, ঋতুবতী নারী যদি কুরআন পাঠ দান বা শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন অনুভব করে বা ভুলে যাওয়ার আশংকা করে, তবে কুরআন পাঠ করতে কোন অসুবিধা নেই। (দেখুন, ফাতাওয়াহ আরকানুল ইসলাম, ১৭২ নং প্রশ্নের জবাব)

জুনুবী অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা প্রসঙ্গে ঃ

হাদীস ঃ (لاَ يَمسّ القرآن إلاّ طاهر) "পবিত্রতা ছাড়া কুরআন স্পর্শ করবে না।" (দারাকুতনী, ত্বাবারানী কাবীর, হাকিম, বায়হাক্বী, ইবনু আসাকির)

হাদীসটি 'আমর ইবনু হাযম, হুকাইম ইবনু হায্যাম, ইবনু 'উমার এবং 'উসমান ইবনু আবূল 'আস সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। শায়খ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন ঃ হাদীসটির কোন সূত্রই দুর্বলতা মুক্ত নয়। কিন্তু হালকা দুর্বলতা, যেহেতু এর কোন বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদীতায় সন্দেহভাজন নয়। বরং এর দোষ কেবল মুরসাল হওয়া অথবা স্মরণশক্তি মন্দ হওয়া। আর হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী এ কথা স্বীকৃত যে, যদি হাদীসের সানাদে সন্দেহভাজন বর্ণনাকারী না থাকে তাহলে এর কতিপয় সূত্র কতিপয় সূত্রকে শক্তিশালী করবে। যা সমর্থন করেছেন ইমাম নাববী 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে এবং ইমাম সুয়ূতী তার শারাহ গ্রন্থে। তাই আমার অন্তর এ হাদীসটির বিশুদ্ধতা মেনে নিয়েছে। বিশেষ করে ইমাম আহমাদ এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। ইমাম ইসহাক্ব ইবনু রাহাওয়াইহি (রহঃ)-ও এটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমি আশা করি হাদীসটি সহীহ। (বিস্তারিত দেখুন, ইরওয়াউল গালীল, হা/১২২)

* ইমাম মালিক, আবূ হানিফা, শাফিঈ, আহমাদ (রহঃ) সহ অধিকাংশ ফাক্বীহের মতে ঃ হায়িয, নিফাস ও জুনুবী অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা জায়িয নয়। আর এটাই সঠিক কথা।

* ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ বলেন ঃ অপবিত্র অবস্থায় জামার আস্তিন বা কোন বস্ত্র দ্বারা কুরআন মাজীদ বহন করা ও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে রাখা যাবে। চাই তা নারী, পুরুষ বা কোন শিশুর জামা হোক না কেন। কিন্তু কুরআন মাজীদকে সরাসরি হাত দ্বারা স্পর্শ করবে না। (দেখুন, মাজমু'আহ ফাতাওয়াহ লি ইবনু তাইমিয়্যাহ)

উযু ছাড়া কুরআন পাঠ ও স্পর্শ করা প্রসঙ্গে ঃ

(ক) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত ঃ "একদা তিনি নাবী ﷺ-এর স্ত্রী মায়মূনাহ (রাঃ)-এর ঘরে রাত কাটান। তিনি ছিলেন ইবনু 'আব্বাসের খালা। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ অতঃপর আমি বিছানার প্রশস্ত দিকে শুলাম এবং রসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর স্ত্রী বিছানার লম্বা দিকে শুলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমিয়ে পড়লেন। এমনিভাবে রাত যখন অর্ধেক হয়ে গেল তার কিছু পূর্বে বা পরে রসূলুল্লাহ ﷺ জাগলেন। তিনি বসে হাত দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল থেকে ঘুমের আবেশ মুছতে লাগলেন। অতঃপর সূরাহ আল-'ইমরানের শেষ দশটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে একটি ঝুলন্ত মশক হতে সুন্দরভাবে উযু করলেন। অতঃপর সলাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি উঠে তিনি যেরূপ করেছেন তদ্রুপ করলাম। তারপর গিয়ে তার বাম পাশে দাঁড়ালাম। তিনি তাঁর ডান হাত আমার মাথার উপর রাখলেন এবং আমার ডান কান ধরে একটু নাড়া দিয়ে আমাকে ডান পাশে এনে দাঁড় করালেন... ।" (সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

(খ) বিশ্বস্ত তাবেঈ আবূ সাল্লাম বলেন, আমাকে এমন ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছেন যিনি দেখেছেন ঃ নাবী ﷺ পেশাব করার পর পানি স্পর্শ করার পূর্বেই কুরআন থেকে কয়েকটি আয়াত পড়লেন। হুশাইম (রহঃ)-এর আরেক বর্ণায় রয়েছে ঃ কুরআন থেকে একটি আয়াত পড়লেন। (আহমাদ, হা/১৭৯৯২, আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির এর সানাদকে সহীহ বলেছেন। আল্লামা হায়সামী বলেন, এর সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য)

(গ) ইবরাহীম সূত্রে বর্ণিত ঃ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) এক ব্যক্তিকে কুরআন পড়াচ্ছিলেন। অতঃপর লোকটি ফুরাতের তীরে গিয়ে পেশাব করল এবং কুরআন পাঠ হতে বিরত থাকলো। ইবনু মাসউদ বললেন, কী ব্যাপার! লোকটি বললো, আমি অপবিত্র হয়েছি। ইবনু মাসউদ বললেন, তুমি পাঠ করো। ফলে লোকটি পড়তে লাগলো আর ইবনু মাসউদ তার লোকমা দিতে লাগলেন (পড়া ঠিক করে দিলেন)। (ত্বাবারানী কাবীর, আল্লামা হায়সামী বলেন ঃ এর সানাদের ব্যক্তিবর্গ নির্ভরযোগ্য। দেখুন, হায়সামীর মাজমাউয যাওয়ায়িদ)

(ঘ) ইবরাহীম (রহঃ) বর্ণনা করেন ঃ বিনা উযুতে গোসলখানায় (কুরআন) পড়া এবং পত্র লেখায় কোন দোষ নেই। (সহীহুল বুখারীর তরজমানুল বাব)

* আল্লামা শাসসুল হাক্ব 'আযীমাবাদী (রহঃ) বলেন ঃ উযু ছাড়া কুরআন পড়া জায়িয। এ ব্যাপারে ঐকমত্য আছে। কাউকে এ বিষয়ে মতভেদ করতে দেখিনি।

* ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেন ঃ কেউ তাহারাতের অবস্থায় না থাকলেও স্পর্শ না করে মাসহাফ ও লাওহ্ থেকে পাঠ করা জায়িয। অনুরূপভাবে উযু ছাড়া লাওহ্ থেকে লিখাও জায়িয।

* ইমাম মালিক, আবূ হানিফা, শাফিঈ এবং অধিকাংশ ফাক্বীহের মতে ঃ কুরআন স্পর্শ করার জন্য উভয় প্রকার হাদাস থেকে পবিত্র হওয়া শর্ত। (কেননা এক দৃষ্টিকোণ থেকে ছোট হাদাসও তাহারাত নয়। যেমন হাদীসে এসেছে, নাবী ﷺ বলেন, আমি মোজাদ্বয় পবিত্র অবস্থায় (অর্থাৎ উযুর অবস্থায়) পরিধান করেছি)। কিন্তু ইবনু 'আব্বাস (রাঃ), ইমাম শা'বী, ইমাম যাহ্হাক, যায়দ ইবনু 'আলী ও দাউদ এবং আসহাবে যাওয়াহিরের মতে ঃ উযু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা জায়িয। (বিদায়াতুল মুজতাহিদ হতে সংক্ষেপিত, নায়লুল আওত্বার)

* অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইসলামী পত্রিকা 'মাসিক আত-তাহরীক'-এর 'দারুল ইফতা' এ বিষয়ে ফাতাওয়াহ দিতে গিয়ে বলেন ঃ অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শবিহীন তিলাওয়াত করা ও উহা দু'আ হিসাবে পড়া যায়। অনুরূপ বিনা উযুতে কুরআন-হাদীস স্পর্শ করে পড়া যায়। 'আয়িশাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করতেন- (সহীহ মুসলিম, সুবুলুস সালাম, ১ম খণ্ড, ২১ পৃঃ, হা/৭২, ১২)। উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা সান'আনী বলেন ঃ 'সর্বাবস্থায় যিকির করার মধ্যে অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতও অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরো বলেন ঃ আল্লাহর বানী ঃ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ অর্থাৎ "পবিত্রগণ ব্যতীত কেউ উহা স্পর্শ করে না"-(সূরাহ ওয়াক্বিয়াহ ঃ ৭৯) এর দ্বারা বিনা উযু উদ্দেশ্য নয়। বরং বিনা উযুতে কুরআন পড়া জায়িয- (ঐ)। ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম শাফিঈ (রহঃ) বলেন ঃ অপবিত্র অবস্থায় দু'আ হিসাবে শিক্ষাদানের উদ্দেশে, যিকির-আযকার হিসাবে, কুরআন তিলাওয়াত করা জায়িয। যেমন সফরের দু'আয় কুরআনের আয়াত পাঠ করা- (আল-ফিকহুল ইসলামী ১/৩৮৪ পৃঃ)। (দেখুন মাসিক আত-তাহরীক ১১তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা, মে ২০০৮, প্রশ্ন নং ৩০/৩১০ ঃ উযু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা ও পড়া যাবে কি?)

সারকথা ঃ

(১) উযু সহকারে কুরআন পড়া, কুরআন শিক্ষা দেয়া ও স্পর্শ করা অতি উত্তম। এতে কুরআন পাঠ ও শিক্ষাদানের সওয়াবের সাথে উযুর সাওয়াবও যুক্ত হবে।

(২) উযু ছাড়া কুরআন পড়া ও শিক্ষা দেয়া জায়িয। তবে স্পর্শ করার বিষয়ে মতভেদ আছে। কারো মতে স্পর্শ করা যাবে না। কারো মতে, উযু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে কোন গুনাহ হবে না।

(৩) জুনুবী (ফারয গোসলজনিত অপবিত্রতা) অবস্থায় কুরআন পাঠ অপছন্দনীয়। কিন্তু অপছন্দনীয় হওয়াটা জায়িয হওয়াকে নাকচ করে না। তবে মুসলমানদের যেহেতু এক ওয়াক্ত সলাতের পর আরেক ওয়াক্ত সলাতের পূর্বেই পবিত্রতা অর্জন করে নিতে হয়, সেজন্য প্রয়োজন ছাড়া এ অবস্থায় কুরআন পাঠ না করা উত্তম।

(৪) হায়িয ও নিফাস অবস্থায় কুরআন পড়া ও শিক্ষা দেয়া জায়িয নয়। কিন্তু প্রয়োজন দেখা দিলে তা অপছন্দনীয়তার সাথে জায়িয। যেমনটি ইমাম মালিক, শায়খ সালিহ আল উসাইমিন ও অন্যরা বলেছেন।

٩٢ - باب فِي الْجُنُبِ يُصَافِحُ

অনুচ্ছেদ- ৯২ ঃ জানাবাতের অবস্থায় মুসাফাহ্ করা

٢٣٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ فَأَهْوَى إِلَيْهِ فَقَالَ إِنِّي جُنُبٌ . فَقَالَ " إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ " .

- صحيح : م .

২৩০। হুযাইফাহ ؓ সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ-এর সাথে তার সাক্ষাত ঘটলে তিনি হুযাইফাহ্‌র দিকে (মুসাফাহ করতে) এগিয়ে আসলেন। তখন হুযাইফাহ ؓ বললেন, আমি তো অপবিত্র অবস্থায় আছি। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ মুসলমান (কখনো) অপবিত্র হয় না বা অপবিত্র নয়।[২২৯]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٢٣١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَبِشْرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَأَنَا جُنُبٌ فَاخْتَنَسْتُ فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ " أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ " . قَالَ قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ . فَقَالَ " سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ " .

- صحيح .

---

(৪) বড় অপবিত্রতা (হায়িয, নিফাস ও ফারয গোসলজনিত অপবিত্রতা) অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা জায়িয নয়। অধিকাংশ 'আলিম এ মতের পক্ষে। আর এটাই সঠিক। তবে প্রয়োজন দেখা দিলে সরাসরি স্পর্শ না করে কোন পবিত্র বস্তুর সাহায্যে ধরা যেতে পারে। যেমন, গিলাফের উপর দিয়ে ধরা, বহণ করা ইত্যাদি, যেমনটি সহীহুল বুখারীতে এসেছে ঃ "আবূ ওয়ায়িল (রহঃ) তার ঋতুবতী দাসীকে আবূ রাযীন (র)-এর নিকট পাঠাতেন, আর দাসী জুযদানে পেঁচিয়ে কুরআন মাজীদ নিয়ে আসত।" এ হিসেবে ঋতুবতী নারী প্রয়োজন হলে কুরআন পাঠ বা শিক্ষাদানের সময় কুরআন সরাসরি স্পর্শ না করে হাত মোজা পরিধান করে বা কোন পবিত্র বস্তুর সাহায্যে স্পর্শ করবে।

(৫) হায়িযগ্রস্তা স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করা জায়িয। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। আর আমি তখন হায়িযের অবস্থায় ছিলাম। (সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

(৬) সর্বোপরি কুরআন মাজীদ মহান আল্লাহর কালাম। এর পবিত্রতা ও মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে। তাই এমন কিছু করা উচিত হবে না, যাতে এর মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়। পক্ষান্তরে সহীহ দলীল ছাড়া এমন কিছুকে অহেতুক প্রশ্রয় ও গুরুত্ব দেয়াও উচিত হবে না, যা কুরআন শিক্ষার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।

[২২৯] মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ মুসলমান অপবিত্র হয় না তার প্রমাণ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ জুনুবীর সাথে মুসাফাহা করা ও বসা, হাঃ ২৬৮), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ অপবিত্র ব্যক্তির সাথে মুসাফাহ করা, হাঃ ৫৩৫), আহমাদ (৫/৩৮৪, ৪০২), সকলেই মিস'আর সূত্রে।

২৩১। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাদীনাহ্র এক রাস্তায় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। আমি তখন অপবিত্র অবস্থায় ছিলাম। তাই আমি পিছনে হটে গিয়ে গোসল করে আসলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবূ হুরাইরাহ্! তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি বললাম, আমি অপবিত্র ছিলাম বিধায় অপবিত্র অবস্থায় আপনার সাথে বসা অপছন্দ করলাম। তিনি বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ! মুসলমান (কখনো) অপবিত্র হয় না।[২৩০]

সহীহ।

٩٣ – باب فِي الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

অনুচ্ছেদ- ৯৩ ঃ অপবিত্র ব্যক্তির মাসজিদে প্রবেশ প্রসঙ্গে

٢٣٢ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الأَفْلَتُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَتْنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دِجَاجَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، رضى الله عنها تَقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ " وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ " . ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ أَنْ تَنْزِلَ فِيهِمْ رُخْصَةٌ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ " وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ فُلَيْتٌ الْعَامِرِيُّ .

– **ضعيف** : ضعيف الجامع الصغير ٦١١٧، الإرواء ١٩٣ .

২৩২। জাস্রাহ বিনতু দিজাজাহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘আয়িশাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ এসে দেখলেন, সহাবাদের ঘরের দরজা মাসজিদের দিকে ফেরানো। (কেননা তারা মাসজিদের ভিতর দিয়েই যাতায়াত করতেন)। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এসব ঘরের দরজা মাসজিদ হতে অন্যদিকে ফিরিয়ে নাও। নাবী ﷺ পুনরায় এসে দেখলেন, লোকেরা কিছুই করেননি এ প্রত্যাশায় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের ব্যাপারে কোন অনুমতি নাযিল হয় কিনা। অতঃপর নাবী ﷺ বের হয়ে তাদের আবারো বললেন ঃ এসব ঘরের দরজা

---

[২৩০] বুখারী (অধ্যায় ঃ গোসল, অনুঃ জুনুবী ব্যক্তির ঘাম, নিশ্চয় মুসলিম অপবিত্র নয়, হাঃ ৩৮৩), মুসলিম (অধ্যায়ঃ হায়িয, অনুঃ মুসলমান অপবিত্রত হয় না তার প্রমাণ) হুমাইদ সূত্রে।

এ অনুচ্ছেদের হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। জানাবাত এমন কোন অপবিত্রতা নয় যদ্দ্বারা জুনুবী ব্যক্তির সঙ্গে মুসাফাহ্ ও সাক্ষাৎকারী অপবিত্র হয়।

২। জুনুবী ব্যক্তির জন্য গোসলের পূর্বে স্বীয় প্রয়োজনীয় কাজে চলে যাওয়া জায়িয আছে, যদি সলাতের ওয়াক্ত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকে।

৩। মুসলমান পাক, তারা কোন অবস্থাতেই (প্রকৃত) অপবিত্র হয় না।

মাসজিদ হতে অন্যদিকে ফিরিয়ে নাও। কারণ ঋতুবতী মহিলা ও অপবিত্র ব্যক্তির জন্য মাসজিদে যাতায়াত আমি হালাল মনে করি না।[২৩১]

দুর্বল ঃ যঈফ আল-জামি'উস সাগীর ৬১১৭, ইরওয়া ১৯৩।

---

[২৩১] ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৩২৭), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (২/৪৪২) আফলাত ইবনু খালীফাহ সূত্রে। ইমাম বুখারী বলেন, জাসরাহ্র নিকট আশ্চর্যকর বিষয় আছে। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, যদি এটা সহীহ বর্ণনা হয় তাহলে এটি মাসজিদে অবস্থানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কিন্তু অতিক্রমের ক্ষেত্রে নয়, কারণ এ বিষয়ে কুরআনের দলীল রয়েছে। ইমাম নাববী এটি তার সূত্রে 'আল-মাজমু' (২/১৬০) গ্রন্থে উদ্ধৃত করে বলেন, মজবুত নয়, এবং 'আবদুল হাক্ব সূত্রে তিনি বলেন, প্রমাণযোগ্য নয়। ইমাম খাত্তাবী বলেন, একদল তাকে দুর্বল বলেছেন।

হাদীস বিশারদ ইমামগণের দৃষ্টিতে অপবিত্র ব্যক্তির মাসজিদে প্রবেশ সংক্রান্ত হাদীসসমূহের অবস্থান ঃ

١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الأَفْلَتُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَتْنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دِجَاجَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .....فَقَالَ " وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّي لاَ أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ ".

(ক) জাস্‌রাহ বিনতু দিজাজাহ হতে 'আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে বর্ণিত, ...নাবী ﷺ বলেন ঃ এসব ঘরের দরজা মাসজিদ হতে অন্যদিকে ফিরিয়ে নাও। কারণ ঋতুবর্তী মহিলা ও অপবিত্র ব্যক্তির জন্য মাসজিদে যাতায়াত আমি হালাল মনে করি না। (আবূ দাউদ)

٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِي **الْخَطَّابِ الْهَجَرِيِّ**، عَنْ **مَحْدُوجٍ الذُّهْلِيِّ**، عَنْ **جَسْرَةَ**، قَالَتْ أَخْبَرَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ، قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَرْحَةَ هَذَا الْمَسْجِدِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ " إِنَّ الْمَسْجِدَ لاَ يَحِلُّ لِجُنُبٍ وَلاَ لِحَائِضٍ " . (ابن ماجة)

(খ) জাস্‌রাহ বিনতু দিজাজাহ হতে উম্মু সালামাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ এ মাসজিদের বারান্দায় প্রবেশ করে উচ্চকণ্ঠে এ মর্মে ঘোষণা দিলেন যে, অপবিত্র পুরুষ এবং ঋতুবতী নারীর মাসজিদে প্রবেশ করা বৈধ নয়। (ইবনু মাজাহ ৬৪৫, ইবনু আবূ হাতিম 'আল-'ইলাল' ১/৯৯/২৬৯)

হাদীসদ্বয় দুর্বল ঃ কেননা হাদীস দুটির সানাদে জাসরাহ রয়েছে। যদিও একে ইবনু খুযাইমাহ সহীহ ও ইবনু কাত্তান হাসান আখ্যা দিয়েছেন এবং শাওকানী নায়লুল আওত্বার গ্রন্থে এ কথা উল্লেখ করে সহীহ বলেছেন যে, জাসরাহ সম্পর্কে 'আজলী বলেন, তিনি একজন নির্ভরযোগ্য মহিলা তাবেয়ী, আর ইবনু হিব্বান তাকে সিক্বাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) তাঁদের মত প্রত্যাখ্যান করে বলেন ঃ হাদীসটি সম্পর্কে তাদের বক্তব্য সঠিক নয়। হাদীসটি সহীহ নয় বরং দুর্বল। কারণ ঃ

(১) হাদীসটির মূল বিষয় বর্তায় সানাদের জাসরাহ বিনতু দিজাজাহ্র উপর। জাসরাহ্কে এমন কেউ নির্ভরযোগ্য বলেননি যার নির্ভরযোগ্যতায় নির্ভর করা যায়। বরং ইমাম বুখারী বলেছেন, তার কাছে আশ্চর্যকর জিনিস আছে। (অর্থাৎ বুখারীর নিকট তিনি দুর্বল)। ইমাম খাত্তাবী বলেন, একদল হাদীস বিশারদ ইমাম এ হাদীসকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, তিনি শক্তিশালী নন। বায়হাক্বী হাদীসটির দুর্বলতার দিকেও ইঙ্গিত করেন। 'আবদুল হাক্ব বলেন, প্রমাণযোগ্য নন। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে এ জাসরাহকে দুর্বল বলে ইঙ্গিত করেছেন। আল্লামা ইবনু হাযম হাদীসটির সমস্ত সূত্র সম্পর্কে বলেন ঃ এর সবগুলোই বাতিল।

(২) জাসরাহ বিনতু দিজাজাহ্ স্বীয় বর্ণনাতে উলটপালট করেছেন। একবার বলেছেন ঃ আয়িশা হতে, আবার বলেছেন ঃ উম্মু সালামাহ হতে। সানাদে ইযতিরাবের (উলটপালট) কারণে হাদীস সন্দেহের মধ্যে পড়ে যাওয়ার ব্যাপারটি মুহাদ্দিসগণের নিকট পরিচিত বিষয়। কেননা তা বর্ণনাকারীর স্মরণ শক্তি দুর্বল হওয়া প্রমাণ করে। ইমাম আবূ যুর'আহ বলেন ঃ "তারা বলে ঃ জাসরাহ হতে উম্মু সালামাহ সূত্রে। কিন্তু সহীহ কথা হচ্ছে ঃ জাসরাহ হতে 'আয়িশাহ সূত্রে।" [আল্লামা শাওকানীও তাই বলেছেন]। আবূ হাতিমে হাদীসটিতে অতিরিক্তভাবে রয়েছে ঃ (إلا للنبي ولأزواجه و علي و فاطمة بنت محمد) - "তবে নাবী ﷺ, তাঁর স্ত্রীগণ, 'আলী ও মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমা ব্যতীত।" ইবনু হাযম এটি বর্ণনা করে বলেন ঃ "এর সানাদে বর্ণনাকারী মাহদূজ বর্জিত, তিনি জাসরাহ

সূত্রে মু'দাল হাদীসাবলী বর্ণনা করেন। আর সানাদের আবূল খাত্তাল হাজারী অজ্ঞাত।" [আল্লামা বুসয়রী (রহঃ)ও 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে বলেন ঃ এর সানাদ দুর্বল। সানাদে মাহদূজকে নির্ভরযোগ্য বলা হয়নি এবং সানাদে আবুল খাত্তাব অজ্ঞাত লোক।]

আল্লামা আলবানী (রহঃ) আরো বলেন, হাদীসটির কতিপয় শাহিদ বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর সানাদও নিকৃষ্ট, যা দ্বারা দলীল প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং হাদীসটিও তদ্বারা মজবুতী পায় না। (দেখুন, তামামুল মিন্নাহ, ইরওয়াউল গালীল, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ও অন্যান্য)

(গ) কুরআন মাজীদের সূরাহ নিসার ৪৩ নং আয়াতের তাফসীরে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) সূত্রের বর্ণনা। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ (لا تدخل المسجد و أنت جنب إلا ان يكون طريقك فيه، و لا تجلس) "তুমি জুনুবী অবস্থায় মাসজিদে প্রবেশ করবে না। তবে তোমার চলাচলের কোন পথ না থাকলে ভিন্ন কথা। কিন্তু মাসজিদে বসতে পারবে না।"

এর সানাদে আবূ জা'ফর রাযী দুর্বল। এটি দুর্বল হওয়ার পাশাপাশি আয়াতটির শানে নুযুলেরও পরিপন্থি, যা 'আলী সূত্রে সহীহভাবে বর্ণিত হয়েছে। (দেখুন, ইরওয়া ১/২১০)

(ঘ) 'আম্মার ইবনু ইয়াসার বর্ণনা করেন ঃ "নাবী ﷺ-এর কোন কোন সহাবী জুনুবী (ফারয় গোসল জনিত অপবিত্রতা) অবস্থায় সলাতের উযুর ন্যায় 'উযু করার পর মাসজিদে বসতেন।" যায়িদ ইবনু আসলামের বর্ণনায় রয়েছে ঃ "তারা উযু করে মাসজিদে বসে পরস্পরে কথাবার্তা বলতেন।" (সাঈদ ইবনু মানসূর 'সুনান')

কিন্তু বর্ণনা দুটির সানাদে হিশাম ইবনু সাঈদ রয়েছে। ইমাম আবূ হাতিম বলেন, তার দ্বারা দলীল দেয়া যাবে না। ইবনু মাঈন, আহমাদ ও নাসায়ী তাকে দুর্বল বলেছেন। (দেখুন , নায়লুল আওত্বার, ১ম খণ্ড, অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ ১০৮)

অপবিত্র অবস্থায় মাসজিদে প্রবেশ ও অবস্থান সম্পর্কিত মাসআলাহ ঃ

(১) অপবিত্র ব্যক্তির অতিক্রম করা হিসেবে মাসজিদের ভেতরে প্রবেশ করা জায়িয, বিশেষ করে যদি অন্য কোন পথ না থাকে। (দেখুন, সূরাহ নিসা, আয়াত ৪৩, তাফসীর ইবনু কাসীর, নায়লুল আওত্বার ও অন্যান্য)

(২) হায়িয ও নিফাস বিশিষ্ট নারী মাসজিদে কিছু রাখতে বা সেখান থেকে কোন কিছু আনতে পারবে। কিন্তু বসতে পারবে না বরং চলা অবস্থায় থাকবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, মাসজিদে যেন অপবিত্রতা লেগে না যায়। লাগার আশংকা থাকলে যাওয়া ঠিক হবে না। হাদীসে এসেছে ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে বলেন, 'আমাকে মাসজিদ থেকে মাদুরটি এনে দাও।' তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তো হায়িয অবস্থায় রয়েছি। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'হায়িয তো তোমার হাতে লেগে নেই।' (সহীহ মুসলিম, তিরমিযী ও অন্যান্য) মায়মূনাহ (রাঃ) বলেন ঃ "....আমাদের কেউ তার হায়িয অবস্থায়ই মাসজিদে নাবী ﷺ-এর মাদুর রেখে আসতো।" (নাসায়ী, আহমাদ)

(৩) অধিকাংশ 'আলিমের মতে, জুনুবী ব্যক্তি ও হায়িযগ্রস্তা নারীর মাসজিদে অবস্থান করা নিষেধ। সহীহুল বুখারী ও মুসলিমে 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বর্ণিত উক্ত অবস্থায় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ নিষেধ সম্বলিত হাদীসও এটি প্রমাণ করে। তবে অপবিত্র অবস্থায় উযু বা তায়াম্মুম করার পর মাসজিদে অবস্থান সম্পর্কে 'আলিমগণ নিম্নোক্ত মত পেশ করেছেন ঃ একদল 'আলিমের মতে, (সলাতের উদ্দেশ্য ছাড়া) অপবিত্র অবস্থায় উযু বা তায়াম্মুম করেও মাসজিদে অবস্থান করা নিষেধ। কিন্তু দাউদ, মুযানী ও অন্যরা একে সাধারণভাবেই জায়িয বলেছেন। ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম মালিকের মতে, অপবিত্র ব্যক্তির মাসজিতে অবস্থান নিষিদ্ধ, যে পর্যন্ত সে গোসল না করবে বা যদি পানি না পায় কিংবা পানি পায় কিন্তু তা ব্যবহারের ক্ষমতা না থাকে তবে সে তায়াম্মুম করে নেবে (তারপর অবস্থান করবে)। ইমাম আহমাদের মতে, অপবিত্র ব্যক্তির উযু করে মাসজিদে অবস্থান জায়িয। অপবিত্র ব্যক্তি যখন (পানি না পেয়ে বা পানি ব্যবহারে অক্ষমতার কারণে তায়াম্মুম করে) সলাত আদায় করে নিবে তখন তার জন্য মাসজিদে অবস্থান বৈধ। তবে হায়িযা মহিলারা অবস্থান করতে পারবে না।

٩٤ – باب فِي الْجُنُبِ يُصَلِّي بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٍ

অনুচ্ছেদ- ৯৪ ঃ ভুলবশত কোন ব্যক্তি অপবিত্র অবস্থায় সলাতে ইমামতি করলে

٢٣٣ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ أَنْ مَكَانَكُمْ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ .

– صحيح : ق .

২৩৩। আবূ বাক্‌রাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ ফাজ্‌রের সলাত শুরু করে (হঠাৎ তা ছেড়ে দিলেন) আর লোকদেরকে হাতে ইশারা করলেন যে, তোমরা সবাই নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান কর। কিছুক্ষণ পর (ফার্‌য গোসল করে) তিনি ফিরে এলেন। তখন তাঁর মাথা থেকে পানি ঝরে পড়ছিল। অতঃপর তিনি সলাত আদায় করালেন।[২৩২]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٢٣٤ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِي أَوَّلِهِ فَكَبَّرَ . وَقَالَ فِي آخِرِهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ " إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنِّي كُنْتُ جُنُبًا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلاَّهُ وَانْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ انْصَرَفَ ثُمَّ قَالَ " كَمَا أَنْتُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَيُّوبُ وَابْنُ عَوْنٍ وَهِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ مُرْسَلاً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَكَبَّرَ ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَوْمِ أَنِ اجْلِسُوا فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَبَّرَ فِي صَلاَةٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ حَدَّثَنَاهُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَبَّرَ .

– صحيح .

২৩৪। হাম্মাদ ইবনু সালামাহ হতে উক্ত হাদীস একই সানাদ এবং একই অর্থে বর্ণিত হয়েছে। তবে তার বর্ণিত হাদীসের প্রথমাংশে রয়েছে ঃ 'তিনি তাকবীরে তাহরীমা বললেন।' আর শেষাংশে রয়েছে ঃ 'তিনি সলাত আদায় শেষে বললেন, 'আমিও মানুষ এবং আমি অপবিত্র

(৪) মূলতঃ সলাতের স্থান মাসজিদে এমন অবস্থায় আসা অনুচিত যা সে স্থানের শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতার পরিপন্থি। তাই কিছু করার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি স্মরণ রেখেই করা উচিত।

[২৩২] আহমাদ (৫/৪১, ৪৫), ইবনু খুযাইমাহ (১৬২৯), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (২/৩৯৬, ৩৯৭), সকলেই হাম্মাদ সূত্রে।

ছিলাম।' আবূ হুরাইরার বর্ণনায় রয়েছে ঃ 'যখন তিনি সলাতের স্থানে দাঁড়ালেন এবং আমরা তাঁর তাকবীর ধ্বনি শুনার অপেক্ষা করছিলাম, তখন তিনি ওখান থেকে চলে গেলেন এবং যাওয়ার সময় বলে গেলেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান কর।' মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন নাবী ﷺ -এর সূত্রে মুরসালভাবে বর্ণনা করেন যে, 'তিনি তাকবীরে তাহরীমা দিলেন, অতঃপর লোকদেরকে বসার জন্য ইশারা করে চলে গিয়ে গোসল করলেন। এরূপই বর্ণনা করেছেন মালিক, ইসমাঈল ইবনু আবূ হাকীম হতে, তিনি 'আত্বা ইবনু ইয়াসীর হতে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক সলাতের তাকবীর দিলেন। রাবী' ইবনু মুহাম্মাদ নাবী ﷺ -এর সূত্রে বর্ণনা করেন, 'তিনি তাকবীর বললেন।'[২৩৩]

সহীহ।

٢٣٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الأَزْرَقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، - إِمَامُ مَسْجِدِ صَنْعَاءَ - حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوفَهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مَقَامِهِ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ فَقَالَ لِلنَّاسِ " مَكَانَكُمْ " . ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَنْطُفُ رَأْسُهُ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَنَحْنُ صُفُوفٌ . وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ حَرْبٍ وَقَالَ عَيَّاشٌ فِي حَدِيثِهِ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتَّى خَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اغْتَسَلَ .

- صحيح : ق .

২৩৫। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সলাতের জন্য ইক্বামাত দেয়া হলে লোকজন কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালো। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ এসে তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়ালেন। এমন সময় তাঁর স্মরণ হলো, তিনি গোসল করেননি। তিনি লোকদের বললেন, 'তোমরা যথাস্থানে অবস্থান কর'। এ বলে তিনি ঘরে গিয়ে গোসল করে আমাদের নিকট ফিরে আসলেন, তখন তাঁর মাথা থেকে পানি ঝরে পড়ছিল। আমরা তখনও কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে

---

[২৩৩] ইবনু হিব্বান (৩৭২), ইবনু হাজার 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে (২/১২১-১২২) এর পরবর্তীতে আগত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, এটি বিরোধপূর্ণ। অর্থাৎ আবূ বাকরাহ্র হাদীস, যার আলোচনায় আমরা রয়েছি। যা বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ ও ইবনু হিব্বান, আবূ বাকরাহ সূত্রে ... হাদীস, এবং মালিক 'আত্বা ইবনু ইয়াসার সূত্রে মুরসালভাবে ঃ তিনি কোন এক সলাতে তাক্বীর দিলেন। অতঃপর হাতের দ্বারা ইশারা করে সকলকে যথাস্থানে অবস্থান করতে বললেন। এ উভয় হাদীসের সমন্বয় করা সম্ভব এভাবে যে ঃ তার বক্তব্য, তিনি তাকবীর দিলেন, এর অর্থ হচ্ছে তিনি তাকবীর দেয়ার ইচ্ছা করলেন। অথবা ঐ দু'টি পৃথক ঘটনা মাত্র।

ছিলাম। এটা ইবনু হারবের বর্ণনা। 'আইয়াশের বর্ণনায় আছে ঃ তিনি গোসল করে আমাদের নিকট ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা ঐভাবেই দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলাম।[২৩৪]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٩٥ – باب فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الْبِلَّةَ فِي مَنَامِهِ

অনুচ্ছেদ- ৯৫ ঃ কোন ব্যক্তির রাতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্নদোষ হলে

٢٣٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلاَ يَذْكُرُ احْتِلاَمًا قَالَ " يَغْتَسِلُ " . وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلاَ يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ " لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ " . فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ الْمَرْأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ " نَعَمْ إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ " .

– حسن : ألا قوله أم سليم : (المرأة ترى...) إلخ .

২৩৬। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে ঘুম থেকে জেগে (বীর্যপাতের দরুণ কাপড়) ভিজা দেখতে পায় অথচ স্বপ্নদোষের কথা তার স্মরণ হচ্ছে না। তিনি বললেন, তাকে গোসল করতে হবে। এটাও জিজ্ঞাসা করা হল যে, এক ব্যক্তির তার স্বপ্নদোষ হয়েছে বলে মনে পড়ছে, অথচ কাপড়ে কোন ভিজা দেখতে পেল না। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে গোসল করতে হবে না। উম্মু সুলাইম ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! নারীরাও (পুরুষের) অনুরূপ কিছু দেখতে পেলে তাদেরও কি গোসল করতে হবে? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, নারীরা তো পুরুষের মতই।[২৩৫]

হাসান ঃ তবে উম্মু সুলাইমের এ কথাটি বাদে ঃ 'নারীরাও (পুরুষের) অনুরূপ কিছু দেখতে

[২৩৪] বুখারী (অধ্যায় ঃ গোসল, অনুঃ মাসজিদে গিয়ে জুনুবী হওয়ার কথা স্মরণ হলে, হাঃ ২৭৫), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসজিদ, অনুঃ লোকেরা কখন সলাতে দাঁড়াবে) যুহরী সূত্রে।

এ অনুচ্ছেদের হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। জামা'আতে উপস্থিত লোকদের ইমামের জন্য অপেক্ষা করা জায়িয।

২। কেউ ভুলবশতঃ জুনুবী অবস্থায় মাসজিদে প্রবেশের পর তার অপবিত্রতার কথা স্মরণ হওয়া মাত্রই মাসজিদ হতে বের হয়ে যাবে।

৩। যখন প্রকাশ পাবে যে, ইমাম অপবিত্র হওয়ার কারণে পবিত্র হওয়ার জন্য চলে গেছেন এবং পবিত্র হয়েই ফিরে আসবেন, তখন অন্য কাউকে তথায় ইমাম নিযুক্ত করবে না।

[২৩৫] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ কেউ জাগ্রত হয়ে কাপড় ভিজা পেল কিন্তু স্বপ্ন দোষের কথা স্মরণ হচ্ছে না, হাঃ ১১৩), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ কারো স্বপ্ন দোষের কথা মনে হচ্ছে কিন্তু কাপড় ভিজা দেখল না, হাঃ ৬১২), আহমাদ (৬/২৫৬), দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, কেউ কাপড় ভিজা দেখল কিন্তু স্বপ্ন দোষের কথা স্মরণ করতে পারল না, এরূপ অবস্থায় করণীয় কি? হাঃ ৭৫৬), সকলেই 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার আল-'উমারী সূত্রে। সানাদের 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার আল-'উমারীকে হাফিয আত্-তাক্বরীব গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার এ হাদীস বর্ণনায় একক হয়ে যাননি। বরং মূল ঘটনা সহীহ হাদীসে এসেছে। যা সামনে আয়িশাহ সূত্রের হাদীসে আসছে। অনুরূপ সহীহাইনে বর্ণিত উম্মু সালামাহ্র হাদীসে।

٩٦ – باب فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ

অনুচ্ছেদ- ৯৬ ঃ পুরুষের ন্যায় নারীদের স্বপ্নদোষ হলে

٢٣٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ قَالَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ الأَنْصَارِيَّةَ، - وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ إِذَا رَأَتْ فِي النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ أَتَغْتَسِلُ أَمْ لاَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ إِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ " . قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ أُفٍّ لَكِ وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَأَقْبَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " تَرِبَتْ يَمِينُكِ يَا عَائِشَةُ وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ " .

– صحيح : م .

২৩৭। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আনাস ইবনু মালিকের মা উম্মু সুলাইম আল-আনসারিয়্যাহ (রাঃ) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ সত্যের ক্ষেত্রে লজ্জা করেন না! আচ্ছা, পুরুষের ন্যায় নারীরাও যদি ঘুমে ঐরূপ কিছু দেখে, তাহলে তাকে গোসল করতে হবে কিনা? 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ, পানি দেখতে পেলে তাকেও গোসল করতে হবে। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি উম্মু সুলাইমকে বললাম, তোমার জন্য দুঃখ হচ্ছে! পুরুষের ন্যায় নারীদের আবার স্বপ্নদোষ হয় নাকি? রসূলুল্লাহ ﷺ আমার দিকে এসে বললেন, হে 'আয়িশাহ্! তোমার ডান হাত ধুলিমলিন হোক। যদি এরূপই না হবে, তাহলে সন্তান মায়ের আকৃতির হয় কী করে?[২৩৬]

সহীহ ঃ মুসলিম।

অতএব হাদীসটি হাসান স্তরে উন্নিত হয়ে যাচ্ছে এর মুতাবিআত ও শাওয়াহিদ বর্ণনার কারণে। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

[২৩৬] মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ নারীদের বীর্য বের হলে গোসল করা ওয়াজিব), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ পুরুষের ন্যায় নারীদেরও স্বপ্নদোষ হলে গোসল করতে হবে, হাঃ ১৯৯), আহমাদ (৫/৯২) যুহরী সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। মহিলাদের স্বপ্নদোষ হলে এবং বীর্য নির্গত হওয়ার আলামত পেলে তাদের জন্য গোসল করা ওয়াজিব।

২। পুরুষের ন্যায় নারীদেরও স্বপ্নদোষ হয়।

৩। কোন বিষয়ে শারঈ হুকুম জানা না থাকলে তা জিজ্ঞেস করা বৈধ। লজ্জা যেন এতে প্রতিবন্ধক না হয়।

٩٧- باب فِي مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِي يُجْزِئُ فِي الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ- ৯৭ ঃ যে পরিমাণ পানি দিয়ে গোসল করা যায়

٢٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ - هُوَ الْفَرَقُ - مِنَ الْجَنَابَةِ .

- صحيح : ق .

২৩৮। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ এক ফারাক পরিমাণ পানি সংকুলান হয় এমন একটি পাত্র থেকে পানি নিয়ে জানাবাতের গোসল করতেন।[২৩৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

---

[২৩৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ গোসল, অনুঃ স্বীয় স্ত্রীর সাথে স্বামীর গোসল করা, হাঃ ২৫০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ যে পরিমাণ পানি দ্বারা জানাবাতের গোসল করা যায়) ইবনু শিহাব সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ অপচয়রোধ ও নাবী ﷺ-এর পরিমিত পানি ব্যবহারের সুন্নাত অনুসরণার্থে গোসলের সময় প্রয়োজনের বেশি পানি ব্যবহার করা অনুচিত।

গোসল সংক্রান্ত আলোচনা ঃ

(ক) গোসলের পরিচিতি ও প্রকার ঃ গোসলের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ধৌত করা। ইসলামী পরিভাষায় 'পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশে (উযু করে) সমস্ত শরীর ধৌত করাকে' গোসল বলা হয়। গোসল দুই প্রকার। ১. ফার্‌য ২. মুস্তাহাব। ফার্‌য গোসল ঐ গোসলকে বলা হয়, যা করা অপরিহার্য। আর মুস্তাহাব গোসল বলা হয় ঐ গোসলকে যা করা অপরিহার্য নয়, কিন্তু করলে নেকী আছে।

(খ) ফার্‌য গোসলের পদ্ধতি ঃ প্রথমে দু' হাত কব্জি পর্যন্ত ধুয়ে অপবিত্রতা পরিস্কার করবে। তারপর 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে সলাতের উযুর ন্যায় উযু করবে। এরপর প্রথমে মাথায় পানি ঢেলে চুলের গোড়া খিলাল করে পানি পৌঁছাবে। অতঃপর সারা শরীরে পানি ঢেলে গোসল সম্পন্ন করবে। (সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

(গ) যেসব কারণে গোসল করা ফার্‌য ঃ (১) সহবাস করলে, এতে বীর্যপাত হোক বা না হোক পুরুষের লিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গের সাথে একত্র হলেই গোসল করা ফার্‌য (২) স্বপ্নদোষে বীর্যপাত হলে (৩) উত্তেজনা বশতঃ বীর্য বের হলে (৪) মহিলাদের হায়িয ও নিফাসের রক্ত শ্রাব বন্ধ হলে। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)

(ঘ) এক নজরে সুন্নাত ও মুস্তাহাব গোসল সমূহ ঃ

(১) ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল করা। (তিরমিযী, নাসায়ী)

(২) জুমু'আহর সলাতের পূর্বে গোসল করা। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

(৩) মৃত ব্যক্তিকে গোসল দান কারীর গোসল করা। (ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, আবূ দাউদ)

(৪) হাজ্জ অথবা 'উমরাহর জন্য ইহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে গোসল করা। (দারাকুতনী, হাকিম)

(৫) 'আরাফার দিন গোসল করা। (সহীহ সানাদে বায়হাক্বী, ইরওয়া ১/১৭৭)

(৬) ঈদুল ফিত্বর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করা। (সহীহ সানাদে বায়হাক্বী, ইরওয়া ১/১৭৭)

(৭) মাক্কাহ্য় প্রবেশের পূর্বে গোসল করা। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

(৮) সিঙ্গা লাগালে গোসল করা। (আবূ দাউদ)

(৯) একবার স্ত্রী সহবাসের পর পুনরায় সহবাস করতে চাইলে গোসল করা। (আবূ·দাউদ, ২১৯)

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِيهِ قَدْرُ الْفَرَقِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ الْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلاً . وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ صَاعُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ . قَالَ فَمَنْ قَالَ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ مَنْ أَعْطَى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِرِطْلِنَا هَذَا خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا فَقَدْ أَوْفَى . قِيلَ الصَّيْحَانِيُّ ثَقِيلٌ قَالَ الصَّيْحَانِيُّ أَطْيَبُ . قَالَ لاَ أَدْرِي .

– صحيح .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, যুহরী থেকে মা'মার এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছেঃ আয়িশাহ্ ﵂ বলেন, আমি ও রসূলুল্লাহ ﷺ দু'জনে একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম। ঐ পাত্রে এক ফারাক পানি ধরত। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আমি আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'এক ফারাক হলো, ষোল রত্বল।' আমি তাকে এটাও বলতে শুনেছি, 'ইবনু আবূ যি'ব এর মতে ঃ এক সা' হচ্ছে পাঁচ রত্বল এবং এক রত্বলের এক তৃতীয়াংশ।' আর যিনি আট রত্বল বলেছেন তা সুরক্ষিত (মাহফূয) নয়। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ইমাম আহমাদকে আমি বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমাদের রত্বলের পাঁচ রত্বল

---

(১০) বেঁহুশ ব্যক্তির সুস্থ হওয়ার পর গোসল করা। (সহীহুল বুখারী, ই'লাউস সুনান, আদ-দুররুল মুখতার) এছাড়া শরীরকে ঠাণ্ডা রাখা, ধূলাবালি ও ঘামের দুর্গন্ধ থেকে পরিষ্কারের জন্য প্রত্যহ গোসল করা উত্তম।

(ঙ) কতিপয় মাসআলাহ ঃ

(১) নাবী ﷺ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে পর্দার মধ্যে গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন। (আবূ দাউদ, নাসায়ী)

(২) লোকচক্ষুর অগোচরে নির্জন জায়গায় উলঙ্গ হয়ে গোসল করা যাবে। যেমন, নাবী মূসা ও আইয়ূব (আঃ) উলঙ্গ হয়ে গোসল করতেন- (সহীহুল বুখারী, নাসায়ী)। তবে এরূপ অবস্থায়ও পর্দা করা উত্তম।

(৩) প্রাচীর বেষ্টিত জায়গায় বা গোসল খানায় উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়িয।

(৪) গোসলের সময় কোন অঙ্গ আগে ও পিছে ধোয়ার ব্যাপারে বাধ্যবাধকতা নেই। তবে পছন্দনীয় মতে, প্রথমে উযুর অঙ্গগুলো ধোয়া, তারপর দেহের উপরের অংশ থেকে নীচের দিকে ধোয়া উচিত। (আইনী তুহ্ফা)

(৫) গোসলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অপচয় করা অনুচিত।

(৬) উযু সহ গোসল করার পর উযু নষ্ট না হলে পুনরায় উযু করার প্রয়োজন নেই। (তিরমিযী, নাসায়ী, আবূ দাউদ)

(৭) গোসলে সময় মহিলাদের চুলের খোপা বা বেনী খোলা জরুরী নয়। বরং চুলের গোড়ায় তিনবার তিনকোষ পানি পৌঁছিয়ে সারা শরীরে পানি ঢালবে। (সহীহ মুসলিম, মিশকাত)

উল্লেখ্য গোসল সংক্রান্ত বিভিন্ন মাসআলাহ 'হাদীস হতে শিক্ষা' শিরোনামে যথাস্থানে বর্ণনা করা হবে।

এবং এক তৃতীয়াংশ দ্বারা সদাক্বাতুল ফিত্‌র আদায় করল, সে পূর্ণ ফিত্‌রা দিল। লোকজন বলল, সায়হানী (মাদীনাহ্‌র এক প্রকার খেজুর) তো (ওজনে) ভারী হয়। তিনি বললেন, সায়হানী কি উৎকৃষ্ট? তিনি বললেন, আমার তা জানা নেই।

সহীহ।

٩٨ – باب الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

অনুচ্ছেদ- ৯৮ ঃ জানাবাতের গোসল করার নিয়ম

٢٣٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّهُمْ ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَمَّا أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلاَثًا " . وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا .

– صحيح : ق .

২৩৯। জুবাইর ইবনু মুত্ব'ইম (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। একদা তাঁরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জানাবাতের গোসল সম্পর্কে উল্লেখ করলেন। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমি আমার মাথার উপর তিনবার পানি ঢেলে থাকি। এ বলে তিনি তাঁর দু' হাতের দ্বারা ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন।[২৩৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٢٤٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَىْءٍ نَحْوِ الْحِلاَبِ فَأَخَذَ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ .

– صحيح : ق .

২৪০। 'আয়িশাহ্‌ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ জানাবাতের গোসল করার সময় 'হিলাব' তথা উটের দুধ দোহনের পাত্রের ন্যায় একটি পাত্র আনাতেন। অতঃপর উভয় হাতে পানি নিয়ে প্রথমে মাথার ডান দিকে ঢালতেন, তারপর বামদিকে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর উভয় হাতে পানি নিয়ে মাথার তালুতে ঢালতেন।[২৩৯]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

---

[২৩৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ গোসল, অনুঃ মাথায় তিনবার পানি ঢালা, হাঃ ২৫৪), মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ মাথায় ও অন্যান্য স্থানে তিনবার পানি ঢালা মুস্তাহাব) আবূ ইসহাক্ব সূত্রে।

[২৩৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ গোসল, অনুঃ গোসলে উটনীর দুধ দোহনের পাত্র বা খুশবু ব্যবহার করা, হাঃ ২৫৮), মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ জানাবাতের গোসলের নিয়ম) উভয় আবূ 'আসিম সূত্রে।

٢٤١ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، – يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ – عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ صَدَقَةَ، حَدَّثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ، – أَحَدُ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ – قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أُمِّي وَخَالَتِي عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا إِحْدَاهُمَا كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ عِنْدَ الْغُسْلِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَنَحْنُ نُفِيضُ عَلَى رُءُوسِنَا خَمْسًا مِنْ أَجْلِ الضَّفْرِ .

– ضعيف جدًا .

২৪১। জুমাই' ইবনু 'উমাইর (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার মা ও খালার সাথে 'আয়িশাহ্ ﵂-এর নিকট গেলাম। তাদের একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কিভাবে গোসল করতেন? 'আয়িশাহ্ ﵂ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে সলাতের উযুর ন্যায় উযু করতেন, এরপর মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন। তবে আমরা চুলের গোছার কারণে পাঁচবার পানি ঢালতাম।[২৪০]

খুবই দুর্বল।

٢٤٢ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاشِحِيُّ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ – قَالَ سُلَيْمَانُ يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ مِنْ يَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ . وَقَالَ مُسَدَّدٌ غَسَلَ يَدَيْهِ يَصُبُّ الإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ اتَّفَقَا فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ . – قَالَ مُسَدَّدٌ – يُفْرِغُ عَلَى شِمَالِهِ وَرُبَّمَا كَنَتْ عَنِ الْفَرْجِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الإِنَاءِ فَيُخَلِّلُ شَعْرَهُ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ الْبَشَرَةَ أَوْ أَنْقَى الْبَشَرَةَ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثًا فَإِذَا فَضَلَ فَضْلَةٌ صَبَّهَا عَلَيْهِ .

– صحيح : ق .

২৪২। 'আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন জানাবাতের গোসল করতেন-সুলাইমানের বর্ণনা মতে- তখন প্রথমে ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি ঢালতেন। আর মুসাদ্দাদের বর্ণনা মতে- তিনি উভয় হাত ধৌত করে ডান হাতে পাত্রের পানি ঢালতেন। অতঃপর উভয় বর্ণনাকারী এ বিষয়ে একমত হন যে, এরপর তিনি লজ্জাস্থান ধৌত করতেন। মুসাদ্দাদ

[২৪০] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ জানাবাতের গোসল, হাঃ ৫৭৪), দারিমী (অধ্যায় ঃ গোসল, অনুঃ ঋতুবতীর গোসল করা, হাঃ ১১৪৯), আহমাদ (৯/১৮৮), নাসায়ী 'সুনানুল কুবরা' যেমন রয়েছে 'তুহফাতুল আশরাফ'। সকলেই সদাক্বাহ ইবনু যাঈদ সূত্রে। সানাদের সদাক্বাহ মাক্ববূল। আর জুবাই ইবনু 'উমাইর আত-তাইমী সত্যবাদী কিন্তু ভুল করে থাকেন এবং তিনি শিয়া। অনুরূপ বলেছেন ইবনু হাজার 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে।

বলেন, (ডান হাতের পর) তিনি বাম হাতের উপর পানি ঢালতেন। 'আয়িশাহ্ ﷺ কখনো কখনো লজ্জাস্থানের কথা ইঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি সলাতের উযুর ন্যায় উযু করতেন। তারপর উভয় হাত পাত্রে ঢুকিয়ে (পানি নিয়ে) চুল খিলাল করতেন। যখন তিনি দেখতেন যে, সারা শরীরে পানি পৌঁছেছে অথবা শরীর পরিষ্কার হয়েছে, তখন তিনবার মাথায় পানি ঢালতেন। সবশেষে অবশিষ্ট থাকলে তা নিজের গায়ে ঢেলে দিতেন।[২৪১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٢٤٣ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَنِي سَعِيدٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ بِكَفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِغَهُ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَإِذَا أَنْقَاهُمَا أَهْوَى بِهِمَا إِلَى حَائِطٍ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْوُضُوءَ وَيُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ .

– صحيح .

২৪৩। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ জানাবাতের গোসল করার ইচ্ছা করলে প্রথমে উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুতেন, তারপর (শরীরের) গ্রন্থিসমূহ (যেমন বগল, কনুই, দুই রানের মধ্যবর্তী স্থান ইত্যাদি যেখানে ময়লা জমে থাকে অথবা লজ্জাস্থান) ধুতেন এবং তাঁর উপর পানি বহাতেন। যখন উভয় হাত পরিষ্কার হয়ে যেত তখন (ঘষার জন্য) দেয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে দিতেন। তারপর উযু শুরু করতেন এবং মাথায় পানি ঢালতেন।[২৪২]

সহীহ।

٢٤٤ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ، حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها لَئِنْ شِئْتُمْ لأُرِيَنَّكُمْ أَثَرَ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْحَائِطِ حَيْثُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ .

– ضعيف .

২৪৪। শা'বী (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়িশাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা দেখতে চাইলে আমি দেয়ালে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতের চিহ্ন তোমাদের দেখিয়ে দিতে পারি; যেখানে তিনি জানাবাতের গোসল করতেন।[২৪৩]

দুর্বল।

---

[২৪১] বুখারী (অধ্যায় ঃ গোসল, অনুঃ চুল খিলাল করা, হাঃ ২৭২) মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ জানাবাতের গোসলের নিয়ম) হিশাম সুত্রে।

[২৪২] আহমাদ (৬/১৭১) সাঈদ সূত্রে। সানাদের আবূ মা'শার হচ্ছে নাজীহ ইবনু 'আবদুর রহমান। হাফিয আত-তাক্বরীব গ্রন্থে তাকে দুর্বল বলেছেন। এর সানাদ দুর্বল হলেও হাদীসটি সহীহ।

[২৪৩] আহমাদ (৬/২৩৬) 'উরওয়াহ সূত্রে। এর সানাদে শা'বী ও 'আয়িশাহর মাঝে বিচ্ছিন্নতা (ইনকিতা) হয়েছে। 'আত-তাহযীব' গ্রন্থে রয়েছে, শা'বী 'আয়িশাহ থেকে এবং ইবনু মাসউদ থেকেও কিছুই শুনেননি। এটি ইবনু আবূ হাতিম 'মারাসিল' গ্রন্থে শা'বী হতে 'আয়িশাহ সূত্রে মুরসাল বর্ণনা হিসেবে উদ্ধৃত করেছেন।

٢٤٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ، مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ غُسْلاً يَغْتَسِلُ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَكْفَأَ الإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ صَبَّ عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَغَسَلَهَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى نَاحِيَةً فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ الْمِنْدِيلَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ عَنْ جَسَدِهِ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ كَانُوا لاَ يَرَوْنَ بِالْمِنْدِيلِ بَأْسًا وَلَكِنْ كَانُوا يَكْرَهُونَ الْعَادَةَ .

– **صحيح** : ق .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ كَانُوا يَكْرَهُونَهُ لِلْعَادَةِ فَقَالَ هَكَذَا هُوَ وَلَكِنْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي هَكَذَا .

২৪৫। মায়মূনাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর জানাবাতের গোসলের জন্য পানি রাখলাম। তিনি পানির পাত্র কাত করে ডান হাতে পানি ঢেলে তা দু'বার বা তিনবার ধুলেন। এরপর লজ্জাস্থানে পানি ঢেলে তা বাম হাতে ধুলেন। তারপর মাটিতে হাত ঘষে ধুয়ে নিলেন, কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, মুখমণ্ডল ও দু'হাত ধুলেন। তারপর মাথায় এবং সমগ্র শরীরে পানি ঢাললেন। তারপর ঐ স্থান থেকে একটু সরে গিয়ে উভয় পা ধুলেন। আমি (শরীর মোছার জন্য) তাঁকে রুমাল দিলাম। তিনি তা গ্রহণ করলেন না বরং শরীর থেকে পানি ঝেড়ে ফেলতে লাগলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বিষয়টি ইবরাহীমকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, সহাবীগণ গামছা ব্যবহার করা অপছন্দ করতেন না, বরং তাঁরা (গামছা ব্যবহার) অভ্যাসে পরিণত করা অপছন্দ করতেন।[২৪৪]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, মুসাদ্দাদ বলেছেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু দাউদকে জিজ্ঞাসা করলাম, গামছা ব্যবহার অভ্যাসে পরিণত হবে বলেই কি সহাবীগণ তা অপছন্দ করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ এরূপই। আমার কিতাবেও এরূপ (তথ্য) পেয়েছি।

٢٤٦ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْخُرَاسَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يُفْرِغُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى سَبْعَ مِرَارٍ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ فَنَسِيَ مَرَّةً كَمْ أَفْرَغَ فَسَأَلَنِي كَمْ أَفْرَغْتُ فَقُلْتُ لاَ أَدْرِي . فَقَالَ لاَ أُمَّ لَكَ

[২৪৪] বুখারী (অধ্যায় ঃ গোসল, অনুঃ একবার গোসল করা, হাঃ ২৫৭), মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ জানাবাতের গোসলের নিয়ম) উভয়ে আ'মাশ সূত্রে।

وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْرِيَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى جِلْدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ يَقُولُ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَطَهَّرُ .

– ضعيف .

২৪৬। শু'বাহ্ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'আব্বাস ﵄ জানাবাতের গোসল করার সময় ডান হাত দিয়ে বাম হাতে সাতবার পানি ঢালতেন। তারপর লজ্জাস্থান ধুতেন। একবার তিনি (গোসলের সময়) কতবার পানি ঢেলেছেন তা ভুলে গেলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি পানি কতবার ঢেলেছি? আমি বললাম, আমার তো জানা নেই! তিনি বললেন, তোমার মা না থাকুক! তুমি কেন মনে রাখলে না? অতঃপর তিনি সলাতের উযুর ন্যায় উযু করে সমগ্র শরীরে পানি ঢেলে দিলেন এবং বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এভাবেই পবিত্রতা অর্জন করতেন।[২৪৫]

দুর্বল।

٢٤٧ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُصْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَتِ الصَّلاَةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَارٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلاَةُ خَمْسًا وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً .

– ضعيف .

২৪৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﵄ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাত ফার্য ছিল এবং জানাবাতের গোসল করতে হতো সাতবার, কাপড়ে পেশাব লেগে গেলে তাও সাতবার ধুতে হতো। রসূলুল্লাহ ﷺ (এর সংখ্যা কমানোর জন্য) অবিরাম দু'আ করতে থাকেন। অতঃপর দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফার্য করা হলো, জানাবাতের গোসল একবার এবং কাপড়ে পেশাব লেগে গেলে তা ধুতে নির্দেশ করা হলো একবার।[২৪৬]

দুর্বল।

---

[২৪৫] আহমাদ (১/৩০৭, হাঃ ২৮০১)। আহমাদ শাকির বলেন, এর সানাদ হাসান। আল্লামা মুনযিরী 'মুখতাসারুস সুন্নাহ' গ্রন্থে (১/১৬৪) বলেন, এখানে শু'বাহ হচ্ছে আবূ 'আবদুল্লাহ। তাকে আবূ ইয়াহইয়া বলা হয়। তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাসের মুক্ত দাস। তার হাদীস দ্বারা দলীল দেয়া যাবে না। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মরণশক্তি খারাপ। সুতরাং এ কথাই অগ্রাধিকারযোগ্য যে, তার স্মৃতি দুর্বলতার কারণে ও মুতাবি'আতের বিপরীত হওয়ার কারণে তার হাদীসটি দুর্বল। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

[২৪৬] আহমাদ (২/১০৯, হাঃ ৫৮৮৪) আইয়ূব ইবনু জাবির সূত্রে। এর সানাদের আইয়ূব ইবনু জাবিরকে হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন। 'আওনুল মা'বুদে রয়েছে ঃ একাধিক ইমাম সানাদের 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উসমার সমালোচনা করেছেন এবং তার সূত্রে বর্ণনাকারী আইয়ূব ইবনু জাবিরের হাদীস দ্বারা দলীল দেয়া যাবে না।

٢٤٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ " .

– **ضعيف** : المشكاة ٤٤٣، ضعيف الجامع الصغير ١٨٤٧ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهٍ حَدِيثُهُ مُنْكَرٌ وَهُوَ ضَعِيفٌ .

২৪৮। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক পশমের নীচে অপবিত্রতা রয়েছে। সুতরাং তোমরা প্রতিটি পশম (উত্তমরূপে) ধৌত কর এবং শরীর পরিচ্ছন্ন কর।[২৪৭]

দুর্বল ঃ মিশকাত ৪৪৩, যঈফ আল-জামি'উস সাগীর ১৮৪৭।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আল-হারিস ইবনু ওয়াজীহ বর্ণিত হাদীসটি মুনকার এবং তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।

٢٤٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِيٍّ، - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ " . قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِي ثَلاَثًا . وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ .

– **ضعيف** : الإرواء ١٣٣، ضعيف الجامع الصغير ٥٥٢٤ .

২৪৯। 'আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জানাবাতের গোসলে একটি পশম পরিমাণ স্থান না ধুয়ে ছেড়ে দেবে, তাকে জাহান্নামে এরূপ এরূপ শাস্তি দেয়া হবে। 'আলী ﷺ বলেন, এরপর থেকেই আমি আমার মাথার সাথে দুশমনি করি। এরপর থেকেই আমি আমার মাথার সাথে দুশমনি করি। তিনি তিনবার এরূপ বললেন। বর্ণনাকারী বলেন, সেজন্যই 'আলী তার মাথার চুল কামিয়ে ফেলতেন।[২৪৮]

দুর্বল ঃ ইরওয়া ১৩৩, যঈফ আল-জামি'উস সাগীর ৫৫২৪।

---

[২৪৭] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ জানাবাতের গোসল, হাঃ ১০৬, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা হারিস ইবনু ওয়াজীহকে কেবল তার হাদীসেই চিনতে পেরেছি। তিনি একজন শায়খ, তিনি তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি নন), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ প্রত্যেক লোমকূপে অপবিত্রতা রয়েছে, হাঃ ৫৯৭), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/১৭৫)। এর সানাদের হারিস ইবনু ওয়াজীহকে হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে দুর্বল বলেছেন।

[২৪৮] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ প্রত্যেক লোমকূপে অপবিত্রতা রয়েছে, হাঃ ৫৯৯), দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ যে ব্যক্তি জানাবাতের গোসলে এক চুল পরিমাণ জায়গা ভিজানো পরিহার করল, হাঃ ৭৫১), আহমাদ (১/৯৪১, ১০১, ১৩৩), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/১৭৫) একাধিক সানাদে হাম্মাদ ইবনু সালামাহ হতে, তিনি 'আত্বা ইবনু সায়িব হতে, তিনি জাযান হতে। হাফিয 'আত-তাখলীস' গ্রন্থে (পৃঃ ৫২)

٩٩ – باب فِي الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ- ৯৯ ঃ গোসলের পর উযু করা

٢٥٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلاَةَ الْغَدَاةِ وَلاَ أُرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ .

– صحيح .

২৫০। 'আয়িশাহ্ ৰাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ গোসল করে দু' রাক'আত সলাত আদায় করার পর ফাজ্‌রের সলাত আদায় করতেন। আমি তাঁকে গোসলের পর পুনরায় উযু করতে দেখিনি।[২৪৯]

সহীহ।

١٠٠ – باب فِي الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعَرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ- ১০০ ঃ গোসলের সময় মহিলারা তাদের চুলের বাঁধন খুলবে কি?

٢٥١ – حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ السَّرْحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، مِنَ الْمُسْلِمِينَ – وَقَالَ زُهَيْرٌ إِنَّهَا – قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ قَالَ " إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْفِنِي عَلَيْهِ ثَلاَثًا " . وَقَالَ زُهَيْرٌ " تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيضِي عَلَى سَائِرِ جَسَدِكِ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ " .

– صحيح : م .

বলেন, এর সানাদ সহীহ। কেননা এটি 'আত্বা ইবনু সায়িবের বর্ণনা। হাদীসটি তিনি হাম্মাদ ইবনু সালামাহ হতে সংমিশ্রণের পূর্বে শুনেছেন। কিন্তু বলা হয়, সঠিক হচ্ছে এটি 'আলী (রাযিঃ)-এর মাওকুফ বর্ণনা। আল্লামা শাওকানী 'নায়লুল আওতার' গ্রন্থে (১/২৩৯) হাফিযের এ বক্তব্যের পরপরই বলেন, ইমাম নাববী বলেন, দুর্বল। 'আত্বাকে সংমিশ্রণের পূর্বেই দুর্বল বলা হয়েছে। আর হাম্মাদের ব্যাপারে সন্দেহ আছে এবং সানাদের জাযানের বিরুদ্ধেও আলোচনা রয়েছে।

[২৪৯] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ গোসলের পর উযু করা, হাঃ ১০৭, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ গোসলের পর উযু না করা, হাঃ ২৫২), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ গোসলের পর উযু করা, হাঃ ৫৭৯), আহমাদ (৬/৬৮, ১১৯, ১৫৪, ১৯২, ২৫৩, ২৫৮), সকলেই আবূ ইসহাক্ব সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। ফাজ্‌র সলাতের পূর্বে দু' রাক'আত সলাত আদায় শারী'আত সম্মত।

২। জানাবাতের গোসলের পর উযু ভঙ্গ না হলে পুনরায় উযু করার প্রয়োজন নেই।

২৫১। উম্মু সালামাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক মুসলিম মহিলা-যুহাইরের বর্ণনা মতে, উম্মু সালামাহ্ ﵂ রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার মাথার চুল মজবুতভাবে বেঁধে রাখি (বা আমার মাথার চুল খুব ঘন), অতএব জানাবাতের গোসলের সময় আমি চুলের বাঁধন খুলে ফেলব কি? তিনি বললেন, তুমি তাতে তিন অঞ্জলি পানি ঢেলে দিলেই যথেষ্ট হবে। যুহাইরের বর্ণনায় রয়েছে, তুমি তোমার চুলের উপর তিনবার পানি ঢালবে, তারপর সমগ্র শরীরে পানি ঢেলে দিবে; এতেই তুমি পবিত্র হবে।[২৫০]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٢٥٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ نَافِعٍ، - يَعْنِي الصَّائِغَ - عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، جَاءَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَتْ فَسَأَلْتُ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ " وَاغْمِزِي قُرُونَكِ عِنْدَ كُلِّ حَفْنَةٍ " .

- حسن .

২৫২। উম্মু সালামাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু সালামাহ ﵂-এর নিকট একজন মহিলা আসল। তারপর উক্ত হাদীসের অনুরূপ। তাতে রয়েছে ঃ তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর নিকট তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম-প্রথমোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে তাতে রয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, প্রত্যেক অঞ্জলি পানি ঢালার সময় চুলের বেণী বা খোপা নিংড়ে নিবে।[২৫১]

হাসান।

٢٥٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَخَذَتْ ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ هَكَذَا - تَعْنِي بِكَفَّيْهَا جَمِيعًا - فَتَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا وَأَخَذَتْ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ فَصَبَّتْهَا عَلَى هَذَا الشِّقِّ وَالأُخْرَى عَلَى الشِّقِّ الآخَرِ .

- صحيح : ح .

---

[২৫০] মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ গোসলের সময় মহিলারা চুলের বাঁধন খুলবে কিনা, হাঃ ১০৫, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ২৪১১), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মহিলাদের জানাবাতের গোসল সম্পর্কে, হাঃ ৬০৩), আহমাদ, (৪১৩), ইবনু খুযাইমাহ (২৪৬), হুমাইদী 'মুসনাদ' (হাঃ ২৯৪), সকলেই আইয়ূব সূত্রে মূসা হতে এ সানাদে।

[২৫১] দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ১১৫৭) উসামাহ ইবনু যায়িদ সূত্রে সাঈদ হতে।

২৫৩। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ জুনুবী হলে সে হাতে তিন অঞ্জলি পানি নিত। অর্থাৎ উভয় হাতে পানি নিয়ে মাথার উপর ঢেলে দিত। তারপর এক হাতে পানি নিয়ে শরীরের এক পাশে এবং অপর হাতে পানি নিয়ে শরীরের অন্য পাশে ঢেলে দিত।[২৫২]

সহীহ ঃ বুখারী।

٢٥٤ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كُنَّا نَغْتَسِلُ وَعَلَيْنَا الضِّمَادُ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحِلاَّتٌ وَمُحْرِمَاتٌ .

- صحيح .

২৫৪। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাথার চুল কাপড়ে বাঁধা অবস্থায় আমরা গোসল করতাম। তখন আমাদের কেউ ইহরামবিহীন অবস্থায় এবং কেউ ইহরাম বাঁধা অবস্থায় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে থাকতাম।[২৫৩]

সহীহ।

٢٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ قَرَأْتُ فِي أَصْلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ - قَالَ ابْنُ عَوْفٍ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِي ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ أَفْتَانِي جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ عَنِ الْغُسْلِ، مِنَ الْجَنَابَةِ أَنَّ ثَوْبَانَ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمُ، اسْتَفْتَوُا النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَلاَ عَلَيْهَا أَنْ لاَ تَنْقُضَهُ لِتَغْرِفْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا " .

- صحيح .

২৫৫। শুরায়হ্ ইবনু 'উবায়িদ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুবাইর ইবনু নুফায়ির আমাদেরকে জানাবাতের গোসল সম্পর্কে ফাতাওয়াহ দেন যে, সাওবান ﷺ তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ একদা তাঁরা নাবী ﷺ-এর নিকট এ সম্পর্কে ফাতাওয়াহ চাইলে তিনি বলেন ঃ পুরুষ লোক তার মাথার চুল এমনভাবে ছেড়ে ধুয়ে নিবে, যাতে পানি চুলের গোড়ায় পৌঁছে যায়। তবে মহিলাদের মাথার চুল না খুললেও চলবে। তারা উভয় হাতে তিন অঞ্জলি পানি নিয়ে মাথায় ঢেলে দিবে।[২৫৪]

সহীহ।

---

[২৫২] বুখারী (অধ্যায় ঃ গোসল, অনুঃ মাথার ডান দিক থেকে গোসল শুরু করা, হাঃ ২৭৭) ইবরাহীম ইবনু নাফি' হতে।

[২৫৩] আহমাদ (৬/৭৯) 'উমার ইবনু সুওয়ায়িদ সূত্রে। আল্লামা মুনযিরী এটি 'মুখতাসার সুনান' গ্রন্থে (১/১৬৯) উল্লেখ করে বলেন, এর সানাদ হাসান।

[২৫৪] ইমাম যায়লাঈ একে 'নাসবুর রায়াহ' (১/৮০) গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেন, ইসমাঈল ইবনু আয়্যাশ ও তার ছেলের ব্যাপারে সমালোচনা আছে। মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল ইবনু আয়্যাশ সম্পর্কে হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন, তার উপর দোষ চাপানো হয় যে, তিনি তার পিতা থেকে না শুনেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ

١٠١ – باب فِي الْجُنُب يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ أَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ- ১০১ ঃ অপবিত্র ব্যক্তির খিত্বমী (এক ধরনের ঔষধি উদ্ভিদ) মিশ্রিত পানি দ্বারা মাথা ধোয়া

٢٥٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي سُوَاءَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ يَجْتَزِئُ بِذَلِكَ وَلاَ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ .

– **ضعيف** : المشكاة ٤٤٦ .

২৫৬। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, নাবী ﷺ খিত্বমী মিশ্রিত পানি দ্বারা জানাবাতের গোসল করতেন এবং একেই যথেষ্ট মনে করতেন, পুনরায় আর পানি ঢালতেন না।[২৫৫]

দুর্বল ঃ মিশকাত ৪৪৬।

١٠٢ – باب فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ- ১০২ ঃ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রবাহিত বীর্যের হুকুম

٢٥٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي سُوَاءَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَائِشَةَ، فِيمَا يَفِيضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ يَصُبُّ عَلَيَّ الْمَاءَ ثُمَّ يَأْخُذُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ يَصُبُّهُ عَلَيْهِ .

– **ضعيف** .

ইসমাঈল ইবনু আয়্যাশ তার শহরবাসীর সূত্রে হাদীস বর্ণনায় সত্যবাদী। কিন্তু অন্যদের সূত্রে সংমিশ্রনকারী। আর এ হাদীসটি তিনি যামযাম তথা হিমসী থেকে বর্ণনা করেছেন যিনি তার শহরের অধিবাসী। অতএব তার সূত্রে তার বর্ণনাটি সহীহ। আর মূল হাদীস এবং জানাবাতের সময় মহিলাদের চুলের বাঁধন না খোলার বিষয়টিও সহীহ। যা গত হয়েছে (২৫১ নং)-এ।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। জানাবাতের গোসলে চুল ছেড়ে দেয়া মহিলাদের জন্য ওয়াজিব নয়। বরং মাথায় পানি ঢালাই যথেষ্ট।

২। নাবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ জানাবাতের গোসলের সময় তাঁদের চুলের বেণী বা খোপা খুলতেন না।

৩। নারীদের জন্য মাথায় তিনকোষ পানি ঢালাই যথেষ্ট।

[২৫৫] বাগাভী এটি 'মাসাবীহুস সুন্নাহ' (১/২১৭, হাঃ ৩০৬) গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেন, এর সানাদে একজন অজ্ঞাত লোক রয়েছে। যাকে সানাদে বনী সুওয়াআর জনৈক ব্যক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মিশকাতের তাহক্বীক্বে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন ঃ এর সানাদ দুর্বল এবং উপরোক্ত শব্দে মাতানটি বাতিল।

২৫৭। 'আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রবাহিত বীর্য সম্পর্কে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এক অঞ্জলি পানি নিয়ে তা বীর্য লাগার স্থানে ঢেলে দিতেন। অতঃপর আরেক অঞ্জলি পানি নিয়ে তা উক্ত স্থানে ঢেলে দিতেন।[২৫৬]

দুর্বল।

١٠٣ – باب فِي مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُجَامَعَتِهَا

অনুচ্ছেদ- ১০৩ ঃ ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে একত্রে আহার ও মেলামেশা করা

٢٥٨ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ الْيَهُودَ، كَانَتْ إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ امْرَأَةٌ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ وَلَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهَا فِي الْبَيْتِ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } إِلَى آخِرِ الآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " جَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَاصْنَعُوا كُلَّ شَىْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ " . فَقَالَتِ الْيَهُودُ مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِنَا إِلاَّ خَالَفَنَا فِيهِ . فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا أَفَلاَ نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَظَنَنَّا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا .

– صحيح : م .

২৫৮। আনাস ইবনু মালিক ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াহূদীদের নিয়ম ছিল, তাদের নারীদের মাসিক ঋতু আরম্ভ হলে তারা তাকে ঘর থেকে বের করে দিত। তারা তার সাথে আহার করত না এবং এক ঘরে বসবাসও করত না। রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন ঃ "তারা তোমাকে হায়িয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে? তুমি বল, তা অপবিত্র। কাজেই তোমরা হায়িয চলাকালে সহবাস বর্জন করবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত সঙ্গম করবে না। তারা যখন পবিত্র হবে তখন তোমরা তাদের নিকট ঠিক সেভাবে যাও যেভাবে (পূর্বে) যেতে, আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন। যারা পাপ কাজ হতে বিরত থাকে ও পবিত্রতা অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের ভালবাসেন।"– (সূরাহ বাক্বারাহ ঃ

---

[২৫৬] আহমাদ (৬/১৫৩)। এর সানাদে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি আছে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ ভালভাবে পরিস্কার করণার্থে স্থলিত বীর্য বা বীর্যরসের উপর প্রয়োজনে একাধিকবার পানি ঢালা উচিত।

২২২)। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা তাদের সাথে (তাদের হায়িয অবস্থায়) একই ঘরে অবস্থান ও অন্যান্য কাজ করতে পার শুধু সহবাস ছাড়া। এ কথা শুনে ইয়াহূদীরা বলল, এ লোক (মুহাম্মাদ) তো প্রতিটি কাজেই আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে চায়। উসাইদ ইবনু হুদায়ির এবং 'আব্বাদ ইবনু বিশ্‌র নাবী ﷺ -এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! ইয়াহূদীরা এরূপ এরূপ বলেছে। তবে কি ঋতু অবস্থায় আমরা তাদের সাথে সহবাস করব না? এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল, এমনকি আমরা মনে করলাম, তিনি হয়ত তাঁদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন। এরপর তাঁরা সেখান থেকে চলে গিয়ে (জনৈক সহাবীর মাধ্যমে) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট দুধ হাদিয়া পাঠালেন। তিনি তাদের ডেকে দুধ পান করালেন। তখন আমরা বুঝলাম তাদের উপর তাঁর কোন রাগ নেই।[২৫৭]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٢٥٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأُعْطِيهِ النَّبِيَّ ﷺ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ وَضَعْتُهُ وَأَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأُنَاوِلُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي كُنْتُ أَشْرَبُ مِنْهُ .

– صحيح : م .

২৫৯। 'আয়িশাহ্ ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হায়িয অবস্থায় হাড় চুষে খেয়ে তা নাবী ﷺ-কে দিতাম। তিনিও তাঁর মুখ হাড়ের ঐ স্থানে লাগাতেন, যেখানে আমি লাগিয়েছি। আবার পানীয় দ্রব্য পান করে তাঁকে দিতাম। তিনি তখনও ঐ স্থান থেকে পান করতেন যেখানে মুখ লাগিয়ে আমি পান করেছি।[২৫৮]

সহীহ ঃ মুসলিম।

---

[২৫৭] মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে একই লেপের নীচে রাত যাপন করা), তিরমিযী (অধ্যায়ঃ তাফসীর, হাঃ ২৯৭৭), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মহান আল্লাহর বাণীর বাখ্যা ঃ আপনাকে তারা হায়িয সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, হাঃ ২৮৭), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ৬৪৪), দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ১০৫৮), আহমাদ (৩/১৩২, ২৪৬), সকলে হাম্মাদ ইবনু সালামাহ সূত্রে।

হায়িয, নিফাস ও ইস্তিহাযা পরিচিতি ঃ

হায়িয ঃ হায়িযের আভিধানিক অর্থ ঃ কোন তরল পদার্থ প্রবাহিত হওয়া। শারী'আতের পরিভাষায় হায়িয হচ্ছে ঃ কোন প্রকার আঘাত, রোগ এবং প্রসবজনিত কোন কারণ ছাড়া মহিলাদের নির্দিষ্ট সময়ে স্বাভাবিক রক্তস্রাব হওয়া।

নিফাস (প্রসবোত্তর রক্তস্রাব) ঃ এটা ঐ রক্তস্রাব, যা প্রসবজনিত কারণে প্রসবকালে বা পরে নির্গত হয়ে থাকে। এর সর্বোচ্চ সময়সীমা ৪০ দিন।

ইস্তিহাযা (অনিয়মিত রক্তস্রাব) ঃ এটা হচ্ছে মহিলাদের বিরতিহীনভাবে রক্তস্রাব অথবা সামান্য সময় বিরতি দিয়ে রক্তস্রাব। কোন মহিলার স্বীয় হায়িয ও নিফাসের গণণাকৃত নির্দিষ্ট দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও যে রক্তস্রাব হয়, তাই ইস্তিহাযা বা রক্তপ্রদর রোগ।

[২৫৮] মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে একই লেপের নীচে রাত যাপন করা), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ ঋতুবতীর উচ্ছিষ্ট, হাঃ ৭০), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ ঋতুবতীর সাথে

٢٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي فَيَقْرَأُ وَأَنَا حَائِضٌ .

- صحيح : ق .

২৬০। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমার হায়িয অবস্থায় আমার কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।[২৫৯]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٠٤ - باب فِي الْحَائِضِ تُنَاوِلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ- ১০৪ ঃ ঋতুবতী নারীর মাসজিদ থেকে কিছু নেয়া

٢٦١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ " . فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ " .

- صحيح : م .

২৬১। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, মাসজিদ থেকে চাটাই এনে দাও। আমি বললাম, আমি তো ঋতুবতী। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার হায়িয তো তোমার হাতে লেগে নেই।[২৬০]

সহীহ ঃ মুসলিম।

পানাহার করা এবং তার উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে, হাঃ ৬৪৩) আহমাদ (৬/৬২, ৬৪, ১২৭, ২১৪), সকলেই এ সানাদে মিক্বদাম ইবনু শুরাইহ সূত্রে।

[২৫৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ ঋতুবতী স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কুরআন পাঠ করা, হাঃ ২৯৭), মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ ঋতুবতীর স্ত্রীর সাথে একই লেপের নীচে রাত যাপন করা) মানসূর সূত্রে।

[২৬০] মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ ঋতুবতী অবস্থায় মাসজিদ থেকে কিছু আনা, হাঃ ১৩৪, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ২৭১), দারিমী (হাঃ ৭৭১), আহমাদ (৬/৪৫, ১০১, ১১৪, ১৭৩, ২২৯), সকলেই সাবিত ইবনু 'উবাইদ সূত্রে।

এ অনুচ্ছেদের হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। হায়িযগ্রস্তার সাথে সঙ্গম করা হারাম। এ ব্যাপারে সকলে একমত।

২। হায়িযগ্রস্তার সাথে সঙ্গম ব্যতীত অন্যান্য আনন্দ ভোগ করা জায়িয।

৩। হাদিয়া ক্বূল করা এবং তা থেকে অন্যকে কিছু দেয়া মুস্তাহাব।

৪। স্বামীর উচিত, স্ত্রীর সাথে কোমল ব্যবহার ও এমন আচরণ করা যদ্দ্বারা স্ত্রী আনন্দিত হয়।

৫। ঋতুবতী মহিলার মাসজিদ থেকে হাত দিয়ে কিছু নেয়া জায়িয।

৬। ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে একত্রে পানাহার জায়িয। হায়িয অবস্থায় তাদের উচ্ছিষ্ট খাবার ও দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পবিত্র। যেমন, হাত ও অনুরূপ অঙ্গ।

৭। ঋতুবতী স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে কুরআন তিলাওয়াত জায়িয।

١٠٥ – باب فِي الْحَائِضِ لاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ

অনুচ্ছেদ- ১০৫ ঃ ঋতুবতী নারী কাযা সলাত আদায় করবে না

٢٦٢ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتْ عَائِشَةَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ لَقَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلاَ نَقْضِي وَلاَ نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ .

– صحيح : ق .

২৬২। মু'আযাহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা 'আয়িশাহ্ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, ঋতুবতী মহিলা সলাতের কাযা আদায় করবে কি? তিনি বললেন, তুমি কি 'হারূরিয়্যাহ'? রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সময়ে আমাদের হায়িয হলে আমরা সলাতের কাযা করতাম না এবং আমাদেরকে সলাতের কাযা আদায়ের নির্দেশও দেয়া হত না।[২৬১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٢٦٣ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، – يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ – عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ فِيهِ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ .

– صحيح : م .

২৬৩। মু'আযাহ আল-আদাবিয়্যাহ 'আয়িশাহ্ (রাঃ) সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে আরো আছে ঃ আমাদেরকে সওম কাযা করার নির্দেশ দেয়া হত। কিন্তু সলাতের কাযা আদায়ের নির্দেশ দেয়া হত না।[২৬২]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٠٦ – باب فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ

অনুচ্ছেদ- ১০৬ ঃ ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাসের কাফ্ফারা

٢٦٤ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ "

---

[২৬১] বুখারী (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ ঋতুবতী নারী সলাত ক্বাযা করবে না, হাঃ ৩২১), মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ ঋতুবতী নারীকে সওম ক্বাযা করতে হবে কিন্তু সলাত কাযা করতে হবে না) মু'আযাহ সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। ঋতুবতী মহিলার উপর ছুটে যাওয়া সলাতের ক্বাযা করা ওয়াজিব নয়। এ ব্যাপারে সকলে একমত।

২। ঋতুবতী মহিলার উপর সওমের ক্বাযা করা ওয়াজিব। অনুরূপ হুকুম নিফাসগ্রস্তা মহিলার জন্যও।

[২৬২] পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।

يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ قَالَ " دِينَارٌ أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ " .

– صحيح .

২৬৪। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। যে ব্যক্তি হায়িয অবস্থায় স্ত্রী সঙ্গম করে তার সম্পর্কে নাবী ﷺ বলেছেন ঃ সে যেন এক দীনার অথবা আধা দীনার সদাক্বাহ্ করে। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, সহীহ বর্ণনাসমূহে এরূপই রয়েছে। তিনি বলেন, এক দীনার অথবা আধা দীনার। শু'বাহ কখনো হাদীসটি মারফুভাবে বর্ণনা করেননি।[২৬৩]

সহীহ।

٢٦٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، – يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ – عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِذَا أَصَابَهَا فِي أَوَّلِ الدَّمِ فَدِينَارٌ وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ .

– صحيح موقوف .

২৬৫। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হায়িযের শুরুর অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে এক দীনার কাফ্ফারা দিতে হবে। আর হায়িয বন্ধ হওয়ার কাছাকাছি সময় সহবাস করলে আধা দীনার কাফ্ফারা দিতে হবে।[২৬৪]

সহীহ মাওকূফ।

٢٦٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ "

– ضعيف

২৬৬। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কেউ তার হায়িযগ্রস্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে সে যেন অর্ধ দীনার সদাক্বাহ করে। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, 'আলী ইবনু বাযীমাহ মিক্বসাম হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে মুরসাল হিসেবে এরূপই বর্ণনা করেছেন।[২৬৫]

দুর্বল।

---

[২৬৩] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হায়িয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে যা করা ওয়াজিব, হাঃ ২৮৮), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাসের কাফফারা, হাঃ ৬৪০), আহমাদ (১/২২৯, ২৮৬), সকলেই 'আবদুল হামীদ ইবনু 'আবদুর রহমান সূত্রে।

[২৬৪] দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ যারা বলে তার উপর কাফফারা অবধাবিত, হাঃ ১১০৬) এবং 'সুনানুল কুবরা' (৪৬৭৭/তুহফা) মুক্বসিম হতে মাওকুফভাবে।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ عَلِيُّ بْنُ بَذِيمَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلاً وَرَوَى الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " آمُرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَىْ دِينَارٍ " . وَهَذَا مُعْضَلٌ .

– ضعيف .

'আবদুল হামীদ ইবনু 'আবদুর রহমান হতে নাবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেন, আমি তাকে দু'-পঞ্চমাংশ দীনার সদাক্বাহ করার নির্দেশ দেই। এটি হাদীসটি মু'দাল।

দুর্বল।

١٠٧ – باب فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ

অনুচ্ছেদ- ১০৭ ঃ কোন ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস ছাড়া অন্য কিছু করলে

٢٦٧ – حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ، مَوْلَى عُرْوَةَ عَنْ نُدْبَةَ، مَوْلاَةِ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى أَنْصَافِ الْفَخِذَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ تَحْتَجِزُ بِهِ .

– صحيح .

২৬৭। মায়মূনাহ رضي الله عنها সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ তাঁর স্ত্রীদের মধ্যকার কোন হায়িযগ্রস্তা স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করতেন এরূপ অবস্থায় যে, স্ত্রীর উভয় রানের মাঝামাঝি অথবা হাঁটু পর্যন্ত ইযারে আবৃত থাকত।[২৬৬]

সহীহ।

٢٦٨ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا وَقَالَ مَرَّةً يُبَاشِرُهَا .

– صحيح : ق

---

[২৬৫] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাসের কাফফারা, হাঃ ১৩৬), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ যা করলে তার উপর কাফফারা অবধারিত, হাঃ ১১০৫), আহমাদ (১/২৭২, হা ১১০৫), আহমাদ (১/২৭২, হাঃ ২৪৫৮), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/৩১৬), সকলেই শারীক সূত্রে খুসাইফ হতে। আহমাদ শাকির এর সানাদকে সহীহ বলেছেন। 'আওনুল মা'বুদে রয়েছে ঃ হাদীসের সানাদ ও মাতানে ইযতিরাব ঘটেছে। এ সম্পর্কে সেখানে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

[২৬৬] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ ঋতুবতীর সাথে মেলামেশা করা, হাঃ ২৮৬), দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ ঋতুবতীর সাথে মেলামেশা করা, হাঃ ১০৫৭), আহমাদ (৬/৩৩২,৩৩৫) লাইস সূত্রে। এবং বুখারী (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে একই লেপের নীচে রাত যাপন) মায়মূনাহ হতে।

২৬৮। 'আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ ঋতুবতী হলে রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে শক্তভাবে ইযার পরিধানের নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তিনি তার সাথে শয়ন বা মেলামেশা করতেন।[২৬৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٢٦٩ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ، سَمِعْتُ خِلاَسًا الْهَجَرِيَّ، قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، – رضى الله عنها – تَقُولُ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ، ﷺ نَبِيتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَىْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَإِنْ أَصَابَ – تَعْنِي ثَوْبَهُ – مِنْهُ شَىْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ .

– صحيح .

২৬৯। 'আয়িশাহ্ ﵂ বলেন, আমি ও রসূলুল্লাহ ﷺ একই কম্বলের নীচে রাত কাটাতাম। অথচ তখন আমি হায়িয অবস্থায় থাকতাম। আমার হায়িযের রক্ত তাঁর শরীরে লেগে গেলে তিনি শুধু ঐ স্থানটুকু ধুয়ে ফেলতেন, এর অতিরিক্ত ধুতেন না। অতঃপর তিনি ঐ কাপড়েই সলাত আদায় করতেন। আর যদি তাঁর কাপড়ে তাঁর দেহের (মযী) লেগে যেত, তাহলে শুধু ঐ স্থানটুকু ধুয়ে নিতেন, এর অতিরিক্ত কিছু ধুতেন না। অতঃপর ঐ কাপড়েই সলাত আদায় করতেন।[২৬৮]

সহীহ।

٢٧٠ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، – يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ – عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، – يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ – عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غُرَابٍ، أَنَّ عَمَّةً، لَهُ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا، سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا إِلاَّ فِرَاشٌ وَاحِدٌ قَالَتْ أُخْبِرُكِ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ لَيْلاً وَأَنَا حَائِضٌ فَمَضَى إِلَى مَسْجِدِهِ – قَالَ أَبُو دَاوُدَ تَعْنِي مَسْجِدَ بَيْتِهِ – فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى غَلَبَتْنِي عَيْنِي وَأَوْجَعَهُ الْبَرْدُ فَقَالَ " ادْنِي مِنِّي " . فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ . فَقَالَ " وَإِنِ اكْشِفِي عَنْ فَخِذَيْكِ " . فَكَشَفْتُ فَخِذَىَّ فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَى فَخِذَىَّ وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى دَفِئَ وَنَامَ .

– ضعيف .

---

[২৬৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা, হাঃ ৩০০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ ইযার পরা অবস্থায় ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা) মানসূর সূত্রে।

[২৬৮] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ২৮৩), দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ১০১৩), আহমাদ (৪/৪৪), সকলেই ইয়াইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান সূত্রে।

২৭০। 'উমারাহ ইবনু গুরাব সূত্রে বর্ণিত। তার এক ফুফু 'আয়িশাহ্ ﵂-কে জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের কারো কারো যখন ঋতুস্রাব হয় এবং তার ও তার স্বামীর জন্য একটি মাত্র বিছানা থাকে (এরূপ অবস্থায় করণীয় কী)? 'আয়িশাহ্ ﵂ বলেন, আমি তোমাকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছি। এক রাতে রসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে এলেন। আমি তখন হায়িয অবস্থায় ছিলাম। তিনি সলাতের স্থানে চলে গেলেন। তিনি ফিরে আসতে আসতে আমার তন্দ্রা এসে গেল। ঠাণ্ডায় তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে আস। আমি বললাম, আমার তো ঋতুস্রাব হয়েছে। তিনি বললেন, হোক না। তোমার উরু উন্মুক্ত করো। আমি আমার উরু উন্মুক্ত করলাম। তিনি তাঁর মুখ ও বক্ষ আমার রানের উপর রাখলেন। আমি উপর থেকে তাঁর উপর ঝুঁকে পড়লাম। তিনি গরম হলেন ও ঘুমিয়ে পড়লেন।[২৬৯]

দুর্বল।

٢٧١ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ أَبِي الْيَمَانِ، عَنْ أُمِّ ذَرَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ إِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيرِ فَلَمْ نَقْرُبْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتَّى نَطْهُرَ .

- ضعيف .

২৭১। 'আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ঋতুস্রাব হলে আমি বিছানা ছেড়ে চাটাইয়ে অবস্থান করতাম। পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটবর্তী হতাম না।[২৭০]

দুর্বল।

٢٧٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ بَعْضِ، أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَلْقَى عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا .

- صحيح .

২৭২। নাবী ﷺ-এর কোন এক স্ত্রী সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ তাঁর ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে কিছু করতে চাইলে স্ত্রীর লজ্জাস্থানের উপর কাপড় ফেলে দিতেন।[২৭১]

সহীহ।

---

[২৬৯] বুখারী 'আদাবুল মুফরাদ' (হাঃ ১২০)। এর সানাদে 'আবদুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইফরিক্বী দুর্বল এবং 'উমারাহ ইবনু গুরাব সম্পর্কে হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন ঃ তিনি অজ্ঞাত তাবেঈ। এছাড়া সানাদে তার খালাও অজ্ঞাত। আল্লামা মুনযিরী 'মুখতাসার সুনান' গ্রন্থে বলেন, তাদের কারোর হাদীস দ্বারাই দলীল দেয়া যাবে না।

[২৭০] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন এবং এর সানাদ দুর্বল। সানাদে আবুল ইয়ামান ও উম্মু জাররাহ উভয়ে মাক্ববূল।

[২৭১] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/৩১৪)।

٢٧٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا فِي فَوْحِ حَيْضِنَا أَنْ نَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُنَا وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ .

- صحيح : ق .

২৭৩। 'আয়িশাহ্ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের হায়িযের প্রাথমিক অবস্থায় শক্ত করে ইযার (পাজামা) পরিধানের নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তিনি আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন। তোমাদের কেউ কি তার উত্তেজনার মুহূর্তে নিজেকে সংযত রাখতে সেরূপ সক্ষম, যেরূপ সক্ষম ছিলেন রসূলুল্লাহ ﷺ?[২৭২]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٠٨ - باب فِي الْمَرْأَةِ تُسْتَحَاضُ وَمَنْ قَالَ تَدَعُ الصَّلاَةَ فِي عِدَّةِ الأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ

অনুচ্ছেদ- ১০৮ ঃ মুস্তাহাযা নারীর বর্ণনা এবং যে ব্যক্তি বলে, হায়িযের দিনগুলোতে সে সলাত ত্যাগ করবে, তার প্রসঙ্গে

٢٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ " .

- صحيح .

---

[২৭২] বুখারী (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ যারা নিফাসকে হায়িয বলেন, হাঃ ৩০২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ ইযার পরা অবস্থায় ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা) আবূ ইসহাক্ব শায়বানী সূত্রে।

এ অনুচ্ছেদের হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। কোন ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস ব্যতীত অন্যভাবে মিলন করতে পারবে। মিলনের সময় নাভী থেকে রান বা হাটুর অর্ধেক পর্যন্ত কাপড়ে আবৃত থাকবে।

২। ঋতুবতীর সাথে একই বিছানায় রাত্রিযাপন জায়িয।

৩। কাপড়ে বা দেহের কোন অংশে অপবিত্রতা লেগে গেলে কেবল সেই অংশটুকু পরিস্কার করলেই চলবে।

৪। ঋতুবতী মহিলার কাপড়ের পবিত্রতা হচ্ছে তাতে হায়িযের রক্ত লেগে না থাকা।

৫। যদি সঙ্গমের উদ্দেশে স্বামী তার ঋতুবতী স্ত্রীর নিকটবর্তী হতে না চান তাহলে স্ত্রীর জন্য খুবই উচিত হল, হায়িযের কারণে তার নিকটবর্তী না হওয়া।

২৭৪। নাবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ ‎ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এক মহিলার (হায়িয-নিফাসের নির্দিষ্ট সময় অতিক্রমের পরও) রক্তস্রাব হতো। উম্মু সালামাহ ‎ﷺ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ঐ মহিলার জন্য কী বিধান তা জিজ্ঞেস করলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সে যেন ইস্তিহাযায় আক্রান্ত হবার আগে মাসের যে ক'দিন তার হায়িয হত তা খেয়াল করে গুণে রাখে এবং প্রতিমাসে সেই ক'দিন সে সলাত ছেড়ে দেয়। ঐ ক'দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে সে যেন গোসল করে নেয়, অতঃপর (লজ্জাস্থানে) পট্টি বেঁধে সলাত আদায় করে।[২৭৩]

সহীহ।

٢٧٥ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلاً، أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ " فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْتَغْتَسِلْ " . بِمَعْنَاهُ .

– صحيح .

২৭৫। উম্মু সালামাহ ‎ﷺ সূত্রে বর্ণিত। এক মহিলার অত্যধিক রক্তস্রাব হতো। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন, যখন হায়িযের সময়সীমা পার হয়ে যাবে এবং সলাতের সময় উপস্থিত হবে তখন সে যেন গোসল করে নেয়। পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক।[২৭৪]

সহীহ।

٢٧٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، – يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ – عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ امْرَأَةً، كَانَتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ قَالَ " فَإِذَا خَلَّفَتْهُنَّ وَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْتَغْتَسِلْ " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ .

– صحيح .

---

[২৭৩] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ হায়িয শেষে গোসল করা, হাঃ ২০৮), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ ঋতুবতী নারীর হায়িযের সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার পর রক্ত নির্গত হওয়া প্রসঙ্গে, হাঃ ৬২৩), আহমাদ (৬/২৯৩, ৩২০, ৩২২), মালিক (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা) সকলেই সুলায়মান ইবনু ইয়াসার সূত্রে।

[২৭৪] পূর্বের হাদীস দেখুন, এবং দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মুস্তাহাযা নারীর গোসল করা সম্পর্কে, হাঃ ৭৮০) লাইস সূত্রে।

২৭৬। জনৈক আনসারী সূত্রে বর্ণিত। এক মহিলার অত্যধিক রক্তস্রাব হতো। অতঃপর বর্ণনাকারী লাইসের পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করে বলেন, যখন তাদের হায়িযের সময়সীমা অতিবাহিত হবে এবং সলাতের সময় উপস্থিত হবে তখন তারা যেন গোসল করে নেয়। তারপর পূর্বের ন্যায় বর্ণনা করেন।[২৭৫]

সহীহ।

٢٧٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ وَبِمَعْنَاهُ قَالَ " فَلْتَتْرُكِ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي " .

- صحيح .

২৭৭। নাফি‘ লাইসের বর্ণিত (২৭৫নং) হাদীসের সূত্র ও অর্থানুরূপ হাদীস বর্ণনা করে বলেন, সে যেন হায়িযের সময়সীমার (দিনগুলোতে) সলাত বর্জন করে। এরপর থেকে সলাতের সময় উপস্থিত হলে সে যেন গোসল করে এবং পট্টি বেঁধে সলাত আদায় করে।[২৭৬]

সহীহ।

٢٧٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ " تَدَعُ الصَّلاَةَ وَتَغْتَسِلُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمَّى الْمَرْأَةَ الَّتِي كَانَتِ اسْتُحِيضَتْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ .

- صحيح .

২৭৮। সুলায়মান ইবনু ইয়াসার হতে উম্মু সালামাহ ﵂ সূত্রে উক্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে, সে যেন (হায়িযের সময়সীমার দিনগুলোতে) সলাত ছেড়ে দেয়। এছাড়া এর পরের দিনগুলোতে সে যেন গোসল করে (লজ্জাস্থানে) কাপড়ের নেকড়া বেঁধে সলাত আদায় করে। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাম্মাদ ইবনু যায়িদ (রহঃ) আইয়ুব সূত্রে বলেছেন, এ হাদীসে বর্ণিত উক্ত রক্তপ্রদর রোগীণীর নাম ফাতিমাহ বিনতু আবূ হুবাইশ ﵂।[২৭৭]

সহীহ।

[২৭৫] পূর্বের হাদীসসমূহ দেখুন। আর সহাবী অপরিচিত হওয়াতে কোন সমস্যা নেই।

[২৭৬] এটি গত হয়েছে হাদীস নং (২৭৪)- এ।

[২৭৭] আহমাদ (৬/৩২২, ৩২৩), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/৭৬) আইয়ূব সূত্রে সুলায়মান ইবনু ইয়াসার হতে উম্মু সালামাহ সূত্রে ঃ "ফাতিমাহ বিনতু হুবাইশ বলেন, হায়িযের নির্ধারিত দিনগুলোতে সলাত বর্জন করবে। অতঃপর গোসল করে সলাত আদায় করবে।" শায়খ আলবানী বলেন, এর সানাদ সহীহ।

٢٧٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الدَّمِ - فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَرَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلآنَ دَمًا - فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي " .

- صحيح : م .

২৭৯। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উম্মু হাবীবাহ (রাঃ) নাবী ﷺ-কে রক্তস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, আমি তাঁর পানির পাত্র রক্তে পরিপূর্ণ দেখতে পেলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ "তুমি তোমার হায়িযের নির্ধারিত দিনগুলো পর্যন্ত সলাত থেকে বিরত থাকবে, এরপর গোসল করবে।[২৭৮]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٢٨٠ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا، سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قُرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي فَإِذَا مَرَّ قُرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرْءِ إِلَى الْقُرْءِ " .

- صحيح .

২৮০। 'উরওয়াহ ইবনু যুবাইর (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমাহ বিনতু আবূ হুবাইশ (রাঃ) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট রক্তস্রাবের সম্পর্কে অভিযোগ করেন এবং এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এটা এক বিশেষ শিরা থেকে নির্গত রক্ত। অতএব তুমি তোমার হায়িযের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এবং ঐ সময়ে সলাত আদায় হতে বিরত থাকবে। অতঃপর হায়িযের নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে পবিত্র হবে। তারপর পরবর্তী হায়িয আসা পর্যন্ত (গোসল করে) সলাত আদায় করবে।[২৭৯]

সহীহ।

---

[২৭৮] মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মুস্তাহাযা এবং তার গোসল ও সলাত), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ হায়িয শেষে গোসল করা, হাঃ ২০৭), আহমাদ (৬/২২২) মানসূর সূত্রে।

[২৭৯] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ ঋতুবতী নারীর হায়িযের সময়সীমা পূর্ণ হওয়ার পর রক্ত নির্গত হওয়া প্রসঙ্গে, হাঃ ৬২০), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ২১১, এবং অধ্যায় ঃ হায়িয, হাঃ ৩৫৬), আহমাদ (৬/৪২০, ৪৬৩, ৪৬৪), বায়হাক্বী (১/৩৩১), সকলেই মুনযির ইবনু মুগীরাহ সূত্রে।

٢٨١ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنَّهَا أَمَرَتْ أَسْمَاءَ - أَوْ أَسْمَاءُ حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا، أَمَرَتْهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ - أَنْ تَسْأَلَ، رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْعُدَ الأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ .

- صحيح .

২৮১। 'উরওয়াহ ইবনু যুবাইর (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমাহ বিনতু আবূ হুবাইশ ﷺ আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আসমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন অথবা আসমা-ই আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ফাতিমাহ বিনতু আবূ হুবাইশ রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করার জন্য। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নির্দেশ দিলেন যে, (পূর্বের হিসেব মতো) হায়িযের দিনগুলোতে অপেক্ষা করবে, তারপর সময়সীমা শেষ হলে গোসল করবে।[২৮০]

সহীহ।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَدَعَ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا .

- صحيح بما قبله .

যায়নাব বিনতু উম্মু সালামাহ সূত্রে বর্ণিত। উম্মু হাবীবাহ্ বিনতু জাহ্শের ইস্তিহাযা শুরু হলে নাবী ﷺ তাকে হায়িযের সময়সীমা পরিমাণ সলাত ত্যাগের নির্দেশ দেন, অতঃপর সময়সীমা শেষে গোসল করে সলাত আদায়ের নির্দেশ দেন।

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ক্বাতাদাহ 'উরওয়াহ হতে কিছুই শোনেননি।

وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا .

- صحيح : م .

---

[২৮০] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ হায়িয শেষে গোসল করা, হাঃ ২০১)।

'আয়িশাহ্ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবাহ্র ইস্তিহাযা রোগ ছিল। তিনি এ সম্পর্কে নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে হায়িযের দিনগুলোতে সলাত ত্যাগের নির্দেশ দেন।

সহীহ ঃ মুসলিম।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا وَهَمٌ مِنَ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَيْسَ هَذَا فِي حَدِيثِ الْحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلاَّ مَا ذَكَرَ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ وَقَدْ رَوَى الْحُمَيْدِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ " تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا " . وَرَوَتْ قَمِيرُ بِنْتُ عَمْرٍو زَوْجُ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَتْرُكُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ .

– **صحيح موقوف** .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এটা ইবনু 'উয়াইনাহ্র ধারণা মাত্র। সুহাইল ইবনু আবূ সালিহ্র বর্ণনা ছাড়া যুহরী সূত্রে হাদীসের হাফিযগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এটি উল্লেখ নেই। হাদীসটি ইবনু 'উয়াইনাহ্ হতে হুমাইদীও বর্ণনা করেছেন। তাতে 'হায়িযের দিনগুলোতে সলাত ছেড়ে দেয়ার' কথা উল্লেখ নেই। 'আয়িশাহ্ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত ঃ "ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলা হায়িযের দিনগুলোতে সলাত ছেড়ে দিবে। অতঃপর সময়সীমা শেষ হলে গোসল করবে।"

সহীহ মাওকূফ।

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلاَةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا . وَرَوَى أَبُو بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

– **صحيح بما قبله** .

'আবদুর রহমান ইবনুল ক্বাসিম তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ তাকে (ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলাকে) হায়িযের দিনগুলোতে সলাত ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন। 'ইকরিমাহ হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে বর্ণিত, উম্মু হাবীবাহ্ বিনতু জাহ্শ (রাঃ) ইস্তিহাযায় আক্রান্ত হলেন ..... অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

সহীহ।

وَرَوَى شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي " .

– **صحيح** : يأتي موصولا بعد تسعة ابواب .

'আদী ইবনু সাবিত (রহঃ) পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদা হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ রক্ত প্রদর রোগে আক্রান্ত মহিলা হায়িযের নির্ধারিত দিনগুলোতে সলাত ছেড়ে দিবে। অতঃপর সময়সীমা শেষে গোসল করে সলাত আদায় করবে।

সহীহ।

وَرَوَى الْعَلاَءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ سَوْدَةَ اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ إِذَا مَضَتْ أَيَّامُهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ .

– صحيح : دون (وَصَلَّتْ) .

আবূ জাফর (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাওদা রাঃ রক্ত প্রদর রোগে আক্রান্ত হওয়ায় নাবী ﷺ তাকে নির্দেশ দিলেন, হায়িযের নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হলে গোসল করে সলাত আদায় করে নিবে।

সহীহ, তবে (وَصَلَّتْ) **কথাটি বাদে।**

وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ " الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ أَيَّامَ قُرْئِهَا " .

– صحيح .

'আলী ও ইবনু 'আব্বাস রাঃ বলেন, ইস্তিহাযা রোগে আক্রান্ত মহিলা হায়িযের দিনগুলোতে বসে থাকবে (অর্থাৎ সলাত আদায় করবে না)।

সহীহ।

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَمَّارٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَطَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْقِلٌ الْخَثْعَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَذَلِكَ رَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ قَمِيرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَمَكْحُولٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ إِنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا .

এরূপই বর্ণনা করেছেন ইবনু আব্বাস রাঃ সূত্রে বনু হাশিমের আযাদকৃত গোলাম 'আম্মার ও ত্বালক্ব ইবনু হাবীব (রহঃ)। অনুরূপভাবে 'আলী রাঃ সূত্রে মা'ক্বাল আল-খাস'আমী এবং 'আয়িশাহ্ সূত্রে ক্বামীরাহ হতে শা'বী (রহঃ)। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আল-হাসান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, 'আত্বা, মাকহূল, ইবরাহীম, সালিম ও আল-ক্বাসিম (রহঃ)-এর অভিমত হচ্ছে, মুস্তাহাযা নারী হায়িযের দিনগুলোতে সলাত ছেড়ে দিবে। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ক্বাতাদাহ 'উরওয়াহ হতে কিছুই শুনেননি।

١٠٩ – باب مَنْ رَوَى أَنَّ الْحَيْضَةَ إِذَا أَدْبَرَتْ لاَ تَدَعُ الصَّلاَةَ

অনুচ্ছেদ- ১০৯ ঃ হায়িয শেষ হলে সলাত বর্জন করা যাবে না

٢٨٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ قَالَ " إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي " .

– صحيح : ق .

২৮২। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমাহ বিনতু আবূ হুবাইশ ﷺ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলেন, আমি একজন রক্তপ্রদর রোগীণী, কখনো পবিত্র হই না। আমি কি সলাত ত্যাগ করব? রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এটা একটি শিরা (হতে নির্গত রক্ত), হায়িয নয়। যখন হায়িয হবে তখন সলাত ছেড়ে দিবে। হায়িযের সময়সীমা শেষ হয়ে গেলে তোমার রক্ত ধুয়ে (গোসল করে) সলাত আদায় করবে।[২৮১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٢٨٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، بِإِسْنَادِ زُهَيْرٍ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ " فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاَةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي " .

– صحيح : ق .

২৮৩। হিশাম (রহঃ) যুহাইর সূত্রে উপরোক্ত অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন। নাবী ﷺ বলেছেন, ঋতুস্রাব আসলে সলাত ছেড়ে দিবে আর ঋতুস্রাবের সময়সীমা শেষ হয়ে গেলে রক্ত ধুয়ে নিয়ে (গোসল করে) সলাত আদায় করবে।[২৮২]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١١٠ – باب مَنْ قَالَ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَدَعُ الصَّلاَةَ

অনুচ্ছেদ- ১১০ ঃ হায়িয শুরু হলে সলাত আদায় ছেড়ে দিবে

٢٨٤ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، عَنْ بُهَيَّةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ امْرَأَةً، تَسْأَلُ عَائِشَةَ عَنِ امْرَأَةٍ، فَسَدَ حَيْضُهَا وَأُهَرِيقَتْ دَمًا فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ آمُرَهَا فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ مَا

---

[২৮১] বুখারী (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ ইস্তিহাযা সম্পর্কে, হাঃ ৩০৬), মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ মুস্তাহাযা এবং তার গোসল ও সলাত) হিশাম সূত্রে।

[২৮২] বুখারী (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ হায়িযের রক্ত ধোয়া, হাঃ ৩০৭), মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ মুস্তাহাযা এবং তার গোসল ও সলাত) হিশাম সূত্রে।

كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ فَلْتَعْتَدَّ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَيَّامِ ثُمَّ لْتَدَعِ الصَّلاَةَ فِيهِنَّ أَوْ بِقَدْرِهِنَّ ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لْتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لْتُصَلِّي .

- ضعيف .

২৮৪। বুহায়্যাহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনলাম, জনৈক মহিলা 'আয়িশাহ্ ﷺ-কে এমন মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে যার হায়িযের গোলমাল হয়েছে, রক্তস্রাব অনবরত জারী রয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ('আয়িশাহ্'কে) নির্দেশ দিলেন আমি যেন তাকে বলি, ইতোপূর্বে প্রতিমাসে যে ক'দিন তার হায়িয হত তা গণনা করে রাখবে, ঐ দিনগুলো পর্যন্ত অপেক্ষা করবে এবং ঐ দিনগুলোতে সলাত ছেড়ে দিবে। অতঃপর গোসল করে (লজ্জাস্থানে) পট্টি বেঁধে সলাত আদায় করবে।[২৮৩]

দুর্বল।

٢٨٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيَّانِ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ، خَتَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي " .

- صحيح : ق .

২৮৫। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর শ্যালিকা ও 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ বিনতু জাহশ সাত বছর যাবত ইস্তিহাযায় আক্রান্ত থাকেন। ফলে তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ বিষয়ে মাসআলাহ জিজ্ঞেস করলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ এটা হায়িয নয় বরং এটা রগবিশেষ থেকে নির্গত রক্ত। কাজেই তুমি গোসল করে সলাত আদায় কর।[২৮৪]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

---

[২৮৩] এ সূত্রে আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সানাদে আবূ 'আক্বীল ইয়াহইয়া ইবনুল মুতাওয়াক্কিলকে হাফিয দুর্বল বলেছেন। সানাদে বুহাইয়্যাহ অজ্ঞাত। 'আওনুল মা'বুদে রয়েছে ঃ সানাদের আবূ 'আক্বীলকে 'আলী ইবনুল মাদীনী ও ইমাম নাসায়ী দুর্বল বলেছেন। ইবনু মাঈন বলেছেন, তিনি কিছুই না। ইমাম আবূ যুর'আহ বলেছেন, তিনি হাদীসে বর্ণনায় শিথিল।

[২৮৪] বুখারী (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ মুস্তাহাযার শিরা, হাঃ ৩২৭), মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ মুস্তাহাযা এবং তার গোসল ও সলাত) ইবনু শিহাব সূত্রে।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ الأَوْزَاعِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ - وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - سَبْعَ سِنِينَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ " إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي " .

- صحيح .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আওযাঈ (রহঃ) এ হাদীসে বৃদ্ধি করেন যে, যুহরী হতে, তিনি ‘উরওয়াহ ও ‘আমরাহ হতে ‘আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে, তিনি বলেন, ‘আবদুর রহমান ইবনু আওফের স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ বিনতু জাহশ ﷺ সাত বছর যাবত ইস্তিহাযায় আক্রান্ত থাকেন। ফলে নাবী ﷺ তাকে নির্দেশ দিলেন যে, তোমার হায়িয এলে সলাত ছেড়ে দিবে, আর হায়িয চলে যাবে গোসল করে সলাত আদায় করবে।

সহীহ।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْكَلاَمَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ الأَوْزَاعِيِّ وَرَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ وَيُونُسُ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَمَعْمَرٌ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا هَذَا الْكَلاَمَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَإِنَّمَا هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ أَيْضًا أَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا . وَهُوَ وَهَمٌ مِنَ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ شَىْءٌ يَقْرُبُ مِنَ الَّذِي زَادَ الأَوْزَاعِيُّ فِي حَدِيثِهِ .

- صحيح : م ، تقدم (٢٨١) .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, উপরোক্ত বক্তব্য আওযায়ী ব্যতীত যুহ্রীর আর কোন শিষ্য উল্লেখ করেননি। যুহ্রী সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন ‘আমর ইবনুল হারিস, লাইস, ইউনুস, ইবনু আবূ যি’ব, মা‘মার, ইবরাহীম ইবনু সা‘দ, সুলায়মান ইবনু কাসীর, ইবনু ইসহাক্ব ও সুফিয়ান ইবনু ‘উয়াইনাহ প্রমুখ। তারা উপরোক্ত বক্তব্য উল্লেখ করেননি। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসের এ শব্দ হিশাম ইবনু ‘উরওয়াহ তার পিতা হতে ‘আয়িশাহ্ সূত্রের। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ইবনু ‘উয়াইনাহও তাতে শব্দগত কিছু বাড়িয়ে বলেন ঃ নাবী ﷺ তাকে হায়িযের দিনগুলোতে সলাত বর্জনের নির্দেশ দেন।’ তবে এটা ইবনু ‘উয়াইনাহর ধারণামাত্র। এছাড়া যুহরী হতে মুহাম্মাদ ইবনু ‘আমর বর্ণিত হাদীসে যা কিছু রয়েছে, তা আওযাঈ বর্ণিত হাদীসের কাছাকাছি।

সহীহ ঃ মুসলিম। এটি গত হয়েছে ২৮১ নং- এ।

٢٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ " إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ " .

- حسن .

২৮৬। ফাতিমাহ বিনতু আবূ হুবাইশ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার রক্তস্রাব হলে নাবী ﷺ তাকে বললেন ঃ হায়িযের রক্ত কালো হয়, তা (দেখলে) চেনা যায়। রক্ত এরূপ হলে সলাত হতে বিরত থাকবে। আর অন্য রকম হলে উযু করে সলাত আদায় করবে। কারণ তা একটি রগ থেকে নির্গত রক্ত।[২৮৫]

হাসান।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ كِتَابِهِ هَكَذَا ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ بَعْدُ حِفْظًا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَى أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلاَ تُصَلِّي وَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّي .

- صحيح .

'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমাহর রক্তস্রাব হয়েছিল .... এরপর অনুরূপ অর্থের হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আনাস ইবনু সীরীন ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে মুস্তাহাযা সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন ঃ যখন সে গাঢ় ও প্রচুর রক্ত দেখবে তখন সলাত আদায় করবে না। আর যখন পবিত্রতা দেখতে পাবে- যদিও তা কিছুক্ষণের জন্য হয়- তখন গোসল করে সলাত আদায় করবে।

সহীহ।

وَقَالَ مَكْحُولٌ إِنَّ النِّسَاءَ لاَ تَخْفَى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ إِنَّ دَمَهَا أَسْوَدُ غَلِيظٌ فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ وَصَارَتْ صُفْرَةً رَقِيقَةً فَإِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّي .

- لم أره .

---

[২৮৫] মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ মুস্তাহাযা এবং তার গোসল ও সলাত), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ হায়িয এবং ইস্তিহাযা রক্তের মধ্যকার পার্থক্য, হাঃ ২১৫, ২১৬), আহমাদ (৬/২৩৭)।

মাকহূল (রহঃ) বলেন, মহিলাদের কাছে হায়িযের রক্ত অস্পষ্ট বা অজানা কিছু নয়। হায়িযের রক্ত গাঢ় কালো রঙের হয়। এটা দূরীভূত হয়ে হালকা হলুদ বর্ণ ধারণ করলে তা-ই ইস্তিহাযা। তার কর্তব্য হচ্ছে এ অবস্থায় গোসল করে সলাত আদায় করা।

আমি এটি পাইনি।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَرَكَتِ الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتِ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ .

– صحيح .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাম্মাদ ইবনু যায়িদ ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ হতে, তিনি কা'কা' ইবনু হাকীম হতে বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহঃ) মুস্তাহাযা সম্পর্কে বলেন, হায়িয শুরু হলে সলাত ছেড়ে দিবে এবং শেষ হলে গোসল করে সলাত আদায় করবে।

সহীহ।

وَرَوَى سُمَيٌّ وَغَيْرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ الْحَائِضُ إِذَا مَدَّ بِهَا الدَّمُ تُمْسِكُ بَعْدَ حَيْضَتِهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ . وَقَالَ التَّيْمِيُّ عَنْ قَتَادَةَ إِذَا زَادَ عَلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَلْتُصَلِّي . قَالَ التَّيْمِيُّ فَجَعَلْتُ أَنْقُصُ حَتَّى بَلَغْتُ يَوْمَيْنِ فَقَالَ إِذَا كَانَ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنْ حَيْضِهَا . وَسُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْهُ فَقَالَ النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ .

সুমাই' প্রমুখ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহঃ) সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ হায়িযের দিনগুলোতে বসে থাকবে (অপেক্ষা করবে)। অনুরূপ বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবনু সালামাহ ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ হতে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব সূত্রে। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ইউনুস হাসান সূত্রে বর্ণনা করেন, ঋতুবতী নারীর রক্তস্রাব বেশি দিন অব্যাহত থাকলে হায়িযের পর একদিন অথবা দু'দিন সলাত আদায় হতে বিরত থাকবে। তারপর মুস্তাহাযা গণ্য হবে। আত-তায়মী ক্বাতাদাহ সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, তার হায়িযের দিন থেকে পাঁচদিন অতিরিক্ত অতিবাহিত হয়ে গেলে সে সলাত আদায় করবে। আত-তায়মী আরো বলেন, আমি তা কমিয়ে দু'দিন ধার্য করেছি। অতএব ঐ দু'দিন হায়িযের মধ্যে গণ্য। ইবনু সীরীনকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, মহিলারাই এ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত।

٢٨٧ – حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَغَيْرُهُ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ، عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ، حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلاَةَ وَالصَّوْمَ فَقَالَ " أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ " . قَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ " فَاتَّخِذِي ثَوْبًا " . فَقَالَتْ هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا أَثُجُّ ثَجًّا . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ أَيَّهُمَا فَعَلْتِ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الآخَرِ وَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ " . فَقَالَ لَهَا " إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ مِيقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فَافْعَلِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ " . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " وَهَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَىَّ " .

– حسن .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ قَالَ فَقَالَتْ حَمْنَةُ فَقُلْتُ هَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَىَّ . لَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَهُ كَلاَمَ حَمْنَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَعَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ رَافِضِيٌّ رَجُلُ سَوْءٍ وَلَكِنَّهُ كَانَ صَدُوقًا فِي الْحَدِيثِ وَثَابِتُ بْنُ الْمِقْدَامِ رَجُلٌ ثِقَةٌ وَذَكَرَهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ حَدِيثُ ابْنِ عَقِيلٍ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَىْءٌ .

২৮৭। হামনাহ বিনতু জাহশ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খুব বেশী রক্তস্রাব হত। আমি আমার অবস্থা বর্ণনা ও মাসআলাহ জিজ্ঞেস করতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। আমি তাঁকে আমার বোন যাইনাব বিনতু জাহশের ঘরে পেলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার খুব বেশী রক্তস্রাব হয়। এ বিষয়ে আপনি আমাকে কী পরামর্শ দেন? আমার সলাত ও সিয়াম বন্ধ। তিনি বলেন ঃ আমি তোমাকে তুলা ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছি। এতে তোমার রক্ত বন্ধ হবে। হামনাহ বলেন, তা এর চেয়েও বেশী। তিনি বলেন, কাপড়ের পট্টি বেঁধে নাও। হামনাহ বলেন, তাতো এর চেয়েও বেশী। আমার তো রীতিমত রক্ত প্রবাহিত হয়। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তাহলে আমি তোমাকে দু'টি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি। তার কোন একটি অনুসরণ করাই তোমার জন্য যথেষ্ট। উভয়টির উপর যদি 'আমাল করতে পার, তাহলে তা তুমিই

ভাল জান। তিনি তাকে বললেন ঃ এটা শাইত্বানের লাথি বা স্পর্শবিশেষ। সুতরাং তুমি নিজেকে (প্রতি মাসে) ছয় কিংবা সাতদিন ঋতুবতী গণ্য করবে। আর প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই ভাল জানেন। তারপর গোসল করবে। যখন তুমি নিজেকে পবিত্র মনে করবে তখন তেইশ অথবা চব্বিশ দিন যাবত সলাত আদায় ও সিয়াম পালন করবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। প্রতিমাসেই এরূপ করবে যেরূপ অন্যান্য নারীরা হায়িয ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে করে থাকে। আর তুমি এরূপও করতে পার ঃ যুহরের সলাত দেরীতে এবং 'আসরের সলাত এগিয়ে এনে আদায় করবে। গোসল করে এভাবে যুহর ও 'আসর সলাত একত্রে আদায় করবে। অন্যদিকে মাগরিবকে বিলম্বে ও 'ইশাকে এগিয়ে নিয়ে গোসল করে উভয় ওয়াক্তের সলাত একত্রে আদায় করবে। আর ফাজ্রের সময় গোসল সেরে সলাত আদায় ও সিয়াম পালন করবে- যদি এরূপ করা তোমার পক্ষে সম্ভবপর হয়। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ দু'টি পন্থার মধ্যে এ দ্বিতীয় পদ্ধতিই আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়।[২৮৬]

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, 'আমর ইবনু সাবিত-ইবনু 'আক্বীল (রহঃ) বলেন, হামনাহ ﵂ বলেন, দু'টি পন্থার মধ্যে শেষোক্তটিই আমার অধিকতর পছন্দনীয়। ইবনু 'আক্বীল কথাটি হামনাহর উক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন, নাবী ﷺ-এর উক্তি হিসেবে নয়। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, 'আমর ইবনু সাবিত রাফিযী মন্দ লোক, কিন্তু তিনি হাদীস বর্ণনায় সত্যবাদী ছিলেন। আর সাবিত ইবনু মিক্বদাম একজন বিশ্বস্ত লোক। এটা ইয়াহ্ইয়াহ্ ইবনু

---

[২৮৬] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ রক্তপ্রদর রোগীনী এক গোসলে দু' ওয়াক্তের সলাত একতে আদায় করবে, হাঃ ১২৮), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ ঋতুবতী নারীর হায়িযের ইদ্দত পূর্ন হওয়ার পর রক্ত নির্গত হলে, হাঃ ৬২২), আহমাদ (৬/৩৪৯, ৩৮১, ৪৩৯), এবং বুখারী 'আদাবুল মুফরাদ' (৭৯৭), সকলেই 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু 'আক্বীল সূত্রে।

এ অনুচ্ছেদের হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। হায়িযগ্রস্তার উপর সলাত জায়িয নয়।

২। হায়িযের নির্ধারিত দিন শেষে ইস্তিহাযা রোগীণীর গোসল করা ওয়াজিব।

৩। ইস্তিহাযা রোগীনীর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে, লজ্জাস্থানে কাপড় বেঁধে রক্তের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। এরূপ না করার কারণে যদি সেখান থেকে রক্ত বের হয় তাহলে তার জন্য উযু করা আবশ্যক।

৪। ঋতুবতী মহিলা সলাত, সিয়াম ও পবিত্রতা শর্ত রয়েছে এমন কোন ইবাদাত হায়িযের নির্ধারিত দিনগুলোতে বর্জন করবে। যখন হায়িযের নির্ধারিত দিন অতিবাহিত হবে তখন তার উপর সলাত ও সওম পালন ওয়াজিব হবে, যদিও তখন ইস্তিহাযার রক্ত জারি থাকে।

৫। কৃত প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করা জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির জন্য জায়িয।

৬। কোন ইস্তিহাযা রোগীনী স্বীয় ইদ্দত ও তাতে পার্থক্য নিরূপণ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলে সে নারীদের হায়িয ও তুহ্রের স্বাভাবিক যে নিয়ম ও দিনক্ষন নির্দিষ্ট রয়েছে তাই অনুসরণ করবে।

৭। ইস্তিহাযা রোগীনী এক গোসলে দু' ওয়াক্তের সলাত একত্রে আদায় করবে। তার জন্য এরূপ অবস্থায় দু' ওয়াক্তের সলাত একত্রে আদায় করা শারী'আত সম্মত।

মাঈন সূত্রে বর্ণিত। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আমি আহমাদ (রহঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমি ইবনু 'আক্বীল বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করি।

١١١ – باب مَنْ رَوَى أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ

অনুচ্ছেদ- ১১১ ঃ মুস্তাহাযা প্রতি ওয়াক্ত সলাতের জন্য গোসল করবে

٢٨٨ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي " . قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي مِرْكَنٍ فِي حُجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ .

– صحيح : ق ، مضى (٢٨٥) .

২৮৮। নাবী ﷺ-এর স্ত্রী 'আয়িশাহ্ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর শ্যালিকা এবং 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ রাঃ-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ বিনতু জাহ্শের সাত বছর পর্যন্ত ইস্তিহাযা অব্যাহত থাকে। তিনি এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট মাসআলাহ জানতে চাইলে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা হায়িয নয়, বরং এটা শিরার রক্তবিশেষ। কাজেই তুমি গোসল করে সলাত আদায় করবে। 'আয়িশাহ্ রাঃ বলেন, উম্মু হাবীবাহ রাঃ তার বোন যায়নাব বিনতু জাহ্শের ঘরে একটি বিরাট পাত্রে গোসল করতেন। তার ইস্তিহাযা রক্তের লালিমা পানিতে প্রাধান্য লাভ করত (দেখা যেত)।[২৮৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম। এটি পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে ২৮৫ নং- এ।

٢٨٩ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ .

– صحيح .

---

[২৮৭] একই সানাদে ও শব্দে এটি গত হয়েছে (২৮৫ নং)- এ।

২৮৯। ইবনু শিহাব (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমরাহ বিনতু 'আবদুর রহমান (রহঃ) উম্মু হাবীবাহ ﷺ সূত্রে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ 'আয়িশাহ্ ﷺ বলেন, তিনি (উম্মু হাবীবাহ) প্রত্যেক সলাতের জন্য গোসল করতেন।[২৮৮]

সহীহ।

٢٩٠ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِمَعْنَاهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي حَدِيثِهِ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ .

২৯০। 'উরওয়াহ 'আয়িশাহ্ ﷺ থেকে একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, তিনি প্রত্যেক সলাতের জন্য গোসল করতেন। ইবনু 'উয়াইনাহ তার হাদীসে বলেন, নাবী ﷺ তাকে (প্রত্যেক সলাতের জন্য) গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে যুহরী এ কথা উল্লেখ করেননি।[২৮৯]

٢٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ أَيْضًا قَالَ فِيهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ .

- صحيح : خ .

২৯১। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবাহ ﷺ সাত বছর পর্যন্ত রক্ত প্রদরে আক্রান্ত ছিলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে গোসল করার নির্দেশ দিলে তিনি প্রত্যেক সলাতের

---

[২৮৮] আহমাদ (৬/৪৩৪)।

[২৮৯] মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ মুস্তাহাযা এবং তার গোসল ও সলাত), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ২০৯, ২১০), আহমাদ (৬/১৮৭) একাধিক সানাদে যুহরী হতে 'আমরাহ সূত্রে।

জন্যই গোসল করতেন। আওযাঈ এরূপই বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ 'আয়িশাহ্ ﵂ বলেন, তিনি প্রত্যেক সলাতের জন্যই গোসল করতেন।[২৯০]

সহীহ ঃ বুখারী।

٢٩٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ، اسْتُحِيضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلاَةٍ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

- صحيح .

২৯২। 'আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে উম্মু হাবীবাহ বিনতু জাহ্শের ইস্তিহাযা হলে রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে প্রত্যেক সলাতের পূর্বে গোসল করার নির্দেশ দেন। তারপর হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।[২৯১]

সহীহ।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتُحِيضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ " اغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلاَةٍ " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

- صحيح ، دون قوله : زينب بنت جحش، و الصواب : أم حبيبة بنت جحش، كما تقدم .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীস আবূল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসীও বর্ণনা করেছেন, কিন্তু আমি এটি তার কাছ থেকে শুনিনি। তিনি সুলাইমান ইবনু কাসীর হতে যুহরী থেকে 'উরওয়াহর মাধ্যমে 'আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যায়নাব বিনতু জাহ্শ ইস্তিহাযায় আক্রান্ত হলে নাবী ﷺ তাঁকে বললেন ঃ তুমি প্রত্যেক সলাতের জন্য গোসল করবে ... তারপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

সহীহ। তবে যায়নাব বিনতু জাহ্শ কথাটি বাদে। সঠিক হচ্ছে উম্মু হাবীবাহ বিনতু জাহ্শ। যেমন পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

---

[২৯০] বুখারী (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ ইস্তিহাযার শিরা, হাঃ ৩২৭) ইবনু আবূ যি'ব হতে, নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ হায়িয শেষে গোসল করা, হাঃ ২০৩)।

[২৯১] দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মুস্তাহাযার গোসল, হাঃ ৭৭৬, ৭৮৩), আহমাদ (৬/২৩৭) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব সূত্রে।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ " تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا وَهَمٌ مِنْ عَبْدِ الصَّمَدِ وَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ أَبِي الْوَلِيدِ .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটি 'আবদুস সামাদও সুলাইমান ইবনু কাসীর থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ প্রত্যেক সলাতের জন্য উযু করবে। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এটা 'আবদুস সামাদের ধারণা মাত্র। এ বিষয়ে আবূল ওয়ালীদের বর্ণনাই সঠিক।

٢٩٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ أَخْبَرَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ – وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَتُصَلِّيَ .

– صحيح .

২৯৩। আবূ সালামাহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়নাব বিনতু আবূ সালামাহ আমার কাছে হাদীস বর্ণনা করেন, জনৈকা মহিলার রক্তস্রাব হত। উক্ত মহিলা ছিলেন 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ ﷺ-এর স্ত্রী। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে প্রত্যেক সলাতের সময় গোসল করে সলাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন।[২৯২]

সহীহ।

وَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّ بَكْرٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرِيبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ " إِنَّمَا هِيَ – أَوْ قَالَ إِنَّمَا هُوَ – عِرْقٌ أَوْ قَالَ عُرُوقٌ " .

– صحيح .

আবূ সালামাহ (রহঃ) বলেন, উম্মু বাক্‌র আমাকে অবহিত করেছেন, 'আয়িশাহ্ ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মহিলারা পবিত্র হওয়ার পরও এমন রক্ত দেখে থাকে যা তাকে সন্দেহে ফেলে দেয় (কিন্তু তা হায়িয নয়, বরং) ওটা হচ্ছে শিরা বা শিরাসমূহ থেকে নির্গত রক্ত বিশেষ।

সহীহ।

---

২৯২ ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ ঋতুবতী নারী পবিত্র হওয়ার পর হলদে ও মেটে রং এর স্রাব দেখলে, হাঃ ৬৪৬), যাওয়ায়িদ গ্রন্থে রয়েছে ঃ এর সানাদ সহীহ এবং রিজাল নির্ভরযোগ্য। আহমাদ (৬/৭১, ১৬০, ২১৫) ইয়াহইয়া ইবনু আবূ কাসীর সূত্রে।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَقِيلٍ الأَمْرَانِ جَمِيعًا وَقَالَ " إِنْ قَوِيتِ فَاغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلاَةٍ وَإِلاَّ فَاجْمَعِي " .

– صحيح .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ইবনু ‘আক্বীলের বর্ণনায় দু’টি বিষয় উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ (এক) তোমার পক্ষে সম্ভব হলে প্রত্যেক সলাতের জন্য গোসল করবে। (দুই) অন্যথায় দুই-দুই ওয়াক্তের সলাত একত্রে আদায় করবে।

সহীহ।

كَمَا قَالَ الْقَاسِمُ فِي حَدِيثِهِ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما .

– صحيح .

যেরূপ ক্বাসিম তার হাদীসে বর্ণনা করেছেন। এটা বর্ণিত আছে সাঈদ ইবনু যুবাইর হতে, যা তিনি ‘আলী ও ইবনু ‘আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

সহীহ।

١١٢ – باب مَنْ قَالَ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلاً

অনুচ্ছেদ- ১১২ ঃ যে বলে, মুস্তাহাযা দু’ ওয়াক্তের সলাত একত্রে আদায় করবে এবং এর জন্য একবার গোসল করবে

٢٩٤ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اسْتُحِيضَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأُمِرَتْ أَنْ تُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً . وَأَنْ تُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً وَتَغْتَسِلَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ غُسْلاً . فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ أَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لاَ أُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِشَىْءٍ .

– صحيح .

২৯৪। ‘আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এক মহিলা রক্তপ্রদরে আক্রান্ত হলে তাকে ‘আসরের সলাত শীঘ্র আদায় করার, যুহরের সলাত বিলম্বে আদায় করার এবং উভয় সলাতের জন্য একবার গোসল করার আদেশ দেয়া হয়। একইভাবে তাকে নির্দেশ দেয়া হয় মাগরিবের সলাত বিলম্বে ও ‘ইশার সলাত শীঘ্র আদায় করার এবং উভয় সলাতের জন্য একবার গোসল করার, আর ফাজ্‌রের সলাতের জন্য একবার গোসল করার।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি 'আবদুর রহমান ইবনু ক্বাসিমকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি নাবী ﷺ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, আমি নাবী ﷺ ব্যতীত অন্য কারো থেকে কিছু বর্ণনা করি না।[২৯৩]

সহীহ।

٢٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ، اسْتُحِيضَتْ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً اسْتُحِيضَتْ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهَا بِمَعْنَاهُ .

- ضعيف .

২৯৫। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহ্লাহ বিনতু সুহাইল ইস্তিহাযা অবস্থায় নাবী ﷺ-এর নিকট এলেন। নাবী ﷺ তাকে প্রত্যেক সলাতের জন্য গোসল করার নির্দেশ দিলেন। তার জন্য এটা কষ্টসাধ্য হওয়ায় তিনি তাকে এক গোসলে একত্রে যুহর ও 'আসর এবং এক গোসলে একত্রে মাগরিব ও 'ইশার, এবং এক গোসলে ফাজ্র সলাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটি ইবনু 'উয়াইনাহ 'আবদুর রহমান ইবনুল ক্বাসিম হতে তার পিতার সূত্রেও বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ এক মহিলার ইস্তিহাযা হলে এ বিষয়ে সে নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করে। নাবী ﷺ তাকে নির্দেশ দিলেন ... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।[২৯৪]

দুর্বল।

٢٩٦ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَالِحٍ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ

---

[২৯৩] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মুস্তাহাযার গোসল সম্পর্কে, হাঃ ২১৩, এবং অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ মুস্তাহাযার দু' ওয়াক্তের সলাত একত্রে আদায় করা ও তখন গোসল করা, হাঃ ৩৫৮) শু'বাহ হতে, দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মুস্তাহাযার গোসল, হাঃ ৭৭৭) শুবাহ হতে, এবং (হাঃ ৭৮৩) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব সূত্রে, আহমাদ (৬/১১৯,১৩৯) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব সূত্রে এবং (৬/১৭২) শু'বাহ হতে। উভয়ে (শু'বাহ এবং মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব) 'আবদুর রহমান ইবনু ক্বাসিম সূত্রে।

[২৯৪] পূর্বের হাদীস দেখুন। মুনযিরী বলেন ঃ সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব রয়েছে। তার দ্বারা দলীল গ্রহণের ব্যাপারে মতভেদ আছে। হাদীসটি তিনি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছেন। তিনি তাদলীস করতেন।

أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فلمْ تُصَلِّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَاحِدًا وَتَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ " .

– صحيح .

২৯৬। আসমা বিনতু 'উমাইস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহর রসূল! ফাতিমাহ বিনতু আবূ হুবাইশ এত এত দিন যাবত ইস্তিহাযায় আক্রান্ত। তাই তিনি সলাত আদায় করতে পারছেন না। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ! এটা তো শাইত্বানের ধোঁকা মাত্র। সে একটি বড় (পানির) পাত্রে বসবে। পানির উপর হলুদ রঙ দেখতে পেলে যুহর ও 'আসরের জন্য একবার গোসল করবে, মাগরিব ও 'ইশার জন্য একবার গোসল করবে এবং ফাজ্‌র সলাতের জন্য একবার গোসল করবে। আর মধ্যবর্তী সময়ের জন্য উযু করবে।[২৯৫]

সহীহ।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مُجَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ .

– صحيح .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটি ইবনু আব্বাস ﷺ সূত্রে মুজাহিদও বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ তার পক্ষে গোসল করা অসম্ভব হওয়ায় নাবী ﷺ তাকে দু' ওয়াক্তের সলাত একত্রে আদায় করার নির্দেশ দিলেন।

সহীহ।

١١٣ – باب مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ مَنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ

অনুচ্ছেদ- ১১৩ ঃ যে ব্যক্তি বলে, মুস্তাহাযা দু' তুহরের মাঝখানে একবার গোসল করবে

٢٩٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ح، وَأَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ " تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي وَالْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ " .

– صحيح .

---

[২৯৫] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/৩৩১) সুহাইল সূত্রে।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ زَادَ عُثْمَانُ " وَتَصُومُ وَتُصَلِّي " .

২৯৭। 'আদী ইবনু সাবিত হতে তার পিতা থেকে তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ মুস্তাহাযা সম্পর্কে বলেছেন ঃ হায়িযের দিনগুলোতে সে সলাত ত্যাগ করবে, তারপর গোসল করে সলাত আদায় করবে এবং প্রত্যেক সলাতের জন্য উযু করবে।[২৯৬]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, 'উসমান তার বর্ণনায় বলেন, সে সিয়াম পালন ও সলাত আদায় করবে।

٢٩٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ خَبَرَهَا وَقَالَ " ثُمَّ اغْتَسِلِي ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ وَصَلِّي " .

- صحيح .

২৯৮। 'আয়িশাহ্ ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমাহ বিনতু আবূ হুবাইশ ؓ নাবী ﷺ-এর নিকট এসে তার ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ তারপর গোসল করবে এবং প্রত্যেক সলাতের জন্য উযু করে সলাত আদায় করবে।[২৯৭]

সহীহ।

٢٩٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي مِسْكِينٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ - تَعْنِي مَرَّةً وَاحِدَةً - ثُمَّ تَوَضَّأُ إِلَى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا .

- صحيح .

---

[২৯৬] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মুস্তাহাযা প্রত্যেক সলাতের জন্য উযু করবে, হাঃ ১২৬, ১২৭, ইমাম তিরমিযী বলেন, বর্ণনাকারী শারীক হাদীসটি একাই আবূ ইয়াকযানের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। আমি ইমাম বুখারীকে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি 'আদীর দাদার নাম বলতে পারেননি। আমি তাঁর কাছে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈনের কথা উল্লেখ করলাম যে, তিনি 'আদীর দাদার নাম দীনার বলেছেন, কিন্তু বুখারী তা নির্ভরযোগ্য মনে করলেন না), আহমাদ শাকির বলেন ঃ আবূ ইয়াকযানের নাম হলো 'উসমান ইবনু 'উমাইর। তিনি খুবই দুর্বল। আবূ হাতিম বলেন, তিনি হাদীসে দুর্বল, মুনকারুল হাদীস। শু'বাহ তাকে পছন্দ করতেন না। আর তার দাদা 'আদী ইবনু সাবিতকে চেনা যায়নি। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন, 'উসমান ইবনু ইয়াযীদ আবূ ইয়াকযান দুর্বল, তিনি সংমিশ্রন ও তাদলীস করতেন। হাদীসটি আরো বর্ণনা করেছেন ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ৬২৫)। তবে হাদীসটি সহীহ। এর বহু শাহিদ বর্ণনা আছে, যা পূর্বে গত হয়েছে।

[২৯৭] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ ঋতুবতী নারীর হায়িযের ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর রক্ত নির্গত হওয়া প্রসঙ্গে, হাঃ ৬২৪), আহমাদ (৬/৪২, ২৬২) আ'মাশ সূত্রে।

২৯৯। উম্মু কুলসূম 'আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে মুস্তাহাযা সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন ঃ ইস্তিহাযায় আক্রান্ত মহিলা কেবল একবার গোসল করবে, তারপর তার পবিত্র অবস্থা চলাকালে উযু করে সলাত আদায় করবে।[২৯৮]

সহীহ।

٣٠٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ امْرَأَةِ، مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

– ضعيف .

৩০০। 'আয়িশাহ্ ﵂ হতে নাবী ﷺ -এর সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত।[২৯৯]

দুর্বল।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ وَالأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ وَأَيُّوبَ أَبِي الْعَلاَءِ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ لاَ تَصِحُّ وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ الأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ هَذَا الْحَدِيثُ أَوْقَفَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الأَعْمَشِ وَأَنْكَرَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ حَبِيبٍ مَرْفُوعًا وَأَوْقَفَهُ أَيْضًا أَسْبَاطٌ عَنِ الأَعْمَشِ مَوْقُوفٌ عَنْ عَائِشَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ عَنِ الأَعْمَشِ مَرْفُوعًا أَوَّلُهُ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْوُضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَدَلَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ حَبِيبٍ هَذَا أَنَّ رِوَايَةَ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَةٍ. فِي حَدِيثِ الْمُسْتَحَاضَةِ وَرَوَى أَبُو الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – وَعَمَّارٌ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ وَبَيَانٌ وَالْمُغِيرَةُ وَفِرَاسٌ وَمُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ حَدِيثِ قَمِيرَ عَنْ عَائِشَةَ " تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ " – **صحيح** . وَرِوَايَةُ دَاوُدَ وَعَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَمِيرَ عَنْ عَائِشَةَ " تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً " . وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ – **صحيح** . وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ إِلاَّ حَدِيثَ قَمِيرَ وَحَدِيثَ عَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ وَحَدِيثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ وَالْمَعْرُوفُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْغُسْلُ .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাবীব ও আইউব আবূল আ'লা সূত্রে 'আদী ইবনু সাবিত ও আল-আ'মাশ কর্তৃক বর্ণিত এ প্রসঙ্গের সকল হাদীসই যঈফ, সহীহ নয়। হাবীব বর্ণিত হাদীসের মারফূ' হওয়ার বিষয়টি হাফস ইবনু গিয়াস প্রত্যাখ্যান করেছেন। 'আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে আল-

---

[২৯৮] এটি পূর্বের হাদীসসমূহে গত হয়েছে।

[২৯৯] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণণা করেছেন।

আ'মাশ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি মওকূফ হওয়ার ব্যাপারে আসবাত ঐকমত্য পোষণ করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ইবনু দাউদ হাদীসটির প্রথমাংশ নাবী ﷺ-এর বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে প্রতি ওয়াক্তের সলাতের জন্য (ইস্তিহাযা রোগিণীর) উযু করার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন। যুহরী হতে 'উরওয়াহ থেকে 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত, 'আয়িশাহ ﷺ বলেন, তিনি (মুস্তাহাযা) প্রতি ওয়াক্ত সলাতের জন্য গোসল করতেন- এ হাদীস হাবীব বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের দুর্বলতা নির্দেশ করে। আবুল ইয়াক্বযান 'আদী ইবনু সাবিত হতে তার পিতার সূত্রে 'আলী ﷺ হতে এবং বনু হাশিমের মুক্ত দাস 'আম্মার ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রেও হাদীস বর্ণিত আছে। 'আবদুল মালিক ইবনু মাইসারা, বায়ান আল-মুগীরাহ, ফিরাস ও মুজালিদ আশ-শা'বী হতে কামীর থেকে 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত আছে ঃ " ইস্তিহাযা রোগিণী প্রতি ওয়াক্ত সলাতের জন্য উযু করবে"- **(সহীহ)**। দাউদ ও 'আসিম-আশ-শা'বী হতে কামীর থেকে 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এসেছে ঃ "সে প্রতিদিন একবার গোসল করবে"- **(সহীহ)**। হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত আছে ঃ " মুস্তাহাযা প্রতি ওয়াক্ত সলাতের জন্য স্বতন্ত্রভাবে উযু করবে।" এসব সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহ প্রত্যেকটিই দুর্বল। তবে কামীর বর্ণিত হাদীস, বনু হাশিমের মুক্ত দাস 'আম্মারের হাদীস এবং হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ কর্তৃক তার পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীস ব্যতীত। ইবনু 'আব্বাস ﷺ-এর প্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, "ইস্তিহাযা রোগিণী প্রতি ওয়াক্ত সলাতের জন্য গোসল করবে।

١١٤ – باب مَنْ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مَنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ

অনুচ্ছেদ- ১১৪ ঃ যে বলে, মুস্তাহাযা এক যুহ্র থেকে পরবর্তী যুহ্র পর্যন্ত একবার গোসল করবে

٣٠١ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِك، عَنْ سُمَيٍّ، مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّ الْقَعْقَاعَ، وَزَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ، أَرْسَلاَهُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُهُ كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَقَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَثْفَرَتْ بِثَوْبٍ .

– صحيح .

৩০১। আবূ বাক্র ﷺ-এর মুক্ত দাস সুমাই সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কা'কা'আ এবং যায়িদ ইবনু আসলাম (রহঃ) সুমাইকে মুস্তাহাযার গোসলের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের নিকট প্রেরণ করলেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব বললেন, মুস্তাহাযা যুহর থেকে যুহর পর্যন্ত (প্রত্যেক যুহর সলাতের পূর্বে) গোসল করবে এবং প্রত্যেক সলাতের জন্য উযু করবে। আর অত্যধিক রক্তস্রাব হলে কাপড়ের পট্টি পরিধান করবে।[৩০০]

সহীহ।

[৩০০] এর সানাদ সহীহ এবং মাওকূফ।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ .

– صحيح ، عن أنس .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ইবনু 'উমার ও আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রের বর্ণনায় রয়েছে ঃ এক যুহর থেকে পরবর্তী যুহর পর্যন্ত গোসল করবে ।

সহীহ, আনাস সূত্রে।

وَكَذَلِكَ رَوَى دَاوُدُ وَعَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ قَمِيرَ عَنْ عَائِشَةَ إِلاَّ أَنَّ دَاوُدَ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ .

– صحيح مضى قريبا .

দাউদ ও 'আসিম শা'বী হতে... 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু দাউদ তাতে বলেছেন, প্রতিদিন (গোসল করবে) ।

সহীহ।

وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ عِنْدَ الظُّهْرِ . وَهُوَ قَوْلُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ .

– صحيح ، عن الحسن .

'আসিম বর্ণিত হাদীসে রয়েছে ঃ যুহরের সময় গোসল করবে। সালিম ইবনু 'আবদুল্লাহ, হাসান ও 'আত্বা (রহঃ) প্রমুখ এর অভিমতও তা-ই ।

সহীহ, হাসান সূত্রে।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَالِكٌ إِنِّي لأَظُنُّ حَدِيثَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ . فَقَلَبَهَا النَّاسُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ وَلَكِنَّ الْوَهَمَ دَخَلَ فِيهِ وَرَوَاهُ الْمِسْوَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَرْبُوعٍ قَالَ فِيهِ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ . فَقَلَبَهَا النَّاسُ فَقَالُوا : مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ .

– ضعيف .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ইমাম মালিক বলেন, আমার ধারণা সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের হাদীস এরূপ হবে ঃ সে এক তুহ্‌র (পবিত্রতাবস্থা) হতে আরেক তুহ্‌রে। কিন্তু তাতে সন্দেহ প্রবেশ করেছে। একই হাদীস বর্ণনা করেছেন মিসওয়ার ইবনু 'আবদুল মালিক ইবনু সাঈদ ইবনু 'আবদুর রহমান ইবনু ইয়ারবু' । তাতে রয়েছে তুহ্‌র হতে তুহ্‌র পর্যন্ত। কিন্তু লোকেরা তাতে পরিবর্তন করে বলেছে ঃ যুহর থেকে যুহর পর্যন্ত ।

দুর্বল।

١١٥ – باب مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَلَمْ يَقُلْ عِنْدَ الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ- ১১৫ ঃ যে বলে, মুস্তাহাযা প্রতিদিন গোসল করবে, কিন্তু এ কথা বলেনি যে, যুহ্‌রের ওয়াক্তে গোসল করবে

٣٠٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، – وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِد – عَنْ مَعْقِلٍ الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، – رضى الله عنه – قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا انْقَضَى حَيْضُهَا اغْتَسَلَتْ كُلَّ يَوْمٍ وَاتَّخَذَتْ صُوفَةً فِيهَا سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ .

– ضعيف .

৩০২। ‘আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইস্তিহাযা আক্রান্ত মহিলার হায়িযকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে প্রত্যেক দিন গোসল করবে এবং লজ্জাস্থানে ঘি অথবা তেলবিশিষ্ট নেকড়া ব্যবহার করবে।[৩০১]

দুর্বল।

١١٦ – باب مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ بَيْنَ الأَيَّامِ

অনুচ্ছেদ- ১১৬ ঃ ইস্তিহাযা রোগীণী কয়েকদিন পরপর গোসল করবে

٣٠٣ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، – يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ تَدَعُ الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَتُصَلِّي ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي الأَيَّامِ .

– صحيح .

৩০৩। মুহাম্মাদ ইবনু ‘উসমান (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি ক্বাসিম ইবনু মুহাম্মাদকে ইস্তিহাযা রোগীণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, হায়িযের দিনগুলোতে সে সলাত ত্যাগ করবে, তারপর গোসল করে সলাত আদায় করবে। এরপর কয়েকদিন পরপর গোসল করবে।[৩০২]

সহীহ।

---

[৩০১] এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু রাশিদ সম্পর্কে হাফিয বলেন ঃ সত্যবাদী, তবে সন্দেহ আছে। তার প্রতি ক্বাদরীয়াপন্থী বলে আরোপ রয়েছে। এবং সানাদের মা'কাল আল খাস'আমী সম্পর্কে হাফিয বলেন ঃ তিনি অজ্ঞাত।

[৩০২] বর্ণনাটি সহীহ মাওকূফ।

١١٧ - باب مَنْ قَالَ تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ

অনুচ্ছেদ- ১১৭ ঃ ইস্তিহাযা রোগীণী প্রত্যেক ওয়াক্ত সলাতের জন্য উযু করবে

٣٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو - حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ " إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي "

– حسن ، مضى (٢٨٦) .

৩০৪। ফাতিমাহ বিনতু আবূ হুবাইশ (রাঃ) ছিল রক্ত প্রদরের রোগিণী। নাবী ﷺ তাকে বললেন ঃ হায়িযের রক্ত চেনার উপায় হলো, তা কালো রংয়ের হয়ে থাকে। এ ধরনের রক্ত বের হলে তুমি সলাত ছেড়ে দিবে। আর যখন অন্য রকম রক্ত নির্গত হবে তখন উযু করে সলাত আদায় করবে।[৩০৩]

হাসান ঃ এটি পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে ২৮৬ নং-এ।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَحَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حِفْظًا فَقَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِيَ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَشُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ الْعَلاَءُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَوْقَفَهُ شُعْبَةُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, শু'বাহ (রহঃ) আবূ জা'ফারের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে বলেন, রক্ত প্রদরের রোগিণী প্রতি ওয়াক্ত সলাতের জন্য উযু করবে।

١١٨ - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الْوُضُوءَ إِلاَّ عِنْدَ الْحَدَثِ

অনুচ্ছেদ- ১১৮ ঃ কেবল উযু নষ্ট হলেই মুস্তাহাযাকে উযু করতে হবে

٣٠٥ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ، اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي فَإِنْ رَأَتْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ .

– صحيح .

[৩০৩] এটি গত হয়েছে (২৮৬ নং)- এ।

৩০৫। 'ইকরিমাহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবাহ বিনতু জাহ্শের ইস্তিহাযা হলো। নাবী ﷺ তাকে হায়িযের দিনসমূহে (সলাত ইত্যাদির জন্য) অপেক্ষা করার পর গোসল করে সলাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর উযু করে এক ওয়াক্ত সলাত আদায়ের পর রক্ত দেখা গেলে পরের ওয়াক্তের জন্য পুনরায় উযু করে সলাত আদায় করতে বললেন।[৩০৪]

সহীহ।

٣٠٦ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وُضُوءًا عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ إِلاَّ أَنْ يُصِيبَهَا حَدَثٌ غَيْرُ الدَّمِ فَتَوَضَّأُ .

– صحيح .

৩০৬। রবী'আহ সূত্রে বর্ণিত। তার অভিমত হলো, মুস্তাহাযার প্রত্যেক সলাতের পূর্বে উযু করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি তার উযু নষ্ট হয়ে যায়, অবশ্যই ইস্তিহাযা ছাড়া, তাহলে উযু করে নিবে। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, মালিক ইবনু আনাসের মত এটাই।[৩০৫]

সহীহ।

١١٩ – باب فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

অনুচ্ছেদ- ১১৯ ঃ কোন মহিলা পবিত্র হওয়ার পর হলুদ ও মেটে রং এর রক্ত দেখলে

٣٠٧ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، وَكَانَتْ، بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَتْ كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا . – صحيح .

৩০৭। উম্মু 'আত্বিয়্যাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-এর নিকট বাই'আত করেছিলেন। তিনি বলেন, হায়িয থেকে পবিত্র হওয়ার পর মেটে ও হলুদ রংয়ের কিছু নির্গত হলে আমরা তা (হায়িয হিসাবে) গণনা করতাম না।[৩০৬]

সহীহ।

٣٠٨ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، بِمِثْلِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أُمُّ الْهُذَيْلِ هِيَ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ كَانَ ابْنُهَا اسْمُهُ هُذَيْلٌ وَاسْمُ زَوْجِهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ .

---

[৩০৪] দেখুন, সহীহ আবূ দাউদ (১/৬২)।

[৩০৫] ইমাম খাত্তাবী বলেন ঃ 'রবী'আহর বক্তব্যটি শায, এর উপর 'আমাল নেই। 'আওনুল মা'বুদ' গ্রন্থে রয়েছে ঃ খাত্তাবীর বক্তব্য প্রশ্নের সম্মুখীন। কেননা মালিক ইবনু আনাস রবী'আহর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

[৩০৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ হায়িয, হাঃ ৩২৬), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ হলদে ও মেটে রং এর স্রাব, হাঃ ৩৬৬), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ ঋতুবতী মহিলা পবিত্র হওয়ার পর হলদে ও মেটে রং এর স্রাব দেখলে, হাঃ ৬৪৭), সকলেই (মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন, হাফস ও হুজাইল) হতে উম্মু 'আতিয়্যাহ সূত্রে।

৩০৮। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ) উম্মু 'আত্বিয়্যাহ ﷺ হতে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, উম্মুল হুযাইল হলেন হাফসাহ বিনতু সীরীন। তার ছেলের নাম হুযাইল এবং স্বামীর নাম 'আবদুর রহমান।[৩০৭]

সহীহ।

١٢٠ – باب الْمُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

অনুচ্ছেদ- ১২০ ঃ মুস্তাহাযা স্ত্রীর সাথে স্বামীর সহবাস করা

٣٠٩ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ كَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تُسْتَحَاضُ فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا .

– صحيح .

৩০৯। 'ইকরিমাহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবাহ ﷺ-এর ইস্তিহাযার অবস্থায় তার স্বামী তাঁর সাথে সহবাস করতেন।[৩০৮]

সহীহ।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ مُعَلًّى ثِقَةٌ . وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لاَ يَرْوِي عَنْهُ لأَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الرَّأْىِ .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ইয়াহ্ইয়াহ ইবনু মাঈন (রহঃ) বর্ণনাকারী মুআল্লাকে সিকাহ বলেছেন। তবে আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহঃ) তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতেন না। কারণ তিনি নিজস্ব মতামতের উপর নির্ভরশীল ছিলেন।

٣١٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا

– حسن .

৩১০। হামনাহ বিনতু জাহ্শ সূত্রে বর্ণিত। তিনি মুস্তাহাযা থাকা অবস্থায় তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতেন।[৩০৯]

হাসান।

---

[৩০৭] পূর্বের হাদীস দেখুন।

[৩০৮] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

[৩০৯] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

١٢١ – باب مَا جَاءَ فِي وَقْتِ النُّفَسَاءِ

অনুচ্ছেদ- ১২১ ঃ নিফাসের সময়সীমা সম্পর্কে

٣١١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنْ مُسَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَكُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ يَعْنِي مِنَ الْكَلَفِ .

– حسن صحيح .

৩১১। উম্মু সালামাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে নিফাসগ্রস্তা মহিলারা চল্লিশ দিন বা চল্লিশ রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। আর আমরা আমাদের মুখমণ্ডলের দাগ দূর করার জন্য তাতে ওয়ার্স (এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস) ঘষে দিতাম।[৩১০]

হাসান সহীহ।

٣١٢ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، – يَعْنِي حِبِّي – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ حَدَّثَتْنِي الأَزْدِيَّةُ، – يَعْنِي مُسَّةَ – قَالَتْ حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِينَ صَلاَةَ الْمَحِيضِ . فَقَالَتْ لاَ يَقْضِينَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لاَ يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَضَاءِ صَلاَةِ النِّفَاسِ .

– حسن .

৩১২। কাসীর ইবনু যিয়াদ হতে আযদ গোত্রীয় মুস্সাহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাজ্জ পালন করতে গিয়ে উম্মু সালামাহ ﵂-এর নিকট উপস্থিত হলাম। আমি বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন! সামুরাহ ইবনু জুনদুব ﵁ মহিলাদের হায়িযকালীন সলাত কাযা আদায়ের নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলেন, না, ঐ সলাত কাযা করতে হবে না। কেননা নাবী ﷺ-এর স্ত্রীরা নিফাসের সময় চল্লিশ দিন পর্যন্ত বসে থাকতেন। নাবী ﷺ তাদেরকে নিফাসকালীন সলাত কাযা করার নির্দেশ দিতেন না।[৩১১]

হাসান।

---

[৩১০] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ নিফাসগ্রস্তা নারী কতদিন সলাত আদায় ও সওম পালন হতে বিরত থাকবে, হাঃ ১৩৯, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব। আমরা এটি কেবলমাত্র আবূ সাহলের সূত্রে জানতে পেরেছি। আবূ সাহলের নাম কাসীর ইবনু যিয়াদ। ইমাম বুখারী বলেন, 'আলী ইবনু 'আবদুল আ'লা এবং আবূ সাহল দু'জনেই নির্ভরযোগ্য), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ নিফাসগ্রস্তা নারীর ইদ্দত প্রসঙ্গে, হাঃ ৬৪৮), দারিমী (হাঃ ৯৫৫)।

[৩১১] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

١٢٢ - باب الاغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

অনুচ্ছেদ- ১২২ ঃ হায়িয থেকে পবিত্র হওয়ার গোসলের নিয়ম

٣١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، - يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ - عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ أُمَيَّةَ بِنْتِ أَبِي الصَّلْتِ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنْ بَنِي غِفَارٍ قَدْ سَمَّاهَا لِي قَالَتْ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى حَقِيبَةِ رَحْلِهِ - قَالَتْ - فَوَاللَّهِ لَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الصُّبْحِ فَأَنَاخَ وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِيبَةِ رَحْلِهِ فَإِذَا بِهَا دَمٌ مِنِّي فَكَانَتْ أَوَّلَ حَيْضَةٍ حِضْتُهَا - قَالَتْ - فَتَقَبَّضْتُ إِلَى النَّاقَةِ وَاسْتَحْيَيْتُ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بِي وَرَأَى الدَّمَ قَالَ " مَا لَكِ لَعَلَّكِ نُفِسْتِ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " فَأَصْلِحِي مِنْ نَفْسِكِ ثُمَّ خُذِي إِنَاءً مِنْ مَاءٍ فَاطْرَحِي فِيهِ مِلْحًا ثُمَّ اغْسِلِي مَا أَصَابَ الْحَقِيبَةَ مِنَ الدَّمِ ثُمَّ عُودِي لِمَرْكَبِكِ " . قَالَتْ فَلَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ رَضَخَ لَنَا مِنَ الْفَىْءِ - قَالَتْ - وَكَانَتْ لاَ تَطَّهَّرُ مِنْ حَيْضَةٍ إِلاَّ جَعَلَتْ فِي طَهُورِهَا مِلْحًا وَأَوْصَتْ بِهِ أَنْ يُجْعَلَ فِي غُسْلِهَا حِينَ مَاتَتْ .

- ضعيف .

৩১৩। উমাইয়্যাহ বিনতু আবূস সল্‌ত (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি গিফার গোত্রের জনৈকা মহিলার সূত্রে বলেন, একদা (সফরকালে) রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর উটের পিছনের দিকে চড়ালেন। আল্লাহর শপথ! রসূলুল্লাহ ﷺ ভোরবেলা উটের পিঠ থেকে অবতরণ করলেন। তিনি নেমে যখন উটকে বসালেন, আমিও আসন থেকে নামলাম এবং তাতে রক্তের চিহ্ন দেখতে পেলাম। এটা ছিল আমার প্রথম হায়িয। এতে আমি লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে উটের সাথে মিলে গেলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ আমার এ অবস্থা ও রক্ত দেখতে পেয়ে বললেন, তোমার কী হলো? সম্ভবত তোমার হায়িয শুরু হয়েছে। আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ তুমি নিজেকে সামলে নাও (অর্থাৎ লজ্জাস্থানে কিছু বেঁধে নাও, যেন বাইরে কিছুতে রক্ত না লাগে)। তারপর একটি পাত্র ভর্তি পানি নিয়ে তাতে কিছু লবণ মিশিয়ে হাওদায় যে রক্ত লেগেছে তা ধুয়ে ফেল। তারপর তোমার আসনে সমাসীন হও। উক্ত মহিলা বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন খায়বার জয় করলেন, তখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে আমাদেরকেও কিছু দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর ঐ মহিলা যখনই হায়িয থেকে পবিত্র হতেন, তখনই পানিতে লবণ মিশিয়ে ব্যবহার করতেন। মৃত্যুকালেও তিনি ওয়াসিয়্যাত করে যান তার গোসলের পানিতে যেন লবণ মেশানো হয়।[৩১২]

দুর্বল।

---

[৩১২] আহমাদ (৬/৩৮০) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব সূত্রে। মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব একজন মুদাল্লিস। আহমাদের বর্ণনায় তার হাদীস শ্রবণের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং তাদলীস হওয়ার সংশয় দূরীভূত হয়েছে। এছাড়া

٣١٤ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ دَخَلَتْ أَسْمَاءُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ إِحْدَانَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ قَالَ " تَأْخُذُ سِدْرَهَا وَمَاءَهَا فَتَوَضَّأُ ثُمَّ تَغْسِلُ رَأْسَهَا وَتَدْلُكُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْمَاءُ أُصُولَ شَعْرِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَى جَسَدِهَا ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَتَهَا فَتَطَّهَّرُ بِهَا " . قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَرَفْتُ الَّذِي يَكْنِي عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ لَهَا تَتَبَّعِينَ بِهَا آثَارَ الدَّمِ .

– حسن صحيح : م .

৩১৪। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমা ﷺ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ হায়িয থেকে পবিত্র হয়ে কিভাবে গোসল করবে? তিনি বললেন ঃ প্রথমে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে উযু করবে। তারপর মাথা ধৌত করবে ও তা রগড়াবে, যেন চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়। তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিবে। অতঃপর কাপড়ের টুকরা দিয়ে (রক্ত লেগে থাকার স্থান) পরিষ্কার করবে। আসমা ﷺ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! তা দিয়ে কিভাবে পরিষ্কার করবো। 'আয়িশাহ্ ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইশারা-ইঙ্গিতে যা বোঝাতে চেয়েছেন আমি তা বুঝতে পেরেছি। আমি তাকে বললাম, (লজ্জাস্থানের) যে জায়গায় রক্ত লেগে থাকে কাপড় দিয়ে রগড়ে তা পরিষ্কার করবে।[৩১৩]

হাসান সহীহ ঃ মুসলিম।

٣١٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الأَنْصَارِ فَأَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوفًا وَقَالَتْ دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ " فِرْصَةً مُمَسَّكَةً " . قَالَ مُسَدَّدٌ كَانَ أَبُو عَوَانَةَ يَقُولُ فِرْصَةً وَكَانَ أَبُو الأَحْوَصِ يَقُولُ قَرْصَةً .

– حسن صحيح : م .

সানাদে উমাইয়্যাহ বিনতু আবূ সাল্তকে ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' (৪/৬০৪) গ্রন্থে অজ্ঞাত নারীদের অর্ন্তভুক্ত করেছেন।

[৩১৩] মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ ঋতু হতে গোসল করার পর নারীদের সুগন্ধিযুক্ত নেকড়া লজ্জাস্থানে লাগানো উত্তম), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ ঋতুবতী মহিলার গোসলের নিয়ম, হাঃ ৬৪২), দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মুস্তাহাযার গোসল, হাঃ ৭৭৩), ইবনু খুযাইমাহ (২৮৪), সকলেই একাধিক সানাদে ইবরাহীম ইবনু মুহাজির হতে।

৩১৫। 'আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি আনসার মহিলাদের সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং তাদের উত্তম প্রশংসা করলেন। তাদের এক মহিলা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসল ..... এরপর আবূ 'আওয়ানাহর উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তাতে 'সুগন্ধি মিশ্রিত কাপড়' কথাটি উল্লেখ রয়েছে। মুসাদ্দাদ বলেন, আবূ 'আওয়ানাহ 'কাপড়ের টুকরা' উল্লেখ করেছেন। আর আবূল আহওয়াস 'সামান্য কাপড়ের' কথা উল্লেখ করেছেন।[৩১৪]

হাসান সহীহ ঃ মুসলিম।

٣١٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، - يَعْنِي ابْنَ مُهَاجِرٍ - عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ " فِرْصَةً مُمَسَّكَةً " . قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ " سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي بِهَا وَاسْتَتِرِي بِثَوْبٍ " . وَزَادَ وَسَأَلَتْهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ " تَأْخُذِينَ مَاءَكِ فَتَطَهَّرِينَ أَحْسَنَ الطُّهُورِ وَأَبْلَغَهُ ثُمَّ تَصُبِّينَ عَلَى رَأْسِكِ الْمَاءَ ثُمَّ تَدْلُكِينَهُ حَتَّى يَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِكِ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ " . قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَسْأَلْنَ عَنِ الدِّينِ وَيَتَفَقَّهْنَ فِيهِ .

– **حسن** : ق ، لكن قول عائشة : نعم ...إلخ : معلق عند خ .

৩১৬। 'আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। আসমা ﵂ নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন ....তারপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। বর্ণনাকারী শু'বাহ বলেন, নাবী ﷺ সুগন্ধি মিশ্রিত নেকড়ার কথা বললে আসমা বলেন, তা দিয়ে আমি কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? তিনি বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ! তা দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করবে। এই বলে তিনি (লজ্জায়) কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকলেন। বর্ণনাকারী শু'বাহ আরো বলেন, আসমা নাবী ﷺ-কে জানাবাতের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তখন তিনি বলেন, তুমি পানি নিয়ে উত্তমরূপে পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে তা রগড়াবে, যেন পানি চুলের গোড়ায় পৌঁছায়। তারপর সমগ্র শরীরে পানি ঢালবে। 'আয়িশাহ্ ﵂ বলেন, আনসারী মহিলারা খুবই উত্তম। দ্বীন সম্পর্কে মাসআলাহ জিজ্ঞেস করতে এবং এ সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জনের ক্ষেত্রে তারা লজ্জাবোধ করেন না।[৩১৫]

হাসান ঃ বুখারী ও মুসলিম। কিন্তু 'আয়িশাহর উক্তি ঃ 'আনসারী মহিলারা খুবই উত্তম...' এটি বুখারীতে মু'আল্লাক্বভাবে বর্ণিত আছে।

---

[৩১৪] এটি গত হয়েছে (৩১৪ নং)- এ।
[৩১৫] এটি গত হয়েছে (৩১৪ নং)- এ।

এ অনুচ্ছেদের হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। নাবী ﷺ-এর বিনয় প্রদর্শন।

২। হায়িযের রক্তমিশ্রিত কাপড় ধোয়ার সময় ইচ্ছে হলে পানিতে লবন মেশানো যেতে পারে।

৩। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির উচিত, প্রশ্নকারীকে কৃত প্রশ্নের জবাব সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণভাবে দেয়া। যাতে বিষয়টি তার কাছে পরিস্কার হয়ে যায়।

৪। শারঈ বিধানের গোপনীয় বিষয়েও প্রশ্ন করা জায়িয, যদিও তা উল্লেখ করতে লজ্জাবোধ হয়।

١٢٣ – باب التَّيَمُّمِ

অনুচ্ছেদ- ১২৩ ঃ তায়াম্মুমের বর্ণনা

٣١٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، – الْمَعْنَى وَاحِدٌ – عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَأُنَاسًا مَعَهُ فِي طَلَبِ قِلاَدَةٍ أَضَلَّتْهَا عَائِشَةُ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَأَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ زَادَ ابْنُ نُفَيْلٍ فَقَالَ لَهَا أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ يَرْحَمُكِ اللَّهُ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ إِلاَّ جَعَلَ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَكِ فِيهِ فَرَجًا .

– صحيح : ق .

৩১৭। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ 'আয়িশাহ্ ﷺ -এর হারানো হার অনুসন্ধানের জন্য উসাইদ ইবনু হুদাইর এবং তার সাথে আরো কয়েকজনকে পাঠালেন। পথিমধ্যে সলাতের ওয়াক্ত হলে লোকেরা বিনা উযুতেই সলাত আদায় করেন। অতঃপর নাবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁরা বিষয়টি তাঁকে জানান। তখনই তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। নুফাইলের বর্ণনায় আরো রয়েছে ঃ উসাইদ ইবনু হুদাইর ﷺ 'আয়িশাহ্ ﷺ-কে বললেন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। আপনার নিকট অপছন্দনীয় একটি বিষয়ের উপলক্ষেই আল্লাহ মুসলমানদের জন্য এবং আপনার জন্য সহজ একটি বিধান নাযিল করেছেন।[৩১৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

৫। পরিশোধন ও পরিচ্ছন্নতার উদ্দেশে গোসলের পানিতে বড়ই পাতা মিশানো মুস্তাহাব।

৬। গোসলের শুরুতে উযু করা মুস্তাহাব।

৭। গোসলের সময় প্রথমে চুল ঘর্ষণ করবে, যেন চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে।

৮। মহিলাদের জন্য মুস্তাহাব হলো, গোসলের পর তুলা বা নেকড়া নিয়ে তাতে সুগন্ধি মিশিয়ে লজ্জাস্থানের রক্ত লেগে থাকা স্থানটুকু পরিস্কার করা।

৯। কোন ব্যাপারে আশ্চর্য হলে বা বিস্ময়কর কিছু ঘটলে তাতে 'সুবহানাল্লাহ' বলা জায়িয।

[৩১৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ তায়াম্মুম, হাঃ ৩৩৪, এবং অনুঃ যখন পানি ও মাটি কোনটিই পাওয়া যাবে না, হাঃ ৩৩৬), মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ তায়াম্মুম সম্পর্কে) একাধিক সানাদে হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ হতে তার পিতার সূত্রে।

তায়াম্মুম সম্পর্কে যা জানা জরুরী ঃ

(ক) তায়াম্মুম পরিচিতি ঃ তায়াম্মুম অর্থ সংকল্প করা। ইসলামী পরিভাষায় ঃ পানি না পাওয়া গেলে উযু ও গোসলের পরিবর্তে শারঈ পদ্ধতিতে পাক মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাকে তায়াম্মুম বলা হয়।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ যদি তোমরা অসুস্থ হও, কিংবা সফরে থাক, কিংবা পায়খানা থেকে আস, অথবা স্ত্রী সহবাস করে থাক, অতঃপর পানি না পাও, তাহলে তোমরা পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর এবং তোমাদের মুখমণ্ডল ও দু' হাত মাসাহ্ কর। (সূরাহ মায়িদাহ, আয়াত ৬)

(খ) তায়াম্মুমের কারণ ঃ (১) উযু বা গোসলের জন্য পবিত্র পানি না পাওয়া গেলে (২) পানি পেতে গেলে সলাতের ওয়াক্ত ছুটে যাওয়ার আশংকা হলে (৩) পানি ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধির ভয় বা মৃত্যুর আশংকা থাকলে (৪) পানি পেতে গেলে শত্রুর ভয় বা জীবনের ঝুঁকি থাকলে (৫) পিপাসার পানি ফুরিয়ে যাওয়ার ভয় থাকলে ইত্যাদি। এ সকল কারণে উযু ও ফার্য গোসলের পরিবর্তে প্রয়োজনে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তায়াম্মুম করা যাবে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় পাক মাটি মুসলমানদের জন্য উযু স্বরূপ। যদিও দশ বছর পর্যন্ত পানি না পাওয়া যায়। (আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী)

(গ) এক নজরে তায়াম্মুম সম্পর্কিত কতিপয় মাসআলাহ ঃ

(১) মাটি, বালি, পাথুরে মাটি ইত্যাদি মাটি জাতীয় সব ধরনের জিনিসের দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়িয, যদিও তাতে ধূলাবালি না থাকে। কিন্তু ধূলা-মাটিহীন স্বচ্ছ পাথর, কয়লা, কাঠ, মোজাইক, চুন ইত্যাদি দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়িয কি-না এ নিয়ে মতভেদ আছে। দেয়াল বা অন্য পাক স্থানে যেখানে ধূলাবালি লেগে আছে, সেখানে হাত মেরে তায়াম্মুম করা যায়। কিন্তু দেয়ালে যদি তৈলাক্ত পদার্থ থাকে তবে তাতে তায়াম্মুম করা যাবে না। আর যদি মাটিতে, দেয়ালে বা অন্যত্র ধূলা না পাওয়া যায়, তাহলে কোন পাত্রে বা রুমালে ধূলা নিয়ে তাতে হাত মেরে তায়াম্মুম করা যাবে।

(২) পানির দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে যেসব কাজ করা যায় তায়াম্মুম দ্বারাও সেসব কাজ করা যাবে। যেমন, সলাত আদায়, কুরআন পড়া ও স্পর্শ করা, মাসজিদে প্রবেশ ইত্যাদি। (নায়লুল আওত্বার, ১/৩১১)

(৩) যেসব কারণে উযু ভঙ্গ হয় সেসব কারণে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়। তায়াম্মুম অবস্থায় পানি পাওয়া গেলে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। উযু ও গোসলের পরিবর্তে যে তায়াম্মুম করতে হয় তার নিয়ম একই। এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। (আইনী তুহ্ফা)

(৪) তায়াম্মুম করে সলাত আদায়ের পর ওয়াক্তের মধ্যে পানি পাওয়া গেলে পুনরায় ঐ সলাত আদায় করতে হবে না। (আবূ দাউদ, নাসায়ী, দারিমী)

(৫) তায়াম্মুম করে ইমামতি করা যাবে। যেমন ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) করেছেন- (সহীহুল বুখারী)। অধিকাংশ 'আলিমের (জমহুর 'উলামার) মতেও তায়াম্মুম করে উযু কারীদের সলাতে ইমামতি করা জায়িয। ('উমদাতুল ক্বারী)

(৬) পাক মাটি বা পানি কিছুই না পাওয়া গেলে বিনা উযুতেই সলাত আদায় করবে- (সহীহুল বুখারী)। তবে এ সলাতের ক্বাযা করতে হবে কি-না এ নিয়ে মতভেদ আছে।

(৭) তায়াম্মুম নষ্ট না হলেও প্রতি ওয়াক্ত সলাতের জন্য তায়াম্মুম করা জায়িয। এরূপ করাকে কেউ ওয়াজিব এবং কেউ মুস্তাহাব বলেছেন।

(৮) জুনুবী ব্যক্তি যখমী হলে যদি ক্ষত বৃদ্ধির ভয় থাকে কিংবা প্রচণ্ড শীতে ঠাণ্ডা লাগার আশংকা থাকে তাহলে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে। (আবূ দাউদ, দারাকুতনী, আহমাদ, নায়লুল আওত্বার, ই'লাউস সুনান)

(৯) যে ব্যক্তির কাছে পানি নেই তার জন্যও সহবাস করার অনুমতি আছে। (ত্বাবারানী, ইবনু হিব্বান, দারাকুতনী, নায়ল)

(১০) যে ব্যক্তি আখিরী ওয়াক্তে পানি পাওয়ার আশাবাদী, তার জন্য আওয়াল ওয়াক্তে তায়াম্মুম করা জায়িয। (মালিক, ই'লাউস সুনান)

(১১) যে ব্যক্তি ওয়াক্তের মধ্যেই পানি পাওয়ার আশাবাদী, তার জন্য বিলম্বে তায়াম্মুম করা উত্তম। (দারাকুতনী, 'আলীর মাওকূফ বর্ণনা, ই'লাউস সুনান)

(১২) উযু করতে যাওয়ার কারণে যদি জানাযার সলাত ছুটে যাওয়ার আশংকা হয়, তাহলে এ অবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়িয আছে কি-না এ সম্পর্কে ফাক্বীহদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইমাম আবূ হানিফা, সুফিয়ান, আওযাঈ ও একদল ফাক্বীহের মত হচ্ছে, এ অবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়িয আছে। কিন্তু ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল ও একদল ফাক্বীহের মত হচ্ছে, এ অবস্থায় তায়াম্মুম করা যাবে না। (বিদায়াতুল মুজতাহিদ, অনুচ্ছেদ-জানাযার সলাত, এবং অন্যান্য)

(১৩) কেউ অসুস্থতার কারণে নিজে নিজে উযু বা তায়াম্মুম করতে অসমর্থ হলে অন্য কেউ তাকে উযু বা তায়াম্মুম করিয়ে দিবে।

(ঘ) তায়াম্মুমের পদ্ধতি ঃ পবিত্রতা অর্জনের নিয়্যাতে 'বিসমিল্লাহ' বলে পবিত্র মাটির উপর একবার দু' হাত মেরে তাতে ফুঁক দিয়ে মুখমণ্ডল ও দু' হাতের কব্জি পর্যন্ত একবার মাসাহ্ করতে হবে। (দেখুন, সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সহীহ আবূ দাউদ, মিশকাত ও অন্যান্য)

উল্লেখ্য তায়াম্মুমে মাটিতে দু'বার হাত মারা এবং দু' হাতের কনুই বা বগল পর্যন্ত মাসাহ্ করা সম্পর্কে যেসব বর্ণনা এসেছে সেগুলো সহীহ নয়। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে এবং ইমাম শাওকানী (রহঃ) 'আস-সায়লুল জার্‌রার' গ্রন্থে বলেন ঃ "তায়াম্মুম সম্পর্কে সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত দুটি সহীহ হাদীস ছাড়া বাকী সমস্ত হাদীসগুলোই হয় যঈফ (দুর্বল) না হয় গাইরে মারফূ (যার সানাদ নাবী ﷺ পর্যন্ত পৌঁছায় না)। সুতরাং ঐ হাদীসগুলোর উপর 'আমাল করা ঠিক নয়।" (দেখুন, মির'আতুল মাফাতীহ ১/৩৪৬)

ইমাম ইবনু হায্‌ম (রহঃ) বলেন, তায়াম্মুমে দু'বার হাত মারা সংক্রান্ত সমস্ত হাদীসগুলোই অচল। তাই ঐগুলোর দ্বারা দলীল পেশ করা জায়িয নয়। (দেখুন, আল-মুহাল্লা ২/১৪৯)

'আম্মার ইবনু ইয়াসার বর্ণিত হাদীসটির ব্যাখ্যায় হানাফী মুহাদ্দিস আহমাদ 'আলী সাহারানপুরী (রহঃ) বলেন, এ হাদীস প্রমাণ করে, তায়াম্মুমের মার চেহারা ও দু' কব্জির জন্য মাত্র একবার। (দেখুন, বুখারীর ৫০পৃষ্ঠায় ২নং টীকা)

'আল্লামা 'আবদুল হাই লাখনৌভী হানাফী (রহঃ) বলেন, তায়াম্মুমে মাটিতে দু'বার হাত মারা ও তাতে কনুই পর্যন্ত মাসাহ্ করা সম্পর্কে হাকিম, ইবনু 'আদী, দারাকুতনী ও বায্‌যার প্রমূখ যা বর্ণনা করেছেন তার অধিকাংশ সূত্রই যঈফ। (দেখুন, শারহু বিক্বায়াহ, ৫৯ পৃষ্ঠা ৩নং টিকা)

ইমাম হাসান (রহঃ) ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তায়াম্মুমের হাত মাসাহ্ কব্জি পর্যন্ত হবে (কনুই পর্যন্ত নয়)। সহাবী ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) থেকেও এটাই বর্ণিত আছে। (দেখুন, হিদায়া ১/৩৪, ৩ নং টীকা)

হানাফী মাযহাবের দ্বিতীয় ইমাম হিসেবে খ্যাত ইমাম আবূ ইউসূফ (রহঃ)ও মাটিতে একবার হাত মারার পক্ষে।

অতএব তায়াম্মুমে মাটিতে হাত মারা দু'বার নয় বরং একবার এবং হাত মাসাহ্ কনুই বা বগল পর্যন্ত নয় বরং কব্জি পর্যন্ত। এটাই সহীহ।

তায়াম্মুমের পদ্ধতি সম্পর্কে তিনটি মত ও সেসব মতের পক্ষে দলীল ঃ

প্রথম পক্ষের অভিমত ঃ একবার হাত মেরে চেহারা ও হাতের কব্জিদ্বয় মাসাহ্ করা। এর দলীল ঃ 'আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ) বর্ণনা করেন, নাবী ﷺ তায়াম্মুম সম্পর্কে বলেন ঃ "চেহারা ও হস্তদ্বয়ের জন্য একবার হাত মারবে।" (আহমাদ, আবূ দাউদ) অন্য শব্দে রয়েছে ঃ "নাবী ﷺ তাঁকে মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তায়াম্মুম করার নির্দেশ দিয়েছেন।" (তিরমিযী, তিনি একে সহীহ বলেছেন, আহমাদ, দারিমী, তিনি এর সানাদকে সহীহ বলেছেন, দারাকুতনী, ত্বাহাভী, বায়হাক্বী, আবূ দাউদ, আলবানীও একে সহীহ বলেছেন)

সহীহুল বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে ঃ নাবী ﷺ বললেন, তোমার জন্য এটুকুই যথেষ্ট- এ বলে নাবী ﷺ দু' হাত মাটিতে মারলেন এবং দু' হাতে ফুঁ দিয়ে তাঁর চেহারা ও উভয় হাত মাসাহ্ করলেন।

দারাকুতনীতে রয়েছে ঃ "তুমি তোমার হস্তদ্বয় মাটিতে মেরে তাতে ফুঁ দিবে। অতঃপর তোমার চেহারা ও উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসাহ্ করবে।"

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, জেনে রাখুন, হাদীসটি 'আম্মার সূত্রে 'দু'বার হাত মারা' শব্দেও বর্ণিত হয়েছে, যেমন এর কতিপয় সূত্রে 'কনুই পর্যন্ত' কথাটি রয়েছে। কিন্তু এ সবের প্রত্যেকটিই ত্রুটিযুক্ত, এর কোনটিই সহীহ নয়। হাফিয 'আত-তালখীস' গ্রন্থে বলেন ঃ "ইবনু 'আবদুল বার্-(রহঃ) বলেন, 'আম্মার সূত্রের অধিকাংশ মারফূ হাদীসেই একবার হাত মারার কথা বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া তার সূত্রে দু'বার হাত মারা সম্পর্কে যেসব বর্ণনা এসেছে সেগুলোর প্রত্যেকটিই মুযতারিব..।" আর ত্বাবারানী আওসাতে বর্ণিত হাদীস ঃ নাবী ﷺ 'আম্মারকে বললেন, "তোমার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, তুমি একবার চেহারার জন্য এবং আরেকবার দু' কব্জির জন্য হাত মারবে।" এর সানাদে ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আবূ ইয়াহইয়া রয়েছে। তিনি দুর্বল। যদিও তা ইমাম শাফিঈর নিকট একটি দলীল ছিল। সুতরাং প্রমাণিত হলো, চেহারা ও উভয় কব্জির জন্য তায়াম্মুমে একবার হাত মারতে হবে। এ মত গ্রহণ করেছেন 'আত্বা, আওযাঈ, আহমাদ ইবনু হাম্বাল, সাদিক ও অন্যান্যরা। হাফিয ফাতহুল বারীতে বলেন ঃ ইবনুল মুনযির এ মতটি জমহুর 'উলামা হতে নাক্বল করেছেন এবং একেই গ্রহণ করেছেন, আর এটাই হচ্ছে অধিকাংশ হাদীস বিশারদগণের অভিমত।

দ্বিতীয় পক্ষের অভিমত ঃ দু'বার হাত মেরে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসাহ্ করা। একে সমর্থণ করেছেন আবূ হানিফা, মালিক, সুফিয়ান সাওরী ও আরো অনেকে। এর পক্ষে পেশকৃত দলীলসমূহ ঃ (১) ইবনু 'উমার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত মারফূ হাদীস ঃ "তায়াম্মুমে দু' মার, একবার চেহারার জন্য, আরেকবার দু' হাতের কনুই পর্যন্ত (মাসাহ্ করার) জন্য।" এটি বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী, হাকিম ও বায়হাক্বী। এর সানাদের 'আলী ইবনু যাবইয়ান রয়েছে। তার সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী বলেন, তাকে ইয়াহইয়া কাত্তান, হুশাইম ও অন্যরা সিক্বাহ বলেছেন। হাফিয বলেন, তিনি দুর্বল, তাকে ইবনু কাত্তান, ইবনু মাঈন ও একাধিক ইমাম দুর্বল বলেছেন। (২) ইবনু 'উমার (রাঃ) সূত্রে আরেকটি হাদীস ঃ আমরা নাবী ﷺ-এর সাথে তায়াম্মুম করেছি। আমরা পবিত্র মাটির উপর একবার হাত মেরে তাতে ফুঁ দিয়ে তদ্বারা আমাদের চেহারা মাসাহ্ করেছি। অতঃপর আরেকবার হাত মেরে কনুই থেকে কব্জি পর্যন্ত মাসাহ্ করেছি।" এর সানাদে সুলায়মান ইবনু আরকাম হাদীস বর্ণনায় মাতরূক। (৩) ইবনু 'উমার (রাঃ) সূত্রে ভিন্ন সানাদে বর্ণিত আরেকটি হাদীস রয়েছে। যার শব্দাবলী যাবইয়ানের বর্ণনার অনুরূপ। ইমাম আবূ যুর'আহ বলেন, হাদীসটি বাতিল। (৪) দারাকুতনী ও হাকিমে বর্ণিত জাবির সূত্রের হাদীস। ইবনুল জাওযী বলেন, এর সানাদে 'উসমান ইবনু মুহাম্মাদ সমালোচিত ব্যক্তি। হাফিয ইবনু হাজার 'আত-তালখীস' গ্রন্থে বলেন, ইবনুল জাওযী এতে ভুলে পতিত হয়েছেন। ইবনু দাক্বীকুল ঈদ বলেন, 'উসমান ইবনু মুহাম্মাদ সম্পর্কে কেউ আপত্তি করেননি, তবে তার বর্ণনাটি শায। ইমাম দারাকুতনী জাবিরের হাদীস বর্ণনার পর বলেন, প্রত্যেক বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য, তবে সহীহ মতে বর্ণনাটি মাওকূফ (মারফূ নয়)। [উল্লেখ্য হাকিম ও যাহাবী এ হাদীস বর্ণনার পর চুপ থেকেছেন। অথচ ই'লাউস সুনানে রয়েছে, হাকিম ও যাহাবী এর সানাদকে সহীহ বলেছেন, যা একটি ভুল তথ্য]। (৫) অন্য অনুচ্ছেদে 'আসলা' ইবনু শুরাইক সূত্রের বর্ণনা। যা বর্ণনা করেছেন ত্বাবারানী ও দারাকুতনী। এর সানাদে রাবী' ইবনু বাদ্র রয়েছে। তিনি দুর্বল। ইমাম বায়হাক্বী বলেছেন, তিনি দুর্বল। ইমাম নাসায়ী ও ইমাম দারাকুতনী তাকে মাতরূক বলেছেন। (৬) ত্বাবারানীতে বর্ণিত আবূ উমামাহ্ সূত্রের হাদীস। হাফিয বলেন, এর সানাদ দুর্বল। (৭) 'আয়িশাহ্ সূত্রে মারফূ হাদীস। যা বর্ণনা করেছেন বাযযার ও ইবনু 'আদী। এতে হারীশ ইবনু খিররিত একক হয়ে গেছেন। তার হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ কার যাবে না। আবূ হাতিম বলেন, তার হাদীসটি মুনকার। (৮) বাযযারে বর্ণিত 'আম্মার সূত্রের হাদীস।

ইতিপূর্বে জেনেছেন যে, তার সূত্রে বর্ণিত সহীহ হাদীসসমূহে একবার হাত মারার কথা রয়েছে। (৯) অন্য অনুচ্ছেদে ইবনু 'উমার সূত্রে বর্ণিত আরেকটি মারফূ হাদীস ঃ "নাবী ﷺ তায়াম্মুমে দু'বার হাত মেরেছেন। যার একবারের দ্বারা চেহারা মাসাহ্ করেছেন।" এটি আবূ দাউদ দুর্বল সানাদে বর্ণনা করেছেন। কেননা এর মূল বিষয় বর্তায় মুহাম্মাদ ইবনু সাবিতের উপর। তাকে ইবনু মাঈন, আবূ হাতিম, ইমাম বুখারী ও আহমাদ দুর্বল বলেছেন। অতএব এতে স্পষ্ট প্রতিয়মান হলো যে, তায়াম্মুমে দু'বার হাত মারার হাদীসগুলোর সমস্ত সূত্রই সমালোচিত। যার কোনটিই সমালোচনা মুক্ত নয়। যদি সহীহ হতো তাহলে তাতে বর্ণিত বর্ধিতাংশ গ্রহণ করা যেত। সুতরাং হাক্ব হচ্ছে, সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে প্রমাণিত 'আম্মার (রাঃ)-এর হাদীসে বর্ণিত সংক্ষেপে 'একবার হাত মারা' এর উপর সীমাবদ্ধ থাকা, যতক্ষণ না ঐ বর্ধিতাংশ সহীহভাবে প্রমাণিত হয়। আর তারা কনুই পর্যন্ত মাসাহ্ করার দলীলও ইবনু 'উমারের হাদীস থেকে গ্রহণ করেছেন। এ সংক্রান্ত বর্ণনা যে দলীলযোগ্য নয় তা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া কেউ কেউ তায়াম্মুমকে উযুর উপর কিয়াস করেও দলীল পেশ করেন। কিন্তু এরূপ কিয়াস বাতিল ও অকেজো।

তৃতীয় পক্ষের অভিমত ঃ মাটিতে তিনবার হাত মারা ওয়াজিব। একবার মুখের জন্য, একবার কব্জিদ্বয়ের জন্য, আরেকবার দু' হাতের কনুইয়ের জন্য। ইবনু সীরীন ও ইবনুল মুসাইয়্যিব এ মতের সমর্থক। কিন্তু তারা কিভাবে একে ওয়াজিব বলবেন তা বোধগম্য নয়। বরং ইমাম ইয়াহইয়া বলেন, এমন কোন দলীল নেই যা দ্বারা তায়াম্মুমে তিনবার হাত মারা মুস্তাহাব হওয়া প্রমাণ করবে (ওয়াজিব হওয়া তো দূরের কথা)। আল্লামা শাওকানী বলেন, এ কথাই সঠিক।

হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে বলেন ঃ "কতই না সুন্দর কথা, যিনি বলেছেন, তায়াম্মুমের পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে 'আম্মার ও আবূ জুহাইমের হাদীস ছাড়া কোনটিই সহীহ নয়। তাঁদের দু' জন ব্যতীত অন্য সকল বর্ণনা হয় দুর্বল, নতুবা মারফূ ও মাওকূফ হওয়ার ব্যাপারে মতভেদপূর্ণ। প্রাধান্যযোগ্য কথা হচ্ছে, ঐ বর্ণনাগুলো মারফূ নয়। আবূ জুহাইমের হাদীসে সংক্ষেপে হাতের কথা উল্লেখ রয়েছে। আর 'আম্মার বর্ণিত হাদীসে সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় উভয় হাতের কব্জির কথা, সুনান গ্রন্থে কনুইদ্বয়ের কথা, এবং কোন বর্ণনায় বাহুর অর্ধেক ও কোন বর্ণনায় বগল পর্যন্ত মাসাহের কথা এসেছে। এগুলোর মধ্যে উভয় হাতের কনুই এবং বাহুর অর্ধেক পর্যন্ত মাসাহ্ করা- এ উভয় বর্ণনা সমালোচিত ও মতবিরোধপূর্ণ। আর বগল পর্যন্ত মাসাহ্ সংক্রান্ত বর্ণনার ব্যাপারে ইমাম শাফিঈ ও অন্যরা বলেছেন, তা মানসূখ। যদি এরূপ নাবী ﷺ-এর নির্দেশ হয়ে থাকে তাহলে পরবর্তীতে নাবী ﷺ থেকে তায়াম্মুমের পদ্ধতি সম্পর্কে সহীহভাবে যেসব বর্ণনা এসেছে সেগুলো এর রহিতকারী। আর যদি এরূপ অন্য কারো নির্দেশে হয়ে থাকে তাহলে অন্যের চেয়ে নাবী ﷺ-এর নির্দেশই দলীল হিসেবে অগ্রগণ্য। আর সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত সংক্ষেপে মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত মাসাহ্ করা সংক্রান্ত বর্ণনাকে আরো মজবুত করছে নাবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পর স্বয়ং 'আম্মার কর্তৃক এ বিষয়ে অনুরূপ 'মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত' মাসাহ্ করার ফাতাওয়াহ প্রদান। হাদীসের বর্ণনাকারীই অন্যদের চাইতে হাদীসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। বিশেষ করে তিনি ছিলেন একজন মুজতাহিদ সহাবী (রাঃ)।"

সুতরাং হাক্ব প্রথম পক্ষের অনুকূলে। আর এতে সন্দেহ নেই যে, বর্ধিত অংশ সম্বলিত হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে, তবে শর্ত হচ্ছে, যদি তা দলীলের উপযুক্ত হয় ও তার দ্বারা দলীল নেয়া নিরাপদ হয়। কিন্তু বর্ধিত অংশ সম্বলিত বর্ণনায় তেমন কিছুই নেই যা একে দলীলযোগ্য করবে। (দেখুন, নায়লুল আওত্বার, ফাতহুল বারী, ইরওয়া ও অন্যান্য)

সতর্কীকরণ ঃ অন্যতম প্রসিদ্ধ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'ইসলামিক সেন্টার' কর্তৃক প্রকাশিত তিরমিযীর প্রথম খণ্ডের ১৩৯ নং হাদীসটি সঠিকভাবে অনুবাদ করার পর হাদীস বর্ণনার শেষে ইমাম তিরমিযীর উপস্থাপিত ভাষ্য

٣١٨ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُمْ تَمَسَّحُوا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالصَّعِيدِ لِصَلاَةِ الْفَجْرِ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ ثُمَّ مَسَحُوا وُجُوهَهُمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ الصَّعِيدَ مَرَّةً أُخْرَى فَمَسَحُوا بِأَيْدِيهِمْ كُلِّهَا إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالآبَاطِ مِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ .

– صحيح .

৩১৮। 'আম্মার ইবনু ইয়াসির ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন, তাঁরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ফার্‌য সলাতের জন্য পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার সময় মাটির উপর হাত মেরে প্রথমে মুখমণ্ডল একবার মাসাহ্ করলেন। দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত মেরে বগল পর্যন্ত পুরো হাত মাসাহ্ করলেন।[৩১৭]

সহীহ।

٣١٩ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ قَامَ الْمُسْلِمُونَ فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمُ التُّرَابَ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَنَاكِبَ وَالآبَاطَ . قَالَ ابْنُ اللَّيْثِ إِلَى مَا فَوْقَ الْمِرْفَقَيْنِ .

অনুবাদের ক্ষেত্রে তিন জায়গায় ভুল করা হয়েছে। তাতে অনুবাদ করা হয়েছে ঃ (১) ইসহাক্ব ইবনু ইবরাহীম বলেন, 'চেহারা ও উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত' তায়াম্মুম করার হাদীসটি সহীহ। (২) 'আম্মার নাবী ﷺ-এর কাছে তায়াম্মুম সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি ﷺ মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত তায়াম্মুম করার নির্দেশ দিলেন। (৩) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর 'আম্মার 'মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত' তায়াম্মুম করার ফতোয়াই দিয়েছেন।' এটা ভুল অনুবাদ। কেননা ইমাম তিরমিযী এসব স্থানে (مرفقين) "কনুই পর্যন্ত" শব্দ উল্লেখ করেননি বরং উল্লেখ করেছেন (كفين) "কব্জি পর্যন্ত" শব্দ। সকল অভিধানেই (كـف) এর অর্থ করা হয়েছে 'কব্জি'। কিন্তু তারা তো মূল হাদীস অনুবাদে (كفين) শব্দের অর্থ 'কব্জি পর্যন্ত' করেছেন! তাহলে এসব স্থানে কেন বিপরীত করলেন! আশা করছি পরবর্তী সংস্করণে ইসলামিক সেন্টার কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সংশোধন করবেন। অতএব তিরমিযীতে বর্ণিত ঐ ভাষ্যগুলোর সঠিক অনুবাদ হবে এভাবে ঃ ইসহাক্ব ইবনু ইবরাহীম বলেন, 'চেহারা ও উভয় হাতের **কব্জি পর্যন্ত**' তায়াম্মুম করার হাদীসটি হাসান সহীহ। (২) 'আম্মার (রাঃ) নাবী ﷺ-এর কাছে তায়াম্মুম সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি ﷺ তাঁকে মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের **কব্জি পর্যন্ত** তায়াম্মুম করার নির্দেশ দিলেন। (৩) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর 'আম্মার (রাঃ) 'মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের **কব্জি পর্যন্ত**' তায়াম্মুম করার ফতোয়াই দিয়েছেন। আর এতে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি শেষ পর্যন্ত নাবী ﷺ কর্তৃক তাঁকে শিখানো পদ্ধতি অনুযায়ী "মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তায়াম্মুম করার" অনুসরণেই অটল ও অবিচল থেকেছেন।

[৩১৭] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ তায়াম্মুমের পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ, হাঃ ৩১৪), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ৫৬৬), আহমাদ (৪/৩২০, ৩২১), প্রত্যেকেই যুহরী হতে।

৩১৯। ইবনু ওয়াহ্হাব থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাতে আরো রয়েছে ঃ মুসলিমরা দাঁড়ানো অবস্থায় মাটিতে হাত মারলেন এবং হাতে মাটি নিলেন না। তারপর একই রকম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি কাঁধ ও বগলের কথা উল্লেখ করেননি। ইবনু লাইস বলেন, সহাবীগণ কনুইয়ের উপর পর্যন্ত মাসাহ্ করেছেন।[৩১৮]

গবেষণা অসম্পূর্ণ।

٣٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، - فِي آخَرِينَ - قَالُوا حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَّسَ بِأُولاَتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ فَحَبَسَ النَّاسَ ابْتِغَاءُ عِقْدِهَا ذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ ﷺ رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ فَقَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضَرَبُوا بِأَيْدِيهِمْ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُونِ أَيْدِيهِمْ إِلَى الآبَاطِ . زَادَ ابْنُ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي حَدِيثِهِ وَلاَ يَعْتَبِرُ بِهَذَا النَّاسُ .

- صحيح .

৩২০। 'আম্মার ইবনু ইয়াসির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ (বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনকালে মাক্কাহ ও মাদীনাহ্র মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত) উলাতুল জায়িশ নামক জায়গায় রাতের শেষ প্রহরে বিশ্রামের উদ্দেশে অবতরণ করেন। তখন তাঁর সাথে ছিলেন 'আয়িশাহ্ ﷺ। এ স্থানে 'আয়িশাহ্র যেফারী আকিকের হারটি হারিয়ে যায়। ফলে হারটি অনুসন্ধানের জন্য লোকজন ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। এমনকি সেখানে ভোর হয়ে যায়। তাদের সাথে তখন (উযু করার মত) পানিও ছিল না। আবূ বাক্‌র ﷺ 'আয়িশাহ্ ﷺ-এর উপর অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, তুমিই লোকদের আটকে রেখেছো। অথচ তাদের সাথে পানি নেই। এ সময় মহান আল্লাহ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর পবিত্র মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের বিধান সম্বলিত আয়াত অবতীর্ণ করেন। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সকল মুসলিম উঠে দাঁড়ালেন। সবাই তাদের হাত জমিনে মারলেন। তারপর হাত উঠিয়ে নিলেন। কোন মাটি তুললেন না। তাঁরা মুখমণ্ডল ও দু' হাত কাঁধ

---

[৩১৮] এটি গত হয়েছে (৩১৮ নং)- এ।

পর্যন্ত এবং হাতের নিচে বগল পর্যন্ত মাসাহ্ করলেন। ইবনু ইয়াহ্ইয়ার বর্ণনায় আরো রয়েছে ঃ ইবনু শিহাব বলেছেন, 'আলিমগণের নিকট এ হাদীস গুরুত্বহীন ও অগ্রহণযোগ্য।[৩১৯]

সহীহ।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَذَكَرَ ضَرْبَتَيْنِ كَمَا ذَكَرَ يُونُسُ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ضَرْبَتَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارٍ وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو أُوَيْسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَشَكَّ فِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ مَرَّةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَرَّةً قَالَ عَنْ أَبِيهِ وَمَرَّةً قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اضْطَرَبَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيهِ وَفِي سَمَاعِهِ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الضَّرْبَتَيْنِ إِلاَّ مَنْ سَمَّيْتُ .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এরূপই বর্ণনা করেছেন ইবনু ইসহাক্ব। তাতে তিনি ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে মাটিতে দু'বার হাত মারার কথা উল্লেখ করেছেন। আর ইবনু 'উয়াইনাহ এতে সন্দেহে পতিত হয়েছেন। তিনি একবার বলেছেন 'উবাইদুল্লাহ হতে তার পিতার সূত্রে অথবা 'উবাইদুল্লাহ হতে ইবনু 'আব্বাস সূত্রে। তিনি একবার বলেছেন তার পিতা সূত্রে আরেকবার বলেছেন ইবনু 'আব্বাস সূত্রে। সুতরাং ইবনু 'উয়াইনাহ এর সানাদে ইযতিরাব (উলটপালট) করেছেন এবং যুহরী হতে তার শুনার বিষয়টিও ইযতিরাব করেছেন। আর আমি যাদের নাম উল্লেখ করেছি, তাদের কেউ এ হাদীসে দু'বার হাত মারার কথা বলেননি।

٣٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالَ أَبُو مُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا . أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ فَقَالَ لاَ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الآيَةِ الَّتِي فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ . فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى وَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِهَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا " . فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى

[৩১৯] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ সফরে তায়াম্মুম করা, হাঃ ৩১৩) এবং 'সুনানুল কুবরা' (২৯২) তুহফা, আহমাদ (৪/২৬৩,২৬৪), সকলে ইয়াকূব সূত্রে।

الأَرْضِ فَنَفَضَهَا ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الْكَفَّيْنِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ .

– صحيح : ق .

৩২১। শাক্বীক্ব সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ এবং আবূ মুসা ﵁-এর সামনে বসা ছিলাম। আবূ মুসা ﵁ বললেন, হে আবূ 'আবদুর রহমান! যদি কারো উপর গোসল ফার্‌য হয় এবং এক মাস পর্যন্ত পানি না পায়, তবে সে কি তায়াম্মুম করবে? 'আবদুল্লাহ ﵁ বললেন, হ্যাঁ, যদিও সে এক মাস পর্যন্ত পানি না পায়। আবূ মুসা ﵁ বললেন, তাহলে সূরাহ মায়িদার যে আয়াত রয়েছে ঃ "তারপর তোমরা যদি পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো"- এ ব্যাপারে কী বলবেন? 'আবদুল্লাহ ﵁ বললেন, লোকদের তায়াম্মুম করার সুযোগ দেয়া হলে তারা (অত্যধিক শীতের সময়) ঠাণ্ডা পানি ব্যবহার না করে তায়াম্মুম করা শুরু করে দিবে। আবূ মুসা ﵁ তাকে বললেন, এজন্যই তায়াম্মুম করা অপছন্দ করেন? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। আবূ মুসা ﵁ তাঁকে বললেন, আপনি কি 'উমার ﵁-কে উদ্দেশ্য করে বলা 'আম্মার ইবনু ইয়াসির ﵁ বর্ণিত হাদীস শুনেননি? 'আম্মার ﵁ বলেছিলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কোন এক কাজে পাঠালেন। পথিমধ্যে আমি অপবিত্র হয়ে গেলাম, কিন্তু পানি পেলাম না। তাই আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম যেরূপ চতুষ্পদ প্রাণী মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে থাকে। অতঃপর নাবী ﷺ-এর কাছে এসে আমি তাঁকে বিষয়টি জানালাম। তিনি বললেন ঃ তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল- এই বলে তিনি মাটিতে হাত মেরে তা ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে ফেললেন। তারপর বাম হাত ডান হাতের উপর মারলেন। তারপর ডান হাত বাম হাতের উপর মারলেন- উভয় হাতের কব্জির উপর। তারপর মুখমণ্ডল মাসাহ্ করলেন। 'আবদুল্লাহ ﵁ তাকে বললেন ঃ আপনার কি জানা নেই যে, 'উমার ﵁ 'আম্মারের এ কথা গ্রহণ করেননি?[৩২০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٣٢٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّا نَكُونُ بِالْمَكَانِ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ . فَقَالَ عُمَرُ أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أُصَلِّي حَتَّى أَجِدَ الْمَاءَ . قَالَ فَقَالَ عَمَّارٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ

[৩২০] বুখারী (অধ্যায় ঃ তায়াম্মুম, হাঃ ৩৪৭), মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ তায়াম্মুম) উভয়ে আ'মাশ সূত্রে।

أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي الإِبِلِ فَأَصَابَتْنَا جَنَابَةٌ فَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا " . وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ . فَقَالَ عُمَرُ يَا عَمَّارُ اتَّقِ اللَّهَ . فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ وَاللَّهِ لَمْ أَذْكُرْهُ أَبَدًا . فَقَالَ عُمَرُ كَلاَّ وَاللَّهِ لَنُوَلِّيَنَّكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ .

– **صحيح** إلا قوله : (إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ) ؛ فإنه شاذ .

৩২২। ‘আবদুর রহমান ইবনু আবযা (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘উমার ﷺ-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বলল, আমরা কোন (পানিবিহীন) জায়গায় এক-দু’ মাস অবস্থান করে থাকি (সেখানে অপবিত্র হলে করণীয় কী?)। ‘উমার ﷺ বললেন, আমি তো পানি না পাওয়া পর্যন্ত সলাত আদায় করব না। বর্ণনাকারী বলেন, তখন ‘আম্মার ﷺ বললেন, হে আমীরুল মু’মিনীন! আপনার কি ঐ ঘটনার কথা মনে নেই, যখন আমি ও আপনি উটের পালে ছিলাম। আমরা অপবিত্র হয়ে গেলাম এবং আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। আমরা নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন ঃ তোমাদের জন্য শুধু এতটুকুই যথেষ্ট ছিল- এই বলে তিনি মাটিতে উভয় হাত মেরে হাতে ফুঁ দিলেন। তারপর হাত দিয়ে মুখমণ্ডল এবং উভয় হাতের অর্ধেক পর্যন্ত মুছলেন। ‘উমার ﷺ বললেন, হে ‘আম্মার! আল্লাহকে ভয় কর। তিনি বললেন, হে আমীরুল মু’মিনীন! আল্লাহর শপথ! আপনি চাইলে আমি আর কখনো তা বর্ণনা করব না। ‘উমার ﷺ বললেন, আল্লাহর শপথ! আমার উদ্দেশ্য এরূপ নয়, বরং তুমি চাইলে অবশ্যই তোমার বক্তব্যের স্বাধীনতা তোমাকে দিব।[৩২১]

সহীহ। তবে তার ‘উভয় হাতের অর্ধেক পর্যন্ত’- কথাটি বাদে। কেননা তা শায।

٣٢٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ " يَا عَمَّارُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا " . ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ثُمَّ ضَرَبَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَالذِّرَاعَيْنِ إِلَى نِصْفِ السَّاعِدَيْنِ وَلَمْ يَبْلُغِ الْمِرْفَقَيْنِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً .

– **صحيح** : دوت ذكر الذراعين و المرفقين .

---

[৩২১] ‘যিরাআইন’ শব্দ বাদে সহীহ। কেননা তা শায। নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ তায়াম্মুম, হাঃ ৩১৮)।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى يَعْنِي عَنْ أَبِيهِ .

৩২৩। ইবনু আবযা (রহঃ) 'আম্মার ইবনু ইয়াসির ﷺ সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে রয়েছে ঃ নাবী ﷺ বলেছেন, হে 'আম্মার! তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট- এই বলে তিনি তাঁর উভয় হাত মাটিতে মারলেন, তারপর এক হাত অপর হাতের উপর মারলেন। তারপর নিজের চেহারা এবং হাতের অর্ধেক পর্যন্ত মাসাহ্ করলেন। তবে মাটিতে একবার হাত মারায় হাতের কনুই পর্যন্ত মাসাহ্ করা যায়নি।[৩২২]

সহীহ ঃ উভয় হাত ও কনুইদ্বয় উল্লেখ বাদে।

٣٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ - أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارٍ، بِهَذِهِ الْقِصَّةِ فَقَالَ " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ " . وَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ شَكَّ سَلَمَةُ وَقَالَ لاَ أَدْرِي فِيهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ . يَعْنِي أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ .

– **صحيح** ، دون الشك ، والمحفوظ : (و كفيك) كما يأتي .

৩২৪। 'আম্মার ﷺ সূত্রে উপরোক্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে ঃ নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট- এই বলে তিনি জমিনে হাত মেরে হাতে ফুঁ দিলেন। এরপর মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত মাসাহ্ করলেন। সালামাহ এতে সন্দেহ করেছেন। তিনি বলেন, তিনি কনুই পর্যন্ত হাত মাসাহ্ করেছেন নাকি কব্জি পর্যন্ত তা আমার জানা নেই।[৩২৩]

সহীহ। সন্দেহ করার কথাটি বাদে। মাহফূয হচ্ছে (و كفيك) শব্দে। যেমন সামনে আসছে।

٣٢٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، - يَعْنِي الأَعْوَرَ - حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى الذِّرَاعَيْنِ .

– **صحيح** : دوت ذكر الذراعين و المرفقين، كما تقدم .

৩২৫। শু'বাহ (রহঃ) একই সানাদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে রয়েছে, 'আম্মার ﷺ বলেন, তিনি তাতে ফুঁ দিলেন। তারপর মুখমণ্ডলের উপর এবং উভয় হাতের কব্জি হতে কনুই পর্যন্ত অথবা মধ্যাঙ্গুলির মাথা হতে কনুই পর্যন্ত মাসাহ্ করলেন। শু'বাহ বলেন, সালামাহ

---

[৩২২] দেখুন (৩২২ নং) হাদীস। কিন্তু 'যিরাআইন ও মিরফাক্বাইন' শব্দদ্বয় শায।

[৩২৩] এটি গত হয়েছে (৩২২ নং)- এ। কিন্তু (الشك) কথাটি মাহফূয নয়, বরং মাহফূয হল ঃ (و كفيه)

বলতেন, উভয় হাতের কব্জি, মুখমণ্ডল এবং কনুই পর্যন্ত মাসাহ্ করলেন। একদা মানসূর তাকে বললেন, যা বলছেন, বুঝে শুনে বলুন। আপনি ব্যতীত কেউ কিন্তু ' যিরআইন' তথা মধ্যাঙ্গুলির মাথা হতে কনুই পর্যন্তের কথা উল্লেখ করতেন না।[৩২৪]

সহীহ ঃ উভয় হাত ও কনুইদ্বয় উল্লেখ বাদে। যেমন পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

٣٢٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي الْحَكَمُ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارٍ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ إِلَى الأَرْضِ فَتَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

- صحيح : ق .

৩২৬। 'আম্মার ﷺ সূত্রে অন্য একটি সানাদে বর্ণিত একই হাদীসে তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমার জন্য শুধু এতটুকুই যথেষ্ট যে, জমিনে হাত মেরে তা দ্বারা মুখমণ্ডল এবং উভয় হাত মাসাহ্ করবে। অতঃপর পুরো হাদীস বর্ণনা করেন।[৩২৫]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّارًا يَخْطُبُ بِمِثْلِهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ لَمْ يَنْفُخْ . وَذَكَرَ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ ضَرَبَ بِكَفَّيْهِ إِلَى الأَرْضِ وَنَفَخَ .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, উক্ত হাদীস শু'বাহ, হুসাইন হতে আবূ মালিক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাতে 'তিনি ফুঁ দেননি' কথাটি উল্লেখ আছে। হুসাইন ইবনু মুহম্মাদ থেকে শু'বাহ হতে হাকাম সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে ঃ নাবী ﷺ জমিনে হাত মারার পর ফুঁ দিয়েছেন।

٣٢٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ التَّيَمُّمِ فَأَمَرَنِي ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ .

- صحيح .

---

[৩২৪] 'যিরাআইন' কথাটি বাদে সহীহ। দেখুন পূর্বের (৩২২ নং) হাদীস।

[৩২৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ তায়াম্মুম, হাঃ ৩৩৮), মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ তায়াম্মুম) উভয়ে শু'বাহ সূত্রে।

৩২৭। 'আম্মার ইবনু ইয়াসির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে তায়াম্মুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে মুখমণ্ডল এবং উভয় হাতের জন্য (মাটিতে) একবার হাত মারার নির্দেশ দেন।[৩২৬]

সহীহ।

٣٢٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ التَّيَمُّمِ، فِي السَّفَرِ فَقَالَ حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ " .

- منكر .

৩২৮। আবান সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ক্বাতাদাহ ﷺ-কে সফররত অবস্থায় তায়াম্মুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমার কাছে একজন মুহাদ্দিস শা'বী, 'আবদুর রহমান ইবনু আবযা ও 'আম্মার ইবনু ইয়াসির ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ কনুই পর্যন্ত (মাসাহ্ করতে) বলেছেন।[৩২৭]

মুনকার।

١٢٤ - باب التَّيَمُّمِ فِي الْحَضَرِ

অনুচ্ছেদ- ১২৪ ঃ মুকীম অবস্থায় তায়াম্মুম করা

٣٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ السَّلاَمَ حَتَّى أَتَى عَلَى جِدَارٍ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ .

- **صحيح** : ق ، إلا أن مسلماً علقه .

---

[৩২৬] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ তায়াম্মুম সম্পর্কে, হাঃ ১৪৪, ইমাম তিরমিযী বলেন, 'আম্মারের হাদীসটি হাসান সহীহ, এটি 'আম্মার সূত্রে ভিন্ন সানাদেও বর্ণিত হয়েছে), আহমাদ (৪/২৬৩), দারিমী (হাঃ ৭৪৫), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ২৬৭), সকলেই ক্বাতাদাহ সূত্রে।

[৩২৭] এর সানাদে অজ্ঞাত লোক রয়েছে। আল্লামা আইনী ইবনু হাযম সূত্রে উদ্ধৃত করে বলেন, এ খবরটি বর্জিত (সাক্বিত)।

৩২৯। ইবনু 'আব্বাস ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম 'উমাইর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি এবং নাবী ﷺ-এর স্ত্রী মায়মূনাহ ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম 'আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াসার আবূল জুহায়িম ইবনুল হারিস ইবনুল সিম্মাহ আল-আনসারী ﷺ-এর নিকট গিয়ে পৌঁছলাম। আবূল জুহায়িম বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (মাদীনাহ্র নিকটবর্তী) জামাল নামক একটি কূপের দিক থেকে আসছিলেন। পথে তাঁর সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাত হলে লোকটি তাঁকে সালাম দিল। রসূলুল্লাহ ﷺ তার সালামের জবাব না দিয়ে একটি দেয়ালের নিকট গেলেন এবং তাঁর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসাহ্ করলেন। অতঃপর তার সালামের জবাব দিলেন।[৩২৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম। অবশ্য মুসলিম এটি তা'লীক্বভাবে বর্ণনা করেছেন।

٣٣٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَوْصِلِيُّ أَبُو عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ فَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى فِي السِّكَّةِ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ وَقَالَ " إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلاَمَ إِلاَّ أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدِيثًا مُنْكَرًا فِي التَّيَمُّمِ . قَالَ ابْنُ دَاسَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يُتَابَعْ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَوَوْهُ فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ .

– ضعيف .

৩৩০। নাফি' (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'উমার ﷺ-এর সাথে বিশেষ প্রয়োজনে ইবনু 'আব্বাস ﷺ-এর কাছে গেলাম। ইবনু 'উমার ইবনু 'আব্বাসের কাছে গিয়ে স্বীয় প্রয়োজন সমাধা করলেন। ঐ দিন ইবনু 'উমার ﷺ এ হাদীস বর্ণনা করেন যে, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ পায়খানা অথবা পেশাব করে বের হচ্ছিলেন এমন সময় এক ব্যক্তি একটি গলির ভিতর দিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে অতিক্রমকালে সালাম দিল। তিনি তার জবাব দিলেন না। লোকটি (অন্য) গলিতে ঢুকে যাওয়ার নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর উভয় হাত দেয়ালে মেরে মুখ মাসাহ্ করেন।

---

[৩২৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ তায়াম্মুম, অনুঃ মুক্বীম অবস্থায় পানি না পেলে তায়াম্মুম করা, হাঃ ৩৩৭), মুসলিম (অধ্যায়ঃ হায়িয, অনুঃ তায়াম্মুম)

অতঃপর হাত মেরে উভয় হাত মাসাহ্ করে সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন ঃ আমি তখন পবিত্র ছিলাম না বলেই তোমার সালামের জবাব দেইনি।[৩২৯]

দুর্বল।

٣٣١ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرُلُّسِيُّ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِئْرِ جَمَلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْحَائِطِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ .

- صحيح .

৩৩১। ইবনু 'উমার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ পায়খানা থেকে ফেরার পথে জামাল নামক কূপের নিকট এক ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাত হয়। লোকটি তাঁকে সালাম দিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ তার জবাব দিলেন না। তিনি একটি দেয়াল পর্যন্ত এসে দেয়ালে হাত রাখলেন, তারপর মুখমণ্ডল ও হাত মাসাহ্ করে লোকটির সালামের জবাব দিলেন।[৩৩০]

সহীহ।

١٢٥ - باب الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ

অনুচ্ছেদ- ১২৫ ঃ অপবিত্র ব্যক্তির তায়াম্মুম করা

٣٣٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيَّ - عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ اجْتَمَعَتْ غُنَيْمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " يَا أَبَا ذَرٍّ ابْدُ فِيهَا " . فَبَدَوْتُ إِلَى الرَّبَذَةِ فَكَانَتْ تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأَمْكُثُ الْخَمْسَ وَالسِّتَّ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ "

---

[৩২৯] দারাকুতনী (১/১৭৭) মুহাম্মাদ ইবনু সাবিত সূত্রে। মুহাম্মাদ ইবনু সাবিতকে ইমাম আবূ হাতিম ও ইমাম নাসায়ী শিথিল বলেছেন। ইবনু 'আদী বলেছেন, তার কোন বর্ণনারই অনুসরণ করা যায় না। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেছেন, মাক্ববূল। ইমাম খাত্তাবী 'মাআলিমুস সুনান' গ্রন্থে বলেন ঃ ইবনু 'উমারের হাদীসটি সহীহ নয়। কেননা সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু সাবিত খুবই দুর্বল। তার হাদীস দলীলযোগ্য নয়।

[৩৩০] বায়হাক্বী (১/২০৬)। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, এ বর্ণনাটি মুহাম্মাদ ইবনু সাবিতের বর্ণনার শাহিদ। তবে তিনি তাতে 'যিরাআইন' কথাটি সংরক্ষন করেছেন, যা অন্য কারো থেকে প্রমাণ হয়নি।

এ অনুচ্ছেদের হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। পবিত্র অবস্থায় সালামের জবাব দেয়া ও অনুরূপ সকল প্রকার যিক্র আযকার করা মুস্তাহাব। যদিও তা তায়াম্মুম করে হয়।

২। দেয়ালে হাত মেরে তায়াম্মুম করা জায়িয।

أَبُو ذَرٍّ " . فَسَكَتُّ فَقَالَ " ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَبَا ذَرٍّ لأُمِّكَ الْوَيْلُ " . فَدَعَا لِي بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فَجَاءَتْ بِعُسٍّ فِيهِ مَاءٌ فَسَتَرَتْنِي بِثَوْبٍ وَاسْتَتَرْتُ بِالرَّاحِلَةِ وَاغْتَسَلْتُ فَكَأَنِّي أَلْقَيْتُ عَنِّي جَبَلاً فَقَالَ " الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ " .

– صحيح .

وَقَالَ مُسَدَّدٌ غُنَيْمَةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ عَمْرٍو أَتَمُّ .

৩৩২। আবূ যার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গণিমাতের সম্পদ (মেষপাল) জমা হলো। তিনি বললেন ঃ হে আবূ যার! এগুলো মাঠে নিয়ে যাও। আমি বকরীগুলো নিয়ে রাবযাহ (মাদীনাহ্‌র নিকটবর্তী একটি গ্রাম)-এর দিকে গেলাম। সেখানে আমি অপবিত্র হলাম। আমি পাঁচ-ছ'দিন এরূপ অবস্থায় (গোসল ছাড়া) কাটালাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফিরে এসে (বিষয়টি জানালাম)। তিনি বললেন ঃ আবূ যার! আমি নিশ্চুপ রইলাম। তিনি বললেন ঃ হে আবূ যার! তোমার মা তোমার জন্য কাঁদুক! তোমার মার দুঃখ হোক! এই বলে তিনি একটি কালো ক্রীতদাসীকে ডেকে একটি বড় পাত্র ভর্তি পানি আনালেন। সে আমাকে একটি বড় কাপড় দিয়ে একদিক পর্দা করে দিল। আর অপরদিক আমি উট দিয়ে পর্দা করলাম। অতঃপর গোসল করলাম। এতে আমার মনে হলো, আমার উপর থেকে যেন একটি পাহাড় সম বোঝা সরে গেল। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, পবিত্র মাটিই মুসলমানদের জন্য পবিত্রতা অর্জনের বাহন (পানির সমতুল্য), যদিও দশ বছরের জন্য (পানি দুষ্প্রাপ্য) হয়। অতঃপর যখন পানি পেয়ে যাবে তখন পানি ব্যবহার করবে। কেননা পানি অধিকতর উত্তম।[৩৩১]
সহীহ।

মুসাদ্দাদ বলেন, ঐগুলো ছিল যাকাতের বকরী। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, 'আমরের হাদীস পরিপূর্ণ।

٣٣٣ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي عَامِرٍ قَالَ دَخَلْتُ فِي الإِسْلاَمِ فَأَهَمَّنِي دِينِي فَأَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ إِنِّي اجْتَوَيْتُ الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِذَوْدٍ وَبِغَنَمٍ فَقَالَ لِي " اشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِهَا " . قَالَ حَمَّادٌ وَأَشُكُّ فِي " أَبْوَالِهَا " . هَذَا قَوْلُ حَمَّادٍ . فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ فَكُنْتُ أَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُوَ فِي ظِلِّ

[৩৩১] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ অপবিত্র ব্যক্তি পানি না পেলে তায়াম্মুম করবে, হাঃ ১২৪), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ একবার তায়াম্মুম করে একাধিকবার সলাত আদায়, হাঃ ৩২১), আহমাদ (৫/১৫৫), ইবনু খুযাইমাহ (২২৯২), প্রত্যেকেই আবূ ক্বিলাবাহ সূত্রে।

الْمَسْجِد فَقَالَ " أَبُو ذَرٍّ " . فَقُلْتُ نَعَمْ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " وَمَا أَهْلَكَكَ " . قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَأُصَلِّي بِغَيْرِ طُهُورٍ فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَاءٍ فَجَاءَتْ بِهِ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ بِعُسٍّ يَتَخَضْخَضُ مَا هُوَ بِمَلآنَ فَتَسَتَّرْتُ إِلَى بَعِيرِي فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ " .

– صحيح .

৩৩৩। আবূ ক্বিলাবাহ হতে বনু ‘আমির গোত্রের জনৈক ব্যক্তি সূত্রে বর্ণিত। ব্যক্তিটি বলল, আমি ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর দ্বীন সম্পর্কে (জ্ঞানার্জনে) আমার খুব আগ্রহ জাগে। ফলে আমি আবূ যার ﷺ-এর নিকট আসলাম। আবূ যার ﷺ বললেন, মাদীনাহ্য় যাওয়ার পর আমি রোগে আক্রান্ত হই। তাই রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে উট-বকরীর পাল চরাতে বললেন এবং এর দুধ পানের নির্দেশ দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি এও বলেছেন ঃ এর পেশাব পানের জন্যও আদেশ দিলেন। আবূ যার ﷺ বললেন, আমি পানি থেকে দূরে অবস্থান করতাম। আমার সাথে আমার স্ত্রীও ছিল। অতএব আমি অপবিত্র হতাম এবং অপবিত্র অবস্থায় সলাত আদায় করতাম। অতঃপর আমি দ্বিপ্রহরে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি মাসজিদের ছায়ায় কিছু সংখ্যক সহাবীদের সাথে বসা ছিলেন। তিনি বললেন, আবূ যার নাকি! আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! আমি তো ধ্বংস হয়ে গিয়েছি, তিনি বললেন, কিসে তোমাকে ধ্বংস করলো? আমি বললাম, আমি পানি থেকে দূরে অবস্থান করতাম। আমার সাথে আমার স্ত্রীও ছিল। আমি অপবিত্র হতাম এবং অপবিত্র অবস্থায় সলাত আদায় করতাম। তিনি আমার জন্য পানি আনার নির্দেশ দিলেন। কালো এক ক্রীতদাসী একটি বড় পাত্রে পানি আনল। পানিতে পরিপূর্ণ না থাকায় সেটি দুলছিল। আমি একটি উটকে আড়াল করে গোসল করি। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসি। রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন ঃ হে আবূ যার! পবিত্র মাটিই পবিত্রকারী, যদিও দশ বছর পর্যন্ত পানি না পাওয়া যায়। যখন পানি পাওয়া যাবে তখন শরীর ধৌত করবে।[৩৩২]

সহীহ।

---

[৩৩২] আহমাদ (৫/১৪৬,১৫৫) আইয়ূব সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। পানির বর্তমানে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়।

২। তায়াম্মুমের ব্যাপারে ছোট অপবিত্রতা ও জুনুবী ব্যক্তির বিধান একই।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ لَمْ يَذْكُرْ " أَبْوَالَهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَلَيْسَ فِي أَبْوَالِهَا إِلاَّ حَدِيثُ أَنَسٍ تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাম্মাদ ইবনু যায়িদ হাদীসটি আইউব সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনায় পেশাব পানের কথা উল্লেখ নেই। এটা সহীহ নয়। শুধু আনাস ﷺ-এর হাদীসেই পেশাব পানের কথা উল্লেখ আছে, যা কেবল বাস্‌রার অধিবাসীরা এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

١٢٦ – باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ أَيَتَيَمَّمُ

অনুচ্ছেদ- ১২৬ ঃ ঠাণ্ডা লাগার আশঙ্কা হলে অপবিত্র ব্যক্তি তায়াম্মুম করতে পারবে কি?

٣٣٤ – حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، أَخْبَرَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ الْمِصْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ " يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ " . فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الاِغْتِسَالِ وَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ { وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا .

– **صحيح** ، وعلقه البخاري .

৩৩৪। 'আমর ইবনুল 'আস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যাতুস সালাসিল যুদ্ধের সময় খুব শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়। আমার ভয় হলো, আমি যদি গোসল করি তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত হবো। তাই আমি তায়াম্মুম করে লোকদের সলাত আদায় করালাম। পরে তারা বিষয়টি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালো। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে 'আমর! তুমি নাকি অপবিত্র অবস্থায় তোমার সাথীদের সঙ্গে সলাত আদায় করেছ! আমি গোসল না করার কারণ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম এবং বললাম, আমি আল্লাহর এ বাণীও শুনেছি ঃ "তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড়ই দয়াবান"- (সূরাহ আন-নিসা, ২৯)। একথা শুনে রসূলুল্লাহ ﷺ হেসে দিলেন এবং কিছুই বললেন না।[৩৩৩]

সহীহ। আর বুখারী একে তা'লীক্বভাবে

[৩৩৩] আহমাদ (৪/২০৩,২০৪), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/২৫৫), হাকিম (১/১৭৭)। ইমাম হাকিম বলেন, এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। অবশ্য তাঁরা এটি র্বণনা করেননি। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

٣٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ . قَالَ فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ التَّيَمُّمَ .
- صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِيَتْ هَذِهِ الْقِصَّةُ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ فِيهِ فَتَيَمَّمَ .

৩৩৫। 'আমর ইবনুল 'আস ﷺ-এর আযাদকৃত গোলাম আবূ ক্বায়িস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমর ইবনুল 'আস ﷺ একটি বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন ঃ তারপর তিনি তার শরীরের ময়লা জমা হবার স্থান (রানের দু' পার্শ্ব) ধুয়ে ফেলেন এবং সলাতের জন্য উযু করে সলাত আদায় করান। তারপর পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেন, কিন্তু তাতে তায়াম্মুমের কথা উল্লেখ নেই।[৩৩৪]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ ঘটনা আওযাঈ (র) হতে হাস্‌সান ইবনু 'আত্বিয়্যাহ সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। তাতে তায়াম্মুমের কথা উল্লেখ আছে।

١٢٧ - باب فِي الْمَجْرُوحِ يَتَيَمَّمُ

অনুচ্ছেদ- ১২৭ ঃ আহত ব্যক্তির তায়াম্মুম করা

٣٣٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ فَقَالُوا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ

---

[৩৩৪] বায়হাক্বী (১/২২৬), দারাকুতনী (১/১৭৯) 'আমর ইবনু হারিস সূত্রে। এতে 'যিরাআইন ও মিরফাক্বাইন; শব্দদ্বয় শায। যা পূর্বেই গত হয়েছে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। নাবী ﷺ-এর যুগে ইজতিহাদ হয়েছে।

২। নাবী ﷺ-এর নীরবতা সম্মতি বুঝায়। তাই তা হুকুমের ক্ষেত্রে দলীলযোগ্য।

৩। পানি ব্যবহারে অপারগ বা ক্ষতির আশংকা হলে তায়াম্মুম করা বৈধ।

تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ " قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلاَّ سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ " . أَوْ " يَعْصِبَ " . شَكَّ مُوسَى " عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ " .

– حسن ، دون قوله :(إنما كان يكفيه.....) .

৩৩৬। জাবির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা কোন এক সফরে বের হলে আমাদের মধ্যকার একজনের মাথা পাথরের আঘাতে ফেটে যায়। ঐ অবস্থায় তার স্বপ্নদোষ হলে সে সাথীদের জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি আমার জন্য তায়াম্মুমের সুযোগ গ্রহণের অনুমতি পাও? তারা বলল, যেহেতু তুমি পানি ব্যবহার করতে সক্ষম, তাই তোমাকে তায়াম্মুম করার সুযোগ দেয়া যায় না। অতএব সে গোসল করল। ফলে সে মৃত্যুবরণ করল। আমরা নাবী ﷺ-এর নিকট আসলে তাঁকে বিষয়টি জানানো হলো। তিনি বললেন ঃ এরা অন্যায়ভাবে তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন। তাদের যখন (সমাধান) জানা ছিল না, তারা কেন জিজ্ঞেস করে তা জেনে নিল না। কারণ অজ্ঞতার প্রতিষেধক হচ্ছে জিজ্ঞেস করা। ঐ লোকটির জন্য তায়াম্মুম করাই যথেষ্ট ছিল। আর যখমের স্থানে ব্যান্ডেজ করে তার উপর মাসাহ্ করে শরীরের অন্যান্য স্থান ধুয়ে ফেললেই যথেষ্ট হত।

হাসান। তবে তার এ কথাটি বাদে ঃ 'ঐ লোকটির জন্য যথেষ্ট ছিল....।'[৩৩৫]

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ হাদীসটি প্রমাণ করে যে, ব্যান্ডেজের উপর মাসাহ্ করা জায়িয (তবে তা পবিত্রাবস্থায় পরতে হবে)।

٣٣٧ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي الأَوْزَاعِيُّ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ أَصَابَ رَجُلاً جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ احْتَلَمَ فَأُمِرَ بِالاِغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللَّهُ أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالَ " .

– حسن .

---

[৩৩৫] বায়হাক্বী (১/২২৮), দারাকুতনী (১/১৯০)। ইমাম দারাকুতনী বলেন ঃ হাদীসটি 'আত্বা হতে জাবির সূত্রে জুবাইর ইবনু খুরাইক ব্যতীত কেউ বর্ণনা করেননি। আর তিনি শক্তিশালী নন। অবশ্য আওযাঈ তার বিপরীত করেছেন। তিনি 'আত্বা হতে ইবনু 'আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে আওযাঈ বৈপরিত্য করেছেন। একবার বলা হয়েছে 'আত্বা হতে, আরেকবার বলা হয়েছে আমার নিকট 'আত্বা সূত্রে পৌঁছেছে, আবার আরেকবার আওযাঈ মুরসালভাবে 'আত্বা হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটাই সঠিক।'আওনুল মা'বুদে আছে ঃ তায়াম্মুম ও গোসল একত্রে করা সম্বলিত বর্ণনা দুর্বল। তার দ্বারা আহকাম প্রমাণ হয় না। সানাদের যুবাইর ইবনু খুরাইক্ব সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী বলেন, তিনি শক্তিশালী নন।

৩৩৭। 'আত্বা ইবনু আবূ রাবাহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে এক ব্যক্তি আহত হয়। ঐ অবস্থায় তার স্বপ্নদোষ হলে তাকে গোসল করার নির্দেশ দেয়া হয়। অতঃপর সে গোসল করলে তার মৃত্যু হয়। এ সংবাদ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ এরা লোকটিকে হত্যা করেছে। আল্লাহ যেন এদের ধ্বংস করেন! অজ্ঞতার প্রতিষেধক জিজ্ঞেস করা নয় কি?[৩৩৬]

হাসান।

١٢٨ – باب فِي الْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَ مَا يُصَلِّي فِي الْوَقْتِ

অনুচ্ছেদ- ১২৮ ঃ কোন ব্যক্তি তায়াম্মুম করে সলাত আদায় করার পর ওয়াক্ত থাকতেই পানি পেয়ে গেলো

٣٣٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ خَرَجَ رَجُلاَنِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاَةَ وَالْوُضُوءَ وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ " أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ " . وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ " لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ " .

– صحيح .

৩৩৮। আবূ সাঈদ আল খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু' ব্যক্তি সফরে বের হলো। পথিমধ্যে সলাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলো কিন্তু তাদের সাথে পানি না থাকায় তারা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে সলাত আদায় করল। অতঃপর তারা সলাতের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকাবস্থায় পানি পেল। তখন একজন উযু করে পুনরায় সলাত আদায় করল। আর অপরজন পুনরায় সলাত আদায় করল না। অতঃপর উভয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বিষয়টি অবহিত করল। যে ব্যক্তি পুনরায় সলাত আদায় করেনি, তাকে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি সুন্নাতের উপর আমল করেছ এবং সেটাই (প্রথম সলাতই) তোমার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি উযু করে পুনরায় সলাত আদায় করেছে, তাকে বললেন ঃ তুমি দ্বিগুণ সাওয়াব পেয়েছ।[৩৩৭]

সহীহ।

---

[৩৩৬] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ তায়াম্মুমে দু'বার হাত মারা, হাঃ ৫৭২) আবূ রিবাহ হতে, যাওয়াদি গ্রন্থে রয়েছে ঃ মুনকাতি। এবং দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ আহত ব্যক্তি অপবিত্র হলে করণীয়, হাঃ ৭৫২) আহমাদ শাকির এর সানাদকে সহীহ বলেছেন, এবং আহমাদ ((১/৩৩০) 'আত্বা ইবনু আবূ রিবাহ হতে, ইবনু হিব্বান (২০১), হাকিম (১/১৬৫)। ইমাম হাকিম ও যাহাবী একে সহীহ বলেছেন।

[৩৩৭] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ৪৩১), দারিমী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ তায়াম্মুম, হাঃ ৭৪৪)।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُ ابْنِ نَافِعٍ يَرْوِيهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَذِكْرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ وَهُوَ مُرْسَلٌ .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটি 'আত্বা ইবনু ইয়াসার হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে বর্ণিত আছে। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) আরো বলেন, এ হাদীসে আবূ সাঈদ ﷺ-এর নাম উল্লেখ করা সঠিক নয়। মূলত এটি মুরসাল হাদীস।

٣٣٩ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَجُلَيْنِ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَعْنَاهُ .

৩৩৯। 'আত্বা ইবনু ইয়াসার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীদের মধ্যে দু'জন (সফরে যান) ... উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।[৩৩৮]

গবেষণা অসম্পূর্ণ।

١٢٩ – باب فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ- ১২৯ ঃ জুমু'আহ্‌র সলাতের জন্য গোসল করা

٣٤٠ – حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ أَتَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّلاَةِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ . فَقَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوءَ أَيْضًا أَوَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ " .

– صحيح .

৩৪০। আবূ সালামাহ ইবনু 'আবদুর রহমান সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ তাকে অবহিত করেন যে, একদা 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ জুমু'আহ্‌র খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি প্রবেশ করলে 'উমার ﷺ তাকে বললেন, জুমু'আহ্‌র সলাতে (সঠিক সময়ে উপস্থিত হতে) তোমাদের কিসে বাধা দিল? লোকটি বলল, না, বিষয়টি তেমন নয়। বরং আযান শোনার পরই আমি উযু করে (এখানে এসেছি, কেবল এ সময়টুকুই বিলম্ব হয়েছে)। 'উমার ﷺ

---

[৩৩৮] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ সলাতের পর কেউ পানি না পেলে তায়াম্মুম করা, হাঃ ৪৩২) বাকর ইবনু সাওয়াদাহ সূত্রে 'আত্বা ইবনু ইয়ামার হতে। এ হাদীসটি মুরসাল।

বললেন, শুধু উযুই করেছ? তোমরা রসূলুল্লাহ ﷺ- কে বলতে শোনোনি ঃ তোমাদের কেউ জুমু'আহ্র সলাতে গেলে যেন গোসল করে নেয়?[৩৩৯]

সহীহ।

٣٤١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ " .

- صحيح : ق .

৩৪১। আবূ সাঈদ আল খুদরী রাঃ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপর জুমু'আহ্র দিন গোসল করা ওয়াজিব।[৩৪০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٣٤٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِيُّ، أَخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ، - يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ - عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ " .

- صحيح : ق .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَإِنْ أَجْنَبَ .

৩৪২। হাফসাহ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের জন্য জুমু'আহ্র সলাতে যাওয়া একান্ত কর্তব্য। আর যে ব্যক্তি জুমু'আহ্র সলাতে যাবে তার জন্য গোসল করা জরুরী।[৩৪১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি জুমু'আর দিন ফাজ্রের পর গোসল করলেও যথেষ্ট হবে, যদিও তা জানাবাতের গোসল হয়।

---

[৩৩৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, হাঃ ৮৮২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ) উভয়ে ইয়াহইয়া ইবনু আবূ কাসীর সূত্রে।

[৩৪০] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ শিশুদের উযু করা এবং কখন তাদের উপর গোসল ও পবিত্রতা অর্জন আবশ্যক হয়, হাঃ ৮৫৮), মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের জুমু'আহর দিনে গোসল করা ওয়াজিব) উভয়ে মালিক সূত্রে।

[৩৪১] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহর সলাত থেকে পিছিয়ে থাকার ব্যাপারে হুঁশিয়ারী, হাঃ ১৩৭০), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ১৭২১) নাফি' সূত্রে।

٣٤٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ الْهَمْدَانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، - وَهَذَا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ يَزِيدُ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ فِي حَدِيثِهِمَا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ - إِنْ كَانَ عِنْدَهُ - ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا " . قَالَ وَيَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ " وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ " . وَيَقُولُ " إِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا " .

- حسن .

৩৪৩। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ ও আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আহ্র দিন গোসল করে উত্তম পোশাক পরিধান করবে, তার কাছে সুগন্ধি থাকলে ব্যবহার করবে, তারপর জুমু'আহ্র সলাত আদায়ের জন্য মাসজিদে যাবে, সেখানে (সামনে যাওয়ার জন্য) লোকদের ঘাড় টপকাবে না এবং মহান আল্লাহর নির্ধারিত সলাত আদায় করে ইমামের খুতবার জন্য বের হওয়া থেকে সলাত শেষ করা পর্যন্ত সময় নীরবতা অবলম্বন করবে-তাহলে এটা তার জন্য এ জুমু'আহ্ ও তার পূর্ববর্তী জুমু'আর মধ্যবর্তী যাবতীয় গুনাহ্র কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ বলেন, আরো তিন দিনের গুনাহেরও কাফ্ফারা হবে। কেননা নেক কাজের সাওয়াব (কমপক্ষে) দশ গুণ হয়।[৩৪২]

হাসান।

٣٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلاَلٍ، وَبُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ "

[৩৪২] আহমাদ (৩/৮১), ইবনু খুযাইমাহ (১৭৬২), মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব সূত্রে।

الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قُدِّرَ لَهُ " . إِلاَّ أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَالَ فِي الطِّيبِ " وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ " .

– صحيح : م ، خ نحوه .

৩৪৪। 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির উপর জুমু'আহ্র দিন গোসল করা, মিসওয়াক করা এবং সাধ্যানুযায়ী সুগন্ধি ব্যবহার করা কর্তব্য। কিন্তু বুকাইর সানাদে 'আবদুর রহমানের নাম উল্লেখ করেননি এবং বর্ণনাকারী সুগন্ধি সম্পর্কে বলেছেন, যদিও তা মহিলাদের সুগন্ধি হয়।[৩৪৩]

সহীহ ঃ মুসলিম, অনুরূপ বুখারী।

٣٤٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرْجَرَائِيُّ، حِبِّي حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي أَبُو الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنِي أَوْسُ بْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا " .

– صحيح .

৩৪৫। আওস ইবনু আওস আস-সাক্বাফী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আহ্র দিন গোসল করবে এবং (স্ত্রীকেও) গোসল করাবে, প্রত্যুষে ঘুম থেকে জাগবে এবং জাগাবে, জুমু'আহ্র জন্য বাহনে চড়ে নয় বরং পায়ে হেঁটে মাসজিদে যাবে এবং কোনরূপ অনর্থক কথা না বলে ইমামের নিকটে বসে খুতবা শুনবে, তার (মাসজিদে যাওয়ার) প্রতিটি পদক্ষেপ সুন্নাত হিসেবে গণ্য হবে এবং প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে সে এক বছর যাবত সিয়াম পালন ও রাতভর সলাত আদায়ের (সমান) সাওয়াব পাবে।[৩৪৪]

সহীহ।

---

[৩৪৩] বুখারী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহর দিনে সুগন্ধি ব্যবহার করা, হাঃ ৮৮০) আবূ সাঈদ সূত্রে, এবং মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহর দিনে সুগন্ধি ব্যাবহার ও মিসওয়াক করা)।

[৩৪৪] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ গোসলের ফাযীলাত, অনুঃ জুমু'আহর দিনে গোসল, হাঃ ৪৯৬), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহর দিনে গোসল করার ফাযীলাত, হাঃ ১৩৮০), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ জুমু'আহর দিনে গোসল, হাঃ ১০৮৭), আহমাদ (৪/১০), ইবনু খুযাইমাহ (১৭৬৭), সকলেই আবুল আশ'আস সূত্রে।

٣٤٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ " . ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ .

– صحيح .

৩৪৬। আওস আস-সাক্বাফী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আহ্র দিন মাথা ধৌত করে এবং গোসল করে .. পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।[৩৪৫]

সহীহ।

٣٤٧ – حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيَّانِ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، – قَالَ ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ – أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، – يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ – عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ – إِنْ كَانَ لَهَا – وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا " .

– حسن .

৩৪৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল আস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আহ্র দিন গোসল করবে, তার স্ত্রীর সুগন্ধি থাকলে তা থেকে ব্যবহার করবে এবং উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করে (মাসজিদে এসে) লোকদের ঘাড় না টপকিয়ে খুতবাহ্র সময় কোন নিরর্থক কথাবার্তা না বলে চুপ থাকবে- তার দু' জুমু'আহ্র মধ্যবর্তী সময়ের যাবতীয় গুনাহ্র জন্য তা কাফ্ফারা হবে। আর যে ব্যক্তি নিরর্থক কথা বলবে এবং লোকদের ঘাড় টপকাবে সে জুমু'আহ্র (সাওয়াব পাবে না), কেবল যুহরের সলাতের সম (সাওয়াব পাবে)।[৩৪৬]

হাসান।

٣٤٨ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ .

– ضعيف : و سيأتي برقم ٦٩٣ و ٣١٦٠ .

---

[৩৪৫] আহমাদ (২/২০৯, হাঃ ৬৯৫৪)। এর সানাদ সহীহ।

[৩৪৬] ইবনু খুযাইমাহ ((হাঃ ১৮১০) ইবনু ওহাব সূত্রে।

৩৪৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর ﷺ হতে 'আয়িশাহ্ ﷺ-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি ('আয়িশাহ্) তাঁকে বলেন, নাবী ﷺ চারটি কারণে গোসল করতেন ঃ (১) জানাবাতের দরুন, (২) জুমু'আহ্র জন্য, (৩) শিংগা লাগানোর পর এবং (৪) মৃতের গোসল দেয়ার পর।[৩৪৭]

দুর্বল ঃ শীঘ্রই আসছে ক্রমিক নং ৬৯৩ ও ৩১৬০ -এ।

٣٤٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَوْشَبٍ، قَالَ سَأَلْتُ مَكْحُولاً عَنْ هَذَا الْقَوْلِ، " غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ " . فَقَالَ غَسَّلَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ جَسَدَهُ .

- صحيح مقطوع .

৩৪৯। 'আলী ইবনু হাওশাব (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাকহূল (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম ঃ 'যে ধৌত করল ও ধৌত করালো'-এর অর্থ কী? তিনি বললেন ঃ মাথা ধৌত করালো ও সমগ্র শরীর ধৌত করল।[৩৪৮]

সহীহ মাক্বতূ'।

٣٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فِي " غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ " . قَالَ قَالَ سَعِيدٌ غَسَّلَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ جَسَدَهُ . **- صحيح مقطوع** .

৩৫০। সাঈদ ইবনু 'আবদুল আযীয (রহঃ)-ও উক্ত শব্দদ্বয়ের অর্থ বর্ণনা করেছেন, 'মাথা ধোয়া এবং সমগ্র শরীর ধোয়া।'[৩৪৯]

সহীহ মাক্বতূ'।

٣٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَىٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ " .

- صحيح : ق .

---

[৩৪৭] আহমাদ (৬/১৫২), ইবনু খুযাইমাহ (২৫৬), হাকিম (১/১৬৩), সকলেই যাকারিয়্যাহ ইবনু যায়িদাহ সূত্রে। ইমাম হাকিম বলেন, বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ, তবে তাঁরা এটি বর্ণনা করেননি। যাহাবী তার সাথে একমত। কিন্তু মুস'আব ইবনু শায়বাহ থেকে কেবল মুসলিম বর্ণনা করেছেন, যেমন 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে রয়েছে। আর তিনি হাদীস বর্ণনায় শিথিল। সানাদের যাকিয়্যাহ ইবনু আবূ যায়িদাহ একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছেন।

[৩৪৮] বর্ণাটি সহীহ মাক্বতূ।

[৩৪৯] বর্ণাটি সহীহ মাক্বতূ।

৩৫১। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমু'আহ্র দিন জানাবাতের গোসলের ন্যায় গোসল করে সর্বপ্রথম জুমু'আহ্র সলাতের জন্য মাসজিদে চলে আসবে, সে যেন একটি উট কুরবানীর সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি তার পরে আসবে, সে একটি গাভী কুরবানীর সাওয়াব পাবে। তারপর তৃতীয় নম্বরে যে আসবে সে একটি ছাগল কুরবানীর সাওয়াব পাবে। তারপর চতুর্থ নম্বরে যে আসবে সে একটি মুরগী কুরবানীর সাওয়াব পাবে। তারপর পঞ্চম নম্বরে যে আসবে সে আল্লাহর পথে একটি ডিম সদাক্বাহ করার সাওয়াব পাবে। অতঃপর ইমাম যখন খুতবাহ্ দেয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসেন, তখন মালায়িকাহ (ফিরিশতারা) খুতবাহ্ শোনার জন্য উপস্থিত হন।[৩৫০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٣٠ – بابُ فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ- ১৩০ ঃ জুমু'আহ্র দিন গোসল না করার অনুমতি প্রসঙ্গে

٣٥٢ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ أَنْفُسِهِمْ فَيَرُوحُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ .

– صحيح : ق .

[৩৫০] বুখারী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহর ফাযীলাত, হাঃ ৮৮১), মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহর দিনে সুগন্ধি লাগানো এবং মিসওয়াক করা) মালিক সূত্রে।

এ অনুচ্ছেদের হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। জুমু'আহ্র সলাতে উপস্থিত ব্যক্তির উপর গোসল করার প্রতি গুরুত্বদান।

২। ইমামের উচিত, তার অধিনস্থদের (মুসল্লীদের) ব্যাপারে সচেতন থাকা। কেউ ভাল ও ফাযীলাতপূর্ণ কাজ পরিহার করলে তার কাছে এর কৈফিয়াত চাওয়া বা কারণ জানতে চাওয়া, যদিও সে বড় হয়।

৩। প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তিকে জুমু'আহ্র দিনে গোসলের প্রতি জোরদান, যদিও সলাতে উপস্থিত না হয়।

৪। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির জুমু'আহ্র সলাতে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব।

৫। জুমু'আহ্র দিনে মুমিনদের উত্তম কাপড় পরার প্রতি উৎসাহ প্রদান।

৬। জুমু'আহ্র দিনে সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব, যদি সুগন্ধি থাকে।

৭। জুমু'আহ্র দিনে যথাশিঘ্র মাসজিদে উপস্থিত হওয়া মুস্তাহাব ও ফাযীলাতপূর্ণ কাজ।

৮। জুমু'আহ্র দিনে অন্যের ঘার টপকিয়ে সামনে যাওয়া অপছন্দনীয়।

৯। ইমাম মিম্বারে আসার পূর্ব পর্যন্ত মাসজিদে উপস্থিত ব্যক্তির নাফ্ল সলাত আদায় করা জায়িয।

১০। ইমামের খুৎবাহ্ চলাকালে অহেতুক কিছু করা নিষেধ ও অপছন্দনীয়।

৩৫২। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা নিজেদের শ্রমে নিয়োজিত থাকত এবং ঐ (বস্ত্র পরিহিত) অবস্থায়ই জুমু'আহ্র সলাত আদায়ে চলে যেত। তখন তাদের বলা হলো, যদি তোমরা গোসল করে আসতে (তাহলে ভাল হত)![৩৫১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٣٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أُنَاسًا، مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ جَاءُوا فَقَالُوا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا قَالَ لاَ وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِمَنِ اغْتَسَلَ وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدْءُ الْغُسْلِ كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ إِنَّمَا هُوَ عَرِيشٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمٍ حَارٍّ وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصُّوفِ حَتَّى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحٌ آذَى بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الرِّيحَ قَالَ " أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوا وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيبِهِ " . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ جَاءَ اللَّهُ بِالْخَيْرِ وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوفِ وَكُفُوا الْعَمَلَ وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ .

– حسن .

৩৫৩। 'ইকরিমাহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। ইরাকের অধিবাসী কিছু লোক এসে বলল, হে ইবনু 'আব্বাস ﷺ! আপনি জুমু'আহ্র দিন গোসল করা ওয়াজিব বলে মনে করেন কি? ইবনু 'আব্বাস ﷺ বললেন, না, তবে করাটা ভাল এবং তাতে গোসলকারীর অধিকতর পবিত্রতা হাসিল হয়। আর যে ব্যক্তি গোসল করে না তার জন্য এটা ওয়াজিব নয়। কিভাবে গোসলের সূচনা হয় আমি তোমাদেরকে তা জানাচ্ছি। তৎকালে লোকেরা কঠোর পরিশ্রম করত, পশমী পোশাক পরত এবং নিজেদের পিঠে করে বোঝা বহন করত। তাদের মাসজিদও ছিল সংকীর্ণ ও খেজুরের ডালের তৈরি নীচু ছাদ বিশিষ্ট। একদা গরমের দিনে রসূলুল্লাহ ﷺ আসলেন। লোকেদের কাপড় ঘামে ভিজে তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। এতে একের দ্বারা অন্যেরা কষ্ট বোধ করছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ দুর্গন্ধ পেয়ে বললেন ঃ হে লোক সকল! যখন এদিন (জুমু'আহ্র দিন) আসে, তখন তোমরা

---

[৩৫১] বুখারী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ্, অনুঃ সূর্য হেলে গেলে জুমু'আহ্র সময় হয়, হাঃ ৯০৩), মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ্, অনুঃ জুমু'আহ্র দিনে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের গোসল করা ওয়াজিব) উভয়ে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ জুমু'আহ্র দিনে গোসল করা উচিত। এর হিকমাত হচ্ছে, (শরীরের ঘাম ও ময়লাযুক্ত) দুর্গন্ধ দূর করা, যাতে লোকেরা একে অন্যের থেকে কষ্ট না পায় এবং ফিরিশতারাও কষ্ট না পান।

গোসল করে সাধ্যানুযায়ী তেল ও সুগন্ধি লাগাবে। ইবনু 'আব্বাস ﷺ বলেন, পরবর্তীতে মহান আল্লাহ তাদের সম্পদশালী করেন। ফলে তারা পশমের পরিবর্তে অন্যান্য (উত্তম) কাপড় পরিধান করতে থাকেন, কাজ-কর্ম অন্যদের দ্বারাও করাতে থাকেন এবং মাসজিদও প্রশস্ত হয়, তখন পরস্পর পরস্পরের ঘামের গন্ধে কষ্ট পাওয়াও দূরীভূত হয়।[৩৫২]

হাসান।

٣٥٤ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ " .

– حسن .

৩৫৪। সামুরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উযু করল, সে তো ভাল ও উত্তম কাজ করল। আর যে গোসল করল সে অধিকতর উত্তম কাজ করল।[৩৫৩]

হাসান।

١٣١ – باب فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ- ১৩১ ঃ কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে গোসল করার নির্দেশ দেয়া

٣٥٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الأَغَرُّ، عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ جَدِّهِ، قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ أُرِيدُ الإِسْلاَمَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ .

– صحيح .

৩৫৫। ক্বাসিম ইবনু 'আসিম ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর নিকট ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে এলে নাবী ﷺ আমাকে বরই পাতা মেশানো পানি দিয়ে গোসল করার নির্দেশ দিলেন।[৩৫৪]

সহীহ।

---

[৩৫২] আহমাদ (হাঃ ২৪১৯), ইবনু খুযাইমাহ (১৭৭৫) 'আমর ইবনু আবূ 'আমর সূত্রে।

[৩৫৩] আহমাদ (৫/৮, ১৫, ১৬), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ জুমু'আহ্র দিনে গোসল করা, হাঃ ১৫৪০) হিশাম সূত্রে, তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ জুমু'আহ্র দিনে উযু করা, হাঃ ৪৯৭, ইমাম তিরমিযী বলেন, সামুরাহর হাদীসটি হাসান), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ্, অনুঃ জুমু'আহ্র দিনে গোসল না করার অনুমতি প্রসঙ্গে, হাঃ ১৩৭৯), আহমাদ (৫/১) শু'বাহ সূত্রে, উভয়ে (হিশাম ও শু'বাহ) ক্বাতাদাহ সূত্রে।

[৩৫৪] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, হাঃ ৬০৫, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ কাফির ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে গোসল করবে, হাঃ ১৮৮), আহমাদ (৫/৬১), ইবনু খুযাইমাহ (২২৪, ২২৫), প্রত্যেকেই সুফয়ান সাওরী সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ কাফির ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল করবে। অবশ্য তার গোসল করাটা ওয়াজিব না মুস্তাহাব এ ব্যাপারে 'আলিমগণ মতভেদ করেছেন।

٣٥٦ – حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ قَدْ أَسْلَمْتُ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ " أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ " . يَقُولُ احْلِقْ . قَالَ وَأَخْبَرَنِي آخَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لآخَرَ مَعَهُ " أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ " .

– حسن .

৩৫৬। 'উসাইম ইবনু কুলাইব তার পিতা হতে তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, তিনি নাবী ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন, আমি ইসলাম ক্বূল করেছি। নাবী ﷺ তাকে বললেন ঃ তুমি কুফর অবস্থার চুল ফেলে দাও (মুণ্ডন করো)। 'উসাইমের দাদা বলেন, আমাকে অন্য একজন বলেছেন, তার সাথে আরেকজন ছিল, তাকে নাবী ﷺ বললেন ঃ তুমি কুফর অবস্থার চুল ফেলে দাও এবং খাত্না করে নাও।[৩৫৫]

হাসান।

١٣٢ – باب الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ فِي حَيْضِهَا

অনুচ্ছেদ- ১৩২ ঃ মহিলাদের হায়িযকালীন সময়ের পরিধেয় কাপড় ধোয়া

٣٥٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَتْنِي أُمُّ الْحَسَنِ، – يَعْنِي جَدَّةَ أَبِي بَكْرٍ الْعَدَوِيِّ – عَنْ مُعَاذَةَ، قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – عَنِ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ . قَالَتْ تَغْسِلُهُ فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَىْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ . قَالَتْ وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلاَثَ حِيَضٍ جَمِيعًا لاَ أَغْسِلُ لِي ثَوْبًا .

– صحيح .

৩৫৭। মু'আযাহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়িশাহ্ ﷺ-কে এমন ঋতুবতী মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যার কাপড়ে হায়িযের রক্ত লেগেছে। তিনি বললেন, ঐ কাপড় ধুয়ে ফেলবে। রক্তের চিহ্ন সম্পূর্ণ দূর না হলে কোন হলুদ জিনিস দ্বারা তার রং পরিবর্তন করে ফেলবে। তিনি আরো বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একাদিক্রমে তিন তিনবার হায়িযকাল অতিক্রম করি। অথচ আমি (কাপড়ে রক্ত না লাগার কারণে) আমার কাপড় ধৌত করিনি।[৩৫৬]

সহীহ।

---

[৩৫৫] আহমাদ (৩/৪১৫), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/১৭২), 'আবদুর রাযযাক 'মুসান্নাফ' (হাঃ ৯৮৫৩), সকলেই 'আবদুর রাযযাক সূত্রে। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন, স্বনাদে 'উসাইম ইবনু কুলাইব অজ্ঞাত। এছাড়া সানাদে নাম উল্লেখহীন জনৈক ব্যক্তি আছে, যিনি ইবনু জুরাইজের শায়খ।

[৩৫৬] আহমাদ (৬/২৫০) 'আবদুস সামাদ ইবনু 'আবদুল ওয়ারিস সূত্রে।

٣٥٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ، - يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ - يَذْكُرُ عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَ لإِحْدَانَا إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ فَإِنْ أَصَابَهُ شَىْءٌ مِنْ دَمٍ بَلَّتْهُ بِرِيقِهَا ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِرِيقِهَا .

- **صحيح** : خ .

৩৫৮। মুজাহিদ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আয়িশাহ্ ﵂ বলেন, আমাদের কারও নিকট শুধু একটি কাপড় থাকত। ঋতুস্রাব অবস্থায় সেটাই তাঁর পরনে থাকত। কাপড়ে রক্ত লেগে গেলে তিনি মুখের লালা দ্বারা ভিজিয়ে তা ঘষে নিতেন।[৩৫৭]

সহীহ ঃ বুখারী।

٣٥٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبِ الْحَائِضِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا الْحَيْضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَلْبَثُ إِحْدَانَا أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الَّذِي كَانَتْ تَقْلِبُ فِيهِ فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ غَسَلْنَاهُ وَصَلَّيْنَا فِيهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَهُ شَىْءٌ تَرَكْنَاهُ وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَلِكَ مِنْ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِ وَأَمَّا الْمُمْتَشِطَةُ فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَكُونُ مُمْتَشِطَةً فَإِذَا اغْتَسَلَتْ لَمْ تَنْقُضْ ذَلِكَ وَلَكِنَّهَا تَحْفِنُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ فَإِذَا رَأَتِ الْبَلَلَ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ دَلَكَتْهُ ثُمَّ أَفَاضَتْ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهَا .

- **ضعيف** .

৩৫৯। বাক্কার ইবনু ইয়াহ্ইয়াহ থেকে তার দাদীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামাহ ﵂-এর নিকট গেলাম। সে সময় এক কুরাইশ মহিলা তাকে হায়িযের কাপড়ে সলাত আদায় করা যায় কিনা জিজ্ঞাসা করেন। উম্মু সালামাহ ﵂ বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমাদের হায়িয হত। হায়িয চলাকালীন সময় পর্যন্ত আমাদের কেউ কেউ একই কাপড় পরিহিত থাকত। অতঃপর সে পাক হলে পরিহিত কাপড় উলটপালট করে দেখত। তাতে রক্ত লেগে থাকলে আমরা তা ধুয়ে ঐ কাপড়েই সলাত আদায় করতাম। আর কিছু না লেগে থাকলে (ধোয়া) ছেড়ে দিতাম। ঐ কাপড় পরে সলাত আদায়ে আমাদেরকে কোন কিছুই বিরত রাখত না। আমাদের মধ্যকার কারো চুল ঝুঁটি বাঁধা থাকলে গোসল করার সময় তা খুলত না, বরং তিন

[৩৫৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ কোন মহিলা হায়িয অবস্থায় পরিহিত কাপড়ে সলাত আদায় করবে কি?, হাঃ ৩১২) ইবরাহীম ইবনু নাফি' হতে।

অঞ্জলি পানি হাতে নিয়ে মাথার উপর ঢেলে দিত। যখন চুলের গোড়ায় ভালভাবে পানি পৌঁছে যেত তখন তা ঘষে নিত। অতঃপর সমগ্র শরীরে পানি ঢেলে দিত।[৩৫৮]

দুর্বল।

٣٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ سَمِعْتُ امْرَأَةً، تَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ تَصْنَعُ إِحْدَانَا بِثَوْبِهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ أَتُصَلِّي فِيهِ قَالَ " تَنْظُرُ فَإِنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا فَلْتَقْرُصْهُ بِشَىْءٍ مِنْ مَاءٍ وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ وَلْتُصَلِّي فِيهِ " .

- حسن صحيح .

৩৬০। আসমা বিনতু আবূ বাক্‌র ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক মহিলাকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনেছি, পবিত্র হওয়ার পর (হায়িযকালীন) কাপড় আমরা কি করব? তাতে কি সলাত আদায় করা যাবে? তিনি বললেন ঃ তা দেখে নিবে। তাতে রক্ত লেগে থাকলে সামান্য পানি দিয়ে রক্ত খুঁটে ফেলে পানি ছিটিয়ে রক্তের স্থান ধুয়ে ফেলবে যেন রক্তের চিহ্ন না থাকে। অতঃপর সেটা পরে সলাত আদায় করবে।[৩৫৯]

হাসান সহীহ।

٣٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ " إِذَا أَصَابَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضِ فَلْتَقْرِصْهُ ثُمَّ لْتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لْتُصَلِّي " .

- صحيح : ق .

৩৬১। আসমা বিনতু আবূ বাক্‌র ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কারো কাপড়ে রক্ত লেগে গেলে করণীয় কী?

---

[৩৫৮] ইবনু খুযাইমাহ (২৭৮)। এর সানাদে বাক্কার ইবনু ইয়াহইয়া এবং তার দাদা দু'জনেই অজ্ঞাত। যেমন 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে রয়েছে।

[৩৫৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ রক্ত ধোয়া, হাঃ ২২৭, এবং অনুঃ হায়িযের রক্ত ধোয়া, হাঃ ৩০৭), মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ রক্তের অপবিত্রতা এবং তা ধোয়ার নিয়ম) উভয়ে ফাতিমাহ বিনতুল মুনযির সূত্রে।

তিনি বললেন ঃ তোমাদের কারো কাপড়ে হায়িযের রক্ত লেগে গেলে তা হাত দিয়ে খুঁটে ফেলবে। অতঃপর তা পানি দিয়ে ধুয়ে ঐ কাপড়ে সলাত আদায় করবে।[৩৬০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٣٦٢ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، – يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ – عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْمَعْنَى قَالَ " حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ انْضَحِيهِ " .

– **صحيح** : ق .

৩৬২। হিশাম (রহঃ) সূত্রে উক্ত হাদীসের সমার্থক বর্ণনা আছে। তাতে রয়েছে ঃ নাবী ﷺ বললেন ঃ কোন জিনিস দিয়ে তা দূর করে পানি দ্বারা ঘষে নিবে। তারপর তাতে পানি ছিটিয়ে ধুয়ে ফেলবে।[৩৬১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٣٦٣ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، – يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ – عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي ثَابِتٌ الْحَدَّادُ، حَدَّثَنِي عَدِيُّ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ، تَقُولُ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ قَالَ " حُكِّيهِ بِضِلْعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ " .

– **صحيح** .

৩৬৩। 'আদী ইবনু দীনার (রহঃ) বলেন, উম্মু ক্বায়িস বিনতু মিহসান -কে আমি বলতে শুনেছি, আমি নাবী ﷺ-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, কাপড়ে হায়িযের রক্ত লেগে গেলে কী করতে হবে? তিনি বললেন ঃ কাঠের টুকরা দিয়ে তা (খুঁচে) দূর করে বরই পাতা মিশানো পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে।[৩৬২]

সহীহ।

---

[৩৬০] বুখারী (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ হায়িযের রক্ত ধোয়া, হাঃ ৩০৭), মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ রক্তের অপবিত্রতা এবং তা ধোয়ার নিয়ম) উভয়ে মালিক সূত্রে।

[৩৬১] এটি (৩৬১ নং)- এ গত হয়েছে।

[৩৬২] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ কাপড়ে হায়িযের রক্ত লাগলে, হাঃ ২৯১), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ কাপড়ে হায়িযের রক্ত লেগে গেলে, হাঃ ৬২৮), দারিমী (হাঃ ১০১৯), আহমাদ (৬/৩৫৫,৩৫৬), ইবনু খুযাইমাহ ((২২৭৭), সকলেই মিক্বদাম সূত্রে।

٣٦٤ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَدْ كَانَ يَكُونُ لإِحْدَانَا الدِّرْعُ فِيهِ تَحِيضُ وَفِيهِ تُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ ثُمَّ تَرَى فِيهِ قَطْرَةً مِنْ دَمٍ فَتَقْصَعُهُ بِرِيقِهَا .

– صحيح .

৩৬৪। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কারো নিকট (কখনো) একটি জামা থাকত। হায়িয অবস্থায় তার পরনে ঐ জামা থাকত। তাতেই জানাবাতের গোসল ফার্‌য হত। অতঃপর জামার কোথাও এক ফোঁটা রক্ত পরিলক্ষিত হলে তা থু থু দ্বারা রগড়ে নিত।[৩৬৩]

সহীহ।

٣٦٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ، أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ " إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ " . فَقَالَتْ فَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ قَالَ " يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ وَلاَ يَضُرُّكِ أَثَرُهُ " .

– صحيح .

৩৬৫। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। খাওলা বিনতু ইয়াসার ﷺ নাবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার একটি মাত্র পরনের কাপড় আছে। তা পরিহিত অবস্থায় আমি হায়িযগ্রস্ত হই। অতএব এ অবস্থায় আমার করণীয় কী? তিনি বললেন, তুমি হায়িযমুক্ত হলে পরিধেয় বস্ত্রটি ধুয়ে নিবে। অতঃপর সেটা পরে সলাত আদায় করবে। তিনি বলেন, যদি রক্তের চিহ্ন দূরীভূত না হয়? নাবী ﷺ বললেন ঃ রক্ত ধুয়ে ফেলাই তোমার জন্য যথেষ্ট। রক্তের চিহ্ন তোমার কোন ক্ষতি করবে না।[৩৬৪]

সহীহ।

---

[৩৬৩] অর্থগতভাবে এটি গত হয়েছে (৩৫৮ নং)- এ।

[৩৬৪] আহমাদ (হাঃ ৮৭৫২) কুতাইবাহ ইবনু সাঈদ সূত্রে।

١٣٣ - باب الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ فِيهِ

অনুচ্ছেদ- ১৩৩ ঃ সহবাসকালীন সময়ের পরিধেয় কাপড়ে সলাত আদায় করা

٣٦٦ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُهَا فِيهِ فَقَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى .

- صحيح .

৩৬৬। মু'আবিয়াহ ইবনু আবূ সুফিয়ান সূত্রে বর্ণিত। তিনি তার বোন ও নাবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ -কে জিজ্ঞেস করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কি স্ত্রী সহবাসকালে পরিহিত কাপড়ে সলাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাতে কোনরূপ অপবিত্রতা পরিদৃষ্ট না হলে আদায় করতেন।[৩৬৫]

সহীহ।

١٣٤ - باب الصَّلاَةِ فِي شُعُرِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ- ১৩৪ ঃ মহিলাদের গায়ে জড়ানো কাপড়ে সলাত আদায় প্রসঙ্গে

٣٦٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا أَوْ فِي لُحُفِنَا .

- صحيح .

৩৬৭। আয়িশাহ্ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাপড়ে অথবা চাদরে সলাত আদায় করতেন না।[৩৬৬]

সহীহ।

٣٦٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يُصَلِّي فِي مَلاَحِفِنَا .

- صحيح .

---

[৩৬৫] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ কাপড়ে বীর্য লাগলে, হাঃ ২৯৩), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ সহবাসকালীন পরিহিত কাপড়ে সলাত আদায়, হাঃ ৫৪০), দারিমী (হাঃ ১৩৭৬), আহমাদ (৬/৩২৫, ৪২৬) একাধিক সানাদে ইয়াযীদ ইবনু আবূ হাবীব সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর সাথে সহবাসকালীন সময়ে পরিহিত কাপড়ে সলাত আদায় জায়িয আছে, যদি তাতে অপবিত্রতা দেখতে না পায়।

[৩৬৬] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ নারীদের চাদরে সলাত আদায় অপছন্দনীয়, হাঃ ৬০০, ইমাম তিরমিযী বলেন, সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাজসজ্জা, অনুঃ নারীদের ওড়না, হাঃ ৫৩৮১) মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন সূত্রে।

. قَالَ حَمَّادٌ وَسَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي صَدَقَةَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَلَمْ يُحَدِّثْنِي وَقَالَ سَمِعْتُهُ مُنْذُ زَمَانٍ وَلاَ أَدْرِي مِمَّنْ سَمِعْتُهُ وَلاَ أَدْرِي أَسَمِعْتُهُ مِنْ ثَبَتٍ أَوْ لاَ فَسَلُوا عَنْهُ .

৩৬৮। 'আয়িশাহ্ ﷺ বলেন, নাবী ﷺ আমাদের (গায়ে জড়ানো) চাদরে সলাত আদায় করতেন না।[৩৬৭]

সহীহ।

হাম্মাদ (রহঃ) বলেন, আমি সাঈদ ইবনু আবূ সদাক্বাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমি মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন ﷺ-কে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি অপারগতা প্রকাশ করে বলেন, আমি কিছু কাল যাবত এ হাদীস শুনেছি কিন্তু আমার মনে নেই, কার কাছে তা শুনেছি। আমি তা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর নিকট শুনেছি কিনা তাও স্মরণ নেই। অতএব তোমরা এ সম্পর্কে অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও।

١٣٥ – باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ- ১৩৫ ঃ মহিলাদের গায়ে জড়ানো কাপড়ে সলাত আদায় করার অনুমতি প্রসঙ্গে

٣٦٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ وَهِيَ حَائِضٌ وَهُوَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ .

– صحيح : ق نحوه .

৩৬৯। মায়মূনাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ একটি চাদর গায়ে দিয়ে সলাত আদায় করলেন। চাদরের একাংশ তাঁর এক ঋতুবতী স্ত্রীর গায়ে জড়ানো ছিল।[৩৬৮]

সহীহ ঃ অনুরূপ বুখারী ও মুসলিম।

٣٧٠ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَىَّ مِرْطٌ لِي وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ .

– صحيح : م .

---

[৩৬৭] আহমাদ (৬/১০১) মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন সূত্রে। দেখুন, (৩৬৮ নং) হাদীস।

[৩৬৮] আহমাদ (৬/৩৩০), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ হায়িয অবস্থায় পরিহিত কাপড়ে সলাত আদায়, হাঃ ৬৫৩) মায়মূনাহ সূত্রে, ইবনু খুযাইমাহ (৭৬৮) মায়মূনাহ সূত্রে। এর সানাদ সহীহ।

৩৭০। 'আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এক রাতে সলাত আদায় করছিলেন। আমি হায়িয অবস্থায় আমার একটি চাদর গায়ে জড়িয়ে তাঁর পাশেই ছিলাম। চাদরের কিছু অংশ ছিল আমার গায়ে আর কিছু অংশ ছিল তাঁর গায়ে।[৩৬৯]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٣٦ – باب الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

অনুচ্ছেদ- ১৩৬ ঃ কাপড়ে বীর্য লাগলে

٣٧١ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – فَاحْتَلَمَ فَأَبْصَرَتْهُ جَارِيَةٌ لِعَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ أَثَرَ الْجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ أَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

– صحيح : م .

৩৭১। হাম্মাম ইবনুল হারিস সূত্রে বর্ণিত। তিনি 'আয়িশাহ্ ﵂-এর মেহমান ছিলেন। তার স্বপ্নদোষ হলো। 'আয়িশাহ্ ﵂-এর এক বাঁদী তাকে কাপড় থেকে বীর্য ধুতে দেখে বিষয়টি 'আয়িশাহ্কে অবহিত করেন। তখন তিনি বলেন, আমি নিজে দেখেছি এবং আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় হতে বীর্য রগড়ে তুলে ফেলেছি।[৩৭০]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٣٧٢ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُصَلِّي فِيهِ .

– صحيح : م .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَافَقَهُ مُغِيرَةُ وَأَبُو مَعْشَرٍ وَوَاصِلٌ .

---

[৩৬৯] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিবলাহ, অনুঃ কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর কাপড়ের অংশ বিশেষের উপর সলাত আদায় করা, হাঃ ৭৬৭), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ হায়িযের কাপড়ে সলাত আদায়, হাঃ ৬৫২), আহমাদ (৬/৬৭, ৯৯) একাধিক সানাদে ত্বালহা ইবনু ইয়াহযাহ সূত্রে।

[৩৭০] মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ বীর্যের হুকুম), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ কাপড়ে বীর্য লাগলে, হাঃ ১১৬, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ কাপড় থেকে বীর্য খুঁটে ফেলা, হাঃ ৫৩৭, ৫৩৮), আহমাদ (৬/৪৩, ১২৫, ১৩৫), ইবনু খুযাইমাহ (অনুঃ বীর্য অপবিত্র নয় এবং তা খুঁটিয়ে ফেলার অনুমতি প্রসঙ্গে, হাঃ ২৮৮), হুমাইদী 'মুসনাদ' (হাঃ১৮৬), সকলেই ইবরাহীম সূত্রে হিশাম হতে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ শুস্ক বীর্য খুঁটে ফেললেই পাক হয়ে যায়।

৩৭২। আল-আসওয়াদ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। 'আয়িশাহ্ ﵂ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে বীর্য রগড়ে তুলে ফেলতাম। অতঃপর তিনি ঐ কাপড়েই সলাত আদায় করতেন।[৩৭১]

সহীহ ঃ মুসলিম।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, মুগীরাহ ও আবূ মা'শার উপরোক্ত হাদীস বর্ণনায় ঐকমত্য পোষণ করেছেন এবং আ'মাশ হাকামের অনুরূপই বর্ণনা করেছেন।

٣٧٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، ح حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمٌ، – يَعْنِي ابْنَ أَخْضَرَ الْمَعْنَى وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمٍ – قَالاَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَتْ ثُمَّ أَرَى فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعًا .

– صحيح : ق .

৩৭৩। সুলাইমান ইবনু ইয়াসার ﵀ বলেন, আমি আয়িশাহ্ ﵂-কে বলতে শুনেছি, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে বীর্য ধুয়ে ফেলতাম। তারপরও কাপড়ে একটি বা কয়েকটি ভিজা চিহ্ন দেখতে পেতাম।[৩৭২]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٣٧ – باب بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

অনুচ্ছেদ- ১৩৭ ঃ শিশুদের পেশাব কাপড়ে লাগলে

٣٧٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ، أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ .

– صحيح : ق .

---

[৩৭১] মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ বীর্যের হুকুম), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ কাপড় থেকে বীর্য খুঁটিয়ে ফেলা, হাঃ ৫৩৯) ইবরাহীম সূত্রে, এবং আহমাদ (৬/৩৫, ৯৭, ১০১, ১২৫, ১৩২)

[৩৭২] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ বীর্য ধোয়া ও খুঁটিয়ে ফেলা), মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ বীর্যের হুকুম) 'আমর ইবনু মায়মূন হতে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ বীর্য তরল অবস্থায় থাকলে তা ধুয়ে ফেললেই পাক হয়ে যায়।

৩৭৪। উম্মু ক্বায়িস বিনতু মিহসান ﷺ সূত্রে বর্ণিত তিনি তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশু পুত্রকে নিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিজের কোলে বসালে শিশুটি তাঁর পরিধেয় বস্ত্রে পেশাব করে দেয়। তিনি পানি আনিয়ে তাতে ছিটিয়ে দিলেন, কিন্তু ধৌত করলেন না।[৩৭৩]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٣٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، وَالرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ - رضى الله عنه - فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَالَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ الْبَسْ ثَوْبًا وَأَعْطِنِي إِزَارَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ قَالَ " إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأُنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ " .

- حسن صحيح .

৩৭৫। লুবাবাহ বিনতুল হারিস সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হুসাইন ইবনু 'আলী ﷺ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোলে থাকাবস্থায় পেশাব করে দিলেন। আমি বললাম, আপনি অন্য একটি কাপড় পরে নিন এবং আপনার এ কাপড়টি আমাকে ধুতে দিন। তিনি বললেন ঃ মেয়ে শিশু পেশাব করলে ধুতে হয়। আর ছেলে শিশু পেশাব করলে তাতে পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ট।[৩৭৪]

হাসান সহীহ।

٣٧٦ - حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْحِ، قَالَ كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ " وَلِّنِي قَفَاكَ " . فَأُوَلِّيهِ قَفَاىَ فَأَسْتُرُهُ بِهِ فَأُتِيَ بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ - رضى الله عنهما - فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ فَجِئْتُ أَغْسِلُهُ فَقَالَ " يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ " . قَالَ عَبَّاسٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْوَلِيدِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ أَبُو الزَّعْرَاءِ . قَالَ هَارُونُ بْنُ تَمِيمٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الأَبْوَالُ كُلُّهَا سَوَاءٌ .

- صحيح .

---

[৩৭৩] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ বাচ্চাদের পেশাব সম্পর্কে, হাঃ ২২৩), মুসলিম (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ দুগ্ধপোষ্য বাচ্চাদের পেশাবের হুকুম এবং তা ধোয়ার নিয়ম) ইবনু শিহাব সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ শক্ত খাবার খায় না বরং কেবল দুধ খায় এমন (দুগ্ধপোষ্য ছেলে) শিশুর পেশাব লাগা কাপড়ে পানি ছিটালেই চলবে।

[৩৭৪] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ এমন বাচ্চার পেশাব সম্পর্কে যে শক্ত খাবার খায় না, হাঃ ৫২২), আহমাদ (৬/৩৩৯), হাকিম (১/১১৬) ইমাম যাহাবী একে সহীহ বলেছেন, সকলেই সিমাক সূত্রে।

৩৭৬। আবূস সাম্‌হ ﷺ বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর খিদমাত করতাম। তিনি গোসল করার ইচ্ছা করলে আমাকে বলতেন ঃ তুমি পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়াও। তখন আমি পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে আড়াল করে রাখতাম। একবার হাসান অথবা হুসাইন ﷺ-কে আনা হলে তাঁদের একজন তাঁর বুকে পেশাব করে দিলেন। আমি তা ধৌত করতে এলে তিনি বললেন ঃ মেয়ে শিশুর পেশাব ধোয়া আবশ্যক হয়। আর ছেলে শিশুর পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ট।[৩৭৫]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাসান বাসরীর মতে, সব পেশাবের হুকুমই (অপবিত্র হিসেবে) সমান।

٣٧٧ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، – رضى الله عنه – قَالَ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ مَا لَمْ يَطْعَمْ .

– صحيح موقوف .

৩৭৭। 'আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মেয়েদের পেশাব ধুতে হবে এবং ছেলেদের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে– যতক্ষণ না তারা শক্ত খাদ্য গ্রহণ করে।[৩৭৬]

সহীহ মাওকূফ।

٣٧٨ – حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، – رضى الله عنه – أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ " مَا لَمْ يَطْعَمْ " . زَادَ قَالَ قَتَادَةُ هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ فَإِذَا طَعِمَا غُسِلاَ جَمِيعًا .

– صحيح .

৩৭৮। 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। আল্লাহর নাবী ﷺ বলেছেন ..পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। এ বর্ণনায় 'সে শক্ত খাদ্য গ্রহণ না করা পর্যন্ত'– এ কথাটুকু উল্লেখ নেই। তাতে এ কথা রয়েছে, ক্বাতাদাহ ﷺ বলেছেন, শিশু কন্যা ও পুত্রদের ব্যাপারে এ হুকুম খাদ্য

---

[৩৭৫] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ শিশু কন্যার পেশাব, হাঃ ৩০৩), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ এমন বাচ্চার পেশাব সম্পর্কে যে শক্ত খাবার খায় না, হাঃ ৫২৬), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (২/৫১০)।

[৩৭৬] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ এমন বাচ্চার পেশাব সম্পর্কে যে শক্ত খাবার খায় না, হাঃ ৫২৫), আহমাদ (১/৭৬) ক্বাতাদাহ সূত্রে। এর সানাদ সহীহ।

গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রযোজ্য। (শক্ত) খাদ্য গ্রহণ করা শুরু করলে উভয়ের পেশাবই ধুতে হবে।[৩৭৭]

সহীহ।

٣٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا أَبْصَرَتْ أُمَّ سَلَمَةَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى بَوْلِ الْغُلاَمِ مَا لَمْ يَطْعَمْ فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ

- صحيح .

৩৭৯। হাসান হতে তার মায়ের সূত্রে বর্ণিত। তার মা বলেন, তিনি উম্মু সালামাহ ﷺ-কে দেখেছেন, শক্ত খাদ্য গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি (দুগ্ধপোষ্য) ছেলের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিতেন। আর (শক্ত) খাদ্য গ্রহণ শুরু করলে (তাদের পেশাব করা কাপড়) ধুয়ে ফেলতেন। আর তিনি মেয়ে শিশুর পেশাবের কাপড়ও ধুয়ে ফেলতেন।[৩৭৮]

সহীহ।

١٣٨ - باب الأَرْضِ يُصِيبُهَا الْبَوْلُ

অনুচ্ছেদ- ১৩৮ ঃ মাটিতে পেশাব লাগলে

٣٨٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَابْنُ، عَبْدَةَ - فِي آخَرِينَ وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ عَبْدَةَ - أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ فَصَلَّى - قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ - رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا " . ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَأَسْرَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ " إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ صُبُّوا عَلَيْهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ " . أَوْ قَالَ " ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ " .

- صحيح : خ .

৩৮০। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদে বসা ছিলেন এমন সময় এক বেদুঈন মাসজিদে প্রবেশ করে দু' রাকআত সলাত আদায় করল। অতঃপর দু'আ করল, হে আল্লাহ! দয়া করো আমার প্রতি ও মুহাম্মাদের প্রতি এবং আমাদের সাথে অন্য কারো প্রতি দয়া

---

[৩৭৭] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ দুগ্ধপোষ্য পুত্র শিশুর পেশাবে পানি ছিটানো, হাঃ ৬১০, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), ইবনু খুযাইমাহ (২৮৪), আহমাদ (হাঃ ৫৬৩, ১১৪৯) ক্বাতাদাহ সূত্রে।

[৩৭৮] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

করো না। নাবী ﷺ বললেন ঃ তুমি ব্যাপককে সীমিত করে দিলে। কিছুক্ষণ পর ঐ লোকটি মাসজিদের এক কোণে পেশাব করে দিল। লোকেরা (তাকে শায়েস্তা করার জন্য) দ্রুত তার দিকে এগুচ্ছিল। নাবী ﷺ তাদের নিষেধ করে বললেন ঃ তোমাদেরকে মানুষের প্রতি সহজ ও কোমল আচরণকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে, রুক্ষ ও কঠোর আচরণকারী হিসেবে নয়। তোমরা এর (পেশাবের) উপর এক বালতি বা এক ডোল পানি ঢেলে দাও।[৩৭৯]

সহীহ ঃ বুখারী।

٣٨١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، - يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ - قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ، - يَعْنِي ابْنَ عُمَيْرٍ - يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ، قَالَ صَلَّى أَعْرَابِيٌّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيهِ وَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ " خُذُوا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ فَأَلْقُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً " .

- صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ ابْنُ مَعْقِلٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم .

৩৮১। 'আবদুল্লাহ ইবনু মা'ক্বিল ইবনু মুক্বাররিন সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নাবী ﷺ-এর সাথে সলাত আদায় করল। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তাতে রয়েছে ঃ নাবী ﷺ বললেন ঃ যে মাটিতে সে পেশাব করেছে ঐ মাটি তুলে ফেলে দাও এবং ঐ জায়গায় পানি ঢালো।[৩৮০]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এটি মুরসাল হাদীস। 'আবদুল্লাহ ইবনু মা'ক্বিল ﷺ নাবী ﷺ-এর যুগ পাননি।

١٣٩ - باب فِي طُهُورِ الأَرْضِ إِذَا يَبِسَتْ

অনুচ্ছেদ- ১৩৯ ঃ মাটি শুকিয়ে গেলে পবিত্র হয়ে যায়

٣٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ كُنْتُ أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ

---

[৩৭৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ মাসজিদে পেশাবের উপর পানি ঢেলে দেয়া, হাঃ ২২০), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ জমিনে পেশাব লাগলে করণীয়, হাঃ ১৪৭), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সাহু, অনুঃ সলাতে কথা বলা, হাঃ ১২১৫, ১২১৬) সংক্ষেপে এ পর্যন্ত ঃ "তুমি প্রশস্ত বিষয়কে সংকীর্ণ করে দিলে।"

[৩৮০] বায়হাক্বী (২/৪২৮), দারাকুতনী (১/১৩২)। ইমাম দারাকুতনী বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু মা'ক্বাল একজন তাবেঈ, অতএব এটি মুরসাল। ইবনু হাজার 'আত-তালখীস' (১/৪৯)।

اللَّهِ ﷺ وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا وَكَانَتِ الْكِلاَبُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ .

– صحيح : علقه البخاري .

৩৮২। ইবনু উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমি রাতে মাসজিদে ঘুমাতাম। তখন আমি ছিলাম অবিবাহিত যুবক। সে সময় মাসজিদে প্রায়ই কুকুর যাতায়াত করত এবং তাতে পেশাব করে দিত। কিন্তু তাঁদের কেউ পেশাবের উপর পানি ঢালতেন না।[৩৮১]

সহীহ ঃ বুখারী একে তা'লীক্বভাবে বর্ণনা করেছেন।

١٤٠ – باب فِي الأَذَى يُصِيبُ الذَّيْلَ

অনুচ্ছেদ- ১৪০ ঃ কাপড়ের আঁচলে (শুষ্ক) অপবিত্রতা লাগলে

٣٨٣ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ، لإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ . فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ " .

– صحيح .

৩৮৩। ইবরাহীম ইবনু 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফের উম্মু ওয়ালাদ সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-এর স্ত্রী উম্মু সালামাহ্ ﷺ-কে বলেন, আমার আঁচল ঝুলিয়ে রাখি এবং আমি আবর্জনার স্থানে চলাচল করে থাকি। উম্মু সালামাহ্ ﷺ বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ এর পরবর্তী রাস্তা ঐ আঁচলকে পবিত্র করে দেয়।[৩৮২]

সহীহ।

٣٨٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالاَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ قَالَتْ قُلْتُ يَا

---

[৩৮১] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ কুকুর পাত্র হতে পানি পান করলে তা সাতবার ধোয়া হাঃ ১৭৪), আহমাদ (২/৭১) যুহরী সূত্রে।

[৩৮২] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ উযু সম্পর্কে), দারিমী (৭৪২), মালিক (১৬), বায়হাক্বী (২/৪০৬)।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ পবিত্র যমীনের উপর দিয়ে অতিক্রমের দ্বারা ময়লাযুক্ত আচল পবিত্র হয়ে যায়। ইমাম শাফিঈ (রহঃ) বলেন, এ বিধান শুস্ক ময়লার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তরল অপবিত্রতা লাগলে তা ধুয়ে পবিত্র করতে হবে।

رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا قَالَ " أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا " . قَالَتْ قُلْتُ بَلَى . قَالَ " فَهَذِهِ بِهَذِهِ " .

- صحيح .

৩৮৪। বনু 'আবদুল আশহালের জনৈকা মহিলা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ﷺ! আমাদের মাসজিদে যাওয়ার রাস্তাটি আবর্জনাপূর্ণ। সুতরাং বৃষ্টি হলে আমরা কী করব? তিনি বললেন ঃ এর পরের রাস্তাটা কি এর চাইতে ভাল নয়? আমি বললাম, হ্যাঁ, ভাল। তিনি বললেন ঃ তাহলে এটা ওটার পরিপূরক। (অর্থাৎ এ রাস্তার ময়লা ঐ রাস্তা দূর করে দিবে)।[৩৮৩]

সহীহ।

١٤١ - باب فِي الأَذَى يُصِيبُ النَّعْلَ

অনুচ্ছেদ- ১৪১ ঃ জুতায় অপবিত্রতা লাগলে

٣٨٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ح وَحَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، - الْمَعْنَى - قَالَ أُنْبِئْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيَّ، حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلَيْهِ الأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ " .

- صحيح .

৩৮৫। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কারোর জুতার তলায় আবর্জনা লেগে গেলে মাটিই তার আবর্জনা বা অপবিত্রতা দূর করার জন্য যথেষ্ট।[৩৮৪]

সহীহ।

٣٨٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، - يَعْنِي الصَّنْعَانِيَّ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ " إِذَا وَطِئَ الأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُورُهُمَا التُّرَابُ "

- صحيح .

---

[৩৮৩] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ মাটির একাংশ অপর অংশকে পবিত্র করে দেয়, হাঃ ৫৩৩), আহমাদ (৬/৪৩৫), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (২/৪৩৪) 'আবদুল্লাহ ইবনু ঈসা সূত্রে।

[৩৮৪] হাকিম (১/১৬৬), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (২/৪৩০)। ইমাম যায়লাঈ একে 'নাসবুর রায়াহ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

৩৮৬। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তাতে রয়েছে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কারো মোজায় অপবিত্রতা লেগে গেলে মাটিই তার পবিত্রকারী।[৩৮৫]

সহীহ।

٣٨٧ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - يَعْنِي ابْنَ عَائِذٍ - حَدَّثَنِي يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ حَمْزَةَ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنِي أَيْضًا، سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَعْنَاهُ .

৩৮৭। 'আয়িশাহ্ ﷺ হতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[৩৮৬]

সহীহ।

١٤٢ - باب الإِعَادَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ تَكُونُ فِي الثَّوْبِ

অনুচ্ছেদ- ১৪২ ঃ অপবিত্র কাপড়ে আদায়কৃত সলাত পুনরায় আদায় করা

٣٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَتْنَا أُمُّ يُونُسَ بِنْتُ شَدَّادٍ، قَالَتْ حَدَّثَتْنِي حَمَاتِي أُمُّ جَحْدَرٍ الْعَامِرِيَّةُ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْنَا شِعَارُنَا وَقَدْ أَلْقَيْنَا فَوْقَهُ كِسَاءً فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ الْكِسَاءَ فَلَبِسَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ لُمْعَةٌ مِنْ دَمٍ . فَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى مَا يَلِيهَا فَبَعَثَ بِهَا إِلَىَّ مَصْرُورَةً فِي يَدِ الْغُلاَمِ فَقَالَ " اغْسِلِي هَذِهِ وَأَجِفِّيهَا ثُمَّ أَرْسِلِي بِهَا إِلَىَّ " . فَدَعَوْتُ بِقَصْعَتِي فَغَسَلْتُهَا ثُمَّ أَجْفَفْتُهَا فَأَحَرْتُهَا إِلَيْهِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهِيَ عَلَيْهِ .

- ضعيف .

---

[৩৮৫] হাকিম (১/১৬৬)। ইমাম হাকিম বলেন, হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। কেননা সানাদের মুহাম্মাদ ইবনু কাসীর সান'আনী সত্যবাদী এবং তিনি এর সানাদ সংরক্ষন করেছেন ইবনু 'আজলানের উল্লেখ করে, তবে বুখারী ও মুসলিম তার থেকে বর্ণনা করেননি। ইবনু হিব্বান (১৪০১), ইবনু খুযাইমাহ (২৯২), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (২/৪৩০) মুহাম্মাদ ইবনু কাসীর সূত্রে।

[৩৮৬] ইবনু 'আদী 'কামিল' (৪/১২৬), এবং নাসবুর রায়াহ (১/২০৮)।

৩৮৮। উম্মু জাহ্‌দার আল-'আমিরিয়্যাহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি 'আয়িশাহ্ ﵂-কে জিজ্ঞেস করলেন, হায়িযের রক্ত কাপড়ে লেগে গেলে কী করতে হবে? 'আয়িশাহ্ ﵂ বললেন, এক রাতে আমি (হায়িয অবস্থায়) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রাত যাপন করলাম। আমাদের গায়ে নিজ নিজ কাপড় ছিল। সেটির উপর আমরা একটি চাদরও জড়িয়ে নিলাম। ভোর হলে রসূলুল্লাহ ﷺ ঐ চাদরখানি পরিধান করে ফাজ্‌রের সলাত আদায়ে চলে গেলেন। তিনি সলাত আদায় করার পর বসলেন। তখন এক লোক বলল, হে আল্লাহর রসূল! এতে রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছে! রসূলুল্লাহ ﷺ দাগ ও তার আশেপাশের অংশ হাতের মুঠোয় ধরে ঐ অবস্থায়ই এক গোলামের দ্বারা চাদরটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ এটা ধুয়ে ভাল করে চিপে নিয়ে আবার আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। আমি এক পাত্র পানি নিয়ে তা ধুয়ে ভাল করে পানি নিংড়িয়ে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিলাম। দুপুরে রসূলুল্লাহ ﷺ ঐ চাদরটি গায়ে দিয়ে (ঘরে) ফিরলেন।[৩৮৭]

দুর্বল।

١٤٣ – باب الْبُصَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

অনুচ্ছেদ- ১৪৩ ঃ কাপড়ে থু থু লাগলে

٣٨٩ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ بَزَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ثَوْبِهِ وَحَكَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ .

– صحيح .

৩৮৯। আবূ নাদ্‌রাহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড়ে থুথু লাগলে তিনি কাপড়ের এক অংশ দিয়ে অপর অংশ রগড়ে দিলেন।[৩৮৮]

সহীহ।

٣٩٠ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِهِ.

৩৯০। আনাস ﵁ হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।[৩৮৯]

সহীহ।

---

[৩৮৭] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদে উম্মু ইউনূস এবং উম্মু জাহদার রয়েছে। উভয়ের অবস্থা জানা যায়নি। যেমন তা হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

[৩৮৮] আহমাদ (৩/৪২) আবূ নাযরাহ সূত্রে আবূ সাঈদ হতে।

[৩৮৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ থুতু, নাকের শিকনী ইত্যাদি কাপড়ে লেগে যাওয়া, হাঃ ২৪১), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ কাপড়ে থুতু লাগলে করণীয়, হাঃ ৩০৭), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, হাঃ ১০২৪) হাম্মাদ সূত্রে।

٢ – كتاب الصلاة

অধ্যায় -২ ঃ সলাত

١ – باب فَرْضِ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ১ ঃ সলাত ফার্‌য হওয়ার বর্ণনা

٣٩١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ " . قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ " لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ " . قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ " لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ " . قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّدَقَةَ . قَالَ فَهَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ " لاَ إِلاَّ أَنْ تَطَّوَّعَ " . فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلاَ أَنْقُصُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ " .

– صحيح : ق .

৩৯১। আবূ সুহাইল ইবনু মালিক থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি ত্বালহা ইবনু 'উবায়দুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, উষ্কখুস্ক চুল বিশিষ্ট নাজ্‌দের জনৈক অধিবাসী রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসল। তখন তার মুখ হতে গুনগুন শব্দ শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু কথাগুলো বোঝা যাচ্ছিল না। এমতাবস্থায় সে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটবর্তী হয়ে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করল। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ (ইসলাম হচ্ছে) দিবা-রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা। লোকটি বললো, এছাড়া আরও (সলাত) আছে কি? তিনি বললেন, না, তবে তুমি নাফ্‌ল (সলাত) আদায় করতে পার। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তার উদ্দেশে রমাযান মাসের সিয়ামের কথা উল্লেখ করলেন। লোকটি বলল, আমার উপর এছাড়া আরও (সিয়াম) আছে কি? তিনি বললেন ঃ না, তবে তুমি নাফ্‌ল (সিয়াম) পালন করতে পার। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে যাকাতের কথাও বললেন। লোকটি বলল, আমাকে এছাড়াও কোন দান করতে হবে কি? তিনি বললেন ঃ না, তবে নাফ্‌ল হিসেবে (দান) করতে পার। অতঃপর লোকটি এই বলতে বলতে চলে যেতে

লাগল যে, আল্লাহর শপথ! আমি এর চেয়ে বেশীও করব না কমও করব না। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ লোকটি সত্য বলে থাকলে অবশ্যই সফলকাম হয়ে গেল।[৩৯১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٣٩٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِيُّ، عَنْ أَبِي سُهَيْلٍ، نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ " أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ " .

– شاذ بزيادة : (وَأَبِيه) .

৩৯২। আবূ সুহাইল নাফি‘ ইবনু মালিক ইবনু আবূ ‘আমির একই সানাদে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ (রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন) তার পিতার শপথ!* সে অবশ্যই সফলকাম হবে যদি সত্য বলে থাকে। তার পিতার শপথ! সে সত্য বলে থাকলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৩৯২]

শায ঃ "তার পিতার শপথ" কথাটি অতিরিক্ত যোগে।

٢ – باب فِي الْمَوَاقِيتِ

অনুচ্ছেদ- ২ ঃ সলাতের ওয়াক্তসমূহের বর্ণনা

٣٩٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ فُلاَنِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَمَّنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيَ - يَعْنِي الْمَغْرِبَ - حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ حِينَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلَّى بِيَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلَّى بِيَ الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ حِينَ

---

[৩৯১] বুখারী (অধ্যায় ঃ ঈমান, অনুঃ ইসলামে যাকাত বিধান, হাঃ ৪৬) মুসলিম (অধ্যায় ঃ ঈমান, অনুঃ ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ সলাত সম্পর্কে বর্ণনা) মালিক সূত্রে।

[৩৯২] মুসলিম (অধ্যায় ঃ ঈমান, অনু ঃ ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ সলাত সম্পর্কে বর্ণনা), ইবনু খুযাইমাহ (অনুঃ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফারয, হাঃ ৩০৬), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (২/৪৬৬), সকলেই আবূ সুহাইল সূত্রে।

* 'তার পিতার শপথ! সে অবশ্যই সফলকাম হবে'-এটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের কথা। হয়ত তৎকালীন আরবের প্রথানুসারে এরূপ বলা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে শপথ করা নিষেধ করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারোর নামে কসম করল সে শিরক করল।" (হাদীস)

أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلَّى بِيَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ " .

– حسن صحيح .

৩৯৩। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ বাইতুল্লাহর নিকট জিবরীল ('আলাইহিস সালাম) দু'বার আমার সলাতে ইমামতি করেছেন। (প্রথমবার) সূর্য (পশ্চিম আকাশে) ঢলে যাওয়ার পর আমাকে নিয়ে তিনি যুহর সলাত আদায় করলেন। তখন (পূর্ব দিকে) জুতার ফিতার সমান ছায়া দেখা দিয়েছিল। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে 'আসরের সলাত আদায় করলেন, যখন (প্রত্যেক বস্তুর) ছায়া তার সমান হয়। এরপর আমাকে নিয়ে তিনি মাগরিবের সলাত আদসলাত আদায় করলেন, যখন ছায়া তার দ্বিগুণ হলো। তিনি আমাকে নিয়ে মাগরিবের সলাত আদায় করলেন, যখন সিয়াম পালনকারীর ইফতারের সময় হয়। তিনি আমাকে নিয়ে 'ইশা সলাত আদায় করলেন রাতের তৃতীয়াংশে এবং ফাজ্‌র সলাত আদায় করলেন ভোরের আলো ছড়িয়ে যাওয়ার পর। অতঃপর জিবরীল ('আলাইহিস সালাম) আমার দিকে ফিরে বললেন, হে মুহাম্মাদ ﷺ! এটাই হচ্ছে আপনার পূর্ববর্তী নাবীগণের সলাতের ওয়াক্ত এবং সলাতের ওয়াক্তসমূহ এ দু' সময়ের মাঝখানেই নিহিত।[৩৯৩]

হাসান সহীহ।

---

[৩৯৩] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সলাতের ওয়াক্ত সমূহ, হাঃ ১৪৯, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান), আহমাদ (১/৩৩৩), হাকিম (১/১৯৩), ইবনু খুযাইমাহ (১,১৬৮, হাঃ ৩২৫)।

এক নজরে সলাতের ওয়াক্ত সমূহ

ফাজ্‌রের ওয়াক্ত ঃ 'সুবহি সাদিক' থেকে সূর্যদয়ের পূর্ব পর্যন্ত। রসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা 'গালাস' বা খুব ভোরের অন্ধকারে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করতেন এবং জীবনে একবার মাত্র 'ইসফার' বা চারদিকে ফর্সা হওয়ার সময়ে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করেছেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ফাজ্‌রের সলাত খুব অন্ধকারে আদায় করাই তাঁর নিয়মিত অভ্যাস ছিল। (সহীহ আবূ দাউদ) অতএব ফাজ্‌রের সলাত 'গালাস' বা খুব ভোরের অন্ধকারে আদায় করাই উত্তম।

ইমাম ত্বাহাভী (রহঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ও সহাবায়ি কিরাম থেকে বর্ণিত হাদীস মোতাবেক ফাজ্‌রের সলাত অন্ধকারে শুরু করা উচিত এবং একটু ফর্সা হলেই শেষ করা উচিত। এটাই ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) প্রমূখের অভিমত। (দেখুন, শারহু মা'আনিল আসার, ১/৯০)

যুহরের ওয়াক্ত ঃ সূর্য পশ্চিম দিকে ঢললেই যুহরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং কোন বস্তুর নিজস্ব ছায়ার একগুণ হলে ওয়াক্ত শেষ হয়। (সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ, মিশকাত। ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদ হতেও সহীহ হাদীসে বর্ণিত এ মতের সমর্থন রয়েছে, দেখুন, হিদায়া ১/৮১)

'আসরের ওয়াক্ত ঃ কোন বস্তুর ছায়া সমপরিমান হয়ে যাওয়ার পর দ্বিগুণ হতে শুরু করা থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত 'আসরের সময়- (সহীহ মুসলিম)। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সূর্য যখন হলুদ রং হয় এবং শাইত্বানের দু' শিংয়ের মাঝখানে এসে যায় তখন মুনাফিক্বরা সলাত পড়ে-(সহীহ মুসলিম)। সুতরাং সূর্যের আভা একটু হলদে রং হয়ে আসার পূর্বেই 'আসর সলাত আদায় করা উচিত।

٣٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ

ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, 'আসরের ওয়াক্তের শুরু হল এক ছায়া হতে। ইমাম আবূ ইউসূফ, ইমাম মুহাম্মাদ এবং ইমাম যুফার ও অন্য তিনজন ইমামের মতও তাই। হানাফী মুহাদ্দিস ইমাম ত্বাহাভী (রহঃ) বলেন, আমরা এটাই গ্রহণ করি- (দেখুন, ত্বাহাভী ৭৮ পৃষ্ঠা)। গুরারুল আকরে এটাই গৃহীত হয়েছে। জিবরীল (আঃ)-এর বর্ণনা হতে এটাই সুস্পষ্ট যে, এ ব্যাপারে এটাই হচ্ছে সঠিক 'নাস' ও হাদীস। (দেখুন, দুররে মুখতার, ১/৫৯)

ফাতাওয়াহ্ হাম্মাদিয়াতে আছে যে, ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদের ফাতাওয়াহ্ই হানাফীদের ফাতাওয়াহ। অর্থাৎ যুহরের শেষ সময় ও 'আসরের শুরু হল এক ছায়া হতে। মুলতাকাব আবহুরে আছে, ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) তাঁর উক্ত দুই ছাত্রের এ মতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। মোল্লা আবিদ সিন্ধী (রহঃ) বলেন, দুই ছাত্রের ফাতাওয়াহ্র প্রতি ইমাম আবূ হানিফার মত পাল্টানোর কথা ফাতাওয়াহ্ শামী, কিতাবুল আনীস এবং আল-জাওয়াহারুল মুনীর শারাহ তানভীরুল আবসার প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। (দেখুন, মাওয়াহিবু লাতীফিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ২০৪, যাহরাতু রিয়াযিল আবরার, পৃষ্ঠা ৬৫)

অতএব সহীহ হাদীস এবং চার ইমামসহ ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদের অভিমত দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, বস্তুর ছায়ার একগুণ হওয়ার পর হতে 'আসরের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং দু'গুণ হলে শেষ হয়। তবে সূর্যাস্তের প্রাক্কালের রক্তিম সময় পর্যন্ত 'আসরের সলাত আদায় জায়িয আছে। (দেখুন, নায়ল ২/৩৪-৩৫)

মাগরিবের ওয়াক্ত ঃ সূর্য ডোবার পরই মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং পশ্চিম আকাশে সূর্যের লালিমা শেষ হওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। (সহীহ মুসলিম, মিশকাত)

'ইশার ওয়াক্ত ঃ 'ইশার ওয়াক্ত পশ্চিম আকাশের লাল আভা দূর হবার পর থেকে শুরু হয় এবং অর্ধেক রাতে শেষ হয়- (সহীহ মুসলিম, মিশকাত)। তবে জরূরী কারণ বশতঃ ফাজ্‌রের পূর্ব পর্যন্ত 'ইশার সলাত আদায় করা জায়িয আছে। (সহীহ মুসলিম, আবূ ক্বাতাদাহ হতে- ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৭৯)

সলাতের নিষিদ্ধ সময় ঃ

সূর্যোদয়, ঠিক দুপুরে- যতক্ষন না সূর্য একটু ঢলে পড়ে, ও সূর্যাস্তকালে সলাত শুরু করা সিদ্ধ নয়- (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)। অনুরূপভাবে 'আসরের সলাতের পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং ফাজ্‌রের সলাতের পর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন সলাত নেই- (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)। তবে ফাজ্‌র ও 'আসর সলাতের পরে ক্বাযা সলাত আদায় করা জায়িয আছে- (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)। বিভিন্ন হাদীসের আলোকে অনেক বিদ্বান নিষিদ্ধ সময়গুলিতে 'কারণ বিশিষ্ট' সলাত সমূহ আদায় করা জায়িয বলেছেন। যেমন- তাহিয়্যাতুল মাসজিদ, তাহিয়্যাতুল উযু, সূর্য গ্রহণের সলাত, জানাযার সলাত ইত্যাদি- (ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮২)। জুমু'আহর সলাত ঠিক দুপুরের সময় জায়িয আছে- (তুহফাতুল আহওয়াযী, ফিক্বহুস সুন্নাহ)। অমনিভাবে কা'বা শরীফে সকল সময় সলাত ও তাওয়াফ জায়িয- (নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী)। (সলাতুর রসূল (সাঃ), পৃঃ ২৯)

নাবী ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্য উঠার আগে ফাজ্‌রের এক রাক'আত পায় সে ফাজ্‌রের সলাত পেয়ে গেল এবং যে ব্যক্তি সূর্য ডোবার আগে 'আসরের মাত্র এক রাক'আত পেল সে 'আসরের সলাত পেয়ে গেল- (সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। হাদীসটি প্রমাণ করে, কোন বৈধ কারণে কেউ যদি সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের এমন সময় সলাত আরম্ভ করে যে, সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের পূর্বে সে মাত্র এক রাক'আত সলাত পড়তে পারবে এবং সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের পরে অবশিষ্ট তিন রাক'আত পড়তে পারবে তার সেই সলাত জায়িয হবে। সুতরাং ওযর থাকলে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময়ও সলাত আদায়ে নিষেধ নেই।

بْنُ الزُّبَيْرِ أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ ﷺ قَدْ أَخْبَرَ مُحَمَّدًا ﷺ بِوَقْتِ الصَّلاَةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اعْلَمْ مَا تَقُولُ . فَقَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " نَزَلَ جِبْرِيلُ ﷺ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلاَةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ " . يَحْسُبُ بِأَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حِينَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلاَةِ فَيَأْتِي ذَا الْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسْوَدُّ الأُفُقُ وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ ثُمَّ صَلَّى مَرَّةً أُخْرَى فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلاَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَّغْلِيسَ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَعُدْ إِلَى أَنْ يُسْفِرَ .

– حسن .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا الْوَقْتَ الَّذِي صَلَّى فِيهِ وَلَمْ يُفَسِّرُوهُ وَكَذَلِكَ أَيْضًا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَحَبِيبُ بْنُ أَبِي مَرْزُوقٍ عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَأَصْحَابِهِ إِلاَّ أَنَّ حَبِيبًا لَمْ يَذْكُرْ بَشِيرًا .

৩৯৪। উসামাহ ইবনু যায়িদ আল-লাইসী সূত্রে বর্ণিত। ইবনু শিহাব (রহঃ) তাকে অবহিত করেছেন যে, একদা 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (রহঃ) মিম্বারের উপর বসে (কর্মব্যস্ত) ছিলেন। ফলে তিনি 'আসরের সলাত আদায়ে কিছুটা বিলম্ব করলেন। তখন 'উরওয়াহ ইবনুয যুবাইর (রহঃ) তাকে বললেন, আপনি জানেন না, জিবরীল ('আলাইহিস সালাম) মুহাম্মাদ ﷺ-কে সলাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে অবহিত করেছেন? 'উমার ؓ বললেন, আপনি যা বলছেন, বুঝে শুনে বলুন। 'উরওয়াহ বললেন, আমি বাশীর ইবনু আবূ মাসউদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি আবূ মাসঊদ আনসারী ؓ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ জিবরীল ('আলাইহিস সালাম) অবতরণ করে আমাকে সলাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে অবহিত করেছেন। আমি তাঁর সাথে সলাত আদায় করেছি, অতঃপর আবার তাঁর সাথে সলাত আদায় করেছি, অতঃপর আবার তাঁর সাথে সলাত আদায় করেছি, অতঃপর আবার তাঁর সাথে সলাত আদায় করেছি, অতঃপর আবার তাঁর সাথে সলাত আদায় করেছি। এভাবে তিনি আঙ্গুলে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত গণনা করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে সূর্য ঢলে

পড়ার সাথে সাথেই যুহরের সলাত আদায় করতে দেখেছি। প্রচণ্ড গরমের দিনে তিনি কখনো দেরী করেও আদায় করেছেন। আমি তাঁকে ঐ সময় 'আসরের সলাত আদায় করতে দেখেছি যখন সূর্য উপরে উজ্জ্বল বর্ণ অবস্থায় থাকত, তখনো তাতে হলুদ রং আসেনি। কোন ব্যক্তি 'আসরের সলাত আদায় করে সূর্য ডোবার পূর্বেই যুলহুলায়ফাহ্ নামক স্থানে পৌঁছে যেত। তিনি মাগরিবের সলাত আদায় করতেন সূর্য ডোবার পরপরই, আর 'ইশার সলাত আদায় করতেন যখন (পশ্চিম আকাশ) কালো রঙে আচ্ছাদিত হত, অবশ্য তিনি কখনো লোকজনের একত্র হওয়ার আশায় তা বিলম্বেও আদায় করতেন। একবার তিনি ফাজ্রের সলাত অন্ধকারে আদায় করেন, অতঃপর পরের বার আদায় করেন ভোরের আলো প্রকাশ হওয়ার পর। পরবর্তীতে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সর্বদা ফাজ্রের সলাত অন্ধকারেই আদায় করেন, পুনরায় আর কখনোই তিনি ভোরের আলো প্রকাশ হওয়ার অপেক্ষা করেননি।[৩৯৪]

হাসান।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি যুহরী (রহঃ) সূত্রে মা'মার, মালিক, ইবনু উয়াইনাহ, শু'আইব ইবনু আবূ হামযাহ ও লাইস ইবনু সা'দ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা সলাত আদায়ের সময় উল্লেখ করেননি, এবং তার কোন ব্যাখ্যাও দেননি।

وَرَوَى وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقْتَ الْمَغْرِبِ قَالَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ - يَعْنِي مِنَ الْغَدِ - وَقْتًا وَاحِدًا .

- صحيح .

ওয়াহ্হাব ইবনু কায়সান (রহঃ) জাবির ﷺ হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে মাগরিবের ওয়াক্ত সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ পরের দিন সূর্যাস্তের পরে একই সময়ে জিবরীল ('আলাইহিস সালাম) মাগরিবের সলাত আদায় করতে আসলেন ।

সহীহ।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثُمَّ صَلَّى بِيَ الْمَغْرِبَ يَعْنِي مِنَ الْغَدِ وَقْتًا وَاحِدًا.

- حسن .

আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ হতেও নাবী ﷺ -এর সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ আমাকে নিয়ে জিবরীল ('আলাইহিস সালাম) পরের দিন একই সময়ে মাগরিবের সলাত আদায় করলেন।

হাসান।

---

[৩৯৪] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের সময়সূচী), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সলাতের ওয়াক্তসমূহ, হাঃ ৬৬৮) সংক্ষেপে, বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/৩৬৩), ইবনু খুযাইমাহ (হাঃ ৩৫২)

٣٩٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ سَائِلاً، سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى أَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ لِلْفَجْرِ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ فَصَلَّى حِينَ كَانَ الرَّجُلُ لاَ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ أَوْ إِنَّ الرَّجُلَ لاَ يَعْرِفُ مَنْ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ حَتَّى قَالَ الْقَائِلُ انْتَصَفَ النَّهَارُ . وَهُوَ أَعْلَمُ ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الْفَجْرَ وَانْصَرَفَ فَقُلْنَا أَطَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَقَامَ الظُّهْرَ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَقَدِ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ - أَوْ قَالَ أَمْسَى - وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ " أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاَةِ الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ " .

- صحيح : م .

৩৯৫। আবূ মুসা ؓ সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নাবী ﷺ-কে সলাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি তার কোন জবাব না দিয়ে বিলালকে (ইক্বামাতের) নির্দেশ দিলেন। বিলাল সুবহি সাদিক হওয়ার পরপরই ফাজ্‌র সলাতের জন্য ইক্বামাত দিলেন। তারপর তিনি এমন সময় ফাজ্‌র সলাত আদায় করলেন যখন (অন্ধকারের কারণে) একজন আরেকজনকে চিনতে পারত না অথবা একজন তার পার্শ্ববর্তী লোককে চিনতে পারত না। অতঃপর সূর্য (পশ্চিমাকাশে) ঢলে পড়লে তিনি বিলালকে নির্দেশ দিলে বিলাল যুহর সলাতের জন্য ইক্বামাত দিলেন। তখন কেউ বলল, দুপুর হয়েছে। অথচ (সূর্য ঢলে পড়া সম্পর্কে) রসূলুল্লাহ ﷺ অধিক জ্ঞাত। অতঃপর তিনি বিলালকে নির্দেশ দিলে বিলাল 'আসর সলাতের জন্য ইক্বামাত দিলেন। তখন সূর্য সাদা ও উঁচুতে ছিল। অতঃপর সূর্য ডুবে গেলে তিনি বিলালকে মাগরিব সলাতের জন্য ইক্বামাতের নির্দেশ দিলে বিলাল ইক্বামাত দিলেন। অতঃপর পশ্চিমাকাশের লাল আভা (শাফাক্ব) দূরীভূত হলে তিনি বিলালকে 'ইশা সলাত আদায়ের জন্য ইক্বামাত দেয়ার নির্দেশ দিলে বিলাল ইক্বামাত দিলেন। পরের দিন রসূলুল্লাহ ﷺ ফাজ্‌রের সলাত আদায় শেষে প্রত্যাবর্তন করলে আমরা বললাম, সূর্য উদয় হয়েছে কি? (এ দিন) তিনি যুহর সলাত আদায় করলেন পূর্বের দিনের 'আসরের ওয়াক্তে। তিনি 'আসরের সলাত আদায় করলেন যখন সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করে। তিনি মাগরিবের সলাত আদায় করলেন আকাশের লালিমা (শাফাক্ব) দূরীভূত হওয়ার পূর্বে। আর তিনি 'ইশার সলাত আদায় করলেন রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর। অতঃপর বললেন, সলাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? এই দু' সময়সীমার মধ্যবর্তী সময়ই হচ্ছে সলাতের

ওয়াক্ত (অর্থাৎ পূর্বের দিন ও পরের দিন যে যে সময়ে সলাত আদায় করা হয়েছে তার মাঝামাঝি সময়)।[৩৯৫]

সহীহ ঃ মুসলিম।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَغْرِبِ بِنَحْوِ هَذَا قَالَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِلَى شَطْرِهِ .وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

– صحيح .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, জাবির ﷺ নাবী ﷺ-এর সূত্রে মাগরিব (সলাতের ওয়াক্ত) সম্পর্কে এরূপই বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, কারো মতে তিনি ﷺ 'ইশার সলাত আদায় করেছেন রাতের এক তৃতীয়াংশে, আবার কারো মতে অর্ধরাতে।

সহীহ।

٣٩٦ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ فَوْرُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ صَلاَةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ " .

– صحيح : م .

৩৯৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ 'আসরের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যুহরের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে। সূর্য হলুদ রং ধারণ না করা পর্যন্ত 'আসরের ওয়াক্ত থাকে। মাগরিবের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে (পশ্চিমাকাশে) লাল রংয়ের আভা বিলোপ না হওয়া পর্যন্ত। 'ইশার ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে অর্ধরাত পর্যন্ত। আর ফাজ্র সলাতের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত।[৩৯৬]

সহীহ।

---

[৩৯৫] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের সময়সূচী), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ওয়াক্তসমূহ, অনুঃ মাগরীবের ওয়াক্ত, হাঃ ৫২২), আহমাদ (৪/৪১৬), সকলেই বাদ্‌র ইবনু 'উসমান সূত্রে।

[৩৯৬] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসজিদ, অনুঃ পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের সময়), আহমাদ (২/২১০), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ওয়াক্তসমূহ, অনুঃ মাগরিবের শেষ সময়, হাঃ ৫২১), ইবনু খুযাইমাহ (৩৫৪), সকলেই শু'বাহ সূত্রে।

٣ – باب في وَقْتِ صَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَيْفَ كَانَ يُصَلِّيهَا

অনুচ্ছেদ- ৩ ঃ নাবী ﷺ-এর সলাতের ওয়াক্ত ও তাঁর সলাত আদায় করার নিয়ম

٣٩٧ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، – وَهُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ – قَالَ – سَأَلْنَا جَابِرًا عَنْ وَقْتِ، صَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ .

– صحيح : ق .

৩৯৭। মুহাম্মাদ ইবনু 'আমর ইবনু হাসান ইবনু 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবির ‎-কে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তিনি যুহরের সলাত আদায় করতেন ঠিক দ্বিপ্রহরের পরপরই। আর 'আসরের সলাত আদায় করতেন ঐ সময় যখন সূর্য জীবন্ত থাকত। মাগরিবের সলাত আদায় করতেন সূর্যাস্তের পরপরই। লোকজন জড়ো হলে 'ইশার সলাত তাড়াতাড়ি (প্রথম ওয়াক্তে) আদায় করতেন, আর লোকজনের উপস্থিতি কম হলে বিলম্বে আদায় করতেন। তিনি ফাজ্‌রের সলাত অন্ধকারে আদায় করতেন।[৩৯৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٣٩٨ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَيُصَلِّي الْعَصْرَ وَإِنَّ أَحَدَنَا لَيَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَيَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ الْمَغْرِبَ وَكَانَ لاَ يُبَالِي تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ . قَالَ ثُمَّ قَالَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ . قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ وَمَا يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ الَّذِي كَانَ يَعْرِفُهُ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهَا مِنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ .

– صحيح : ق .

৩৯৮। আবূ বারযা ‎ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়লে যুহরের সলাত আদায় করতেন, 'আসরের সলাত আদায় করতেন ঐ সময় যখন আমাদের কেউ মাদীনাহ্‌র শেষ প্রান্তে গিয়ে ফিরে আসতে পারত এবং সূর্যের প্রখরতা বিদ্যমান থাকত। মাগরিবের কথা আমি ভুলে গেছি। 'ইশার সলাত রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতে তিনি

---

[৩৯৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাতের সময়, অনুঃ মাগরিবের সময়, হাঃ ৫৬০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ), উভয়ে শু'বাহ হতে।

পরোয়া করতেন না, কখনো বা অর্ধরাত পর্যন্ত। 'ইশার সলাতের পূর্বে ঘুমানো ও পরে কথাবার্তা বলা তিনি অপছন্দ করতেন। তিনি ফাজ্‌রের সলাত এমন সময় আদায় করতেন যখন আমাদের কেউ তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে চিনতে পারত না। ফাজ্‌রের সলাতে তিনি ষাট আয়াত থেকে একশত আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন।[৩৯৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٤ – باب فِي وَقْتِ صَلاَةِ الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ- ৪ ঃ যুহর সলাতের ওয়াক্ত

٣٩٩ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي الظُّهْرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَآخُذُ قَبْضَةً مِنَ الْحَصَى لِتَبْرُدَ فِي كَفِّي أَضَعُهَا لِجَبْهَتِي أَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ .

– حسن .

৩৯৯। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে যুহরের সলাত আদায় করতাম। আমি এক মুষ্ঠি পাথর কণা তুলে নিতাম, যেন সেগুলো আমার হাতে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আমি সাজদাহ্‌র সময় প্রচণ্ড গরমের কারণে সেগুলো কপালের নিচে রেখে সেগুলোর উপর সাজদাহ্ করতাম।[৩৯৯]

হাসান।

٤٠٠ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ كَانَتْ قَدْرُ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّيْفِ ثَلاَثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ .

– صحيح .

৪০০। আসওয়াদ সূত্রে বর্ণিত। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ বলেন, গ্রীষ্মকালে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর (যুহর) সলাত আদায়ের সময় ছিল (ছায়ার) তিন কদম হতে পাঁচ কদম পর্যন্ত। আর শীতকালে ছিল পাঁচ কদম হতে সাত কদম পর্যন্ত।[৪০০]

সহীহ।

---

[৩৯৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ ফাজ্‌রের ক্বিরাআত, হাঃ ৭৭১), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ এবং সালাতের স্থান, অনুঃ 'ইশার সলাতের ওয়াক্ত এবং তা বিলম্বে আদায় করা), উভয়ে শু'বাহ সূত্রে।

[৩৯৯] নাসায়ী (১০৮০), আহমাদ (৩/৩২৭) 'আব্বাদ ইবনু 'আব্বাদ সূত্রে।

[৪০০] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ওয়াক্তসমূহ, অনুঃ যুহ্‌রের শেষ সময়, হাঃ ৫০২)।

٤٠١ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ، – قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو الْحَسَنِ هُوَ مُهَاجِرٌ – قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ، يَقُولُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَرَادَ الْمُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ الظُّهْرَ فَقَالَ " أَبْرِدْ " . ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ فَقَالَ " أَبْرِدْ " . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا حَتَّى رَأَيْنَا فَىْءَ التُّلُولِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ " .

– **صحيح** : ق .

৪০১। যায়িদ ইবনু ওয়াহ্হাব সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ যার ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমরা নাবী ﷺ-এর সাথে ছিলাম। মুয়াজ্জিন যুহরের আযানের জন্য প্রস্তুত হলে নাবী ﷺ বললেন ঃ থাম, ঠাণ্ডা হোক (রোদ্রতাপ হালকা হোক)। মুয়াজ্জিন আবার আযান দিতে প্রস্তুত হলে তিনি বললেন ঃ থাম, ঠাণ্ডা হোক। বর্ণনাকরী বলেন, নাবী ﷺ দু'বার অথবা তিনবার এরূপ বললেন। এমনকি আমরা টিলা সমূহের ছায়া দেখতে পেলাম। অতঃপর তিনি বললেন ঃ গ্রীষ্মের খরতাপ জাহান্নামেরই অংশ বিশেষ। কাজেই প্রচণ্ড গরমে ঠাণ্ডা করে (বিলম্বে) সলাত আদায় করবে।[৪০১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٤٠٢ – حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ اللَّيْثَ، حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاَةِ " . قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ " بِالصَّلاَةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ " .

– **صحيح** : ق .

৪০২। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ অত্যধিক গরমে তোমরা যুহরের সলাত ঠাণ্ডা করে (বিলম্বে) আদায় করবে। কারণ অত্যধিক গরম জাহান্নামের নিঃশ্বাসের অংশ বিশেষ।[৪০২]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

---

[৪০১] বুখারী (অধ্যায় ঃ ওয়াক্তসমূহ, অনুঃ প্রচন্ড গরমে যুহ্রের সলাত ঠান্ডা করে পড়া, হাঃ ৫৩৫), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসজিদ, অনুঃ অত্যধিক গরমে যুহ্রের সলাত ঠা৷ন্ডা করে পড়া মুস্তাহাব), উভয়ে শু'বাহ সূত্রে।

[৪০২] বুখারী (অধ্যায়ঃ সলাতের সময়, অনুঃ প্রচন্ড গরমে যুহ্রের সলাত ঠান্ডা করে আদায় করা, হাঃ ৫৩৬) তাতে আবূ সালামাহ্র উল্লেখ নেই। বরং তা সাঈদ হতে আবূ হুরাইরাহ সূত্রে বর্ণিত, মুসলিম (অধ্যায়ঃ মাসাজিদ, অনুঃ যুহ্রের সলাত ঠান্ডা করে পড়া মুস্তাহাব) যুহরী সূত্রে ইবনুল মুসায়্যিব ও আবূ সালামাহ হতে।

٤٠٣ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ بِلاَلاً، كَانَ يُؤَذِّنُ الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ .

– حسن صحيح : م .

৪০৩। জাবির ইবনু সামুরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। সূর্য (পশ্চিম আকাশে) ঢলে পড়লে বিলাল ﷺ যুহরের সলাতের আযান দিতেন।[৪০৩]

হাসান সহীহ ঃ মুসলিম।

٥ – باب فِي وَقْتِ صَلاَةِ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ- ৫ ঃ 'আসরের সলাতের ওয়াক্ত

٤٠٤ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ وَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ .

– صحيح : ق .

৪০৪। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ 'আসরের সলাত এমন সময় আদায় করতেন যখন সূর্য উঁচুতে উজ্জ্বল অবস্থায় থাকত। সলাতের পর লোকজন 'আওয়ালী (মাদীনাহ্‌র পার্শ্ববর্তী একটি গ্রাম) পর্যন্ত যেত। অথচ সূর্য তখনো উঁচুতেই থাকত।[৪০৪]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٤٠٥ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ وَالْعَوَالِي عَلَى مِيلَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ . قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ أَوْ أَرْبَعَةٍ .

– صحيح مقطوع .

৪০৫। আয-যুহ্‌রী (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আওয়ালীর দূরত্ব মাদীনাহ থেকে দুই অথবা তিন মাইল। বর্ণনাকারী বলেন, সম্ভবত তিনি (যুহরী) চার মাইলের কথাও বলেছেন।[৪০৫]

সহীহ মাক্বতূ।

---

[৪০৩] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ লোকদের সলাতে কে ইমামতি করবে), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় সলাত, অনুঃ যুহ্‌র সলাতের ওয়াক্ত, হাঃ ৬৭৩), আহমাদ (৫৬১) সিমাক সূত্রে।

[৪০৪] মুসলিম (অধ্যায়ঃ মাসজিদ, অনুঃ প্রথম ওয়াক্তে 'আসর সলাত আদায় করা মুস্তাহাব), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ 'আসর সলাতের ওয়াক্ত, হাঃ ৬৮২), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ওয়াক্তসমূহ, অনুঃ 'আসর সলাত জলদি পড়া, হাঃ ৬৮২), আহমাদ (৩/২২৩), সকলেই লাইস সূত্রে।

[৪০৫] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

٤٠٦ – حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ حَيَاتُهَا أَنْ تَجِدَ، حَرَّهَا .

– صحيح مقطوع .

৪০৬। খায়সামাহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্যের জীবন্ত হওয়ার অর্থ হলো, তার তাপ অবশিষ্ট থাকা বা অনুভূত হওয়া।[৪০৬]

সহীহ মাক্বতূ।

٤٠٧ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ .

– صحيح : ق .

৪০৭। ‘উরওয়াহ (রহঃ) বলেন, ‘আয়িশাহ্ (রাঃ) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ ‘আসরের সলাত এমন সময় আদায় করতেন যখন রোদ তার ঘরের মধ্যে থাকত এবং দেয়ালে রোদ প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই এরূপ হত।[৪০৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٤٠٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً .

– ضعيف .

৪০৮। ‘আলী ইবনু শায়বান (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মাদীনাহ্য় রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। সে সময় তিনি সূর্যের রং উজ্জ্বল থাকা পর্যন্ত ‘আসরের সলাত বিলম্ব করে আদায় করেছেন।[৪০৮]

দুর্বল।

٤٠٩ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، – رضى الله عنه – أَنَّ رَسُولَ

---

[৪০৬] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

[৪০৭] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, আনুঃ পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের সময়), বায়হাক্বী ‘সুনানুল কুবরা’ (১/৩৬৩)।

[৪০৮] এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযীদ ইয়ামামী এবং তার শায়খ ইয়াযীদ ইবনু ‘আবদুর রহমান দু’জনেই অজ্ঞাত।

اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ " حَبَسُونَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى صَلاَةِ الْعَصْرِ مَلأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا ".

– صحيح : ق .

৪০৯। 'আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ খন্দকের যুদ্ধের দিন বলেন ঃ তারা (কাফিররা) আমাদেরকে মধ্যবর্তী সলাত অর্থাৎ 'আসরের সলাত আদায় করা হতে বিরত রেখেছে। আল্লাহ তাদের ঘর ও ক্ববরগুলোকে জাহান্নামের আগুনে পরিপূর্ণ করে দিন।[৪০৯]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٤١٠ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي يُونُسَ، مَوْلَى عَائِشَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – أَنَّهُ قَالَ أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا وَقَالَتْ إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الآيَةَ فَآذِنِّي { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى } فَلَمَّا بَلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَىَّ { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَصَلاَةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ } ثُمَّ قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

– صحيح : م .

৪১০। 'আয়িশাহ্ ﷺ-এর মুক্ত দাস আবূ ইউনুস সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়িশাহ্ ﷺ আমাকে তার জন্য এক জিল্দ কুরআন লিখে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন, যখন তুমি "তোমরা সলাত সমূহের হিফাযাত কর, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সলাতের আর তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াও"– (সূরাহ বাক্বারাহ, ২৩৮) এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছবে তখন আমাকে অবহিত করে অনুমতি চাইবে। অতঃপর আমি উক্ত আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে তাঁকে অবহিত করে অনুমতি চাইলাম। তিনি বললেন, তুমি এভাবে লিখ, "তোমরা সলাতসমূহের হিফাযাত কর, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সলাতের এবং 'আসরের সলাতের।" অতঃপর 'আয়িশাহ্ ﷺ বলেন, আমি এটা রসূলুল্লাহ ﷺ হতে শুনেছি।[৪১০]

সহীহ ঃ মুসলিম।

---

[৪০৯] মুসলিম (অধ্যায়ঃ মাসাজিদ, অনুঃ মধ্যবর্তী সময়ের সলাত বলতে যারা 'আসর সলাতের কথা বলেন তাদের স্বপক্ষে দলীল), তিরমিযী (অধ্যায়ঃ তাফসীর, অনুঃ সূরাহ বাক্বারাহ, হাঃ ২৯৮৪), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ 'আসরের সলাত হিফাযাত করা, হাঃ ৪৭১) মুহাম্মাদ সূত্রে 'উবাইদাহ হতে।

[৪১০] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ মধ্যবর্তী সময়ের সলাত বলতে যারা 'আসর সলাতের কথা বলেন তাদের স্বপক্ষে দলীল), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ তাফসীরুল কুরআন, অনুঃ সূরাহ বাক্বারাহ, হাঃ ২৯৮২, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ 'আসর সলাতের হিফাযাত করা, হাঃ ৪৭১), আহমাদ (৬/৭৩, ১৭৮), মালিক (১/২৫)।

٤١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، قَالَ سَمِعْتُ الزِّبْرِقَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلاَةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا فَنَزَلَتْ { حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى } وَقَالَ " إِنَّ قَبْلَهَا صَلاَتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلاَتَيْنِ " .

– صحيح .

৪১১। যায়িদ ইবনু সাবিত ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের সলাত দুপুরে (সূর্য ঢলা পরপরই প্রচণ্ড গরমে) আদায় করতেন। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীগণের নিকট অন্যান্য সলাতের চেয়ে এ সলাতই ছিল বেশি কষ্টদায়ক। অতঃপর এ আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ "তোমরা সলাত সমূহের হিফাযাত কর, বিশেষ করে মধ্যবর্তী সলাতের" (সূরাহ বাক্বারাহ, ২৩৮)। যায়িদ ؓ বলেন, এ সলাতের পূর্বে এবং পরে দু' ওয়াক্ত করে সলাত রয়েছে।[৪১১]

সহীহ।

٤١٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ " .

– صحيح : ق .

৪১২। আবূ হুরাইরাহ্ ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে 'আসরের সলাত এক রাক'আত আদায় করতে পারল সে (যেন ওয়াক্তের মধ্যেই পুরো) 'আসর সলাত পেল। আর যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফাজ্‌রের সলাতের এক রাক'আত আদায় করতে সক্ষম হল সে (যেন ওয়াক্তের মধ্যেই পুরো) ফাজ্‌র সলাত পেল।[৪১২]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٤١٣ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّي الْعَصْرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ ذَكَرْنَا تَعْجِيلَ الصَّلاَةِ أَوْ ذَكَرَهَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافِقِينَ

---

[৪১১] আহমাদ (৪/১৮৩), নাসায়ী 'সুনানুল কুবরা' (৩৪১-তুহফা)।

[৪১২] বুখারী (অধ্যায় ঃ ওয়াক্তসমূহ, অনুঃ যে ব্যক্তি ফাজ্‌রের এক রাক'আত পেল, হাঃ ৫৭৯), মুসলিম (অধ্যায়ঃ মাসাজিদ, অনুঃ যে ব্যক্তি এক রাক'আত সলাত পেল) আল আ'রাজ সূত্রে।

يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ أَوْ عَلَى قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً " .

– صحيح : م .

৪১৩। আল-'আলা ইবনু 'আবদুর রহমান (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যুহর সলাত আদায়ের পর আনাস ইবনু মালিক ﷺ-এর নিকট গিয়ে দেখলাম, তিনি 'আসরের সলাত আদায় করতে দাঁড়িয়েছেন। তার সলাত আদায় শেষে আমরা তার বেশী আগে ('আসর) সলাত আদায় করা নিয়ে আলোচনা করলাম। অথবা তিনিই এ বিষয়ে আলোচনা করলেন এবং (এর কারণ সম্পর্কে) বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ এটা মুনাফিক্বদের সলাত! এটা মুনাফিক্বদের সলাত!! এটা মুনাফিক্বদের সলাত!!! এদের কেউ বসে থাকে আর যখন সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং তা শাইত্বানের দু' শিংয়ের মধ্যখানে বা উপরে অবস্থান করে তখন সে দাঁড়িয়ে চারটি ঠোকর মারে। তাতে সে খুব সামান্যই আল্লাহকে স্মরণ করে থাকে।[৪১৩]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٤١٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ " أُتِرَ " . وَاخْتُلِفَ عَلَى أَيُّوبَ فِيهِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " وُتِرَ " .

– صحيح : ق .

৪১৪। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির 'আসরের সলাত ছুটে গেল (আদায় করল না) তার যেন পরিবার-পরিজন ধ্বংস হয়ে গেলো এবং তার ধনসম্পদ লুট হয়ে গেল (নিঃসম্বল হয়ে গেল)।

ইমাম আবূ দাউদ বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর, আইয়ূব ও যুহরী "উতিরু" শব্দের বানানে কিছুটা পার্থক্য করেছেন।[৪১৪]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٤١٥ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ قَالَ أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الأَوْزَاعِيَّ وَذَلِكَ أَنْ تَرَى، مَا عَلَى الأَرْضِ مِنَ الشَّمْسِ صَفْرَاءَ .

– ضعيف مقطوع .

---

[৪১৩] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ প্রথম ওয়াক্তে 'আসর সলাত আদায় মুস্তাহাব), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ 'আসরের সলাত তাড়াতাড়ি পড়া, হাঃ ১৬০), নাসায়ী (অধ্যায়ঃ ওয়াক্তসমূহ, অনুঃ 'আসর সালাত বিলম্বে আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা, হাঃ ৫১০), মালিক (১/৪৬), আহমাদ (৩/১৪৯) একাধিক সানাদে 'আলা সূত্রে।

[৪১৪] বুখারী (অধ্যায় ঃ ওয়াক্তসমূহ, অনুঃ 'আসর সলাত ছেড়ে দেয়ার গুনাহ, হাঃ ৫৫২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ 'আসরের সলাত ক্বাযা হওয়ার ব্যাপারে সাবধান বাণী) মালিক সূত্রে।

৪১৫। আবূ 'আমর আল-আওযাঈ (রহঃ) বলেন, 'আসরের সলাতে বিলম্ব করার অর্থ হচ্ছে, সূর্যের হলুদ রং জমিনে প্রতিভাত হতে দেখা (পর্যন্ত বিলম্ব করা)।[৪১৫]

দুর্বল মাক্বতূ।

٦ – باب فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ- ৬ ঃ মাগরিবের ওয়াক্ত

٤١٦ – حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ نَرْمِي فَيَرَى أَحَدُنَا مَوْضِعَ نَبْلِهِ .

– صحيح .

৪১৬। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী ﷺ-এর সাথে মাগরিবের সলাত আদায় করতাম। অতঃপর তীর নিক্ষেপ করতাম। আমাদের যে কেউ তখনো তার তীর পতিত হওয়ার স্থান দেখতে পেত।[৪১৬]

সহীহ।

٤١٧ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عِيسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا .

– صحيح : ق .

৪১৭। সালামাহ ইবনুল আকওয়া' ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ মাগরিবের সলাত সূর্য গোলক সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়ার পরপরই আদায় করতেন।[৪১৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٤١٨ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُو أَيُّوبَ غَازِيًا وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَوْمَئِذٍ عَلَى مِصْرَ فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوبَ فَقَالَ لَهُ مَا هَذِهِ الصَّلاَةُ يَا عُقْبَةُ فَقَالَ شُغِلْنَا .

---

[৪১৫] এর দোষ হচ্ছে, এর সানাদ মাক্বতূ।

[৪১৬] ইবনু খুযাইমাহ (অনুঃ মাগরিবের সলাত তাড়াতাড়ি আদায় মুস্তাহাব, হাঃ ৩৩৮) সাবিত সূত্রে, আহমাদ (৩/১১৪, ২০৫) হুমাইদ সূত্রে, সাবিত এবং হুমাইদ উভয়ে আনাস সূত্রে, হাদীসটির শাহিদ বর্ণনা রয়েছে মুসলিম (অধ্যায় মাসাজিদ, অনুঃ মাগরিব সলাতের প্রথম ওয়াক্ত সূর্যাস্তের ঠিক পরক্ষনেই) রাফি' ইবনু খুদাইজ এর হাদীস।

[৪১৭] বুখারী (অধ্যায় সলাতের ওয়াক্তসমূহ, অনুঃ মাগরিবের ওয়াক্ত, হাঃ ৫৬১), মুসলিম (অধ্যায়: মাসাজিদ, অনুঃ মাগরিবের প্রথম ওয়াক্তের বর্ণনা), উভয়ে ইয়াযীদ সূত্রে আবূ 'উবাইদাহ হতে।

قَالَ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لاَ تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ - أَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ - مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ " .

- حسن صحيح .

৪১৮। মারসাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আবূ আইউব ﷺ জিহাদ হতে ফিরে আমাদের নিকট আসলেন, সে সময় 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির ﷺ মিশরের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি মাগরিবের সলাত আদায়ে বিলম্ব করলে আবূ আইউব ﷺ 'উক্ববাহ্ ﷺ-এর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, হে 'উক্ববাহ্! এটা আবার কেমন সলাত? 'উক্ববাহ্ ﷺ বললেন, আমরা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তিনি বললেন, আপনি কি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেননি ঃ আমার উম্মাত ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে অথবা মূল অবস্থায় থাকবে যতদিন তারা মাগরিবের সলাত আদায়ে তারকা উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করবে না।[৪১৮]

হাসান সহীহ।

٧ - باب فِي وَقْتِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ

অনুচ্ছেদ- ৭ ঃ 'ইশার সলাতের ওয়াক্ত

٤١٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ، بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلاَةِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ .

- صحيح .

৪১৯। নু'মান ইবনু বাশীর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এই 'ইশার সলাতের শেষ ওয়াক্ত সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে বেশি অবগত। রসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত সলাত (এ পরিমাণ সময়ের পর) আদায় করতেন, যখন তৃতীয়বার চাঁদ অস্তমিত হয়।[৪১৯]

সহীহ।

٤٢٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِصَلاَةِ الْعِشَاءِ فَخَرَجَ إِلَيْنَا حِينَ ذَهَبَ

---

[৪১৮] আহমাদ (৪১৪৭), হাকিম (১/১৯০, ১৯১) মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব সূত্রে। ইমাম হাকিম বলেন, এ হাদীস মুসলিমের শর্তে সহীহ, অবশ্য তাঁরা এটি বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবী তাঁর সাথে একমত হয়েছেন।

[৪১৯] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ 'ইশা সলাতের শেষ সময়, হাঃ ১৬৫), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ওয়াক্তসমূহ, অনুঃ শাফাক্ব, হাঃ ৫২৮), দারিমী (অধ্যায়ঃ সলাত, অনুঃ 'ইশার সময়, হাঃ ১২১১), আহমাদ (৪/২৭০, ২৭২, ২৭৪) সকলেই আবূ রিয়ার সূত্রে।

ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ بَعْدَهُ فَلاَ نَدْرِي أَشَيْءٌ شَغَلَهُ أَمْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَالَ حِينَ خَرَجَ " أَتَنْتَظِرُونَ هَذِهِ الصَّلاَةَ لَوْلاَ أَنْ تَثْقُلَ عَلَى أُمَّتِي لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هَذِهِ السَّاعَةَ " . ثُمَّ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ .

– صحيح : م .

৪২০। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমরা ‘ইশার সলাত আদায়ের জন্য রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের অপেক্ষায় ছিলাম। অবশেষে তিনি আসলেন রাতের এক-তৃতীয়াংশ বা এর চেয়েও কিছু সময়ের পর। তিনি কোন কাজে ব্যস্ততার জন্য নাকি অন্য কিছুর কারণে বিলম্ব করলেন আমরা তা অবগত নই। তিনি এসে বললেন ঃ তোমরা কি এ (‘ইশার) সলাতের জন্য অপেক্ষা করছো? আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর না হলে আমি এ সময়েই (‘ইশার সলাত) আদায় করতাম। অতঃপর তিনি মুয়াজ্জিনকে ইক্বামাত দেয়ার নির্দেশ দিয়ে সলাত আদায় করলেন।[৪২০]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٤٢١ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُونِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، يَقُولُ ارْتَقَبْنَا النَّبِيَّ ﷺ فِي صَلاَةِ الْعَتَمَةِ فَأَخَّرَ حَتَّى ظَنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ صَلَّى فَإِنَّا لَكَذَلِكَ حَتَّى خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوا لَهُ كَمَا قَالُوا فَقَالَ لَهُمْ " أَعْتِمُوا بِهَذِهِ الصَّلاَةِ فَإِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الأُمَمِ وَلَمْ تُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ " .

– صحيح .

৪২১। ‘আসিম ইবনু হুমাইদ আস-সুকুনী (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি মু‘আয ইবনু জাবাল ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, আমরা ‘ইশার সলাতের জন্য নাবী ﷺ-এর প্রতীক্ষায় ছিলাম। তিনি আসতে এতটা বিলম্ব করলেন যে, কেউ কেউ ধারণা করল, হয়তো তিনি বের হবেন না। আবার কেউ এরূপ মন্তব্য করল যে, হয়তো তিনি (ঘরে) সলাত আদায় করে ফেলেছেন। আমাদের এসব আলোচনার এক পর্যায়ে নাবী ﷺ বের হয়ে এলেন। অতঃপর লোকেরা যা কিছু বলাবলি করছিল, তা তাঁকেও বলল। তিনি বললেন ঃ তোমরা এই (‘ইশার) সলাত বিলম্বে আদায় করবে। কারণ এ সলাতের মাধ্যমে অন্য সকল জাতির উপর তোমাদেরকে মর্যাদা দান করা হয়েছে। তোমাদের পূর্বে কোন জাতি এ সলাত আদায় করেনি।[৪২১]

সহীহ।

---

[৪২০] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ ‘ইশার সলাত বিলম্বে পড়া), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ওয়াক্তসমূহ, হাঃ ৫৩৬) জারীর সূত্রে

[৪২১] আহমাদ (৫/২৩৭), বায়হাক্বী ‘সুনানুল কুবরা’ (১/৪৫১) জারীর সূত্রে।

٤٢٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلاَةَ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى مَضَى نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ " خُذُوا مَقَاعِدَكُمْ " . فَأَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ " إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَأَخَذُوا مَضَاجِعَهُمْ وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ وَلَوْلاَ ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسَقَمُ السَّقِيمِ لأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلاَةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ " .

- صحيح .

৪২২। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে 'ইশার সলাত আদায় করলাম। সেদিন তিনি প্রায় অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর সলাতের জন্য বের হয়ে আসেন এবং বলেন ঃ তোমরা নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান কর। সুতরাং আমরা নিজেদের জায়গায় অবস্থান করলাম। অতঃপর তিনি বললেন ঃ ইতোমধ্যে অনেকেই 'ইশার সলাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছে। তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত সলাতের জন্য অপেক্ষমাণ থাকলে, ততক্ষণ তোমাদেরকে সলাত আদায়কারী হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে। দুর্বলের দুর্বলতা এবং রোগীর রুগ্নতার আশংকা না থাকলে আমি অবশ্যই এ সলাত অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করে আদায় করতাম।[৪২২]

সহীহ।

٨ - باب فِي وَقْتِ الصُّبْحِ

অনুচ্ছেদ- ৮ ঃ ফাজ্‌র সলাতের ওয়াক্ত

٤٢٣ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، - رضى الله عنها - أَنَّهَا قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ .

- صحيح : ق .

৪২৩। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ফাজ্‌র সলাত এমন সময় আদায় করতেন যে, মহিলারা সলাত আদায় করে গায়ে চাদর জড়িয়ে প্রত্যাবর্তন করত এবং অন্ধকারের কারণে তাদের চেনা যেত না।[৪২৩]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

---

[৪২২] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ 'ইশা সলাতের ওয়াক্ত, হাঃ ৬৯৩), আহমাদ (৩/৫) দাউদ সূত্রে।

[৪২৩] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ 'আলিম ইমামের দণ্ডায়মানের জন্য মানুষের অপেক্ষা করা, হাঃ ৮২৭), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ ফাজ্‌রের সলাত প্রথম ওয়াক্তে তাড়াতাড়ি আদায় করা মুস্তাহাব) মালিক সূত্রে।

٤٢٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لأُجُورِكُمْ " . أَوْ " أَعْظَمُ لِلأَجْرِ " .

- حسن صحيح .

৪২৪। রাফি' ইবনু খাদীজ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ভোরের আলো প্রকাশিত হলে ফাজ্র সলাত আদায় করবে। কারণ এতে তোমাদের জন্য অত্যধিক সাওয়াব বা অতি উত্তম বিনিময় রয়েছে।[৪২৪]

হাসান সহীহ।

٩ - باب فِي الْمُحَافَظَةِ عَلَى وَقْتِ الصَّلَوَاتِ

অনুচ্ছেদ- ৯ ঃ সলাতসমূহের হিফাযাত করা

٤٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصُّنَابِحِيِّ، قَالَ زَعَمَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَّ الْوِتْرَ، وَاجِبٌ، فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلاَّهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ " .

- صحيح .

৪২৫। 'আবদুল্লাহ ইবনুস সুনাবিহী (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ মুহাম্মাদের মতে , বিত্‌র সলাত ওয়াজিব। একথা শুনে 'উবাদাহ্ ইবনুস সামিত ﷺ বললেন, আবূ মুহাম্মাদ মিথ্যা (ভুল) বলেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ সম্মানিত মহান আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফার্‌য করেছেন। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে নির্ধারিত সময়ে পূর্ণরূপে রুকু' ও পরিপূর্ণ মনোযোগ সহকারে সলাত আদায় করবে, তাকে ক্ষমা করার জন্য

---

[৪২৪] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ ফাজ্‌র সলাতের ওয়াক্ত হাঃ ৬৭২), আহমাদ (৪/১৪০) সুফয়ান সূত্রে।

আল্লাহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে না, তার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করবেন অন্যথায় শাস্তি দিবেন।[৪২৫]

সহীহ।

٤٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ، عَنْ بَعْضِ، أُمَّهَاتِهِ عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ، قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ " الصَّلاَةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ".

- صحيح .

قَالَ الْخُزَاعِيُّ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَمَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا أُمُّ فَرْوَةَ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ .

৪২৬। উম্মু ফারওয়াহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে সর্বোত্তম আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, সলাতের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে (প্রথম ওয়াক্তেই) সলাত আদায় করা।

সহীহ।

খুযাঈ তাঁর বর্ণিত হাদীসে তার ফুফু উম্মু ফারওয়াহ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নাবী ﷺ-এর নিকট বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল।[৪২৬]

٤٢٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ أَخْبِرْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ "

---

[৪২৫] আহমাদ (৫/৩১৭) মুহাম্মাদ ইবনু মুত্বাররিফ সূত্রে, নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের হিফাযাত করা, হাঃ ৪৬০), নাসায়ীর 'সুনানুল কুবরা' (৩১৪) তুহফা, ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অুঃ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফারয, হাঃ ১৪০১) মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু হাব্বান সুত্রে তার পিতা যায়িদ হতে মুখাদ্দিজী থেকে, (সুনাবিহী এবং মুখাদ্দিজী) 'উবাদাহ ইবনু যায়িদ সূত্রে, দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ বিতর, হাঃ ১৫৭৭), মালিক (অধ্যায় ঃ রাতের সলাত, অনুঃ বিতর সলাতের নির্দেশ), আহমাদ (৫/২১০)।

[৪২৬] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ প্রথম ওয়াক্তের ফাযীলাত, হাঃ ১৭০), আহমাদ (৬/৩৭৫) ইউনুস সূত্রে এবং (৬/৭৪) আবূ 'আসিম সূত্রে, বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/৪৩৪), দারাকুতনী (১/১২), প্রত্যেকেই একাধিক সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর আল-'উমরী হতে ক্বাসিম ইবনু গানাম সূত্রে। ইমাম তিরমিযী বলেন, উম্মু ফারওয়ার হাদীস 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার আল-'উমরী ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেননি। অথচ তিনি ('আবদুল্লাহ) হাদীস বিশারাদগণের মতে শক্তিশালী বর্ণনাকারী নন। যদিও তিনি সত্যবাদী। তাদের মতে, তিনি এ হাদীসের সানাদে গরমিল করেছেন। 'আত-তাক্বরীর' গ্রন্থে রয়েছে, তিনি মুসলিমের রিজালভুক্ত। অবশ্য তিনি তাকে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু তার অনুসরণ (তাবে') করেছেন তার বোন 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমারের নিকট; হাকিম (১/১৮৯) এবং দারাকুতনী (১/১৪)। অনুরূপভাবে তার অনুসরণ করেছেন যাহহাক, দারাকুতনী (১/১৫)।

. قَالَ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . قَالَ نَعَمْ . كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي . فَقَالَ الرَّجُلُ وَأَنَا سَمِعْتُهُ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ .

– صحيح : م .

৪২৭। আবূ বাক্‌র ইবনু 'উমারাহ ইবনু রুয়াইবাহ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বাসরাহর এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা শুনেছেন আমাকে তা বলুন। তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ ঐ ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, যে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে সলাত আদায় করবে। লোকটি বললো, আপনি কি একথা রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শুনেছেন? এরূপ তিনবার বলল। এর জবাবে তিনি প্রত্যেকবারই বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আমার কান তা শুনেছে এবং আমার অন্তর তা সংরক্ষণ করেছে। অতঃপর লোকটি বলল, আমিও তো রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ বলতে শুনেছি।[৪২৭]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٤٢٨ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِي " وَحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ " . قَالَ قُلْتُ إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي فَقَالَ " حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ " . وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا فَقُلْتُ وَمَا الْعَصْرَانِ فَقَالَ " صَلاَةٌ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلاَةٌ قَبْلَ غُرُوبِهَا " .

– صحيح .

৪২৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু ফাদালাহ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে (শারী'আত সম্পর্কে) শিক্ষা দেন। তন্মধ্যে তিনি আমাকে এটাও শিক্ষা দেন যে, তুমি (নির্ধারিত সময়ে) পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের হিফাযাত করবে। আমি বললাম, এ সময়গুলোতে আমার কর্মব্যস্ততা থাকে। অতএব আমাকে এমন একটা পরিপূর্ণ সময়ের (বা কাজের) নির্দেশ দিন যা করলে আমার পক্ষ হতে তা আদায় হয়ে যাবে। তিনি বললেন ঃ তুমি দুই 'আসরের হিফাযাত করবে। আমাদের ভাষায় দুই 'আসর শব্দটি প্রচলিত না থাকায় আমি বললাম, দুই 'আসর কী? তিনি বললেন ঃ দু'টি সলাত, একটি হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বে, অপরটি সূর্যাস্তের পূর্বে (অর্থাৎ ফাজ্‌র ও 'আসর সলাত)।[٤٢٨]

সহীহ।

---

[৪২৭] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ ফাজ্‌র ও 'আসর সলাতের ফযীলাত), আহমাদ (৪/১৩৬) ইবনু 'উমারাহ সূত্রে।

[৪২৮] হাকিম (১/পৃঃ ২০), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/৪৩৬)। ইমাম হাকিম বলেন, আবূ হারব ইবনু আবূল আসওয়াদ আদদায়লী একজন বড় তাবেয়ী ছিলেন। ইমাম যাহাবী বলেন, এটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

٤٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، وَأَبَانُ، كِلاَهُمَا عَنْ خُلَيْدٍ الْعَصَرِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى وُضُوئِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَاقِيتِهِنَّ وَصَامَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ وَأَدَّى الأَمَانَةَ " . قَالُوا يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ وَمَا أَدَاءُ الأَمَانَةِ قَالَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ .

– حسن .

৪২৯। আবূ দারদা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে পাঁচটি কাজ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (১) যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু ও রুকু' সাজদাহ্ সহকারে নির্ধারিত সময়ে সলাত আদায় করবে, (২) রমাযান মাসের সিয়াম পালন করবে, (৩) পথ খরচের সামর্থ্য থাকলে হাজ্জ করবে, (৪) সন্তুষ্ট চিত্তে যাকাত আদায় করবে, এবং (৫) আমানত আদায় করবে। লোকেরা বলল, হে আবূ দারদা! আমানত আদায়ের অর্থ কী? তিনি বলেন, অপবিত্র হলে গোসল করা।[৪২৯]

হাসান।

٤٣٠ - حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ ضُبَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلِيكٍ الأَلْهَانِيِّ، أَخْبَرَنِي ابْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ أَخْبَرَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي فَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِي عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلاَ عَهْدَ لَهُ عِنْدِي " .

– حسن .

৪৩০। আবূ ক্বাতাদাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সম্মানিত মহান আল্লাহ বলেন, আমি তোমার উম্মাতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফারয করেছি। আর আমি

---

[৪২৯] ত্বাবারানী 'কাবীর' যেমন রয়েছে 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' (১/৪৭) আল্লামা হাইসামী বলেন, এর সানাদ ভাল (জাইয়্যিদ)। হাদীসটি আল্লামা মুনযিরী 'আত-তারগীব' (১/২৪৬) গ্রন্থে বর্ণনা করে বলেন, এটি ত্বাবারানী বর্ণনা করেছেন এবং এর সানাদ ভাল।

আমার পক্ষ হতে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, যে ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে এসব সলাতের হিফাযাত করবে তাকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যে ব্যক্তি এর হিফাযাত করবে না তার জন্য আমার পক্ষ হতে কোন প্রতিশ্রুতি নেই।[৪৩০]

হাসান।

١٠ – باب إِذَا أَخَّرَ الإِمَامُ الصَّلاَةَ عَنِ الْوَقْتِ

অনুচ্ছেদ- ১০ ঃ ইমাম ওয়াক্ত মোতাবেক সলাত আদায়ে বিলম্ব করলে

٤٣١ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، – يَعْنِي الْجَوْنِيَّ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا أَبَا ذَرٍّ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ " . أَوْ قَالَ " يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ " . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ " صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّهَا فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ " .

– صحيح : م .

৪৩১। আবূ যার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন ঃ হে আবূ যার! যখন তোমার শাসকগণ সলাতকে মেরে ফেলবে বা বিলম্ব করে সলাত আদায় করবে তখন তুমি কী করবে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে কী নির্দেশ করেন? তিনি বললেন ঃ তুমি নির্ধারিত সময়ে সলাত আদায় করবে, অতঃপর তাদেরকে ঐ ওয়াক্তের সলাত আদায় করতে দেখলে তাদের সাথেও আদায় করে নিবে। সেটা তোমার জন্য নাফ্‌ল হিসেবে গণ্য হবে।[৪৩১]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٤٣٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، دُحَيْمٌ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ، – يَعْنِي ابْنَ عَطِيَّةَ – عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيِّ، قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْيَمَنَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْنَا – قَالَ – فَسَمِعْتُ تَكْبِيرَهُ مَعَ الْفَجْرِ رَجُلٌ أَجَشُّ الصَّوْتِ – قَالَ – فَأُلْقِيَتْ عَلَيْهِ مَحَبَّتِي فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّى دَفَنْتُهُ بِالشَّامِ مَيِّتًا ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى أَفْقَهِ النَّاسِ بَعْدَهُ فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَلَزِمْتُهُ حَتَّى مَاتَ فَقَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ "

---

[৪৩০] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সালাত ক্বায়িম, অনুঃ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফারয, হাঃ ১৪০৩)। 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে রয়েছে যুবারাহর কারণে এর সানাদ প্রশ্নের সম্মুখীন। আর যুবারাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু সালিক সম্পর্কে হাফিয বলেন, অজ্ঞাত (মাজহুল)।

[৪৩১] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ নির্দিষ্ট সময়ের পরে সলাত আদায় করা অপছন্দনীয়), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ নির্দিষ্ট সময়ে সলাত আদায় না করে বিলম্ব করা প্রসঙ্গে, হাঃ ১২৫৬), দারিমী (১২২৮), আবূ 'আওয়ানাহ 'মুসনাদ' (১/৩৪৪) হাম্মাদ সূত্রে।

كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أَتَتْ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُصَلُّونَ الصَّلاَةَ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا " . قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " صَلِّ الصَّلاَةَ لِمِيقَاتِهَا وَاجْعَلْ صَلاَتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً " .

– صحيح .

৪৩২। 'আমর ইবনু মায়মূন আল-আওদী (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দূত হিসেবে মু'আয ইবনু জাবাল ؓ ইয়ামানে আমাদের নিকট আসলেন। আমি ফাজ্‌রের সলাতে তাঁর তাকবীর শুনতে পেলাম। তিনি উচ্চ কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তার সাথে আমার ভালবাসা সৃষ্টি হওয়ায় তার মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাঁর সাহচর্য ত্যাগ করিনি। অতঃপর তার মৃত্যু হলে সিরিয়ায় তাকে দাফন করি। এরপর আমি ভাবলাম, তার পরবর্তী সর্বাধিক জ্ঞানী ব্যক্তি কে হতে পারে? অবশেষে আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ؓ-এর কাছে যাই এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তার সাহচর্যে থাকি। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন, যখন তোমাদের উপর এমন শাসকদের আবির্ভাব ঘটবে যারা বিলম্ব করে সলাত আদায় করবে তখন তোমরা কী করবে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! এ ব্যাপারে আমার জন্য আপনার নির্দেশ কী? তিনি বললেন ঃ তুমি নির্ধারিত সময়ে সলাত আদায় করবে। আর পুনরায় তাদের সাথে আদায়কৃত সলাতকে নাফ্‌ল হিসেবে ধরে নিবে।[৪৩২]

সহীহ।

٤٣٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ أُخْتِ، عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، – الْمَعْنَى – عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ

---

[৪৩২] ইবনু হিব্বান (৩৭৬), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (৩/১২৪), আহমাদ (৫/২৩১-২৩২), প্রত্যেকে ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম সূত্রে এবং নাসায়ী (অধ্যায় সলাত ক্বায়িম, অনুঃ পাপাচারী ইমামের পিছনে সলাত, হাঃ ৭৭৮), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সালাত ক্বায়িম, অনুঃ নির্দিষ্ট সময়ে সলাত আদায় না করে বিলম্বে করা, হাঃ ১২৫৫), বায়হাক্বী (৩/১২৭-১২৮), সকলেই আবূ বাকর ইবনু 'আব্বাস সূত্রে 'আসিম হতে, এবং মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ) আবূ মু'আবিয়াহ সূত্রে আ'মাশ হতে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। সলাতকে তার প্রথম ওয়াক্তেই অবিলম্বে আদায় করা অতি উত্তম।

২। জামা'আতের কারণে বিলম্ব করে একেবারে ওয়াক্তের শেষে সলাত আদায় জায়িয নয়।

৩। কারণ বশতঃ একই দিনে এক ওয়াক্তের সলাত পুনরায় আদায় করা জায়িয। আর একই দিনে এক ওয়াক্তের সলাত দু' বার আদায়ের যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা কোন কারণ ব্যতীত আদায়ের বেলায় প্রযোজ্য।

৪। প্রথমে আদায়কৃত সলাত ফারয হিসেবে এবং পুনরায় আদায়কৃত সলাত নাফ্‌ল হিসেবে গণ্য।

৫। অত্যাচারী শাসকের সাথেও সলাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তা এ আশংকায় যে, দলে দলে বিভক্তির মাধ্যমে মুসলিম উম্মাতের ঐক্যে যেন ফাটল সৃষ্টি না হয়।

أَبِي الْمُثَنَّى الْحِمْصِيِّ، عَنْ أَبِي أُبَيٍّ ابْنِ امْرَأَةِ، عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّهَا سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي أُمَرَاءُ تَشْغَلُهُمْ أَشْيَاءُ عَنِ الصَّلاَةِ لِوَقْتِهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَصَلُّوا الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا " . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ " نَعَمْ إِنْ شِئْتَ " . وَقَالَ سُفْيَانُ إِنْ أَدْرَكْتُهَا مَعَهُمْ أَأُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ " نَعَمْ إِنْ شِئْتَ " .

– صحيح .

৪৩৩। ‘উবাদাহ ইবনুস সামিত ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন ঃ অচিরেই আমার পরে তোমাদের উপর এমন শাসকদের আগমন ঘটবে কর্মব্যস্ততা যাদেরকে নির্ধারিত সময়ে সলাত আদায় হতে বিরত রাখবে, এমনকি সলাতের ওয়াক্ত চলে যাবে। অতএব তখন তোমরা নির্ধারিত সময়ে সলাত আদায় করে নিবে। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি ঐ সলাত পুনরায় তাদের সাথেও আদায় করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, ইচ্ছে হলে আদায় করতে পার। সুফিয়ানের বর্ণনায় রয়েছে ঃ লোকটি বলল, আমি তাদের সাথে ঐ সলাত পেলে তাদের সাথেও আদায় করব কি? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হ্যাঁ, ইচ্ছে হলে আদায় করতে পার ।[৪৩৩]

সহীহ।

٤٣٤ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِمٍ، – يَعْنِي الزَّعْفَرَانِيَّ – حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِي يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ فَهِيَ لَكُمْ وَهِيَ عَلَيْهِمْ فَصَلُّوا مَعَهُمْ مَا صَلَّوُا الْقِبْلَةَ " .

– صحيح .

৪৩৪। কাবীসাহ ইবনু ওয়াক্কাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার পরে তোমাদের এমন শাসকগণ আসবে, যারা বিলম্বে সলাত আদায় করবে। এতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই, বরং তাদের জন্যই ক্ষতিকর। যতদিন পর্যন্ত তারা ক্বিবলাহ্‌মুখী হয়ে সলাত আদায় করবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে সলাত আদায় করতে থাকবে।[৪৩৪]

সহীহ।

---

[৪৩৩] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় না করে বিলম্ব করা, হাঃ ১২৫৭), আহমাদ (৫/৩১৫) এবং ‘আবদুল্লাহ বিন আহমাদ ‘যিয়াদাতে মুসনাদ’ (৫/৩২৯) সকলে মানসূর হতে।

[৪৩৪] ইবনু সা‘দ ‘তাবাকাতুল কুবরা’ (৭/৫৬), ত্বাবারানী ‘মু’জামুল কাবীর’ (১৮/৩১৫; হাঃ ৯৫৯)।

١١ – باب فِي مَنْ نَامَ عَنِ الصَّلاَةِ، أَوْ نَسِيَهَا

অনুচ্ছেদ- ১১ ঃ কেউ সলাতের ওয়াক্তে ঘুমিয়ে থাকলে বা সলাতের কথা ভুলে গেলে

٤٣٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ فَسَارَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَنَا الْكَرَى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلاَلٍ " اكْلأْ لَنَا اللَّيْلَ " . قَالَ فَغَلَبَتْ بِلاَلاً عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَلَمْ يَسْتَيْقِظِ النَّبِيُّ ﷺ وَلاَ بِلاَلٌ وَلاَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوَّلَهُمُ اسْتِيقَاظًا فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " يَا بِلاَلُ " . فَقَالَ أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ بِنَفْسِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاقْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ لَهُمُ الصَّلاَةَ وَصَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ " مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ { أَقِمِ الصَّلاَةَ لِلذِّكْرَى } " . قَالَ يُونُسُ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ . قَالَ أَحْمَدُ قَالَ عَنْبَسَةُ – يَعْنِي عَنْ يُونُسَ – فِي هَذَا الْحَدِيثِ لِذِكْرِي . وَقَالَ أَحْمَدُ الْكَرَى النُّعَاسُ .

– **صحيح** : م .

৪৩৫। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ খায়বার যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের একরাতে বিরতিহীনভাবে সফর করতে থাকলে আমাদের ক্লান্তি ভাব দেখা দেয়। ফলে শেষ রাতে তিনি যাত্রা বিরতি করেন এবং বিলাল ﷺ-কে বলেন ঃ তুমি জেগে থাকবে এবং রাতের দিকে লক্ষ্য রাখবে। কিন্তু বিলাল ﷺ-ও নিদ্রাকাতর হয়ে তার উটের সাথে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ফলে নাবী ﷺ, বিলাল এবং তাঁর সহাবীদের কারোরই ঘুম ভাঙ্গল না। অতঃপর সূর্যের তাপ তাদের গায়ে এসে পড়লে সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ ﷺ জাগলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ অস্থির হয়ে বললেন ঃ কী হলো বিলাল! বিলাল বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান হোক! যে সত্তা আপনাকে অচেতন রেখেছেন, আমাকেও তিনিই অচেতন রেখেছেন। অতঃপর তারা নিজেদের বাহন নিয়ে কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর নাবী ﷺ উযু করলেন এবং বিলালকে নির্দেশ করলে বিলাল ইক্বামাত দিলেন। নাবী ﷺ সকলকে নিয়ে ফাজ্‌রের সলাত আদায় শেষে বললেন ঃ কেউ সলাত আদায় করতে ভুলে গেলে যেন স্মরণ হওয়া মাত্রই উক্ত সলাত আদায় করে নেয়। কেননা আল্লাহ বলেন, "আমার স্মরণার্থে সলাত প্রতিষ্ঠা কর।" (সূরাহ ত্বাহা, ১৪)[৪৩৫]

সহীহ ঃ মুসলিম।

---

[৪৩৫] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ ছুটে যাওয়া সালাতের ক্বাযা করা), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ ঘুমের কারণে অথবা ভুলবশতঃ সলাত ছুটে গেলে, হাঃ ৬৯৭; আবূ হুরাইরাহ হতে।

٤٣٦ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تَحَوَّلُوا عَنْ مَكَانِكُمُ الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ الْغَفْلَةُ " . قَالَ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى .

– صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالأَوْزَاعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ إِسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ الأَذَانَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ هَذَا وَلَمْ يُسْنِدْهُ مِنْهُمْ إِلاَّ الأَوْزَاعِيُّ وَأَبَانُ الْعَطَّارُ عَنْ مَعْمَرٍ .

৪৩৬। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা ঐ স্থান ত্যাগ কর যেখানে তোমাদেরকে গাফ্লতি পেয়ে বসেছিল। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর বিলালকে নির্দেশ দেয়া হলে তিনি আযান ও ইক্বামাত দিলেন এবং তিনি সলাত আদায় করালেন।[৪৩৬]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটি মালিক, সুফিয়ান ইবনু 'উয়াইনাহ, আল-আওযাঈ ও 'আবদুর রায্যাক (রহঃ), মা'মার ও ইবনু ইসহাক্ব সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু মা'মার সূত্রে আওযাঈ এবং আবান আল-আত্তার ব্যতীত কেউই যুহরীর এ হাদীসে আযানের উল্লেখ করেননি।

٤٣٧ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ لَهُ فَمَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمِلْتُ مَعَهُ فَقَالَ " انْظُرْ " . فَقُلْتُ هَذَا رَاكِبٌ هَذَانِ رَاكِبَانِ هَؤُلاَءِ ثَلاَثَةٌ حَتَّى صِرْنَا سَبْعَةً . فَقَالَ " احْفَظُوا عَلَيْنَا صَلاَتَنَا " . يَعْنِي صَلاَةَ الْفَجْرِ فَضُرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلاَّ حَرُّ الشَّمْسِ فَقَامُوا فَسَارُوا هُنَيَّةً ثُمَّ نَزَلُوا فَتَوَضَّئُوا وَأَذَّنَ بِلاَلٌ فَصَلَّوْا رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّوُا الْفَجْرَ وَرَكِبُوا فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَدْ فَرَّطْنَا فِي صَلاَتِنَا . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنَّهُ لاَ تَفْرِيطَ فِي النَّوْمِ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ فَإِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ عَنْ صَلاَةٍ فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ " .

– صحيح : م .

---

[৪৩৬] পূর্বের হাদীসে গত হয়েছে।

৪৩৭। আবূ ক্বাতাদাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ কোন এক সফরে ছিলেন। সে সময় নাবী ﷺ একদিকে মনোনিবেশ করলে আমিও তাঁর সাথে মনোনিবেশ করি। তিনি বললেন ঃ লক্ষ্য রাখ। আমি বললাম, এই একজন যাত্রী, এই দু'জন যাত্রী, এই তিনজন যাত্রী। এভাবে আমরা সাতজন হয়ে গেলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাদের ফাজ্র সলাতের ব্যাপারে সজাগ থাক। কিন্তু তাদের সবার কান বন্ধ হয়ে গেল (সকলেই ঘুমিয়ে পড়লেন) এবং গায়ে সূর্যতাপ না লাগা পর্যন্ত তারা ঘুম হতে জাগতে পারলেন না। অতঃপর ঘুম থেকে জেগে কিছু দূর সফর করে তারা (এক স্থানে) অবতরণ করে উযু করলেন। বিলাল ﷺ আযান দিলে সবাই প্রথমে ফাজ্‌রের দু' রাক'আত সুন্নাত, অতঃপর ফারয সলাত আদায় করে সওয়ারীতে আরোহণ করলেন। তারপর পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন, আমরা (নির্ধারিত সময়ে) সলাত আদায়ে অবহেলা করেছি। নাবী ﷺ বললেন ঃ ঘুমের কারণে গাফলতি হলে দোষ নেই। কিন্তু জাগ্রতাবস্থায় গাফিলতি করা অন্যায়। তোমাদের কেউ সলাত আদায় করতে ভুলে গেলে যেন স্মরণ হলেই সলাত আদায় করে নেয়। আর পরবর্তী দিন যেন নির্ধারিত সময়ে সলাত আদায় করে (অর্থাৎ সলাত ক্বাযা করা যেন অভ্যাসে পরিণত না হয়)।[৪৩৭]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٤٣٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ، قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيُّ مِنَ الْمَدِينَةِ وَكَانَتِ الأَنْصَارُ تُفَقِّهُهُ - فَحَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ فَارِسُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَيْشَ الأُمَرَاءِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ . قَالَ فَلَمْ تُوقِظْنَا إِلاَّ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَقُمْنَا وَهِلِينَ لِصَلاَتِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " رُوَيْدًا رُوَيْدًا " . حَتَّى إِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْكَعُ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَلْيَرْكَعْهُمَا " . فَقَامَ مَنْ كَانَ يَرْكَعُهُمَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ يَرْكَعُهُمَا فَرَكَعَهُمَا ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنَادَى بِالصَّلاَةِ فَنُودِيَ بِهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ " أَلاَ إِنَّا نَحْمَدُ اللَّهَ أَنَّا لَمْ نَكُنْ فِي شَىْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا يَشْغَلُنَا عَنْ صَلاَتِنَا وَلَكِنَّ أَرْوَاحَنَا كَانَتْ بِيَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَرْسَلَهَا أَنَّى شَاءَ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلاَةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا " .

- شاذ .

৪৩৮। খালিদ ইবনু সুমাইর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু রাবাহ আল-আনসারী ﷺ মাদীনাহ থেকে আমাদের এখানে আসলেন। আনসারগণ তাঁকে জ্ঞানী লোক

[৪৩৭] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ ছুটে যাওয়া সালাতের ক্বাযা), আহমাদ (৫/২৯৮), ইবনু খুযাইমাহ (৪১০) 'আবদুল্লাহ ইবনু রাবাহ সূত্রে।

(বিশিষ্ট ফাক্বীহ) হিসেবে গণ্য করতেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঘোড়া রক্ষক আবূ ক্বাতাদাহ্ আল-আনসারী ﵁ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মুতার যুদ্ধে সামরিক বাহিনী প্রেরণ করলেন। তারপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।

বর্ণনাকারী আবূ ক্বাতাদাহ্ ﵁ বলেন, সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত আমাদের ঘুম ভাঙ্গল না। অতঃপর আমরা সলাতের জন্য অস্থির ও ভীত অবস্থায় জাগ্রত হলাম। নাবী ﷺ বললেন ঃ শান্ত হও, শান্ত হও। এমনকি সূর্য উঁচুতে উঠে গেল। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমাদের মধ্যকার যারা ফাজ্‌রের দু' রাক'আত সুন্নাত আদায়ে অভ্যস্ত তারা যেন তা আদায় করে নেয়। এ কথা শুনে যারা ঐ দু' রাক'আত সুন্নাত আদায় করত এবং যারা আদায় করত না তারা সকলেই দু' রাক'আত সুন্নাত আদায় করে নিল। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের আযান দেয়ার নির্দেশ দিলে আযান দেয়া হলো। রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে সলাত আদায় করলেন এবং সলাত শেষে বললেন ঃ জেনে রাখ, আমরা আল্লাহরই প্রশংসা করছি, দুনিয়ার কোন কাজ আমাদেরকে আমাদের সলাত থেকে বিরত রাখেনি। বরং আমাদের রূহগুলো আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ ছিল। তিনি স্বীয় ইচ্ছা মোতাবেক তা ছেড়েছেন। অতএব তোমাদের কেউ আগামীকাল নির্ধারিত সময়ে ফাজ্‌রের সলাত পেলে সে যেন তার সাথে অনুরূপ আরেক ওয়াক্ত সলাত (অর্থাৎ এ ক্বাযা সলাতটিও) আদায় করে নেয়।[৪৩৮]

শায।

٤٣٩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حَيْثُ شَاءَ وَرَدَّهَا حَيْثُ شَاءَ قُمْ فَأَذِّنْ بِالصَّلاَةِ " . فَقَامُوا فَتَطَهَّرُوا حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّى بِالنَّاسِ .

– صحيح : خ .

৪৩৯। আবূ ক্বাতাদাহ্ ﵁ সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত। তিনি বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক তোমাদের রূহসমূহকে আঁটকে রেখেছিলেন, আবার তাঁর ইচ্ছা মোতাবেক ছেড়েও দিয়েছেন। উঠো এবং সলাতের আযান দাও। অতঃপর সকলে উঠে উযু করে নিল। ইতোমধ্যে সূর্যও উপরে উঠে গেল। নাবী ﷺ দাঁড়ালেন এবং লোকদের নিয়ে সলাত আদায় করলেন।

সহীহ ঃ বুখারী।

---

[৪৩৮] পূর্বের হাদীস দেখুন।

٤٤٠[٤٣٩] - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَتَوَضَّأَ حِينَ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِهِمْ .

– **صحيح** : خ نحوه .

৪৪০। 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ ক্বাতাদাহ্ তার পিতার মাধ্যমে নাবী ﷺ থেকে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন। তাতে রয়েছে ঃ সূর্য উপরে উঠার পর তিনি উযু করে লোকদের নিয়ে সলাত আদায় করলেন।[৪৪০]

সহীহ ঃ অনুরূপ বুখারী।

٤٤١ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، - وَهُوَ الطَّيَالِسِيُّ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ - عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ أَنْ تُؤَخَّرَ صَلاَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ أُخْرَى " .

– **صحيح** : م- مضى نحوه رقم (٤٣٧) .

৪৪১। আবূ ক্বাতাদাহ্ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ঘুমের কারণে সলাতের গাফলতি হলে দোষ নেই। কিন্তু জাগ্রতাবস্থায় গাফলতি করে বিলম্বে সলাত আদায় করা অন্যায়, এতে করে আরেক সলাতের ওয়াক্ত এসে যায়।[৪৪১]

সহীহ ঃ মুসলিম, অনুরূপ গত হয়েছে ৪৩৭ নং এ।

٤٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ " .

– **صحيح** : ق .

৪৪২। আনাস ইবনু মালিক রাঃ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কেউ সলাত আদায় করতে ভুলে গেলে যেন স্মরণ হওয়া মাত্রই তা আদায় করে নেয়। এটাই তার সলাতের কাফ্ফারা।[৪৪২]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

---

[৪৩৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাতের ওয়াক্তসমূহ, অনুঃ ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর আযান দেয়া, হাঃ ৫৯৫) নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সলাত, হাঃ ৮৪৫), আহমাদ (৫/৩০৭), ইবনু খুযাইমাহ (৪০৯), সকলেই হুসাইন সূত্রে।

[৪৪০] এটি গত হয়েছে (৪৩৯ নং) -এ।

[৪৪১] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ ছুটে যাওয়া সলাতের ক্বাযা করা, ১/৩১১), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকা, হাঃ ১৭৭), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সলাতের ওয়াক্তসমূহ, হাঃ ৬১৫), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত), আহমাদ (৫/৬০০), সকলেই ইবনু রাবাহ সূত্রে।

[৪৪২] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহ সলাত থেকে পিছিয়ে থাকার ব্যাপারে সাবধান বাণী, হাঃ ১৩৭০), ইবনু খুযাইমাহ (১৭২১) নাফি' সূত্রে।

٤٤٣ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَنَامُوا عَنْ صَلاَةِ الْفَجْرِ فَاسْتَيْقَظُوا بِحَرِّ الشَّمْسِ فَارْتَفَعُوا قَلِيلاً حَتَّى اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَ مُؤَذِّنًا فَأَذَّنَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ .

- صحيح .

৪৪৩। 'ইমরান ইবনু হুসাইন ؓ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোন এক সফরে ছিলেন সে সময় লোকেরা ফাজ্‌রের সলাতের ওয়াক্তে ঘুমিয়ে ছিল। অতঃপর সূর্যের তাপে তাদের ঘুম ভাঙ্গে। তারা কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর সূর্য উপরে উঠে গেলে রসূল ﷺ মুয়াজ্জিনকে নির্দেশ দিলে মুয়াজ্জিন আযান দেন। অতঃপর তিনি প্রথমে ফাজ্‌রের পূর্বের দু' রাক'আত সুন্নাত আদায় করেন এবং ইক্বামাত দেয়ার পর ফাজ্‌রের ফার্‌য সলাত আদায় করলেন।[৪৪৩]

সহীহ।

٤٤٤ - حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، - وَهَذَا لَفْظُ عَبَّاسٍ - أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَهُمْ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ - يَعْنِي الْقِتْبَانِيَّ - أَنَّ كُلَيْبَ بْنَ صُبْحٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ الزِّبْرِقَانَ حَدَّثَهُ عَنْ عَمِّهِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَنَامَ عَنِ الصُّبْحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " تَنَحَّوْا عَنْ هَذَا الْمَكَانِ " . قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ ثُمَّ تَوَضَّئُوا وَصَلَّوْا رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى بِهِمْ صَلاَةَ الصُّبْحِ " .

- صحيح .

৪৪৪। 'আমর ইবনু উমায়্যাহ আদ-দামরী ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে তাঁর কোন এক সফরে ছিলাম। তিনি ফাজ্‌রের ওয়াক্তে ঘুমিয়ে ছিলেন। সূর্যোদয়ের পর রসূলুল্লাহ ﷺ জেগে উঠে বললেন, এ জায়গা থেকে সরে পড়। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর (অন্য এক স্থানে গিয়ে) বিলালকে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সকলে উযু করে দু' রাক'আত

[৪৪৩] বুখারী (অধ্যায় ঃ মানাকিব, অনুঃ ইসলামে নবুওয়াতের নিদর্শানাবলী, হাঃ ৩৫৭১), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ ছুটে যাওয়া সলাতের ক্বাযা করা এবং তা অবিলম্বে ক্বাযা করা মুস্তাহাব হওয়া প্রসঙ্গে), আবূ রাজাআ সূত্রে।

সুন্নাত আদায় করল। অতঃপর নির্দেশ মোতাবেক বিলাল সলাতের ইক্বামাত দিলে তিনি ফাজ্রের সলাত আদায় করালেন।[৪৪৪]

সহীহ।

٤٤٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ - حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ، - يَعْنِي الْحَلَبِيَّ - حَدَّثَنَا حَرِيزٌ، - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ ذِي، مِخْبَرٍ الْحَبَشِيِّ وَكَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَتَوَضَّأَ - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - وُضُوءًا لَمْ يَلْثَ مِنْهُ التُّرَابُ ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ عَجِلٍ ثُمَّ قَالَ لِبِلاَلٍ " أَقِمِ الصَّلاَةَ " . ثُمَّ صَلَّى الْفَرْضَ وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ .

- صحيح .

৪৪৫। যু-মিখ্বার আল-হাবাশী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-এর খিদমাত করতেন। তার বর্ণনায় রয়েছে ঃ তখন নাবী ﷺ এতটুকু পরিমাণ পানি দিয়ে উযু করলেন যে, তাতে জমিন ভিজল না। অতঃপর বিলালকে নির্দেশ দিলে তিনি আযান দিলেন। নাবী ﷺ দাঁড়িয়ে ধীরেসুস্থে শান্তভাবে দু' রাক'আত সুন্নাত পড়ে বিলালকে সলাতের ইক্বামাত দিতে বললেন। এরপর তিনি ধীরেসুস্থে ফার্য সলাত আদায় করালেন।[৪৪৫]

সহীহ।

٤٤٦ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ حَرِيزٍ، - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ ذِي، مِخْبَرِ بْنِ أَخِي النَّجَاشِيِّ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَأَذَّنَ وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ .

- شاذ .

৪৪৬। নাজ্জাশীর ভ্রাতুষ্পুত্র যু-মিখ্বার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি অনুরূপ ঘটনার বর্ণনাতে বলেন, অতঃপর বিলাল কোনরূপ তাড়াহুড়া না করে ধীরেসুস্থে আযান দিলেন।[৪৪৬]

শায।

٤٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَلْقَمَةَ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، قَالَ أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ

---

[৪৪৪] বুখারী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আর দিনে সুগন্ধি ব্যবহার করা, হাঃ ৮৮০) আবূ সাঈদ সূত্রে, মুসলিম (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আর দিনে সুগন্ধি লাগানো ও মিসওয়াক করা)।

[৪৪৫] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ গোসলের ফাযীলাত, অনুঃ জুমু'আহ্র দিনে গোসল করা, হাঃ ৪৯৬), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহ্র দিনে গোসল করার ফাযীলাত, হাঃ ১৩৮০), ইবনু মাজাহ (১০৮৭), আহমাদ (৪/১০), ইবনু খুযাইমাহ (১৭৬৭), সকলেই আবূল আশ'আস হতে।

[৪৪৬] আহমাদ (২/২০৯, হাঃ ৬৯৫৪)। এর সানাদ সহীহ।

اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ يَكْلَؤُنَا " . فَقَالَ بِلاَلٌ أَنَا . فَنَامُوا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ " افْعَلُوا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ " . قَالَ فَفَعَلْنَا . قَالَ " فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ " .

– صحيح .

৪৪৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﷺ বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির মেয়াদকালে আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আগমন করলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ (রাতের বেলায়) আমাদের পাহারা দেয়ার দায়িত্ব কে নেবে? বিলাল ﷺ বললেন, আমি। অতঃপর সবাই ঘুমিয়ে পড়ল, এমনকি সূর্যোদয় হয়ে গেল। এমতাবস্থায় নাবী ﷺ জেগে উঠে বললেন ঃ তোমরা ঐরূপ কর যেরূপ তোমরা করে থাকতে (অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বে যেরূপ সলাত আদায় করতে এখনও তাই কর)। সুতরাং আমরা তাই করলাম। নাবী ﷺ বললেন ঃ কেউ ঘুমিয়ে পড়লে বা ভুলে গেলে সেও এরূপই করবে।[৪৪৭]

সহীহ।

١٢ – باب فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ- ১২ ঃ মাসজিদ নির্মাণ সম্পর্কে

٤٤٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيدِ الْمَسَاجِدِ " . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى .

– صحيح .

৪৪৮। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমাকে উঁচু করে মাসজিদ বানানোর নির্দেশ দেয়া হয়নি। ইবনু 'আব্বাস বলেন, তোমরা (অচিরেই) মাসজিদ সমূহকে এমনভাবে সুসজ্জিত ও কারুকার্যময় করবে যেরূপ ইয়াহূদী ও খৃষ্টানরা (তাদের উপাসনালয়) সুসজ্জিত করে থাকে।[৪৪৮]

সহীহ।

---

[৪৪৭] আহমদ (১/৩৮৬, ৩৯১, ৪৬৪) জামি' ইবনু শাদ্দাদ সূত্রে।

[৪৪৮] 'আবদুর রাযযাক 'মুসান্নাফ' (৩/১৫২, হাঃ ৫১২৭), বাগাভী 'সুন্নাহ' (২/১১১), ইবনু হিব্বান (৩০৫), বুখারী একে তা'লীক্বভাবে বর্ণনা করেছেন সলাত অধ্যায়ে (১/৬৪২) সংক্ষেপে ইবনু 'আব্বাসের উক্তি হিসেবে।

٤٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَقَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ " .

- صَحِيح .

৪৪৯। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ লোকেরা মাসজিদ নিয়ে পরস্পর গৌরব ও অহঙ্কারে মেতে উঠা না পর্যন্ত ক্বিয়ামাত সংঘটিত হবে না।[৪৪৯]

সহীহ।

٤٥٠ - حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجَّى، حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ الدَّلاَّلُ، مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَوَاغِيتُهُمْ .

- ضعيف .

৪৫০। 'উসমান ইবনু আবূল 'আস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাকে তায়িফের ঐ স্থানে মাসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন যেখানে মুশরিকদের মূর্তিসমূহ স্থাপিত ছিল।[৪৫০]

দুর্বল।

٤٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، وَمُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، - وَهُوَ أَتَمُّ - قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ - قَالَ مُجَاهِدٌ وَعَمَدُهُ مِنْ خَشَبِ النَّخْلِ - فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بِنَائِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ وَأَعَادَ عَمَدَهُ - قَالَ مُجَاهِدٌ عُمُدَهُ خَشَبًا - وَغَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ

---

[৪৪৯] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, হাঃ ৬৮৮), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ মাসজিদ, হাঃ ৭৩৯), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, হাঃ ১৪০৮), আহমাদ (৩/১৩৪), সকলেই হাম্মাদ সূত্রে।

[৪৫০] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ কোথায় মসজিদ নির্মান করা জায়িয, হাঃ ৭৪৩), হাকিম (৩/৬১৮) এবং তারা দু'জনে নীরব থেকেছেন, বায়হাক্বী 'দালায়িলিন নাবুয়্যাহ' (৫/৩০৬) আবূ হাম্মাম সূত্রে। এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু 'ইয়ায রয়েছে। হাফিয 'আত-তাকরীব' গ্রন্থে বলেন, মাক্ববুল।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ কাফিরদের উপাসনালয়ের স্থানসমূহ মুসলমানদের করতলে এসে গেলে সেখানে আল্লাহর ইবাদাতের উদ্দেশে মাসজিদ নির্মাণ করা জায়িয আছে।

بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عَمَدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقْفَهُ بِالسَّاجِ . قَالَ مُجَاهِدٌ وَسَقْفُهُ السَّاجُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْقَصَّةُ الْجِصُّ .

– صحيح : خ .

৪৫১। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﵁ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মাসজিদে নাববী নির্মাণ করা হয়েছিল ইট ও খেজুর পাতা দ্বারা। তার খুঁটি ছিল খেজুর-কাঠের। আবূ বাক্র ﵁ (স্বীয় শাসনামলে) মাসজিদকে সম্প্রসারণ করেননি। তবে 'উমার ﵁ সম্প্রসারণ করেছেন, কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগের ভিত্তির উপরই তিনি ইট ও খেজুর পাতা দিয়ে তা নির্মাণ করান এবং নতুন কিছু স্তম্ভ স্থাপন করেন। তার স্তম্ভ ছিল খেজুর কাঠের। পরে 'উসমান ﵁ তা পরিবর্তন করে মাসজিদকে অনেক সম্প্রসারিত করেন। তিনি নকশাযুক্ত পাথর ও চুনা দিয়ে তার দেয়াল তৈরি করেন, নকশাযুক্ত পাথর খচিত খুঁটি নির্মাণ করেন এবং ছাদ নির্মাণ করেন সেগুন কাঠ দ্বারা। মুজাহিদ বলেন, তার ছাদ ছিল সেগুন কাঠের। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, (الْقَصَّةُ) হলো চুন বা প্লাস্টার।[৪৫১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٤٥٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ مَسْجِدَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ سَوَارِيهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ أَعْلاَهُ مُظَلَّلٌ بِجَرِيدِ النَّخْلِ ثُمَّ إِنَّهَا نَخِرَتْ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ فَبَنَاهَا بِجُذُوعِ النَّخْلِ وَبِجَرِيدِ النَّخْلِ ثُمَّ إِنَّهَا نَخِرَتْ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ فَبَنَاهَا بِالآجُرِّ فَلَمْ تَزَلْ ثَابِتَةً حَتَّى الآنَ .

– ضعيف .

৪৫২। ইবনু 'উমার ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মাসজিদে নাববী ﷺ-এর খুঁটি ছিল খেজুর গাছের কাণ্ডের। তার উপরিভাগ ছিল খেজুর পাতা দ্বারা আচ্ছাদিত। আবূ বকর ﵁-এর খিলাফতকালে তা ভেঙ্গে পড়ে গেলে তিনি খেজুর গাছ ও খেজুর পাতা দিয়ে তা পুনর্নির্মাণ করেন। অতঃপর 'উসমান ﵁-এর খিলাফতকালে ঐগুলো বিনষ্ট হয়ে গেলে তিনি তা পাকা ইট দিয়ে নির্মাণ করেন। আজও তা বিদ্যমান আছে (অর্থাৎ এ হাদীস সংকলনের সময় পর্যন্ত)।[৪৫২]

দুর্বল।

---

[৪৫১] **বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত,** অনুঃ মাসজিদ নির্মান, হাঃ ৪৪৬), আহমাদ (২/১৩০), ইবনু খুযাইমাহ (১৩২৪) **নাফি' সূত্রে।**

[৪৫২] **আবূ দাউদ** এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদে 'আত্বিয়্যাহ আল- আওফী দুর্বল।

٤٥٣ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ فِي عُلْوِ الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاءُوا مُتَقَلِّدِينَ سُيُوفَهُمْ – فَقَالَ أَنَسٌ – فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلأُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتَّى أَلْقَى بِفِنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَإِنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَرْسَلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ " يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا " . فَقَالُوا وَاللَّهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلاَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ أَنَسٌ وَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَتْ فِيهِ خِرَبٌ وَكَانَ فِيهِ نَخْلٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ وَبِالْخِرَبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ وَالنَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهْ فَانْصُرِ الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهْ

– صحيح : ق .

৪৫৩। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনাহ্য় আগমন করে মাদীনাহ্র বনু 'আমর ইবনু 'আওফ নামক উচ্চভূমির একটি এলাকায় অবতরণ করলেন। সেখানে তিনি চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন। অতঃপর তিনি বনু নাজ্জারের নিকট লোক পাঠালেন। তারা তাঁর (সম্মানার্থে) গলায় তরবারী ঝুলিয়ে অস্ত্রে সুসজ্জিত অবস্থায় এলো। আনাস ﷺ বলেন, আমি যেন রসূলুল্লাহ ﷺ-কে উটের উপর দেখতে পাচ্ছি এবং তার পেছনে আবূ বকর ﷺ আরোহিত ছিলেন। আর বনু নাজ্জারের লোকেরা ছিল তাঁর চারপাশে। অবশেষে তিনি আবূ আইউব আনসারী ﷺ-এর আঙ্গিনায় অবতরণ করলেন। যেখানেই সলাতের ওয়াক্ত হত রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আদায় করে নিতেন। তিনি বকরী রাখার স্থানেও সলাত আদায় করতেন। অতঃপর তিনি মাসজিদ নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। তিনি বনু নাজ্জারের নিকট সংবাদ পাঠিয়ে ডাকালেন এবং বললেন, হে বনু নাজ্জার! তোমরা এ বাগানের মূল্য নিয়ে নাও। তারা বলল, আল্লাহর শপথ! আমরা এর বিনিময় একমাত্র আল্লাহর নিকটেই চাই। আনাস ﷺ বলেন, বাগানটিতে যা যা ছিল আমি তোমাদেরকে তা বলছি ঃ তাতে ছিল মুশরিকদের কিছু ক্ববর, পুরাতন ধ্বংসস্তুপ এবং কিছু খেজুর গাছ। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশক্রমে মুশরিকদের ক্ববরগুলো খুঁড়ে হাড়গোড় ইত্যাদি বেছে অন্যত্র ফেলে দেয়া হলো। কর্তিত খেজুর গাছের কাণ্ড মাসজিদের সামনে

সারিবদ্ধভাবে গেড়ে দেয়া হলো। দরজার চৌকাঠ নির্মাণ করা হলো পাথর দ্বারা। সহাবীগণ পাথরগুলো স্থানান্তরের সময় কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। নাবী ﷺ-ও তাদের সাথেই ছিলেন। তিনি বলছিলেন ঃ হে আল্লাহ! আখিরাতের কল্যাণই প্রকৃত কল্যাণ । আপনি আনসার ও মুহাজিরের সাহায্য করুন।[৪৫৩]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٤٥٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ مَوْضِعُ الْمَسْجِدِ حَائِطًا لِبَنِي النَّجَّارِ فِيهِ حَرْثٌ وَنَخْلٌ وَقُبُورُ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ثَامِنُونِي بِهِ " . فَقَالُوا لاَ نَبْغِي بِهِ ثَمَنًا . فَقُطِعَ النَّخْلُ وَسُوِّيَ الْحَرْثُ وَنُبِشَ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ " فَاغْفِرْ " . مَكَانَ " فَانْصُرْ " . قَالَ مُوسَى وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بِنَحْوِهِ وَكَانَ عَبْدُ الْوَارِثِ يَقُولُ خِرَبٌ وَزَعَمَ عَبْدُ الْوَارِثِ أَنَّهُ أَفَادَ حَمَّادًا هَذَا الْحَدِيثَ .

- صحيح : م .

৪৫৪। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাসজিদে নাববীর জায়গাটিতে বনু নাজ্জারের একটি বাগান ছিল। তাতে ক্ষেত, খেজুর গাছ ও মুশরিকদের কিছু ক্ববর ছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন ঃ আমার কাছ থেকে তোমরা এ বাগানের মূল্য নিয়ে নাও। তারা বলল, আমরা এর মূল্য চাই না (বরং দান করতে চাই)। অতঃপর খেজুর গাছ কাটা হলো, শষ্যক্ষেত্র সমতল করে দেয়া হলো এবং মুশরিকদের ক্ববরগুলো খুঁড়ে হাড়গোড় বেছে ফেলে দেয়া হলো। .... অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। তবে বর্ণনাকারী এ হাদীসে ঃ (হে আল্লাহ) 'আপনি সাহায্য করুন'– এর স্থলে ঃ 'আপনি ক্ষমা করুন' উল্লেখ করেছেন। বর্ণনাকারী মূসা বলেন, 'আবদুল ওয়ারিসও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। 'আবদুল ওয়ারিস এ হাদীস হাম্মাদের কাছে বর্ণনা করেছেন।[৪৫৪]

সহীহ ঃ মুসলিম।

---

[৪৫৩] আহমাদ (৪/১৩৬, হাঃ ২৪১৯), ইবনু খুযাইমাহ (৯১৭৭৫) 'আমর ইবনু আবূ 'আমর সূত্রে।

[৪৫৪] আহমাদ (৫/৮,১৫,১৬,২২), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ জুমু'আহ্‌র দিনে গোসল করা, হাঃ ১৫৪০) হাম্মাম সূত্রে তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ জুমু'আহ্‌র দিনে উযু করা ; হাঃ৪৯৭, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ জুমু'আহ্‌র দিনে গোসল না করার অনুমতি প্রসঙ্গে, হাঃ ১৩৭৯), আহমাদ (৫/১১) শু'বাহ সূত্রে। উভয়ে (হাম্মাম এবং শু'বাহ) ক্বাতাদাহ সূত্রে।

١٣ - باب اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ

অনুচ্ছেদ- ১৩ ঃ পাড়ায় পাড়ায় মাসজিদ নির্মাণ করা

٤٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ .

- صحيح .

৪৫৫। 'আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ পাড়ায় পাড়ায় মাসজিদ নির্মাণ করার এবং তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।[৪৫৫]

সহীহ।

٤٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِيهِ، سَمُرَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِهِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْمَسَاجِدِ أَنْ نَصْنَعَهَا فِي دِيَارِنَا وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا وَنُطَهِّرَهَا .

- صحيح .

৪৫৬। সামুরাহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি তার সন্তানদের উদ্দেশ্যে এ মর্মে পত্র লিখেন যে ঃ অতঃপর জেনে রাখ! রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন এলাকায় এলাকায় মাসজিদ নির্মাণ করি এবং তা ঠিকঠাক ও পরিচ্ছন্ন রাখি।[৪৫৬]

সহীহ।

١٤ - باب فِي السُّرُجِ فِي الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ- ১৪ ঃ মাসজিদে বাতি জ্বালানো

٤٥٧ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ مَيْمُونَةَ، مَوْلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنَا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ " ائْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ " . - وَكَانَتِ الْبِلاَدُ إِذْ ذَاكَ حَرْبًا - فَإِنْ لَمْ تَأْتُوهُ وَتُصَلُّوا فِيهِ فَابْعَثُوا بِزَيْتٍ يُسْرَجُ فِي قَنَادِيلِهِ ' .

- ضعيف .

---

[৪৫৫] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মাসজিদ সুগন্ধিময় করা, হাঃ ৫৯৪, ৫৯৫), আহমাদ (৫/১৭,৬/২৭৯) হিশাম সূত্রে।

[৪৫৬] আহমাদ (৫/১৭) মাকহুল সূত্রে সামুরাহ হতে।

৪৫৭। নাবী ﷺ-এর মুক্ত দাসী মায়মূনাহ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! বায়তুল মাক্বদিস (মাসজিদুল আক্বসা) সম্পর্কে আমাদের জন্য আপনার অভিমত কি? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমরা সেখানে গিয়ে সলাত আদায় করতে পার। ঐ সময় শহরটি শত্রুদের দখলে ছিল। (সেজন্য রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,) তোমরা সেখানে গিয়ে সলাত আদায় করতে না পারলে সেখানে বাতি জ্বালানোর জন্য তেল পাঠিয়ে দিও।[৪৫৭]

দুর্বল।

١٥ – باب فِي حَصَى الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ- ১৫ ঃ মাসজিদের কঙ্কর প্রসঙ্গে

٤٥٨ – حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ تَمَّامِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمٍ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْحَصَى الَّذِي، فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مُطِرْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَصْبَحَتِ الأَرْضُ مُبْتَلَّةً فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالْحَصَى فِي ثَوْبِهِ فَيَبْسُطُهُ تَحْتَهُ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلاَةَ قَالَ " مَا أَحْسَنَ هَذَا " .

– ضعيف .

৪৫৮। আবূল ওয়ালীদ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু ‘উমার ﵄-কে মাসজিদের কঙ্কর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এক রাতে বৃষ্টি হওয়ায় মাটি কর্দমাক্ত হয়ে যায়। তখন এক ব্যক্তি তার কাপড়ে করে ছোট ছোট পাথর টুকরা এনে মাটিতে বিছিয়ে দিল। রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আদায় শেষে বললেন ঃ এটা কতই না উত্তম কাজ।[৪৫৮]

দুর্বল।

٤٥٩ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ كَانَ يُقَالُ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَخْرَجَ الْحَصَى مِنَ الْمَسْجِدِ يُنَاشِدُهُ .

– صحيح مقطوع .

---

[৪৫৭] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ বায়তুল মুকাদ্দাস মাসজিদে সলাত আদায় সম্পর্কে, হাঃ ১৪০৭) যিয়াদ ইবনু আবূ সাওদাহ সূত্রে তার ভাই ‘উসমান ইবনু আবূ সমাদাহ হতে মায়মুনাহ সূত্রে। যাওয়ায়িদ গ্রন্থে রয়েছে, ‘আবূ দাউদ এর অংশ বিশেষ বর্ণনা করেছেন, ইবনু মাজাহর সানাদ সহীহ, রিজাল নির্ভরযোগ্য এবং আবূ দাউদের সানাদের চেয়ে বিশুদ্ধ।’ এবং আহমাদ (৬/৪৬৩) যিয়াদ সূত্রে তার ভাই হতে। এটি দুর্বল।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। বায়তুল মাক্বদিস একটি ফাযীলাতপূর্ণ মাসজিদ।

২। সলাত আদায়ের উদ্দেশে সেখানে ভ্রমণ করা জায়িয।

[৪৫৮] ইবনু খুযাইমাহ (১২৯৮), এর সানাদের আবূল ওয়ালীদ সম্পর্কে হাফিয ‘আত-তাক্বরীব’ গ্রন্থে বলেন, মাকবূল।

৪৫৯। আবূ সালিহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কথিত আছে, কোন ব্যক্তি যখন মাসজিদ থেকে পাথর কুচি বাইরে নিয়ে যায়, তখন সেগুলো তাকে শপথ দিতে থাকে (এবং বলতে থাকে, আমাদেরকে মাসজিদ থেকে বের করো না)।[৪৫৯]

সহীহ মাক্বতূ।

٤٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو بَكْرٍ، - يَعْنِي الصَّاغَانِيَّ - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، حَدَّثَنَا أَبُو حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - قَالَ أَبُو بَدْرٍ - أُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنَّ الْحَصَاةَ لَتُنَاشِدُ الَّذِي يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ " .

- ضعيف .

৪৬০। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। আবূ বাদ্‌র ﷺ বলেন, আমার মতে হাদীসটি তিনি নাবী ﷺ পর্যন্ত সানাদ পৌঁছিয়ে মারফূ ভাবেই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ নাবী ﷺ বলেছেন ঃ পাথর কুচি তার অপসারণকারীকে এ মর্মে শপথ দেয় যে-তাকে যেন মাসজিদ থেকে বের করা না হয়।[৪৬০]

দুর্বল।

١٦ - باب فِي كَنْسِ الْمَسْجِدِ
অনুচ্ছেদ- ১৬ ঃ মাসজিদ ঝাড়ু দেয়া

٤٦١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْخَزَّازُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " عُرِضَتْ عَلَىَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَعُرِضَتْ عَلَىَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا " .

- ضعيف : المشكاة ٧٢٠ .

৪৬১। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের সাওয়াবসমূহ (কাজের বিনিময়গুলো) আমার সামনে পেশ করা হয়েছে, এমনকি কোন ব্যক্তি কর্তৃক মাসজিদ থেকে ময়লা-আবর্জনা দূর করার সাওয়াবও। অপরদিকে আমার উম্মাতের পাপরাশিও আমাকে দেখানো হয়েছে। আমি তাতে কুরআনের কোন সূরাহ বা আয়াত শেখার পর তা ভুলে যাওয়ার চাইতে বড় গুনাহ আর দেখিনি।[৪৬১]

দুর্বল ঃ মিশকাত

---

[৪৫৯] সহীহ মাক্বতূ।

[৪৬০] বাগাভী 'সুন্নাহ'(২/১২১), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (৫/ ১২৮) এর সানাদে শারীক ইবনু 'আবদুল্লাহ কাযী রয়েছে। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন, সত্যবাদী, তবে প্রচুর ভুল করতেন। তার স্মরণশক্তি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।

[৪৬১] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ ফাযায়িলে কুরআন; হাঃ ১৯৭৬, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব, এ সূত্র ছাড়া হাদীসটির অন্য কোন সূত্র আমরা অবহিত নই), ইবনু খুযাইমাহ (১৯১৬)।

١٧ – باب فِي اعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ عَنِ الرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ- ১৭ ঃ মাসজিদে প্রবেশে নারীদেরকে পুরুষদের থেকে পৃথক পথ অবলম্বন করা

٤٦٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ ". قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ .

– صحيح .

وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ عُمَرُ وَهُوَ أَصَحُّ .

৪৬২। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমরা যদি এ দরজাটি কেবল নারীদের (মাসজিদে যাতায়াতের) জন্য ছেড়ে দিতাম! নাফি' (রহঃ) বলেন, (এরপর থেকে) ইবনু 'উমার ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত ঐ দরজা দিয়ে আর (মাসজিদে) প্রবেশ করেননি।[৪৬২]

সহীহ।

'আবদুল ওয়ারিস ব্যতীত অন্য বর্ণনাকারীর (অর্থাৎ ইসমাঈলের) মতে, কথাটি (ইবনু 'উমার ﷺ নন বরং) 'উমার ﷺ বলেছিলেন। আর এটাই অধিকতর সহীহ।

٤٦٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ – رضى الله عنه – فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ وَهُوَ أَصَحُّ .

৪৬৩। নাফি' (রহঃ) বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেছেন .....অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। এটাই অধিকতর সহীহ।[৪৬৩]

٤٦٤ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، – يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ – حَدَّثَنَا بَكْرٌ، – يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ – عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَنْهَى أَنْ يُدْخَلَ، مِنْ بَابِ النِّسَاءِ .

– ضعيف .

৪৬৪। নাফি' (রহঃ) বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ মহিলাদের দরজা দিয়ে পুরুষদের (মাসজিদে) প্রবেশ করতে নিষেধ করতেন।[৪৬৪]

দুর্বল।

---

[৪৬২] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন, এর রিজাল নির্ভরযোগ্য।

[৪৬৩] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ কাপড়ে হায়িযের রক্ত লাগলে, হাঃ ২৯১), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ কাপড়ে হায়িযের রক্ত লাগলে, হাঃ ৬২৮), দারিমী (১০১৯), আহমাদ (৬/৩৫৫, ৩৫৬), ইবনু খুযাইমাহ (২৭৭), সকলেই মিক্বদাম সূত্রে।

[৪৬৪] এরূপ অর্থগত হাদীস গত হয়েছে।

١٨ – باب فِيمَا يَقُولُهُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ

অনুচ্ছেদ- ১৮ ঃ কোন ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশের সময় যে দু'আ পাঠ করবে

٤٦٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، – يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيَّ – عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ، أَوْ أَبَا أُسَيْدٍ الأَنْصَارِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لْيَقُلِ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ فَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ " .

– صحيح : م .

৪৬৫। 'আবদুল মালিক ইবনু সাঈদ ইবনু সুওয়াইদ বলেন, আমি আবূ হুমাইদ (রাঃ) বা আবূ উসাইদ আনসারী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশকালে যেন সর্বপ্রথম নাবী ﷺ-এর উপর সালাম পাঠ করে, অতঃপর যেন বলে ঃ 'হে আল্লাহ! আমার জন্য আপনার রহমাতের দরজাগুলো খুলে দিন।' আর বের হওয়ার সময় যেন বলে ঃ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।'[৪৬৫]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٤٦٦ – حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ لَقِيتُ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ حَدَّثْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ " أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " . قَالَ أَقَطْ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّي سَائِرَ الْيَوْمِ .

– صحيح : ق .

৪৬৬। হাইওয়াহ ইবনু শুরায়িহ (রহঃ) বলেন, আমি 'উক্ববাহ্ ইবনু মুসলিমের সাথে সাক্ষাত করে বলি, আমি জানতে পারলাম যে, আপনার নিকট 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস (রাঃ)-এর মাধ্যমে নাবী ﷺ হতে এ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে ঃ নাবী ﷺ মাসজিদে প্রবেশের সময় বলতেন ঃ 'আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি, অতীব মর্যাদা ও চিরন্তন পরাক্রমশালীর অধিকারী মহান আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শাইত্বান হতে।' 'উক্ববাহ্ (রাঃ) বললেন, এতটুকুই? আমি বললাম, হ্যাঁ। 'উক্ববাহ্ (রাঃ) বললেন, কেউ এ দু'আ পাঠ করলে শাইত্বান বলে, এ লোকটি আমার (অনিষ্ট ও কুমন্ত্রণা) থেকে সারা দিনের জন্য বেঁচে গেল।[৪৬৬]

~~**সহীহ** ঃ বুখারী ও মুসলিম।~~

[৪৬৫] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফির, অনুঃ মাসজিদে প্রবেশের দু'আ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ মাসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দু'আ, হাঃ ৭২৮), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ মাসজিদে প্রবেশের দু'আ, হাঃ ৭৭২), দারিমী (২৬৯), আহমাদ (৩/১৯৭), সকলেই রবী'আহ সূত্রে।

[৪৬৬] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ কাপড়ে বীর্য লাগলে, হাঃ ২৯৩), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ সহবাসকালীন সময়ে পরিহিত পোশাকে সালাত আদায়, হাঃ ৫৪০), দারিমী (১৩৭৬), আহমাদ (৬/৩২৫, ৪২৬) একাধিক সানাদে ইয়াযীদ ইবনু আবূ হাবীব সূত্রে।

١٩ – باب مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ- ১৯ ঃ মাসজিদে প্রবেশকালীন সলাত

٤٦٧ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجْلِسَ " .

– صحيح : ق .

৪৬৭। আবূ ক্বাতাদাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ মাসজিদে আসলে যেন বসার পূর্বেই দু' রাক'আত সলাত আদায় করে নেয়।[৪৬৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٤٦٨ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ، عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ زَادَ " ثُمَّ لْيَقْعُدْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ أَوْ لِيَذْهَبْ لِحَاجَتِهِ " .

– صحيح .

৪৬৮। আবূ ক্বাতাদাহ্ ﷺ হতে নাবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তাতে আরো আছে ঃ দু' রাক'আত সলাত আদায়ের পর তার ইচ্ছা হলে বসবে অথবা নিজ প্রয়োজনে বাইরে চলে যাবে।[৪৬৮]

সহীহ।

٢٠ – باب فِي فَضْلِ الْقُعُودِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ- ২০ ঃ মাসজিদে বসে থাকার ফাযীলাত

٤٦٩ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَقُمِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ "

– صحيح :

---

[৪৬৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মাসজিদে প্রবেশ করে দু' রাক'আত সলাত আদায় করা, হাঃ ৪৪৪), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ তাহিয়্যাতুল মাসজিদের দু' রাক'আত সলাত আদায় মুস্তাহাব) উভয়ে মালিক সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ হাদীসটি প্রমাণ করে, কেউ মাসজিদে প্রবেশ করলে সেখানে বসার পূবেই আল্লাহর ঘরের সম্মানার্থে দু' রাক'আত সলাত আদায় করবে। তা হচ্ছে, তাহিয়্যাতুল মাসজিদের দু' রাক'আত সলাত।

[৪৬৮] আহমাদ (৬/১০১) মুহাম্মদ ইবনু স্বীরীন সূত্রে, দেখুন (৩৬৭ নং)।

৪৬৯। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যতক্ষণ পর্যন্ত তার সলাত আদায়ের স্থানে (জায়নামাযে) বসে থাকে ততক্ষণ মালায়িকাহ্ (ফিরিশতাগণ) তার জন্য দু'আ করতে থাকেন। তার উযু নষ্ট হওয়া অথবা উঠে চলে যাওয়া পর্যন্ত মালায়িকাহ্ এই বলে দু'আ করতে থাকেন ঃ 'হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করুন।'[৪৬৯]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٤٧٠ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاَةُ " .

– صحيح : ق .

৪৭০। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত সলাত আদায়ে রত ব্যক্তি হিসেবেই গণ্য হবে, যতক্ষণ সলাত (অর্থাৎ সলাতের অপেক্ষা) তাকে আটকে রাখবে। তাকে তো তার পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে যেতে কেবল সলাতই বারণ করছে।[৪৭০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٤٧١ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَ فِي مُصَلاَّهُ يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ تَقُولُ الْمَلاَئِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ أَوْ يُحْدِثَ " . فَقِيلَ مَا يُحْدِثُ قَالَ يَفْسُو أَوْ يَضْرِطُ .

– صحيح : م .

৪৭১। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত সলাত আদায়ের স্থানে (জায়নামাযে) সলাতের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত পুরো সময় সে সলাতেই থাকে। তার প্রত্যাবর্তন না করা অথবা উযু টুটে না যাওয়া পর্যন্ত মালায়িকাহ্ তার জন্য এই বলে দু'আ করতে থাকে ঃ হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দিন। হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম

---

[৪৬৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত, মাসজিদে উযু নষ্ট হওয়া, হাঃ ৪৪৫), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ জামা'আতে সলাত আদায় ও সলাতের জন্য অপেক্ষা করার ফাযীলাত) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে।

[৪৭০] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ মাসজিদে সালাতের জন্য অপেক্ষমান ব্যক্তি ও মাসজিদের ফাযীলাত ৬৫৯), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ জামা'আতে সালাত আদায়ের ফাযীলাত) উভয়ে মালিক সূত্রে।

করুন।' বলা হলো, উযু টুটে যাওয়ার অর্থ কী? তিনি বললেন ঃ (পায়খানার রাস্তা দিয়ে) নিঃশব্দে অথবা সশব্দে বায়ু নির্গত হওয়া।[৪৭১]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٤٧٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ الأَزْدِيُّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ الْعَنْسِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَىْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ " .

- حسن .

৪৭২। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কেউ কোন উদ্দেশে মাসজিদে এলে, সে ঐ উদ্দেশ্য অনুপাতেই (প্রতিদান) পাবে।[৪৭২]

হাসান।

٢١ - باب فِي كَرَاهِيَةِ إِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ- ২১ ঃ মাসজিদে হারানো বস্তু খোঁজ করা অপছন্দনীয়

٤٧٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، - يَعْنِي ابْنَ شُرَيْحٍ - قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الأَسْوَدِ، - يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ - يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى شَدَّادٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ أَدَّاهَا اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا " .

- صحيح : م .

৪৭৩। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ কেউ কোন ব্যক্তিকে (চিৎকার করে) মাসজিদে হারানো বস্তু অনুসন্ধান করতে শুনলে সে যেন বলে, আল্লাহ তোমাকে ঐ বস্তু কখনো ফিরিয়ে না দিন। কারণ মাসজিদ তো এ কাজের জন্য নির্মান করা হয়নি।[৪৭৩]

সহীহ ঃ মুসলিম।

---

[৪৭১] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, জামা'আতে সলাত আদায় ও সালাতের জন্য অপেক্ষা করার ফাযীলাত), আহমাদ (২/৪১৫, ৫২৮), ইবনু খুযাইমাহ (৩৬০), সকলেই হাম্মাদ সূত্রে।

[৪৭২] বায়হাক্বী' 'সুনানুল কুবরা' (৩/৬৬) হিশাম ইবনু 'আম্মার সূত্রে, তাবরীযী 'মিশকাত' (৭৩০)।

[৪৭৩] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ মাসজিদে হারানো বস্তু সন্ধানের ব্যাপারে উচুঁ শব্দ করা নিষেধ, হাঃ ৭৬৭), আহমাদ (২/৩৪৯, ৪২০), ইবনু খুযাইমাহ (১৩০২), সকলেই হাইওয়াতা ইবনু শুরাইহ সূত্রে।

এক নজরে মাসজিদে যেসব কাজ করা নিষেধ ও অপছন্দনীয় ঃ

বিভিন্ন হাদীস ও বর্ণনার দ্বারা জানা যায় যে, মাসজিদে নিম্নের কাজগুলো করা নিষেধ ও অপছন্দনীয় ঃ

(১) কাঁচা পিয়াজ, রসূন (অনুরূপ দুর্গন্ধ জাতীয় জিনিস) খেয়ে মাসজিদে যাওয়া। (সহীহুল বুখারী, মুসলিম)
(২) মাসজিদে থুতু ফেলা। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)
(৩) ইহুদী ও খৃষ্টানদের মত মাসজিদকে সুউচ্চ, চাকচিক্যময়, নক্সা ও কারুকার্যময় করা। (আবূ দাউদ)
(৪) মাসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা দেয়া। (সহীহ মুসলিম, আহমাদ, ইবনু মাজাহ)
(৫) মাসজিদে খুনের বদলা (ক্বিসাস) এবং শারঈ শাস্তি (হাদ) প্রয়োগ করা। (আবূ দাউদ, আহমাদ)
(৬) মাসজিদে বসে অহেতুক দুনিয়াবী কথাবার্তায় মশগুল থাকা, যদিও তা বৈধ কথা হয়। এছাড়া হারাম কথাবার্তা তো মাসজিদে বলা আরো বেশি হারাম বা অন্যায়। (বায়হাক্বী, ফাতাওয়াহ ইবনু তাইমিয়্যাহ্)
(৭) মাসজিদে কবিতা পাঠ করা (তবে শারী'আত সম্মত কবিতার কথা ভিন্ন)। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)
(৮) মাসজিদে বেচাকেনা, ব্যবসা বাণিজ্য করা। (বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)
(৯) জুমু'আহর দিনে সলাতের পূর্বে গোল হয়ে বসে চক্র বানানো। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)
(১০) বিনা প্রয়োজনে অহেতুক মাসজিদে ঘুমানো। (সহীহুল বুখারী ও অন্যান্য)
(১১) মাসজিদে হৈচৈ, ঝগড়া, উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা, অন্যের ঘাড় টপকিয়ে যাওয়া। (সহীহুল বুখারী, অন্যান্য)
(১২) জুনুবী অবস্থায় মাসজিদে অবস্থান করা। (নায়ল ও অন্যান্য)
(১৩) মাসজিদের কোন অংশে কাউকে কবর দেয়া। (সহীহুল বুখারী ও অন্যান্য)
(১৪) ক্ববরস্থানে মাসজিদ বানানো। (সহীহুল বুখারী ও অন্যান্য)
(১৫) মাসজিদ নিয়ে পরস্পরে অহংকারে মেতে উঠা। (আবূ দাউদ)
(১৬) মাসজিদে পশু যাবাহ্ করা, কুরবানী করা, ইস্তিনজা করা, গোসল করা ও মৃতকে গোসল দেয়া। (ফাতাওয়াহ্ ইবনু তাইমিয়্যাহ্)
(১৭) মাসজিদে যে কোন বিদ'আতী কাজ করা। উদাহরণ স্বরূপ ঃ এ দেশের কোন কোন মাসজিদে যিকিরের নামে সন্ধার পর বা রাতে বাতি নিভিয়ে অনেক লোক একত্র হয়ে জোরে জোরে আল্লাহু, ইল্লাল্লাহ, হু, হু ইত্যাদি বলতে দেখা যায়। এ কাজ পথভ্রষ্ট বিদ'আত ও সীমালংঘন। এতে গুনাহ ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি পাবে না। তাই কোন মাসজিদেই যিকিরের নামে এ ধরণের গর্হিত ও বিদ'আতী কাজ হতে দেয়া ঠিক নয়।
(১৮) মাসজিদের ভিতরে, দরজায় বা তার নিকটে অবস্থান করে এমন কিছু করা যাবে না যা মাসজিদে অবস্থানরত মুসল্লীর সলাত, তিলাওয়াতে, তাসবীহ, তাহলীল, দু'আ বা তা'লীমে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।
(১৯) মাসজিদে কারোর জন্য কোন স্থান বা কামরা নির্দিষ্ট করা জায়িয নেই। যেমন রাজা বাদশা, বা মাসজিদের খতীব, ইমাম ও মুয়াজ্জিনের জন্য বিশেষ কামরা রাখা। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেন ঃ আয়িম্মায়ে কিরাম মাসজিদে কারোর জন্য বিশেষ কামরা তৈরি করা অপছন্দ করেছেন। যেমন কতিপয় দেশের রাজা-বাদশারা কেবলমাত্র নিজেরা সলাত আদায়ের জন্য এ ধরণের কামরা তৈরি করে থাকেন। এছাড়া মাসজিদে বসবাস, রাত্রিযাপন এবং আসবাবপত্র রক্ষণাবেক্ষনের জন্য মাসজিদে (ইমাম, খতীব, মুয়াজ্জিন, মুতাওয়াল্লী বা অন্য কারোর জন্য) বিশেষ কামরা তৈরি করাকে কোন মুসলিম অনুমতি দিয়েছেন বলে জানা নেই। কারণ এ ধরনের কাজ মাসজিদকে হোটেল ও বাসস্থানের সাদৃশ্য করে, যেখানে বিশেষ কামরা থাকে। কিন্তু মাসজিদ তো সকল মুসলমানের জন্য, এখানে কারোর জন্য কোন কিছু নির্দিষ্ট করা যাবে না। তবে কোন শারঈ 'আমালের জন্য কিছু সময় মাসজিদের কোন স্থানে অবস্থানের কথা ভিন্ন। যেমন কেউ মাসজিদে আগে উপস্থিত হয়ে মাসজিদের কোন অংশে অবস্থান করে সলাত আদায়, তিলাওয়াত, যিক্র, তা'লীম, ই'তিকাফ বা অনুরূপ 'আমাল করতে থাকলো। এমতাবস্থায় 'আমাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত স্থানে অবস্থানের তিনিই হবেন বেশি হাক্বদার, যেহেতু তিনি আগে এসেছেন। তাই কারো জন্যই উচিত হবে না উক্ত ব্যক্তিকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বসে যাওয়া। কেননা নাবী ﷺ কোন ব্যক্তিকে তার বসার স্থান হতে উঠিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন। ঐ ব্যক্তি যদি উযু

করতে যান তাহলেও তিনিই উক্ত স্থানের অধিক হাক্কদার হবেন। কেননা হাদীসে আছে ঃ কোন ব্যক্তি তার স্থান থেকে উঠে গিয়ে পুনরায় ফিরে এলে সেই হবে উক্ত স্থানের বেশি হাক্কদার।

কিন্তু মাসজিদে কারো জন্য নির্দিষ্ট কোন ঘর বা জায়গা নির্ধারন করা যেমন নাকি মানুষেরা তাদের ঘর বাড়িতে করে থাকে মুসলমানদের ঐকমত্যে মাসজিদে এরূপ করা বড় ধরনের গর্হিত ও অন্যায় কাজ। আর এর সাথে ই'তিকাফের তুলনা করা যাবে না। কারণ ই'তিকাফ একটি শারঈ 'ইবাদাত। যা নির্দিষ্ট কয়েকদিনের জন্য মাসজিদের এক কোণে করা সুন্নাত। এ জন্য মাসজিদের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থানের অনুমতি ইসলামে আছে। তাছাড়া ই'তিকাফকারী বিনা প্রয়োজনে মাসজিদ হতে বের হতে পারবেন না, এবং আল্লাহর নৈকট্য এনে দেয় কেবল এমন কাজেই তিনি মশগুল থাকবেন ইত্যাদি শর্ত তার জন্য রয়েছে। কিন্তু যারা মাসজিদের কোন অংশে কামরা বানিয়ে অবস্থান করেন তারা ই'তিকাফকারী নন, বরং তারা বিবিধ কাজে মশগুল হয়ে যান এমনকি শারী'আত সমর্থন করে না এমন কাজেও। ঐ নির্দিষ্ট কামরা বা স্থানে অবস্থানকারী উক্ত স্থানে অন্যদেরকে বিভিন্ন 'ইবাদাত করতে নিষেধ করে থাকেন (অথচ 'ইবাদাতের জন্যই মাসজিদ নির্মিত হয়েছে) এ বলে যে, এটা আমার বা তার ব্যাবহারের জন্য নির্দিষ্ট, সুতরাং এখানে ছাড়া অন্যত্র সলাত, তিলাওয়াত, যিক্‌র ইত্যাদি করতে পার। এরূপ কাজ কয়েকটি কারণে গর্হিত ও অন্যায় ঃ ১. মাসজিদকে রাত্রিযাপন, বসবাস ও আলাপচারিতার স্থানরূপে গ্রহণ করা। যেমনটি ঘর-বাড়ি ও হোটেলে হয়ে থাকে। ২. অন্যদের সেখানে কুরআন তিলাওয়াত বা বিভিন্ন শারঈ কাজে বাঁধা দান। ৩. কাউকে বাদ দিয়ে কাউকে নিষেধ করণ। যদি এ যুক্তি পেশ করা হয় যে, সেটা তাদের অবস্থান স্থল বলেই তারা ঐ কামরায় কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি করে থাকে, কিন্তু আপনি তো তাদের অর্ন্তভুক্ত নন। এ ধরনের ওযর নিষেধ করণের চাইতেও ঘৃন্য। মাসজিদে কোন স্থান নির্দিষ্ট করলেই সেটা তার হয়ে যায় না। বরং মাসজিদের পুরোটাই যে কোন মুসলিমের 'ইবাদাতের স্থান। এখানে কারো জন্য আলাদা কিছু হবে না- (দেখুন, ফাতাওয়াহ ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ)।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রতিয়মান হল, মাসজিদের সলাত আদায়ের স্থানে কারো জন্য আলাদা কামরা হবে না। যদি প্রয়োজনে করতেই হয় তাহলে মাসজিদের এমন স্থানে করা উচিত যেখানে মুসল্লিরা সলাত আদায় করেন না। যেমন সিঁড়ির নীচে বা মাসজিদ সংলগ্ন কোন স্থান ইত্যাদি। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

মাসজিদে যেসব কাজ বৈধ ঃ

বিভিন্ন হাদীস ও বর্ণনার দ্বারা জানা যায় যে, মাসজিদে নিম্নের কাজগুলো করা বৈধ ঃ

(১) সলাত আদায়, তাসবীহ্, তাহলীল, তিলাওয়াত, দু'আ, খুতবাহ, ইত্যাদি। মাসজিদ তো এ কাজের জন্যই নির্মান করা হয়।

(২) কুরআন, হাদীস ও শারঈ মাসআলাহসমূহ শিখা এবং শিক্ষা দেয়া- (আহমাদ, ইবনু মাজাহ, ও অন্যান্য)। এর উপর ভিত্তি করে মাসজিদে ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র করা জায়িয। যেমন মকতব, মাসদারাসা ইত্যাদি। তবে মাসজিদে ছাত্রবাস করা উচিত নয়। যেমন ছাত্রদের নিয়মিত সেখানে রাত্রি যাপন, ঘুমানো, খাওয়া দাওয়া, গোসল করা ইত্যাদি। যেমনটি ঘর-বাড়িতে হয়ে থাকে। এরূপ বর্জন করা উচিত। কেউ কেউ বলেছেন, অন্যত্র জায়গা না থাকলে ওজর হিসেবে তা করা যেতে পারে।

(৩) দ্বীনী জলসার জন্য একত্রিত হওয়া, গোল হয়ে বসা। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, তিরমিযী)

(৪) কোন অভাবী ব্যক্তির (বা ধর্মীয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের) জন্য সাহায্য চাওয়া, কাউকে সদাক্বাহ দেয়া। (আবূ দাউদ, নায়ল)

(৫) মাসজিদে পানাহার করা। তবে কখনো কখনো, সবর্দা এরূপ করা অনুচিত। অনুরূপভাবে মাসজিদে কারো দা'ওয়াত গ্রহণ করা, কাউকে খাবারের দা'ওয়াত দেয়াও বৈধ। (ইবনু মাজাহ, আবূ দাউদ, নায়ল)

٢٢ - باب فِي كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ- ২২ ঃ মাসজিদে থু থু ফেলা অপছন্দনীয়

٤٧٤ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَشُعْبَةُ، وَأَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " التَّفْلُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهُ أَنْ تُوَارِيَهُ " .

- صحيح : ق .

---

(৬) মাসজিদে ঘুমানো। যদিও সে যুবক হয় -(সহীহুল বুখারী, নাসায়ী, আবূ দাউদ, আহমাদ, নায়ল, ও অন্যান্য)। জমহুর 'উলামায়ি কিরাম (অধিকাংশ 'আলিম) মাসজিদে ঘুমানো জায়িয বলেছেন। যেহেতু এ ব্যাপারে বহু সহীহ হাদীস রয়েছে। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) সলাত আদায়ের উদ্দেশে ঘুমানোর পক্ষে। ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন ঃ যার ঘর নেই সে ঘুমাবে, কিন্তু যার থাকার জায়গা আছে সে ঘুমাবে না। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহঃ) বলেন ঃ মুসাফির মাসজিদে ঘুমাতে পারবে, এছাড়া অন্য কারো প্রয়োজন ছাড়া মাসজিদে না ঘুমানোই উত্তম। উল্লেখ্য, মাসজিদের মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বা মাসজিদে শালীন পরিবেশ নষ্ট হওয়ার আশংকা হলে মুসাফির বা অন্য কাউকে মাসজিদে রাত্রি যাপনে অনুমতি না দেয়া দোষণীয় নয়।

(৭) অস্ত্র নিয়ে মাসজিদে প্রবেশ বৈধ। তবে খেয়াল রাখতে হবে, অস্ত্রের দ্বারা কোন মুসলমান যেন আঘাতপ্রাপ্ত না হন। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ)

(৮) মাসজিদে দেনা পরিশোধের জন্য তাগাদা দেয়া ও চাপ সৃষ্টি করা, কয়েদি বা দেনাদারকে মাসজিদের খুঁটিতে বেঁধে রাখা। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, আহমাদ)

(৯) মাসজিদে সম্পদ, মালামাল বা কোন কিছু বণ্টন করা। (সহীহুল বুখারী)

(১০) মাসজিদে বিচার ফায়সালা করা ও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে লি'আন করা। (সহীহুল বুখারী)

(১১) কোন মাসজিদকে উমুকের মাসজিদ বা উমুক গোত্রের মাসজিদ বলা। (সহীহুল বুখারী)

(১২) যুদ্ধাহত, রোগী (অন্যত্র জায়গা না থাকলে) ও রামাযান মাসে ই'তিকাফকারীর জন্য মাসজিদে তাঁবু স্থাপন করা, মাসজিদে চিত হয়ে পা প্রসারিত করে বা এক পায়ের উপর আরেক পা রেখে শোয়া জায়িয। (সহীহুল বুখারী ও অন্যান্য)

(১৩) মাসজিদের জন্য খাদিম নিযুক্ত করা, প্রয়োজন বোধে মাসজিদে তালা লাগানো এবং মাসজিদে পুরুষদের প্রবেশের দরজা ছাড়াও মহিলাদের জন্য আলাদা প্রবেশপথ রাখা জায়িয। (সহীহুল বুখারী ও অন্যান্য)

(১৪) মাসজিদে মিম্বারে দাঁড়িয়ে ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে শারঈ নির্দেশনা, মদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা, বা মাসজিদে এমন কবিতা পাঠ যাতে ইসলামের বড়ত্ব ও কাফিরদের যুক্তিখণ্ডন নিহীত রয়েছে। (সহীহুল বুখারী)

(১৫) জুতা পরে মাসজিদে ঢোকা, সলাত আদায়ের স্থানে হাঁটা। যেমন সহাবায়ি কিরাম মাসজিদে নাববীতে জুতা পরে হাঁটতেন। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, জুতায় কোন ময়লা বা নাপাকী লেগে আছে কিনা। লেগে থাকলে তা পরিস্কার করে নিবে, যেমনটি রসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ করেছেন। (কুতুবুস সুনান ও অন্যান্য)

(১৬) মাসজিদে মিসওয়াক করা, উযু করা, দাঁড়ি ঝারা, প্রয়োজনে নিজের কাপড়ে, বাম পার্শ্বে (কেউ না থাকলে) বা পায়ের নীচে থুতু ফেলে তা ঘষে মুছে ফেলা জায়িয। যা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত ও ইমামগণের ঐক্যমতের দ্বারা প্রমাণিত। (ফাতাওয়াহ ইবনু তাইমিয়্যাহ)

৪৭৪। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ মাসজিদে থুথু ফেলা অন্যায়। (কেউ ফেললে) তার কাফ্‌ফারা হচ্ছে তা ঢেকে দেয়া।[৪৭৪]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٤٧٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا " .

- صحيح : ق .

৪৭৫। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মাসজিদে থু থু ফেলা অপরাধ। এর কাফ্‌ফারা হলো মাটি দিয়ে তা ঢেকে ফেলা।[৪৭৫]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٤٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ - عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " النُّخَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ " . فَذَكَرَ مِثْلَهُ .

- صحيح .

৪৭৬। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মাসজিদে থু থু বা কফ্ ফেলা .... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।[৪৭৬]

সহীহ।

٤٧٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَوْدُودٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ دَخَلَ هَذَا الْمَسْجِدَ فَبَزَقَ فِيهِ أَوْ تَنَخَّمَ فَلْيَحْفِرْ فَلْيَدْفِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ لْيَخْرُجْ بِهِ " .

- حسن صحيح .

৪৭৭। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই মাসজিদে প্রবেশের পর এতে থু থু অথবা কফ্ ফেলবে, সে যেন মাটি খুঁড়ে তা চাপা দিয়ে দেয়। এরূপ না করতে পারলে যেন নিজ কাপড়ে থু থু ফেলে এবং ঐ কাপড়সহ বাইরে চলে যায়।[৪৭৭]

হাসান সহীহ।

---

[৪৭৪] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত অনুঃ মাসজিদে থুথু ফেলার কাফফারা, হাঃ ৪১৫), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ) উভয়েই শু'বাহ সূত্রে।

[৪৭৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মাসজিদে থুথু ফেলার কাফফারা, হাঃ ১৫), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ সলাতরত বা অন্য কোন অবস্থায় মাসজিদে থুথু ফেলা নিষেধ) ক্বাতাদাহ সূত্রে।

[৪৭৬] আহমাদ (৩/১০৯) সাঈদ সূত্রে।

[৪৭৭] আহমাদ (২/ ২৬০, ৩২৪, ৪৭১, ৫৩২), ইবনু খুযাইমাহ (১৩১০) আবূ মাওদূদ সূত্রে।

٤٧٨ – حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلاَةِ – أَوْ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْزُقْ أَمَامَهُ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ تِلْقَاءِ يَسَارِهِ إِنْ كَانَ فَارِغًا أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ لْيَقُلْ بِهِ " .

– صحيح .

৪৭৮। ত্বারিক্ব ইবনু 'আবদুল্লাহ আল-মুহারিবী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি সলাতে দাঁড়ালে বা সলাত আদায়কালে যেন তার সামনে অথবা ডান দিকে থু থু না ফেলে। অবশ্য বাম দিকে (ফাঁকা) জায়গা থাকলে সেদিকে থু থু ফেলবে অথবা বাম পায়ের নিচে থু থু ফেলে তা ঘষে মুছে ফেলবে।[৪৭৮]

সহীহ।

٤٧٩ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمًا إِذْ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَكَّهَا قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فَدَعَا بِزَعْفَرَانٍ فَلَطَّخَهُ بِهِ وَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ إِذَا صَلَّى فَلاَ يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ " .

– صحيح : ق دون اللطخ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ وَعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ وَمَالِكٌ وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ نَحْوَ حَمَّادٍ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُوا الزَّعْفَرَانَ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ وَأَثْبَتَ الزَّعْفَرَانَ فِيهِ وَذَكَرَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ الْخَلُوقَ .

৪৭৯। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ খুতবাহ দানকালে মাসজিদের ক্বিবলার দিকে কফ্ দেখতে পেয়ে তিনি লোকদের উপর অসন্তুষ্ট হন এবং পরে তিনি তা তুলে ফেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা পরে তিনি জাফরান আনিয়ে সেখানে তা

[৪৭৮] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মাসজিদে থুথু ফেলা অপছন্দনীয়, হাঃ ৫৭১), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, হাঃ ৭২৫), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, হাঃ ১০২১), আহমাদ (৬/৩৯৬), ইবনু খুযাইমাহ (৮৭৬, ৮৭৭), সকলেই মানসূর সূত্রে।

লাগিয়ে দিয়ে বললেন ঃ সলাত আদায়কালে মহান আল্লাহ তোমাদের সামনেই থাকেন। কাজেই সলাত আদায়ের সময় কেউ যেন সামনে থু থু না ফেলে।[৪৭৯]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিমে জাফরান লাগানোর কথাটি বাদে ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, কোন কোন বর্ণনায় জাফরানের কথা উল্লেখ নেই। আবার কোন বর্ণনায় 'আল-খালূক' তথা 'কস্তুরীযুক্ত সুগন্ধি'র কথা উল্লেখ আছে।

٤٨٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُحِبُّ الْعَرَاجِينَ وَلاَ يَزَالُ فِي يَدِهِ مِنْهَا فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا فَقَالَ " أَيَسُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يُبْصَقَ فِي وَجْهِهِ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ جَلَّ وَعَزَّ وَالْمَلَكُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَتْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ وَلاَ فِي قِبْلَتِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ فَلْيَقُلْ هَكَذَا " . وَوَصَفَ لَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ ذَلِكَ أَنْ يَتْفُلَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ يَرُدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ .

- حسن صحيح .

৪৮০। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ খেজুরের ডাল পছন্দ করতেন এবং তাঁর হাতে সর্বদা (প্রায়ই) এর একটি লাঠি থাকত। তিনি মাসজিদে প্রবেশ করে মাসজিদের ক্বিবলার দিকে শ্লেষ্মা দেখতে পেয়ে তা রগড়ে তুলে ফেললেন। অতঃপর রাগান্বিত হয়ে লোকদের দিকে মুখ করে বললেন ঃ তোমাদের কারো মুখে থু থু ফেললে সে কি তাতে খুশি হবে? জেনে রাখ, তোমাদের কেউ যখন ক্বিবলামুখী হয়ে (সলাতে) দাঁড়ায়, তখন সে মূলত সম্মানিত মহান আল্লাহর দিকেই মুখ করে দাঁড়ায়। আর মালায়িকাহ্ (ফিরিশতাগণ) তখন তার ডান দিকে থাকেন। কাজেই কেউ যেন ডানদিকে ও ক্বিবলার দিকে থু থু না ফেলে, বরং বাম দিকে অথবা পায়ে নীচে ফেলে। যদি হঠাৎ শ্লেষ্মা বেরিয়ে আসে (তাড়াতাড়ির প্রয়োজন হয়), তাহলে কাপড়ে এরূপ করবে । ইবনু 'আজলান ফেলার পদ্ধতি বর্ণনা সম্পর্কে বলেন, নিজের

[৪৭৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ সলাতের মধ্যে কোন কিছু ঘটলে বা কিছু দেখবে অথবা ক্বিবলাহ্র দিকে থুথু ফেললে, সে দিকে তাকানো, হাঃ ৭৫৩), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসজিদ ও সলাতের স্থান, অনুঃ সলাতরত বা অন্য কোন অবস্থায় মাসজিদে থুথু ফেলা নিষেধ), দারিমী (১৩৬৭) ইবনু 'উমার সূত্রে, আহমাদ (২/৬,১৮, ২৯, ৩২, ৩৪, ৫৩, ৬৬, ৭২, ৯৯ ১৪১, ১৪৪), ইবনু মাজাহ (৭৬৩), সকলেই ইবনু নাফি' সূত্রে।

কাপড়ে থু থু ফেলে কাপড়ের একাংশকে অপর অংশের উপর কচ্‌লাবে (উলট-পালট করে নেবে)।[৪৮০]

হাসান সহীহ।

٤٨١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ الْجُذَامِيِّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَيْوَانَ، عَنْ أَبِي سَهْلَةَ السَّائِبِ بْنِ خَلاَّدٍ، - قَالَ أَحْمَدُ - مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلاً أَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ فَرَغَ " لاَ يُصَلِّي لَكُمْ " . فَأَرَادَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ لَهُمْ فَمَنَعُوهُ وَأَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ " نَعَمْ " . وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ " إِنَّكَ آذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ " .

- حسن .

৪৮১। আবূ সাহলা আস-সাইব ইবনু খালাদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, তিনি ছিলেন নাবী ﷺ-এর সহাবী। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের ইমামতিকালে ক্বিবলার দিকে থু থু ফেললে রসূলুল্লাহ ﷺ তা লক্ষ্য করলেন। লোকটি সলাত শেষ করলে রসূলুল্লাহ ﷺ (উপস্থিত লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে) বললেন ঃ এ ব্যক্তি তোমাদের সলাত আদায় করাবে না (আর ইমামতি করবে না)। পরবর্তীতে লোকটি তাদের ইমামতি করতে চাইলে তারা তাকে নিষেধ করে এবং তার সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর উক্তিও অবহিত করে। অতঃপর লোকটি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এ বিষয় অবহিত করলে তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, রসূলুল্লাহ ﷺ একথাও বলেছেন ঃ তুমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দিয়েছ।[৪৮১]

হাসান।

٤٨٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي فَبَزَقَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى .

- صحيح .

৪৮২। মুত্বাররিফ (রহঃ) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে দেখতে পেলাম, তিনি সলাত আদায়কালে স্বীয় বাম পায়ের নিচে থু থু ফেললেন।[৪৮২]

সহীহ।

---

[৪৮০] বুখারী (অধ্যায় ঃ উযু, অনুঃ পেশাবের উপর পানি ঢালা, হাঃ ২২০), তিরমিযী (অধ্যায়; পবিত্রতা, হাঃ ১৪৭) নাসায়ী (১২১৫, ১২১৬), আহমাদ (২/২৩৯)।

[৪৮১] আহমাদ (৪/৫৬) 'আবদুল্লাহ ইবনু ওহাব সূত্রে।

[৪৮২] আহমাদ(৪/২৫), ইবনু খুযাইমাহ (৮৭৯) হাম্মাদ ইবনু সালমাহ সূত্রে।

٤٨٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، بِمَعْنَاهُ زَادَ ثُمَّ دَلَكَهُ بِنَعْلِهِ .

– صحيح : م .

৪৮৩। আবুল 'আলা (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ওয়াসিলাহ ইবনুল আসকা' ﷺ-কে দামিশ্কের মাসজিদে দেখতে পেলাম, তিনি চাটাইয়ের উপরে থু থু ফেলে তা পা দিয়ে মুছে ফেললেন। তাকে বলা হলো, আপনি কেন এমনটি করলেন? তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপই করতে দেখেছি।[৪৮৩]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٤٨٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ بَصَقَ عَلَى الْبُورِيِّ ثُمَّ مَسَحَهُ بِرِجْلِهِ فَقِيلَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ لأَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ .

– ضعيف .

৪৮৪। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম, ওয়াসিলাহ ইবনু আসক্বা' ﷺ দামিশকের মাসজিদে চাটাইয়ের উপর থু থু নিক্ষেপ করে পরে তা পা দিয়ে মুছে ফেলেন। তাকে এরূপ করার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপই করতে দেখেছি।[৪৮৪]

দুর্বল।

٤٨٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيَّانِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ - وَهَذَا لَفْظُ يَحْيَى بْنِ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيِّ - قَالُوا حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَتَيْنَا جَابِرًا - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - وَهُوَ فِي مَسْجِدِهِ فَقَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ ابْنِ طَابٍ فَنَظَرَ فَرَأَى فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَحَتَّهَا بِالْعُرْجُونِ ثُمَّ قَالَ " أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يُعْرِضَ اللَّهُ عَنْهُ بِوَجْهِهِ " . ثُمَّ قَالَ " إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ

[৪৮৩] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, হাঃ ১৪৩), দারিমী (৭৪২), মালিক (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ যে কারণে উযু ওয়াজিব হয় না, হাঃ ১৬) বায়হাক্বী (২/৪০৬)।

[৪৮৪] আহমাদ (৩/ ৪৯০) ফারজ ইবনু ফাযালাহ সূত্রে। আল্লামা মুনযিরী বলেন, তিনি দুর্বল।

فَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْزُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا " . وَوَضَعَهُ عَلَى فِيهِ ثُمَّ دَلَكَهُ ثُمَّ قَالَ " أَرُونِي عَبِيرًا " . فَقَامَ فَتًى مِنَ الْحَىِّ يَشْتَدُّ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِخَلُوقٍ فِي رَاحَتِهِ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَعَلَهُ عَلَى رَأْسِ الْعُرْجُونِ ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلَى أَثَرِ النُّخَامَةِ . قَالَ جَابِرٌ فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمُ الْخَلُوقَ فِي مَسَاجِدِكُمْ .

– صحيح : م .

৪৮৫। ‘উবাদাহ ইবনুল ওয়ালীদ ইবনু ‘উবাদাহ ইবনুস সামিত সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর সাথে দেখা করতে আসি। সে সময় তিনি তার মাসজিদে ছিলেন। তিনি বললেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ ইবনু তাব নামক এক প্রকার খেজুরের ডাল হাতে নিয়ে আমাদের এ মাসজিদে এলেন। তিনি তাকিয়ে মাসজিদের ক্বিবলার দিকে শ্লেষ্মা দেখতে পেয়ে সেখানে এগিয়ে গেলেন এবং ডালটি দ্বারা তা তুলে ফেলেন। অতঃপর বলেন ঃ তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে যে, আল্লাহ তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। তিনি আরো বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সলাতে দাঁড়ায়, তখন আল্লাহ তার সামনেই থাকেন। তাই কেউ যেন নিজের সম্মুখে ও ডান দিকে থু থু না ফেলে, বরং যেন বামদিকে (কিংবা) বাম পায়ের নিচে ফেলে। আর যদি হঠাৎ শ্লেষ্মা বেরিয়ে আসে (তাড়াতাড়ির প্রয়োজন হয়) তাহলে এরূপ করবে- এই বলে তিনি মুখের উপর কাপড় রেখে তা রগড়িয়ে বললেন ঃ ‘আবির (এক ধরনের সুগন্ধি) নিয়ে এসো। জনৈক যুবক দাঁড়াল এবং দ্রুত নিজের ঘরে গিয়ে হাতে সুগন্ধি নিয়ে এলো। রসূলুল্লাহ ﷺ তা নিয়ে ডালের মাথায় লাগিয়ে শেষ্মা লেগে থাকার স্থানে ঘষে দিলেন। জাবির (রাঃ) বলেন, এ কারণেই তোমরা মাসজিদে সুগন্ধি ব্যবহার করে থাক।[৪৮৫]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٢٣ – باب مَا جَاءَ فِي الْمُشْرِكِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

অনুচ্ছেদ- ২৩ ঃ মুশরিক লোকের মাসজিদে প্রবেশ

٤٨٦ – حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَقُلْنَا لَهُ هَذَا الأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ . فَقَالَ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ " قَدْ أَجَبْتُكَ " . فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي سَائِلُكَ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

– صحيح : ق .

---

[৪৮৫] মুসলিম (অধ্যায় ঃ যুহ্‌দ) ইয়াহইয়া ইবনুল ফাযল সূত্রে।

৪৮৬। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি উটের পিঠে সওয়ার হয়ে মাসজিদে (নাববীর) কাছে আসল। এরপর উটটি মাসজিদের আঙ্গিনায় বেঁধে বলল, আপনাদের মধ্যে মুহাম্মাদ ﷺ কে? রসূলুল্লাহ ﷺ তখন সহাবীগণের সামনেই বসা ছিলেন। আমরা লোকটিকে বললাম, এই যে সাদা বর্ণের লোকটি হেলান দিয়ে বসে আছেন– ইনিই (মুহাম্মাদ ﷺ)! লোকটি তাঁকে বলল, হে 'আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র! উত্তরে নাবী ﷺ তাকে বললেন ঃ আমি তোমার কথা শুনেছি। এরপর লোকটি বলল, হে মুহাম্মাদ! আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি ..... এরপর হাদীসের শেষ পর্যন্ত।[৪৮৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٤٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ نُوَيْفِعٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بَعَثَ بَنُو سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ ضِمَامَ بْنَ ثَعْلَبَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَأَنَاخَ بَعِيرَهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ فَقَالَ أَيُّكُمُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ " . قَالَ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

– حسن .

৪৮৭। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু সা'দ ইবনু বাক্‌র গোত্রের লোকেরা দিমাম ইবনু সা'লাবাহকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পাঠালেন। লোকটি তাঁর নিকট এসে উটকে মাসজিদের দরজার কাছে বসিয়ে বেঁধে রেখে মাসজিদে প্রবেশ করল। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, লোকটি বলল, তোমাদের মধ্যে 'আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র কে? রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমি 'আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র। লোকটি বলল, হে 'আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র! ..... অতঃপর পূর্ণ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৪৮৭]

হাসান।

٤٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا رَجُلٌ، مِنْ مُزَيْنَةَ وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ الْيَهُودُ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي أَصْحَابِهِ فَقَالُوا يَا أَبَا الْقَاسِمِ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا مِنْهُمْ .

– ضعيف .

---

[৪৮৬] বুখারীঃ (অধ্যায় ঃ 'ইলম, অনুঃ বলুন, হে আল্লাহ আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দিন), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সিয়াম, অনুঃ সিয়াম ওয়াজিব হওয়া, হাঃ ২০৯১), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফার্‌য ও তার হিফাযাত করা, হাঃ ১৪০২) শারীক সূত্রে।

[৪৮৭] আহমাদ (১/২৬৪), দারিমী (অধ্যয়; পবিত্রতা, হাঃ ৬৫২) মুহাম্মদ ইবনু ওয়ালিদ সূত্রে।

৪৮৮। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ সহাবাদের নিয়ে মাসজিদে বসা ছিলেন। এমন সময় তাঁর কাছে ইয়াহূদীরা এসে বলল, হে আবূল ক্বাসিম! পরে তারা তাদের মধ্যকার এমন এক পুরুষ ও এক নারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল যারা যেনায় লিপ্ত হয়েছে।[৪৮৮]

দুর্বল।

٢٤ – باب فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لاَ تَجُوزُ فِيهَا الصَّلاَةُ

অনুচ্ছেদ- ২৪ ঃ যেসব জায়গায় সলাত আদায় করা জায়িয নয়

٤٨٩ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا " .

– صحيح : ق جابر .

৪৮৯। আবূ যার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলূলাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার জন্য (অর্থাৎ আমার উম্মাতের জন্য) সমগ্র জমিনকে পবিত্র এবং মাসজিদ (সাজদাহ্র স্থান) বানানো হয়েছে।[৪৮৯]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিমে জাবির সূত্রে।

٤٩٠ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَيَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْمُرَادِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْغِفَارِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – مَرَّ بِبَابِلَ وَهُوَ يَسِيرُ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ بِصَلاَةِ الْعَصْرِ فَلَمَّا بَرَزَ مِنْهَا أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ إِنَّ حَبِيبِي ﷺ نَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمَقْبُرَةِ وَنَهَانِي أَنْ أُصَلِّيَ فِي أَرْضِ بَابِلَ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ .

– ضعيف .

৪৯০। আবূ সালিহ আল-গিফারী (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। কোন এক সফরে 'আলী ﷺ বাবিল নামক শহর অতিক্রমকালে তার কাছে মুয়াজ্জিন এসে 'আসরের সলাতের আযান দেয়ার অনুমতি চাইল। কিন্তু তিনি বাবিল শহর থেকে বেরিয়ে এসে মুয়াজ্জিনকে ইক্বামাত বলার নির্দেশ দিলেন। মুয়াজ্জিন ইক্বামাত দিলে তিনি সলাত আদায় করলেন এবং সলাত শেষে বললেন, আমার প্রিয়

---

[৪৮৮] আহমাদ (২/ ২৭৯) 'আবদুর রাযযাক সূত্রে। আল্লামা মুনযিরী বলেন, সানাদে মুযায়নার জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছে।

[৪৮৯] আহমাদ (৫/১৪৫, ১৪৭), দারিমী (অধ্যায় ঃ সিয়ার, অনুঃ আমাদের পূর্বেকার কারোর জন্য গানীমাত হালাল ছিল না। হাঃ ২৪৫৭) উবাই ইবনু উমাইর সূত্রে, হাদীসটি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ সূত্রে মুত্তাফাকুন আলাইহির বর্ণনা। বুখারী (অধ্যায় ঃ তায়াম্মুম, হাঃ ৩৩৫), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ)।

বন্ধু (নাবী ﷺ) আমাকে ক্বরস্থানে সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে আমাকে বাবিলের জমিনে সলাত আদায় করতেও নিষেধ করেছেন। কারণ তা অভিশপ্ত জমিন।[৪৯০]

দুর্বল।

٤٩١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَزْهَرَ، وَابْنُ، لَهِيعَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، بِمَعْنَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ . مَكَانَ فَلَمَّا بَرَزَ .

৪৯১। আবূ সালিহ আল-গিফারী (রহঃ) 'আলী ﷺ সূত্রে অনুরূপ সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে "ফালাম্মা বারাযা" এর স্থলে "ফালাম্মা খারাজা" উল্লেখ করা হয়েছে।[৪৯১]

٤٩٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - وَقَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ فِيمَا يَحْسَبُ عَمْرٌو - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْحَمَّامَ وَالْمَقْبُرَةَ " .

- صحيح .

৪৯২। আবূ সাঈদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কেবলমাত্র গোসলখানা ও ক্বরস্থান ছাড়া সমগ্র জমিনই মাসজিদ (তথা সলাতের স্থান হিসেবে গণ্য)।[৪৯২]

সহীহ।

---

[৪৯০] বায়হাক্বী (২/৪৫১), ইবনু 'আবদুল বার 'তামহীদ' (৫/২১২, ২২০), ইবনু হাজার 'ফাতহুল বারী' (১/৬৩) গ্রন্থে এটি বর্ণনা করে বলেন, এর সানাদে দুর্বলতা আছে। ইবনু 'আবদুল বার বলেন, এর সানাদ দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। পাশাপাশি সানাদটি মুনকাতি, মুত্তাসিল নয়। সানাদে 'আলী, 'আম্মার হাজ্জাহ এবং ইয়াহইয়া এরা সকলেই অজ্ঞাত। এদেরকে চেনা যায়নি। সানাদে ইবনু লাহী'আহ ও ইয়াহইয়া ইবনু আযহার দু'জনেই দুর্বল। তাদের দ্বারা দলীল দেয়া যাবে না। সানাদে আবূ সালিহ হচ্ছে সাঈদ ইবনু 'আবদুর রহমান আল-গিফারী মিসরী, তিনিও প্রসিদ্ধ নন, তাছাড়া 'আলী সূত্রে তার শ্রবণের কথাটি সহীহ নয়।

'আওনুল মা'বুদে রয়েছে ঃ সানাদে ইবনু লাহী'আহ দুর্বল। আল্লামা খাত্তাবী বলেন, এ হাদীসের সানাদ সমালোচিত। আল্লামা মুনযিরী বলেন, সানাদে আবূ সালিহ হচ্ছে সাঈদ ইবনু 'আবদুর রহমান, যিনি গিফারী গোত্রের আযাদকৃত গোলাম। ইবনু ইউনূস বলেন, তিনি 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন, আমি মনে করি না যে, তিনি 'আলী থেকে শুনেছেন। আল্লামা আইনী বলেন, ইবনু কাত্তান বলেছেন, এ হাদীসের সানাদে এমন কিছু লোক রয়েছে যাদেরকে চেনা যায় না। 'আবদুল হাক্ব বলেন, হাদীসটি নিকৃষ্ট। ইমাম বায়হাক্বী 'মা'রিফাহ' গ্রন্থে বলেন, এর সানাদ মজবুত নয়।

[৪৯১] পূর্বের হাদীস দেখুন। এর দোষও সেটির ন্যায়।

[৪৯২] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত অনুঃ কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত সমগ্র পৃথিবীই সলাত আদায় করার স্থান, হাঃ ৩১৭), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ ও জামা'আত, অনুঃ যেসব স্থানে সলাত আদায় মাকরূহ, হাঃ ৭৪৫), দারিমী (১৩৯৯), আহমাদ (৩/৮৩, ৯৬), ইবনু খুযাইমাহ (৭৯১), সকলেই 'আমর ইবনু ইয়াহইয়া হতে তার পিতার সূত্রে।

٢٥ – باب النَّهْيِ عَنِ الصَّلاَةِ، فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ

অনুচ্ছেদ- ২৫ ঃ উটের আস্তাবলে সলাত আদায় করা নিষেধ

٤٩٣ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ فَقَالَ " لاَ تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ " . وَسُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ " صَلُّوا فِيهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ " .

– **صحيح** – مضى (١٨٤) .

৪৯৩। আল-বারাআ ইবনু 'আযিব রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে উটের আস্তাবলে সলাত আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ তোমরা উটের আস্তাবলে সলাত আদায় করবে না। কারণ তা শাইত্বানের আড্ডাখানা। রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বকরীর খোঁয়াড়ে সলাত আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন ঃ সেখানে সলাত আদায় করতে পার। কারণ তা বারকাতময় প্রাণী (বা স্থান)।[৪৯৩]

সহীহ ঃ এটি গত হয়েছে ১৮৪ নং এ।

٢٦ – باب مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلاَمُ بِالصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ২৬ ঃ বালকদের কখন থেকে সলাতের নির্দেশ দিতে হবে?

٤٩٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، – يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلاَةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا " .

– **حسن صحيح** .

৪৯৪। 'আবদুল মালিক ইবনু রাবী' ইবনু সাবুরাহ্ থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ শিশুর বয়স সাত বছর হলেই তাকে সলাত আদায়ের নির্দেশ দিবে এবং তার বয়স দশ বছর হয়ে গেলে (সলাত আদায় না করতে চাইলে) এজন্য তাকে প্রহার করবে।[৪৯৪]

হাসান সহীহ।

---

[৪৯৩] এটি গত হয়েছে (১৮৪ নং) এ।

[৪৯৪] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ বাচ্চাদের কখন সলাতের নির্দেশ দেয়া হবে, হাঃ ৪০৭, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ বাচ্চাদের কখন সলাতের নির্দেশ দেয়া হবে, হাঃ ১৪৩৯), আহমাদ (৩/৪০৪) 'আবদুল মালিক ইবনু রাবীঈ ইবনু সাবরাহ সূত্রে।

٤٩٥ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، - يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَّارٍ أَبِي حَمْزَةَ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْزَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ " .

- حسن صحيح .

৪৯৫। 'আমর ইবনু শু'আইব (রহঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে সলাতের জন্য নির্দেশ দাও। যখন তাদের বয়স দশ বছর হয়ে যাবে তখন (সলাত আদায় না করলে) এজন্য তাদেরকে মারবে এবং তাদের ঘুমের বিছানা আলাদা করে দিবে।[৪৯৫]

হাসান সহীহ।

٤٩٦ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ الْمُزَنِيُّ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ " وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلاَ يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ " قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهِمَ وَكِيعٌ فِي اسْمِهِ وَرَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ سَوَّارٌ الصَّيْرَفِيُّ .

- حسن .

৪৯৬। দাউদ ইবনু সাওয়ার আল-মুযানী (রহঃ) একই সানাদ ও অর্থে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে অতিরিক্তভাবে একথাও রয়েছে ঃ তোমাদের কেউ তার দাসীকে তার দাসের সঙ্গে বিয়ে দিলে (এরপর থেকে) সে তার (দাসীর) নাভির নিচে ও হাঁটুর উপরে তাকাবে না।[৪৯৬]

হাসান।

٤٩٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِيُّ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لاِمْرَأَتِهِ مَتَى يُصَلِّي الصَّبِيُّ فَقَالَتْ كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ " إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلاَةِ " .

- ضعيف .

---

[৪৯৫] আহমাদ (২/১৮০, হাঃ ৬৬৮৯ এবং ২/১৮৭, হাঃ ৬৭৫৬), হাকিম (১/১৯৭), বায়হাক্বী (৩/৮৪) 'আমর ইবনু শু'আইব সূত্রে।

[৪৯৬] পূর্বের হাদীস দেখুন।

৪৯৭। হিশাম ইবনু সা'দ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা মু'আয ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু খুবাইব আল-জুহানীর কাছে গেলাম। এ সময় তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, শিশু কখন সলাত আদায় করবে? তার স্ত্রী বললেন, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি এ বিষয়ে উল্লেখ করেন যে, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ, কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন ঃ শিশু যখন ডান ও বাম (হাতের) পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে তখন তাকে সলাত আদায়ের নির্দেশ দিবে।[৪৯৭]

দুর্বল।

٢٧ – باب بَدْءِ الأَذَانِ

অনুচ্ছেদ- ২৭ ঃ আযানের সূচনা

٤٩٨ – حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتَّلِيُّ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، – وَحَدِيثُ عَبَّادٍ أَتَمُّ – قَالاَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، – قَالَ زِيَادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، – عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ، لَهُ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ اهْتَمَّ النَّبِيُّ ﷺ لِلصَّلاَةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا فَقِيلَ لَهُ انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُورِ الصَّلاَةِ فَإِذَا رَأَوْهَا آذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ قَالَ فَذُكِرَ لَهُ الْقُنْعُ – يَعْنِي الشَّبُّورَ – وَقَالَ زِيَادٌ شَبُّورَ الْيَهُودِ فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلِكَ وَقَالَ " هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُودِ " . قَالَ فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ فَقَالَ " هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى " . فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأُرِيَ الأَذَانَ فِي مَنَامِهِ – قَالَ – فَغَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَبَيْنَ نَائِمٍ وَيَقْظَانَ إِذْ أَتَانِي آتٍ فَأَرَانِي الأَذَانَ . قَالَ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ – رضى الله عنه – قَدْ رَآهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَكَتَمَهُ عِشْرِينَ يَوْمًا – قَالَ – ثُمَّ أَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ " مَا مَنَعَكَ أَنْ تُخْبِرَنِي " . فَقَالَ سَبَقَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا بِلاَلُ قُمْ فَانْظُرْ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ فَافْعَلْهُ " . قَالَ فَأَذَّنَ بِلاَلٌ . قَالَ أَبُو بِشْرٍ فَأَخْبَرَنِي أَبُو عُمَيْرٍ أَنَّ الأَنْصَارَ تَزْعُمُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ لَوْلاَ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَئِذٍ مَرِيضًا لَجَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُؤَذِّنًا .

– حسن .

---

[৪৯৭] ত্বাবারানী 'আওসাত্ব' (৩/৩৩৮, হাঃ ৩০৪৩), বায়হাক্বী (৩/৮৪)। আল্লামা হায়যামী মাজমাউস যাওয়ায়িদ' (১/২৯৪) গ্রন্থে বলেন, হাদীসটি ত্বাবারানী আওসাত্ব ও সাগীর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি 'আওসাতে' বলেছেন, নাবী ﷺ-এর সূত্রে এ সানাদ ছাড়া এটি বর্ণিত হয়নি, এবং সাগীরে বলেছেন, এর রিজাল সিক্বাত। 'আওনুল মা'বুদে রয়েছে ঃ হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন ঃ সানাদে মু'আয ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবুন খুবাইব জুহানী সত্যবাদী, কিন্তু তাকে সন্দেহ করা হতো চতুর্থ স্তরের দোষে।

৪৯৮। আবূ 'উমাইর ইবনু আনাস হতে তার এক আনসারী চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ সলাতের জন্য লোকদের কিভাবে একত্র করা যায় সে সম্পর্কে চিন্তিত ছিলেন। কেউ পরামর্শ দিলেন, সলাতের সময় উপস্থিত হলে একটা পতাকা উড়ানো হোক। তা দেখে একে অন্যকে সংবাদ জানিয়ে দিবে। কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এটা পছন্দ হলো না। কেউ কেউ প্রস্তাব করল, ইয়াহূদীদের ন্যায় শিঙ্গা-ধ্বনি দেয়া হোক। রসূলুল্লাহ ﷺ এটাও পছন্দ করলেন না। কারণ তা ছিল ইয়াহূদীদের রীতি। কেউ কেউ নাকূস (ঘণ্টা ধ্বনি) ব্যবহারের প্রস্তাব করলে তিনি বলেন ঃ ওটা নাসারাদের রীতি। 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদ বিষয়টি নিয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর চিন্তার কথা মাথায় নিয়ে প্রস্থান করলেন। অতঃপর (আল্লাহর পক্ষ হতে) স্বপ্নে তাকে আযান শিখিয়ে দেয়া হলো। বর্ণনাকারী বলেন, পরদিন ভোরে তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে বিষয়টি অবহিতকালে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় এক আগন্তুক এসে আমাকে আযান শিক্ষা দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, একইভাবে 'উমার ইবনুল খাত্তাব ؓ-ও বিশদিন আগেই স্বপ্নযোগে আযান শিখেছিলেন। কিন্তু তিনি কারো কাছে তা ব্যক্ত না করে) গোপন রেখেছিলেন। অতঃপর (আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদের স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলার পর) তিনিও তার স্বপ্নের কথা নাবী ﷺ-কে জানালেন। নাবী ﷺ বললেন, তুমি আগে বললে না কেন? তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদ এ বিষয়ে আমার আগেই বলে দিয়েছেন। এজন্য আমি লজ্জিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ বিলাল! উঠো, এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদ তোমাকে যেরূপ বলতে নির্দেশ দেয় তুমি তাই করো। অতঃপর বিলাল ؓ আযান দিলেন। আবূ বিশর বলেন, আবূ 'উমাইর আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, আনসারদের ধারণা 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদ ঐদিন অসুস্থ না থাকলে রসূলুল্লাহ ﷺ তাকেই মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করতেন।[৪৯৮]

হাসান।

٢٨ – باب كَيْفَ الأَذَانُ

অনুচ্ছেদ- ২৮ ঃ আযানের পদ্ধতি

٤٩٩ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاقُوسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلاَةِ طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلاَةِ . قَالَ أَفَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَى . قَالَ فَقَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ

[৪৯৮] ইবনু হাজার 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে (২/৯৭) একে বর্ণনা করে বলেন, এর সানাদ সহীহ।

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ قَالَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ وَتَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلاَةَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ " إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقُمْ مَعَ بِلاَلٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ " . فَقُمْتُ مَعَ بِلاَلٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ -- قَالَ - فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَيَقُولُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَى . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " فَلِلَّهِ الْحَمْدُ " .

– حسن صحيح .

৪৯৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন 'নাকুস' (ঘণ্টা ধ্বনি) দিয়ে লোকদের সলাতের জন্য একত্র করার নির্দেশ দিলেন, তখন আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, এক ব্যক্তি হাতে ঘন্টা নিয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! ঘন্টাটি বিক্রি করবে কি? লোকটি বলল ঃ তা দিয়ে তুমি কী করবে? আমি বললাম, আমরা এর সাহায্যে লোকদের সলাতের জন্য ডাকব। লোকটি বলল, আমি কি তোমাকে এর চাইতে উত্তম জিনিস অবহিত করব না? আমি বললাম, অবশ্যই। লোকটি বলল, তুমি বলবে ঃ "আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ; আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ, হাইয়্যা 'আলাস সালাহ, হাইয়্যা 'আলাস সালাহ; হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ, হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" (অর্থ ঃ আল্লাহ মহান, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ (দু' বার), আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই (দু' বার), আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল (দু' বার), এসো সলাতের দিকে (দু' বার), এসো সফলতার দিকে (দু' বার), আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই।)

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকটি কিছুটা দূরে গিয়ে বলল, যখন সলাতের জন্য দাঁড়াবে তখন বলবে ঃ "আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ, হাইয়্যা 'আলাস সালাহ, হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ, ক্বাদ্ ক্বামাতিস সালাতু ক্বাদ ক্বামাতিস সালাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"

অতঃপর ভোর হলে আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে স্বপ্নে দেখা বিষয়টি অবহিত করি। তিনি বললেন ঃ এটা স্বপ্ন সত্য, ইনশাআল্লাহ। তুমি উঠো, বিলালকে সাথে নিয়ে গিয়ে তুমি স্বপ্নে যা দেখেছো তা তাকে শিখিয়ে দাও, যেন সে (ঐভাবে) আযান দেয়। কারণ তার কণ্ঠস্বর তোমার কণ্ঠস্বরের চেয়ে উচ্চ। অতঃপর আমি বিলালকে নিয়ে দাঁড়ালাম এবং তাকে (আযানের শব্দগুলো) শিখাতে থাকলাম, বিলাল ঐগুলো উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগল। 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ নিজ ঘর থেকে আযান শুনতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ চাদর টানতে টানতে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল! ঐ মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য নাবীরূপে পাঠিয়েছেন, আমিও একই স্বপ্নে দেখেছি। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই ....।[৪৯৯]

হাসান সহীহ।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَكَذَا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَقَالَ فِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ " .

- صحيح .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব হতে 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদ সূত্রে যুহরী (রহঃ)-এর বর্ণনায়ও অনুরূপ রয়েছে। তাতে যুহরী সূত্রে ইবনু ইসহাক্ব বলেছেন ঃ "আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার" (অর্থাৎ আল্লাহু আকবার চারবার বলেছেন)।

সহীহ।

وَقَالَ مَعْمَرٌ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيهِ " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ " . لَمْ يُثَنِّيَا .

-صحيح - لكن أصح تربيع التكبير.

অপরদিকে যুহরী সূত্রে মা'মার ও ইউনুস বলেছেন ঃ "আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার।" তারা আল্লাহু আকবার দু'বার বলেছেন, চারবার বলেননি।

সহীহ ঃ কিন্তু তাকবীরে তারবী' (চার বার আল্লাহু আকবার) বলা অধিক সহীহ।

٥٠٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي سُنَّةَ الأَذَانِ . قَالَ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِي وَقَالَ " تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

---

[৪৯৯] তিরমিযী (অধ্যায়; সলাত; অনুঃ আযানের সূচনা, হাঃ ১৮৯), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ আযান, হাঃ ৭০৬), বুখারী 'আফ'আলুল 'ইবাদ' (হাঃ ১৩৭), দারিমী (১১৮৭), আহমাদ (৩/৪৩) ইবনু ইসহাক্ব সূত্রে।

تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ فَإِنْ كَانَ صَلاَةَ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ "

– صحيح .

৫০০। মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল মালিক ইবনু আবু মাহযূরাহ হতে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবূ মাহযূরাহ ﷺ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে আযানের নিয়ম শিখিয়ে দিন। তিনি আমার মাথার সম্মুখ ভাগে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি বলবে ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার,আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার-উচ্চৈঃস্বরে। এরপর কিছুটা নীচু স্বরে বলবে ঃ আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ। হাইয়্যা 'আলাস সলাহ, হাইয়্যা 'আলাস সলাহ। হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ, হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ। ফাজ্রের সলাত হলে বলবে ঃ আস্সলাতু খাইরুম মিনান নাউম, আস্সলাতু খাইরুম মিনান নাউম (ঘুমের চেয়ে সলাত উত্তম-দু'বার)। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।[৫০০]

সহীহ ।

[৫০০] আহমাদ (৩/৪০৮), বুখারী 'আফ'আলুল 'ইবাদ' (হাঃ ১৩৯) আবূ মাহযূরাহ্র হাদীস।

আযান সংক্রান্ত যা জানা জরুরী ঃ

(ক) আযানের বিভিন্ন মাসায়িল ঃ

(১) উচ্চকণ্ঠ ব্যক্তি ক্বিবলাহমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আযান দিবেন। তিনি দু' কানে আঙ্গুল প্রবেশ করাবেন, যাতে আযানে জোর হয়। 'হাইয়া 'আলাস্ সলাহ ও হাইয়া 'আলাল ফালাহ' বলার সময় যথাক্রমে ডাইনে ও বামে কেবল মুখ ঘুরাবেন, দেহ নয়- (তিরমিযী, নায়লুল আওত্বার ২/১১৪-১১৬)। যখমী হলে বসেও আযান দেয়া যাবে- (বায়হাক্বী, ইরওয়াউল গালীল ১/২৪২)।

(২) জরুরী কোন ওযর না থাকলে আযান শুনে মাসজিদ থেকে বের হয়ে যাওয়া সুন্নাতের বরখেলাফ ও ঘোরতর অপরাধ। (সহীহ মুসলিম, ফিক্বহুস সুন্নাহ)

(৩) যিনি আযান দিবেন, তিনিই ইক্বামাত দিবেন। তবে অন্যেও দিতে পারেন। অবশ্য কোন মাসজিদে নির্দিষ্ট মুয়াজ্জিন থাকলে তার অনুমতি নিয়ে অন্যের আযান ও ইক্বামাত দেওয়া উচিত। তবে সময় চলে যাওয়ার উপক্রম হলে যে কেউ আযান দিতে পারেন। (ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯০, ৯২)

(৪) বিনা চাওয়ায় 'সম্মানী' গ্রহণ করা চলবে। কেননা মজুরীর শর্তে আযান দেয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। তবে নির্দিষ্ট ও নিয়মিত ইমাম ও মুয়াজ্জিনের জীবিকার দায়িত্ব গ্রহণ করা সমাজ ও সরকারের উপর অপরিহার্য। (আহমাদ, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আবূ দাউদ-সানাদ সহীহ, মিশকাত 'দায়িত্বশীলদের ভাতা' অধ্যায়, হা/৩৭৪৮)

(৫) ভুমিষ্ট সন্তানের কানে আযান শুনাতে হয়। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, নায়ল 'আকীকা' অধ্যায়, ইরওয়া হা/১১৭৩। তবে ডান কানে আযান ও বাম কানে ইক্বামাত শুনানোর হাদীস যা হাসান ইবনু 'আলী (রাঃ) হতে মারফূ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, উক্ত হাদীসটি মাওযূ বা জাল।- ইরওয়া হা/১১৭৪, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/৩২১)

(৬) আযান উযু অবস্থায় দেয়া উচিত। তবে বে-উযু অবস্থায় দেওয়াও জায়িয আছে। আযানের জওয়াব বা অনুরূপ যেকোন তাসবীহ, তাহলীল ও দু'আ সমূহ নাপাক অবস্থায় পাঠ করা জায়িয আছে।

(৭) ইক্বামাতের পরে দীর্ঘ বিরতী হলেও পুনরায় ইক্বামাত দিতে হবে না। (ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮৯, ৯২)

(৮) আযান ও জামা'আত শেষে কেউ মাসজিদে এলে কেবল ইক্বামাত দিয়েই জামা'আত ও সলাত আদায় করা উচিত। (ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯১) [তথ্যসূত্র ঃ সলাতুর রসূল (সাঃ), ৪৬ পৃষ্ঠা]

(৯) মহিলারাও আযান এবং ইক্বামাত দিতে পারবেন। এতে আপত্তি নেই। তবে না দিলেও জায়িয। (ইমাম শাফিঈ ও আহমাদ প্রমূখের অভিমত এটাই, ইবনু আবূ শায়বাহ-'আয়িশাহ (রাঃ)-এর আযান ও ইক্বামাত দেয়ার হাদীস দ্রঃ ১/২২৩, বাহরুর রায়িক ১/২৫ কেবল ইক্বামাত দেয়ার কথা রয়েছে, মাবসূত ১/১৩৩ আযান ইক্বামাত দুটোই, আলমুগনী ১/৪২২, ফিক্বহুস সুন্নাহ)

(১০) কয়েক ওয়াক্ত ক্বাযা সলাতের জন্য এক আযান এবং একাধিক ইক্বামাত (অর্থাৎ প্রত্যেক ওয়াক্ত সলাতের জন্য আলাদাভাবে একবার করে ইক্বামাত) দিয়ে সলাত আদায় করবে। (সহীহ মুসলিম, আহমাদ)

(খ) আযানের জওয়াবে বাড়তি বিষয় পরিত্যাজ্য ঃ

আযানের দু'আয় কয়েকটি বাড়তি বিষয় চালু রয়েছে, যা পরিহার করা উচিত।

(১) বায়হাক্বীতে বর্ণিত আযানের দু'আর শুরুতে "আল্লাহুম্মা ইন্নী আস-আলুকা বি হাক্বক্বি হাযিহিদ দা'ওয়াতি"। অন্যান্য সহীহ হাদীস সমূহের পরিপন্থি হওয়ার কারণে এ অংশটুকু শায।

(২) বায়হাক্বীর একই হাদীসে আযানের দু'আর শেষে "ইন্নাকা লা তুখ্‌লিফুল মী'আদ"। এ অংশটুকু শায।

(৩) ত্বাহাভীর শারহু মা'আনিল আসারে বর্ণিত "আ-তি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদান"। এ অংশটুকু শায ও মুদরাজ।

(৪) ইবনুস সুন্নীর 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ' গ্রন্থে বর্ণিত "ওয়াদ দারাজাতার রফী'আহ"। এটিও কতিপয় পাণ্ডুলিপির মুদরাজ বর্ণনা। কারণ ইবনুস সুন্নী হাদীসটি তার উস্তাদ ইমাম নাসায়ীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অথচ নাসায়ীতে ঐ শব্দ দুটি নেই, এমনকি অন্যদের নিকটেও নেই। ইমাম সাখাবী (রহঃ) বলেন, ঐ শব্দগুলো কোন হাদীসেই পাওয়া যায় না। হানাফী 'আলিম 'আবদুল্লাহ দেহলভী (রহঃ) বলেন, ঐ দুটি শব্দ মনে হয় মুদ্রক, প্রকাশক কিংবা সংশোধকের ভুল। আর ইমাম সাখাবীর নিকট ইবনুস সুন্নীর ঐ পান্ডুলিপি ছিল যাতে উক্ত শব্দ দুটি ছিল না। সুতরাং কতিপয় পান্ডুলিপিতে প্রকাশিত উক্ত শব্দ দুটি বিকৃত।

(৫) রাফিঈর 'আল-মুহার্‌রির' গ্রন্থে আযানের দু'আর শেষে বর্ণিত "ইয়া আরহামার রা-হীমীন"। এটিও প্রমাণহীন। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী ও মোল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, "ওয়াদ দারাজাতার রফী'আহ" ও "ইয়া আরহামার রা-হীমীন" শব্দগুলোর কোন প্রমাণই নেই। ইমাম সাখাবী (রহঃ) বলেন, ঐ শব্দগুলো কোন হাদীসেই পাওয়া যায় না। (দেখুন, শায়খ আলবানী প্রণীত ইরওয়াউল গালীল, হা/২৪৩, মোল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী, মিরক্বাত ২/১৬৩, তালখীসুল হাবীর ১/৭৮, শামী ১/৩০, মাওযু'আতে কাবীর- পৃষ্ঠা ৩৮, শারাহ্ নিকায়াহ ১/৬২, মাক্বাসিদুল হাসানাহ- ২১২ পৃঃ)

(৬) আযান বা ইক্বামাতে "আশহাদু আন্না সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ" বলা। (দেখুন, ফিক্বহুস সুন্নাহ)

(৭) আযানের দু'আয় "ওয়ারযুক্বনা শাফা'আতাহ্ ইয়াওমাল ক্বিয়ামাহ" বাক্যটি যোগ করা। এর কোন শারঈ ভিত্তি নেই। তা সত্ত্বেও আযানের দু'আয় রেডিও বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে ভিত্তিহীন এ বাক্যটি প্রচার করা হয়।

অতএব উপরোক্ত বাক্যগুলো বলা থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা হাদীস বিকৃতি সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আমার নামে ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যারোপ করল (অর্থাৎ আমি যা বলিনি তা আমার দিকে সম্পর্কিত করল) সে জাহান্নামে তার ঠিকানা করে নিল।" (দেখুন, সহীহুল বুখারী)

রসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন ঃ "যে ব্যক্তি আমার নামে এমন হাদীস বর্ণনা করল, ধারণা করা যাচ্ছে যে সেটি মিথ্যা, সে অন্যতম মিথ্যাবাদী।" (দেখুন, সহীহ মুসলিম)

একদা সহাবী বারাআ ইবনু আযিব (রাঃ) রাতে শয়নকালে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিখানো একটি দু'আ যখন রসূলুল্লাহ ﷺ-কে শুনান তখন তাতে "আমানতু বি নাবিয়্যিকাকাল্লাযী আরসালতা" স্থলে "বি রসূলিকা" বলায় রসূলুল্লাহ ﷺ রেগে উঠেন এবং তাকে বলেন, আমার শিখানো শব্দ "বি নাবিয়্যিকা" বল, "বি রসূলিকা" নয় (অথচ এতে অর্থের কোন তারতম্য ছিল না)। (দেখুন, সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

সুতরাং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নাবীর স্থলে রসূল শব্দ বলাটাই যখন অন্যায় ও বাড়াবাড়ি হল, যে কারণে তিনি রেগে গেলেন, তখন আযানের দু'আয় ঐ ধরণের ভিত্তিহীন শব্দ বলার পরিণতি কিরূপ হবে তা চিন্তার বিষয় নয় কি? আল্লাহ আমাদেরকে সংশয়পূর্ণ ও মনগড়া বিষয় বর্জনের তাওফিক দান করুন-আমীন!

(গ) আযানের অন্যান্য পরিত্যাজ্য বিষয় ঃ

(১) 'তাকাল্লুফ' করা ঃ আযানের উক্ত দু'আটি রেডিও কথক এমন ভঙ্গিতে পড়েন, যাতে প্রার্থনার আকুতি থাকে না। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। কারণ নিজস্ব স্বাভাবিক সুরের বাইরে যাবতীয় তাকাল্লুফ বা ভাণ করা ইসলামে দারুনভাবে অপছন্দনীয়। (মিশকাত হা/১৯৩, 'রিয়া হল ছোট শিরক', আহমাদ, বায়হাক্বী)

(২) গানের সুরের আযান দেয়া ঃ গানের সুরে আযান দিলে একদা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) জনৈক মুয়াজ্জিনকে ভীষণভাবে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, আমি তোমার সাথে অবশ্যই বিদ্বেষ পোষণ করব আল্লাহর জন্য। (ফিকহুস সুন্নাহ, সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

(৩) আযানের আগে ও পরে উচ্চৈঃস্বরে যিক্র ঃ আজকাল জুমু'আহর দিনে এবং অন্যান্য সলাতে বিশেষ করে ফাজ্‌রের আযানের আগে ও পরে বিভিন্ন মাসজিদে মাইকে 'আস্‌সলাতু ওয়াস্‌সালামু 'আলা রসূলিল্লাহ' বলা হয়। এতদ্ব্যতীত হামদ, নাত, তাসবীহ, দরূদ, কুরআন তিলাওয়াত, ওয়ায, গযল ইত্যাদি শুনা যায়। অথচ এগুলি বিদ'আত এবং কেবলমাত্র 'আযান' ব্যতীত আর সবকিছুই পরিত্যাজ্য। এমনকি আযানের পরে পুনরায় 'আস্‌সলাত আস্‌সলাত' বলে ডাকাও সহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) প্রমূখ বিদ'আত বলেছেন- (তিরমিযী, ফিকহুস সুন্নাহ)। তবে ব্যক্তিগতভাবে যদি কেউ কাউকে সলাতের জন্য ডাকেন বা জাগিয়ে দেন, তাতে তিনি অবশ্যই নেকী পাবেন। (সহীহুল বুখারী)

(৪) বিপদে আযান দেয়া ঃ বালা-মুসিবতের সময় বিশেষভাবে আযান দেওয়ারও কোন দলীল নেই। কেননা আযান কেবল ফারয সলাতের জন্যই হয়ে থাকে, অন্য কিছুর জন্য নয়- (ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯৩)।

(৫) আঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখ রগড়ানো ঃ আযান ও ইক্বামাতের সময় 'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' শুনে বিশেষ দু'আ সহ আঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখ রগড়ানো, আযান শেষে দু' হাত তুলে আযানের দু'আ পড়া কিংবা উচ্চৈঃস্বরে উহা পাঠ করা ও মুখে হাত মোছা ইত্যাদির কোন শারঈ ভিত্তি নেই। (ফিক্বহুস সুন্নাহ) [সলাতুর রসূল (সাঃ), ৪৫ পৃঃ]

রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম শুনে বা মুয়াজ্জিনের আযানে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ ﷺ' শুনে কেউ আঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখ রগড়ালে তার জন্য নাবী ﷺ-এর শাফা'আত হালাল হয়ে যাবে এবং তার চোখ অন্ধ হবে না ও চোখ উঠবে না- এ মর্মে বর্ণিত হাদীস দুটি মিথ্যা ও বানোয়াট। আল্লামা সাখাভী (রহঃ) বলেন, দুটো হাদীসই সহীহ নয় এবং এর কোনটিরও সানাদ রসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছায় না- (ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১/১২১)। 'আবদুল হাই লাখনৌভী হানাফী (রহঃ) বলেন, আযান ও ইক্বামাতে যখনই নাবী ﷺ-এর নাম শুনা যায় তখনই

দু' নখে চুমু খাওয়া কোন হাদীসে অথবা সহাবীদের কোন আসারে প্রমাণ পাওযা যায় না। তাই যে এরূপ বলে সে ডাহা মিথ্যুক। এ কাজ জঘন্য বিদ'আত। (যাহরাতু রিয়াযিল আবরার, পৃষ্ঠা ৭৬, আইনী তুহফা)

(৬) আযান ও ইক্বামাতে মনগড়া শব্দ যোগ করা ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ ফাজ্‌রের আযানে 'আস্‌সলাতু খাইরুম মিনান নাউম" এবং 'ইক্বামাতে ক্বাদকামাতিস সলাত" এবং ঝড়বৃষ্টির সময় "আলা-সল্লু ফী রিহালিকুম" ছাড়া অন্য কোন শব্দ বাড়াননি। সুতরাং উক্ত বাড়তি শব্দগুলো সুন্নাত (যা সহীহ হাদীস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত)। কিন্তু পরবর্তীকালে কিছু লোক আযানে সুন্নাতী শব্দের সাথে কতিপয় মনগড়া শব্দ ঢুকিয়ে দিয়ে আযানেও বিদ'আত সৃষ্টি করেছেন। হিজরীর প্রথম শতকের শেষ দিকে খলীফা কিংবা গভর্নর অথবা জনগন যখন মাসজিদে পৌঁছতো তখন মুয়াজ্জিন আযান এবং ইক্বামাতের মাঝে বারংবার বলতেন ক্বাদ ক্বামাতিস সলাহ এবং হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ। একদা বিখ্যাত সহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) কোন মাসজিদে ঐরূপ বলা দেখে নিজের সাথীকে বললেন, বিদ'আতীদের মাসজিদ থেকে বেরিয়ে চল। অতঃপর সেখানে তারা সলাত আদায় করলেন না। (দেখুন, তিরমিযী ১/২৭)

(ক) উমাইয়া খলীফাদের যুগে "হাইয়্যা 'আলাস্ সলাহ ইয়া খলীফাতা রসূলিল্লাহ" শব্দগুলো বাড়ান হয়।

(খ) মিসরের শিয়া ফাত্বিমী খলীফাদের যুগে ৩৪৭ হিজরীতে "মুহাম্মাদুন ওয়া 'আলিয়ূন খাইরুল বাশার" শব্দগুলো যোগ করা হয়।

(গ) এক ফাত্বিমী খলীফা মুয়িয্য লি দীনিল্লাহ ৩৫৯ হিজরীতে "হাইয়্যা 'আলা খায়রিল 'আমাল" শব্দগুলো জারি করেন।

(ঘ) ৪০১ হিজরীতে আযানের পর "আস্‌সলাতু 'আলা আমীরিল মু'মিনীন ওয়া রহমাতুল্লাহ" শব্দগুলো সংযোজিত হয়।

(ঙ) ৪০৫ হিজরীতে "আস্‌সলাতু রহিমাকাল্লাহ" বাড়ান হয়।

(চ) আবূল মায়মূন ইবনু 'আবদুল মাজীদ ৫২৪ হিজরীতে উক্ত (খ) ও (ঘ)-এ বর্ণিত শব্দগুলো আযান থেকে বাতিল করে দিলেও ৫২৬ হিজরীতে হাফিয লি দীনিল্লাহ আবার তা জারি করেন।

(ছ) ৫৬৭ হিজরীতে সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ূবী ফাত্বিমী শিয়াদের দমন করে মিসরে আবার সুন্নাতী আযান প্রচলন করেন।

(জ) ৭৬০ হিজরীতে মুহতাসিব সালাহউদ্দীন 'আবদুল্লাহ বারীযী "আস্‌সলাতু ওয়াস্‌সালামু ইয়া রসূলাল্লাহ" শব্দগুলো চালু করেন।

(ঝ) সিনেমার গানের সঙ্গে যে আযান দেয়া তা ফাত্বিমী রাফিযীদের তৈরিকৃত। হিজরীর অষ্টম শতকের শুরুতে নাজমুদ্দীন তাবান্দী নামক এক দারোগা ঐ ঢং চালু করেন। যা ৭৯১ হিজরীতে মিসর ও সিরিয়ার সমস্ত শহরে ছড়িয়ে পড়ে। (দেখুন, মাকরীযীর খিতাত ওয়াল আসার, ৪/৪৪-৪৭)

হানাফী মাযহাবের দুই নম্বর ইমাম আল্লামা আবূ ইউসূফ (রহঃ) বলেন, শাসক, মুফতি, ক্বাযী ও শিক্ষক প্রভৃতিকে অবহিত করানোর জন্য যদি মুয়াজ্জিন আযানের পর এ কথাগুলো বলে, "আসসালামু 'আলাইকা ইয়া আমীর, হাইয়্যা 'আলাস্ সলাহ হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ, আস্‌সলাতু ইয়ারহামু-কাল্লাহ"-তাহলে কোন আপত্তি নেই। ফাতাওয়াহ ক্বাযীখানও এটাকে গ্রহণ করেছেন।

কিন্তু ইবনুল মালিক উল্লেখ করেছেন যে, এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর সাথে আছেন। এ সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) বলেন, আবূ ইউসূফের জন্য আফসোস! যিনি শাসকদের জন্য আযানে বাড়াবাড়ি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। (দেখুন, আল বাহরুর রায়িক, ১/২৬১, মাসবূত ১/১৩১, [তথ্যসূত্র ঃ আইনী তুহফা সলাতে মুস্তফা]

٥٠١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ، أَخْبَرَنِي أَبِي وَأُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ وَفِيهِ " الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الأُولَى مِنَ الصُّبْحِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ أَبْيَنُ قَالَ فِيهِ قَالَ وَعَلَّمَنِي الإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " . وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ " وَإِذَا أَقَمْتَ الصَّلاَةَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ أَسَمِعْتَ " . قَالَ فَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ لاَ يَجُزُّ نَاصِيَتَهُ وَلاَ يُفَرِّقُهَا لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَيْهَا .

– صحيح دون قوله : (فكان أبو محذورة لا يجز...) .

৫০১। আবূ মাহযূরাহ ﷺ হতে নাবী ﷺ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তাতে রয়েছে ঃ আস্‌সলাতু খাইরুম মিনান-নাওম, আস্‌সলাতু খাইরুম মিনান নাওম-(এটা) ফাজ্‌রের প্রথম আযানে (বলবে)। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, মুসাদ্দাদের বর্ণনা এর চেয়ে বেশি স্পষ্ট। তাতে রয়েছে ঃ তিনি আমাকে ইক্বামাতের শব্দগুলো দু' দু'বার করে শিখিয়েছেন, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ, হাইয়্যা 'আলাস্-সলাহ, হাইয়্যা 'আলাস্-সলাহ, হাইয়্যা 'আলাল্-ফালাহ, হাইয়্যা 'আলাল-ফালাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। 'আবদুর রায্‌যাক্ব বলেন, সলাতের ইক্বামাত দেয়ার সময় 'ক্বাদ্ ক্বামাতিস সলাতু, ক্বাদ ক্বামাতিস্ সলাহ' দু'বার বলবে। নাবী ﷺ আবূ মাহযূরাহ ﷺ-কে বললেন, (আমি যেভাবে আযান ও ইক্বামাতের শব্দগুলো শিখালাম) তুমি কি তা ঠিকমতো শুনেছ? বর্ণনাকারী বলেন, আবূ মাহ্‌যূরাহ তার কপালের চুল কাটতেন না এবং সেগুলোতে সিঁথিও কাটতেন না। কেননা নাবী ﷺ তাঁর কপালে (এই চুলের উপর) হাত বুলিয়েছিলেন।[৫০১]

সহীহ ঃ তবে 'আবূ মাহ্‌যূরাহ তার কপালের চুল কাটতেন না...' এ কথাটি বাদে।

অতএব সহীহ হাদীস মোতাবেক সুন্নাতী আযান দেয়া অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের বাড়াবাড়ি করা সীমালঙ্ঘন, ভ্রষ্ঠতা ও চরম অন্যায়। তাই সহীহ হাদীসে বর্ণিত শব্দাবলী ছাড়া মানুষের মনগড়া সকল প্রকার ... অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

[৫০১] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ সফরের আযান, হাঃ ৬৩২), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ তারজী আযান, হাঃ ৭০৮), আহমাদ (৩/৪০৯), ইবনু খুযাইমাহ (৩৮৫), সকলেই ইবনু জুরাইজ সূত্রে।

٥٠١ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ، أَخْبَرَنِي أَبِي وَأُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ وَفِيهِ " الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الأُولَى مِنَ الصُّبْحِ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ أَبْيَنُ قَالَ فِيهِ قَالَ وَعَلَّمَنِي الإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " . وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ " وَإِذَا أَقَمْتَ الصَّلاَةَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ أَسَمِعْتَ " . قَالَ فَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ لاَ يَجُزُّ نَاصِيَتَهُ وَلاَ يَفْرِقُهَا لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَيْهَا .

– صحيح دون قوله : (فكان أبو محذورة لا يجز...) .

৫০১। আবূ মাহযূরাহ ﷺ হতে নাবী ﷺ সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তাতে রয়েছে ঃ আস্‌সলাতু খাইরুম মিনান-নাওম, আস্‌সলাতু খাইরুম মিনান নাওম-(এটা) ফাজ্‌রের প্রথম আযানে (বলবে)। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, মুসাদ্দাদের বর্ণনা এর চেয়ে বেশি স্পষ্ট। তাতে রয়েছে ঃ তিনি আমাকে ইক্বামাতের শব্দগুলো দু' দু'বার করে শিখিয়েছেন, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ, হাইয়্যা 'আলাস্-সলাহ, হাইয়্যা 'আলাস্-সলাহ, হাইয়্যা 'আলাল্-ফালাহ, হাইয়্যা 'আলাল-ফালাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। 'আবদুর রায্‌যাক্ব বলেন, সলাতের ইক্বামাত দেয়ার সময় 'ক্বাদ্ ক্বামাতিস সলাতু, ক্বাদ ক্বামাতিস্ সলাহ' দু'বার বলবে। নাবী ﷺ আবূ মাহযূরাহ ﷺ-কে বললেন, (আমি যেভাবে আযান ও ইক্বামাতের শব্দগুলো শিখালাম) তুমি কি তা ঠিকমতো শুনেছ? বর্ণনাকারী বলেন, আবূ মাহ্‌যূরাহ তার কপালের চুল কাটতেন না এবং সেগুলোতে সিঁথিও কাটতেন না। কেননা নাবী ﷺ তাঁর কপালে (এ চুলের উপর) হাত বুলিয়েছিলেন।[৫০২]

সহীহ ঃ তবে 'আবূ মাহ্‌যূরাহ তার কপালের চুল কাটতেন না...' এ কথাটি বাদে।

---

[৫০২] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ সফরের আযান, হাঃ ৬৩২), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ তারজী আযান, হাঃ ৭০৮), আহমাদ (৩/৪০৯), ইবনু খুযাইমাহ (৩৮৫), সকলেই ইবনু জুরাইজ সূত্রে।

٥٠٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، وَحَجَّاجٌ، وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالُوا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ الأَحْوَلُ، حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ، أَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا مَحْذُورَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَهُ لأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً الأَذَانُ " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَالإِقَامَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " . كَذَا فِي كِتَابِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ .

- حسن صحيح .

৫০২। আবূ মাহযূরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে আযানের শব্দ উনিশটি আর ইক্বামাতের শব্দ সতেরটি শিখিয়েছেন। আযানের শব্দগুলো হচ্ছে ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ, হাইয়্যা 'আলাস্-সলাহ হাইয়্যা 'আলাস্-সলাহ, হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ, হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর ইক্বামাতের শব্দগুলো হচ্ছে ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ, হাইয়্যা 'আলাস্-সলাহ হাইয়্যা 'আলাস্-সলাহ, হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ, ক্বাদ ক্বামাতিস সলাতু ক্বাদ ক্বামাতিস সলাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ [৫০১]

হাসান সহীহ।

---

[৫০১] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ আযানের তারজী, হাঃ ১৯২, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ) নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ আযানের বাক্য কয়টি, হাঃ ৬২৯), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ আযানের তারজী, হাঃ ৭০৯), আহমাদ (৬/ ৪০১), দারিমী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ আযানের তারজী, হাঃ ১১৯৭), সকলে হাম্মাম সূত্রে।

٥٠٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، – يَعْنِي عَبْدَ الْعَزِيزِ – عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ أَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ " قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ – مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ – قَالَ ثُمَّ ارْجِعْ فَمُدَّ مِنْ صَوْتِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " .

– صحيح .

৫০৩। আবূ মাহযূরাহ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্বয়ং রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে আযানের শব্দগুলো শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তুমি বলো ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ। তারপর কণ্ঠস্বর উচুঁ করে আবার বলো ঃ আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ, হাইয়্যা 'আলাস্‌-সলাহ হাইয়্যা 'আলাস্‌-সলাহ, হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ, হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।[৫০২]

সহীহ।

٥٠٤ – حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، قَالَ سَمِعْتُ جَدِّي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي مَحْذُورَةَ، يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَحْذُورَةَ، يَقُولُ أَلْقَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الأَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى

---

[৫০২] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ আযান দেয়ার নিয়ম, হাঃ ৬৩১), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ আযানের তারজী, হাঃ ৭০৮), আহমাদ (৩/৪০৯), ইবনু খুযাইমাহ (৩৭৯) ইবনু জুরাইজ সূত্রে।

الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ " . قَالَ وَكَانَ يَقُولُ فِي الْفَجْرِ الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ .

- صحيح .

৫০৪। আবূ মাহ্যূরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ নিজে আমাকে অক্ষরে অক্ষরে আযানের শব্দগুলো শিক্ষা দিয়েছেন। তা হচ্ছে ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ। আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ, হাইয়্যা 'আলাস্-সলাহ হাইয়্যা 'আলাস্-সলাহ, হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ, হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি ফাজ্‌রের (আযানে) বলতেন, আস্সলাতু খাইরুম মিনান্ নাউম।[৫০৩]

সহীহ।

٥٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا زِيَادٌ، - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، - يَعْنِي الْجُمَحِيَّ - عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ الْجُمَحِيِّ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَّمَهُ الأَذَانَ يَقُولُ " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ " . ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ أَذَانِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَمَعْنَاهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي مَحْذُورَةَ قُلْتُ حَدِّثْنِي عَنْ أَذَانِ أَبِيكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ فَقَالَ " اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ " . قَطُّ .

- صحيح بتربيع التكبير .

৫০৫। আবূ মাহ্যূরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্বয়ং রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে অক্ষরে অক্ষরে আযান শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তারপর বাকী অংশ 'আবদুল 'আযিয ইবনু 'আবদুল মালিক সূত্রে বর্ণিত ইবনু জুরাইজের হাদীসের অনুরূপ। মালিক ইবনু দীনারের হাদীসে রয়েছে, বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবূ

---

[৫০৩] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সালাত, অনুঃ আযানের তারজী, হাঃ ১৯১), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আযান অনুঃ আযানের তারজীতে আওয়াজ নীচু করা, হাঃ ৬২৮) উভয়ে বিশর ইবনু মু'আয সূত্রে।

মাহযূরাহ্‌র পুত্রকে বললাম, আপনার পিতা রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যেরূপ আযান শিখেছেন আমাকে তা বর্ণনা করুন। তিনি তার বর্ণনা দিয়ে বলেন, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার .....।[৫০৪]

সহীহ, তাকবীরে তারবী' সহকারে।

وَكَذَلِكَ حَدِيثُ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ جَدِّهِ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ " ثُمَّ تَرَجَّعْ فَتَرَفَّعْ صَوْتَكَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ " .

– **منكر** : والمحفوظ : الترجيع في الشهادتين فقط .

অনুরূপ জা'ফর ইবনু সুলাইমান- ইবনু আবূ মাহযূরাহ-তার চাচা-তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে রয়েছে ঃ তারপর তারজী' করবে এবং উচ্চৈঃস্বরে "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার"- বলবে।

মুনকার ঃ মাহফূয হচ্ছে কেবল শাহাদাতাইনে তারজী করা।

٥٠٦ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ أُحِيلَتِ الصَّلاَةُ ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ – قَالَ – وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لَقَدْ أَعْجَبَنِي أَنْ تَكُونَ صَلاَةُ الْمُسْلِمِينَ – أَوْ قَالَ الْمُؤْمِنِينَ – وَاحِدَةً حَتَّى لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبُثَّ رِجَالاً فِي الدُّورِ يُنَادُونَ النَّاسَ بِحِينِ الصَّلاَةِ وَحَتَّى هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رِجَالاً يَقُومُونَ عَلَى الآطَامِ يُنَادُونَ الْمُسْلِمِينَ بِحِينِ الصَّلاَةِ حَتَّى نَقَسُوا أَوْ كَادُوا أَنْ يَنْقُسُوا " . قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمَّا رَجَعْتُ – لِمَا رَأَيْتُ مِنَ اهْتِمَامِكَ – رَأَيْتُ رَجُلاً كَأَنَّ عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ أَخْضَرَيْنِ فَقَامَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَأَذَّنَ ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ وَلَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ – قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى أَنْ تَقُولُوا – لَقُلْتُ إِنِّي كُنْتُ يَقْظَانًا غَيْرَ نَائِمٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى " لَقَدْ أَرَاكَ اللَّهُ خَيْرًا " . وَلَمْ يَقُلْ عَمْرٌو " لَقَدْ أَرَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَمُرْ بِلاَلاً فَلْيُؤَذِّنْ " . قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَمَا إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى وَلَكِنِّي لَمَّا سُبِقْتُ اسْتَحْيَيْتُ . قَالَ وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا جَاءَ يَسْأَلُ فَيُخْبَرُ بِمَا سُبِقَ مِنْ صَلاَتِهِ وَإِنَّهُمْ قَامُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ قَائِمٍ وَرَاكِعٍ وَقَاعِدٍ وَمُصَلٍّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِي بِهَا حُصَيْنٌ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى حَتَّى جَاءَ مُعَاذٌ . قَالَ شُعْبَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهَا

---

[৫০৪] এটি গত হয়েছে (৫০২ নং) এ।

مِنْ حُصَيْنٍ فَقَالَ لاَ أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إِلَى قَوْلِهِ كَذَلِكَ فَافْعَلُوا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ مَرْزُوقٍ قَالَ فَجَاءَ مُعَاذٌ فَأَشَارُوا إِلَيْهِ - قَالَ شُعْبَةُ وَهَذِهِ سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَيْنٍ - قَالَ فَقَالَ مُعَاذٌ لاَ أَرَاهُ عَلَى حَالٍ إِلاَّ كُنْتُ عَلَيْهَا . قَالَ فَقَالَ إِنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً كَذَلِكَ فَافْعَلُوا . قَالَ وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ أُنْزِلَ رَمَضَانُ وَكَانُوا قَوْمًا لَمْ يَتَعَوَّدُوا الصِّيَامَ وَكَانَ الصِّيَامُ عَلَيْهِمْ شَدِيدًا فَكَانَ مَنْ لَمْ يَصُمْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } فَكَانَتِ الرُّخْصَةُ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ فَأُمِرُوا بِالصِّيَامِ . قَالَ وَحَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ لَمْ يَأْكُلْ حَتَّى يُصْبِحَ . قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَرَادَ امْرَأَتَهُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ نِمْتُ فَظَنَّ أَنَّهَا تَعْتَلُّ فَأَتَاهَا فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَرَادَ الطَّعَامَ فَقَالُوا حَتَّى نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا فَنَامَ فَلَمَّا أَصْبَحُوا أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَةُ { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ } .

- صحيح .

৫০৬। ইবনু আবূ লায়লাহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সলাতের অবস্থা পর্যায়ক্রমে তিনবার পরিবর্তন হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের সাথীরা আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমাদের মুসলমানগণ অথবা মু'মিনগণের একত্রে জামা'আতে সলাত আদায় করাটা আমার কাছে আনন্দদায়ক। এমনকি প্রাথমিক অবস্থায় আমি চিন্তা করলাম, সলাতের সময় হলে মানুষদের ডেকে আনার জন্য ঘরে ঘরে লোক পাঠিয়ে দিব। এমনকি আমি এ ইচ্ছাও করলাম যে, সলাতের সময় উপস্থিত হলে কিছু লোককে দুর্গের উপর দাঁড় করিয়ে দিব যারা মুসলমানদের সলাতের জন্য আহবান করবে। এমনকি তারা 'নাকুস' ঘন্টা ধ্বনিও বাজালো বা বাজাবার উপক্রম করল। বর্ণনাকারী বলেন, এমন সময় এক আনসারী এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে উৎকণ্ঠিত দেখে আপনার কাছ থেকে ফিরে যাওয়ার পর (রাতে স্বপ্নে) এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। লোকটি যেন দু'টি সবুজ কাপড় পরে মাসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে আযান দিল। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর সে আবারও আযানের অনুরূপ শব্দ উচ্চারণ করল (ইক্বামাত দিল)। কিন্তু 'ক্বাদ ক্বামাতিস্ সলাতু' অতিরিক্ত বলল। লোকেরা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে না করলে আমি অবশ্যই বলব, আমি জাগ্রতই ছিলাম, ঘুমন্ত নয়। ইবনুল মুসান্নার বর্ণনায় আছে, রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ তোমাকে অবশ্যই উত্তম স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তবে 'আমরের বর্ণনায় "আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে উত্তম স্বপ্ন দেখিয়েছেন' কথাটুকু নেই। তুমি বিলালকে আযান দেয়ার নির্দেশ দাও। তখন 'উমার ؓ বললেন, আমিও তার মত একই ধরনের স্বপ্ন দেখেছি। কিন্তু লোকটি আগেই বলে ফেলাতে আমি বলতে লজ্জাবোধ করি।

ইবনু আবূ লায়লাহ বলেন, আমাদের সাথীরা আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, প্রাথমিক পর্যায়ে কোন লোক মাসজিদে এসে জামা'আত হতে দেখলে মুসল্লীদের কাছে সলাত কয় রাক'আত হয়েছে তা জিজ্ঞেস করত। অতঃপর ইশারায় তা জানিয়ে দেয়া হতো। তারপর তারা ঐ পরিমাণ সলাত দ্রুত আদায় করে জামা'আতে শামিল হত। ফলে তাঁর পিছনের মুক্তাদীদের অবস্থা পৃথক পৃথক হত। কেউ দাঁড়ানো, কেউ রুকু'তে, কেউ বসা, আবার কেউ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথেই সলাতরত অবস্থায় থাকত।

ইবনু মুসান্না 'আমর ও হুসায়ন ইবনু আবূ লায়লাহ সূত্রে বর্ণনা করেন, এমন সময় (জামা'আত শুরু হওয়ার পর) মু'আয ইবনু জাবাল رضي الله عنه আসলেন। শু'বাহ (রহঃ) বলেন, আমি একথা হুসাইন থেকে শুনেছি ঃ তিনি বললেন, আমি আপনাকে যে অবস্থায় পাবো, তারই তো অনুসরণ করব। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ মু'আয তোমাদের জন্য একটি সুন্নাত নির্ধারণ করেছে। তোমরাও সেরূপ করবে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের সাথীরা আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনাহ্য় পদার্পণ করে তাদের তিন দিন সিয়াম পালনের নির্দেশ দেন। অতঃপর রমাযানের সিয়াম ফারয (হওয়া সম্পর্কিত) আয়াত অবতীর্ণ হয়। সহাবীগণের ইতোপূর্বে সিয়াম পালনের অভ্যাস না থাকায় সিয়াম পালনের বিধান তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। কাজেই কেউ সিয়াম পালনে অক্ষম হলে মিসকীনকে খাদ্য আহার করাতেন। এমতাবস্থায় এ আয়াত নাযিল হলো ঃ "তোমাদের মধ্যে কেউ রমাযান মাস পেলে সে যেন অবশ্যই সিয়াম পালন করে "- (সূরাহ বাক্বারাহ, ১৮৫)। এতে রোগী ও মুসাফিরকে অব্যাহতি দিয়ে অবশিষ্ট সবাইকে সিয়াম পালনের নির্দেশ দেয়া হলো। আমাদের সাথীরা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ঃ (ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায়) কেউ ইফতার করে আহার না করে ঘুমিয়ে পড়লে তার পক্ষে পরদিন সূর্যাস্তের পূর্বে কোন কিছু খাওয়া বৈধ ছিল না। একদা 'উমার رضي الله عنه সহবাসের ইচ্ছা করলে তার স্ত্রী বললেন, আমি তো ঘুমিয়ে ছিলাম। 'উমার ধারণা করলেন, তার স্ত্রী বাহানা করছে। তাই তিনি স্ত্রী সহবাস করলেন। অন্যদিকে জনৈক আনসারী (ইফতারের পর) খাদ্য চাইলে লোকেরা বলল, অপেক্ষা করুন আমরা আপনার জন্য খানা তৈরি করছি।। ইতোমধ্যে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। অতঃপর সকাল বেলা এ আয়াত অবতীর্ণ হলো ঃ "রোযার রাতে স্ত্রী সহবাস তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো।" (সূরাহ বাক্বারাহ, ১৮৭)[৫০৫]

সহীহ।

---

[৫০৫] আহমাদ (৫/২৪৫, ২৪৭), ইবনু খুযাইমাহ (অনুঃ আযানের তারজী, হাঃ ৩৮১- ৩৮২) 'আমর ইবনু মুররাহ সূত্রে।

٥٠٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ أُحِيلَتِ الصَّلاَةُ ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ وَأُحِيلَ الصِّيَامُ ثَلاَثَةَ أَحْوَالٍ وَسَاقَ نَصْرٌ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ وَاقْتَصَّ ابْنُ الْمُثَنَّى مِنْهُ قِصَّةَ صَلاَتِهِمْ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَطُّ قَالَ الْحَالُ الثَّالِثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَصَلَّى – يَعْنِي نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ – ثَلاَثَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ { قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } فَوَجَّهَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى الْكَعْبَةِ . وَتَمَّ حَدِيثُهُ وَسَمَّى نَصْرٌ صَاحِبَ الرُّؤْيَا قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَقَالَ فِيهِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ثُمَّ أَمْهَلَ هُنَيَّةً ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ زَادَ بَعْدَ مَا قَالَ " حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ " . قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ . قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَقِّنْهَا بِلاَلاً " . فَأَذَّنَ بِهَا بِلاَلٌ وَقَالَ فِي الصَّوْمِ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ } إِلَى قَوْلِهِ { طَعَامُ مِسْكِينٍ } فَكَانَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَهَذَا حَوْلٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ } إِلَى { أَيَّامٍ أُخَرَ } فَثَبَتَ الصِّيَامُ عَلَى مَنْ شَهِدَ الشَّهْرَ وَعَلَى الْمُسَافِرِ أَنْ يَقْضِيَ وَثَبَتَ الطَّعَامُ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِوَالْعَجُوزِ اللَّذَيْنِ لاَ يَسْتَطِيعَانِ الصَّوْمَ وَجَاءَ صِرْمَةُ وَقَدْ عَمِلَ يَوْمَهُ وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

– **صحيح بتربيع التكبير في أوله** : إرواء الغليل (٤ | ٢٠-٢١).

৫০৭। মু'আয ইবনু জাবাল ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সলাতের অবস্থা পর্যায়ক্রমে তিনবার পরিবর্তন হয়েছে। অনুরূপ সিয়ামের অবস্থাও তিনবার পরিবর্তন হয়েছে। তারপর বর্ণনাকারী নাসর ঐরূপ দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেন। ইবনুল মুসান্না কেবল বাইতুল মাক্বদিসের দিকে মুখ করে সলাত আদায়ের ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তৃতীয় অবস্থা এই যে, রসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনাহ্য় পদার্পণ করার পর তের মাস যাবত বাইতুল মাক্বদিসের দিকে

মুখ করে সলাত আদায় করেন। অতঃপর আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "আসমানের দিকে তোমার মুখ উত্তোলন আমরা লক্ষ্য করেছি। অতএব তোমার পছন্দের ক্বিবলার দিকে আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। এখন তুমি তোমার চেহারা মাসজিদুল হারামের দিকে ফেরাও। (সূরহ বাক্বারাহ, ১৪৪)। এভাবে আল্লাহ তাঁর মুখ কা'বার দিকে ফিরিয়ে দিলেন। ইবনুল মুসান্নার হাদীস এখানেই শেষ। আর যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন নাসর তার নাম উল্লেখ করে বলেন ঃ অতঃপর আনসার গোত্রের 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদ ﷺ আসলেন। তিনি উক্ত হাদীসে বলেন ঃ স্বপ্নে দেখা লোকটি ক্বিবলাহ্‌র দিকে মুখ করে বলল ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ, হাইয়্যা 'আলাস্‌-সলাহ দু'বার, হাইয়্যা 'আলাল-ফালাহ দু'বার। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। অতঃপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবারও দাঁড়িয়ে পূর্বের কথারই পুনরাবৃত্তি করল। তবে 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদ বলেন, লোকটি হাইয়্যা 'আলাল-ফালাহ বলার পর ক্বাদ্‌ ক্বামাতিস্‌ সলাতু ক্বাদ্‌ ক্বামাতিস্‌ সলাহ বাক্য দু'বার বলল। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ এটা তুমি বিলালকে শিখিয়ে দাও। অতঃপর বিলাল ﷺ শিখানো শব্দগুলো দ্বারা আযান দিলেন।

এরপর বর্ণনাকারী সওম (রোযা) সম্পর্কে বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ প্রতি মাসে তিন দিন এবং আশুরার দিন সিয়াম পালন করতেন। অতঃপর আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "তোমাদের উপর সিয়াম ফার্‌য করা হলো যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফার্‌য করা হয়েছিল, যেন তোমরা আল্লাহভীরু (মুত্তাক্বী) হতে পারো। নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনের জন্য। তোমাদের মধ্যে কেউ রোগাক্রান্ত হলে অথবা মুসাফির হলে পরবর্তীতে তাকে এর ক্বাযা করতে হবে। যারা সিয়াম পালনে সক্ষম (হয়েও সিয়াম পালন করে না) তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে আহার করাবে"- (সূরাহ বাক্বারাহ, ১৮৩-১৮৪)। এতে কেউ ইচ্ছে হলে সিয়াম পালন করত, আর কেউ বা সিয়াম পালন না করে প্রতি সিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে আহার করাতো। এটাই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। (সিয়ামের প্রাথমিক অবস্থা এরূপই ছিল) অতঃপর এ বিধান পরিবর্তন করে আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "রমাযান হচ্ছে মহিমান্বিত মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে যা মানব জাতির পথপ্রদর্শক, হিদায়াতের স্পষ্ট দলীল এবং (হাক্ব ও বাতিলের মধ্যে) পার্থক্যকারী। তোমাদের যে কেউ রমাযান মাস পেল সে যেন সিয়াম পালন করে। আর কেউ অসুস্থ হলে বা সফরে থাকলে সে পরবর্তী সময়ে তা ক্বাযা করে নিবে"- (সূরাহ বাক্বারাহ, ১৮৫)। এরপর থেকে রমাযান মাস প্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তির উপর সিয়াম ফার্‌য হয়ে যায় এবং মুসাফিরের জন্য এর ক্বাযা আদায় ফার্‌য সাব্যস্ত হয়। আর ফিদ্‌য়ার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয় সিয়াম পালনে অপারগ বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের জন্য। সহাবী সিরমাহ ﷺ সারা দিন পরিশ্রম করেছিলেন। এরপর বর্ণনাকারী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।[৫০৬]

সহীহ, প্রথম দিকে তাকবীরে তারবী' সহকারে। ইরওয়াউল গালীল ৪/ ২০-২১।

---

[৫০৬] পূর্বের হাদীস দ্রষ্টব্য।

٢٩ – باب في الإقامة

অনুচ্ছেদ- ২৯ ঃ ইক্বামাতের বর্ণনা

٥٠٨ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أُمِرَ بِلاَلٌ أَنْ يَشْفَعَ، الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ . زَادَ حَمَّادٌ فِي حَدِيثِهِ إِلاَّ الإِقَامَةَ .

– صحيح : ق .

৫০৮। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলালকে আযান জোড় ও ইক্বামাত বেজোড় সংখ্যায় বলার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। হাম্মাদ তার হাদীসে আরো বলেন, কিন্তু "ক্বাদ ক্বামাতিস সলাহ" বাক্যটি ছাড়া (অর্থাৎ এ বাক্যটি দু'বার বলতে হবে)।[৫০৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٥٠٩ – حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ، مِثْلَ حَدِيثِ وُهَيْبٍ . قَالَ إِسْمَاعِيلُ فَحَدَّثْتُ بِهِ، أَيُّوبَ فَقَالَ إِلاَّ الإِقَامَةَ .

৫০৯। আনাস ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। ইসমাঈল বলেন, আমি এ হাদীস আইউবের নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, কিন্তু ক্বাদ ক্বামাতিস্ সলাহ (বাক্যটি জোড় সংখ্যায় বলবে)।[৫০৮]

٥١٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ إِنَّمَا كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلاَةِ .

– حسن .

৫১০। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আযানের শব্দগুলো দু'বার করে এবং ইক্বামাতের শব্দগুলো একবার করে বলা হত। তবে "ক্বাদ ক্বামাতিস

---

[৫০৭] বুখারী, (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ আযানের শব্দ দু'বার করে বলা, হাঃ ৬০৬), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ আযানের শব্দগুলো দু'বার করে বলতে হবে আর ইক্বামাতের শব্দগুলো একবার করে)।

[৫০৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ আযানের শব্দগুলো দু'বার করে বলতে হবে, হাঃ ৬০৫), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ আযানের শব্দগুলো দু'বার করে বলতে হবে) আবূ ক্বিলাবাহ সূত্রে।

সলাতু" বাক্যটি দু'বার বলা হত। আমরা ইক্বামাত শুনলেই উযু করে সলাত আদায় করতে আসতাম। শু'বাহ (র) বলেন, আমি আবূ জা'ফর থেকে কেবলমাত্র এ হাদীসটিই শুনেছি।[৫০৯]

হাসান।

٥١١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، - يَعْنِي الْعَقَدِيَّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى، مُؤَذِّنَ مَسْجِدِ الأَكْبَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

৫১১। মাসজিদে 'উরয়ানের মুয়াজ্জিন আবূ জা'ফর (রহঃ) বলেন, আমি মাসজিদুল আকবারের মুয়াজ্জিন আবূল মুসান্না হতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইবনু 'উমার ﷺ হতে শুনেছি ...... অতঃপর পুরো হাদীস বর্ণনা করেন।[৫১০]

٣٠ - باب فِي الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ آخَرُ

অনুচ্ছেদ- ৩০ ঃ একজনে আযান ও আরেকজনে ইক্বামাত দেয়া

٥١٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الأَذَانِ أَشْيَاءَ لَمْ يَصْنَعْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ فَأُرِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الأَذَانَ فِي الْمَنَامِ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ " أَلْقِهِ عَلَى بِلاَلٍ " . فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ فَأَذَّنَ بِلاَلٌ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ قَالَ " فَأَقِمْ أَنْتَ " .

- ضعيف .

৫১২। 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ আযান প্রচলনের জন্য কয়েকটি বিষয়ের ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু এর কোনটিই করেননি। অতঃপর 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদকে স্বপ্নে দেখানো হলো। তিনি নাবী ﷺ-এর কাছে এসে স্বপ্নের কথা জানালে তিনি বললেন ঃ বিলালকে শিখিয়ে দাও। তিনি বিলালকে শেখানোর পর বিলাল ﷺ আযান দিলেন।

---

[৫০৯] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ আযানের বাক্যগুলো দু'বার বলা, হাঃ ৬২৭), আহমাদ (৫/৮৫) শু'বাহ সূত্রে।

[৫১০] পূর্বের হাদীস দেখুন। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া ইবনু ফারিস নির্ভরযোগ্য হাফিয। আর আবূ 'আমির আল-আক্বাদী হলেন 'আবদুল মালিক ইবনু 'আমর। তিনি নির্ভরযোগ্য ফাক্বীহ, তবে তার স্মরনশক্তি বিকৃত হয়ে যায় এবং প্রায়ই তিনি তাদলীস করতেন। তার থেকে ছয় গ্রন্থকার বর্ণনা করেছেন, 'আত-তাক্বরীব'।

'আবদুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি স্বপ্নে আযান দেখেছি, সেজন্য আমিই আযান দিতে চেয়েছিলাম। নাবী ﷺ বললেন ঃ আচ্ছা, তুমি ইক্বামাত দাও।[৫১১]

দুর্বল।

٥١٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، - شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنَ الأَنْصَارِ - قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ جَدِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَأَقَامَ جَدِّي .

- ضعيف .

৫১৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ তার দাদা 'আবদুল্লাহ ইবনু যায়িদ ﷺ থেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার দাদা ('আবদুল্লাহ) ইক্বামাত দিলেন।[৫১২]

দুর্বল।

٥١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، - يَعْنِي الإِفْرِيقِيَّ - أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيَّ، أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِيَّ، قَالَ لَمَّا كَانَ أَوَّلُ أَذَانِ الصُّبْحِ أَمَرَنِي - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - فَأَذَّنْتُ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أُقِيمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ إِلَى الْفَجْرِ فَيَقُولُ " لاَ " . حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَزَلَ فَبَرَزَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىَّ وَقَدْ تَلاَحَقَ أَصْحَابُهُ - يَعْنِي فَتَوَضَّأَ - فَأَرَادَ بِلاَلٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ لَهُ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ هُوَ أَذَّنَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ " . قَالَ فَأَقَمْتُ .

- ضعيف : الإرواء ٢٣٧، الضعيفة ٣٥ .

৫১৪। যিয়াদ ইবনুল হারিস আস-সুদাঈ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাজ্‌রের প্রথম আযান নাবী ﷺ-এর নির্দেশক্রমে আমি দিয়েছিলাম। আযান শেষে আমি বলতে লাগলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি ইক্বামাত দিব? তিনি তখন পূর্ব দিগন্তে ভোরের আভা লক্ষ্য করে বললেন ঃ না। ভোরের আলো প্রকাশ পাওয়ার পর তিনি বাহন থেকে নেমে পেশাব-পায়খানা সেরে আমার দিকে ফিরে এলেন। সহাবীগণ তাঁর সাথে মিলিত হলেন (চারপাশে উপস্থিত

---

[৫১১] আহমাদ ৯৪/৪২), দারাকুতনী (১/২৪৫) মুহাম্মদ ইবনু 'আমর সূত্রে, এর সানাদ দুর্বল। সানাদে মুহাম্মদ ইবনু 'আমর ওয়াক্বিফী আনসারী দুর্বল বর্ণনাকারী, যেমন 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে আছে। তাকে আরো দুর্বল বলেছেন কাত্তান, ইবনু নুমাইর ও ইয়াইয়া ইবনু মাঈন।

[৫১২] পূর্বের হাদীস দেখুন।

হলেন)। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি উযু করলেন। বিলাল ﷺ ইক্বামাত দিতে চাইলে আল্লাহর নাবী ﷺ তাকে বললেন ঃ সুদা গোত্রের ভাই আযান দিয়েছে। আর যে আযান দেয় সে-ই ইক্বামাত দিবে। অতঃপর আমি ইক্বামাত দিলাম।[৫১৩]

দুর্বল ঃ ইরওয়া ২৩৭, যঈফাহ্ ৩৫।

٣١ – باب رَفْعِ الصَّوْتِ بِالأَذَانِ

অনুচ্ছেদ- ৩১ ঃ উচ্চৈঃস্বরে আযান দেয়া

٥١٥ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلاَةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلاَةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا " .

– صحيح .

৫১৫। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ মুয়াজ্জিনের কণ্ঠস্বর যতদূর পর্যন্ত যায় তাকে ততদূর ক্ষমা করে দেয়া হয়। তাজা ও শুষ্ক প্রতিটি জিনিসই (ক্বিয়ামাতের দিন) তার জন্য সাক্ষী হয়ে যাবে। আর কেউ জামাআতে হাজির হলে তার জন্য পঁচিশ ওয়াক্ত সলাতের সাওয়াব লিখা হয় এবং এক সলাত থেকে আরেক সলাতের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[৫১৪]

সহীহ।

٥١٦ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأْذِينَ فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَةِ أَدْبَرَ حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ وَيَقُولَ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتَّى يَضِلَّ الرَّجُلُ إِنْ يَدْرِي كَمْ صَلَّى " .

– صحيح : ق .

৫১৬। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যখন সলাতের আযান দেয়া হয়, তখন শাইত্বান সশব্দে হাওয়া ছাড়তে ছাড়তে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যায়, যেন আযানের

---

[৫১৩] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত অনুঃ আযানদাতা ইক্বামাত দিবে, হাঃ ১৯৯), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ আযানের সুন্নাত, হাঃ ৭১৭) বায়হাক্বী (১/৩৯৯) তিনি বলেন, এর সানাদে দুর্বলতা আছে। সকলেই 'আবদুর রহমান ইফরীক্বী সূত্রে। 'আবদুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইফরিক্বী দুর্বল। যেমন বলেছেন হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে। ইয়াহইয়া ইবনু কাত্তান এবং অন্যরা তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন, আমি ইফরিক্বীর হাদীস লিখি না। ইমাম বাগাভী ও ইমাম বায়হাক্বীও হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

[৫১৪] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আযান , অনুঃ আযানের সময় আওয়াজ উঁচু করা, হাঃ ৬৪৩), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ অনুঃ আযানের ফাযীলাত ও সওয়াব, হাঃ ৭২৪), আহমাদ (৯২/ ২৬৬), ইবনু খুযাইমাহ (৩৯০), সকলে শু'বাহ সূত্রে।

শব্দ তার কানে না পৌঁছে। আযান শেষ হলে সে আবার ফিরে আসে। সলাতের ইক্বামাত দেয়া হলে সে আবার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যায়। ইক্বামাত শেষে সে আবার ফিরে আসে এবং মুসল্লীর মনে অহেতুক চিন্তার উদ্রেক করায় এবং বলে, উমুক কথা স্মরণ কর। সে এমন কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যা তার চিন্তায়ই আসেনি। এমনকি মুসল্লী কখনো ভুলেই যায় যে, কত রাক'আত সলাত আদায় করেছে।[৫১৫]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٣٢ – باب مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ مِنْ تَعَاهُدِ الْوَقْتِ

অনুচ্ছেদ- ৩২ ঃ ওয়াক্তের প্রতি খেয়াল রাখা মুয়াজ্জিনের কর্তব্য

٥١٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ " .

– صحيح .

৫১৭। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইমাম হচ্ছেন যিম্মাদার এবং মুয়াজ্জিন (ওয়াক্তের) আমানাতদার। 'হে আল্লাহ! ইমামদের সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং মুয়াজ্জিনদের ক্ষমা করে দিন।'[৫১৬]

সহীহ।

٥١٨ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ نُبِّئْتُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، – قَالَ وَلاَ أُرَانِي إِلاَّ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ، – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ .

৫১৮। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন...পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।[৫১৭]

---

[৫১৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ আযানের মর্যাদা, হাঃ ৬০৮), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ আযানের ফাযীলাত এবং আযান শুনে শাইত্বানের পলায়ন সম্পর্কে) আ'রাজ সূত্রে।

[৫১৬] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ ইমাম যিম্মাদার এবং মুয়াজ্জিন আমানতদার, হাঃ ২০৭), আহমাদ (২/২৩২/ ২৮৪), ইবনু খুযাইমাহ (১৫২৮), ইবনু হিব্বান (৩৬৩), বায়হাক্বী (১/৪৩০), ত্বাবারানী 'সাগীর' (১/২১৪)।

[৫১৭] আহমাদ (২/৩৮২)। এর সানাদে আবূ সালিহ সূত্রে আ'মাশের হাদীস শ্রবণে সন্দেহ রয়েছে। তবে বিশুদ্ধ সানাদ সমূহ দ্বারা তা পূর্বের হাদীসে গত হয়েছে। ইবনু খুযাইমাহ (৩/১৫)।

٣٣ – باب الأَذَانِ فَوْقَ الْمَنَارَةِ

অনুচ্ছেদ- ৩৩ ঃ মিনারের উপর থেকে আযান দেয়া

٥١٩ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَالَتْ كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَى الْفَجْرِ فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّى ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ قَالَتْ ثُمَّ يُؤَذِّنُ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُهُ كَانَ تَرَكَهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً تَعْنِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ .

– حسن .

৫১৯। বানু নাজ্জারের এক মহিলা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, (নাবী ﷺ এর) মাসজিদের নিকটবর্তী আমার ঘরটিই ছিল সবচেয়ে উঁচু। বিলাল ؓ ঘরের ছাদে উঠে ফাজ্‌রের আযান দিতেন। তিনি সাহরীর সময় (শেষ রাতে) সেখানে এসে বসতেন এবং সুবহে সাদিকের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। সুবহে সাদিক হয়ে গেলে তিনি শরীরের আড়মোড় ভেঙ্গে (বা হাই তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে) বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার প্রশংসা করছি এবং কুরাইশদের ব্যাপারে আপনার কাছে সাহায্য চাইছি যেন তাদের দ্বারা আপনার দ্বীন ক্বায়িম হয়। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি আযান দিতেন। বর্ণনাকারী আরো বলেন, আল্লাহর শপথ! কোন রাতেই আমি বিলালকে এ কথাগুলো ত্যাগ করতে দেখিনি।[৫১৮]

হাসান।

٣٤ – باب فِي الْمُؤَذِّنِ يَسْتَدِيرُ فِي أَذَانِهِ

অনুচ্ছেদ- ৩৪ ঃ আযানের মধ্যে মুয়াজ্জিনের ঘুরে যাওয়া

٥٢٠ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ يَعْنِي ابْنَ الرَّبِيعِ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، جَمِيعًا عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِمَكَّةَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ فَخَرَجَ بِلاَلٌ فَأَذَّنَ فَكُنْتُ أَتَتَبَّعُ فَمَهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا . قَالَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ بُرُودٌ يَمَانِيَةٌ قِطْرِيٌّ .

– صحيح : م ، خ مختصراً.

---

[৫১৮] বায়হাক্বী (১/৪২৫), আবূ দাউদ সূত্রে আলবানী এটি ইরওয়াউল গালীল গ্রন্থে (১/২৪৭) বর্ণনা করে বলেন ঃ এর প্রত্যেক ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য। তবে ইবনু ইসহাক্ব একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আন্ আন্ শব্দে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার হাদীস শ্রবণের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে সিরাত ইবনু হিশাম (২/১৫৬)। অতএব এর দ্বারা তাদলীসের সন্দেহ দূরীভূত হওয়ায় হাদীসটি হাসান হয়েছে।

৫২০। 'আওন ইবনু আবূ জুহায়ফাহ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাক্কাহ্তে নাবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। তিনি তখন লাল চামড়ার তৈরী ছোট তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় বিলাল বের হয়ে এসে আযান দিলেন। আযানের সময় আমি তার মুখের দিকে লক্ষ্য করছিলাম যে, তিনি এদিক ওদিক মুখ ঘুরাচ্ছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ গায়ে ডোরাকাটা চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে এলেন।[৫১৯]

সহীহ ঃ মুসলিম, বুখারী সংক্ষেপে।

وَقَالَ مُوسَى قَالَ رَأَيْتُ بِلاَلاً خَرَجَ إِلَى الأَبْطَحِ فَأَذَّنَ فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ . لَوَى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالاً وَلَمْ يَسْتَدِرْ ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ الْعَنَزَةَ وَسَاقَ حَدِيثَهُ .

– منكر .

বর্ণনাকারী মূসা বলেন, আবূ জুহায়ফাহ ﷺ বলেন, আমি দেখলাম, বিলাল ﷺ 'আবত্বাহ' নামক স্থানে গিয়ে আযান দিলেন। তিনি 'হাইয়্যা 'আলাস্-সলাহ, হাইয়্যা 'আলাল-ফালাহ' পর্যন্ত পৌঁছলে স্বীয় ঘাড় ডানে-বামে ঘুরালেন, তবে শরীর ঘুরাননি। অতঃপর তাঁবুতে প্রবেশ করে একটি বর্শা (বা ছড়ি) বের করলেন।..এরপর বর্ণনাকারী মূসা হাদীসটি শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

মুনকার।

٣٥ – باب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

অনুচ্ছেদ- ৩৫ ঃ আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ে দু'আ করা

٥٢١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ " .

– صحيح .

৫২১। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ কখনো প্রত্যাখ্যাত হয় না।[৫২০]

সহীহ।

---

[৫১৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ মুয়াজ্জিন (আযানের সময়) ডানে বামে মুখ ফিরাবেন এবং এদিক সেদিক তাকাবেন কি? হাঃ ৬৩৪), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মুসল্লীর সুতরাহ্) উভয়ে ওয়াকী' সূত্রে।

[৫২০] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ আযান ও ইক্বামাতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ প্রত্যাখ্যাত হয় না, হাঃ ২১২, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), আহমাদ (২/১১৯) সুফয়ান সূত্রে যায়িদ 'আম্মী হতে।

٣٦ – باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ

অনুচ্ছেদ- ৩৬ ঃ মুয়াজ্জিনের আযানের জবাবে যা বলতে হয়

٥٢٢ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ " .

– صحيح : ق.

৫২২। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আযান শুনতে পেলে মুয়াজ্জিন যেরূপ বলবে তোমরাও তদ্রূপ বলবে।[৫২১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٥٢٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَحَيْوَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَىَّ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لِيَ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ " .

-صحيح : م .

৫২৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-কে বলতে শুনেছেন ঃ তোমরা আযান শুনতে পেলে মুয়াজ্জিন যেরূপ বলে তোমরাও তদ্রূপ বলবে। তারপর আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কেননা কেউ আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন। অতঃপর তোমরা আল্লাহর নিকট আমার জন্য ওয়াসিলাহ প্রার্থনা করবে। ওয়াসিলাহ হচ্ছে জান্নাতের একটি বিশেষ মর্যাদার আসন, যার অধিকারী হবেন

---

[৫২১] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ আযান শুনে কি বলতে হয়, হাঃ ৬১১), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ আযান শ্রবণকারী মুয়াজ্জিনের অনুরূপ বলবে অতঃপর নাবী ﷺ-এর উপর দরুদ পাঠ করবে) উভয়ে মালিক সূত্রে।

আল্লাহর একজন বিশিষ্ট বান্দা। আমি আশা করছি, আমিই হবো সেই বান্দা। কেউ আল্লাহর নিকট আমার জন্য ওয়াসিলাহ্ প্রার্থনা করলে সে আমার শাফা'আত পাবে।[৫২২]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٥٢٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حُيَىٍّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي الْحُبُلِيَّ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهْ " .

- حسن صحيح .

৫২৪। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ؓ সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রসূল! মুয়াজ্জিন তো আমাদের উপর মর্যাদার অধিকারী হয়ে যাচ্ছে। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ মুয়াজ্জিনরা যেরূপ বলে থাকে তোমরাও সেরূপ বলবে। অতঃপর আযান শেষ হলে (আল্লাহর নিকট) দু'আ করবে। তখন তোমাকে তা-ই দেয়া হবে (তোমার দু'আ ক্ববূল হবে)।[৫২৩]

হাসান সহীহ।

٥٢٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا غُفِرَ لَهُ " .

- صحيح : م .

৫২৫। সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস ؓ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আযান শুনে বলে ঃ "এবং আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই। তাঁর কোন শারীক নেই, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রসূল, আমি আল্লাহকে রব হিসেবে, মুহাম্মাদ ﷺ-কে রসূল হিসেবে এবং ইসলামকে দীন হিসেবে পেয়ে সন্তুষ্ট"- তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।[৫২৪]

সহীহ ঃ মুসলিম।

---

[৫২২] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ আযান শ্রবণকারী মুয়াজ্জিনের অনুরূপ বলবে অতঃপর নাবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ করবে), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ মানাকিব, অনুঃ নাবী ﷺ-এর মর্যাদা), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ নাবী ﷺ- এর উপর দরূদ পাঠ, হাঃ ৬৭৭) ইবনু 'আমর এর হাদীস।

[৫২৩] আহমাদ (২/১৭২), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/ ৪১০), নাসায়ী 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ' (হাঃ ৪), ইবনু হিব্বান (২৯৫) তাবরিযী 'মিশকাত' (৬৭৩), এবং মুনযিরীর 'আত তারগীব' (১/১৮৭) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) এর হাদীস।

[৫২৪] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মুয়াজ্জিনের অনুরূপ বলা মুস্তাহাব, ১/১৩/২৯০ পৃঃ), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মুয়াজ্জিনের আযান শুনে যে দু'আ পড়তে হয়, হাঃ ২৪০, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি

٥٢٦ – حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ قَالَ " وَأَنَا وَأَنَا " .

– صحيح .

৫২৬। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ মুয়াজ্জিনকে শাহাদাতের শব্দ উচ্চারণ করতে শুনলে বলতেন, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমিও অনুরূপ সাক্ষ্য দিচ্ছি।[৫২৫]

সহীহ।

٥٢٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسَافٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَإِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ . فَإِذَا قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ " .

– صحيح : م .

৫২৭। 'উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি মুয়াজ্জিনের আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার-এর জওয়াবে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলে এবং আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর জওয়াবে আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে এবং আশহাদু আন্না মুহম্মাদার রসূলুল্লাহ এর জওয়াবে আশহাদু আন্না মুহম্মাদার রসূলুল্লাহ বলে, অতঃপর হাইয়্যা 'আলাস্-সলাহ-এর জওয়াবে যদি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলে, তারপর হাইয়্যা 'আলাল-ফালাহ-এর জওয়াবে যদি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ বলে, তারপর যদি আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার এর জওয়াবে আল্লাহু আকবার আল্লাহু

হাসান সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ আযানের দু'আ, হাঃ ৬৭৮), আহমাদ (১/১৮১), হাকিম (১/২০৩) তিনি একে বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী তার সাথে ঐকমত্য হয়েছেন।

[৫২৫] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/৪০৯), ইবনু হিব্বান, হাকিম। ইমাম হাকিম বলেন, সানাদ সহীহ।

আকবার এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর জওয়াবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৫২৬]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٣٧ – باب مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ

অনুচ্ছেদ- ৩৭ ঃ ইক্বামাতের জবাবে কী বলতে হবে?

٥٢٨ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَوْ عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ بِلاَلاً أَخَذَ فِي الإِقَامَةِ فَلَمَّا أَنْ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا " . وَقَالَ فِي سَائِرِ الإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ – رضى الله عنه – فِي الأَذَانِ .

– **ضعيف** : الإرواء ٢٤١ .

৫২৮। আবূ উমামাহ ﷺ সূত্রে অথবা নাবী ﷺ-এর কোন সহাবী সূত্রে বর্ণিত। বিলাল ﷺ ইক্বামাত দিলেন। তিনি 'ক্বাদ ক্বামাতিস সলাহ' বললে নাবী ﷺ বললেন ঃ "আক্বামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা।" আর নাবী ﷺ ইক্বামাতের অবশিষ্ট শব্দগুলোর জওয়াব ঐরূপ দিলেন যেরূপ 'উমার ﷺ বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসে আযান সম্পর্কে বলা হয়েছে।[৫২৭]

দুর্বল ঃ ইরওয়া ২৪১।

٣٨ – باب مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الأَذَانِ

অনুচ্ছেদ- ৩৮ ঃ আযান শুনে যে দু'আ পাঠ করবে

٥٢٩ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ قَالَ حِينَ

---

[৫২৬] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত অনুঃ আযান শ্রবনকারী মুয়াজ্জিনের অনুরূপ বলবে অতঃপর নাবী ﷺ-এর উপর দরুদ পড়বে), ইবনু খুযাইমাহ (৪১৭) 'আসিম ইবনু 'আমর সূত্রে।

[৫২৭] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/ ৪১১), নাসায়ী 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ, (হাঃ ১০৩)। এর সানাদ দুর্বল । এতে শামের জনৈক অজ্ঞাত লোক রয়েছে। এছাড়া সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু সাবিত সত্যবাদী, তবে হাদীস বর্ণনায় শিথিল এবং শাহর ইবনু হাওশাব সত্যবাদী, কিন্তু তার বহু মুরসাল বর্ণনা ও সংশয় আছে। অনুরূপ রয়েছে 'আত তাক্বরীব ' গ্রন্থে।

শায়খ আলবানী (রহঃ) 'ইরওয়াউল গালীল' গ্রন্থে বলেন ঃ এ সানাদটি খুবই নিকৃষ্ট। সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু সাবিত দুর্বল। অনুরূপ শাহর ইবনু হাওশাব। তাছাড়া তাদের দু'জনের মাঝে অবস্থিত ব্যক্তিটি অজ্ঞাত। ইমাম বায়হাক্বীও হাদীসটি দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

يَسْمَعُ النِّدَاءَ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِلاَّ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

– صحيح : خ .

৫২৯। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আযান শুনার পর নিম্নোক্ত দু'আ পড়বে তার জন্য ক্বিয়ামাতের দিন আমার শাফা'আত অবশ্যম্ভাবী ঃ আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহিদ্ দা'ওয়াতিত্ তাম্মাতি ওয়াস্ সলাতিল ক্বায়িমাতি আতি মুহাম্মাদানিল্ ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাযীলাহ্ ওয়াব'আসহু মাক্বামাম্ মাহমূদানিল্লাযী ওয়া'আদ্তাহু। অর্থ ঃ হে আল্লাহ! এই পূর্ণাঙ্গ আহবান ও চিরন্তন সলাতের রব! আপনি মুহাম্মাদ ﷺ-কে ওয়াসিলাহ ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করুন এবং তাঁকে আপনার প্রতিশ্রুত প্রশংসিত স্থানে উন্নীত করুন ।[৫২৮]

সহীহ ঃ বুখারী।

٣٩ – باب مَا يَقُولُ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ- ৩৯ ঃ মাগরিবের আযানের সময় যা পড়তে হয়

٥٣٠ – حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُولَ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ " اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا إِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْ لِي " .

– ضعيف : المشكاة ٦٦٩ .

৫৩০। উম্মু সালামাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন আমি যেন মাগরিবের আযানের সময় এ দু'আ পাঠ করি ঃ আল্লাহুম্মা ইন্না হাযা ইক্ববালু লাইলিকা ওয়া ইদবারু নাহারিকা ওয়া আসওয়াতু দু'আয়িকা ফাগফিরলী । অর্থ ঃ 'হে আল্লাহ! এটা হচ্ছে আপনার রাত আসার সময়, আপনার দিন বিদায়ের মুহূর্ত এবং আপনাকে আহবানকারীর ডাক শোনার সময়। অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।'[৫২৯]

দুর্বল ঃ মিশকাত ৬৬৯।

---

[৫২৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ আযানের দু'আ, হাঃ ৬১৪), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, হাঃ ২১১), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ আযানের দু'আ, হাঃ ৬৭৯), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ মুয়াজ্জিন আযান দিলে যা বলতে হয়, হাঃ ৩২২), আহমাদ (৩/ ৩৫৪), সকলেই 'আলী ইবনু আয়্যাশ সূত্রে।

[৫২৯] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ দা'ওয়াত, অনুঃ উম্মু সালামাহ্র দু'আ, হাঃ ৩৫৮৯, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি গরীব), বায়হাক্বী (১/৪১০), হাকিম (১/১৯৯) তিনি বলেন, এর সানাদ সহীহ, তবে বুখারী ও মুসলিম তার থেকে বর্ণনা করেননি। ইমাম যাহাবীও তার সাথে একমত। মিশকাতের তাহক্বীক্বে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন ঃ এর সানাদ দুর্বল। সানাদে আবূ কাসীর অজ্ঞাত লোক। যেমনটি বলেছেন ইমাম নাববী ও অন্যরা।

٤٠ – باب أَخْذ الأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ

অনুচ্ছেদ- ৪০ ঃ আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ

٥٣١ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ قُلْتُ وَقَالَ مُوسَى فِي مَوْضِعٍ آخَرَ إِنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي . قَالَ " أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا " .

– صحيح : م ، دون الاتخاذ .

৫৩১। 'উসমান ইবনু আবূল 'আস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে আমার সম্প্রদায়ের ইমাম নিয়োগ করুন। তিনি বলেন ঃ যাও, তোমাকে তাদের ইমাম নিযুক্ত করা হলো। তবে দুর্বল মুক্তাদীদের প্রতি খেয়াল রাখবে এবং এমন একজন মুয়াজ্জিন নিয়োগ করবে যে তার আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে না।[৫৩০]

সহীহ ঃ মুসলিম, মুয়াজ্জিন নিয়োগের কথাটি বাদে।

٤١ – باب فِي الأَذَانِ قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ

অনুচ্ছেদ- ৪১ ঃ ওয়াক্ত হওয়ার আগে আযান দেয়া

٥٣٢ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، – الْمَعْنَى – قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ بِلاَلاً، أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِيَ " أَلاَ إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ أَلاَ إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ " . زَادَ مُوسَى فَرَجَعَ فَنَادَى أَلاَ إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ .

– صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَيُّوبَ إِلاَّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ .

---

[৫৩০] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ এমন ব্যক্তিকে মুয়াজ্জিন বানানো যে আযানের পারিশ্রমিক নেয় না, হাঃ ৬৭১), আহমাদ (৪/২১), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/৪২৯), সকলেই মুত্বাররিফ সূত্রে এবং তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মুয়াজ্জিনের আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ অপছন্দনীয়, হাঃ ২০৯), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ আযানের সুন্নাত, হাঃ ৭১৪) উভয়ে আশ'আস সূত্রে হাসান হতে 'উসমান ইবনু আবূল 'আস সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ মুয়াজ্জিনের জন্য আযানের বিনিময় গ্রহণ করা অপছন্দনীয় (অবশ্য এছাড়া অন্যান্য কাজের জন্য বেতন নেয়া যাবে। যেমন, মাসজিদ পরিচ্ছন্ন রাখা, দেখাশুনা করা ইত্যাদি)।

৫৩২। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা বিলাল ﷺ সুবহে সাদিকের আগেই আযান দিলেন। নাবী ﷺ তাকে পুনরায় আযান দেয়ার স্থানে ফিরে গিয়ে এ ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিলেন ঃ জেনে রাখ, বান্দা (বিলাল) আযানের সময় সম্পর্কে অমনোযোগী হয়ে পড়েছিল।[৫৩১]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাম্মাদ ইবনু সালামাহ্ ﷺ ছাড়া অন্য কেউ আইউব ﷺ সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেননি।

٥٣٣ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنْ مُؤَذِّنٍ، لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ أَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَأَمَرَهُ عُمَرُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

- صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ أَوْ غَيْرُهُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِعُمَرَ مُؤَذِّنٌ يُقَالُ لَهُ مَسْعُودٌ وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ ذَلِكَ .

৫৩৩। নাফি' (রহঃ) বলেন, 'উমার ﷺ-এর মাসরূহ নামক এক মুয়াজ্জিন ছিল। একদা তিনি সুবহে সাদিকের পূর্বেই আযান দিলে 'উমার ﷺ তাকে (পুনরায় আযান দেয়ার) নির্দেশ দিলেন... তারপর অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন।[৫৩২]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাম্মাদ ইবনু যায়িদ হতে 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'উমার থেকে নাফি' অথবা অন্য কারো সূত্রেও হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, দারাওয়ার্দী, 'উবাইদুল্লাহ হতে নাফি' থেকে ইবনু 'উমার সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ 'উমার ﷺ-এর মাস'উদ নামক একজন মুয়াজ্জিন ছিল।। আর এটাই প্রথম কথার চাইতে অধিকতর সহীহ।

٥٣٤ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ شَدَّادٍ، مَوْلَى عِيَاضِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ بِلاَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ " لاَ تُؤَذِّنْ حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ الْفَجْرُ هَكَذَا " . وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا.

- حسن .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ شَدَّادٌ مَوْلَى عِيَاضٍ لَمْ يُدْرِكْ بِلاَلاً .

---

[৫৩১] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ রাতের আযান, হাঃ ২০৩) এবং 'আবদ ইবনু হুমাইদ (৭৮২) হাম্মাদ সূত্রে।

[৫৩২] আবূ দাউদ (১/১০৭)।

৫৩৪। বিলাল ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ ভোরের আলো এরূপ প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত তুমি আযান দিবে না। এই বলে তিনি তাঁর উভয় হাত (উত্তর ও দক্ষিণ দিকে) প্রসারিত করলেন।[৫৩৩]

হাসান।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, শাদ্দাদ (রহঃ) বিলাল ﷺ-এর সাক্ষাত পাননি।

٤٢ – باب الأَذَانِ لِلأَعْمَى

অনুচ্ছেদ- ৪২ ঃ অন্ধ ব্যক্তির আযান দেয়া

٥٣٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، كَانَ مُؤَذِّنًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ أَعْمَى .

– صحيح : م .

৫৩৫। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। ইবনু উম্মে মাকতূম ﷺ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুয়াজ্জিন ছিলেন। আর তিনি ছিলেন অন্ধ।[৫৩৪]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٤٣ – باب الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الأَذَانِ

অনুচ্ছেদ- ৪৩ ঃ আযানের পর মাসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়া

٥٣٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ كُنَّا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ رَجُلٌ حِينَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

– صحيح : م .

---

[৫৩৩] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (১/৩৭৪) এবং তিনি বলেছেন, এটি মুরসাল বর্ণনা। ইবনু 'আবদুর বার হাদীসটি 'আত- তামহীদ' গ্রন্থে (১০/৫৯) বর্ণনা করে বলেন, এ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না এবং এটি দুর্বল ও বিচ্ছিন্ন সানাদে বর্ণিত হওয়ায় একে উপমা হিসেবেও ব্যাবহার করা যায় না। ইমাম আবূ দাউদও এটিকে দুর্বল বলেছেন শাদ্দাদ ও বিলালের মাঝে ইনকিতা হওয়ায়। শায়খ আলবানীর মতে বর্ণনাটি হাসান পর্যায়ের।

[৫৩৪] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ অন্ধ ব্যক্তির সাথে চক্ষুমান লোক থাকলে তার আযান দেয়া জায়িয) হিশাম সূত্রে।

৫৩৬। আবূশ্-শা'সা (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ-এর সাথে মাসজিদে ছিলাম। মুয়াজ্জিন 'আসরের আযান দিলে এক ব্যক্তি মাসজিদ থেকে বের হয়ে যায়। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ বলেন, লোকটি আবূল ক্বাসিম ﷺ-এর বিরুদ্ধাচরণ করল।[৫৩৫]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٤٤ – باب فِي الْمُؤَذِّنِ يَنْتَظِرُ الإِمَامَ

অনুচ্ছেদ- ৪৪ ঃ ইমামের জন্য মুয়াজ্জিনের অপেক্ষা করা

٥٣٧ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ كَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ فَإِذَا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاَةَ .

– صحيح : م.

৬৩৭। জাবির ইবনু সামুরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল ﷺ আযান দেয়ার পর অপেক্ষমান থাকতেন। তিনি যখন নাবী ﷺ-কে বের হতে দেখতেন, তখন সলাতের ইক্বামাত দিতেন।[৫৩৬]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٤٥ – باب فِي التَّثْوِيبِ

অনুচ্ছেদ- ৪৫ ঃ তাস্‌বীব (আযানের পর সলাতের জন্য পুনরায় ডাকা) প্রসঙ্গে

٥٣٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْقَتَّاتُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِي الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ قَالَ اخْرُجْ بِنَا فَإِنَّ هَذِهِ بِدْعَةٌ .

– حسن .

---

[৫৩৫] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসজিদ, অনুঃ মুয়াজ্জিন যখন আযান দেয় তখন মাসজিদ থেকে বের হওয়া নিষেধ), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ আযানের পর মাসজিদ থেকে বের হওয়া অপছন্দনীয়, হাঃ ২০৪, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় আযান, হাঃ ৬৮২), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ আযান, হাঃ ৭৩৩), দারিমী (১২০৫)। সকলে ইবরাহীম ইবনু মুহাজির সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ মুমিন ব্যক্তির জন্য মাসজিদে অবস্থানকালে আযানের পর মাসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়া জায়িয নয়। অবশ্য 'আলিমগণ বের হওয়ার এ হুকুমের বিষয়ে মতভেদ করেছেন। কেউ একে মাকরূহ বলেছেন, আর কেউ বলেছেন হারাম। (তবে কারণ বশতঃ বের হওয়া দোষণীয় নয়। যেমন পেশাব-পায়খানা বা অন্য কোন প্রয়োজন। যা সম্পন্ন করে তিনি জামা'আতের পূর্বেই মাসজিদে উপস্থিত হবেন, অথবা পার্শ্ববর্তী কোন মাসজিদে জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করবেন ইত্যাদি। ওজর থাকলে এরূপ করা দোষণীয় নয়)।

[৫৩৬] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ লোকেরা কখন সলাতে দাঁড়াবে), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ ইমামই ইক্বামাত দেয়ার অধিক হাক্বদার, হাঃ ২০২), আহমাদ (৫৭৬, ৮৭, ১০৮, ১০৫) সিমাক সূত্রে।

৫৩৮। মুজাহিদ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'উমার ﷺ-এর সাথে ছিলাম। এক ব্যক্তি যুহর কিংবা 'আসরের সলাতের জন্য তাসবীব (পুনরায় আহবান) করায় ইবনু 'উমার ﷺ বললেন, চলো আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাই, কারণ এটা বিদ'আত।[৫৩৭]

হাসান।

٤٦ - باب فِي الصَّلاَةِ تُقَامُ وَلَمْ يَأْتِ الإِمَامُ يَنْتَظِرُونَهُ قُعُودًا

অনুচ্ছেদ- ৪৬ ঃ সলাতের ইক্বামাত হওয়ার পরও ইমামের আগমনের অপেক্ষায় বসে থাকা

٥٣٩ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي " .

- صحيح : ق .

৫৩৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ ক্বাতাদাহ তার পিতা আবূ ক্বাতাদাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন সলাতের ইক্বামাত দেয়া হয়, তখন আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না।[৫৩৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَكَذَا رَوَاهُ أَيُّوبُ وَحَجَّاجٌ الصَّوَّافُ عَنْ يَحْيَى . وَهِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ قَالَ كَتَبَ إِلَىَّ يَحْيَى . وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى وَقَالاَ فِيهِ " حَتَّى تَرَوْنِي وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ.

- صحيح : خ .

মু'আবিয়াহ ইবনু সালাম ও 'আলী ইবনুল মুবারক ইয়াহ্ইয়াহ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ-আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা শান্তভাবে (অপেক্ষা করতে) থাকবে।

সহীহ ঃ বুখারী।

---

[৫৩৭] 'আবদুর রাযযাক 'মুসন্নাফ' (১৮৩২), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ ফাজ্রের সলাতে তাসবীব বলা)। আল্লামা হিন্দী একে কানযুল 'উম্মাল (৮/ ৩৫৭) গ্রন্থে বর্ণনা করে 'আবদুর রাযযাকের দিকে সম্পর্কিত করেছেন।

[৫৩৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ কারো এরূপ বলা আমাদের সলাত ছুটে গেছে), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ,অনুঃ লোকেরা কখন সলাতে দাঁড়াবে) ইয়াহইয়া সূত্রে।

٥٤٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عِيسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ " حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ " قَدْ خَرَجْتُ " . إِلاَّ مَعْمَرٌ . وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ لَمْ يَقُلْ فِيهِ " قَدْ خَرَجْتُ " .

- صحيح : م .

৫৪০। ইয়াহ্ইয়াহ (রহঃ) একই সানাদে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ যতক্ষণ না তোমরা দেখবে, আমি বের হয়েছি। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আমি বের হয়েছি, শব্দগুলো মা'মার ব্যতীত অন্য কেউ বর্ণনা করেননি। ইবনু 'উয়াইনাহও মা'মার সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতেও 'আমি বের হয়েছি' কথাটি উল্লেখ নেই।[৫৩৯]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٥٤١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ قَالَ أَبُو عَمْرٍو ح وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، - وَهَذَا لَفْظُهُ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ الصَّلاَةَ، كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَقَامَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ النَّبِيُّ ﷺ .

- صحيح : م .

৫৪১। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আসার সময় হলেই সলাতের ইক্বামাত দেয়া হত। নাবী ﷺ তাঁর স্থানে আসার পূর্বেই লোকেরা নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান করতেন।[৫৪০]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٥٤٢ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ عَنِ الرَّجُلِ، يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلاَةُ فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَعَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ .

- صحيح : خ.

৫৪২। হুমাইদ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাবিত আল-বুনানীকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে সলাতের ইক্বামাত হওয়ার পরও কথা বলেছিল। তিনি আনাস ﷺ

---

[৫৩৯] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ লোকেরা কখন সলাতে দাঁড়াবে), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, হাঃ ৫৯২), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ ইমাম বের হওয়ার সময় মুয়াজ্জিন কর্তৃক ইক্বামাত বলা, হাঃ ৬৮৬)।

[৫৪০] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ) ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম সূত্রে।

সূত্রে হাদীস বর্ণনা করে বলেন, ইক্বামাত হয়ে যাওয়ার পর এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসে এবং তাঁকে (কথাবার্তায়) ব্যস্ত রাখে।[৫৪১]

সহীহ ঃ বুখারী।

٥٤٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ كَهْمَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، كَهْمَسٍ قَالَ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ بِمِنًى وَالإِمَامُ لَمْ يَخْرُجْ فَقَعَدَ بَعْضُنَا فَقَالَ لِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَا يُقْعِدُكَ قُلْتُ ابْنُ بُرَيْدَةَ . قَالَ هَذَا السُّمُودُ . فَقَالَ لِي الشَّيْخُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا نَقُومُ فِي الصُّفُوفِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَوِيلاً قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ قَالَ وَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَلُونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ وَمَا مِنْ خَطْوَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ خَطْوَةٍ يَمْشِيهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا " .

– **ضعيف** : المشكاة ١٠٩٥ .

৫৪৩। কাহ্মাস রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিনায় আমরা সলাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম, কিন্তু তখনো ইমাম বের হননি। এমতাবস্থায় আমাদের মধ্যকার কেউ কেউ বসে পড়ল। কুফাবাসী জনৈক শায়খ বললেন, কিসে আপনাকে বসিয়ে দিল? আমি বললাম, ইবনু বুরাইদাহ। তিনি বলেছেন, ইমামের জন্য এভাবে (দাঁড়িয়ে) অপেক্ষা করা নিস্প্রয়োজন। তিনি বলেন, আমার শায়খ 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওসাজাহ (রহঃ) আল-বারাআ ইবনু 'আযিব রাঃ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বে সলাতের কাতারে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতাম। তিনি আরো বলেন, সম্মানিত মহান আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর মালায়িকাহ্ (ফিরিশতাগণ) দু'আ করে থাকেন ঐ লোকদের জন্য যারা সামনের কাতারসমূহের দিকে ধাবিত হয়। আল্লাহর নিকট ঐ পদক্ষেপের চাইতে অধিক পছন্দনীয় পদক্ষেপ আর কোনটি নেই মানুষেরা যা কাতারবদ্ধ হবার জন্য করে থাকে।[৫৪২]

দুর্বল ঃ মিশকাত ১০৯৫।

٥٤٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَجِيٌّ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ .

– **صحيح** : م .

[৫৪১] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ ইক্বামাত হয়ে গেলে কথা বলা, হাঃ ৬৪৩) 'আবদুল আ'লা সূত্রে।

[৫৪২] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সামনে কাতারের ফাযীলাত, হাঃ ৯৯৭), দারিমী (১২৬৪), আহমাদ (৪/ ২৮৫, ২৯৬), ইবনু খুযাইমাহ (১৫৫১, ১৫৫৬)। মিশকাতের তাহক্বীক্বে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন ঃ এর সানাদে অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছে। তবে হাদীসের প্রথমাংশের ভিন্ন আরেকটি সানাদ রয়েছে, যা সহীহ।

৫৪৪। আনাস ﷺ বলেন, ('ইশার) সলাতের ইক্বামাত দেয়ার পর রসূলুল্লাহ ﷺ মাসজিদের কোণে এক লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। তিনি সলাত শুরু করতে আসায় বিলম্ব করায় অপেক্ষমান লোকজন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।[৫৪৩]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٥٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ فِي الْمَسْجِدِ إِذَا رَآهُمْ قَلِيلاً جَلَسَ لَمْ يُصَلِّ وَإِذَا رَآهُمْ جَمَاعَةً صَلَّى .

- ضعيف .

৫৪৫। সালিম আবূন্ নাদর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সলাতের ইক্বামাত বলার পর মাসজিদে মুসল্লীর সংখ্যা কম দেখলে রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত শুরু না করে বসে যেতেন। অতঃপর যখনই পূর্ণ জামা'আতের মুসল্লীর সমাগম হতে দেখতেন তখন সলাত আদায়ে দাঁড়াতেন।[৫৪৪]

দুর্বল।

٥٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الزُّرَقِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، - رضى الله عنه - مِثْلَ ذَلِكَ .

৫৪৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু ইসহাক্ব হতে.... 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব ﷺ সূত্রে এ সানাদে পূর্বানুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।[৫৪৫]

---

[৫৪৩] মুসলিম (অধ্যায় ঃ হায়িয, অনুঃ বসে ঘুমালে উযু নষ্ট না হওয়ার দলীল), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইক্বামাত, হাঃ ৭৯০), আহমদ (৩/১০১) 'আবদুল 'আযীয সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কোন কাজে ব্যস্ততার কারণে সলাতকে প্রথম ওয়াক্তের পর (কিছুটা) বিলম্ব করে আদায় করা জায়িয আছে। তবে সেরকম কিছু না হলে সলাতে বিলম্ব করা মোটেই ঠিক হবে না। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

[৫৪৪] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি মুরসাল। সালিম আবূ নাসর ও ইবনু আবূ উমাইয়্যাহ নির্ভরযোগ্য, প্রমানযোগ্য। তিনি মুরসাল হাদীস বর্ণনা করতেন। যেমন 'আত- ত্বাকরীব' গ্রন্থে রয়েছে।

[৫৪৫] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদের আবূ মাস'উদ আনসারীকে হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে অজ্ঞাত (মাজহুল) বলেছেন।

সূত্রে হাদীস বর্ণনা করে বলেন, ইক্বামাত হয়ে যাওয়ার পর এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসে এবং তাঁকে (কথাবার্তায়) ব্যস্ত রাখে।[৫৪১]

সহীহ ঃ বুখারী।

٥٤٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ كَهْمَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، كَهْمَسٍ قَالَ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ بِمِنًى وَالإِمَامُ لَمْ يَخْرُجْ فَقَعَدَ بَعْضُنَا فَقَالَ لِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَا يُقْعِدُكَ قُلْتُ ابْنُ بُرَيْدَةَ . قَالَ هَذَا السُّمُودُ . فَقَالَ لِي الشَّيْخُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا نَقُومُ فِي الصُّفُوفِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَوِيلاً قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ قَالَ وَقَالَ " إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَلُونَ الصُّفُوفَ الأُوَلَ وَمَا مِنْ خَطْوَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ خَطْوَةٍ يَمْشِيهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا " .

- **ضعيف** : المشكاة ١٠٩٥ .

৫৪৩। কাহ্মাস رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিনায় আমরা সলাত আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম, কিন্তু তখনো ইমাম বের হননি। এমতাবস্থায় আমাদের মধ্যকার কেউ কেউ বসে পড়ল। কুফাবাসী জনৈক শায়খ বললেন, কিসে আপনাকে বসিয়ে দিল? আমি বললাম, ইবনু বুরাইদাহ। তিনি বলেছেন, ইমামের জন্য এভাবে (দাঁড়িয়ে) অপেক্ষা করা নিস্প্রয়োজন। তিনি বলেন, আমার শায়খ 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওসাজাহ (রহঃ) আল-বারাআ ইবনু 'আযিব رضي الله عنه সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বে সলাতের কাতারে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতাম। তিনি আরো বলেন, সম্মানিত মহান আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর মালায়িকাহ্ (ফিরিশতাগণ) দু'আ করে থাকেন ঐ লোকদের জন্য যারা সামনের কাতারসমূহের দিকে ধাবিত হয়। আল্লাহর নিকট ঐ পদক্ষেপের চাইতে অধিক পছন্দনীয় পদক্ষেপ আর কোনটি নেই মানুষেরা যা কাতারবদ্ধ হবার জন্য করে থাকে।[৫৪২]

দুর্বল ঃ মিশকাত ১০৯৫।

٥٤٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَجِيٌّ فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ .

- **صحيح** : م .

---

[৫৪১] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ ইক্বামাত হয়ে গেলে কথা বলা, হাঃ ৬৪৩) 'আবদুল আ'লা সূত্রে।

[৫৪২] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সামনে কাতারের ফাযীলাত, হাঃ ৯৯৭), দারিমী (১২৬৪), আহমাদ (৪/ ২৮৫, ২৯৬), ইবনু খুযাইমাহ (১৫৫১, ১৫৫৬)। মিশকাতের তাহক্বীক্বে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন ঃ এর সানাদে অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছে। তবে হাদীসের প্রথমাংশের ভিন্ন আরেকটি সানাদ রয়েছে, যা সহীহ।

٤٧ – باب فِي التَّشْدِيدِ فِي تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

অনুচ্ছেদ- ৪৭ ঃ জামা'আত পরিত্যাগের ব্যাপারে সাবধান বাণী

٥٤٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلاَةُ إِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ " . قَالَ زَائِدَةُ قَالَ السَّائِبُ يَعْنِي بِالْجَمَاعَةِ الصَّلاَةَ فِي الْجَمَاعَةِ .

– حسن .

৫৪৭। আবূ দারদা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ কোন জনপদে বা বনজঙ্গলে তিনজন লোক একত্রে বসবাস করা সত্ত্বেও তারা জামা'আতে সলাত আদায়ের ব্যবস্থা না করলে তাদের উপর শাইত্বান আধিপত্য বিস্তার করে। অতএব তোমরা জামা'আতকে আকঁড়ে ধর। কারণ নেকড়ে (বাঘ) দলচ্যুত বকরীটিকেই খেয়ে থাকে। যায়িদাহ (রহঃ) বলেন, সায়িব (রহঃ) বলেছেন, এখানে জামা'আত বলতে সলাতের জামা'আতকেই বোঝানো হয়েছে।[৫৪৬]

হাসান।

٥٤٨ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ " .

– صحيح : خ .

৫৪৮। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার ইচ্ছা হয়, (লোকদেরকে জামা'আতে) সলাত আদায়ের নির্দেশ দেই এবং কাউকে লোকদের সলাত আদায় করাবার হুকুম করি, অতঃপর লাকড়ি বহনকারী কিছু লোককে সাথে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়ি সেগুলো দ্বারা ঐসব লোকের ঘর-বাড়ি আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য যারা জামা'আতে (সলাত আদায় করতে) উপস্থিত হয়নি।[৫৪৭]

সহীহ ঃ বুখারী।

---

[৫৪৬] হাকিম (১/২১১), আহমাদ (৫/১৯৬, ৪৪৬), ইবনু খুযাইমাহ (১৪৮৬), সকলে যায়িদাহ সূত্রে।

[৫৪৭] বুখারী (হাঃ ২৪২০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ,অনুঃ জামা'আতে সলাতের ফাযীলাত)।

٥٤٩ - حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَتِي فَيَجْمَعُوا حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ آتِيَ قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأُحَرِّقُهَا عَلَيْهِمْ " . قُلْتُ لِيَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ يَا أَبَا عَوْفٍ الْجُمُعَةَ عَنَى أَوْ غَيْرَهَا قَالَ صُمَّتَا أُذُنَاىَ إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَأْثُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا ذَكَرَ جُمُعَةً وَلاَ غَيْرَهَا .

– صحيح دون قوله : (لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ) .

৫৪৯। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার ইচ্ছা হয়, আমি আমার যুবকদের লাকড়ির বোঝা জমা করার নির্দেশ দেই, অতঃপর যারা কোন কারণ ছাড়াই নিজ নিজ ঘরে সলাত আদায় করে, সেগুলো দিয়ে তাদের ঘর জ্বালিয়ে দেই। বর্ণনাকারী বলেন, আমি ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্মকে বললাম, হে আবূ 'আওফ! রসূলুল্লাহ ﷺ জামা'আত বলতে কি জুমু'আর কথা বুঝিয়েছেন? তিনি বলেন, আমার দু' কান বধির হোক, যদি আমি আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ থেকে না শুনে থাকি। তিনি স্বয়ং রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (নির্দিষ্টভাবে) জুমু'আহ্ বা অন্য কিছুর উল্লেখ করেননি।[৫৪৮]

সহীহ ঃ (لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ) কথাটি বাদে।

٥٥٠ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ حَافِظُوا عَلَى هَؤُلاَءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّهِ ﷺ سُنَنَ الْهُدَى وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ بَيِّنُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَلَهُ مَسْجِدٌ فِي بَيْتِهِ وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ﷺ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ﷺ لَكَفَرْتُمْ .

– **صحيح** : م بلفظ : (لضللتم) ؛ و هو المحفوظ .

৫৫০। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা সঠিকভাবে আযানের সাথে এই পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের প্রতি সবিশেষ নযর রাখবে। কেননা এই পাঁচ ওয়াক্ত সলাতই হচ্ছে হিদায়াতের পথ। মহান আল্লাহ তাঁর নাবী ﷺ-এর জন্য হিদায়াতের এ পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমাদের (সাধারণ) ধারণা, স্পষ্ট মুনাফিক্ব ব্যতীত কেউ জামা'আত থেকে

[৫৪৮] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ যে ব্যক্তি আযান শুনে তাতে সাড়া দিল না, হাঃ ২১৭, ইমাম তিরমিযী বলেন, আবূ হুরাইরাহ্র হাদীসটি হাসান সহীহ), আহমাদ (২/৪৭২, ৫৬৯) যায়িদ ইবনুল আসাম্ম সূত্রে।

অনুপস্থিত থাকতে পারে না। আমরা তো আমাদের মধ্যে এমন লোকও দেখেছি, যারা (দুর্বলতা ও অসুস্থতার কারণে) দু'জনের উপর ভর করে (মাসজিদে) যেত এবং তাকে (সলাতের) কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়া হত। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার ঘরে তার মাসজিদ (সলাতের স্থান) নেই। তোমরা যদি মাসজিদে আসা বাদ দিয়ে ঘরেই (ফারয) সলাত আদায় কর তাহলে তোমরা তোমাদের নাবী ﷺ-এর সুন্নাতকেই বর্জন করলে। আর তোমরা তোমাদের নাবীর সুন্নাত ত্যাগ করলে অবশ্যই কুফরীতে জড়িয়ে পড়বে।[৫৪৯]

সহীহ ঃ মুসলিমে (لضللتم) "তোমরা অবশ্যই পথভ্রষ্ট হবে" শব্দে। আর এটাই মাহফূয।

٥٥١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ مَغْرَاءِ الْعَبْدِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ " . قَالُوا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ " لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلاَةُ الَّتِي صَلَّى " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى عَنْ مَغْرَاءَ أَبُو إِسْحَاقَ .

– **صحيح : دون جملة العذر** ، وبلفظ : (ولا صلاة له) : المشكاة .

৫৫১। ইবনু 'আব্বাস رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মুয়ায্যিনের আযান শুনা সত্ত্বেও কোনরূপ ওজর ছাড়া (বিনা কারণে) জামা'আতে সলাত আদায়ে বিরত থাকে তার অন্যত্র (একাকী) সলাত ক্ববূল হবে না। সহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ওজর কী? নাবী ﷺ বললেন ঃ ভয়-ভীতি অথবা অসুস্থতা।[৫৫০]

সহীহ ঃ ওজর সম্পর্কিত বাক্যটি বাদে। এছাড়া (ولا صلاة له) শব্দে মিশকাত।

٥٥٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ

---

[৫৪৯] মুসলিম (অধ্যায় ঃ-মাসাজিদ, অনুঃ জামা'আতে সালাত আদায় সুন্নাত) 'আলী ইবনুল আক্বমার সূত্রে।

[৫৫০] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (৩/৭৫), হাকিম (১/পৃঃ ২৪৫), দারাকুতনী (১/পৃঃ ৪২১), সকলেই আবূ জানাব সূত্রে। সানাদের আবূ জানাব দুর্বল এবং মুদাল্লিস, পাশাপাশি তিনি এটি আন আন্ শব্দযোগে বর্ণনা করেছেন। হাফিয বলেন, হাদীসটি ক্বাসিম স্বীয় 'মুসনাদে' মাওকুফ ও মারফূভাবে শু'বাহ হতে 'আদী ইবনু সাবিত সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে মারফূ হিসেবে "অবশ্য ওযরের কথা ভিন্ন" কথাটি বলেননি। এছাড়া হাদীসটি বর্ণনা করেছেন বাক্বী ইবনু মুখাল্লাদ, ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান ও হাকিম 'আবদুল হামীদ ইবনু রাইয়ান সূত্রে হুসাইন হতে রাজা হতে এ শব্দে ঃ "**যে ব্যক্তি আযান শোনা সত্ত্বেও কোন ওযর ব্যতীত সাড়া দিল না তার সলাত নেই।**" এরূপে মারফূভাবে। এর সানাদ সহীহ। অতঃপর এর কতগুলো শাহিদ হাদীস বর্ণনা করেন, যার অন্যতম হল আবূ মূসা আল-আশ'আরীর হাদীস। যা বর্ণিত হয়েছে আবু বাকর ইবনু 'আয়্যাশ সূত্রে আবূ হুসাইন হতে তিনি আবূ বারজাহ হতে তার পিতার সূত্রে মাওকুফভাবে। এবং আরো বর্ণনা করেছেন সিমাক আবূ বারজাহ হতে তার পিতার সূত্রে মাওকুফভাবে। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, মাওকুফ হওয়াই অধিক সহীহ।

الدَّارِ وَلِي قَائِدٌ لاَ يُلاَئِمُنِي فَهَلْ لِي رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي قَالَ " هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " لاَ أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً " .

– حسن صحيح .

৫৫২। ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তো অন্ধ, আমার ঘরও দূরে অবস্থিত। আমার একজন পথচালকও আছে, কিন্তু সে আমার অনুগত নয়। এমতাবস্থায় আমার জন্য ঘরে সলাত আদায়ের অনুমতি আছে কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তুমি কি আযান শুনতে পাও? ইবনু উম্মে মাকতূম বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তোমার জন্য অনুমতির কোন সুযোগ দেখছি না।[৫৫১]

হাসান সহীহ।

٥٥٣ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَتَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ فَحَىَّ هَلاً " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ الْجَرْمِيُّ عَنْ سُفْيَانَ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ " حَىَّ هَلاً " .

– صحيح .

৫৫৩। ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রসূল! মাদীনাহ্তে অনেক কীট-পতঙ্গ ও হিংস্র জন্তু রয়েছে (যদ্দ্বারা আক্রান্ত হবার আশংকা আছে, এরূপ অবস্থায়ও কি মাসজিদে জামা'আতে হাযির হতে হবে?)। নাবী (সাঃ) বলেন, তুমি কি হাইয়্যা 'আলাস্-সলাহ্, হাইয়্যা 'আলাল-ফালাহ শুনতে পাও? (শুনতে পেলে) অবশ্যই জামা'আতে আসবে।[৫৫২]

সহীহ।

٤٨ – باب فِي فَضْلِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ

অনুচ্ছেদ- ৪৮ ঃ জামা'আতে সলাত আদায়ের ফাযীলাত

٥٥٤ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَصِيرٍ، عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا الصُّبْحَ فَقَالَ " أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ " . قَالُوا لاَ . قَالَ " أَشَاهِدٌ فُلاَنٌ " . قَالُوا لاَ . قَالَ " إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ وَلَوْ

---

[৫৫১] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ জামা'আত থেকে পেছনে থাকার কঠোরতা, হাঃ ৭৯২), হাকিম (১/২৪৭) তিনি এতে নীরব থেকেছেন।

[৫৫২] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইমামাত, অনুঃ সলাতের আযান দিলে তার হিফাযাত করা, হাঃ ৮৫০), হাকিম (১/২৪৬) তিনি বলেন, সানাদ সহীহ। ইমাম যাহাবীও তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

تَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَيْتُمُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ وَإِنَّ الصَّفَّ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلِ صَفِّ الْمَلاَئِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيلَتُهُ لاَبْتَدَرْتُمُوهُ وَإِنَّ صَلاَةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ وَحْدَهُ وَصَلاَتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلاَتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى " .

– حسن .

৫৫৪। উবাই ইবনু কা'ব ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করার পর বললেন ঃ অমুক হাযির আছেন কি? সহাবীগণ বললেন ঃ না। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এ দু' ওয়াক্ত (ফাজ্‌র ও 'ইশা) সলাতই মুনাফিক্বদের জন্য বেশি ভারী হয়ে থাকে । তোমরা যদি এ দু' ওয়াক্ত সলাতে কী পরিমাণ সাওয়াব রয়েছে তা জানতে, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তোমরা অবশ্যই এতে শামিল হতে। জামা'আতের প্রথম কাতার মালায়িকাহ্‌র (ফিরিশতাদের) কাতারের সমতুল্য। তোমরা যদি এর ফাযীলাত সম্পর্কে জানতে, তাহলে অবশ্যই তোমরা এজন্য প্রতিযোগিতা করতে। নিশ্চয় দু'জনের জামা'আত একাকী সলাত আদায়ের চেয়ে উত্তম। তিনজনের জামা'আত দু'জনের জামা'আতের চেয়ে উত্তম। জামা'আতে লোক সংখ্যা যত বেশী হবে মহান আল্লাহর নিকট তা ততই বেশি পছন্দনীয়।[৫৫৩]

হাসান।

٥٥٥ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، – يَعْنِي عُثْمَانَ بْنَ حَكِيمٍ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ " .

– صحيح : م .

৫৫৫। 'উসমান ইবনু 'আফফান ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি 'ইশার সলাত জামা'আতে আদায় করল, সে যেন অর্ধরাত 'ইবাদাতে কাটালো। আর যে ব্যক্তি 'ইশা ও ফাজ্‌রের সলাত জামা'আতে আদায় করল, সে যেন সারা রাতই 'ইবাদাতে কাটালো।[৫৫৪]

সহীহ ঃ মুসলিম।

---

[৫৫৩] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইমামাত, দু'জনে জামা'আত, হাঃ ৮৪২), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মুনাফিক্বদের জন্য কোন সলাত বেশী ভারী, হাঃ ১২৬৯), আহমাদ (৫/১৪০), সকলেই শু'বাহ সূত্রে।

[৫৫৪] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসজিদ, অনুঃ 'ইশা সলাতের ফাযীলাত), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ 'ইশা সলাতের ফাযীলাত, হাঃ ২২১, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ), আহমাদ (১/৫৮,৬৮) 'উসমান ইবন হাকাম সূত্রে।

٤٩ – باب مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ৪৯ ঃ সলাত আদায়ের জন্য পায়ে হেঁটে (মাসজিদে) যাওয়ার ফাযীলাত

٥٥٦ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الأَبْعَدُ فَالأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا " .

– صحيح .

৫৫৬। আবূ হুরাইরাহ্ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ মাসজিদ থেকে যার (বাসস্থান) যত বেশী দূরে, সে তত বেশি সাওয়াবের অধিকারী।[৫৫৫]

সহীহ।

٥٥٧ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، أَنَّ أَبَا عُثْمَانَ، حَدَّثَهُ عَنْ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ كَانَ رَجُلٌ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَبْعَدَ مَنْزِلاً مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ وَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ صَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الرَّمْضَاءِ وَالظُّلْمَةِ . فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ مَنْزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ فَنُمِيَ الْحَدِيثُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ ذَلِكَ فَقَالَ أَرَدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يُكْتَبَ لِي إِقْبَالِي إِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوعِي إِلَى أَهْلِي إِذَا رَجَعْتُ . فَقَالَ " أَعْطَاكَ اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ أَنْطَاكَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ مَا احْتَسَبْتَ كُلَّهُ أَجْمَعَ " .

– صحيح : م .

৫৫৭। উবাই ইবনু কা'ব রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জানা মতে মাদীনাহ্র সলাত আদায়কারীদের মধ্যে এক ব্যক্তির বাসস্থান মাসজিদ থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে অবস্থিত ছিল। এ সত্ত্বেও তিনি সর্বদা পায়ে হেঁটে জামা'আতে উপস্থিত হতেন। আমি তাকে বললাম, আপনি একটি গাধা খরিদ করে নিলে গরম ও অন্ধকারে তাতে সওয়ার হয়ে আসতে পারতেন। তিনি বললেন, আমার ঘর মাসজিদের নিকটবর্তী হোক, তা আমি অপছন্দ করি। একথা রসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি মাসজিদে আসা ও মাসজিদ থেকে ঘরে ফেরার বিনিময়ে সাওয়াব লাভের প্রত্যাশা করি

[৫৫৫] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ থেকে অধিক দূরত্বে বসবাসকারীর জন্য মহা পুরস্কার, হাঃ ৭৮২), আহমাদ (২/৩৫১, ৪২৮), 'আবদ ইবনু হুমাইদ (১৪৫৮), সকলে ইবনু আবূ যি'ব সূত্রে।

(তাই এরূপ বলেছি)। তিনি বললেন ঃ তুমি যা পাওয়ার আশা করেছ, আল্লাহ তোমাকে তাই দিয়েছেন। তুমি যে সাওয়াবের প্রত্যাশা করেছ আল্লাহ তা পূর্ণরূপেই তোমার জন্য মঞ্জুর করেছেন।[৫৫৬]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٥٥٨ – حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لاَ يُنْصِبُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلاَةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاَةٍ لاَ لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ " .

– حسن .

৫৫৮। আবূ উমামাহ ্রা সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফারয সলাতের জন্য উযু করে নিজ ঘর থেকে বের হবে, সে একজন ইহরামধারী হাজ্জীর সমান সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি চাশ্‌তের সলাত আদায় করার জন্য বের হবে, সে একজন 'উমরাহকারীর সমান সাওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত সলাত আদায়ের পর থেকে আরেক ওয়াক্ত সলাত আদায়ের মধ্যবর্তী সময়ে কোন বাজে কথা বা কাজ করবে না, তাকে ইল্লিয়্যুন-এ লিপিবদ্ধ করা হবে (অর্থাৎ তার মর্যাদা সুউচ্চ হবে)।[৫৫৭]

হাসান।

٥٥٩ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً وَذَلِكَ بِأَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَأَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الصَّلاَةَ وَلاَ يَنْهَزُهُ إِلاَّ الصَّلاَةُ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي صَلاَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ هِيَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ أَوْ يُحْدِثْ فِيهِ

– صحيح : ق .

---

[৫৫৬] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ মাসজিদ থেকে অধিক দূরত্বে বসবাসকারীর জন্য মহা পুরস্কার, হাঃ ৭৮৩), দারিমী (১২৮৪) আত-তায়মী সূত্রে।

[৫৫৭] আহমাদ (৫/২৬৩, ২৬৮), বায়হাক্বী (৩/৬৩) ইয়াহইয়া সূত্রে।

৫৫৯। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি ঘরে ও বাজারে (একাকী) সলাত আদায় অপেক্ষা জামা'আতে সলাত আদায় করলে পঁচিশ গুণ বেশি সাওয়াব পাবে। কেননা তোমাদের কেউ যখন উত্তমরূপে উযু করে শুধুমাত্র সলাতের উদ্দেশেই মাসজিদে যায়, এবং একমাত্র সলাতই তাকে (ঘর থেকে) বের করে, তাহলে মাসজিদে পৌঁছা পর্যন্ত তার প্রতিটি পদক্ষেপে একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং একটি করে গুনাহ ক্ষমা হয়। মাসজিদে প্রবেশ করার পর সেখানে যতক্ষণ পর্যন্ত সে সলাতের জন্য অবস্থান করবে ততক্ষণ তাকে সলাতের মধ্যেই গণ্য করা হবে। সে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সলাত আদায়ের স্থানে অবস্থান করে মালায়িকাহ্ তার জন্য এই বলে দু'আ করতে থাকে ঃ "হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। হে আল্লাহ! তার তাওবাহ্ ক্ববূল করুন।" যতক্ষণ পর্যন্ত সে কাউকে কষ্ট না দেয় অথবা তার উযু না ভাঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত মালায়িকাহ্ (ফিরিশতাগণ) তার জন্য এরূপ দু'আ করতে থাকে।[৫৫৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٥٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الصَّلاَةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلاَةً فَإِذَا صَلاَّهَا فِي فَلاَةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلاَةً " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ فِي الْحَدِيثِ " صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي الْفَلاَةِ تُضَاعَفُ عَلَى صَلاَتِهِ فِي الْجَمَاعَةِ " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

– **صحيح** : خ الشطر الأول منه.

৫৬০। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ জামা'আতের সাথে এক ওয়াক্ত সলাত (একাকী) পঁচিশ ওয়াক্ত সলাত আদায়ের সমান। কেউ কোন খোলা মাঠে (জামা'আতের সাথে) পূর্ণরূপে রুকু'-সাজদাহ্ সহকারে সলাত আদায় করলে সে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সলাতের সাওয়াব পাবে।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, 'আবদুল ওয়াহিদ ইবনু যিয়াদ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ কোন ব্যক্তির মাঠে বা জঙ্গলে (জামা'আতে) সলাত আদায় করা (অন্যত্র) জামা'আতে সলাতের উপর কয়েকগুণ বেশি সাওয়াব হবে, অতঃপর পুরো হাদীস বর্ণনা করেন।[৫৫৯]

সহীহ ঃ বুখারীতে এর প্রথমাংশ।

---

[৫৫৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ জামা'আতে সলাত আদায়ের ফাযীলাত হাঃ ৬৪৭), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ জামা'আতে সলাত আদায়ের ফাযীলাত) আ'মাশ সূত্রে।

[৫৫৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান,অনুঃ জামা'আতে সলাত আদায়ের ফাযীলাত, হাঃ ৬৪৬) এর প্রথম অংশ সংক্ষেপে, হাকিম (১/২০৮) ইমাম হাকিম বলেন, এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবীও তার সাথে একমত পোষন করেছেন।

٥٠ – باب مَا جَاءَ فِي الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاَةِ فِي الظُّلَمِ

অনুচ্ছেদ- ৫০ ঃ অন্ধকারে সলাত আদায় করতে যাওয়ার ফাযীলাত

٥٦١ – حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْكَحَّالُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

– صحيح .

৫৬১। বুরায়দাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ যারা অন্ধকার রাতে মাসজিদে যাতায়াত করে তাদেরকে ক্বিয়ামাতের দিন পূর্ণজ্যোতির সুসংবাদ দাও।[৫৬০]

সহীহ।

٥١ – باب مَا جَاءَ فِي الْهَدْىِ فِي الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ৫১ ঃ উযু করে মাসজিদে যাওয়ার নিয়ম

٥٦٢ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو، حَدَّثَهُمْ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو ثُمَامَةَ الْحَنَّاطُ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، أَدْرَكَهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْمَسْجِدَ أَدْرَكَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ فَوَجَدَنِي وَأَنَا مُشَبِّكٌ بِيَدَىَّ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ " .

– صحيح .

৫৬২। আবূ সুমামাহ আল-হান্নাত সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি মাসজিদে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে কা'ব ইবনু 'উজরাহ্‌র ﷺ সাথে তার সাক্ষাত হয়। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আমাকে আমার দু' হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পরের মধ্যে ঢুকিয়ে মট্‌কাতে দেখতে পেয়ে আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। তিনি আরো বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ উত্তমরূপে উযু করে মাসজিদের উদ্দেশে বের হলে সে যেন তার দু' হাতের আঙ্গুল না মট্‌কায়।

---

[৫৬০] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ ফাজ্‌র ও 'ইশার সলাত জামা'আতে আদায়ের ফাযীলাত, হাঃ ২২৩), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ পায়ে হেঁটে মাসজিদে যাওয়া, হাঃ ৭৮১)। ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ 'এ হাদীসটি এ মারফূ সূত্রে গরীব। এটি নাবী ﷺ এর সহাবীগণ পর্যন্ত মুসনাদ ও মাওকুফ হিসেবে সহীহ। নাবী ﷺ-এর দিকে মুসনাদ করে নয়।' সানাদের ব্যক্তিবর্গকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন হাফিয মুনযিরী 'আত-তারগীব ওয়াত তারহীব' গ্রন্থে। আহমাদ শাকির বলেন, কতিপয় সহাবী হতে বর্ণিত এর বহু শাহিদ হাদীস রয়েছে। যার প্রত্যেকটি নাবী ﷺ পর্যন্ত মারফূ বর্ণনা।

কেননা সে তখন সলাতের মধ্যেই থাকে (অর্থাৎ ঐ অবস্থায় তাকে সলাত আদায়কারী হিসেবেই গণ্য করা হয়)।[৫৬১]

সহীহ।

٥٦٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ عَبَّادٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ حَضَرَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ الْمَوْتُ فَقَالَ إِنِّي مُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا مَا أُحَدِّثُكُمُوهُ إِلاَّ احْتِسَابًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنَى إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرَى إِلاَّ حَطَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً فَلْيُقَرِّبْ أَحَدُكُمْ أَوْ لِيُبَعِّدْ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِيَ بَعْضٌ صَلَّى مَا أَدْرَكَ وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ كَانَ كَذَلِكَ فَإِنْ أَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَأَتَمَّ الصَّلاَةَ كَانَ كَذَلِكَ " .

– صحيح .

৫৬৩। সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক আনসারী সহাবীর মৃত্যু আসন্ন হলে তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট কেবল সাওয়াব লাভের প্রত্যাশায় একটি হাদীস বর্ণনা করব। আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যখন উত্তমরূপে উযু করে সলাতের উদ্দেশে বের হয়, তখন সে তার ডান পা উঠাতেই মহান আল্লাহ তার জন্য একটি সাওয়াব লিখে দেন। এরপর বাম পা ফেলার সাথে সাথেই মহা সম্মানিত আল্লাহ তার একটি গুনাহ ক্ষমা করে দেন। এখন তোমাদের ইচ্ছা হলে মাসজিদের নিকটে থাকবে অথবা দূরে। অতঃপর সে যখন মাসজিদে গিয়ে জামা'আতে সলাত আদায় করে তখন তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। যদি জামা'আত শুরু হয়ে যাওয়ার পর মাসজিদে উপস্থিত হয় এবং অবশিষ্ট সলাতে শামিল হয়ে সলাতের ছুটে যাওয়া অংশ পূর্ণ করে, তাহলেও তাকে অনুরূপ (জামা'আতে পূর্ণ সলাত আদায়কারীর সমান সাওয়াব) দেয়া হয়। আর যদি সে (মাসজিদে এসে) জামা'আত সমাপ্ত দেখে একাকী সলাত আদায় করে নেয়, তবুও তাকে ঐরূপ (ক্ষমা করে) দেয়া হয়।[৫৬২]

সহীহ।

---

[৫৬১] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, হাঃ ৩৮৬), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সলাতে যা করা **অপছন্দনীয়, হাঃ ৯৬৭**), দারিমী (১৪০৪), আহমাদ (৪/৩৪১, ৩৪২) কা'ব ইবনু 'উজরাহর হাদীস।

[৫৬২] **মুনযিরী** 'আত-তারগীব' (১/২০৮)। এর সানাদ সহীহ।

٥٢ – باب فِيمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الصَّلاَةَ فَسُبِقَ بِهَا

অনুচ্ছেদ- ৫২ ঃ কেউ জামা'আতে সলাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হয়েও জামা'আত না পেলে

٥٦٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، – يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ – عَنْ مُحَمَّدٍ، – يَعْنِي ابْنَ طَحْلاَءَ – عَنْ مُحْصِنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا أَعْطَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ مِثْلَ أَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْئًا "

– صحيح .

৫৬৪। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে মাসজিদে গিয়ে দেখতে পেল লোকেরা সলাত আদায় করে ফেলেছে। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ তাকেও জামা'আতে শামিল হয়ে সলাত আদায়কারীদের সমান সাওয়াব দান করবেন। অথচ তাদের সাওয়াব থেকে কিছুই কমানো হবে না।[৫৬৩]

সহীহ।

٥٣ – باب مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ- ৫৩ ঃ নারীদের মাসজিদে যাতায়াত সম্পর্কে

٥٦٥ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاَتٌ " .

– حسن صحيح .

৫৬৫। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহর বাঁদীদেরকে আল্লাহর ঘরে (মাসজিদে) যেতে নিষেধ করো না। তবে তারা বের হওয়ার সময় যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে।[৫৬৪]

হাসান সহীহ।

---

[৫৬৩] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইমামত, অনুঃ জামা'আত প্রাপ্তির সীমা, হাঃ ৮৫৪), আহমাদ (২/৩৮০), হাকিম (১/২০৮) তিনি বলেন, হাদীসটি মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম সাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। হাদীসটি সকলেই 'আবদুল 'আযীয ইবনু মুহাম্মদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

[৫৬৪] আহমাদ (২/৪৩৮, ৪৭৫,৫২৮), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মহিলাদের মাসজিদে গমনে বাঁধা দেয়া নিষেধ, হাঃ ১২৭৯), ইবনু খুযাইমাহ (১৬৭৭৯), হুমাইদী 'মুসনাদ' (৯৭৮), সকলেই মুহাম্মাদ ইবনু 'আমর সূত্রে।

٥٦٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ " .

৫৬৬। ইবনু 'উমার রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহর বাঁদীদের আল্লাহর মাসজিদে যেতে বাধা দিও না।[৫৬৫]

٥٦٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ " .

– صحيح .

৫৬৭। ইবনু 'উমার রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের নারীদের মাসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তাদের ঘরই তাদের জন্য উত্তম।[৫৬৬]

সহীহ।

٥٦٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ " . فَقَالَ ابْنٌ لَهُ وَاللَّهِ لاَ نَأْذَنُ لَهُنَّ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً وَاللَّهِ لاَ نَأْذَنُ لَهُنَّ . قَالَ فَسَبَّهُ وَغَضِبَ وَقَالَ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ائْذَنُوا لَهُنَّ " . وَتَقُولُ لاَ نَأْذَنُ لَهُنَّ .

– صحيح : ق .

৫৬৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা মহিলাদেরকে রাতের বেলা মাসজিদে যেতে অনুমতি দাও। তখন তার এক ছেলে (বিলাল) বলল, আল্লাহর শপথ! আমি তাদেরকে (রাতের বেলা মাসজিদে যেতে) অনুমতি দিব না। এটাকে তারা বাহানা হিসেবে গ্রহণ করবে। আল্লাহর শপথ! আমি কখনো তাদেরকে অনুমতি দিব না। বর্ণনাকারী বলেন, একথা শুনে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার রাঃ তাকে গালমন্দ করেন এবং

---

[৫৬৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ জুমু'আহ, অনুঃ মহিলাদেরকে রাতে (সলাতের জন্য) মাসজিদে যেতে অনুমতি দিবে, হাঃ ৯০০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ নারীদের মাসজিদে যাওয়া) নাফি' সূত্রে।

[৫৬৬] আহমাদ (৫৪৬৮), ইবনু খুযাইমাহ (অনুঃ মহিলাদের ঘরে সলাত আদায়ের অবকাশ আছে, হাঃ ১৬৮৪) 'আওয়াম ইবনু হাওশাব সূত্রে।

ক্রোধান্বিত হয়ে বলেন, আমি তোমাকে বলছি, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা মহিলাদের অনুমতি দাও, আর তুমি কিনা বলছ, আমি তাদেরকে অনুমতি দিব না।[৫৬৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٥٤ – باب التَّشْدِيد فِي ذَلِكَ

অনুচ্ছেদ- ৫৪ ঃ নারীদের মাসজিদে যাতায়াতে কঠোরতা

٥٦٩ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِك، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيد، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ . قَالَ يَحْيَى فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَمُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَتْ نَعَمْ

– صحيح : ق .

৫৬৯। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহধর্মিনী 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যদি আজকের মহিলাদের এরূপ অবস্থা দেখতেন (যেমন সুগন্ধি লাগানো, বেপর্দা চলা), তাহলে অবশ্যই তিনি তাদেরকে মাসজিদে যেতে নিষেধ করে দিতেন। যেরূপ নিষেধ করে দেয়া হয়েছিল বনী ইসরাঈলের মহিলাদের। বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়াহ্ বলেন, আমি 'আমরাহ্কে বললাম, বনী ইসরাঈলের মহিলাদের কি নিষেধ করা হয়েছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ।[৫৬৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٥٧٠ – حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ، حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّق، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلاَتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي بَيْتِهَا " .

– صحيح .

৫৭০। 'আবদুল্লাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ নারীদের জন্য ঘরের আঙ্গিনায় সলাত আদায়ের চেয়ে তার গৃহে সলাত আদায় করা উত্তম। আর নারীদের জন্য গৃহের অন্য কোন স্থানে সলাত আদায়ের চেয়ে তার গোপন কামরায় সলাত আদায় করা অধিক উত্তম।[৫৬৯]

সহীহ।

---

[৫৬৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ জুমুআহ, অনুঃ মহিলাদেরকে রাতে সলাতের জন্য মাসজিদে যেতে অনুমতি দিবে, হাঃ ৮৯৯), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ নারীদের মাসজিদে গমন) মুজাহিদ সূত্রে।

[৫৬৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ ইমামের দাড়াঁনো পর্যন্ত মানুষের অপেক্ষা করা, হাঃ ৮৬৯), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ নারীদের মাসজিদে গমন) ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ সূত্রে।

[৫৬৯] বায়হাক্বী (৯৩/১৩১), ইবনু খুযাইমাহ (১৬৮৮, ১৬৯০), হাকিম (১/২০৯)। ইমাম হাকিম বলেন, হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

٥٧١ – حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ " . قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ .

– **صحيح** : و هو مكرر (٤٦٢) .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَهَذَا أَصَحُّ .

৫৭১। ইবনু 'উমার ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমরা যদি এ দরজাটি কেবল মহিলাদের জন্য ছেড়ে দেই, তবে ভালই হয়। নাফি' (রহঃ) বলেন, অতঃপর ইবনু 'উমার ﵁ মৃত্যু পর্যন্ত ঐ দরজা দিয়ে আর কখনো মাসজিদে প্রবেশ করেননি।[৫৭০]

সহীহ ঃ এটি পুনরাবৃত্তি হয়েছে ৪৬২ নং এ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটি ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীম আইয়ূব হতে, তিনি নাফি' হতে 'উমার (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এটাই অধিক সহীহ।

৫৫ – باب السَّعْيِ إِلَى الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ৫৫ ঃ সলাতের জন্য দৌড়ানো

٥٧٢ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا " .

– **حسن صحيح** : ق .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ الزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَمَعْمَرٌ وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ " وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا " .

৫৭২। আবূ হুরাইরাহ্ ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ সলাতের ইক্বামাত দেয়া হলে তোমরা সলাতের জন্য দৌড়ে আসবে না, বরং স্বাভাবিক গতিতে শান্তভাবে হেঁটে আসবে এবং (ইমামের সাথে) যতটুকু সলাত পাবে আদায় করে নেবে। আর যেটুকু ছুটে গেছে তা পূর্ণ করে নিবে।

হাসান সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

---

[৫৭০] এটি পুনরাবৃত্তি হয়েছে (৪৬২ নং)।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, যুবাইদী, ইবনু আবূ যি'ব, ইব্রাহীম ইবনু সা'দ, মা'মার, ও শু'আয়ব ইবনু হামযাহ প্রমূখ যুহরী সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ "সলাতের যেটুকু ছুটে যাবে তোমরা তা পূর্ণ করে নেবে" ।[৫৭১]

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَحْدَهُ " فَاقْضُوا " .

– شاذ .

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " فَأَتِمُّوا " . وَابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبُو قَتَادَةَ وَأَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كُلُّهُمْ قَالُوا " فَأَتِمُّوا " .

যুহরী সূত্রে কেবল ইবনু 'উয়ায়নাহ বর্ণনা করেছেন যে, "তোমরা আদায় করে নিবে" ।

শায।

হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ, ইবনু মাস'উদ, ক্বাতাদাহ, আনাস (রাযিআল্লাহ 'আনহুম) প্রমূখ সহাবায়ি কিরামগণ হতেও নাবী (সাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা প্রত্যেকেই বলেছেন ঃ "তোমরা তা পূর্ণ করে নেবে ।"

٥٧٣ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " ائْتُوا الصَّلاَةَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَصَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ وَاقْضُوا مَا سَبَقَكُمْ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " وَلْيَقْضِ " . وَكَذَا أَبُو رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبُو ذَرٍّ رُوِيَ عَنْهُ " فَأَتِمُّوا وَاقْضُوا " .

– صحيح .

৫৭৩। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সলাতের জন্য স্বাভাবিক গতিতে শান্তভাবে আসবে। অতঃপর (ইমামের সাথে) যেটুকু পাবে আদায় করবে, যেটুকু ছুটে গেছে তা পূর্ণ করে নিবে। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে ইবনু সীরীন কিছুটা শাব্দিক পার্থক্য সহকারে এরূপই বর্ণনা করেছেন।[৫৭২]

সহীহ।

[৫৭১] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ সলাতের জন্য দৌড়ে আসবে না, বরং শান্তি ও ধীরস্থিরতার সাথে আসবে, হাঃ ৬৩৬), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ) যুহরী সূত্রে।

[৫৭২] আহমাদ (২/৩৮২, ৩৮৬), ইবনু খুযাইমাহ (অনুঃ প্রশান্তির সাথে সলাতের জন্য হেটে আসার নির্দেশ, হাঃ ১৫০৫, ১৭৭২) সাঈদ ইবনু ইবরাহীম সূত্রে।

٥٦ – باب في الْجَمْعِ فِي الْمَسْجِدِ مَرَّتَيْنِ

অনুচ্ছেদ- ৫৬ ঃ একই মাসজিদে দু'বার জামা'আত অনুষ্ঠান

٥٧٤ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ " أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ " .

– صحيح .

৫৭৪। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে একাকী সলাত আদায় করতে দেখে বললেন ঃ এ লোকটিকে সদাক্বাহ করার মত কি এমন কেউ নেই যে তার সাথে সলাত আদায় করবে?[৫৭৩]

সহীহ।

٥٧ – باب فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ يُصَلِّي مَعَهُمْ

অনুচ্ছেদ- ৫৭ ঃ ঘরে সলাত আদায়ের পর পুনরায় জামা'আতে আদায় করা

٥٧٥ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ غُلاَمٌ شَابٌّ فَلَمَّا صَلَّى إِذَا رَجُلاَنِ لَمْ يُصَلِّيَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَدَعَا بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ " مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا " . قَالاَ قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا . فَقَالَ " لاَ تَفْعَلُوا إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ " .

– صحيح .

৫৭৫। জাবির ইবনু ইয়াযীদ ইবনু আসওয়াদ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন, তিনি যুবক বয়সে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সলাত আদায় করেন। সলাত শেষে দেখা গেল, দু'জন লোক সলাত আদায় না করে মাসজিদের কোণে বসে আছে। নাবী ﷺ তাদেরকে ডাকলেন। তারা এরূপ অবস্থায় আসল যে, ভয়ে তাদের পাঁজরের গোশত কাঁপছিল। তিনি বললেন ঃ আমাদের সাথে সলাত আদায় করতে কোন জিনিস তোমাদেরকে বাধা দিল? তারা বলল, আমরা তো ঘরে সলাত আদায় করেছি। তিনি বললেন ঃ তোমরা এরূপ করবে না। তোমাদের কেউ ঘরে সলাত

---

[৫৭৩] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মাসজিদে একবার জামা'আত হওয়ার পর পুনরায় জামা'আত করা, হাঃ ২২০), দারিমী (১৩৬৮), আহমাদ (৩/৫, ৪৫,৬৪), ইবনু খুযাইমাহ (১৬৩২), সকলেই উহাইব সূত্রে।

আদায়ের পর ইমামকে এসে সলাত আদায়রত পেলে সে যেন তার সাথে সলাত আদায় করে যা তার জন্য নাফ্‌ল হিসেবে গণ্য হবে।[৫৭৪]

সহীহ।

٥٧٦ – حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الصُّبْحَ بِمِنًى بِمَعْنَاهُ .

– صحيح .

৫৭৬। জাবির ইবনু ইয়াযীদ (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর সাথে মিনাতে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করলাম ...... পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থক।[৫৭৫]

সহীহ।

٥٧٧ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ نُوحِ بْنِ صَعْصَعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ جِئْتُ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّلاَةِ فَجَلَسْتُ وَلَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلاَةِ – قَالَ – فَانْصَرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَأَى يَزِيدَ جَالِسًا فَقَالَ " أَلَمْ تُسْلِمْ يَا يَزِيدُ " . قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَسْلَمْتُ . قَالَ " فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي صَلاَتِهِمْ " . قَالَ إِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي وَأَنَا أَحْسِبُ أَنْ قَدْ صَلَّيْتُمْ . فَقَالَ " إِذَا جِئْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةً وَهَذِهِ مَكْتُوبَةً " .

– **ضعيف** : المشكاة ١١٥٥ .

৫৭৭। ইয়াযীদ ইবনু 'আমির ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে সলাতরত পেয়ে তাঁদের সাথে সলাত আদায়ে শামিল না হয়ে বসে পড়লাম। সলাত শেষে রসূলুল্লাহ ﷺ আমার দিকে ফিরে ইয়াযীদকে বসে থাকতে দেখে বললেন ঃ তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করনি, হে ইয়াযীদ? ইয়াযীদ ؓ বলেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল! আমি ইসলাম গ্রহণ

---

[৫৭৪] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ কোন ব্যক্তির একাকী সলাত আদায়, হাঃ ২৯৯), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইমামাত, হাঃ ৮৫৭), দারিমী (১৩৬৭), আহমাদ (৪/১৬১), সকলেই ই'য়ালা ইবনু 'আত্বা সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। কেউ ঘরে সলাত আদায়ের পর মাসজিদে এসে জামা'আতে সলাত আদায় হতে দেখলে তার উচিত, জামা'আতে শামিল হয়ে তাদের সাথে সলাত আদায় করা। চাই তা পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের যেকোন ওয়াক্তের সলাতই হোক না কেন, সেটা তার জন্য নাফ্‌ল হিসেবে গণ্য হবে।

২। একাকী সলাত আদায় জায়িয আছে, জামা'আতে সলাত আদায়ে সামর্থ থাকা সত্ত্বেও। যদিও জামা'আত ত্যাগ করা মাকরূহ বা অপছন্দনীয়। (উল্লেখ্য জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করাই অতি উত্তম, গুরুত্ববহ এবং বেশি ফাযীলাতপূর্ণ)।

[৫৭৫] পূর্বের হাদীসে গত হয়েছে।

করেছি। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেনঃ তাহলে কেন তুমি লোকদের সাথে জামা'আতে শামিল হওনি? ইয়াযীদ ﵁ বলেন, আমি ভেবেছিলাম আপনারা সলাত আদায় করে ফেলেছেন, তাই আমি বাড়িতে সলাত আদায় করে ফেলেছি। তিনি বললেনঃ তুমি মাসজিদে এসে লোকদের সলাতরত পেলে তাদের সাথে সলাতে শরীক হবে, যদিও তুমি তা আগে আদায় করে থাক। সেটা (জামা'আতের সাথে আদায়কৃত সলাত) তোমার জন্য নাফ্ল হিসেবে এবং এটা (ঘরে আদায়কৃত সলাত) ফারয হিসেবে গণ্য হবে।[৫৭৬]

দুর্বল ঃ মিশকাত ১১৫৫।

٥٧٨ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَفِيفَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ فَقَالَ يُصَلِّي أَحَدُنَا فِي مَنْزِلِهِ الصَّلاَةَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَتُقَامُ الصَّلاَةُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا . فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ " ذَلِكَ لَهُ سَهْمُ جَمْعٍ " .

– **ضعيف** : المشكاة ١١٥٤.

৫৭৮। বানু আসাদ ইবনু খুযাইমার জনৈক ব্যক্তি সূত্রে বর্ণিত। তিনি আবূ আইউব আল-আনসারী ﵁-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমাদের কেউ বাড়িতে সলাত আদায়ের পর মাসজিদে এসে সেখানে সলাতের জামা'আত হতে দেখলে আমি তাদের সাথে সলাত আদায় করব কিনা এ ব্যাপারে আমার মনে একটা খটকা অনুভব করি। আবূ আইউব ﵁ বললেন, এ ব্যাপারে আমরা নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেনঃ (জামা'আতে শরীক হলে) তার জন্যও এর সাওয়াবের অংশ রয়েছে।[৫৭৭]

দুর্বল ঃ মিশকাত ১১৫৪।

---

[৫৭৬] বায়হাক্বী (২/৩০২), দারাকুতনী (১/২৭৬) মা'আন ইবনূ ঈসা সূত্রে। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, ইয়াযীদ আল-আসওয়াদের হাদীস এর চেয়ে বেশী প্রমাণযোগ্য ও অগ্রগণ্য। ইমাম দারাকুতনী বলেন, এ বর্ণনাটি দুর্বল, শায। উল্লেখ্য মিশকাতের তাহক্বীক্বে রয়েছে ঃ এর সানাদ সহীহ এবং একদল একে সহীহ বলেছেন।

[৫৭৭] মালিক (১/১১) মাওকুফভাবে, বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (২/৩০০)। এর সানাদে দু'জন অজ্ঞাত ব্যক্তি আছে। একজন বানূ আসাদের জনৈক ব্যক্তি। আর আরেকজন 'আফীফ ইবনু 'আমর ইবনুল মুসায়্যিব সাহমী। হাফিয বলেন, মাক্ববুল। যা জাহালাতের একটি স্তর বিশেষ।

٥٨ – باب إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ جَمَاعَةً أَيُعِيدُ

অনুচ্ছেদ- ৫৮ ঃ কোন ব্যক্তি জামা'আতে সলাত আদায়ের পর অন্যত্র আবার জামা'আত পেলে শরীক হবে কি?

٥٧٩ – حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، - يَعْنِي مَوْلَى مَيْمُونَةَ - قَالَ أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلاَطِ وَهُمْ يُصَلُّونَ فَقُلْتُ أَلاَ تُصَلِّي مَعَهُمْ قَالَ قَدْ صَلَّيْتُ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لاَ تُصَلُّوا صَلاَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ " .

– حسن صحيح .

৫৭৯। সুলায়মান ইবনু ইয়াসার অর্থাৎ মায়মূনাহ্ ﷺ-এর মুক্ত দাস সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বালাত নামক স্থানে ইবনু 'উমার ﷺ-এর সাথে দেখা করতে এসে লোকদেরকে সলাত আদায়রত পাই। আমি বললাম, আপনি তাদের সাথে সলাত আদায় করছেন না কেন? তিনি বললেন, আমি ইতোপূর্বে সলাত আদায় করেছি। আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা একদিনে কোন সলাত দু'বার আদায় করো না।[৫৭৮]

হাসান সহীহ।

٥٩ – باب فِي جِمَاعِ الإِمَامَةِ وَفَضْلِهَا

অনুচ্ছেদ- ৫৯ ঃ ইমামতি ও তার ফাযীলাত সম্পর্কে

٥٨٠ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ " .

– حسن صحيح .

৫৮০। 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির ﷺ বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ কেউ সঠিক সময়ে লোকদের ইমামতি করলে সে নিজেও এবং মুক্তাদীরাও (এর পূর্ণ সাওয়াব) পাবে। আর কোন ইমাম যদি বিলম্বে সলাত আদায় করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে, মুক্তাদীরা নয়।[৫৭৯]

হাসান সহীহ।

---

[৫৭৮] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইমামাত, অনুঃ মাসজিদে ইমামের সঙ্গে জামা'আতে সলাত আদায় করলে, হাঃ ৮৫৯), আহমাদ (২/১৯ ।৪১), ইবনু খুযাইমাহ (অনুঃ ফারয সলাতের নিয়্যাত করে পুনরায় সলাত আদায় নিষেধ, হাঃ ১৬৪১), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (৬/৩০৩), সকলে হুসাইন ইবনু জাকওয়ান সূত্রে।

[৫৭৯] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ ইকামাত, অনুঃ ইমামের উপর যা ওয়াজিব, হাঃ ৯৩৬), আহমাদ (৪/১৪৫ ।২০১), ইবনু খুযাইমাহ (১৫১৩), সকলে আবূ 'আলী আল-হামাদানী সূত্রে।

٦٠ – باب فِي كَرَاهِيَةِ التَّدَافُعِ عَلَى الإِمَامَةِ

অনুচ্ছেদ- ৬০ ঃ ইমামতি করতে আপত্তি করা বাঞ্ছনীয় নয়

٥٨١ – حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبَّادٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، حَدَّثَتْنِي طَلْحَةُ أُمُّ غُرَابٍ، عَنْ عَقِيلَةَ، – امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ مَوْلاَةٌ لَهُمْ – عَنْ سَلاَمَةَ بِنْتِ الْحُرِّ، أُخْتِ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ الْفَزَارِيِّ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَدَافَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لاَ يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي بِهِمْ " .

– ضعيف : المشكاة ١١٢٤ .

৫৮১। খারাশাহ ইবনুল হুর আল-ফাযারীর বোন সালামাহ বিনতুল হুর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ ক্বিয়ামাতের একটি নিদর্শন এটাও যে, মাসজিদের বাসিন্দারা ইমামতির জন্য একে অপরের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবে। পরিস্থিতি এমন হবে যে, তাদের সলাত আদায় করাবার মত কোন (যোগ্য) ইমাম তারা পাবে না।[৫৮০]

দুর্বল ঃ মিশকাত ১১২৪।

٦١ – باب مَنْ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ

অনুচ্ছেদ- ৬১ ঃ ইমামতির অধিক যোগ্য কে?

٥٨٢ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءٍ، سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ وَلاَ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ " .

– صحيح : م .

قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لإِسْمَاعِيلَ مَا تَكْرِمَتُهُ قَالَ فِرَاشُهُ .

৫৮২। আবূ মাসউদ আল-বাদ্‌রী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আল্লাহর কিতাব সম্পর্কে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও কিরাআতে অধিক পারদর্শী ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করবে । কিরাআতের দিক থেকে সকলে সমান হলে ইমামতি করবে ঐ ব্যক্তি, যে সবার আগে হিজরাত করেছে। হিজরাতের দিক থেকে সবাই সমান হলে বয়োজ্যেষ্ঠ্য ব্যক্তি ইমামতি

---

[৫৮০] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ ইমামের উপর যা ওয়াজিব, হাঃ ৯৮২), আহমাদ (৬/৩৮১), বায়হাক্বী (৩/১২৯), ত্বালহা উম্মু গুরাব সূত্রে। এর সানাদে দু' জন অজ্ঞাত মহিলা রয়েছে, তন্মধ্যে উম্মু গুরাব একজন। হাফিজ বলেন, তার অবস্থা জানা যায়নি। এছাড়া সানাদের আক্বীলার অবস্থাও জানা যায়নি।

করবে। কেউ যেন অনুমতি ছাড়া কারো বাড়িতে, কারো প্রভাবাধীন এলাকায় ইমামতি না করে এবং অনুমতি ছাড়া কারো সংরক্ষিত আসনে না বসে।[৫৮১]

সহীহ ঃ মুসলিম।

শু'বাহ বলেন, আমি ইসমাঈলকে বললাম, 'সংরক্ষিত আসন' অর্থ কী? তিনি বললেন, 'তার বিছানা'।

٥٨٣ – حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ " وَلاَ يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ " .

– صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ " أَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً " .

৫৮৩। ইবনু মু'আয..... শু'বাহ (রহঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ কেউ কারোর প্রভাবাধীন এলাকায় (অনুমতি ছাড়া) ইমামতি করবে না।[৫৮২]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ইয়াহ্ইয়াহ্ আল-কাত্তান শু'বাহ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন যে, সর্বাধিক অভিজ্ঞ ক্বারীই ইমামতির যোগ্য।

٥٨٤ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ " فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً " . وَلَمْ يَقُلْ " فَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً " .

– صحيح : م .

৫৮৪। আবূ মাসউদ ﷺ নাবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ কিরাআতে সবাই সমান হলে হাদীস সম্পর্কে বেশি অভিজ্ঞ লোক ইমামতি করবে। হাদীস সম্পর্কেও সকলে সমান হলে সর্বাগ্রে হিজরাতকারী (ইমামতি করবে)। আর এই বর্ণনাতে ' সবচেয়ে অভিজ্ঞ ক্বারী' কথাটি উল্লেখ নেই।[৫৮৩]

সহীহ ঃ মুসলিম।

---

[৫৮১] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ কে ইমাম হওয়ার অধিক হাক্বদার), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ কে ইমাম হওয়ার অধিক হাক্বদার, হাঃ ২৩৫), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইমামাত , অনুঃ কে ইমাম হওয়ার অধিক হাক্বদার, হাঃ ৭৭৯), ইবনু মাজাহ(অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ কে ইমাম হওয়ার অধিক হাক্বদার, হাঃ ৯৮০), সকলেই ইসমাঈল সূত্রে।

[৫৮২] এটি গত হয়েছে (৫৮২ নং)-এ।

[৫৮৩] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ কে ইমাম হওয়ার অধিক হাক্বদার) আ'মাশ সূত্রে।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ " وَلاَ تَقْعُدْ عَلَى تَكْرِمَةِ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ " .

– صحيح .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাজ্জাজ ইবনু আরত্বাত (রহঃ) ইসমাইলের সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সে যেন অনুমতি ছাড়া কারো নির্দিষ্ট আসনে না বসে।

সহীহ।

٥٨٥ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ، قَالَ كُنَّا بِحَاضِرٍ يَمُرُّ بِنَا النَّاسُ إِذَا أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَكَانُوا إِذَا رَجَعُوا مَرُّوا بِنَا فَأَخْبَرُونَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَذَا وَكَذَا وَكُنْتُ غُلاَمًا حَافِظًا فَحَفِظْتُ مِنْ ذَلِكَ قُرْآنًا كَثِيرًا فَانْطَلَقَ أَبِي وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَعَلَّمَهُمُ الصَّلاَةَ فَقَالَ " يَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ " . وَكُنْتُ أَقْرَأَهُمْ لِمَا كُنْتُ أَحْفَظُ فَقَدَّمُونِي فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَعَلَىَّ بُرْدَةٌ لِي صَغِيرَةٌ صَفْرَاءُ فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَكَشَّفَتْ عَنِّي فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسَاءِ وَارُوا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ . فَاشْتَرَوْا لِي قَمِيصًا عُمَانِيًّا فَمَا فَرِحْتُ بِشَىْءٍ بَعْدَ الإِسْلاَمِ فَرَحِي بِهِ فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانِ سِنِينَ .

– صحيح : خ نحوه .

৫৮৫। ‘আমর ইবনু সালামাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এমন জায়গায় সমবেত ছিলাম যে, লোকেরা আমাদের পাশ দিয়ে নাবী ﷺ-এর নিকট যাতায়াত করত এবং প্রত্যাবর্তনের সময় তারা আমাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বর্ণনা করত, রসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ এরূপ বলেছেন। তখন আমি বালক ছিলাম, যা শুনতাম তাই মুখস্থ করে ফেলতাম। শুনে শুনে আমি কুরআনের কিছু অংশও মুখস্থ করে ফেলি। একবার আমার পিতা কিছু সংখ্যক লোকসহ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলেন। তিনি তাদেরকে সলাতের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দিলেন। তিনি আরো বললেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কুরআন সম্পর্কে সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যাক্তি ইমামতি করবে। আর আমিই ছিলাম কুরআন সম্পর্কে সর্বাধিক অভিজ্ঞ এবং সকলের চেয়ে আমারই কুরআন বেশী মুখস্থ ছিল। সেহেতু তারা আমাকে ইমাম নিযুক্ত করল। আমি তাদের ইমামতি করতাম। এ সময় আমার গায়ে ছোট একটি গেরুয়া রংয়ের চাদর ছিল। আমি যখন সাজদাহ্য় যেতাম তখন আমার লজ্জাস্থান অনাবৃত হয়ে যেত। এক মহিলা বলল, তোমাদের ক্বারীর লজ্জাস্থান ঢাকার ব্যবস্থা কর। তারা আমার জন্য একটি ওমানী চাদর খরিদ করল। এতে আমি এতই আনন্দিত হই যে, ইসলাম গ্রহণের পর আর কিছুতে আমি এতটা আনন্দিত হইনি। আমার বয়স যখন মাত্র সাত কি আট বছর তখন থেকেই আমি তাদের ইমামতি করতাম।[৫৮৪]

সহীহ ঃ অনুরূপ বুখারী।

---

[৫৮৪] বুখারী (অধ্যায় ঃ মাগাযী, হাঃ ৪৩০২), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইমামাত, অনুঃ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের ইমামাত, হাঃ ৭৮৮), আহমাদ (৫/ ৩০, ৩১) ‘আমর ইবনু সালামাহ সূত্রে।

٥٨٦ – حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ، بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ فِي بُرْدَةٍ مُوصَلَةٍ فِيهَا فَتْقٌ فَكُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ خَرَجَتِ اسْتِي .

– صحيح .

৫৮৬। 'আমর ইবনু সালামাহ্ ﷺ থেকে একই হাদীসে বর্ণিত আছে, আমি একটি তালিযুক্ত চাদর গায়ে দিয়ে তাদের ইমামিত করতাম। চাদরটি ছেঁড়া থাকায় সাজদাহ্য় গমনকালে আমার নিতম্ব উন্মুক্ত হয়ে যেত।[৫৮৫]

সহীহ।

٥٨٧ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيبٍ الْجَرْمِيِّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ سَلِمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُمْ وَفَدُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْصَرِفُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَؤُمُّنَا قَالَ " أَكْثَرُكُمْ جَمْعًا لِلْقُرْآنِ " . أَوْ " أَخْذًا لِلْقُرْآنِ " . قَالَ فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ جَمَعَ مَا جَمَعْتُهُ – قَالَ – فَقَدَّمُونِي وَأَنَا غُلاَمٌ وَعَلَىَّ شَمْلَةٌ لِي فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ إِلاَّ كُنْتُ إِمَامَهُمْ وَكُنْتُ أُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ إِلَى يَوْمِي هَذَا .

– **صحيح** : لكن قوله : (عن أبيه) غير محفوظ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيبٍ الْجَرْمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ قَالَ لَمَّا وَفَدَ قَوْمِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِيهِ .

৫৮৭। 'আমর ইবনু সালামাহ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তারা একটি প্রতিনিধি দল হিসেবে নাবী ﷺ-এর কাছে যান এবং ফিরে আসার সময় জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের (সলাতে) ইমামতি করবে কে? তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরআন বেশি জানে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমিই ছিলাম আমার ক্বওমের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। সেজন্য তারা আমাকে (ইমামতির জন্য) সম্মুখে এগিয়ে দিল। কিন্তু আমি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক ছিলাম। আমার পরনে ছোট একটি চাদর থাকত। জারাম গোত্রের যে কোন মাজলিসে

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ নাবালকের ইমামতিতে সলাত আদায় জায়িয। (উল্লেখ্য নাবালকের ইমামতিতে সলাত আদায় জায়িয না অপছন্দনীয় এ নিয়ে লোকেরা মতভেদ করলেও সহীহ কথা হচ্ছে জায়িয। কেননা নাবী ﷺ নাবালকের ইমামতিকে সম্মতি দিয়েছেন। তাছাড়া অন্য হাদীসে নাফ্ল সলাত আদায়কারীর পিছনে ফারয সলাত আদায় জায়িযের কথা এসেছে। যেহেতু নাবালকের সলাত নাফ্ল)।

[৫৮৫] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিবলাহ, হাঃ ৭৬৬) শু'আইব সূত্রে।

উপস্থিত হলে আমিই তাদের ইমামতি করতাম এবং আজকের এদিন পর্যন্ত তাদের জানাযার সলাতও আমি পড়াতাম।[৫৮৬]

সহীহ ঃ কিন্তু তার (عن أبيه) কথাটি অসংরক্ষিত।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ইয়াযীদ ইবনু হারূন সূত্রে 'আমর ইবনু সালামাহ্‌র বর্ণনায় **সানাদে** 'আন আবীহি' উল্লেখ নেই।

٥٨٨ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الأَوَّلُونَ نَزَلُوا الْعُصْبَةَ قَبْلَ مَقْدَمِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا .

- **صحيح** : خ .

৫৮৮। ইবনু 'উমার رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাদীনাহতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমনের **পূর্বেই মুহাজিরদের প্রথম** দলটি মাদীনাহ্‌য় 'আল-উসবাহ্‌' নামক স্থানে অবতরণ করলে আবূ **হুযাইফাহ্‌** رضي الله عنه**-এর মুক্ত দাস সালিম** رضي الله عنه তাদের ইমামতি করেন। তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে কুরআনকে সর্বাধিক হিফ্‌যকারী।[৫৮৭]

সহীহ ঃ বুখারী।

زَادَ الْهَيْثَمُ وَفِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الأَسَدِ .

- **صحيح** : خ نحوه .

হায়সাম বলেন, তাদের মধ্যে 'উমার ইবনুল খাত্তাব ও আবূ সালামাহ্‌ ইবনু 'আবদুল আসাদ رضي الله عنه-ও ছিলেন।

সহীহ ঃ অনুরূপ বুখারী।

٥٨٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ أَوْ لِصَاحِبٍ لَهُ " إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا سِنًّا " .

- **صحيح** : ق .

---

[৫৮৬] আহমাদ (৫/২৯) কুতাইবাহ সূত্রে বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (৩/৯১- ৯২)।

[৫৮৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ গোলাম ও আযাদকৃত গোলামের ইমামাত হাঃ ৬৯২), আনাস ইবনু ইয়ায সূত্রে।

৫৮৯। মালিক ইবনুল হুয়াইরিস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাকে অথবা তার সাথীকে বললেন ঃ সলাতের সময় হলে তোমরা আযান ও ইক্বামাত দিবে। তারপর তোমাদের মধ্যকার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ইমামতি করবে।[৫৮৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

وَفِي حَدِيثِ مَسْلَمَةَ قَالَ وَكُنَّا يَوْمَئِذٍ مُتَقَارِبِينَ فِي الْعِلْمِ .

- هَذَا مُدْرَجٌ .

মাসলামাহ্‌র হাদীসে রয়েছে ঃ ঐ সময় আমরা 'ইল্‌মের দিক থেকে প্রায় সমান ছিলাম।

এটি মুদরাজ।

وَقَالَ فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ خَالِدٌ قُلْتُ لأَبِي قِلاَبَةَ فَأَيْنَ الْقُرْآنُ قَالَ إِنَّهُمَا كَانَا مُتَقَارِبَيْنِ .

- هَذَا مُرْسَلٌ .

ইসমাঈলের হাদীসে রয়েছে ঃ খালিদ বলেন, আমি আবূ ক্বিলাবাহ্‌কে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে কুরআন সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত হওয়ার কথা বলা হলো না কেন? তিনি বললেন, তারা উভয়েই এ দিক থেকে প্রায় সম মানের ছিলেন।

এটি মুরসাল।

٥٩٠ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ " .

- **ضعيف** : المشكاة ١١١٩ .

৫৯০। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার উত্তম লোক যেন তোমাদের আযান দেয় এবং কিরাআতে অধিক অভিজ্ঞ ব্যক্তি যেন তোমাদের ইমামতি করে।[৫৮৯]

দুর্বল ঃ মিশকাত ১১১৯।

---

[৫৮৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ সফরে যেন এক মুয়াজ্জিন আযান দেয়, হাঃ ৬২৮), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ কে ইমাম হওয়ার অধিক হাক্বদার) আবূ ক্বিলাবাহ সূত্রে।

[৫৮৯] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ আযানের ফাযীলাত, হাঃ ৭২৬), বায়হাক্বী (১/৪২৬)। এর সানাদে হুসাইন ইবনু ঈসা হানাফীকে হাফিয দুর্বল বলেছেন। আবূ হাতিম ও আবূ যুর'আহ তার সমালোচনা করেছেন।

মিশকাতের তাহক্বীক্বে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন ঃ এর সানাদ দুর্বল। সানাদের হুসাইন ইবনু ঈসা হানাফীকে জমহুর দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী তার এ হাদীস সম্পর্কে বলেছেন ঃ মুনকার।

٦٢ – باب إِمَامَةِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ- ৬২ ঃ মহিলাদের ইমামতি করা প্রসঙ্গে

٥٩١ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَلاَّدٍ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ نَوْفَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا غَزَا بَدْرًا قَالَتْ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي الْغَزْوِ مَعَكَ أُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَرْزُقَنِي شَهَادَةً . قَالَ " قِرِّي فِي بَيْتِكِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ " . قَالَ فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةَ . قَالَ وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَذِّنًا فَأَذِنَ لَهَا قَالَ وَكَانَتْ دَبَّرَتْ غُلاَمًا لَهَا وَجَارِيَةً فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَغَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَهَا حَتَّى مَاتَتْ وَذَهَبَا فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ أَوْ مَنْ رَآهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ بِالْمَدِينَةِ .

– حسن .

৫৯১। উম্মু ওয়ারক্বাহ বিনতু নাওফাল ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ যখন বদরের যুদ্ধে গেলেন তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাকে আপনার সাথে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি দিন। আমি পীড়িত-আহতদের সেবা করব। হয়তো মহান আল্লাহ আমাকেও শাহাদাতের মর্যাদা দিবেন। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তুমি তোমার ঘরেই অবস্থান কর। মহান আল্লাহ তোমাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন। বর্ণনাকারী বলেন, ঐদিন থেকে উক্ত মহিলার নাম হয়ে গেল শাহীদাহ্। তিনি কুরআন মাজীদ ভাল পড়তেন। সেজন্য তিনি নাবী ﷺ-এর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি তার ঘরে একজন মুয়াজ্জিন নিয়োগের অনুমতি দিলেন। তিনি একটি দাস ও একটি বোবা দাসীকে তার মৃত্যুর পর আযাদ করে দেয়ার চুক্তি করেছিলেন। তারা (দাস ও দাসী) দু'জন রাতে উঠে তার নিকট গিয়ে তাঁর চাদর দিয়ে তাকে চেপে ধরে হত্যা করে উভয়ে পালিয়ে যায়। প্রত্যুষে এটা 'উমার ﷺ জানতে পেরে লোকদের জানিয়ে দিলেন, এ দু'টি গোলাম-বাঁদী সম্পর্কে কারো জানা থাকলে বা তাদেরকে কেউ দেখে থাকলে, তাদের যেন (ধরে) নিয়ে আসে। (তারা গ্রেফতার হলে) তাদেরকে নির্দেশ মোতাবেক শূলে চড়ানো হয়। মাদীনাহ্তে তাদের দু'জনকেই সর্বপ্রথম শূলে চড়ানো হয়।[৫৯০]

হাসান।

---

[৫৯০] আহমাদ (৬/৪০৫), বায়হাক্বী 'দালায়িলিন নবুয়্যাহ' (৬/ ৩৮২) ওয়ালীদ সূত্রে।

٥٩٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلاَّدٍ، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ وَالأَوَّلُ أَتَمُّ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيرًا .

- حسن .

৫৯২। উম্মু ওয়ারক্বাহ বিনতু 'আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ﵂ কর্তৃক অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রথম বর্ণনাটিই পূর্ণাঙ্গ। তাতে রয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তার বাড়িতে যেতেন। তিনি তার জন্য একজন মুয়াজ্জিনও নিযুক্ত করেন, যে তার জন্য (তার ঘরে) আযান দিত। তিনি তাকে (উম্মু ওয়ারাক্বাহকে) তার ঘরের মহিলাদের ইমামতি করার নির্দেশ দেন। 'আবদুর রহমান (রহঃ) বলেন, আমি তার নিযুক্ত বয়োবৃদ্ধ মুয়াজ্জিনকে দেখেছি।[৫৯১]

হাসান।

٦٣ - باب الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ

অনুচ্ছেদ- ৬৩ ঃ মুক্তাদীদের অপছন্দনীয় লোকের ইমামতি করা

٥٩٣ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدٍ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ " ثَلاَثَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلاَةً مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلاَةَ دِبَارًا " . وَالدِّبَارُ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ " وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ " .

- **ضعيف** ، إلا الشطر الأول فصحيح ، المشكاة ١١٢٣ .

৫৯৩। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ﵄ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ তিন ব্যক্তির সলাত আল্লাহ ক্ববূল করেন না। (এক) যে ব্যক্তি নিজে আগে বেড়ে ইমামতি করে অথচ লোকেরা তাকে অপছন্দ করে। (দুই) যে ব্যক্তি 'দিবারে' সলাত আদায়ে অভ্যস্ত। 'দিবার' হচ্ছে ওয়াক্ত শেষ হবার মুহূর্তে সলাত আদায় করা। (তিন) যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন লোককে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে।[৫৯২]

দুর্বল ঃ তবে প্রথম অংশটি সহীহ, মিশকাত ১১২৩।

---

[৫৯১] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

[৫৯২] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ লোকেরা অপছন্দ করা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি তাদের ইমামত করে, হাঃ ৯৭০), বায়হাক্বী (৩/ ১২৮) ইফরীক্বী সূত্রে। সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ইবনু গানিমকে সিক্বাহ বলেছেন ইবনু ইউনুস এবং অন্যরা। আবূ হাতিম তাকে চেনেননি। এছাড়া সানাদে 'আবদুর রহমান ইবনু যিয়াদ

٦٤ – باب إِمَامَةِ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

অনুচ্ছেদ- ৬৪ ঃ সৎ ও অসৎ লোকের ইমামতি

٥٩٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الصَّلاَةُ الْمَكْتُوبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ " .

– **ضعيف** : و له تتمة تأتي ٢٠٣٣.

৫৯৪। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যে কোন মুসলমানের ইমামতিতে ফার্য সলাত আদায় করা ওয়াজিব, সে নেককার হোক বা বদকার হোক, এমনকি কবীরাহ গুনাহের কাজে জড়িত থাকলেও।[৫৯৩]

দুর্বল।

ইফরীক্বী দুর্বল। সানাদের 'ইমরান ইবনু 'আবদুল মু'আফিরীকে দুর্বল বলেছেন হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে, মিশকাতের তাহক্বীক্বে রয়েছে ঃ তিনি অজ্ঞাত ব্যক্তি।

[৫৯৩] বায়হাক্বী (৩/১৩১), দারাকুতনী (২/৫৬) মাকহুল সূত্রে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, সানাদের মাকহুল হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ হতে শুনেননি। অতএব সানাদটি মুনকাতি। 'আওনুল মা'বুদে রয়েছে ঃ হাদীসটি একাধিক সানাদে বর্ণিত হয়েছে। হাফিয বলেন, বর্ণনাটি খুবই নিকৃষ্ট। উক্বাইলী বলেন, এ মাতানের কোন প্রামাণ্য সানাদ নেই। সুবুলুস সালাম গ্রন্থে রয়েছে ঃ এ সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে, যা প্রমাণ করে যে, সৎ ও অসৎ ব্যক্তির পিছনে সলাত আদায় শুদ্ধ। কিন্তু এ সম্পর্কিত প্রত্যেকটি হাদীস দুর্বল।

মাসআলাহ ঃ ফাসিক ও বিদ'আতীর পিছনে সলাত আদায় জায়িয কি?

* এক গভর্ণর ওয়ালীদ ইবনু 'উক্ববাহ ইবনু আবূ মুয়ীত মদ পান করতেন। তা সত্ত্বেও তার পিছনে ইবনু মাস'উদ (রাঃ) প্রমূখ বিখ্যাত সহাবী সলাত আদায় করতেন। (শারহু ফিক্বহি আকবার, পৃষ্ঠা ৯২)

* ইবনু 'উমার (রাঃ) হাজ্জাজ বিন ইউসূফ ও নাজদার পিছনে সলাত আদায় করতেন। তাদের একজন ছিলেন খারিজী এবং অন্যজন সর্বশ্রেষ্ঠ ফাসিক।

* শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীগণ খারিজীদের পিছনেও সলাত আদায় করতেন। সহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার এবং অন্যান্য সহাবীগণ নজ্দতুল হরূরী খারিজীর পিছনে সলাত আদায় করতেন। (মিনহাজুস সুন্নাহ)

* ইমাম বুখারী তাঁর 'তারীখ' গ্রন্থে 'আবদুল কারীম সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এমন দশজন সহাবীকে দেখেছি যারা অত্যাচারী শাসকের পিছনে সলাত আদায় করতেন।

* হাসান বাসরী (রহঃ) বলেন, মুনাফিক্বের পিছনে সলাত আদায়ে মুমিনের কোন ক্ষতি নেই এবং মুমিনের পিছনে সলাত আদায়ে মুনাফিক্বের কোন উপকার নেই।

*ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) বলেন ঃ মুমিনগণের সৎ ও অসৎ সকলের পিছনেই সলাত আদায় জায়িয। (ফিক্বহুল আকবার)

* আল্লামা মুহম্মাদ ইবনু ইসমাঈল ইয়ামানী লিখেছেন ঃ শাফিঈ ও হানাফীগণ ফাসিক ইমামের পিছনে সলাত আদায় সহীহ বলে অভিমত দিয়েছেন। (বুলুগুল মারামের টিকা দ্রঃ)

* ইমাম নাববী লিখেছেন ঃ পূর্ব ও পরবর্তী বিদ্বানগণ সর্বদাই মু'তাযিলা প্রভৃতির পিছনে সলাত আদায় করে আসতেছেন। (ফাতহুল মুগীস)

* আল্লামা বাহরুল 'উলুম লিখেছেন ঃ মুশাব্বিহা প্রভৃতির পিছনে সলাত জায়িয নেই, এরূপ কথা পরবর্তী যুগের বিদ্বানগণের সংশয়োক্তি মাত্র, এরূপ উক্তি পূর্ববর্তী মুজতাহিদ ইমামগণের সম্পূর্ণ বিবরীত কথা। এরূপ উক্তির সাহায্যে ফাতাওয়াহ দেয়া দূরে থাক, এর দিকে ঝুঁকাও উচিত নয়। (আরকানে আরবা'আ)

* ইমাম ইবনু হায্ম বলেন, আমি কোন সহাবী থেকে এ সংবাদ পাইনি যে, তিনি মুখতার, ওবায়দুল্লাহ ইবনু যিয়াদ ও হাজ্জাজের পিছনে সলাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। কারণ ওদের চেয়ে বড় ফাসিক আর কেউ নেই। (মুহাল্লা, ৪/২১৩-২১৪)

* ফাতাওয়াহ আলমগীরীতে রয়েছে ঃ যদি বিদ'আত কুফর পর্যন্ত না গড়ায় অর্থাৎ তা আচরণকারীকে কাফিরে পরিণত না করে তাহলে তার পিছনে সলাত জায়িয।

* হানাফী ফিক্বাহ খুলাসায় রয়েছে ঃ যে ব্যক্তি আমাদের আহলে ক্বিবলাহ্র অর্ন্তভুক্ত, সে যদি তার বিদ'আতে এতটা বাড়াবাড়ি না করে, যার কারণে তার জন্য কুফরের হুকুম প্রয়োগ করতে হয়, তাহলে তার পিছনে সলাত আদায় জায়িয হবে।

* ইমাম ইবনুল হুমাম ও মোল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ হাদীস দ্বারা ফাসিক ও বিদ'আতীর পিছনে সলাত আদায় জায়িয হওয়া প্রমাণিত হয়, যতক্ষণ না সে কুফরী কথা উচ্চারণ করে। (মিরআত ও হিদায়ার টিকা দ্রঃ)

* সউদী আরবের বিশ্ববিখ্যাত 'আলিম শায়খ সাহিল আল-উসাইমিন (রহঃ) বলেন ঃ প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তি- যদিও সে কিছু গুনাহ্র কাজে লিপ্ত থাকে- তার পিছনে সলাত আদায় করা জায়িয ও সলাত বিশুদ্ধ। এটাই বিশুদ্ধ মত। কিন্তু নিঃসন্দেহে পরহেযগার ও বাহ্যিকভাবে পরিশুদ্ধ লোকের পিছনে সলাত আদায় করা উত্তম। তবে ঐ গুনাহ্গারের পাপ যদি এমন পর্যায়ের হয় যা ইসলাম ভঙ্গকারী, তাহলে উক্ত পাপের কারণে সে ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে (কাফির) হয়ে যায়, এমতাবস্থায় তার পিছনে সলাত আদায় বৈধ হবে না। (ফাতাওয়াহ আরকানুল ইসলাম)

মূলত দুটি কারণে ফাসিক ও বিদ'আতীর পিছনে সলাত আদায় করা যায়। এক ঃ মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্য ঠিক রাখা, মুসলমানরা যেন দলে দলে বিভক্ত হয়ে না যায়। দুই ঃ জামা'আতে সলাত আদায়ের ফাযীলাত লাভ করা। তবে ফাসেকী ও বিদ'আত যদি কুফর ও বেশি বাড়াবাড়িতে পৌঁছে যায় তাহলে এমন লোকের পিছনে সলাত আদায় না করাই উত্তম।

এ সম্পর্কিত বিভিন্ন বর্ণনা ঃ

(১) ইমাম বুখারী (রহঃ) সহীহুল বুখারীতে ফিতনাবাজ ও বিদ'আতীর ইমামাত অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেন যে, হাসান (রহঃ) বলেছেন ঃ তার পিছনেও সলাত আদায় কর। তবে তার বিদ'আতের গুনাহ তার উপরই বর্তাবে। (বর্ণনাটি সহীহ, এটি ইবনু আবূ শায়বাহ মাওসুলভাবে বর্ণনা করেছেন, সহীহ সানাদে ফাতহুল বারী)

(২) আবূ 'আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) বলেন, আমাকে মুহাম্মাদ ইবনু ইউসুফ (রহঃ) 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আদী ইবনু খিয়ার (রহঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রাঃ) অবরুদ্ধ থাকার সময় তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, আসলে আপনিই জনগনের ইমাম। আর আপনার বিপদ কী তা নিজেই বুঝতে পারছেন। আর আমাদের ইমামাত করছে বিদ্রোহীদের নেতা। ফলে আমরা গুনাহগার হওয়ার আশংকা করছি। তিনি বললেন, মানুষের 'আমালের মধ্যে সলাতই সর্বোত্তম। কাজেই লোকেরা যখন উত্তম কাজ করে, তখন তুমিও তাদের সাথে উত্তম কাজে অংশ নিবে। আর যখন মন্দ কাজে লিপ্ত হয় তখন তাদের মন্দ কাজ হতে বেঁচে থাকবে। (সহীহুল বুখারী)

ফাতহুল বারীতে রয়েছে ঃ "'উসমান (রাঃ)-এর অবরুদ্ধ হওয়ার দিন 'উসমানের অনুমতিক্রমে আবূ উমামাহ ইবনু সাহল ইবনু হুনাইফ আল-আনসারীও লোকদের সাথে সলাত আদায় করেছেন।" যা 'উমার ইবনু শাব্বাহ সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন এবং ইবনুল মাদীনী বর্ণনা করেছেন আবূ হুরাইরাহ সূত্রে। অনুরূপভাবে তাদের সাথে সলাত আদায় করেছেন 'আলী ইবনু আবু ত্বালিব (রাঃ)। যা বর্ণনা করেছেন ইসমাঈল আল-খাত্বী 'তারীখে বাগদাদ' গ্রন্থে সা'লাবা ইবনু ইয়াযীদ আল-হিমানীর বর্ণনা হতে, তিনি বলেন ঃ "ঈদুল আযহার দিনে 'আলী (রাঃ) এলেন এবং লোকদের সাথে সলাত আদায় করলেন।" ইবনুল মুবারক বলেন ঃ তিনি তাদের সাথে কেবল ঐ দিনই সলাত আদায় করেছেন। কিন্তু অন্যান্যরা বলেন ঃ তিনি তাদের সাথে কয়েকবার সলাত আদায় করেছেন এবং তাদের সাথে সাহল ইবনু হুনাইফ-ও সলাত আদায় করেছেন। যা 'উমার ইবনু শাব্বাহ মজবুত সানাদে বর্ণনা করেছেন। বলা হয় আবূ আইয়ূব আল-আনসারী এবং ত্বালহা ইবনু 'উবায়দুল্লাহ-ও তাদের সাথে সলাত আদায় করেছেন। (দেখুন, ফাতহুল বারী শারহু সহীহুল বুখারী ২/২৪১)

(৩) ইবনু 'উমার (রাঃ) হাজ্জাজের পিছনে সলাত আদায় করেছেন- (বর্ণনাটি সহীহ)। যায়িদ ইবনু আসলাম হতে বর্ণিত ঃ ফিতনার যুগে যে ইমামই আসতো তার পিছনে ইবনু 'উমার সলাত আদায় করতেন এবং স্বীয়

সম্পদের যাকাত দিতেন- (এর সানাদ সহীহ)। সাইফ আল-মাযীনী বলেন, ইবনু 'উমার (রাঃ) বলতেন ঃ "আমি ফিতনার সময় যুদ্ধ করব না। আর যিনিই বিজয়ী হবেন তার পিছনে সলাত আদায় করব।"- (আবূ সাইফ পর্যন্ত এর সানাদ সহীহ। ইবনু আবূ হাতিম আবূ সাইফের কোন দোষগুণ উল্লেখ করেননি)। (ইরওয়াউল গালীল, ৫২৫))

(৪) জা'ফার ইবনু মুহাম্মাদ তার পিতা সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ "হাসান এবং হুসাইন (রাঃ) উভয়েই মারওয়ানের পিছনে সলাত আদায় করতেন। তিনি বলেন, বলা হল ঃ তাঁরা কি তাঁদের অবস্থানে ফিরে গিয়ে ঐ সলাত পুনরায় আদায় করতেন না? তিনি বলেন, না, আল্লাহর শপথ! তাঁরা ইমামগণের সলাতের উপর অতিরিক্ত করতেন না।" (শাফিঈ, বায়হাক্বী, ইবনু আবূ শায়বাহ, ইরওয়া- ৫২৬)

(৫) যুবাইদী (রহঃ) বর্ণনা করেন, যুহরী (রহঃ) বলেছেন, যারা ইচ্ছাকৃত হিজড়া সাজে, তাদের পিছনে বিশেষ জরুরী ছাড়া সলাত আদায় করা উচিত মনে করি না। (সহীহুল বুখারী, অনুঃ ফিতনাবাজ ও বিদ'আতীর ইমামাত)

(৬) নাবী ﷺ বলেছেন ঃ "ফারয্ সলাত প্রত্যেক মুসলিমের পিছনে আদায় করা ওয়াজিব। চাই সে সৎ হোক বা অসৎ বা পাপাচারী, এমনকি সে কবীরা গুনাহ করলেও।"

হাদীসটি দুর্বল ঃ এটি বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ, এবং তার থেকে বায়হাক্বী, দারাকুতনী ও ইবনু আসাকির- মাকহুল হতে আবূ হুরাইরাহ সূত্রে মারফূভাবে। ইমাম দারাকুতনী বলেন, 'মাকহুল হাদীসটি আবূ হুরাইরাহ হতে শুনেননি, এছাড়া সানাদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত।'

আবূ হুরাইরাহ হতে মারফূভাবে এর আরেকটি সূত্র রয়েছে এ শব্দে ঃ "অচিরেই আমার পরে তোমাদের এমন কিছু শাসক হবে যে, তখন নেককার তার ভাল কাজ নিয়ে এবং পাপিষ্ট তার পাপাচারীতা নিয়ে তোমাদের কাছে আসবে। ঐ সময় তোমরা তাদের কথা শুনতে ও আনুগত্য করবে যেগুলো হাক্বের অনূকুলে হবে। আর তাদের পিছনে সলাত আদায় করবে। তারা ভাল করলে সেটা তোমাদের ও তাদের জন্য হবে, আর মন্দ করলে তোমাদের ভাল তোমাদের জন্য কিন্তু তাদের মন্দ তাদের উপরই বর্তাবে।" এটি বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী (১৮৪), এবং ইবনু হিব্বান 'যুআফা' গ্রন্থে। এর সানাদ খুবই দুর্বল। সানাদে 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ মাতরূক, যেমন হাফিয 'আত-তালখীস' গ্রন্থে বলেছেন।

অন্য অনুচ্ছেদে হাদীসটি ইবনু 'উমার, আবূ দারদা, 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ, ওয়াসিলাহ ইবনু আসক্বা' এবং আবূ উমামাহ (রায়িআল্লাহ আনহুম)-এর সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

(ক) ইবনু 'উমার বর্ণিত হাদীস ঃ তাঁর সূত্রে এর কয়েকটি সানাদ রয়েছে ঃ

প্রথম সানাদ ঃ 'আত্বা ইবনু আবূ রিবাহ হতে তাঁর সূত্রে মারফূভাবে এ শব্দে ঃ "তার জন্য দু'আ করো যে বলে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং তার পিছনে সলাত আদায় করো যে বলে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই"

এটি বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী (১৮৪), আবূ নু'আইম 'আখবারে আসবাহান' (২/২১৭) 'উসমান ইবনু 'আবদুল রহমান হতে..। এ সানাদটি খুবই নিকৃষ্ট। সানাদে 'উসমান ইবনু 'আবদুর রহমান মাতরূক। ইবনু মাঈন তাকে মিথ্যুক বলেছেন।

দ্বিতীয় সানাদ ঃ মুজাহিদ হতে তাঁর সূত্রে। যা বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী, ইবনু শাজান 'ফাওয়ায়িদ' ও অন্যরা মুহাম্মাদ ইবনু ফাযল ইবনু 'আত্বিয়্যাহ হতে...। হাকিম বলেন, এতে মুহাম্মাদ ইবনু ফাযল ইবনু 'আত্বিয়্যাহ একক হয়ে গেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি একজন মিথ্যুক, যেমন ফাল্লাস ও অন্যরা বলেছেন। তাছাড়া সালিম সূত্রে তিনি তাতে বৈপরিত্য করেছেন, যা সামনে আসছে।

তৃতীয় সানাদ ঃ নাফি' হতে তাঁর সূত্রে। এর কয়েকটি সূত্র আছে। সবগুলো সূত্রই নিকৃষ্ট। একটি সূত্রে আবূ ওয়ালীদ মাখযুমী রয়েছে। ইবনু 'আদী বলেন ঃ 'তিনি নির্ভরযোগ্যদের সূত্র দিয়ে হাদীস জাল করতেন।' তার তাবে' করেছেন ওহাব ইবনু ওহাব, তিনিও মিথ্যুক। এর আরেকটি সূত্রে 'উসমানী মিথ্যুক, হাদীস জালকারী। ইবনু 'আদী বলেন, মালিক হতে তার বর্ণনাটি বাতিল। আরেকটি সূত্রে নাসর ইবনুর হারীশ দুর্বল। দারাকুতনী তাকে দুর্বল বলেছেন।

(খ) আবূ দারদা বর্ণিত হাদীস ঃ তিনি বলেন ঃ "আমি রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে চারটি বৈশিষ্টের কথা শুনেছি, যা তোমাদের কাছে বর্ণনা করিনি। কিন্তু আজ তা আমি তোমাদের কাছে বর্ণনা করব। আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে

বলতে শুনেছি ঃ কোন পাপের কারণে আমার আহলে ক্বিবলাহ্‌র অর্ন্তভুক্ত কাউকে কাফির বলবে না যদিও সে কবীরাহ গুনাহ করে। প্রত্যেক ইমামের পিছনে সলাত আদায় করবে। প্রত্যেক ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধ করবে। আর চর্তুর্থটি হচ্ছে, তোমরা আবূ বাক্‌র, 'উমার, 'উসমান ও 'আলী সম্পর্কে ভাল ছাড়া কোন মন্দ উক্তি করবে না, তোমরা বলো ঃ 'ইতিপূর্বেও উম্মাত গত হয়েছে। তারা যা করেছে তার কর্মফল তাদের জন্য এবং তোমাদের কর্মফল তোমাদের জন্য'।"

এটি বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী এবং তিনি বলেছেন ঃ 'এর সানাদ প্রতিষ্ঠিত নয়, আবূ দারদা ব্যতীত সবাই দুর্বল।' 'উক্বাইলী যু'আফা গ্রন্থে উপরোক্ত সানাদে এটি সংক্ষেপে এ শব্দে বর্ণনা করেছেন ঃ "প্রত্যেক ইমামের পিছনে সলাত আদায় করো এবং প্রত্যেক আমীরের নেতৃত্বে যুদ্ধ করো।" অতঃপর 'উক্বাইলী বলেন ঃ 'এ 'আবদুল জাব্বারের সানাদ মাজহুল, মাহফূয নয়। আর এ মাতানের প্রামাণ্য কোন সানাদ নেই।' 'আবদুল জাব্বার সূত্রে বর্ণনাকারী ওয়ালীদ ইবনুল ফাযল সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন ঃ 'সে মুনকার হাদীসাবলী বর্ণনা করে, যেগুলো বানোয়াট হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ নেই। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ জায়িয নয়।'

(গ) 'আলী বর্ণিত মারফূ হাদীস ঃ "প্রত্যেক সৎ ও অসৎ লোকের পিছনে সলাত আদায় করা, প্রত্যেক আমীরের নেতৃত্বে জিহাদ করা, এতে তোমার নেকী তোমার জন্যই থাকবে এবং আহলে ক্বিবলাহ্‌র অর্ন্তভুক্ত মৃতের জন্য দু'আ করা দ্বীনের অন্যতম ভিত্তি।"

এটি বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী। এর সানাদে কয়েকটি দোষ আছে। সানাদে হারিস আল- আ'ওয়ার মিথ্যাবাদীতায় সন্দেহভাজন। মুহাম্মাদ ইবনু 'উলাওয়ান অজ্ঞাত। ফুরাত ইবনু সুলায়মান হাদীস বর্ণনায় খুবই মুনকার এবং আবূ ইসহাক্ব অজ্ঞাত।

(ঘ) ইবনু মাস'উদ বর্ণিত মারফূ হাদীস ঃ "তিনটি জিনিজ সুন্নাতের অর্ন্তভুক্ত ঃ ১। প্রত্যেক ইমামের পিছনে কাতারবদ্ধ হওয়া, তোমার সলাত তোমার জন্য এবং ইমামের পাপ ইমামের উপরই বর্তাবে, ২। প্রত্যেক আমীরের নেতৃত্বে জিহাদ করা, তোমার জিহাদ তোমার জন্য, এবং তাঁর খারাবী তাঁর উপরই বর্তাবে, ৩। তাওহীদপন্থী প্রত্যেক মৃতের জন্য দু'আ করা, যদিও সে নিজকে হত্যা করে।"

এটি বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী এবং তিনি বলেন, এর সানাদে 'উমার ইবনু সাব্‌হ মাতরূক। আর ইবনু হিব্বান বলেন, তিনি হাদীস জাল করতেন।

(ঙ) ওয়াবিসাহ বর্ণিত মারফূ হাদীস ঃ "তোমাদের মিল্লাতের অর্ন্তভুক্ত কাউকে কাফির আখ্যায়িত করো না, যদিও সে কবীরাহ গুনাহ করে, এবং প্রত্যেক ইমামের নেতৃত্বে সলাত আদায় করো, আর প্রত্যেক ইমামের নেতৃত্বে জিহাদ করো, এবং প্রত্যেক মৃতের জন্য দু'আ করো।"

এটি বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী এবং ইবনু মাজাহ (১৫২৫) শেষের বাক্যটি। ইমাম দারাকুতনী বলেন, 'এর সানাদে আবূ সাঈদ অজ্ঞাত।' বাহ্যিকভাবে তিনি হলেন মুহাম্মাদ ইবনু সাঈদ মাসলূব। তিনি একজন মিথ্যুক, হাদীস জালকারী। এছাড়া সানাদে 'উতবাহ ইবনু ইয়াক্বযান সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন। আর সানাদের হারিস ইবনু নুবহানকে ইমাম বুখারী মুনকারুল হাদীস বলেছেন।

(চ) আবূ উমামাহ বর্ণিত মারফূ হাদীস ঃ "তোমরা আহলে ক্বিবলাহ্‌র অর্ন্তভুক্ত সলাত আদায়কারী ব্যক্তি সাথে সলাত আদায় কর এবং আহলে ক্বিবলাহ্‌র অর্ন্তভুক্ত মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করা।"

এটি বর্ণনা করেছেন জুরজানী 'তারীখে জুরজান'। এর সানাদ খুবই নিকৃষ্ট। সানাদে রয়েছে 'আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ। ইমাম আহমাদ বলেন, তার হাদীসসমূহ বানোয়াট। এছাড়া সানাদে কুরকুসানী রয়েছে। তার নাম হল মুহাম্মাদ ইবনু মুস'আব। তার স্মরণশক্তি দুর্বল। (আরো বিস্তারিত দেখুন, ইরওয়াউল গালীল, ৫২৭)

আল্লামা আমীর ইয়ামানী "সকল সৎ ও অসৎ ব্যক্তির ইকতিদা কর" দারাকুতনীর এ হাদীস সম্পর্কে লিখেছেন ঃ এ ধরনের বহু হাদীস বিদ্যমান আছে যেগুলোর সাহায্যে সৎ ও অসৎ ইমামের পিছনে সলাত সহীহ হওয়া প্রমাণিত হয়। তবে সবগুলো হাদীসই দুর্বল। কিন্তু এর সক্ষমতায় যে হাদীস পেশ করা হয়, যেমন ঃ "ধর্মে ক্রটি সম্পন্ন কোন ব্যক্তি যেন তোমাদের ইমামতি না করে।" প্রভৃতি হাদীসগুলিও দুর্বল। তাই বিদ্বানগণের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, উভয় পক্ষেরই হাদীস যখন দুর্বল, তখন আমরা মুলনীতির অনুসরণ করব আর তা হচ্ছে এই যে, যার সলাত সঠিক হবে তার ইমামতিও সহীহ হবে। সহাবায়ি কিরামের আচরণ এ মূলনীতির সমর্থক।

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) লিখেছেন ঃ দারাকুতনী কর্তৃক বর্ণিত "সকল সৎ ও অসৎ ব্যক্তির ইকতিদা কর" হাদীসটি আবূ হুরাইরাহর উল্লিখিত হাদীসের সমর্থক। এটা মুরসাল হলেও সহাবা ও তাবেঈ বিদ্বানগণের আচরণ দ্বারা শক্তিশালী হয়েছে। (দেখুন, আহলে ক্বিবলাহর পিছনে নামায, পৃষ্ঠা ১০,১১)

ফুরূ'আৎ (শাখা ও অমৌলিক) মাসআলাহ্য় মতবিরোধীদের পরস্পরের পিছনে সলাত আদায় ঃ

(ক) আল্লামা ইবরাহীম হালবী (রহঃ) বলেন ঃ যারা ফুরূআৎ মাসআলায় পরস্পর বিরোধী, তাদের সলাত পরস্পরের পিছনে জায়িয। (হানাফী ফিক্বহ মুনিয়া গ্রন্থের টিকা দ্রঃ)

(খ) মোল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ ইমাম আবূ হানিফা, মালিক, শাফিঈ, আহমাদ এবং সমুদয় মুজতাহিদ বিদ্বানগণের যুগে ফুরূআৎ মাসআলায় বিরোধীগণের সলাত পরস্পরের পিছনে বৈধ হওয়ার রীতি প্রবর্তিত ছিল। তাঁদের যুগে কোন একজন বিদ্বান হতেও ফুরূআৎ মাসআলায় বিরোধী কারো পিছনে সলাত নিষেধ হওয়ার কথা বর্ণিত হয়নি।

রসূলুল্লাহ ﷺ, অথবা তাঁর সহাবীগণের কোন একজন হতেও বাচনিক, এমনকি অনুসরণীয় ইমামগণের মধ্যকার কোন একজন হতেও এরূপ কোন উক্তি বর্ণিত হয়নি যে, ফুরূআতে বিরোধী কোন ব্যক্তির পিছনে সলাত আদায় জায়িয নয় কিংবা মাকরূহ। পক্ষান্তরে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তোমরা পরহেযগার ও ফাসিক সকলের পিছনেই সলাত আদায় কর।

(গ) শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) বলেন ঃ যদি মুক্তাদীর অজানা থাকে যে, তার ইমাম এমন কাজ করেছেন যদ্বারা সলাত বাতিল হয়, তাহলে উক্ত ইমামের পিছনে তার সলাত আদায় সহাবায়ি কিরাম, ইমাম চতুষ্টয় এবং সকল বিদ্বানের সম্মিলিত মতে অপছন্দনীয়তার সাথে জায়িয হবে। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী বিদ্বানগণের কেউ মতভেদ করেননি। পরবর্তীকালের কতিপয় গোঁড়া কাঠ মোল্লাই এ বিষয়ে বিরোধ সৃষ্টি করেছে। এরূপ অসঙ্গতি উক্তি যে উচ্চরণ করে বিদআতীর মত তাকেও তাওবাহ করানো উচিত, যতক্ষন না সে তার এ অসঙ্গতি উক্তি পরিহার করে। কারণ রসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর খলীফাগণের যুগ হতে মুসলমানগণ চিরাচরিতভাবে পরস্পরের পিছনে সলাত আদায় করে আসছেন। ইমামগণের অধিকাংশই সুন্নাত ও ফার্যের মধ্যে তারতম্য করতেন না। তারা শুধু শারী'আতের সলাত আদায় করে যেতেন মাত্র। এ সকল খুঁটিনাটি বিষয় জানা যদি ওয়াজিব হত, তাহলে অধিকাংশ মুসলমানের সলাত বাতিল হয়ে যেত।

আর মুক্তাদীর যদি এরূপ বিশ্বাস থাকে যে, তার ইমাম এমন কাজ করেছে যা উক্ত মুক্তাদীর মাযহাবে অবৈধ। যেমন ঃ ইমাম স্বীয় লজ্জাস্থান স্পর্শ করল বা কোন নারীকে কামভাবে স্পর্শ করল, বা রক্তমোক্ষণ করল, অতঃপর সে উযু না করেই সলাতে দাঁড়িয়ে গেল- এরূপ অবস্থায় উক্ত ইমামের ইক্তিদা করার বিষয়ে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে, এরূপ অবস্থায়ও উক্ত ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সলাত সহীহ হবে। সহাবায়ি কিরাম ও তাবেঈ বিদ্বানগণের অধিকাংশই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এটাই ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মাযহাব। আর এটাই ইমাম শাফিঈ এবং আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহঃ)-এর অন্যতম উক্তি। বরং ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ)-ও এ কথাই বলেছেন। ইমাম আহমাদের অধিকাংশ ফাতাওয়াহ এ উক্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। রসূলুল্লাহ ﷺ **স্পষ্টই বলেছেন ঃ ইমামের ত্রুটি মুক্তাদীর সলাতকে প্রভাবিত করে না।** (ফাতাওয়াহ ইবনু তাইমিয়্যাহ)

(ঘ) ইমাম শাফিঈ (রহঃ) লিখেছেন ঃ হানাফী ইমাম যদি তার লজ্জাস্থান স্পর্শ করার পর উযু না করেই সলাত আদায় করে বা রুকু' ও সাজদাহতে খুব তাড়াতাড়ি করে কিংবা সূরাহ ফাতিহা ছাড়া অন্য কোন আয়াত ক্বিরাআত করে তবুও তার পিছনে শাফিঈ মুক্তাদীর সলাত আদায় সহীহ হবে। ইমাম কাফ্ফালও এ কথাই বলেছেন, আর জায়িয হওয়ার উক্তি ইমাম দারিমী সূত্রেও উল্লেখ আছে। (কাওলুস সাদীদ, ইবনু মোল্লা ফাররুখ হানাফী)

এটাই সঠিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, সহাবী 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) তৃতীয় খলীফাহ 'উসমান (রাঃ)-এর পিছনে মীনায় যুহর ও 'আসর সলাত কসরের পরিবর্তে পুরো চার রাক'আত সলাত আদায় করেছেন। অথচ ইবনু মাস'উদের অভিমত হচ্ছে কসর করা ওয়াজিব। তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ মতভেদ সর্বাপেক্ষা জঘণ্য ফিত্নাহ। যদি প্রথমে তিনি ও অন্যান্যরা এর প্রতিবাদ করেছিলেন এজন্য যে, রসূলুল্লাহ ﷺ প্রবাসে দু' রাক'আতের অধিক সলাত কখনো আদায় করেননি।

ফাতাওয়াহ ইবনু তাইমিয়্যাহ, হুজাজাতুল্লাহিল বালিগাহ এবং ইনসাফ প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে ঃ

সহাবায়ি কিরাম, তাবেঈ এবং পরবর্তী বিদ্বানগণের মধ্যে একদল সলাতে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' পাঠ করতেন আরেক দল পাঠ করতেন না, একদল তা জোরে পড়তেন আরেক দল পড়তেন আস্তে। একদল ফাজ্রের সলাতে কুনূত পড়তেন আরেক দল পড়তেন না। একদল রক্ত মোক্ষণের পর বা নাকশির অথবা বমি হলে উযু করতেন আরেক দল এসব কারণে উযু করতেন না। তাঁদের একদল নারীকে কামভাবে স্পর্শ করলে বা

٦٥ – باب إِمَامَةِ الأَعْمَى

অনুচ্ছেদ- ৬৫ ঃ অন্ধ লোকের ইমামতি করা

٥٩٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى.

– حسن صحيح.

৫৯৫। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ (তাবূক যুদ্ধে গমনকালে) ইবনু **উম্মু মাকতূমকে** (মাদীনাহ্‌র) শাসক নিয়োগ করেছিলেন। তিনি লোকদের ইমামতি করতেন, **অথচ তিনি অন্ধ** ছিলেন।[৫৯৪]

হাসান সহীহ।

লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে উযু করতেন, আবার তাঁদের একদল এসব কারণে উযু করতেন না। তাঁদের **একদল** সলাতে অট্টহাসলে উযু করতেন আরেক দল করতেন না। তাঁদের একদল আগুনে পাকানো খাবার **খেলে উযু** করতেন আরেক দল করতেন না। তাঁদের একদল উটের গোশত খেলে উযু করতেন আরেক দল **উযু করতেন** না। কিন্তু এতদূর মতানৈক্য সত্ত্বেও তাঁরা সকলেই পরস্পরের পিছনে সলাত আদায় করতেন।

আহলে হাদীসের পিছনে হানাফীগণের এবং হানাফীর পিছনে আহলে হাদীসগণের সলাত আদায় ঃ

আহলে হাদীস ও হানাফী উভয় পক্ষই আল্লাহর অনুগ্রহে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের **অর্ন্তভুক্ত**। **তাই** এঁদের পরস্পরের পিছনে সলাত আদায় জায়িয।

হানাফী ফিক্বাহ গ্রন্থে রয়েছে ঃ আহলে হাদীসগণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এবং **হক্বের উপর** আছেন। তাঁদের পিছনে হানাফীদের সলাত জায়িয। এ ব্যাপারে ইজমা (ঐকমত্য) আছে। (দেখুন, **হিদায়া উর্দূ** অনুবাদ, আয়নুল হিদায়া, ৫২৫ পৃষ্টা)

মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগোহী (রহঃ) বলেন ঃ আহলে হাদীসের সাথে আহলে সুন্নাতের **আক্বীদাগত** ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। তাই এঁরা আহলে সুন্নাত। আর এঁদের পিছনে (সলাতে) ইকতিদা **করা সিদ্ধ।** (ফাতাওয়াহ রশীদিয়্যাহ ২/৮৬)

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেন ঃ এটা প্রকাশিত হয়েছে যে, আহলে **হাদীসের পিছনে** আকীদায় একমত হলে, যদিও খুঁটিনাটি মাসআলায় মতভেদ থাকে- ইকতিদা করা জায়িয। (**ফাতাওয়াহ** ইমদাদিয়া ১/৯৩)

দেওবন্দের মুফতী মাওলানা 'আযীযুর রহমান 'উসমানী বলেন ঃ গায়র মুকাল্লিদের পিছনে মুকাল্লিদের **এবং** মুকাল্লিদের পিছনে গায়র মুকাল্লিদের সলাত সিদ্ধ। (মুহাজির পত্রিকা, ২৯শে জুন ১৯২৮ সংখ্যা, আইনি **তুহফা** সলাতে মুস্তফা)

উল্লেখ্য মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও জামা'আতে সলাত আদায়ের ফাযীলাত লাভের উদ্দেশে মুসলমানরা **একে** অন্যের পিছনে সলাত আদায়ের পাশাপাশি অবশ্যই অনাচার, বিদ'আত এবং দুর্বল ও ভিত্তিহীন বর্ণনার উপর কৃত 'আমালকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সংশোধন ও দূরী করণের চেষ্টা করবে। যেন বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্‌ ও সহীহ 'আমালের উপর চমৎকার মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আল্লাহ তা'আলা যেন প্রত্যেক মুসলমানকে দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভের উদ্দেশে এ ব্যাপারে গোড়ামী পরিহার করে উদার ও একনিষ্ঠ মনের অধিকারী হওয়ার তাওফিক দান করেন- আমীন!

[৫৯৪] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এর সানাদে হাসান সহীহ।

٦٦ – باب إِمَامَةِ الزَّائِرِ

অনুচ্ছেদ- ৬৬ ঃ সাক্ষাৎকারীর ইমামতি করা

٥٩٦ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ بُدَيْلٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَطِيَّةَ، مَوْلًى مِنَّا قَالَ كَانَ مَالِكُ بْنُ حُوَيْرِثٍ يَأْتِينَا إِلَى مُصَلاَّنَا هَذَا فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَقُلْنَا لَهُ تَقَدَّمْ فَصَلِّهْ . فَقَالَ لَنَا قَدِّمُوا رَجُلاً مِنْكُمْ يُصَلِّي بِكُمْ وَسَأُحَدِّثُكُمْ لِمَ لاَ أُصَلِّي بِكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلاَ يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ " .

– صحيح .

৫৯৬। বুদাইল হতে আবূ 'আত্বিয়্যাহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালিক ইবনুল হুয়াইরিস ﷺ আমাদের এই সলাতের স্থানে (মাসজিদে) আসলেন। অতঃপর সলাতের ইক্বামাত হলে আমরা তাকে সামনে গিয়ে সলাত আদায় করাতে বললাম। তিনি বললেন, তোমরা নিজেদের মধ্য হতে একজনকে ইমামতি করতে বল। আমি তোমাদের ইমামতি না করার কারণ সম্পর্কে তোমাদের একটি হাদীস শোনাব। আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ কেউ কোন ক্বওমের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে সে যেন তাদের ইমামতি না করে। বরং তাদের মধ্য হতেই যেন কেউ ইমামতি করে।[৫৯৫]

সহীহ।

٦٧ – باب الإِمَامِ يَقُومُ مَكَانًا أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ

অনুচ্ছেদ- ৬৭ ঃ মুক্তাদীদের চেয়ে উঁচু স্থানে ইমামের দাঁড়ানো

٥٩٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِيُّ، – الْمَعْنَى – قَالاَ حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ، بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ بَلَى قَدْ ذَكَرْتُ حِينَ مَدَدْتَنِي .

– صحيح .

৫৯৭। হাম্মাম সূত্রে বর্ণিত। হুযাইফাহ্ ﷺ মাদায়িন নামক স্থানে একটি দোকানের উপর দাঁড়িয়ে লোকদের ইমামতি করলেন। এ সময় আবূ মাসউদ ﷺ তার জামা ধরে তাকে টান দিলেন। তিনি সলাত শেষে বললেন, আপনার কি জানা নেই যে, লোকদেরকে এরূপ (উঁচু স্থানে

---

[৫৯৫] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ কোন সম্প্রদায়ের সাথে দেখা করতে গিয়ে ইমাম হওয়া উচিত নয়, হাঃ ৫৬, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), আহমাদ (৩/৪৩৬)।

দাঁড়িয়ে ইমামতি) করা হতে নিষেধ করা হত? তিনি বলেন, হ্যাঁ, আপনি যখন আমাকে টান দেন তখনই আমার তা স্মরণ হয়।[৫৯৬]

সহীহ।

٥٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو خَالِدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ بِالْمَدَائِنِ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَتَقَدَّمَ عَمَّارٌ وَقَامَ عَلَى دُكَّانٍ يُصَلِّي وَالنَّاسُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ فَأَخَذَ عَلَى يَدَيْهِ فَاتَّبَعَهُ عَمَّارٌ حَتَّى أَنْزَلَهُ حُذَيْفَةُ فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارٌ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلاَ يَقُمْ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ " . أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ عَمَّارٌ لِذَلِكَ اتَّبَعْتُكَ حِينَ أَخَذْتَ عَلَى يَدَىَّ .

- حسن بما قبله ؛ إلا ما خالفه .

৫৯৮। ‘আদী ইবনু সাবিত আল-আনসারী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। আমার কাছে এমন এক ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছেন যিনি মাদায়েনে ‘আম্মার ইবনু ইয়াসীর ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। তিনি বলেন, সলাতের ইক্বামাত দেয়া হলে ‘আম্মার ﷺ সামনে গেলেন এবং ইমামতি করার জন্য একটি দোকানের উপর দাঁড়ালেন। তখন লোকেরা তার থেকে নিঁচু স্থানে ছিল। হুযাইফাহ্ ﷺ সামনে এগিয়ে গিয়ে ‘আম্মারের দু’ হাত চেপে ধরলে ‘আম্মার ﷺ তার অনুসরণ করেন এবং হুযাইফাহ্ ﷺ তাকে নিচে নামিয়ে আনেন। ‘আম্মার সলাত শেষ করলে হুযাইফাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শোননি, কেউ কোন ক্বওমের ইমামতি করলে সে যেন তাদের চেয়ে উঁচু স্থানে না দাঁড়ায়? অথবা অনুরূপই বলেছেন। ‘আম্মার ﷺ বললেন, তাই তো আপনি আমার হাত ধরা মাত্রই আমি পেছনে সরে আসলাম।[৫৯৭]

হাসান পূর্বেরটির কারণে।

---

[৫৯৬] ইবনু খুযাইমাহ (১৫২৩), বায়হাক্বী (৩/১০৮) আ’মাশ সূত্রে।

[৫৯৭] এর সানাদে নাম উল্লেখহীন জনৈক ব্যক্তি রয়েছে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। নাফ্ল সলাত আদায়কারীর পিছনে ফারয সলাত আদায় করা জায়িয। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মু‘আযের আদায়কৃত সলাতটি ছিল ফারয আর স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে মু‘আযের আদায়কৃত সলাত ছিল নাফ্ল।

২। কারণ বশতঃ একই দিনে এক ওয়াক্তের সলাত দু’ বার আদায় করা জায়িয।

٦٨ – باب إِمَامَةِ مَنْ يُصَلِّي بِقَوْمٍ وَقَدْ صَلَّى تِلْكَ الصَّلاَةَ

অনুচ্ছেদ- ৬৮ ঃ কোন ব্যক্তি একবার জামা'আতে সলাত আদায়ের পর আবার ঐ সলাতে ইমামতি করা

٥٩٩ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلاَةَ .

– حسن صحيح .

৫৯৯। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। মু'আয ইবনু জাবাল ﷺ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে 'ইশার সলাত আদায়ের পর পুনরায় নিজ ক্বওমের নিকট গিয়ে ঐ সলাতেই তাদের ইমামতি করতেন।[৫৯৮]

হাসান সহীহ।

٦٠٠ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ إِنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ .

– صحيح : ق .

৬০০। 'আমর ইবনু দীনার সূত্রে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, মু'আয ইবনু জাবাল ﷺ নাবী ﷺ-এর সাথে সলাত আদায়ের পর সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি পুনরায় নিজ ক্বওমের ইমামতি করতেন।[৫৯৯]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٦٩ – باب الإِمَامِ يُصَلِّي مِنْ قُعُودٍ

অনুচ্ছেদ- ৬৯ ঃ বসা অবস্থায় ইমামতি করা

٦٠١ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ فَصَلَّى صَلاَةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا رَكَعَ

---

[৫৯৮] আহমাদ (৩/৩২), ইবনু খুযাইমাহ (১৬৩৩), ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ সূত্রে।

[৫৯৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, ইমাম সলাত দীর্ঘ করবে, হাঃ ৭০০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ 'ইশার ক্বিরাআত) 'আমর ইবনু দীনার সূত্রে।

فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ " .

– صحيح : ق .

৬০১। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা রসূলুল্লাহ ﷺ ঘোড়ায় সওয়ার হন এবং ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে পড়ে গিয়ে তিনি ডান পাঁজরে ব্যথা পান। ফলে তিনি কোন এক ওয়াক্তের সলাত বসে আদায় করেন। আমরাও তাঁর পেছনে বসে সলাত আদায় করলাম। সলাত শেষে তিনি বললেন ঃ ইমাম এজন্যই নিয়োগ করা হয়, যেন তার অনুসরণ করা হয়। ইমাম দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করলে তোমরাও তখন দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করবে। ইমাম রুকু‘ করলে তখন তোমরাও রুকু‘ করবে। ইমাম মাথা উঠালে তোমরাও তখন মাথা উঠাবে। আর ইমাম "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বললে তোমরা বলবে, "রব্বানা লাকাল হামদ"। আর ইমাম বসে সলাত আদায় করলে তোমরা সকলেই বসে সলাত আদায় করবে।[৬০১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٦٠٢ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَسًا بِالْمَدِينَةِ فَصَرَعَهُ عَلَى جِذْمِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ فَوَجَدْنَاهُ فِي مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِسًا قَالَ فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَسَكَتَ عَنَّا ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى نَعُودُهُ فَصَلَّى الْمَكْتُوبَةَ جَالِسًا فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا . قَالَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ " إِذَا صَلَّى الإِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا وَإِذَا صَلَّى الإِمَامُ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَلاَ تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ أَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَائِهَا " .

– صحيح : م .

৬০২। জাবির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মাদীনায় একটি ঘোড়ায় সওয়ার হলে সেটি তাঁকে একটি খেজুর গাছের গোড়ার উপর ফেলে দেয়। এতে তিনি পায়ে আঘাত পান। আমরা তাঁর সাথে দেখা করতে এসে 'আয়িশাহ্ ﷺ-এর ঘরে তাঁকে বসে সলাত আদায়রত পাই। বর্ণনাকারী বলেন, আমরাও তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে যাই। কিন্তু তখন তিনি চুপ থাকলেন। আমরা পুনরায় তাঁর সাথে দেখা করতে এসে দেখি, তিনি বসা অবস্থায় ফারয সলাত আদায় করছেন। আমরাও তাঁর পেছনে (সলাত আদায়ে) দাঁড়ালাম। তিনি আমাদের প্রতি ইশারা করলে আমরা বসে পড়লাম। অতঃপর সলাত শেষে তিনি বললেন ঃ ইমাম বসে সলাত আদায় করলে

[৬০১] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত, ছাদে সলাত আদায়, হাঃ ৩৭৮), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত) সুফয়ান সূত্রে যুহরী হতে।

তোমরাও বসা অবস্থায় সলাত আদায় করবে। আর ইমাম দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করলে,তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করবে। পারস্যবাসীরা তাদের নেতাদের সামনে যেরূপ করে দাঁড়িয়ে থাকে তোমরা ঐরূপ করো না।[৬০২]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٦٠٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - الْمَعْنَى - عَنْ وُهَيْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلاَ تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلاَ تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " . قَالَ مُسْلِمٌ " وَلَكَ الْحَمْدُ " . " وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلاَ تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ " .

- صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ " اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " . أَفْهَمَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ سُلَيْمَانَ .

৬০৩। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইমাম এজন্যই নিয়োগ করা হয়, যেন তার অনুসরণ করা হয়। কাজেই ইমাম তাকবীর বললে তখন তোমরাও তাকবীর বলবে। ইমাম তাকবীর না বলা পর্যন্ত তোমরা তাকবীর বলবে না। ইমাম রুকু' করলে তোমরাও রুকু' করবে। ইমাম রুকু' না করা পর্যন্ত তোমরা রুকু' করবে না। ইমাম "সামিআলাহু লিমান হামিদাহ্" বললে তোমরা বলবে, "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ"। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে ঃ "ওয়া লাকাল হামদ"। ইমাম সাজদাহ্ করলে তোমরাও সাজদাহ্ করবে। ইমাম সাজদাহ্ না করা পর্যন্ত তোমরা সাজদাহ্ করবে না। ইমাম দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করলে তোমরাও দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করবে। আর বসে আদায় করলে তোমরাও বসে আদায় করবে।

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আমার সহকর্মীরা আমাকে সুলাইমানের সূত্রে "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্দ"-এর বিষয়টি বুঝিয়ে দিয়েছেন।[৬০৩]

---

[৬০২] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ চিকিৎসা, অনুঃ জামা'আতের স্থান, হাঃ ৩৪৮৫), বুখারী 'আদাবুল মুফরাদ' (হাঃ ৯৬০), আহমাদ (৩/৩০০), ইবনু খুযাইমাহ (১৬১৫), সকলেই আ'মাশ সূত্রে।

[৬০৩] আহমাদ (২/৩৪০) ওহাব সূত্রে। এর সানাদ সহীহ।

٦٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ الْمَصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ " . بِهَذَا الْخَبَرِ زَادَ " وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ " وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا " . لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ . الْوَهَمُ عِنْدَنَا مِنْ أَبِي خَالِدٍ .

- صحيح .

৬০৪। আবূ হুরাইরাহ্ رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ ইমাম এজন্যই নিয়োগ করা হয়, যেন অন্যেরা তার অনুসরণ করে। অতঃপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তাতে আরো রয়েছে ঃ ইমাম যখন ক্বিরাআত পাঠ করবে, তখন তোমরা চুপ থাকবে। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, "ইমাম যখন ক্বিরাআত পাঠ করবে, তখন তোমরা চুপ থাকবে"- এ অতিরিক্ত অংশটুকু সুরক্ষিত (মাহফূয) নয়- এটা আবূ খালিদের ধারণা মাত্র।[৬০৪]

সহীহ।

٦٠٥ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا " .

- صحيح : ق .

৬০৫। 'আয়িশাহ্ رضي الله عنها সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরে বসা অবস্থায় সলাত আদায়কালে লোকেরা তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করছিল। তিনি তাদেরকে বসার জন্য ইশারা করলেন। অতঃপর সলাত শেষে বললেন, ইমাম তো এজন্যই নিয়োগ করা হয়, যেন অন্যেরা তার অনুসরণ করে। কাজেই ইমাম রুকু' করলে তোমরাও রুকু' করবে। ইমাম মাথা উঠালে তোমরাও মাথা উঠাবে। আর ইমাম বসে সলাত আদায় করলে তোমরাও বসে সলাত আদায় করবে।[৬০৫]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

---

[৬০৪] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইফতিতাহ, অনুঃ মহান আল্লাহর এ বাণী ঃ যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হয় তখন তোমরা শ্রবণ কর এবং চুপ থাক, হাঃ ৯২০), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ ইমামের ক্বিরাআত পাঠকালে চুপ থাকবে, হাঃ ৮৬৪), আহমাদ (২/৪২০), সকলেই মুহাম্মাদ ইবনু 'আজলান সূত্রে।

[৬০৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বাসর করা, অনুঃ উপবিষ্ট ব্যক্তির সলাত, হাঃ ১১১৩), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ ইমামের অনুসরণ করা) হিশাম সূত্রে।

٦٠٦ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَيَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ، – الْمَعْنَى – أَنَّ اللَّيْثَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُكَبِّرُ لِيُسْمِعَ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ .

– صحيح : م.

৬০৬। জাবির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ রোগাক্রান্ত অবস্থায় বসে সলাত আদায়কালে আমরাও তাঁর পেছনে সলাত আদায় করি। সে সময় আবূ বাক্‌র ﷺ লোকদের শোনাবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে তাঁর তাকবীর বলছিলেন। অতঃপর (পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ) হাদীস বর্ণনা করেন।[৬০৬]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٦٠٧ – حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا زَيْدٌ، – يَعْنِي ابْنَ الْحُبَابِ – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي حُصَيْنٌ، مِنْ وَلَدِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ – قَالَ – فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ إِمَامَنَا مَرِيضٌ . فَقَالَ " إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا " .

– صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هذا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ .

৬০৭। উসায়িদ ইবনু হুদায়ির ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি লোকদের ইমামতি করতেন। একদা তিনি অসুস্থ হলে রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে দেখতে আসেন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের ইমাম তো অসুস্থ। তিনি বললেন ঃ ইমাম বসে সলাত আদায় করলে, তোমরাও বসে আদায় করবে।[৬০৭]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি মুত্তাসিল নয়।

---

[৬০৬] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ ইমামের অনুসরণ করা), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইমামাত, অনুঃ যে ইমামের ইক্বতিদা করেছে তার ইক্বতিদা করা, হাঃ ৭৯৭), আহমাদ (৩/৩৩৪), সকলেই ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াহইয়া সূত্রে।

[৬০৭] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটি মুত্তাসিল নয়। কিন্তু এর অনেকগুলো শাহিদ রয়েছে। পূর্বের হাদীসগুলোতে তা গত হয়েছে। যার ফলে হাদীসটি সহীহ এর স্তরে পৌঁছে যায়।

٧٠ – باب الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ كَيْفَ يَقُومَانِ

অনুচ্ছেদ- ৭০ ঃ দু' ব্যক্তির একজন তার সঙ্গীর ইমামতি করলে তারা কিরূপে দাঁড়াবে?

٦٠٨ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ فَأَتَوْهُ بِسَمْنٍ وَتَمْرٍ فَقَالَ " رُدُّوا هَذَا فِي وِعَائِهِ وَهَذَا فِي سِقَائِهِ فَإِنِّي صَائِمٌ " . ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ حَرَامٍ خَلْفَنَا . قَالَ ثَابِتٌ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ عَلَى بِسَاطٍ .

– صحيح : ق .

৬০৮। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ উম্মু হারাম ﷺ-এর নিকট আসলেন। তারা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে ঘি ও খেজুর পেশ করলেন। তিনি বললেন, খেজুরের পাত্রে খেজুর আর ঘিয়ের মশকে ঘি রেখে দাও। কেননা আমি সওমরত আছি। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে আমাদেরকে নিয়ে দু' রাক'আত নাফ্ল সলাত আদায় করলেন। তখন উম্মু সুলাইম ও উম্মু হারাম ﷺ আমাদের পেছনে দাঁড়ালেন। বর্ণনাকারী সাবিত বলেন, আমার এটাই মনে পড়ছে যে, আনাস বলেছেন, তিনি আমাকে তাঁর ডান দিকে একই বিছানায় দাঁড় করালেন।[৬০৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٦٠٩ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَّهُ وَامْرَأَةً مِنْهُمْ فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْمَرْأَةَ خَلْفَ ذَلِكَ .

– صحيح : م .

৬০৯। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ একদিন তাঁর ও তাদের মধ্যকার একজন মহিলার ইমামতি করলেন। তিনি তাঁকে তাঁর ডান পাশে এবং ঐ মহিলাকে পেছনে দাঁড় করালেন।[৬০৯]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٦١٠ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ بِتُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ فَأَطْلَقَ الْقِرْبَةَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ

---

[৬০৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ সাওম, অনুঃ কারো সাথে দেখা করতে গিয়ে সওম ভেঙ্গে না ফেলা, হাঃ ১৯৮২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ নাফ্ল সলাতে জামা'আত করা জায়িয) উভয়ে যাবিত সূত্রে।

[৬০৯] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ নাফ্ল সলাত জামা'আতে আদায় জায়িয), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইমামাত, অনুঃ দু'জন পুরুষ ও দু'জন মহিলা হলে, হাঃ ৮০২), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ দু'জনে জামা'আত, হাঃ ৯৭৫), সকলেই শু'বাহ সূত্রে।

أَوْكَأَ الْقِرْبَةَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ كَمَا تَوَضَّأَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي بِيَمِينِهِ فَأَدَارَنِي مِنْ وَرَائِهِ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ .

– صحيح : م .

৬১০। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনাহ ﷺ-এর ঘরে রাত কাটালাম। রসূলুল্লাহ ﷺ রাতের বেলা উঠে মশকের মুখ খুলে উযু করলেন। তারপর সেটির মুখ বন্ধ করে সলাতে দাঁড়ালেন। আমিও তখন উঠে তাঁর অনুরূপ উযু করে তাঁর বাম পাশে দাঁড়ালাম। তিনি আমার ডান পাশ (বা ডান হাত) ধরে তাঁর পেছন দিক দিয়ে আমাকে ঘুরিয়ে এনে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন। এ সময় আমিও তার সাথে সলাত আদায় করলাম।[৬১০]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٦١١ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَأَخَذَ بِرَأْسِي أَوْ بِذُؤَابَتِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ .

– صحيح .

৬১১। ইবনু 'আব্বাস ﷺ এ ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমার মাথা অথবা মাথার চুল ধরে তাঁর ডান পাশে এনে আমাকে দাঁড় করেন।[৬১১]

সহীহ।

٧١ – باب إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً كَيْفَ يَقُومُونَ

অনুচ্ছেদ- ৭১ ঃ তিনজন মুক্তাদী হলে তারা কীভাবে দাঁড়াবে?

٦١٢ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَدَّتَهُ، مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ " قُومُوا فَلأُصَلِّيَ

---

[৬১০] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফির, অনুঃ রাতের সলাতে দু'আ, ১/১৯২), আহমাদ (১২৪৯) 'আত্বা সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। নাফ্ল সলাত জামা'আতে আদায় করা জায়িয।

২। দু' জনে জামা'আত হয়।

৩। দু' জনের জামা'আতে মুক্তাদী ইমামের ডান দিকে দাঁড়াবে।

৪। সলাতরত অবস্থায় 'আমালে ইয়াসির বা হালকা কাজ করা জায়িয।

৫। কেউ ইমামতির নিয়্যাত না করলেও তার সাথে সলাত আদায়ে শামিল হওয়া জায়িয আছে।

[৬১১] বুখারী (অধ্যায় ঃ লিবাস, অনুঃ মাথার চুল, হাঃ ৫৯১৯), আ'হমাদ (১/২১৫, ২৮৭) আবূ বিশর সূত্রে।

لَكُمْ " . قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ ﷺ .

- **صحيح** : ق .

৬১২। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর নানী মুলায়কাহ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য তৈরি করা খাদ্য খাওয়ার জন্য তাঁকে দা'ওয়াত করলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ আহার করার পর বললেন ঃ তোমরা দাঁড়াও। আমি তোমাদের নিয়ে সলাত আদায় করব। আনাস বলেন, আমি উঠলাম এবং দীর্ঘ দিন ব্যবহারে কালো হয়ে যাওয়া আমাদের মাদুরটির উপর পানি ঢেলে তা পরিষ্কার করলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ সেটির উপর দাঁড়ালেন। আমি ও ইয়াতীম (ছোট ভাই) তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। আর বৃদ্ধা নানী আমাদের পেছনে দাঁড়ালেন। তিনি আমাদের নিয়ে দু' রাক'আত সলাত আদায় করে চলে গেলেন।[৬১২]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٦١٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنْتَرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ اسْتَأْذَنَ عَلْقَمَةُ وَالأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَقَدْ كُنَّا أَطَلْنَا الْقُعُودَ عَلَى بَابِهِ فَخَرَجَتِ الْجَارِيَةُ فَاسْتَأْذَنَتْ لَهُمَا فَأَذِنَ لَهُمَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بَيْنِي وَبَيْنَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ .

- **صحيح** : م المرفوع منه فقط .

৬১৩। 'আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ ﷺ থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আলক্বামাহ ও আল-আসওয়াদ (রহঃ) 'আবদুল্লাহ ﷺ-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। আমরা দীর্ঘক্ষণ তার দরজায় বসে থাকার পর জনৈক দাসী বের হয়ে আসল। অতঃপর সে (পুনরায় ঘরে ঢুকে 'আবদুল্লাহর নিকট) তাদের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি তাদের প্রবেশের অনুমতি দিলেন। অতঃপর তিনি 'আলক্বামাহ এবং আল-আসওয়াদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করে বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-কে আমি এরূপই করতে দেখেছি।[৬১৩]

সহীহ ঃ মুসলিমে এর কেবল মারফু বর্ণনাটি।

---

[৬১২] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত অনুঃ চাটাইয়ের উপর সলাত আদায়, হাঃ ৩৮০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনঃ নাফ্ল সালাতে জামা'আত করা জায়িয) উভয়ে মালিক সূত্রে।

[৬১৩] আহমাদ (১/৪২৬, ৪৫১, ৪৫৫, ৪৫৯), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ রুকু'র সময় উভয় হাত হাঁটুর উপর স্থাপন করা) দীর্ঘভাবে, নাসায়ী (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ মাসজিদে আংগুল গুলোকে মিলিয়ে রাখা, হাঃ ৭১৮)।

٧٢ - باب الإِمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

অনুচ্ছেদ- ৭২ ঃ সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদীদের দিকে ইমামের ঘুরে বসা

٦١٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ انْحَرَفَ .

- صحيح .

৬১৪। জাবির ইবনু ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে সলাত আদায় করেছি। তিনি সলাত শেষে (আমাদের দিকে) ফিরে বসতেন।[৬১৪]

সহীহ।

٦١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْبَرَاءِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ فَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ﷺ .

- صحيح : م .

৬১৫। আল-বারাআ ইবনু 'আযিব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে সলাত আদায়কালে তাঁর ডান দিকে থাকতে পছন্দ করতাম। যাতে (সলাত শেষে) রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিকে মুখ করে বসেন।[৬১৫]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٧٣ - باب الإِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ

অনুচ্ছেদ- ৭৩ ঃ ইমামের নিজ জায়গাতে নাফ্ল সলাত আদায় করা

٦١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يُصَلِّي الإِمَامُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ حَتَّى يَتَحَوَّلَ " .

- صحيح .

---

[৬১৪] নাসায়ী 'সুনানুল কুবরা' (১১৬৬), যেমন রয়েছে মুসনাদুল জামি' গ্রন্থে ইয়াহইয়া সূত্রে সুফয়ান হতে, এর চেয়ে পরিপূর্ণ হাদীস গত হয়েছে (৫৭৫ নং)- এ।

[৬১৫] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফির, অনুঃ ইমামের ডান দিকে থাকা মুস্তাহাব), আহমাদ (৪/ ৩০৪) মিস'আর সূত্রে।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ لَمْ يُدْرِكِ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ .

৬১৬। মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ইমাম ফার্‌য সলাত আদায়ের স্থান হতে সরে অন্যত্র সলাত আদায় করবে না।[৬১৬]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, 'আত্বা আল-খুরাসানী ﷺ মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (রহঃ) এর সাক্ষাত পাননি।

٧٤ – باب الإِمَامِ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ الرَّكْعَةِ

অনুচ্ছেদ- ৭৪ ঃ সলাতে শেষ রাক'আতে সাজদাহ্‌র পর ইমামের উযু ছুটে গেলে

٦١٧ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا قَضَى الإِمَامُ الصَّلاَةَ وَقَعَدَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلاَةَ " .

– ضعيف .

৬১৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সলাতের শেষ পর্যায়ে (শেষ বৈঠকে) বসে কোনরূপ কথা বলার (সালাম ফিরানোর) পূর্বেই যদি ইমামের উযু নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ইমামের সলাত পূর্ণ হয়ে যাবে এবং তার পেছনে সলাত আদায়কারীদেরও সলাত পূর্ণ হয়ে যাবে।[৬১৭]

দুর্বল।

٦١٨ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، – رضى الله عنه – قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ " .

– حسن صحيح : مضى (٦١) .

---

[৬১৬] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ নাফ্‌ল সলাত প্রসঙ্গে, হাঃ ১৪২৭, ১৪২৮), বায়হাক্বী (২/১৯০), তারবীযী 'মিশকতুল মাসাবীহ' (৯৫৩)। এর সানাদ মুনকাতি। 'আত্বা আল-যুরাযানী মুগীরাহকে পাননি। যেমন আবূ দাউদ বলেছেন, এবং সানাদে 'আবদুল 'আযীয ইবনু 'আবদুল মালিক আল-কুরাশী অজ্ঞাত। কিন্তু হাদীসটি সহীহ। কেননা এর শাহিদ বর্ণনাবলী রয়েছে সহীহ ইবনু মাজাহ, সহীহ আবূ দাউদ ও অন্যত্র।

[৬১৭] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ তাশাহুদে উযু নষ্ট হলে, হাঃ ৪০৮, ইমাম তিরমিযী বলেন, সানাদটি এভাবে মজবুত নয়, এর সানাদে ইযতিরাব হয়েছে), এবং দারাকুতনী (১/৩৯৭) 'আবদুর রহমান সূত্রে, ইমাম দারাকুতনী বলেন, 'আবদুর রহমান ইবনু যিয়াদ দুর্বল। তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। হাদীস বিশারদগণ তাকে দুর্বল বলেছেন, যাঁদের মধ্যে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান ও ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বালও রয়েছেন। ইমাম খাত্তাবী বলেন, এই হাদীসটি দুর্বল।

৬১৮। 'আলী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ ত্বাহারাত (পবিত্রতা) হচ্ছে সলাতের চাবি, তাকবীর হচ্ছে সলাতের তাহরীম, আর হারাম হচ্ছে সলাতের তাহলীল।[৬১৮]

হাসান সহীহ ঃ এটি পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে ৬১ নং এ।

٧٥ – باب مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَأْمُومُ مِنَ اتِّبَاعِ الإِمَامِ

অনুচ্ছেদ- ৭৫ ঃ মুক্তাদীকে ইমামের অনুসরণ করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে

٦١٩ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تُبَادِرُونِي بِرُكُوعٍ وَلاَ بِسُجُودٍ فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ " .

– حسن صحيح .

৬১৯। মু'আবিয়াহ ইবনু আবূ সুফিয়ান ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমার পূর্বে তোমরা রুকু' ও সাজদাহ্ করবে না। আমি যখন তোমাদের পূর্বে রুকু'তে যাব এবং তোমাদের পূর্বে (রুকু' হতে) মাথা তুলব, তখন তোমরা আমার অনুসরণ করবে। কেননা আমি তো এখন কিছুটা ভারী (স্থুল) হয়ে গিয়েছি।[৬১৯]

হাসান সহীহ।

٦٢٠ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ، يَخْطُبُ النَّاسَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ، – وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ – أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَامُوا قِيَامًا فَإِذَا رَأَوْهُ قَدْ سَجَدَ سَجَدُوا .

– صحيح : ق.

৬২০। আবূ ইসহাক্ব সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ ﷺ -কে খুত্বাহ দানকালে বলতে শুনলাম, আমাদের নিকট অতীব সত্যবাদী আল-বারাআ ﷺ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রুকু' থেকে মাথা তুলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ -কে সাজদাহ্ করতে দেখলে তাঁরাও সাজদাহ্য় যেতেন।[৬২০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

---

[৬১৮] এটি গত হয়েছে (৬১ নং)- এ।

[৬১৯] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত, রুকু' ও সাজাদাহ্তে ইমামের আগে যাওয়া নিষেধ, হাঃ ৯৬৩), আহমাদ (৪/৯দ), হুমাইদী 'মুসনাদ'(৬০২) মুহাম্মদ ইবনু ইয়াহইয়া সূত্রে।

[৬২০] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ ইমামের পিছনের লোক কখন সাজদাহ্ করবে, হাঃ ৯৬০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মুক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণ করবে) আবূ ইসহাক্ব সূত্রে।

٦٢١ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَهَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْكُوفِيُّونَ، أَبَانُ وَغَيْرُهُ - عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلاَ يَحْنُو أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَرَى النَّبِيَّ ﷺ يَضَعُ .

- **صحيح** : ق .

৬২১। আল-বারাআ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর সাথে আমরা সলাত আদায় করতাম। নাবী ﷺ-কে যতক্ষণ না রুকু'তে দেখতে পেতাম, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কেউ রুকু'তে যেতে পিঠ ঝুঁকাতো না।[৬২১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٦٢٢ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، - يَعْنِي الْفَزَارِيَّ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا رَكَعَ رَكَعُوا وَإِذَا قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ قَدْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالأَرْضِ ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ ﷺ .

- **صحيح** : ق .

৬২২। মুহারিব ইবনু দিসার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদকে মিম্বারে দাঁড়িয়ে বলতে শুনলাম, তিনি বলেছেন, আমাদের নিকট আল-বারাআ ﷺ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সলাত আদায় করতেন। রসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকু' করতেন, তখন তারাও রুকু' করতেন। তিনি যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলতেন, তখন তাঁরা দাঁড়িয়ে থেকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি লক্ষ্য করতেন। রসূলুল্লাহ ﷺ যখন (সাজদাহ্য়) জমিনে কপাল রাখতেন, তখন তাঁরা নাবী ﷺ-এর অনুসরণ করতেন।[৬২২]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

---

[৬২১] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মুক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণ করবে), হুমাইদী 'মুসনাদ' (৭২৫) সকলে সুফয়ান সূত্রে।

[৬২২] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ সাত অংগ দ্বারা সাজদাহ্ করা, হাঃ ৮৭১), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মুক্তাদীগণ ইমামের অনুসরণ করবে) আবূ ইসহাক্ব সূত্রে।

٧٦ – باب التَّشْدِيدِ فِيمَنْ يَرْفَعُ قَبْلَ الإِمَامِ أَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

অনুচ্ছেদ- ৭৬ ঃ যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে মাথা উঠায় বা নামায় তার ব্যাপারে হুঁশিয়ারী

٦٢٣ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَمَا يَخْشَى – أَوْ أَلاَ يَخْشَى – أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ " .

– صحيح : ق .

৬২৩। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কি ভয় হয় না, ইমাম সাজদাহ্তে থাকাবস্থায় কেউ মাথা উঠালে আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথা অথবা তার আকৃতিকে গাধার আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দিতে পারেন।[৬২৩]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

[৬২৩] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ ইমামের পূর্বে মাথা উঠানো গুনাহ, হাঃ ৬৯১), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ রুকু', সাজদাহ্ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ইমামের আগে যাওয়া হারাম) মুহাম্মদ ইবনু যিয়াদ সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, ঐরূপ আচরণকারীর হুকুম নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইবনু 'উমার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "যে ব্যক্তি ঐরূপ করবে তার সলাত হবে না।" আহলি 'ইল্মগণ বলেন ঃ সে মন্দ কাজ করল, তবে তার সলাত জায়িয হয়ে যাবে। অবশ্য বহু আহলি 'ইল্ম তাকে পুনরায় সাজদাহ্ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কতিপয় আহলি 'ইলম বলেছেন ঃ সাজদাহ্ থেকে ইমামের মাথা উত্তোলনের পরও সে যেটুকু সময় ছেড়ে দিয়েছিল সেটুকু সময় পর্যন্ত সাজদাহ্য় অবস্থান করবে। মূলতঃ সলাতে ইমামের আগে কিছু করা যে কত বড় অন্যায় উপরোক্ত আলোচনায় তাই সুস্পষ্ট। এছাড়া হাদীসে বর্ণিত শাস্তি সম্পর্কে কোন কোন বিদ্বান বলেছেন ঃ উক্ত ব্যক্তিকে মূর্খ আখ্যায়িত করার জন্য গাধার সাদৃস্য করাকে উপমা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ইমামের অনুসরণ ও সলাতের ফার্‌যিয়্যাত সম্পর্কে সে অজ্ঞই রয়ে গেল, যা জানা কিনা তার জন্য ওয়াজিব ছিল। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

মাসআলাহ ঃ ইমামের আগে আগে কাজ করা

শায়খ সালিহ আল-উসাইমিন (রহঃ) বলেন ঃ ইমামের সাথে মুক্তাদীর চারটি অবস্থা রয়েছে ঃ

১। ইমামের আগ বেড়ে কোন কিছু করা ঃ অর্থাৎ ইমাম শুরু করার আগেই তা করে নেয়া। এরূপ করা হারাম। এ কাজ যদি তাকবীরে তাহরীমার ক্ষেত্রে হয় তবে তার সলাতই হবে না। সলাত পুনরায় ফিরিয়ে পড়া ওয়াজিব।

২। ইমামের সাথে সাথে করা ঃ অর্থাৎ ইমামের রুকু'র সাথে রুকু' করা, সাজদাহ্ করার সাথে সাথে সাজদাহ্ করা, উঠে দাঁড়ানোর সাথে সাথে উঠে দাঁড়ানো। প্রকাশ্য দলীলসমূহ অনুযায়ী এরূপ করাও হারাম। তাছাড়া নাবী ﷺ বলেছেন, "তিনি রুকু'তে না যাওয়া পর্যন্ত তোমরা রুকু' করবে না।"

কোন কোন বিদ্বান বলেছেন, এটা হারাম নয়; বরং মাকরূহ। তবে এটা যদি তাকবীরে তাহরীমার সময় হয়, তবে তার সলাতই হবে না। পুনরায় সলাত আদায় করা তার উপর ওয়াজিব।

৩। ইমামের অনুসরণ করা ঃ অর্থাৎ ইমামের পর পর দেরী না করে তার অনুসরণ করা। এটাই হচ্ছে সুন্নাতী পদ্ধতি।

٧٧ – باب فِيمَنْ يَنْصَرِفُ قَبْلَ الإِمَامِ

অনুচ্ছেদ- ৭৭ ঃ ইমামের পূর্বে চলে যাওয়া

٦٢٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ بُغَيْلٍ الْمُرْهِبِيُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلاَةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاَةِ .

– صحيح : م دون الحيض .

৬২৪। আনাস রাঃ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাদেরকে সলাত আদায়ে উৎসাহিত করেছেন এবং সলাতের পর তাঁর চলে যাওয়ার পূর্বে তাদের চলে যেতে নিষেধ করেছেন।[৬২৪]

সহীহ ঃ মুসলিমে উৎসাহিত করণের কথাটি বাদে।

٧٨ – باب جِمَاعِ أَثْوَابِ مَا يُصَلَّى فِيهِ

অনুচ্ছেদ- ৭৮ ঃ সলাত বৈধ হওয়ার জন্য যতটুকু কাপড় জরুরী

٦٢٥ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ " .

– صحيح : ق .

৬২৫। আবূ হুরাইরাহ্ রাঃ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক কাপড়ে সলাত আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে নাবী ﷺ বলেন, তোমাদের প্রত্যেকের কি দু'টি করে কাপড় আছে?[৬২৫]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٦٢٦ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَىْءٌ "

– صحيح : ق .

৪। **ইমামের পিছনে পিছনে করা ঃ** অর্থাৎ অতিরিক্ত দেরী করে ইমামের অনুসরণ করা। এটা সুন্নাত বর্হিভূত। (ফাতাওয়াহ আরকানুল ইসলাম)

[৬২৪] আহমদ (৩/১২৫), হাকিম (১/২১৮)। ইমাম হাকিম ও যাহাবী একে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন।

[৬২৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ গায়ে একটি মাত্র কাপড় জড়িয়ে সলাত আদায় করা, হাঃ ৩৫৮), মুসলিম (অধ্যায়ঃ সলাত, অনুঃ একটি কাপড় পরে সলাত আদায়) মালিক সূত্রে।

৬২৬। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কাঁধ খোলা রেখে এক কাপড়ে সলাত আদায় না করে।[৬২৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٦٢٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - الْمَعْنَى - عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ فَلْيُخَالِفْ بِطَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ " .

- صحيح : خ .

৬২৭। আবূ হুরাইরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ এক কাপড়ে সলাত আদায় করলে সে যেন কাপড়ের ডান পাশকে বাম কাঁধের উপর এবং বাম পাশকে ডান কাঁধের উপর ঝুলিয়ে রাখে।[৬২৭]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٦٢٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ .

- صحيح : ق .

৬২৮। ‘উমার ইবনু আবূ সালামাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি কাপড়ে সলাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি কাপড়টি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে উভয় কাঁধের উপর বিপরীতমুখী করে ঝুলিয়ে রাখতেন।[৬২৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٦٢٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا تَرَى فِي الصَّلاَةِ فِي

---

[৬২৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ কেউ এক কাপড়ে সলাত আদায় করলে সে যেন উভয় কাঁধের উপর -কিছু অংশ- রাখে, হাঃ ৩৫৯), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ এক কাপড় পরে সলাত আদায়)।

[৬২৭]। বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ কেউ এক কাপড়ে সলাত আদায় করলে সে যেন উভয় কাঁধের উপর -কিছু অংশ- রাখে, হাঃ ৩৬০), আহমাদ (২/২৫৫) ইয়াহইয়া সূত্রে।

[৬২৮] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ একটি কাপড় পরে সলাত আদায় এবং তা পরার নিয়ম), আহমাদ (৪/২৭) ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ সূত্রে।

الثَّوْبِ الْوَاحِدِ قَالَ فَأَطْلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِزَارَهُ طَارَقَ بِهِ رِدَاءَهُ فَاشْتَمَلَ بِهِمَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بِنَا نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا أَنْ قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ " أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ " .

– صحيح .

৬২৯। ক্বায়িস ইবনু ত্বাল্ক হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাবী ﷺ-এর নিকট আসলাম। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর নাবী! একটি কাপড়ে সলাত আদায়ের ব্যাপারে আপনার মতামত কী? বর্ণনাকারী বলেন, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ইযারের উপর চাদর ছেড়ে দিয়ে উভয়টিকে একত্র করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর আল্লাহর নাবী ﷺ আমাদের সলাত আদায় করালেন। সলাত শেষে তিনি বললেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের দু'টি করে কাপড় আছে কি?[৬২৯]

সহীহ।

٧٩– باب الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثَّوْبَ فِي قَفَاهُ ثُمَّ يُصَلِّي

অনুচ্ছেদ- ৭৯ ঃ যে ব্যক্তি তার ঘাড়ের পেছনে কাপড় বেঁধে সলাত আদায় করে

٦٣٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ مِنْ ضِيقِ الأُزُرِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلاَةِ كَأَمْثَالِ الصِّبْيَانِ فَقَالَ قَائِلٌ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ .

– صحيح : ق .

৬৩০। সাহল ইবনু সা'দ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে লোকদেরকে সংকীর্ণ ইযারের কারণে তা বালকদের ন্যায় ঘাড়ে বেঁধে সলাত আদায় করতে দেখেছি। এমতাবস্থায় একজন বলল, হে সমবেত নারী সমাজ! পুরুষরা মাথা না তোলা পর্যন্ত তোমার মাথা তুল না।[৬৩০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

---

[৬২৯] আহমাদ (৪/২২) 'আবদুল্লাহ ইবনু বাদর সূত্রে।

[৬৩০] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ কাপড় সংকীর্ণ হলে, হাঃ ৩৬২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মহিলা মুসল্লীদেরকে পুরুষদের পিছনে দাঁড়ানোর নির্দেশ) সুফয়ান সূত্রে।

٨٠- باب الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْب وَاحد بَعْضُهُ عَلَى غَيْرِه

অনুচ্ছেদ- ৮০ ঃ কোন সলাত আদায়কারীর কাপড়ের অংশ বিশেষ অন্যের গায়ে থাকা

٦٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَىَّ .

- صحيح : م : مضى .

৬৩১। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ একটি কাপড়ে সলাত আদায় করলেন। সেটির কিছু অংশ আমার গায়ে ছিল।[৬৩১]

সহীহ ঃ মুসলিম। এটি গত হয়েছে।

٨١ - باب فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِد

অনুচ্ছেদ- ৮১ ঃ যে ব্যক্তি একটি জামা পরিধান করে সলাত আদায় করে

٦٣٢ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّد - عَنْ مُوسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ أَصِيدُ أَفَأُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ قَالَ " نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ " .

- حسن .

৬৩২। সালামাহ ইবনুল আকওয়া' ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি শিকার করে থাকি। আমি কি একটি জামা পরে সলাত আদায় করতে পারি? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তবে একটি কাঁটা দিয়ে হলেও তা বেঁধে নাও (যেন লজ্জাস্থান দেখা না যায়)।[৬৩২]

হাসান।

٦٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَوْمَلٍ الْعَامِرِيِّ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ وَالصَّوَابُ أَبُو حَرْمَلٍ عَنْ - مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَمَّنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ .

- ضعيف .

---

[৬৩১] আহমাদ (৬/ ৭০, ২৫১)।

[৬৩২] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিবলাহ, অনুঃ একটি কামিসে সলাত আদায় করা, হাঃ ১৫), আহমাদ (৪/৪৯) মূসা ইবনু ইবরাহীম সূত্রে।

৬৩৩। মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুর রহমান আবূ বাক্‌র হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ গায়ে কোন চাদর না জড়িয়েই একটি মাত্র জামা পরে আমাদের ইমামতি করলেন। অতঃপর সলাত শেষে তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি জামা পরে সলাত আদায় করতে দেখেছি।[৬৩৩]

দুর্বল।

٨٢ – باب إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

অনুচ্ছেদ- ৮২ ঃ কাপড় সংকীর্ণ হলে তা লুঙ্গি হিসাবে পরিধান করবে

٦٣٤ – حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالُوا حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ أَتَيْنَا جَابِرًا - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ سِرْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةٍ فَقَامَ يُصَلِّي وَكَانَتْ عَلَىَّ بُرْدَةٌ ذَهَبْتُ أُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِي وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ فَنَكَسْتُهَا ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا لاَ تَسْقُطُ ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي حَتَّى أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ فَجَاءَ ابْنُ صَخْرٍ حَتَّى قَامَ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَنَا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ قَالَ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْمُقُنِي وَأَنَا لاَ أَشْعُرُ ثُمَّ فَطِنْتُ بِهِ فَأَشَارَ إِلَىَّ أَنْ أَتَّزِرَ بِهَا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ " يَا جَابِرُ " . قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَإِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلَى حِقْوِكَ " .

– **صحيح** : م ، خ مختصر.

৬৩৪। 'উবাদাহ ইবনুল ওয়ালীদ ইবনু 'উবাদাহ্ ইবনুস সামিত ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে একটি যুদ্ধে যাই। তিনি সলাত আদায় করতে দাঁড়ালেন। তখন আমার গায়ে একটি চাদর ছিল। আমি সেটির দু' প্রান্ত দু' কাঁধের উপর রাখার চেষ্টা করছিলাম। (চাদরটি ছোট হওয়ায়) সেটি দিয়ে আমার শরীর (বা কাঁধ) ঢাকা যাচ্ছিল না। অবশ্য চাদরটিতে আঁচল লাগানো ছিল। আমি তা উল্টে নিয়ে দু' বিপরীত দিকে দু' কাঁধের উপর তার দু' মাথা ফেলে দিলাম। তারপর আমি কিছুটা ঝুঁকে গিয়ে তা চিবুক দিয়ে চেপে ধরলাম, যেন পড়ে না

[৬৩৩] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। সানাদের আবূ হাওমালকে হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে অজ্ঞাত বলেছেন। আল্লামা মুনযিরী বলেন ঃ 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ বাকর হচ্ছে আল-মুলায়কী। তার তার হাদীস দ্বারা দলীল দেয়া যাবে না।

যায়। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাম পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে ঘুরিয়ে এনে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন। পরে ইবনু শাখরা এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালো। তিনি তাঁর দু'হাতে আমাদের উভয়ের হাত ধরে তাঁর পেছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। রসূলুল্লাহ ﷺ আমার প্রতি লক্ষ্য করছিলেন। অথচ আমি বুঝতেই পারিনি, অবশ্য পরে বুঝেছি। তিনি ইশারায় আমাকে বললেন ঃ ওটাকে 'তহ্বন্দ' বানিয়ে নাও। সলাত আদায় শেষে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে জাবির! আমি বললাম ঃ আমি উপস্থিত, হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, চাদর প্রশস্ত হলে সেটির দু' মাথা বিপরীতভাবে দু' কাঁধের উপর দিবে। পক্ষান্তরে চাদর ছোট হলে সেটি কোমরে বেঁধে নিবে।[৬৩৪]

সহীহ ঃ মুসলিম, বুখারী সংক্ষেপে।

٦٣٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ قَالَ عُمَرُ رضى الله عنه " إِذَا كَانَ لأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ وَلاَ يَشْتَمِلِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ " .

- صحيح .

৬৩৫। ইবনু 'উমার رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন অথবা 'উমার رضي الله عنه বলেছেন, তোমাদের কারো নিকট দু'টি কাপড় থাকলে সে যেন ঐগুলো পরেই সলাত আদায় করে। আর একটি মাত্র কাপড় থাকলে সে যেন তা কোমরে বেঁধে নেয় এবং ইয়াহূদীদের ন্যায় দু' কাঁধে ঝুলিয়ে না রাখে।[৬৩৫]

সহীহ।

٦٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُنِيبِ، عُبَيْدُ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى فِي لِحَافٍ لاَ يَتَوَشَّحُ بِهِ وَالآخَرُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءٌ .

- حسن .

৬৩৬। 'আবদুল্লাহ ইবনু বুরায়দাহ رضي الله عنه থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন একটি মাত্র চাদরে সলাত আদায় করতে, যা দেহ আবৃত করে না। তিনি আরো নিষেধ করেছেন, গায়ে চাদর না জড়িয়ে কেবল পাজামা পরে সলাত আদায় করতে।[৬৩৬]

হাসান।

---

[৬৩৪] মুসলিম (অধ্যায় ঃ যুহ্দ, অনুঃ জাবির আত-ত্বাবীল এর হাদীস এবং আবূ ইয়াসির এর মর্যাদা)।

[৬৩৫] আহমাদ (২/১৪৮, হাঃ ৬৩৫৬) নাফি' সূত্রে।

[৬৩৬] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (২/২৩৬) আবূ তুমাইলাহ সূত্রে।

٨٣ – باب الإِسْبَالِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ৮৩ ঃ সলাতের মধ্যে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া

٦٣٧ – حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلاَتِهِ خُيَلاَءَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي حِلٍّ وَلاَ حَرَامٍ " .

– صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو الأَحْوَصِ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ .

৬৩৭। ইবনু মাসউদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশতঃ সলাতের মধ্যে স্বীয় বস্ত্র (পাজামা/লুঙ্গি/প্যান্ট ইত্যাদি পায়ের গিরার নিচে) ঝুলিয়ে রাখে, মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হালাল করবেন না এবং জাহান্নামও হারাম করবেন না।

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, একদল বর্ণনাকারী (যেমন হাম্মাদ ইবনু সালামাহ, হাম্মাদ ইবনু যায়িদ, আবূল আহওয়াস, আবূ মু'আবিয়াহ প্রমূখ) 'আসিম সূত্রে ইবনু মাসউদ ﷺ-এর বক্তব্যরূপে মাওকুফভাবে বর্ণনা করেছেন।[৬৩৭]

٦٣٨ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُسْبِلاً إِزَارَهُ إِذْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ " . فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ ثُمَّ قَالَ " اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ " . فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَقَالَ " إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ " .

– ضعيف .

৬৩৮। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি স্বীয় লুঙ্গি (পায়ের গিরার নিচে) ঝুলিয়ে সলাত আদায় করছিল। রসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ যাও, উযু করে আস। সে উযু করে এলে তিনি আবার বললেন ঃ যাও, উযু করে আস। সে পুনরায় উযু করে আসল।

[৬৩৭] নাসায়ী 'সুনানুল কুবরা' (৯৩৭৯) যেমন রয়েছে 'তুহফাতুল আশরাফে' আবূ আওয়ানাহ সূত্রে।

একজন বলল, হে আল্লাহর রসূল! আপনি তাকে (উযু থাকাবস্থায় পুনরায়) উযু করতে কেন বললেন? তিনি বললেন, সে তার লুঙ্গি ঝুলিয়ে সলাত আদায় করছিল। মহান আল্লাহ (পায়ের গিরার নিচে) লুঙ্গি ঝুলিয়ে সলাত আদায়কারীর সলাত ক্ববূল করেন না।[৬৩৮]

দুর্বল।

٨٤ – باب فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ

অনুচ্ছেদ- ৮৪ ঃ মহিলারা কয়টি কাপড় পরে সলাত আদায় করবে

٦٣٩ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَتْ تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا .

– ضعيف موقوف .

৬৩৯। মুহাম্মাদ ইবনু যায়িদ ইবনু কুনফুয হতে তার মাতার সূত্রে বর্ণিত। তার মাতা উম্মু সালামাহ রাঃ-কে জিজ্ঞেস করলেন, মহিলারা কয়টি কাপড় পরে সলাত আদায় করবে? তিনি বললেন, একটি ওড়না এবং একটি জামা পরেই সলাত আদায় করতে পারবে। তবে জামাটি এরূপ লম্বা হবে যা দিয়ে পায়ের উপরিভাগ ঢেকে যাবে।[৬৩৯]

দুর্বল মাওকূফ।

٦٤٠ – حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، – يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ – عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ قَالَ " إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا " .

– ضعيف : المشكاة ٧٦٣ .

---

[৬৩৮] আহমাদ (৪/৬৭)। এর সানাদে আবূ জা'ফার ও ইয়াহইয়া ইবনু আবূ কাসীর আনসারী অজ্ঞাত। যেমন ইবনু কাত্তান বলেছেন। আর হাফিয বলেছেন, হাদীস বর্ণনায় শিথিল।

[৬৩৯] মালিক (অধ্যায় ঃ জামা'আতে সলাত, অনুঃ মেয়েদের জন্য জামা ও ওড়না পরিধান করে সলাত আদায়ের অনুমতি)। ইবনু 'আবদুল বার 'আল ইসতিজকার' গ্রন্থে বলেন, মুয়াত্তা গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসটি মাওকুফ। একে মারফূ বানিয়েছেন 'আবদুর রহমান ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু দীনার, মুহাম্মাদ ইবনু যায়িদ হতে তার মাতার সূত্রে ইবনু সালামাহ থেকে। শায়খ আলবানী বলেন, যঈফ মাওকুফ। ইমাম যায়লা'য়ী একে 'নাসবুর রায়াহ' গ্রন্থে (১/৩০০) উল্লেখ করে বলেন, ইমাম দারাকুতনীকে জিজ্ঞেস করা হল এ হাদীস সর্ম্পকে 'আল-ইলাল' গ্রন্থে, তিনি বললেন, এটি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনু যায়িদ ইবনুল মুহাজির তার মাতার সূত্রে উম্মু সালামাহ থেকে। তার সূত্রে এটি মারফূ হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ ﷺ قَصَرُوا بِهِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رضى الله عنها .

৬৪০। মুহাম্মাদ ইবনু যায়িদ উম্মু সালামাহ্ ﷺ-এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি নাবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, মহিলারা ইযার ছাড়া কেবল একটি জামা ও একটি ওড়না পরে সলাত আদায় করতে পারবে কি? তিনি বললেন ঃ জামাটি যদি এরূপ লম্বা হয়, যা দিয়ে পায়ের পাতা ঢেকে যায় (তাহলে সেটা পরে সলাত আদায় করতে পারবে)।

দুর্বল ঃ মিশকাত ৭৬৩

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটি মালিক ইবনু আনাস, বাক্‌র ইবনু মুদার, হাফ্‌স ইবনু গিয়াস, ইসমাঈল ইবনু জা'ফর, ইবনু আবূ যি'ব ও আবূ ইসহাক্ব- মুহাম্মাদ ইবনু যায়িদ হতে তার মাতা থেকে উম্মু সালামাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাদের কেউই নাবী ﷺ-এর নাম উল্লেখ করেননি।[৬৪০]

٨٥ – باب الْمَرْأَةُ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ

অনুচ্ছেদ- ৮৫ ঃ ওড়না ছাড়া মহিলাদের সলাত আদায় করা

٦٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ " .

– صحيح .

---

[৬৪০] হাকিম (১/২৫০) এবং তিনি বলেন, এটি বুখারীর শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। ইমাম যায়লায়ী একে 'নাসবুর রায়াহ' গ্রন্থে (১/২৯৯, ৩০১) বর্ণনা করেছেন এবং ইবনুল জাওযী এর তাহক্বীকে বলেছেন, এই হাদীসের সমালোচনা আছে। তা হচ্ছে, 'আবদুর রহমান ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু দীনারকে ইয়াহইয়া দুর্বল বলেছেন। আর আবূ হাতিম রাযী বলেছেন, তার দ্বারা দলীল দেয়া যাবে না এবং বাহ্যিকভাবেই তিনি এ হাদীসটিকে মারফূ করে ভুল করেছেন। 'আত-তানক্বীহ' গ্রন্থকার বলেন, 'আবদুর রহমান ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু দীনার থেকে বুখারী বর্ণনা করেছেন এবং কেউ কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। কিন্তু তিনি এই হাদীসকে মারফূ করতে গিয়ে ভুল করেছেন। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন, তিনি সত্যবাদী, কিন্তু ভুল করতেন।

মিশকাতের তাহক্বীক্বে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন ঃ একদল একে উম্মু সালামাহর মাওকূফ বর্ণনা বলে উল্লেখ করেছেন। আর এটাই সঠিক, অর্থাৎ মাওকূফ। কিন্তু সানাদটি মারফূ ও মাওকূফ কোনভাবেই সহীহ নয়।

৬৪১। 'আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ কোন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা ওড়না ছাড়া সলাত আদায় করলে আল্লাহ তার সলাত ক্বূল করেন না।[৬৪১]

সহীহ।

٦٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، نَزَلَتْ عَلَى صَفِيَّةَ أُمِّ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ فَرَأَتْ بَنَاتٍ لَهَا فَقَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ وَفِي حُجْرَتِي جَارِيَةٌ فَأَلْقَى لِي حِقْوَهُ وَقَالَ " شُقِّيهِ بِشَقَّتَيْنِ فَأَعْطِي هَذِهِ نِصْفًا وَالْفَتَاةَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا فَإِنِّي لاَ أُرَاهَا إِلاَّ قَدْ حَاضَتْ أَوْ لاَ أُرَاهُمَا إِلاَّ قَدْ حَاضَتَا " .

- ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ .

৬৪২। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। 'আয়িশাহ্ ﵂ ত্বালহার মা সাফিয়্যাহ্র নিকট যান। সেখানে তিনি সাফিয়্যাহ্র মেয়েদের দেখতে পেয়ে বললেন ঃ একদা রসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করেন। তখন আমার ঘরে একটি বালিকা ছিল। তিনি আমাকে তার একখানা লুঙ্গি দিয়ে বললেন ঃ এটিকে দু' টুকরা করে এক টুকরা এই বালিকাকে এবং আরেক টুকরা উম্মু সালামাহ্র নিকট যে বালিকা রয়েছে তাকে দাও। কারণ আমি তাকে অথবা তাদের উভয়কে প্রাপ্তবয়স্কা মনে করি।

দুর্বল।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ) থেকে হিশাম এরূপই বর্ণনা করেছেন।[৬৪২]

٨٦ - باب مَا جَاءَ فِي السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ৮৬ ঃ সলাতরত অবস্থায় কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া

٦٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ، - قَالَ إِبْرَاهِيمُ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ .

- حسن .

---

[৬৪১] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ ওড়না ব্যতীত মহিলাদের সলাতের ফাযীলাত নেই, হাঃ ৩৭৭, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা ওড়না পরে সলাত আদায় করবে, হাঃ ৬৫৫), আহমাদ (৬/১৫০, ২১৮), ইবনু খুযাইমাহ (৭৭৫), সকলেই হাম্মাদ ইবনু সালমাহ সূত্রে।

[৬৪২] আহমাদ (৬/৯৬, ২৩৮), বায়হাক্বী (৬/৫৭) মুহাম্মদ ইবনু সীরীন সূত্রে। মুহাম্মদ ইবনু সীরীন হাদীসটি 'আয়িশাহ থেকে শুনেননি, যেমন 'তাহযীবুত তাহযীব' গ্রন্থে (৯/১৯২) রয়েছে।

৬৪৩। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের সময় কাপড় উপর থেকে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিতে ও মুখ ঢেকে রাখতে নিষেধ করেছেন।[৬৪৩]

হাসান।

. قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عِسْلٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ .

– صحيح .

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, 'ইস্‌ল 'আত্বা (রহঃ) হতে আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ সলাতের সময় কাপড় ঝুলিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন।

সহীহ।

٦٤٤ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّي سَادِلاً .قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا يُضَعِّفُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ .

– صحيح مقطوع .

৬৪৪। ইবনু জুরায়িজ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আত্বা (রহঃ)-কে অধিকাংশ সময় কাপড় ঝুলিয়ে সলাত আদায় করতে দেখেছি। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, 'আত্বা (রহঃ)-এর এরূপ আচরণ আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ-এর হাদীসকে দুর্বল করে দেয়।[৬৪৪]

দুর্বল।

٨٧ – باب الصَّلاَةِ فِي شُعُرِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ- ৮৭ ঃ মহিলাদের পরিধেয় বস্ত্রের (অংশ বিশেষের) উপর সলাত আদায়

٦٤٥ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، – يَعْنِي ابْنَ سِيرِينَ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يُصَلِّي فِي شُعُرِنَا أَوْ لُحُفِنَا .

– صحيح : مضى (٣٦٧) .

৬৪৫। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের পরিধেয় কাপড় বা লেপের উপর সলাত আদায় করতেন না।[৬৪৫]

সহীহ ঃ এটি পূর্বেই উক্ত হয়েছে ৩৬৭

---

[৬৪৩] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সলাতের সময় লম্বা কাপড় পরা অপছন্দনীয়), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সলাতের মাকরূহ সমূহ, হাঃ ৯৬৬), দারিমী (১৩৭৯), আহমাদ (২/২৯৫, ৩৪১, ৩৪৫, ৩৪৮), ইবনু খুযাইমাহ (৭৭২), সকলে 'আত্বা সূত্রে। শায়খ আহমাদ শাকির বলেন, সহীহ।

[৬৪৪] আবূ দাউদ (১/১২৬)।

٨٨ – باب الرَّجُلِ يُصَلِّي عَاقِصًا شَعْرَهُ

অনুচ্ছেদ- ৮৮ ঃ চুলের ঝুটি বেঁধে পুরুষের সলাত আদায় করা

٦٤٦ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ مَرَّ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ وَهُوَ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَدْ غَرَزَ ضُفُرَهُ فِي قَفَاهُ فَحَلَّهَا أَبُو رَافِعٍ فَالْتَفَتَ حَسَنٌ إِلَيْهِ مُغْضَبًا فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ أَقْبِلْ عَلَى صَلاَتِكَ وَلاَ تَغْضَبْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ " . يَعْنِي مَقْعَدَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي مَغْرِزَ ضُفُرِهِ .

– حسن .

৬৪৬। সাঈদ ইবনু আবূ সাঈদ আল-মাক্ববূরী থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-এর মুক্ত দাস আবূ রাফি'কে হাসান ইবনু 'আলী ﷺ-এর পাশ দিয়ে যেতে দেখলেন। তখন তিনি (হাসান ইবনু 'আলী ﷺ) গর্দানের পেছনে চুলের ঝুটি বেঁধে সলাত আদায় করছিলেন। আবূ রাফি' ﷺ বাঁধন খুলে দিলে হাসান ﷺ তার প্রতি রাগের দৃষ্টিতে তাকালেন। আবূ রাফি' বলেন, আগে সলাত আদায় শেষ করুন, রাগ করবেন না। কেননা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ এটা (চুলের ঝুটি) হচ্ছে শাইত্বানের ঘাঁটিবিশেষ, অর্থাৎ শাইত্বানের আড্ডাখানা।[৬৪৬]

হাসান।

٦٤٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرًا، حَدَّثَهُ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ فَقَامَ وَرَاءَهُ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ وَأَقَرَّ لَهُ الآخَرُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا لَكَ وَرَأْسِي قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ " .

– صحيح : م .

---

[৬৪৫] এটি গত হয়েছে (৩৬৭ নং)- এ।

[৬৪৬] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ চুল বেধেঁ সলাত আদায় অপছন্দনীয়, হাঃ ৩৮৪, ইমাম তিরমিযী বলেন, আবূ রাফি'র হাদীসটি হাসান), ইবনু খুযাইমাহ (৯১১) ইবনু জুরাইজ সূত্রে।

৬৪৭। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনুল হারিসকে মাথার চুল পেছন দিক থেকে বাঁধা অবস্থায় সলাত আদায় করতে দেখলেন। ফলে তিনি তার পেছনে দাঁড়িয়ে তা খুলতে লাগলে তিনি চুপ করে থাকলেন। সলাত শেষে তিনি ইবনু 'আব্বাসকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি আমার মাথা স্পর্শ করলেন কেন? তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ এভাবে পেছনে চুলের ঝুটি বেঁধে সলাত আদায়কারীর উপমা হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে তার হাত পেছনে বাঁধা অবস্থায় সলাত আদায় করে।[৬৪৭]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٨٩ – باب الصَّلاَةِ فِي النَّعْلِ

অনুচ্ছেদ- ৮৯ ঃ জুতা পরে সলাত আদায়

٦٤٨ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي يَوْمَ الْفَتْحِ وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ .

– صحيح .

৬৪৮। 'আবদুল্লাহ ইবনুস সায়িব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি মাক্কাহ বিজয়ের দিন নাবী ﷺ তাঁর জুতাজোড়া তাঁর বাম পাশে রেখে সলাত আদায় করেছেন।[৬৪৮]

সহীহ।

٦٤٩ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَبُو عَاصِمٍ قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ – أَوْ ذِكْرُ مُوسَى وَعِيسَى ابْنُ عَبَّادٍ يَشُكُّ أَوِ اخْتَلَفُوا – أَخَذَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُعْلَةٌ فَحَذَفَ فَرَكَعَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ لِذَلِكَ .

– صحيح : م ، خ معلّقاً .

[৬৪৭] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্ববীক্ব, অনুঃ চুল বেধেঁ সলাত আদায় করার উপমা, হাঃ ১১১৩), আহমাদ (১/পৃঃ ৩০৪, ৩১৬), সকলেই বুকাইর সূত্রে।

[৬৪৮] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিবলাহ, অনুঃ লোকদের সাথে সলাত আদায়কালে ইমাম স্বীয় জুতা কোথায় রাখবেন, হাঃ ৭৭৫), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ জুতা রাখা, হাঃ ১৪৩), আহমাদ (৩/৪১০), সকলে ইয়াহইয়া সূত্রে।

৬৪৯। 'আবদুল্লাহ ইবনুস সায়িব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ মাক্কাহ বিজয়ের দিন আমাদের ফাজ্‌রের সলাত আদায় করালেন। সলাতে তিনি সূরাহ আল-মু'মিনূন হতে তিলাওয়াত শুরু করলেন। তিনি যখন মূসা ও হারূন ('আলাইহিস সালাম) অথবা মূসা ও ঈসা ('আলাইহিস সালাম)-এর কাহিনী পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন নাবী ﷺ-এর কাশি আরম্ভ হয়। তিনি ক্বিরাআত ছেড়ে দিয়ে রুকু' করলেন। সে সময় 'আবদুল্লাহ ইবনু সায়িব সেখানে উপস্থিত ছিলেন।[৬৪৯]

সহীহ ঃ মুসলিম, বুখারী মু'আল্লাক্বভাবে।

٦٥٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَتَهُ قَالَ " مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ " . قَالُوا رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ جِبْرِيلَ ﷺ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا " . وَقَالَ " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا " .

- صحيح .

৬৫০। আবূ সাঈদ আল-খদুরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহাবীদের নিয়ে সলাত আদায়কালে তাঁর জুতাজোড়া খুলে তাঁর বাম পাশে রেখে দিলেন। এ দৃশ্য দেখে লোকেরাও তাদের জুতা খুলে রাখল। রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত শেষে বললেন ঃ তোমরা তোমাদের জুতা খুললে কেন? তারা বলল, আপনাকে আপনার জুতাজোড়া খুলে রাখতে দেখে আমরাও আমাদের জুতা খুলে রেখেছি। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ জিবরীল 'আলাইহিস সালাম আমার কাছে এসে আমাকে জানালেন, আপনার জুতাজোড়ায় অপবিত্র বস্তু লেগে আছে। তিনি আরো বললেন, তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন তার জুতাজোড়া দেখে নেয়। তাতে অপবিত্র বস্তু দেখতে পেলে যেন জমিনে তা ঘষে নিয়ে পরিধান করে সলাত আদায় করে।[৬৫০]

সহীহ।

[৬৪৯] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ ফাজ্‌রের ক্বিরাআত, ১/১৬৩), নাসায়ী (১০০৬), আহমাদ (৩/৪১১), ইবনু খুযাইমাহ (৫৪৬), সকলে ইবনু জুরাইজ সূত্রে।

[৬৫০] আহমাদ (৩/২০,৯২), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ জুতাদ্বয় পরে সলাত আদায়, হাঃ ১৩৭৮), ইবনু খুযাইমাহ (অনুঃ কোন মুসল্লী ময়লাযুক্ত জুতা পরে সলাত আদায় করলে, হাঃ ২/৪৩১)

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। জুতা পরে সলাত আদায় শারী'আত সম্মত।

٦٥١ - حَدَّثَنَا مُوسَى، - يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - حَدَّثَنَا أَبَانُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِهَذَا قَالَ " فِيهِمَا خَبَثًا " . قَالَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ " خَبَثًا " .

- صحيح .

৬৫১। বাক্‌র ইবনু 'আবদুল্লাহ ﵁ হতে নাবী ﷺ সূত্রে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত আছে। তাতে ('কাযার' শব্দের পরিবর্তে) দু' জায়গাতে 'খুবসুন' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।[৬৫১]

সহীহ।

٦٥٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّمْلِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لاَ يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلاَ خِفَافِهِمْ " .

- صحيح .

৬৫২। ই'য়ালা ইবনু শাদ্দাদ ইবনু আওস থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ইয়াহূদীদের বিপরীত কর। তারা জুতা এবং মোজা পরে সলাত আদায় করে না।[৬৫২]

সহীহ।

٦٥٣ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُنْتَعِلاً .

- حسن صحيح .

৬৫৩। 'আমর ইবনু শু'আইব ﵁ থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে কখনো খালি পায়ে আবার কখনো জুতা পরে সলাত আদায় করতে দেখেছি।[৬৫৩]

হাসান সহীহ।

২। জুতায় লেগে থাকা ময়লা-আবর্জনা পরিস্কার করলেই তা পাক হয়ে যায়।

৩। 'আমালে ইয়াসির বা হালকা কাজে সলাত নষ্ট হয় না।

[৬৫১] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (২/৪৩১)।

[৬৫২] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (২/৪৩২), হাকিম (১/২৬০) উভয়ে কুতাইবাহ সূত্রে।

[৬৫৩] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ জুতা পরে সলাত আদায়, হাঃ ১০৩৮), আহমাদ (২/১৭৪) সকলে হুসাইন মুয়াল্লিম সূত্রে। আহমাদ শাকির বলেন, এর সানাদ সহীহ। হায়যামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (৩/১৫৯) বলেন, এটি নাসায়ী, আহমাদ ও ত্ববাবানী বর্ণনা করেছেন। আহমাদের রিজাল নির্ভরযোগ্য।

٩٠ – باب الْمُصَلِّي إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يَضَعُهُمَا

অনুচ্ছেদ- ৯০ ঃ মুসল্লী তার জুতা খুলে কোথায় রাখবে?

٦٥٤ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ أَبُو عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلاَ عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ " .

– حسن صحيح .

৬৫৪। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন সলাত আদায়কালে জুতা খুলে তার ডান পাশে ও বাম পাশে না রাখে। কারণ তা অন্যের ডান পাশে হবে। অবশ্য বাম পাশে কেউ না থাকলে (রাখতে পারবে)। তবে জুতাজোড়া উভয় পায়ের মধ্যখানে রাখাই শ্রেয়।[৬৫৪]

হাসান সহীহ।

٦٥٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلاَ يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيهِمَا " .

– صحيح .

৬৫৫। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ সলাত আদায়কালে জুতা খুলে যেন এমন জায়গায় না রাখে যাতে অন্যের কষ্ট হয়। বরং জুতাজোড়া যেন দু' পায়ের মাঝখানে রেখে দেয় অথবা তা পরেই সলাত আদায় করে।[৬৫৫]

সহীহ।

---

[৬৫৪] হাকিম (১/২৫৯)। ইমাম হাকিম বলেন, এটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' ২/৪৩২), ইবনু খুযাইমাহ (১০১৬) 'উসমান ইবনু 'উমার সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। অপর ভাইয়ের অসুবিধা হয় এমন কাজ পরিহার করা বা এড়িয়ে চলা উচিত।

২। সাধারণতঃ আদব হচ্ছে, কষ্টদায়ক কোন জিনিস মানুষের ডান দিকে না রাখা।

[৬৫৫] ইবনু হিববান (৩৫৮), ইবনু খুযাইমাহ (১০০৯), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (২/৪৩২), হাকিম ৯১/২৬০) সাঈদ ইবনু আবূ সাঈদ সূত্রে। ইমাম হাকিম ও যাহাবী একে সহীহ বলেছেন।

٩١ - باب الصَّلاَة عَلَى الْخُمْرَة

অনুচ্ছেদ- ৯১ ঃ ছোট চাটাইয়ের উপর সলাত আদায় করা

٦٥٦ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْن، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّاد، حَدَّثَتْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِث، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَة .

– **صحيح** : ق .

৬৫৬। মায়মূনাহ বিনতুল হারিস ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আদায় করতেন, তখন আমি হায়িয অবস্থায় তাঁর পাশে অবস্থান করতাম। তাঁর সাজদাহ্কালে কখনো তাঁর কাপড় আমার গায়ে লেগে যেত। তিনি (খেজুর পাতার ছোট) চাটাইয়ের উপরও সলাত আদায় করতেন।[৬৫৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٩٢ - باب الصَّلاَة عَلَى الْحَصِير

অনুচ্ছেদ- ৯২ ঃ চাটাইয়ের উপর সলাত আদায় করা

٦٥٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك، قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ ضَخْمٌ - وَكَانَ ضَخْمًا - لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَكَ - وَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا وَدَعَاهُ إِلَى بَيْتِه - فَصَلِّ حَتَّى أَرَاكَ كَيْفَ تُصَلِّي فَأَقْتَدِيَ بِكَ . فَنَضَحُوا لَهُ طَرَفَ حَصِيرٍ كَانَ لَهُمْ فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ . قَالَ فُلاَنُ بْنُ الْجَارُود لأَنَسِ بْنِ مَالِك أَكَانَ يُصَلِّي الضُّحَى قَالَ لَمْ أَرَهُ صَلَّى إِلاَّ يَوْمَئِذ .

– **صحيح** : خ دون قوله : (فَصَلِّ حَتَّى أَرَاكَ كَيْفَ تُصَلِّي فَأَقْتَدِيَ بِكَ) .

৬৫৭। আনাস ইবনু মালিক ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জনৈক আনসারী বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি স্থূলদেহী। সেজন্য আপনার সাথে (জামা'আতে) সলাত আদায়ে আমি সক্ষম নই। একদা ঐ লোক রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য খানা তৈয়ার করে তাঁকে তার বাড়িতে যেতে আহবান করল এবং বলল, হে আল্লাহর রসূল! এখানে সলাত আদায় করুন। যেন আমি জেনে নিতে পারি, আপনি কিভাবে সলাত আদায় করেন। অতঃপর আমি সেভাবেই আপনার অনুসরণ

---

[৬৫৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ ছোট চাটাইয়ের উপর সলাত আদায়, হাঃ ৩৮১), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসজিদ, অনুঃ নাফ্ল সলাত জামা'আতে আদায় জায়িয) শায়বানী সূত্রে।

করব। অতঃপর লোকেরা তাঁর জন্য একটি বড় চাটাইয়ের একাংশ ধৌত করার পর রসূলুল্লাহ ﷺ তাতে দাঁড়িয়ে দু' রাক'আত সলাত আদায় করলেন। ইবনুল জারূদ (রহঃ) আনাস ইবনু মালিক ﷺ-কে বললেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ কি চাশ্‌তের সলাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, আমি তাঁকে ঐদিন ছাড়া আর কোনদিন ঐ (সময়) সলাত আদায় করতে দেখিনি।[৬৫৭]

সহীহ ঃ বুখারীতে (فصلِّ حتَّى أرَاكَ كيْفَ تُصلِّي فَأقْتدِيَ بكَ) তার কথাটি বাদে।

٦٥٨ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدٍ الذَّرَّاعُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَزُورُ أُمَّ سُلَيْمٍ فَتُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ أَحْيَانًا فَيُصَلِّي عَلَى بِسَاطٍ لَنَا وَهُوَ حَصِيرٌ نَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ .

– صحيح : ق .

৬৫৮। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ মাঝেমধ্যে উম্মু সুলাইম ﷺ-কে দেখতে যেতেন। সেখানে কখনো সলাতের সময় হয়ে গেলে তিনি আমাদের (খেজুর পাতার তৈরী) মাদুরের উপর সলাত আদায় করে নিতেন। উম্মু সুলাইম ﷺ সেটিকে পানি দিয়ে ধুয়ে দিতেন।[৬৫৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٦٥٩ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، – بِمَعْنَى الإِسْنَادِ وَالْحَدِيثِ – قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوغَةِ .

– ضعيف .

৬৫৯। মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ (খেজুর পাতার তৈরী) চাটাই ও প্রক্রিয়াজাত চামড়ার উপর সলাত আদায় করতেন ।[৬৫৯]

দুর্বল।

---

[৬৫৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ যারা উপস্থিত হয়েছে তাদের নিয়েই কি ইমাম সলাত আদায় করবে, হাঃ ৬৭০), তাতে (حَتَّى أَرَاكَ كَيْفَ تُصَلِّي فَأَقْتَدِيَ بك) কথাটি নেই, আহমাদ (৩/১৩০) উভয়ে শু'বাহ সূত্রে।

[৬৫৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ বাচ্চাদের উযু করা , হাঃ ৮৬০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ নাফ্‌ল সলাত জামা'আতে আদায় করা জায়িয, এবং চাটাইয়ের উপর সলাত আদায় করাও জায়িয) উভয়ে ইসহাক্ব ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ ত্বালহা সূত্রে আনাস হতে তার দাদী মুলাইকাহ থেকে অনুরূপ।

[৬৫৯] আহমাদ (৪/২৫৪), ইবনু খুযাইমাহ (১০০৬), হাকিম (১/২৫৯)। ইমাম হাকিম বলেন, এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ। তবে তাঁরা এটি (الفروة) উল্লেখ করে বর্ণনা করেননি । ইমাম মুসলিম আবূ সাঈদ হতে চাটাইয়ের উপর সলাত আদায়ের বর্ণনা এনেছেন। ইমাম যাহাবী তাঁর সাথে একমত পোষণ করে বলেন, মুসলিমের শর্ত মোতাবেক। এবং বায়হাক্বী (২/৪২০), সকলে ইউনুস ইবনুল হারিস সূত্রে। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন, দুর্বল। আর হাকিম এবং তার অনুসরণে যাহাবী কর্তৃক সানাদকে বুখারী ও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক বলাটা তাদের ধারণামাত্র। সানাদের ইউনূস দুর্বল। তিনি সহীহাইনের রিজালাভুক্ত নন। অতএব চিন্তা

٩٣ – باب الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى ثَوْبِهِ

অনুচ্ছেদ- ৯৩ ঃ কোন ব্যক্তি তার (পরিহিত) কাপড়ে সাজদাহ্ করলে

٦٦٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، – يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ – حَدَّثَنَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .

– صحيح : ق .

৬৬০। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা প্রচণ্ড গরমকালে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সলাত আদায় করতাম। তখন আমাদের কেউ গরমের কারণে জমিনে সাজদাহ্ করতে না পারলে পরিধেয় বস্ত্রের উপর সাজদাহ্ করত।[৬৬০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

تفريع أبواب الصفوف

٩٤ – باب تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

অনুচ্ছেদ- ৯৪ ঃ কাতার সোজা করা

٦٦١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، فِي الصُّفُوفِ الْمُقَدَّمَةِ فَحَدَّثَنَا عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَلَّ وَعَزَّ " . قُلْنَا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ " يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْمُقَدَّمَةَ وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ " .

– صحيح : م .

৬৬১। জাবির ইবনু সামুরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ মালায়িকাহ্ (ফিরিশতাগণ) যেরূপ তাদের প্রতিপালকের নিকট কাতারবদ্ধ হয়ে থাকে তোমরা কি

করুন। 'আওনুল মা'বুদে রয়েছে ঃ আল্লামা মুনযিরী বলেন, সানাদে আবূ 'আওন হচ্ছে **মুহাম্মাদ ইবনু** 'উবাইদুল্লাহ সাক্বাফী। আবূ হাতিম বলেন, তিনি অজ্ঞাত।

[৬৬০] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ প্রচন্ড গরমে কাপড়ের উপর সাজদাহ্ দেয়া, হাঃ ৩৮৫), মুসলিম **(অধ্যায়** ঃ মাসাজিদ, অনুঃ গরমের প্রচন্ডতা না থাকলে ওয়াক্তের প্রথমভাগে যুহ্রের সলাত আদায় উত্তম) **উভয়ে বিশ্র** ইবনু মুফায্যাল সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ মুসল্লীর জন্য স্বীয় কপালের নীচে কাপড় রেখে তার উপর সাজদাহ্ করা জায়িয।

সেরূপ কাতারবদ্ধ হবে না? আমরা বললাম, মালায়িকাহ্ তাদের প্রতিপালকের নিকট কিরূপে কাতারবদ্ধ হয়? তিনি বলেন, সর্বাগ্রে তারা প্রথম কাতার পূর্ণ করে, তারপর পর্যায়ক্রমে পরবর্তী কাতারগুলো এবং তারা কাতারে পরস্পর মিলে মিলে দাঁড়ায়।[৬৬১]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٦٦٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ " أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ " . ثَلاَثًا " وَاللَّهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ " . قَالَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ .

- **صحيح** : ق بجملة الأمر بتسوية الصفوف ، و جملة المنكب بالمنكب علّقه (خ) عن أنس .

৬৬২। আবূল ক্বাসিম আল-জাদালী সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নু'মান ইবনু বাশীর ﷺ-কে বলতে শুনেছি, রসূলুল্লাহ ﷺ সমবেত লোকদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনবার বললেন ঃ তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা কর। আল্লাহর শপথ! অবশ্যই তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করে দাঁড়াও। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের অন্তরে মতানৈক্য সৃষ্টি করে দিবেন। বর্ণনাকারী নু'মান ﷺ বলেন, অতঃপর আমি এক লোককে দেখলাম, সে তার সঙ্গীর কাঁধের সাথে নিজের কাঁধ, তার হাঁটুর সাথে নিজের হাঁটু এবং তার গোড়ালির সাথে নিজের গোড়ালি মিলিয়ে দাঁড়াচ্ছে।[৬৬২]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম, কাতারসমূহ সোজা করার নির্দেশ বাক্য যোগে। আর কাঁধের সাথে কাঁধ মিলানোর বাক্যটি বুখারী তা'লীক্বভাবে বর্ণনা করেছেন আনাস সূত্রে।

٦٦٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُسَوِّينَا فِي الصُّفُوفِ كَمَا يُقَوَّمُ الْقِدْحُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَخَذْنَا ذَلِكَ عَنْهُ وَفَقِهْنَا أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ بِوَجْهِهِ إِذَا رَجُلٌ مُنْتَبِذٌ بِصَدْرِهِ فَقَالَ " لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ " .

- **صحيح** : م .

৬৬৩। সিমাক ইবনু হারব সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নু'মান ইবনু বাশীর ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নাবী ﷺ আমাদেরকে কাতারবদ্ধ করতেন এমন সোজা করে যেরূপ তীরের ফলা

---

[৬৬১] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইমামাত, অনুঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ কাতার সোজা করা, হাঃ ৯৯২), আহমাদ (৫/১০১), সকলেই আ'মাশ সূত্রে।

[৬৬২] আহমাদ (৪/২৭৬), ইবনু খুযাইমাহ (১৬০) যাকারিয়া ইবনু যায়িদাহ সূত্রে। বুখারী একে তা'লীক্ব হিসেবে বর্ণনা করেছেন (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ পরস্পর কাধেঁ কাঁধ মিলানো)।

সোজা করা হয়। এমনকি তিনি যখন বুঝতে পারলেন, আমরা এ সম্পর্কে তাঁর তা'লীম আত্মস্থ করেছি ও বুঝেছি, তখন একদা তিনি (আমাদের দিকে) ঘুরে দেখতে পেলেন, একজনের বুক সামনের দিকে এগিয়ে আছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করবে, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারায় বৈপরিত্য সৃষ্টি করে দিবেন।[৬৬৩]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٦٦٤ – حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، وَأَبُو عَاصِمِ بْنِ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُولُ " لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ " . وَكَانَ يَقُولُ " إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الأُوَلِ " .

– **صحيح** .

৬৬৪। আল-বারাআ ইবনু 'আযিব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ কাতারের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে গিয়ে আমাদের বুক ও কাঁধ সোজা করে দিতেন, আর বলতেন ঃ তোমরা কাতারে বাঁকা হয়ে দাঁড়িও না। অন্যথায় তোমাদের অন্তরে বৈপরিত্য সৃষ্টি হবে। তিনি আরো বলতেন ঃ নিশ্চয় প্রথম কাতারসমূহের প্রতি মহান আল্লাহ রহমাত বর্ষণ করেন এবং তাঁর মালায়িকাহ্ (ফিরিশতাগণ) দু'আ করেন।[৬৬৪]

সহীহ।

٦٦٥ – حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، – يَعْنِي ابْنَ أَبِي صَغِيرَةَ – عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا لِلصَّلاَةِ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ .

– **صحيح** : م نحوه .

৬৬৫। সিমাক সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নু'মান ইবনু বশীর ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আমরা সলাতের জন্য দাঁড়ালে রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাতারসমূহ সোজা করে দিতেন। অতঃপর আমরা সমান্তরালভাবে দাঁড়িয়ে গেলে তিনি তাকবীর বলতেন।[৬৬৫]

সহীহ ঃ অনুরূপ মুসলিম।]

---

[৬৬৩] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ কাতার সমান করা), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ কাতার সোজা করা ,হাঃ ২২৭), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইমামাত, অনুঃ ইমাম কিরূপে কাতার সোজা করবেন, হাঃ ৮০৯), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ কাতার সোজা করা, হাঃ ৯৯৪), আহমাদ (৪/২৭৫) প্রত্যেকেই সিমাক সূত্রে।

[৬৬৪] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইমামাত, অনুঃ ইমাম কিরূপে কাতার সোজা করবেন, হাঃ ৮১০) আবুল আহওয়াস সূত্রে।

[৬৬৫] অনুরূপ হাদীস গত হয়েছে (৬৬৩ নং)- এ।

٦٦٦ – حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، – وَحَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ أَتَمُّ – عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، – قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ أَبِي شَجَرَةَ، لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ " . لَمْ يَقُلْ عِيسَى " بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ " . " وَلاَ تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو شَجَرَةَ كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَمَعْنَى " وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ " . إِذَا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الصَّفِّ فَذَهَبَ يَدْخُلُ فِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُلَيِّنَ لَهُ كُلُّ رَجُلٍ مَنْكِبَيْهِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ .

– صحيح .

৬৬৬। ইবনু 'উমার ও আবূ শাজারাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করে নাও, পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও এবং উভয়ের মাঝখানে ফাঁক বন্ধ কর আর তোমাদের ভাইদের হাতে নরম হয়ে যাও। বর্ণনাকারী ঈসার বর্ণনায়, "তোমাদের ভাইয়ের হাতে" শব্দগুলো নেই। (তিনি আরো বলেন,) শাইত্বানের জন্য কাতারের মাঝখানে ফাঁকা জায়গা রেখে দিও না। যে ব্যক্তি কাতার মিলাবে, আল্লাহও তাকে তাঁর রহমাত দ্বারা মিলাবেন। আর যে ব্যক্তি কাতার ভঙ্গ করবে, আল্লাহও তাকে তাঁর রহমাত হতে কর্তন করবেন।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আবূ শাজারার নাম হচ্ছে কাসীর ইবনু মুর্‌রাহ। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) আরো বলেন, "তোমাদের ভাইদের হাতে নরম হয়ে যাও" এর অর্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তি এসে কাতারে প্রবেশ করতে চাইলে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার জন্য নিজ নিজ কাঁধ নরম করে দেবে, যেন সে সহজে কাতারে শামিল হতে পারে।[৬৬৬]

সহীহ।

٦٦٧ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " رُصُّوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَيْنَهَا وَحَاذُوا بِالأَعْنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ " .

– صحيح .

---

[৬৬৬] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইমামাত, অনুঃ যে ব্যক্তি কাতার মিলায়, হাঃ ৮১৮), আহমাদ (৫৭২৪)। শায়খ আহমাদ শাকির বলেন, এর সানাদ সহীহ। ইবনু খুযাইমাহ (১৫৪৯), সকলেই আবূ যাহিরিয়্যাহ সূত্রে।

৬৬৭। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা (সলাতের) কাতারসমূহে মিলে মিশে দাঁড়াবে। এক কাতারকে অপর কাতারের নিকটে রাখবে। পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে। ঐ সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন! আমি চাক্ষুস দেখতে পাচ্ছি, কাতারের খালি (ফাঁকা) জায়গাতে শাইত্বান যেন একটি বকরীর বাচ্চার ন্যায় প্রবেশ করছে।[৬৬৭]

সহীহ।

٦٦٨ – حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ " .

– **صحيح** : ق .

৬৬৮। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কাতারসমূহ সোজা করবে। কারণ কাতারসমূহ সোজা করার দ্বারাই সলাত পূর্ণতা পায়।[৬৬৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٦٦٩ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ السَّائِبِ، صَاحِبِ الْمَقْصُورَةِ قَالَ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ تَدْرِي لِمَ صُنِعَ هَذَا الْعُودُ فَقُلْتُ لاَ وَاللَّهِ . قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ " اسْتَوُوا وَعَدِّلُوا صُفُوفَكُمْ " .

– **ضعيف** .

৬৬৯। প্রাসাদের মালিক মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ইবনুস সায়িব সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আনাস ইবনু মালিক ﷺ-এর পাশে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করলাম। তিনি বললেন, তুমি কি জান (মাসজিদে নাবাবীতে) এ কাষ্ঠ খণ্ডটি কেন তৈরী করা হয়েছে? আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি জানি না। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর তাঁর হাত রেখে বলতেন ঃ তোমরা সোজা হয়ে যাও এবং তোমাদের কাতারসমূহ বরাবর করে নাও।[৬৬৯]

দুর্বল।

---

[৬৬৭] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইমামাত, অনুঃ কাতার ঠিক করতে ইমামের উৎসাহ দান, হাঃ ৮১৪), ইবনু খুযাইমাহ (১৫৪৫), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (৩/ ১০০) আবান সূত্রে।

[৬৬৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ কাতার সোজা করা সলাতের পূর্ণতার অঙ্গ, হাঃ ৭২৩), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ কাতার সমান করা) উভয়ে শু'বাহ সূত্রে।

[৬৬৯] আহমাদ (৩/১৫৪), বায়হাক্বী (২/২২) উভয় মুস'আব ইবনু সাবিত সূত্রে, তাবরীযী 'মিশকাতুল মাসাবীহ' (১০৯৮)। এর সানাদ দুর্বল। সানাদের মুস'আব ইবনু সাবিত সম্পর্কে হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় শিথিল। আর মুহাম্মদ ইবনু মুসলিম ইবনু সায়িব অজ্ঞাত ব্যক্তি।

٦٧٠ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَنَسٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ أَخَذَهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ " اعْتَدِلُوا سَوُّوا صُفُوفَكُمْ " . ثُمَّ أَخَذَهُ بِيَسَارِهِ فَقَالَ " اعْتَدِلُوا سَوُّوا صُفُوفَكُمْ " .

– **ضعيف** : المشكاة ١٠٩ .

৬৭০। আনাস ﷺ থেকে এরূপ সূত্রের উক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে আরো রয়েছে ঃ তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতে দাঁড়ানোর সময় ঐ কাষ্ঠ খণ্ডটি তাঁর ডান হাতে নিয়ে বলতেন ঃ তোমরা সোজা হয়ে যাও, তোমাদের কাতারসমূহ বরাবর করে নাও। তারপর সেটি বাম হাতে নিয়ে বলতেন ঃ তোমরা সোজা হয়ে যাও, তোমাদের কাতারসমূহ বরাবর করে নাও।[৬৭০]

দুর্বল ঃ মিশকাত ১০৯।

٦٧١ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، – يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ – عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ " .

– **صحيح** .

৬৭১। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা সর্বাগ্রে প্রথম কাতার পূর্ণ করবে, তারপর তার পরবর্তী কাতার পূর্ণ করবে। এরপর কোন অসম্পূর্ণতা থাকলে তা যেন শেষ কাতারে হয়।[৬৭১]

সহীহ।

٦٧٢ – حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمِّي، عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلاَةِ " .

– **صحيح** .

৬৭২। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার উৎকৃষ্ট হচ্ছে ঐসব লোক, যারা সলাতের মধ্যে নিজেদের কাঁধ বেশি নরম করে য়।[৬৭২]

সহীহ।

---

[৬৭০] পূর্বেরটি দেখুন। সানাদে একজন দুর্বল ও একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছে।

[৬৭১] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইমামাত, অনুঃ শেষের কাতার, হাঃ ৮১৭), আহমাদ (৩/১৩২), বায়হাক্বী (৩/১০২), সকলেই সাঈদ সূত্রে ক্বাতাদাহ হতে আনাস সূত্রে।

٩٥ – باب الصُّفُوفِ بَيْنَ السَّوَارِي

অনুচ্ছেদ- ৯৫ ঃ খুঁটি সমূহের মাঝখানে কাতার বাঁধা

٦٧٣ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ، قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدُفِعْنَا إِلَى السَّوَارِي فَتَقَدَّمْنَا وَتَأَخَّرْنَا فَقَالَ أَنَسٌ كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

– صحيح .

৬৭৩। 'আবদুল হামীদ ইবনু মাহমূদ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আনাস ইবনু মালিক ﷺ-এর সাথে জুমু'আর সলাত আদায় করি। লোকজন বেশি হওয়ায় আমরা খুঁটি সমূহের মাঝখানে যেতে বাধ্য হই। এতে করে আমরা আগে পিছে হয়ে যাই। আনাস ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমরা এভাবে (দু' খুঁটির মাঝখানে) দাঁড়ানো হতে বিরত থাকার চেষ্টা করতাম।[৬৭৩]

সহীহ।

٩٦ – باب مَنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَلِيَ الإِمَامَ فِي الصَّفِّ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ

অনুচ্ছেদ- ৯৬ ঃ কাতারে ইমামের কাছাকাছি দাঁড়ানো উত্তম ও দূরে দাঁড়ানো অপছন্দনীয়

٦٧٤ – حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ " .

– صحيح : م .

---

[৬৭২] ইবনু খুযাইমাহ (১৫৬৬), বায়হাক্বী (৩/১০১) আবূ 'আসিম সূত্রে। ইবনু 'উমার সূত্রে এর শাহিদ বর্ননা আছে। যা বর্ণনা করেছেন ত্বাবারানী আত্তসাত্ব' (হাঃ ৫২১৭)। এর আরো সানাদ রয়েছে ত্বাবারানীর আত্তআত্ব (হাঃ ৫২৯১) 'আসিম ইবনু বিলাল সূত্রে। আল্লামা হায়যামী 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে (২/৯০) বলেন, হাদীসটি ত্বাবারানী 'আত্তসাত্ব এবং বাযযার বর্ণনা করেছেন। বাযযারের সানাদ হাসান আর ত্বাবারানীর সানাদের লাইস ইবনু হাম্মাদকে দারাকুতনী দুর্বল বলেছেন।

[৬৭৩] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ খুঁটি সমূহের মাঝখানে কাতার করা মাকরুহ, হাঃ ২২৯, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ সলাত, ইমামাত, অনুঃ খুঁটির মাঝখানে কাতার করা, হাঃ ৮২০), আহমাদ (৩/১৩১), সকলেই সুফয়ান সূত্রে।

৬৭৪। আবূ মাসউদ আল-আনসারী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার প্রবীণ ও জ্ঞানী লোকেরা যেন আমার কাছাকাছি দাঁড়ায়। তারপর পর্যায়ক্রমে দাঁড়াবে যারা ঐ গুণে তাদের কাছাকাছি, তারপর দাঁড়াবে যারা তাদের কাছাকাছি তারা।[৬৭৪]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٦٧٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ . وَزَادَ " وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاقِ " .

– **صحيح** : م .

৬৭৫। 'আবদুল্লাহ ﷺ হতে নাবী ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাতে আরো রয়েছে ঃ "তোমরা আগ-পিছ হয়ে দাঁড়াবে না। তাহলে তোমাদের অন্তরে বৈপরিত্য সৃষ্টি হবে। সাবধান! তোমরা মাসজিদে বাজারের ন্যায় শোরগোল করবে না।[৬৭৫]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٦٧٦ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُوفِ " .

– **حسن** : بلفظ : (على الذين يصلون الصوفوف) .

৬৭৬। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ নিশ্চয় কাতারের ডান দিকের (মুসল্লীদের) উপর আল্লাহ রহমাত বর্ষণ করেন এবং মালায়িকাহ (ফিরিশতাগণ) দু'আ করেন।[৬৭৬]

হাসান ঃ এ শব্দে ঃ (على الذين يصلون الصوفوف) "যারা কাতারবদ্ধ হয়ে সলাত আদায় করে"।

---

[৬৭৪] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনু ঃ কাতার সোজা করা), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ তোমাদের মধ্যকার জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা আমার কাছে দাঁড়াবে, হাঃ ২২৮, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ)।

[৬৭৫] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ কাতার সোজা করা), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ তোমাদের মধ্যকার জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোকেরা আমার কাছে দাঁড়াবে, হাঃ ২২৮, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইমামাত, অনুঃ ইমামের সঙ্গে কে মিলে দাঁড়াবে, হাঃ ৮০৬), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ যার ইমামের সঙ্গে মিলে দাড়ানো উত্তম, হাঃ ৯৭৬), আহমাদ (১/৪৫৭), সকলেই আবূ মা'মার সূত্রে।

[৬৭৬] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ কাতারের ডান দিকে দাঁড়ানোর ফাযীলাত, হাঃ ১০০৫), বায়হাক্বী (৩/১০৩), ইবনু হিব্বান (৩৯৩)। ইবনু হাজার 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে (২/২৪৯) বলেন, এর সানাদ হাসান।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ কাতারের ডান পার্শ্বে দাঁড়ানো ফাযীলাতপূর্ণ কাজ।

٩٧ – باب مُقَامِ الصِّبْيَانِ مِنَ الصَّفِّ

অনুচ্ছেদ- ৯৭ ঃ কাতারে বালকদের দাঁড়ানোর স্থান

٦٧٧ – حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ الرَّقَّامُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِد، حَدَّثَنَا بُدَيْلٌ، حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، قَالَ قَالَ أَبُو مَالِكٍ الأَشْعَرِيُّ أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ بِصَلاَةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلاَتَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا صَلاَةُ قَالَ عَبْدُ الأَعْلَى لاَ أَحْسَبُهُ إِلاَّ قَالَ " صَلاَةُ أُمَّتِي " .

– **ضعيف** : المشكاة ١١١٥ .

৬৭৭। 'আবদুর রহমান ইবনু গান্‌ম সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ মালিক **আল আশ'আরী** ؓ বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে নাবী ﷺ-এর সলাত সম্পর্কে বর্ণনা করব না? এরপর তিনি সলাতে দাঁড়ালেন। প্রথমে প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের কাতারবদ্ধ করালেন, তারপর তাদের পিছনের কাতারে বালকদের দাঁড় করালেন। অতঃপর তিনি তাদের সাথে সলাত আদায় করলেন। এরপর বর্ণনাকারী নাবী ﷺ-এর সলাতের বর্ণনা দেন। (বর্ণনাকারী বলেন,) অতঃপর নাবী ﷺ বললেন ঃ এভাবেই সলাত আদায় করতে হয়। বর্ণনাকারী 'আবদুল আ'লা বলেন, আমার ধারণা আমার শায়খ কুর্‌রাহ ইবনু খালিদ বলেছেন, নাবী ﷺ বললেন ঃ আমার উম্মাত এভাবেই সলাত আদায় করবে।[৬৭৭]

দুর্বল ঃ মিশকাত ১১১৫।

٩٨ – باب صَفِّ النِّسَاءِ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ

অনুচ্ছেদ- ৯৮ ঃ মহিলাদের কাতার এবং তারা পিছনের কাতারে দাঁড়াবে, প্রথম কাতারে নয়

٦٧٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا " .

– **صحيح** : م .

---

[৬৭৭] আহমাদ (৫/৩৪১)। সানাদের শাহর ইবনু হাওশাব সম্পর্কে হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে **বলেন,** সত্যবাদী, তবে মুরসাল ও সংশয় প্রচুর।

৬৭৮। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ পুরুষদের সর্বোত্তম কাতার হচ্ছে প্রথমটি আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে শেষেরটি। পক্ষান্তরে মহিলাদের সর্বোত্তম কাতার হচ্ছে শেষেরটি আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে প্রথমটি।[৬৭৮]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٦٧٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ " .

- صحيح .

৬৭৯। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ একদল লোক সর্বদা প্রথম কাতার থেকে পিছনের দিকে সরতে থাকবে। ফলে আল্লাহও তাদেরকে জাহান্নামের পিছন দিকে রাখবেন।[৬৭৯]

সহীহ।

٦٨٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ " تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " .

- صحيح : م .

৬৮০। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সহাবীদেরকে প্রথম কাতারে দাঁড়াতে বিলম্ব করতে দেখে বললেন ঃ সামনে আস এবং আমার অনুকরণ কর। আর তোমাদের পরের লোকেরাও তোমাদের অনুসরণ করবে। একদল লোক সর্বদাই (প্রথম কাতার থেকে) পিছনের দিকে সরতে থাকবে। ফলে মহান আল্লাহও তাদের পিছনে ফেলে রাখবেন।[৬৮০]

সহীহ ঃ মুসলিম।

---

[৬৭৮] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ কাতার সোজা করা), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ প্রথম কাতারের ফাযীলাত, হাঃ ২২৪, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইমামাত, অনুঃ নারীদের উত্তম কাতার সম্পর্কে, হাঃ ৮১৯), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ নারীদের কাতার, হাঃ ১০০০), সকলেই সুহাইল সূত্রে তার পিতা হতে আবূ হুরাইরাহ সূত্রে।

[৬৭৯] ইবনু খুযাইমাহ (১৫৫৯)।

[৬৮০] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ কাতার সোজা করা), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইমামাত, অনুঃ যে ইমামের ইক্বতিদা করেছে তার ইক্বতিদা করা, হাঃ ৭৯৪), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ যার ইমামের কাছে দাঁড়ানো মুস্তাহাব, হাঃ ৯৭৮), আহমাদ (৩/৪৩) আবূল আশহাব সূত্রে।

٩٩ – باب مُقَامِ الإِمَامِ مِنَ الصَّفِّ

অনুচ্ছেদ- ৯৯ ঃ কাতারে ইমামের দাঁড়ানোর স্থান

٦٨١ – حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بَشِيرِ بْنِ خَلاَّدٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ فَسَمِعَتْهُ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " وَسِّطُوا الإِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ " .

– **ضعيف** : لكن الشطر الثاني من صحيح، انظر حديث رقم ٦٦٦, ٦٢٠ .

৬৮১। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ইমামকে কাতারের মাঝখান বরাবর দাঁড় করাও এবং (কাতারের মধ্যকার) ফাঁকা জায়গা বন্ধ করে দাও।[৬৮১]

দুর্বল ঃ কিন্তু হাদীসের দ্বিতীয় অংশটি সহীহ। দেখুন হাদীস নং ৬৬৬, ৬২০।

١٠٠ – باب الرَّجُلِ يُصَلِّي وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

অনুচ্ছেদ- ১০০ ঃ যে ব্যক্তি কাতারের পিছনে একাকী দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করে

٦٨٢ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ وَابِصَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ – قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ – الصَّلاَةَ .

– **صحيح** .

৬৮২। ওয়াবিসাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে কাতারের পিছনে একাকী দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করতে দেখে তাকে পুনরায় সলাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন।[৬৮২]

সহীহ।

---

[৬৮১] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (৩/১০৪) আবূ দাউদ সূত্রে এর সানাদে জা'ফার ইবনু মুসাফির রয়েছে। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন, তিনি সত্যবাদী, তবে প্রায়ই ভুল করতেন। এবং সানাদের ইয়াহইয়া ইবনু বাশীর লুপ্ত (মাসতূর), এবং তার মাতা হচ্ছে উম্মাতুল ওয়াহিদ বিনতু ইয়ামীন। হাফিয বলেন, তাকে বাক্বীয়্যাহ ইবনু মুযাল্লাদ নামকরণ করা হয় তার মুসনাদে, কিন্তু সুনান আবূ দাউদের বর্ণনায় তার নাম উল্লেখ করা হয়নি। তিনি অজ্ঞাত মহিলা।

[৬৮২] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ কাতারের পিছনে একাকী সলাত আদায় করা, হাঃ ২৩১, ইমাম তিরমিযী বলেন, ওয়াবিসার হাদীসটি হাসান), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ কোন ব্যক্তির কাতারের পেছনে একাকী সলাত আদায় করা, হাঃ ১০০৪), দারিমী (১২৮৬), আহমাদ (৪/ ২২৮)।

মাসআলাহ ঃ কাতারের পিছনে কোন ব্যক্তির একাকী সলাত আদায় প্রসঙ্গে

"নাবী ﷺ এক ব্যক্তিকে কাতারের পিছনে একাকী সলাত আদায় করতে দেখে তাকে পুনরায় সলাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন।" হাদীসটি সহীহ ঃ এটি বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ (৬৮২), তিরমিযী (১/৪৪৮),

ত্বাহাভী 'শমারহু মা'আনী' (১/২২৯), বায়হাক্বী (৩/১০৪), আহমাদ (৪/২২৮), ইবনু আবূ শায়বাহ (২/১৩/১), শু'বাহ হতে, এবং ইবনু আসাকির (১৭/৩৪৯/২), 'আমর ইবনু মুররাহ সানাদে.. । হাদীসটি একাধিক সানাদে বর্ণিত হয়েছে এবং এর বহু মুতাবি'আত বর্ণনা আছে। সেগুলোর আলোকে হাদীসটি সহীহ। (বিস্তারিত দেখুন, ইরওয়াউল গালীল ২/৩২৩-৩২৯)

এ ধরনের হাদীস ভিন্ন সানাদে অতিরিক্ত বাজে অংশ সংযোজনের দ্বারাও বর্ণিত হয়েছে। যা বর্ণনা করেছেন আবূ ইয়ালা 'আল-মাকারিদ (৩/১৫/১) ও মুসনাদ (৯৬/১), বায়হাক্বী (৩/১০৫), আস্‌সারিউর ইবনু ইসমাঈল হতে, তিনি শা'বী হতে ওয়াবিসাহ সূত্রে। তিনি বলেন ঃ **"রসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে কাতারের পিছনে একাকী সলাত আদায় করতে দেখে বললেন ঃ হে একাকী সলাত আদায়কারী! তুমি কেন কাতারে মিলিত হলে না, অথবা তোমার পাশে কোন ব্যক্তিকে টেনে নিলে না, যে তোমার সঙ্গে দাঁড়াতো। অতএব তুমি পুনরায় সলাত আদায় কর।"**

তিনি বলেন ঃ 'এতে সারিউর ইবনু ইসমাঈল একক হয়ে গেছেন এবং তিনি বর্ণনাকারী হিসেবে দুর্বল।'

আলবানী বলেন, অনুরূপভাবে আল্লামা হাইসামী (রহঃ)ও (২/৯৬) সারিউরকে কেবল দুর্বল বলেছেন। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন, তিনি মাতরূক। আর এটাই সঠিক যে, তিনি খুবই দুর্বল। একদল হাদীস বিশারদ ইমামগণ তাকে স্পষ্টভাবে মাতরূক বলেছেন। কতিপয় ইমাম বলেছেন, খুবই দুর্বল, আর কতিপয় বলেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য নন।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে ঃ **"এক ব্যক্তি কাতারের পিছনে একাকী সলাত আদায় করছিল। আর নাবী ﷺ তাঁর পিছনের লোকদের তেমনই দেখতে পারতেন যেমন সামনের লোকদের দেখতে পেতেন। অতঃপর নাবী ﷺ লোকটিকে বললেন ঃ তুমি কেন কাতারে প্রবেশ করলে না অথবা কোন ব্যক্তিকে টেনে নিলে না, যাতে করে সে তোমার সাথে সলাত আদায় করে? অতএব তুমি তোমার সলাত পুনরায় আদায় কর।"**

এটি বর্ণনা করেছেন ইবনুল 'আরাবী 'মু'জাম' (ক্বাফ ১২২/১), আবূশ শায়খ 'তারীখু আসবাহান', আবূ নু'আইম 'আখবারু আসবাহান' গ্রন্থে ইয়াহইয়া ইবনু আবদুওয়াইহ্ হতে ক্বায়স ইবনু রাবী' সূত্রে।

আলবানী বলেন, এ সানাদটি নিকৃষ্ট এবং হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল, যা শাহিদ হওয়ার যোগ্য নয়। এর সানাদে ক্বায়স ইবনু রাবী' দুর্বল। হাফিয বলেছেন, "তিনি সত্যবাদী, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তার মস্তিস্ক বিকৃত হয়ে যায় এবং তার ছেলে হাদীসের মধ্যে এমন কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটায় যা তার হাদীসের অংশ নয়। অতঃপর তিনি তাই বর্ণনা করতেন!" এর দ্বারাই হাফিয 'আত-তালখীস' গ্রন্থে (১২৫) হাদীসটিকে দোষযুক্ত বলেছেন। আমি (আলবানী) বলছি, ক্বায়স সূত্রে বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া ইবনু 'আবদুওয়াইহ্ এর জন্য আরো আগে দোষী হওয়ার কথা। কেননা যদিও আহমাদ তার প্রশংসা করেছেন কিন্তু ইবনু মাঈন বলেছেন, তিনি মিথ্যুক, মন্দ লোক। পুনরায় বলেছেন, তিনি কিছুই না। অতএব ইবনু 'আবদুওয়াইহ্ ক্বায়সের চেয়েও দুর্বল। এক কথায় এ অতিরিক্ত অংশটুকু নিকৃষ্ট। এর দুর্বলতা কঠোর হওয়ায় এবং এর বিপরীতে মজবুত মুতাবি'আত থাকার কারণে এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না।

এছাড়া ইবনু 'আব্বাস হতে মারফূ সূত্রে বর্ণিত ঃ **"তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন এমতাবস্থায় কাতারের নিকট পৌঁছবে যে, তা পূর্ণ হয়ে গেছে, তখন সে যেন একজনকে টেনে নিয়ে তাকে তার পার্শ্বে দাঁড় করিয়ে নেয়।"**

এটি ত্বাবারানী 'আল-আওসাত' (১/৩৩) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন হাফ্‌স ইবনু 'উমার হতে, তিনি বিশ্‌র ইবনু ইবরাহীম হতে, তিনি হাজ্জাজ ইবনু হাস্‌সান হতে, তিনি 'ইকরিমাহ হতে, তিনি ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) হতে মারফূ হিসেবে। অতঃপর তিনি বলেছেন ঃ এ সানাদে ইবনু 'আব্বাস সূত্রে বিশ্‌র একক হয়ে গেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তিনি হাদীস জালকারীদের অর্ন্তভুক্ত। যেমন তা একদল হাদীস বিশারদ ইমামগণ ব্যক্ত করেছেন। ইবনু আদী বলেছেন, তিনি হাদীস জালকারীদের অন্যতম একজন। ইবনু হিব্বান বলেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্যদের উপর হাদীস জাল করতেন। আর আল্লামা হাইসামী বলেছেন, তিনি খুবই নিকৃষ্ট। তার এ কথায়

তিনি শিথিলতা করেছেন। তার চেয়েও মন্দ হচ্ছে বুলুগুল মারাম গ্রন্থে হাফিযের চুপ থাকা। অথচ তিনিই 'আত-তালখীস' (২/৩৭) গ্রন্থে বলেন, সানাদটি খুবই দুর্বল। অতএব তাঁর নীরব থাকার দ্বারা ধোঁকায় পড়া যাবে না।

নির্ভরযোগ্য হাফিয ইয়াযীদ ইবনু হারুন তার বিপরীত সানাদ বর্ণনা করেছেন। তিনি 'ইকরিমার স্থলে ইবনু হাইয়্যানকে উল্লেখ করে মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। অতএব হাদীসটি এদিকেই প্রত্যাবর্তন করলে যে, এটি মুকাতিব ইবনু হাইয়্যানের মুরসাল বর্ণনা। সানাদটি মুরসাল না হলে এর সানাদে সমস্যা ছিল না এবং ইবনু 'আব্বাস ও ওয়াবিসাহ্ বর্ণিত হাদীসদ্বয় দ্বারা এটিকে শক্তিশালী করা যেত যদি হাদীস দুটির দুর্বলতা খুব বেশি না হতো। সুতরাং হাদীসটির দুর্বলতা থেকেই গেল।

হাদীসটি অন্য সূত্রেও ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু তাতে টেনে নেয়ার কথাটি বলা হয়নি। বরং তার সলাত পুনরায় পড়ার কথা বলা হয়েছে।

সারকথা হল ঃ নাবী ﷺ কর্তৃক উক্ত ব্যক্তিকে পুনরায় সলাত আদায়ের নির্দেশ দান এবং কেউ কাতারের পিছনে একাকী দাঁড়ালে তার সলাত হয় না- এটি নাবী ﷺ-এর সূত্রে একাধিক সানাদে সহীহভাবে প্রমাণিত। আর উক্ত ব্যক্তিকে নাবী ﷺ-এর নির্দেশ- 'সে যেন কাতার থেকে কোন ব্যক্তিকে টেনে এনে নিজের সঙ্গে একত্র করে নেয়'- এ মর্মে বর্ণনা নাবী ﷺ-এর সূত্রে সহীহভাবে বর্ণিত হয়নি। (দেখুন, ইরওয়াউল গালীল, ৫৪১ নং, যঈফাহ, ৯২১ নং)

ফায়িদাহ্ ঃ যখন সাব্যস্ত হচ্ছে যে, হাদীসটি দুর্বল, তখন কাতার হতে কোন ব্যক্তিকে টেনে নিয়ে তার সাথে কাতার তৈরি করা শারী'আত সম্মত কথা এরূপ বলাটা সঠিক হবে না। কারণ তাতে সহীহ দলীল ছাড়াই শারী'আত চালু করা হবে। আর এরূপ করা জায়িয নয়। বরং ওয়াজিব হচ্ছে এই যে, যদি সম্ভব হয় তাহলে সে কাতারের সাথে মিলে যাবে, অন্যথায় সে একাকী সলাত আদায় করবে। এ অবস্থায় তার সলাত সঠিক হিসেবে গণ্য হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্যের অধিক কষ্ট দেন না। আর কাতারে না মিলে একাকী সলাত আদায় করলে তা পুনরায় আদায় করার নির্দেশ সম্বলিত হাদীসটি সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে ব্যক্তি কাতারে মিলিত হতে ও ফাঁকা স্থান পূরণ করতে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করবে। কাতারে ফাঁকা স্থান না পেয়ে একাকী দাঁড়ালে তা দূষনীয় নয়। অতএব কোন ব্যক্তি কাতারে জায়গা না পেয়ে কাতারের পিছনে একাকী সলাত আদায় করলে তার সলাত বাতিল বলে হুকুম লাগানোটা বোধগম্য নয়। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) তার 'আল-ইখতিয়ারাত' (পৃষ্ঠা ৪২) গ্রন্থে একই মত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ ওযরের কারণে (কাতারের পিছনে) একাকী সলাত আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে। হানাফীরাও একই কথা বলেছেন। যদি কাতারে স্থান না পায় তাহলে উত্তম হচ্ছে এই যে, সে একাকী পড়বে। সে সামনের কাতার হতে কাউকে টেনে নিবে না..।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সামনের কাতারের খালি স্থান পূরণ করা শুধুমাত্র মুস্তাহাব নয়। কারণ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কাতারে মিলিত হয়ে তা পূরণ করল, আল্লাহ তাকে রহমতের সাথে মিলিত করবেন। আর যে ব্যক্তি কাতারকে ছিন্ন করল আল্লাহ তাকে তাঁর রহমত হতে ছিন্ন করবেন।" হাক্ব হচ্ছে এই যে, সাধ্যমত কাতারের খালি স্থান পূরণ করা ওয়াজিব। তা সম্ভব না হলে একাকী দাঁড়াবে। (দেখুন, যঈফাহ ৯২২ নং, যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ ৩৯১-৩৯২ পৃঃ)

শায়খ সালিহ আল-উসাইমিন (রহঃ) বলেন ঃ সলাতে এসে যদি দেখে যে, কাতার পরিপূর্ণ হয়ে গেছে, তবে তার তিনটি অবস্থা রয়েছে ঃ ১) কাতারের পিছনে একাকী সলাত আদায় করবে। ২) অথবা সামনের কাতার থেকে একজন লোক টেনে নিবে এবং তাকে নিয়ে নতুন কাতার বানাবে। ৩) অথবা কাতার সমূহের আগে চলে গিয়ে ইমামের ডান দিকে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করবে। ৪) এ তিনটি অবস্থা হচ্ছে যদি সে সলাতে প্রবেশ করতে চায়। চতুর্থ অবস্থা হচ্ছে, এর কোনটিই করবে না। অর্থাৎ - এ জামা'আতে শামিল হবে না, অপেক্ষা করবে। এ চারটি অবস্থার মধ্যে কোনটি গ্রহণ করা বিশুদ্ধ?

١٠١ – باب الرَّجُلِ يَرْكَعُ دُونَ الصَّفِّ

অনুচ্ছেদ- ১০১ ঃ যে ব্যক্তি কাতারে না পৌছেই রুকু' করে

٦٨٣ – حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ، حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ، حَدَّثَ أَنَّهُ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَنَبِيُّ اللَّهِ ﷺ رَاكِعٌ – قَالَ – فَرَكَعْتُ دُونَ الصَّفِّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ " .

– صحيح : خ.

আমরা বলব, এ চারটি অবস্থার মধ্যে বিশুদ্ধতম অবস্থাটি হচ্ছে, কাতারের পিছনে একাকী দাঁড়াবে এবং ইমামের সাথে সলাত আদায় করবে। কেননা ওয়াজিব হচ্ছে জামা'আতের সাথে এবং কাতারে শামিল হয়ে সলাত আদায় করা। এ দুটি ওয়াজিবের মধ্যে একটি বাস্তবায়ন করতে অপারগ হলে অন্যটি বাস্তবায়ন করবে। অতএব আমরা বলব, কাতারের পিছনে একাকী হলেও জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করবে। যাতে তার ফাযীলাত লাভ করতে পারেন। এ অবস্থায় কাতারে শামিল হওয়ার ওয়াজিব তার উপর থেকে রহিত হয়ে যাবে। কেননা তিনি তাতে অপারগ। আল্লাহ সাধ্যের অতিত কোন কাজ বান্দার উপর চাপিয়ে দেননি। তিনি বলেন ঃ "আল্লাহ মানুষের সাধ্যাতিত কোন কিছু তার উপর চাপিয়ে দেননি।" (সূরাহ বাক্বারাহ ঃ ২৮৬)। তিনি আরো বলেন ঃ "তোমরা সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর।" (সূরাহ তাগাবুন ঃ ১৬)

এ মতের প্রমাণে বলা যায়, কোন নারী যদি কাউকে সাথী হিসেবে না পায় তবুও সে একাকী কাতারের পিছনে দাঁড়াবে। কেননা পুরুষের কাতারে দাঁড়ানো তার অনুমতি নেই। যখন কিনা শারঈ নির্দেশের কারণে পুরুষের কাতারে দাঁড়াতে সে অপারগ, তখন একাকী কাতারে দাঁড়াবে এবং সলাত আদায় করবে। অতএব যে ব্যক্তি কাতার পূর্ণ হওয়ার পর মাসজিদে প্রবেশ করবে এবং সে প্রকৃতপক্ষে কাতারে দাঁড়ানোর জন্য স্থান পাবে না, তখন তার এ ওয়াজিব রহিত হয়ে যাবে। বাকী থাকবে জামা'আতের সাথে সলাত আদায় করা। তাই সে কাতারের পিছনে একাকীই দাঁড়াবে ও সলাত আদায় করবে।

কিন্তু সম্মুখের কাতার থেকে কোন লোককে টেনে নিয়ে আসলে তিনটি নিষিদ্ধ কাজ করা হয় ঃ

(ক) আগের কাতারে একটি স্থান ফাঁকা করা হল, ফলে কাতার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। যা নাবী □-এর নির্দেশের বিরোধী। তিনি কাতারকে বরাবর ও ফাঁকা স্থান পূর্ণ করতে নির্দেশ করেছেন।

(খ) টেনে নিয়ে আসা লোকটিকে তার উত্তম স্থান থেকে কম সওয়াবের স্থানে সরিয়ে দেয়া হল। যা রীতিমত একটি অপরাধ।

(গ) লোকটির সলাতে ব্যাঘাত ঘটানো হল। কেননা তাকে টানাটানি করলে তার অন্তরে একাগ্রতা কমে যাবে। এটিও একটি অপরাধ।

তৃতীয় অবস্থায় ইমামের ডান দিকে গিয়ে দাঁড়াতে বলা হয়েছে ঃ কিন্তু এটা উচিত নয়। কেননা ইমামের স্থান অবশ্যই মুক্তাদীদের থেকে আলাদা থাকতে হবে। যেমন করে ইমাম কথায় ও কাজে মুক্তাদীদের থেকে বিশেষ ও আলাদা থাকেন। এটাই নাবী ﷺ-এর হিদায়াত। ইমাম মুক্তাদীদের থেকে আলাদা স্থানে তাদের সম্মুখে এককভাবে অবস্থান করবেন। এটাই ইমামের বিশেষত্ব। এখন মুক্তাদীগণও যদি তাঁর সাথে দণ্ডায়মান হয়, তবে তো তাঁর উক্ত বিশেষত্ব শেষ হয়ে গেল।

আর চতুর্থ অবস্থায় জামা'আত ছেড়ে দাঁড়িয়ে থাকার কথা বলা হয়েছে ঃ এটা অযৌক্তিক বিষয়। কেননা জামা'আতে শামিল হওয়া ওয়াজিব এবং কাতারে শামিল হওয়াও ওয়াজিব। দু' ওয়াজিবের একটিতে অপারগ হলে তার কারণে অপরটিকে পরিত্যাগ করা জায়িয হবে না। (ফাতাওয়াহ আরকানুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৪০৫-৪০৭)

৬৮৩। হাসান (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। আবূ বাক্‌রাহ ﷺ বর্ণনা করেন যে, একদা আল্লাহর নাবী ﷺ রুকু'তে থাকাবস্থায় তিনি মাসজিদে প্রবেশ করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি কাতারে না পৌঁছেই রুকু' করে নিলাম। নাবী ﷺ (আমাকে) বললেন ঃ আল্লাহ (ইবাদাত ও নেকীর প্রতি) তোমার আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিন, তবে পুনরায় এরূপ করো না।[৬৮৩]

সহীহ ঃ বুখারী।

٦٨٤ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا زِيَادٌ الأَعْلَمُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ، جَاءَ وَرَسُولُ اللَّهِ رَاكِعٌ فَرَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلاَتَهُ قَالَ " أَيُّكُمُ الَّذِي رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ " . فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ أَنَا . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ " .

– صحيح .

৬৮৪। হাসান (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। একদা আবূ বাক্‌রাহ ﷺ (মাসজিদে) এসে রসূলুল্লাহ ﷺ-কে রুকু'তে পেলেন। তিনি কাতারে না পৌঁছেই রুকু' করলেন, তারপর কাতারে শামিল হওয়ার জন্য অগ্রসর হলেন। নাবী ﷺ সলাত শেষ করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কে কাতারে পৌঁছার পূর্বেই রুকু' করেছে এবং পরে কাতারে শামিল হওয়ার জন্য অগ্রসর হয়েছে? আবূ বাক্‌রাহ ﷺ বললেন, আমি। নাবী ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ তোমার আগ্রহ আরো বাড়িয়ে দিন। তবে পুনরায় এরূপ করো না।[৬৮৪]

সহীহ।

---

[৬৮৩] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ কাতারে না ঢুকেই রুকু' করা, হাঃ ৭৮৩), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইমামত, অনুঃ কাতারের বাইরে রুকু' করা, হাঃ ৮৭০), আহমাদ (৫/৩৯), সকলেই যিয়াদ সূত্রে।

হাদীস থেকে শিক্ষা ঃ

১। হাদীসটি প্রমাণ করে কাতারে মিলিত হওয়ার পূর্বে কাতারের পিছনে একাকী সলাত জায়িয। কেননা সলাতের কিছু অংশ জায়িয হলে পুরো সলাত জায়িয হওয়াটাই স্বাভাবিক। (জ্ঞাতব্যঃ কাতারে ফাঁকা জায়গা থাকলে কাতারের পিছনে দাঁড়িয়ে একাকী সলাত আদায় একেবারেই অনুচিত। কোন কোন সহীহ হাদীসে এ ব্যাপারে কঠোর বক্তব্য এসেছে)।

২। হাদীসের ভাষ্য ঃ (وَلاَ تَعُـدْ) "তবে পুনরায় এরূপ করো না"-এতে ঐ সলাত আদায়কারীকে ভবিষ্যতে এর চেয়ে উত্তম 'আমালের প্রতি নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। যদি তার ঐরূপ সলাত জায়িয না হতো তাহলে নাবী ﷺ তাকে পুনরায় সলাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন।

উল্লেখ্য হাদীসে বর্ণিত (وَلاَ تَعُدْ) ভাষ্যটির হরকত পরিবর্তনের মাধ্যমে এর কয়েক ধরনের অর্থ হয়। যেমন ঃ

(ক) (وَلاَ تَعُدْ) ঃ অর্থাৎ যেরূপ করলে তার পুনরাবৃত্তি করবে না।

(খ) (وَلاَ تَعْـدُ) ঃ অর্থাৎ দৌড়ে সলাতে আসবে না। বরং শান্তভাবে এসে কাতারে শামিল হবে, তারপর সলাত আদায় করবে।

(গ) (وَ لاَ تُعِدْ) ঃ অর্থাৎ তুমি তোমার আদায়কৃত সলাত পুনরায় আদায় করবে না। বরং তাই যথেষ্ট।

[৬৮৪] আহমাদ (৫/৪৬) 'আবদুর রাযযাক সূত্রে.. হাসান হতে।

تفريع أبواب السُّتْرَةِ

١٠٢ – باب مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي

অনুচ্ছেদ- ১০২ ঃ মুসল্লী কিরূপ সুত্‌রাহ্ স্থাপন করবে

٦٨٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا جَعَلْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلَ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ فَلاَ يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ " .

– صحيح : م .

৬৮৫। ত্বালহা ইবনু 'উবাইদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তুমি (খোলা ময়দানে সলাত আদায়কালে) তোমার সামনে উটের পিঠের হাওদার পিছন দিকের কাষ্ঠ খণ্ড বা অনুরূপ কোন কিছু স্থাপন করলে তোমার সামনে দিয়ে কারো চলাচলে (সলাতের) কোন ক্ষতি হবে না।[৬৮৫]

সহীহ ঃ মুসলিম।

[৬৮৫] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মুসল্লীর সুতরাহ), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মুসল্লীর সুতরাহ্, হাঃ ৩৩৫, ইমাম তিরমিযী বলেন, ত্বালহার হাদীসটি সহীহ), আহমাদ (১/১৬২), সকলেই সিমাক সূত্রে মূসা হতে।

সুতরাহ্ সম্পর্কে আলোচনা ঃ

যে বস্তু দ্বারা কোন কিছুকে আড়াল দেওয়া হয় তাকে সুতরাহ্ বলে। ইসলামী পরিভাষায় সুতরাহ্ বলা হয় ঐ খুঁটি, দেয়াল, কাঠ বা বস্তুকে যা সলাত আদায়কারীর সামনে রাখা হয়।

নাবী ﷺ যেসব বস্তু দ্বারা সুতরাহ্ করেছেন ঃ

নাবী ﷺ যেসব বস্তু দ্বারা সুতরাহ্ গ্রহণ করেছেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

১। নাবী ﷺ কখনো দেয়ালকে সুতরাহ্ বানিয়ে তার নিকটবর্তী হয়ে সলাতে দাঁড়াতেন। তখন তাঁর ও দেয়ালের মধ্যে তিন হাতের ব্যবধান থাকত। আরেক বর্ণনায় রয়েছে ঃ তাঁর সাজদাহ্র স্থান ও দেয়ালের মধ্যে একটি বকরী অতিক্রম করার মত ব্যবধান থাকত। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

২। তিনি ﷺ কখনো খাট (অথচ 'আয়িশাহ তাতে ঘুমিয়ে থাকতেন), কাঠ, গাছ কিংবা মাসজিদের খুঁটিকে সামনে রেখে সলাত আদায় করেছেন। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, আবূ ইয়ালা, নাসায়ী, আহমাদ)

৩। নাবী ﷺ যখন যুদ্ধের সফরে থাকতেন, কিংবা খোলা ময়দানে সলাত আদায় করতেন, তখন সামনে (তীর, বর্শা এ ধরনের) হাতিয়ার গেড়ে সুতরাহ্ বানিয়ে সলাত আদায় করতেন। আর লোকেরা তাঁর পিছনে সলাত আদায় করতো। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, ইবনু মাজাহ)

৪। নাবী ﷺ কখনো বাহন কিংবা সওয়ারীর আসনকে সামনে রেখে সুতরাহ্ বানিয়ে সলাত আদায় করতেন। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, আহমাদ, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ)

সুতরাহ্র ভেতর দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে না দেয়া ঃ

নাবী ﷺ তাঁর এবং সুতরাহ্র মধ্য দিয়ে কোন কিছুকে অতিক্রম করতে দিতেন না। সুতরাহ্র ভেতর দিয়ে অতিক্রম নিষেধ হওয়া সম্পর্কে নাবী ﷺ-এর কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো ঃ

১। একবার নাবী ﷺ সলাত আদায় করছিলেন হঠাৎ একটি ছাগল তাঁর সম্মুখ দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছিল। তিনি তার সাথে পাল্লা দিয়ে তাঁর পেটকে দেয়ালে লাগিয়ে দিলেন (ফলে ছাগলটি তাঁর পেছন দিয়ে অতিক্রম করে)। (সহীহ ইবনু খুযাইমাহ, ত্বাবারানী এবং হাকিম। ইমাম হাকিম ও ইমাম যাহাবী একে সহীহ বলেছেন)

২। নাবী ﷺ বলেন ঃ তোমাদের কেউ সুতরাহ্‌র অভিমুখে সলাত আদায়ে দাঁড়ালে সে যেন তার নিকটবর্তী হয়। যাতে শায়ত্বান তার সলাত বিনষ্ট করতে না পারে। (আবূ দাউদ, বাযযার, হাকিম, তিনি একে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী ও নাববী তার সমর্থন দিয়েছেন)

৩। নাবী ﷺ আরো বলেন ঃ সলাত আদায়কারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী যদি জানত এতে কী পরিমান (গুনাহ) রয়েছে তবে চল্লিশ (দিন, বৎসর, মাস বা ওয়াক্ত) দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা তার জন্য উত্তম (মনে) হত। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ)

৪। নাবী ﷺ আরো বলেন ঃ সুতরাহ্ ব্যতীত সলাত আদায় করবে না, আর তোমার সম্মুখ দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে দিবে না, যদি কেউ অগ্রাহ্য করে তবে তার সাথে লড়াই করবে, কেননা তার সাথে ক্বারীন (শাইত্বান) রয়েছে। (সহীহ ইবনু খুযাইমাহ- সানাদ উত্তম)

৫। নাবী ﷺ আরো বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন এমন বস্তুর দিকে মুখ করে সলাত আদায় করে যা তাকে লোকজন থেকে আড়াল করে, এরপরও কেউ যদি তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করতে চায় তবে যেন তার বক্ষ ধরে তাকে প্রতিহত করে (এবং সাধ্যমত তাকে বাধা দেয়)। অপর বর্ণনায় রয়েছে ঃ তাকে যেন দু'বার বাধা দেয়, তাও যদি সে অমান্য করে তবে সে যেন তার সাথে লড়াই করে, কেননা সে হচ্ছে একটা শাইত্বান। (সহীহ সানাদে আহমাদ, দারাকুতনী ও ত্বাবারানী। এ হাদীসের মর্ম সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ অন্যান্য কিতাবে একদল সহাবা থেকে বর্ণিত হয়েছে)

সুতরাহ্ সম্পর্কে কতিপয় বিশ্ববরেণ্য 'আলিমের অভিমত ঃ

১। হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন ঃ "সুতরাহ্ বিহীন সলাত আদায়কালে মুসল্লীর সামনে দিয়ে বালেগা নারী, গাধা, কালো কুকুর অতিক্রম করলে সলাত ভঙ্গ হবে" সহীহ সূত্রে বর্ণিত এ হাদীস এবং 'আয়িশাহ (রাঃ) এর বর্ণনা ঃ "তিনি নাবী ﷺ-এর সাজদাহ্‌র জায়গায় আড়াআড়ি হয়ে শুয়ে থাকতেন। নাবী ﷺ যখন সাজদাহ্ করার সময় তার পায়ে চিমটি কাটতেন তখন তিনি পা গুটিয়ে নিতেন। সাজদাহ্ হতে উঠে দাঁড়ালে তিনি আবার পা ছড়িয়ে দিতেন।"– এ উভয় হাদীসের মধ্যে পার্থক্য হলো, অতিক্রম করা আর অবস্থান করার। (দেখুন,যাদুল মা'আদ) অর্থাৎ অতিক্রম করলে সলাত ভঙ্গ হবে কিন্তু মুসল্লীর বরাবর অবস্থানকারী স্বীয় স্থান থেকে সরে গেলে সলাত ভঙ্গ হবে না। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

২। সউদী আরবের প্রাক্তন গ্রান্ড মুফতি শায়খ 'আবদুল 'আযীয বিন বায (রহঃ) বলেন ঃ সুতরাহর দিকে মুখ করে সলাত আদায় সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। তবে ওয়াজিব নয়। কেননা নাবী ﷺ থেকে প্রমাণিত আছে তিনি ﷺ কখনো সুতরাহ্ ছাড়াও সলাত আদায় করেছেন। কেউ সুতরাহর জন্য কিছু না পেলে তার জন্য দাগ টানাই যথেষ্ট। দাগ টানা সম্পর্কিত হাদীসটি আহমাদ ও ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন হাসান সানাদে এবং ইবনু হিব্বান একে সহীহ বলেছেন। হাফিয ইবনু হাজার বলেন, যারা একে মুযতারিব বলেছেন তা সঠিক নয় বরং এটি হাসান।

সুতরাহর দুরত্ব হচ্ছে মুসল্লীর পা থেকে তিন হাত (যিরা) পরিমান জায়গা। নাবী (সাঃ) থেকে প্রমাণিত আছে ঃ তিনি ﷺ কা'বা শরীফে সলাত আদায়কালে তাঁর ও কা'বা শরীফের পশ্চিম পার্শ্বের দেয়ালের মাঝে তিন যিরা দুরত্ব রেখে সলাত আদায় করেছেন। অতএব কেউ তিন যিরার অধিক দুরত্ব পথ দিয়ে অতিক্রম করলে তিনি মুসল্লীর জন্য অতিক্রমকারী হিসেবে গন্য হবেন না। কিন্তু মুসল্লীর পা থেকে শুরু করে তিন যিরা পরিমান জায়গার ভেতর দিয়ে যদি বালেগা নারী, কালো কুকুর ও গাধা অতিক্রম করে তাহলে মুসল্লীর সলাত নষ্ট হবে।

উল্লেখ্য হাদীসে বর্ণিত উক্ত তিনজন (বালেগা নারী, কালো কুকুর ও গাধা) ব্যতীত অন্যরা যদি তিন যিরার ভেতর দিয়ে অতিক্রম করে যেমন বালেগ পুরুষ, কালো কুকুর ব্যাতীত ভিন্ন রঙের কুকুর, গাধা ব্যাতীত অন্য প্রানী এবং নাবালেগ মেয়ে অতিক্রম করে তাহলে সলাত কাটবে না, নষ্ট হবে না। কিন্তু মুসল্লীকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে যেন ঐ তিনজনসহ সাধারণভাবে সকলকেই তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমে বাঁধা দেয়।

জ্ঞাতব্য, মাসজিদুল হারাম, মাসজিদে নাবাবী ও অন্যান্য মাসজিদে অধিক ভিড় হলে তাতে অন্যকে বাঁধা দেয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় সুতরাহ না রাখলে এবং মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলে অসুবিধা নেই। কেননা ওজরের কারণে এখানে শারী'আত শিথিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "তোমরা আমাকে সাধ্য মোতাবেক ভয় করো"। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি তোমাদেরকে কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে সেটা তোমারা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী গ্রহণ করো।" (আহমাদ, বুখারী)। ইবনু যবাইর থেকে প্রমাণিত আছে, তিনি মাসজিদুল হারামে সুতরাহ ব্যাতীত সলাত আদায় করছিলেন আর তার সম্মুখ দিয়ে লোকেরা তাওয়াফ করছিল। নাবী ﷺ থেকেও অনুরূপ প্রমাণ আছে কিন্তু দুর্বল সানাদে। (দেখুন, ফাতাওয়াহ শায়খ বিন বায -রহঃ)

৩। শায়খ সালিহ আল-উসাইমিন (রহঃ) বলেন ঃ সুতরাহ্ গ্রহণ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। তবে জামা'আতের সাথে সলাত আদায়কালে সুতরাহ্র প্রয়োজন নেই। ইমামের সুতরাহ্ মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট। এর সীমা সম্পর্কে নাবী ﷺ বলেন ঃ "উটের উপর হেলান দিয়ে বসার জন্য তার পিঠে যে কাঠ রাখা হয় তার উচ্চতার বরাবর।"- (সহীহ মুসলিম)। এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ উচ্চতা। এর চাইতে কমও বৈধ আছে। কেননা হাদীসে এসেছে ঃ "তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যখন সলাত আদায় করে, সে যেন একটি তীর দিয়ে হলেও সুতরাহ্ করে নেয়।"- (ইবনু খুযাইমাহ, আহমাদ)। হাসান সানাদে আবূ দাউদে বর্ণিত অন্য হাদীসে বলা হয়েছে ঃ "কোন কিছু না পেলে যেন একটি দাগ টেনে নেয়।" হাফিয ইবনু হাজার বুলুগুল মারাম গ্রন্থে বলেন, যারা হাদীসটি মুযতারাব বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তারা সঠিক কথা বলেননি। সুতরাং হাদীসটি প্রত্যাখান করার তেমন কারণ নেই।

আর মাসজিদুল হারাম বা অন্য কোন স্থানে মুক্তাদী মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) মিনায় আগমন করলেন। তখন নাবী ﷺ লোকদের নিয়ে একটি দেয়াল সামনে রেখে সলাত আদায় করছিলেন। ইবনু 'আব্বাস কাতারের সম্মুখ দিয়ে একটি গাধার পিঠে চড়ে অতিক্রম করলেন। কেউ তার প্রতিবাদ করেননি। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম)

কিন্তু মুসল্লী যদি ইমাম বা একাকী হয়, তবে তার সম্মুখ দিয়ে যাওয়া জায়িয নেই। চাই তা মাসজিদুল হারাম হোক বা অন্য কোন স্থানে। কেননা সাধারণভাবে হাদীসগুলো এ কথাই প্রমাণ করে। এমন কোন দলীল পাওয়া যায় না যে, মাক্কাহ বা মাসজিদে হারামে বা মাদীনাহর মাসজিদে মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা যাবে কোন গুনাহ হবে না। (দেখুন, ফাতাওয়াহ আরকানুল ইসলাম)

৪। আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন ঃ কোন মুসল্লীর জন্য জায়িয নয় সুতরাহ্ ছাড়া সলাত আদায় করা। বরং উচিত হলো এমন কিছু সামনে রেখে সলাত আদায় করা যা মানুষকে তার সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমে বাধা সৃষ্টি করবে। ইমাম ও একাকী উভয়ের ক্ষেত্রেই সুতরাহ্ জরুরী। যদিও তা বিশাল মাসজিদ হয়। সুতরাহ্র বেলায় ছোট মাসজিদ আর বড় মাসজিদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এটাই হাক্ব কথা। ইবনু হানী ইমাম আহমাদ সূত্রে স্বীয় মাসায়িল গ্রন্থে বলেন ঃ "একদা আমাকে আবূ 'আবদুল্লাহ ইমাম আহমাদ সুতরাহ্বিহীন সলাত আদায় করতে দেখেন। আমি তার সাথে জামে মাসজিদে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ কোন কিছু দিয়ে আড়াল কর। আমি একটি লোক দ্বারা আড়াল করলাম।"

শায়খ আলবানী (রহঃ) আরো বলেন ঃ মাক্কাহ ও মাদীনাহ্র মাসজিদে শারঈ ওজর ছাড়া মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাওয়ার কোন সহীহ দলীল নেই। তাই যথাসম্ভব মাসজিদে হারামে কোন মুসল্লীর সামনে দিয়ে যাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ অন্যান্য মাসজিদের চাইতে মাসজিদে হারামের সম্মান বেশি। মাসজিদে

٦٨٦ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ آخِرَةُ الرَّحْلِ ذِرَاعٌ فَمَا فَوْقَهُ .

– صحيح مقطوع .

৬৮৬। 'আত্বা (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাওদার পশ্চাৎভাগের কাষ্ঠ খণ্ড এক হাত বা তার চেয়ে কিছু বেশি (লম্বা) হয়ে থাকে।[৬৮৬]

সহীহ মাক্বতূ।

٦٨٧ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ أَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الأُمَرَاءُ .

– صحيح : ق .

হারামে মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমের হাদীসটি **দুর্বল**, যা **দলীলযোগ্য** নয়। বরং এর বিপরীতের রয়েছে সহাবীগণের বিশুদ্ধ আসার। ইয়াহইয়া ইবনু কাসীর বলেন ঃ

رأيت انس ابن مالك دخل المسجد الحرام فركز شيأ أو هيا شيأ يصلي اليه

"আমি দেখলাম আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করলেন, অতঃপর (সুতরাহ্ স্বরূপ) কিছু একটা তৈরি করে সেদিকে ফিরে সলাত আদায় করলেন।" (সহীহ সানাদে ইবনু আসাকির, ৮/১৮)

সালিহ ইবনু কায়সান সূত্রে বণিত, তিনি বলেন ঃ رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة و لا يدع أحد يمر بين يدي

"আমি ইবনু 'উমার (রাঃ)-কে কা'বা শরীফে সলাত আদায় করতে দেখেছি। তিনি তাঁর সম্মুখ দিয়ে কাউকে অতিক্রম করতে দেননি।" (সহীহ সানাদে আবূ যুর'আহ রাযী 'তারীখে দামিস্ক' ৯১/১, অনুরূপ ইবনু আসাকির 'তারীখে দামিস্ক' ৮/১০৬/২)

মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমের ব্যাপারে নিষেধ ও ধমকিমূলক হাদীসগুলো ব্যাপক অর্থবোধক। যা কোন মাসজিদকে বাদ দিয়ে কোন মাসজিদকে কিংবা কোন স্থানকে বাদ দিয়ে কোন স্থানকে নির্দিষ্ট করেনি। বরং ঐ হাদীসগুলো মাসজিদুল হারাম ও মাদীনাহর মাসজিদকে সর্বাগ্রে অর্ন্তভুক্ত করে। কেননা এ সমস্ত হাদীস নাবী ﷺ তাঁর মাসজিদেই বলেছেন। তাই এর দ্বারা মূলত তাঁর মাসজিদ উদ্দেশ্য, এবং তার অনুসরণে অন্যান্য মাসজিদ এর অর্ন্তভুক্ত। আর উল্লিখিত আসার দুটি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, মাসজিুল হারামও ঐ হাদীসগুলোর বিধানে ঢুকে গেছে। কতিপয় লোকে বলে যে, অতিক্রমের নিষেধাজ্ঞা থেকে মাক্কাহ ও মাদীনাহর মাসজিদ পৃথক। কিন্তু তাদের এ কথার কোন মৌলিকত্ব সুন্নাতে নেই এবং কোন একজন সহাবীর সূত্রেও নেই। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে মাক্কাহর মাসজিদে অতিক্রমের ব্যাপারে একটিমাত্র যে বর্ণনা রয়েছে তার সানাদ সহীহ নয় এবং তাতে তাদের দাবীর কোন দলীলও নেই। এ সত্ত্বেও বর্ণনাটিতে এ কথা স্পষ্ট নেই যে, তারা তাঁর ও তাঁর সাজদাহর স্থানের মধ্যদিয়ে অতিক্রম করেছে। বর্ণনাটি হচ্ছে ঃ মুত্তালিব ইবনু আবূ ওয়াদাহ হতে বর্ণিত, তিনি দেখলেন নাবী ﷺ ও কা'বার মাঝে সুতরাহ্ ছিল। আর লোকেরা তার সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিল।" সুতরাং কতিপয় আহলি 'ইলম অতিক্রমের কথা বললেও সন্দেহ নেই যে, এরূপ কথা সুন্নাত বিরোধী। কারণ অতিক্রমে নিষেধাজ্ঞা ও বাধাদান মূলক হাদীসগুলো ব্যাপক, যা কোনটিকে পৃথক না করে যেকোন মাসজিদকে শামিল করে। আর সহাবীদের বিশুদ্ধ আসার দ্বারাও মাক্কাহর মাসজিদ এর অর্ন্তভুক্ত হওয়া স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। (দেখুন, শায়খ আলবানী প্রণীত হাজ্জাতুন নাবী ﷺ, সিফাতু সলাতিন নাবী ﷺ, ও অন্যান্য)

[৬৮৬] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

৬৮৭। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের দিন বের হওয়ার সময় সঙ্গে বর্শা নেয়ার নির্দেশ দিতেন। সেটি তাঁর সামনে স্থাপন করা হত এবং তিনি সেদিকে ফিরে সলাত আদায় করতেন। আর লোকজন তাঁর পেছনে থাকত। তিনি সফর অবস্থায়ও এরূপ করতেন। এ জন্যই তখন থেকে শাসকরা সাথে বর্শা রেখে থাকেন।[৬৮৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٦٨٨ – حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ خَلْفَ الْعَنَزَةِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ .

– صحيح : ق .

৬৮৮। **আবূ জুহাইফাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত।** নাবী ﷺ আল-বাত্বহা নামক স্থানে সলাত আদায় করলেন। **তখন তাঁর সামনে একটি বর্শা স্থাপিত** ছিল। তিনি যুহরের দু' রাক'আত ও 'আসরের দু' রাক'আত **সলাত আদায় করলেন। এ সময় বর্শার অপর পাশ** দিয়ে নারী ও গাধা চলাচল **করছিল।**[৬৮৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٠٣ – باب الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا

অনুচ্ছেদ- ১০৩ ঃ ছড়ি না পাওয়া গেলে রেখা টেনে দিবে

٦٨٩ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ، حُرَيْثًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ " .

– **ضعيف** : المشكاة ٧٨١ .

৬৮৯। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ (খোলা জায়গাতে) সলাত আদায় করলে যেন (সুতরাহ্ হিসেবে) তার সামনে কিছু স্থাপন করে। কিছু না পাওয়া গেলে যেন একটি লাঠি স্থাপন করে নেয়। সাথে কোন লাঠি না থাকলে (মাটিতে) যেন

---

[৬৮৭] বুখারী (অধ্যায় ঃ দু' ঈদ, অনুঃ ঈদের দিন যুদ্ধের হাতিয়ার সম্মুখে রেখে সলাত আদায়, হাঃ ৯৭২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মুসল্লীর সুতরাহ্) নুমাইর সূত্রে।

[৬৮৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ লৌহযুক্ত ছড়ি সামনে রেখে সলাত আদায়, হাঃ ৪৯৯), মুসলিম (অধ্যায়ঃ সলাত, অনুঃ মুসল্লীদের সুতরাহ্) শু'বাহ সূত্রে।

একটি দাগ টেনে নেয়। তারপর সামনে দিয়ে কিছু চলাচল করলে সলাতের **কোন ক্ষতি হবে** না।[৬৮৯]

দুর্বল ঃ মিশকাত ৭৮১।

٦٩٠ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، – يَعْنِي ابْنَ الْمَدِينِيِّ – عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ، حُرَيْثٍ – رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ، ﷺ قَالَ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْخَطِّ . قَالَ سُفْيَانُ لَمْ نَجِدْ شَيْئًا نَشُدُّ بِهِ هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَجِئْ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ . قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَتَفَكَّرَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ مَا أَحْفَظُ إِلاَّ أَبَا مُحَمَّدِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ سُفْيَانُ قَدِمَ هَا هُنَا رَجُلٌ بَعْدَ مَا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ فَطَلَبَ هَذَا الشَّيْخَ أَبَا مُحَمَّدٍ حَتَّى وَجَدَهُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَخَلَطَ عَلَيْهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ سُئِلَ عَنْ وَصْفِ الْخَطِّ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ هَكَذَا عَرْضًا مِثْلَ الْهِلاَلِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ مُسَدَّدًا قَالَ قَالَ ابْنُ دَاوُدَ الْخَطُّ بِالطُّولِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَصَفَ الْخَطَّ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ هَكَذَا – يَعْنِي – بِالْعَرْضِ حَوْرًا دَوْرًا مِثْلَ الْهِلاَلِ يَعْنِي مُنْعَطِفًا .

– ضعيف .

৬৯০। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। আবূল ক্বাসিম ﷺ বলেছেন .. বর্ণনাকারী অতঃপর দাগ টানা সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেন। আবূ সুফিয়ান বলেন, এ হাদীসটিকে মজবুত প্রমাণ করার মত কিছুই পেলাম না। হাদীসটি কেবল উক্ত সানাদেই বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি সুফিয়ানকে বললাম, লোকেরা এতে মত পার্থক্য করেছে। তিনি কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, আমার কেবল আবূ মুহাম্মাদ ইবনু 'আমরের কথাই মনে পড়ছে। সুফিয়ান বলেন, ইসমাঈল ইবনু উমায়্যাহর মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি এখানে (কুফায়) এসে এ শায়খ আবূ মুহাম্মাদের অনুসন্ধান করে তাকে পেয়ে যান। তিনি তাকে এ মাটিতে দাগ টানা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হন। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আমি একাধিকবার আহমাদ ইবনু হাম্বাল থেকে মাটিতে দাগ দেয়া সম্পর্কে শুনেছি যে, দাগটি প্রস্থে নবচন্দ্রের ন্যায় (মোটা) হবে। ইমাম

---

[৬৮৯] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মুসল্লী কি দিয়ে সুতরাহ্ করবে, হাঃ ৯৪৩), আহমাদ (২/২৪৯), ইবনু খুযাইমাহ (৮১১, ৮১২), সকলে আবূ 'আমর সূত্রে। ইযতিরাব ও সানাদস্থ বর্ণনাকারীর অবস্থা অজ্ঞাত হওয়ার কারণে এর সানাদ দুর্বল। তিনি হলেন আবূ মুহাম্মদ 'আমর ইবনু হুরাইস। শায়খ আহমাদ শাকির বলেন, এ সূত্রে হাদীসটির অন্যান্য সানাদও রয়েছে। যার কতিপয় সামঞ্জস্যপূর্ন অথবা বিরোধী। আর প্রত্যেকটিই ইযতিরাব ও জাহালাতের প্রমাণ বহণ করে.. । অতঃপর তিনি বলেন, 'উলামায়ি ইসত্বিলাহ এ হাদীসকে মুযতারিব সানাদে বর্ণিত হাদীসের উপমা হিসেবে পেশ করে থাকেন।

মিশকাতের তাহক্বীক্বে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন ঃ এতে কঠিন ইযতিরাব ও দু'জন অজ্ঞাত লোক রয়েছে। সেজন্য একদল ইমাম একে দুর্বল বলেছেন। যাঁদের মধ্যে ইমাম আহমাদ অন্যতম।

আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আমি মুসাদ্দাদকে বলতে শুনেছি ঃ ইবনু দাউদ বলেছেন, দাগ লম্বালম্বিভাবে টানতে হবে।[৬৯০]

দুর্বল।

٦٩١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ رَأَيْتُ شَرِيكًا صَلَّى بِنَا فِي جَنَازَةٍ الْعَصْرَ فَوَضَعَ قَلَنْسُوَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ – يَعْنِي – فِي فَرِيضَةٍ حَضَرَتْ .

– صحيح مقطوع .

৬৯১। সুফিয়ান ইবনু 'উয়ায়নাহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শারীক ﷺ-কে দেখেছি, তিনি এক জানাযার সলাত আদায় করতে এসে আমাদের সাথে 'আসরের সলাত আদায় করলেন। তিনি (উক্ত ফারয সলাতে সুতরাহ্ হিসেবে) নিজের টুপি (খুলে) সামনে রাখলেন।[৬৯১]

সহীহ মাক্বতূ।

١٠٤ – باب الصَّلاَةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ ১০৪ ঃ জন্তুযান সামনে রেখে সলাত আদায় করা

٦٩٢ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، – قَالَ عُثْمَانُ – حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ .

– صحيح : م ، خ نحوه .

৬৯২। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ তাঁর উটের দিকে ফিরে সলাত আদায় করতেন।

সহীহ ঃ মুসলিম, অনুরূপ বুখারী।[৬৯২]

---

[৬৯০] এর পূর্বেরটি দেখুন।

[৬৯১] আবু দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

[৬৯২] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মুসল্লীর সুতরাহ্, ১/২৪৮), বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ চুলা, আগুন বা উপাসনা করা হয় এমন কোন বস্তু সামনে রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই সলাত অদায় করা, হাঃ ৪৩০), তার অনুরূপ তিরমিযী (অধ্যায় সলাত, হাঃ ৩০২), আহমাদ (২/২৬), সকলেই 'উবাইদুল্লাহ সূত্রে।

١٠٥ – باب إِذَا صَلَّى إِلَى سَارِيَةٍ أَوْ نَحْوِهَا أَيْنَ يَجْعَلُهَا مِنْهُ

অনুচ্ছেদ- ১০৫ ঃ কেউ খুঁটি বা অনুরূপ কিছু সামনে রেখে সলাতে দাঁড়ালে তা কোথায় রাখবে?

٦٩٣ – حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْوَلِيدُ بْنُ كَامِلٍ، عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ حُجْرٍ الْبَهْرَانِيِّ، عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهَا، قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى عُودٍ وَلاَ عَمُودٍ وَلاَ شَجَرَةٍ إِلاَّ جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ وَلاَ يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا .

– **ضعيف** : المشكاة ٧٨٣ .

৬৯৩। দুবা'আহ বিনতু মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ হতে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (মিক্বদাদ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি (সুতরাহ্ হিসেবে) কোন লাকড়ি, স্তম্ভ বা গাছের দিকে ফিরে সলাত আদায় করলে ওগুলোকে নিজের ডান অথবা বাম পাশে রাখতেন, দু' চোখের ঠিক মাঝ বরাবর রাখতেন না।[৬৯৩]

দুর্বল ঃ মিশকাত ৭৮৩।

١٠٦ – باب الصَّلاَةِ إِلَى الْمُتَحَدِّثِينَ وَالنِّيَامِ

অনুচ্ছেদ- ১০৬ ঃ আলাপে রত ও ঘুমন্ত ব্যক্তিদের সামনে রেখে সলাত আদায় করা

٦٩٤ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، قَالَ قُلْتُ لَهُ – يَعْنِي لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ – حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لاَ تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ وَلاَ الْمُتَحَدِّثِ " .

– **حسن** .

---

[৬৯৩] আহমাদ (৬/৪)। এর সানাদে আবূ 'উবাইদাহ ওয়ালীদ ইবনু কামিল রয়েছে। ইবনু হিব্বান তাকে সিক্বাহ বলেছেন। হাফিয বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় শিথিল। ইমাম বুখারী বলেন, তার নিকট আশ্চর্যকর বস্তু আছে। আল্লামা মুনযিরী বলেন, তার ব্যাপারে সমালোচনা আছে। এছাড়া সানাদে মুহাল্লাব ইবনু হুজ্র অজ্ঞাত এবং যুবা'আহ বিনতু মিক্বদাদকে চেনা যায়নি। অনুরূপ রয়েছে 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে। ইবনু কাত্তান বলেন, সানাদে উক্ত তিনজন বর্ণনাকারীই অজ্ঞাত। 'আবদুল হাক্ব বলেন, এর সানাদ মজবুত নয়।

মিশকাতের তাহক্বীক্বে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন ঃ সানাদটি দুর্বল। সানাদে একজন দুর্বল ও একজন অজ্ঞাত লোক রয়েছে। অতঃপর এর সানাদ ও মাতান মুযতারিব (উলটপালট)। একদল একে দুর্বল বলেছেন।

৬৯৪। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা ঘুমন্ত ও বাক্যালাপকারী লোকদের সামনে রেখে সলাত আদায় করো না।[৬৯৪]

হাসান।

١٠٧ - باب الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

অনুচ্ছেদ- ১০৭ ঃ সুতরাহর কাছাকাছি দাঁড়ানো

٦٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَى، وَابْنُ السَّرْحِ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ " .

- صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَاخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ .

---

[৬৯৪] ইমাম খাত্তাবী 'মা'আলিমুস সুনান' গ্রন্থে বলেন ঃ এ হাদীসটি নাবী ﷺ-এর সূত্রে সহীহ নয়, এর সানাদের দুর্বলতার কারণে হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনু কা'ব থেকে কে বর্ণনা করেছেন তার নাম 'আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াকুব উল্লেখ করেননি। হাদীসটি মুহাম্মদ ইবনু কা'ব থেকে দু'জন দুর্বল রাবী বর্ণনা করেছেন। তারা হলেন তাম্মাম ইবনু ইয়াযমা ও ঈসা ইবনু মায়মূন। ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন এবং ইমাম বুখারী তাদের দু' জনের সমালোচনা করেছেন। হাদীসটি আরো বর্ণনা করেছেন 'আবদুল কারীম আবূ উমাইয়্যাহ, মুজাহিদ ইবনু আব্বাস সূত্রে। 'আবদুল কারীম বর্ণনাকারী হিসেবে মাতরূক। তাছাড়া নাবী ﷺ-এর সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, তাঁর ﷺ সলাত আদায়কালে 'আশিয়াহ (রাঃ) তাঁর ও ক্বিবলাহর মাঝে ঘুমিয়ে ছিলেন। শায়খ আলবানী (রহঃ) ইরওয়াউল গালীল (২/৯৪) গ্রন্থে বলেন ঃ এর সানাদ দুর্বল। সানাদে কুরাযী ছাড়া অন্য সবাই অজ্ঞাত। অতঃপর শায়খ আলবানী হাদীসটির অন্যান্য কতগুলো সূত্র উল্লেখ করেন যার প্রত্যেকটিই নিকৃষ্ট ও বাজে। এমনকি তিনি 'আবদুল কারীম সূত্রে মুজাহিদের মুরসাল হাদীসটিও উল্লেখ করেন এবং তার সম্পর্কে ইমাম খাত্তাবীর মাতরূক উক্তিও তুলে ধরেন অতঃপর বলেন, তার অনুসরণ করেছেন লাইস। তিনি হলেন ইবনু আবূ সুলাইম। তিনিও দুর্বল। অতঃপর বলেন, হাদীসটি সার্বিক বিবেচনায় অন্তত হাসান পর্যায়ের। অন্যথায় এ মুরসাল দ্বারা সহীহ। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। আবূ দাউদের তাহক্বীক্ব ও তাখরীজ গ্রন্থে ডঃ 'আবদুল ক্বাদির (রহঃ) বলেন ঃ আমাদের উস্তাদ শায়খ আলবানীর প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে যদিও একে হাসান বলা হয়েছে কিন্তু হাদীসটি দুর্বল। এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যায় না। এর প্রত্যেকটি সূত্রই দুর্বল ও নিকৃষ্ট। এমনকি মুরসাল বর্ণনাটিও, বরং এটি সহীহ হাদীসের পরিপন্থী। তা হল ঃ

(أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى و عائشة نائمة معرضة بينه و بين القبلة) **"নাবী ﷺ সলাত আদায় করেছেন এমতাবস্থায় যে, 'আয়িশাহ (রাঃ) তাঁর এবং ক্বিবলাহ্র মাঝে শুয়ে ছিলেন।"** হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে 'আয়িশাহ সুত্রে বর্ণিত আছে।

৬৯৫। সাহল ইবনু আবূ হাসমাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে যে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ সুত্‌রাহ স্থাপন করে সলাত আদায় করলে যেন সুত্‌রার কাছাকাছি দাঁড়ায়। যাতে করে শাইত্বান তার সলাত ভঙ্গ করতে না পারে।[৬৯৫]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ওয়াক্বিদ ইবনু মুহাম্মাদ সাফওয়ান হতে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু সাহল হতে তার পিতার সূত্রে অথবা মুহাম্মাদ ইবনু সাহল হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে। কোন কোন বর্ণনাকারী বলেছেন, নাফি' ইবনু জুবাইর সাহল ইবনু সা'দ হতে। এর সানাদ বর্ণনায় মত পার্থক্য করা হয়েছে।

٦٩٦ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، وَالنُّفَيْلِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ سَهْلٍ، قَالَ وَكَانَ بَيْنَ مُقَامِ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَمَرُّ عَنْزٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْخَبَرُ لِلنُّفَيْلِيِّ .

- صحيح : ق .

৬৯৬। সাহল ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর দাঁড়ানোর স্থান ও তাঁর ক্বিবলাহ্‌র মধ্যবর্তী স্থানে একটি বকরী চলাচলের পরিমাণ জায়গা ফাঁকা থাকত।[৬৯৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٠٨ - باب مَا يُؤْمَرُ الْمُصَلِّي أَنْ يَدْرَأَ عَنِ الْمَمَرِّ بَيْنَ يَدَيْهِ

অনুচ্ছেদ- ১০৮ ঃ মুসল্লীর সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম করলে তাকে বাধা দেয়া

٦٩٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ " .

- صحيح : ق .

৬৯৭। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ সলাত আদায়কালে তার সামনে দিয়ে কাউকে যেতে দিবে না এবং সাধ্যমত যেন তাকে বাধা দেয়া হয়। সে বাধা উপেক্ষা করলে তার সাথে যুদ্ধ করবে। কারণ সে হচ্ছে একটা শাইত্বান।[৬৯৭]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

---

[৬৯৫] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিবলাহ, অনুঃ সুতরাহ্‌র নিকটবর্তী হওয়ার নির্দেশ, হাঃ ৭৪৭), আহমাদ (৪/২), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (২/২৭২) আবূ দাউদ সূত্রে, সকলেই সুফয়ান হতে।

[৬৯৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মুসল্লী ও সুতরাহ্‌র মাঝখানে কতটুকু দূরত্ব থাকা উচিত, হাঃ ৪৯৬), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সুতরাহ্ থেকে মুসল্লীর দূরত্বে থাকা)।

[৬৯৭] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মুসল্লীর সম্মুখে দিয়ে অতিক্রমকারীকে বাধা দান, ১/২৫৮), নাসায়ী (অধ্যায়ঃ ক্বিবলাহ, অনুঃ মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার ব্যাপারে কঠোরতা, হাঃ ৭৫৬), মালিক (১/৩৩), আহমাদ (৩/৩৪), সকলে মালিক সূত্রে।

٦٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِد، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا " . ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ .

- حسن صحيح .

৬৯৮। 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ সলাত আদায় করলে যেন সুত্‌রার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করে। অতঃপর বর্ণনাকারী পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন।[৬৯৮]

হাসান সহীহ।

٦٩٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، أَخْبَرَنَا مَسَرَّةُ بْنُ مَعْبَدٍ اللَّخْمِيُّ، - لَقِيتُهُ بِالْكُوفَةِ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ، حَاجِبُ سُلَيْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ قَائِمًا يُصَلِّي فَذَهَبْتُ أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّنِي ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لاَ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ أَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ " .

- حسن صحيح .

৬৯৯। সুলাইমান ইবনু মালিকের দ্বাররক্ষী আবূ 'উবায়িদ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আত্বা ইবনু ইয়াযীদ আল-লাইসীকে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করতে দেখি। অতঃপর আমি তার সামনে দিয়ে যেতে উদ্যত হলে তিনি আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কেউ তার ও ক্বিবলাহ্‌র মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে চলাচলে কাউকে বিরত রাখতে সক্ষম হলে সে যেন তাই করে।[৬৯৯]

হাসান সহীহ।

٧٠٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ - عَنْ حُمَيْدٍ، - يَعْنِي ابْنَ هِلاَلٍ - قَالَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ أُحَدِّثُكَ عَمَّا رَأَيْتُ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ، دَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَىْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ " . قَالَ

---

[৬৯৮] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে যথাসাধ্য বিরত রাখা, হাঃ ৯৫৪) আবূ খালিদ আহমার সূত্রে।

[৬৯৯] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ননা করেছেন।

أَبُو دَاوُدَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ يَمُرُّ الرَّجُلُ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ يَدَىَّ وَأَنَا أُصَلِّي فَأَمْنَعُهُ وَيَمُرُّ الضَّعِيفُ فَلاَ أَمْنَعُهُ .

– صحيح : ق .

৭০০। হুমায়িদ ইবনু হিলাল সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ সালিহ (রহঃ) বলেছেন, আমি আবূ সাঈদ ﷺ-কে যা করতে দেখেছি ও বলতে শুনেছি তোমার নিকট তাই বর্ণনা করব। একদা আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ মারওয়ানের নিকট গিয়ে বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ কোন কিছুকে সুতরাহ্ বানিয়ে সলাত আদায়কালে কেউ তা লঙ্ঘন করে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চাইলে সে যেন তার বক্ষে হাত মেরে তাকে বাধা দেয়। যদি সে না মানে, তাহলে সে যেন তার সাথে লড়াই করে। কারণ সে হচ্ছে একটা শাইত্বান।[৭০০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٠٩ – باب مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنَ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّي

অনুচ্ছেদ- ১০৯ ঃ সলাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা নিষেধ

٧٠١ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ، أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ، رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ " . قَالَ أَبُو النَّضْرِ لاَ أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً .

– صحيح : ق .

৭০১। বুসর ইবনু সাঈদ সূত্রে বর্ণিত। যায়িদ ইবনু খালিদ আল-জুহানী ﷺ তাকে আবূ জুহায়িম ﷺ-এর নিকট পাঠালেন– সলাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে গেলে কি (পরিমাণ অন্যায়) হবে এ সম্পর্কে তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে যা শুনেছেন তা জিজ্ঞেস করার জন্য। আবূ জুহায়িম ﷺ বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সলাত আদায়কারীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী যদি জানত যে, এ কারণে তাকে কত মারাত্মক শাস্তি ভোগ করতে হবে, তাহলে সলাত আদায়কারীর সামনে

---

[৭০০] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারীকে মুসল্লীর বাধা দেয়া উচিত, হাঃ ৫০৯), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারীকে বাধা দেয়া), সকলেই হুসাইন সূত্রে।

দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ (দিন) দাঁড়িয়ে থাকাও অধিকতর উত্তম মনে করত। আবূন নাদর বলেন, আমার স্মরণ নেই যে, তিনি চল্লিশ দিন, মাস, না বছর বলেছেন।[৭০১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١١٠ - باب مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ

অনুচ্ছেদ- ১১০ ঃ যে জিনিস সলাতকে নষ্ট করে দেয়

٧٠٢ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ، وَابْنُ، كَثِيرٍ - الْمَعْنَى - أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيرَةِ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، - قَالَ حَفْصٌ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالاَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ " يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ - إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ وَالْمَرْأَةُ " . فَقُلْتُ مَا بَالُ الأَسْوَدِ مِنَ الأَحْمَرِ مِنَ الأَصْفَرِ مِنَ الأَبْيَضِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِي سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ " الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ " .

- صحيح : م .

৭০২। আবূ যার রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সলাত আদায়কারী ব্যক্তির সম্মুখে উটের পিঠের হাওদার পিছনের লাকড়ি পরিমাণ কিছু না থাকলে তার সামনে দিয়ে গাধা, কালো কুকুর অথবা মহিলা অতিক্রম করলে তার সলাত নষ্ট হয়ে যাবে। আমি বললাম, লাল, হলুদ কিংবা সাদা রংয়ের কুকুরের তুলনায় কালো কুকুরের কী এমন বিশেষত্ব? তিনি বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি যেরূপ আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমিও সেরূপ রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন ঃ কালো কুকুর হলো একটা শাইত্বান।[৭০২]

সহীহ ঃ মুসলিম।

---

[৭০১] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত , অনুঃ মুসল্লীর সম্মুখ অতিক্রমকারীর গুনাহ, হাঃ ৫১০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারীকে বাধা দান), সকলে মালিক সূত্রে।

[৭০২] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মুসল্লীর সুতরাহ্র পরিমান), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ কুকুর, গাধা ও মহিলা ব্যতীত কোন কিছুতে সলাত কাটে না, হাঃ ৩৩৮), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিবলাহ, অনুঃ কিসে সলাত নষ্ট হয় এবং কিসে হয় না, হাঃ ৭৪৯), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ যা সলাত নষ্ট করে দেয়, হাঃ ৯৫২), আহমাদ (৫/১৪৯), সকলে হুমাইদ ইবনু হিলাল সূত্রে।

এক নজরে সলাত বিনষ্টের কারণ সমূহ ঃ

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় কয়েকটি কারণে সলাত বিনষ্ট হয়। যথা ঃ

(১) সলাতরত অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু খাওয়া বা পান করা।

(২) সলাতের স্বার্থ ব্যতীরেকে অন্য কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলা।

(৩) ইচ্ছাকৃতভাবে বাহুল্য কাজ বা 'আমালে কাসীর' করা। যা দেখে মনে হয় যে, সে সলাতের মধ্যে নেই।

(৪) ইচ্ছাকৃত বা বিনা কারণে সলাতের কোন রুকন বা শর্ত পরিত্যাগ করা।

(৫) সলাতের মধ্যে অধিক হাসা। (দেখুন, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১,২০৩-২০৫, সলাতুর রসূল, ২৭ পৃঃ)

٧٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - رَفَعَهُ شُعْبَةُ - قَالَ " يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ " .

- صحيح .

৭০৩। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ ঋতুবতী মহিলা ও কুকুর সলাত আদায়কারীর (সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে) সলাত নষ্ট হয়ে যায়।[৭০২]

সহীহ।

٧٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَحْسَبُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمَجُوسِيُّ وَالْمَرْأَةُ وَيُجْزِئُ عَنْهُ إِذَا مَرُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ " .

- **ضعيف** : المشكاة ٧٨٩ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي نَفْسِي مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ شَىْءٌ كُنْتُ أُذَاكِرُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرَهُ فَلَمْ أَرَ أَحَدًا جَاءَ بِهِ عَنْ هِشَامٍ وَلاَ يَعْرِفُهُ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ هِشَامٍ وَأَحْسَبُ الْوَهَمَ مِنَ ابْنِ أَبِي سَمِينَةَ - يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيَّ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ - وَالْمُنْكَرُ فِيهِ ذِكْرُ الْمَجُوسِيِّ وَفِيهِ " عَلَى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ " . وَذِكْرُ الْخِنْزِيرِ وَفِيهِ نَكَارَةٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلاَّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَأَحْسَبُهُ وَهِمَ لأَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُنَا مِنْ حِفْظِهِ .

৭০৪। ইবনু 'আব্বাস সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ সুত্রাহ ছাড়া সলাত আদায় করলে তার সামনে দিয়ে কুকুর, গাধা, শূকর, ইয়াহূদী, অগ্নিউপাসক অথবা স্ত্রীলোক অতিক্রম করলে তার সলাত নষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্য কঙ্কর নিক্ষেপের দূরত্বের বাইরে দিয়ে যদি অতিক্রম করে, তাহলে তার সলাত হয়ে যাবে।

দুর্বল ঃ মিশকাত ৭৮৯।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটির ব্যাপারে আমি কিছু (সন্দেহ) অনুভব করছি। ইবরহীম (রহঃ) প্রমুখের সাথে এ হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করে আমি দেখলাম, হাদীসটি

[৭০২] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিবলাহ, অনুঃ কিসে সলাত নষ্ট হয় এবং কিসে হয় না , হাঃ ৭৫০), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ যা সলাত নষ্ট করে দেয়, হাঃ ৯৪৯), আহমাদ (১/৩৪৭), সকলে ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ সূত্রে।

হিশাম থেকে কেউই বর্ণনা করেননি এবং এ ব্যাপারে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। হাদীসটিকে কাউকেই আমি হিশামের সাথে সম্পর্কিত করতে দেখিনি। আমার ধারণা মতে ইবনু আবী সামীনাহ হতে সন্দেহের সূত্রপাত হয়েছে। হাদীসটিতে 'অগ্নিউপাসক' 'কঙ্কর নিক্ষেপের দূরত্ব' এবং 'শূকর'-এর উল্লেখ প্রত্যাখ্যাত ও অগ্রহণযোগ্য। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) আরো বলেন, আমি হাদীসটি কেবলমাত্র মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল আল-বাসরী থেকে শুনেছি। আমার ধারণা, তিনি ভুলে পতিত হয়েছেন। কারণ হাদীসটি তিনি তার মুখস্থ থেকে বর্ণনা করেছেন।[৭০৩]

٧٠٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَوْلًى، لِيَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نِمْرَانَ، قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً بِتَبُوكَ مُقْعَدًا فَقَالَ مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ " اللَّهُمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ " . فَمَا مَشَيْتُ عَلَيْهَا بَعْدُ .

– ضعيف .

৭০৫। ইয়াযীদ ইবনু নীমরান সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাবূকে এক খোঁড়া ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। সে বলল, একদা নাবী ﷺ সলাত আদায়কালে আমি গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে তিনি বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! তার পদচিহ্ন (চলার শক্তি) মিটিয়ে দাও। এরপর থেকে আমি আর হাঁটতে পারি না।[৭০৪]

দুর্বল।

٧٠٦ – حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ يَعْنِي الْمَذْحِجِيَّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ فَقَالَ " قَطَعَ صَلاَتَنَا قَطَعَ اللَّهُ أَثَرَهُ " .

– ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ أَبُو مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ فِيهِ " قَطَعَ صَلاَتَنَا " .

৭০৬। সাঈদ হতে উক্ত সানাদ ও অর্থে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে এও রয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সে আমাদের সলাত নষ্ট করেছে। আল্লাহ তার পা কেটে দিন।

দুর্বল।

---

[৭০৩] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (২/২৭৫) আবূ দাউদ সূত্রে। ইমাম যাহাবী 'আল-মীযান' গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনু ইসমাঈল বাসরীর জীবনীতে হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং তাতে তার সম্পর্কে আবূ দাউদের বক্তব্য উল্লেখের পর বলেন, আবূ দাউদের বক্তব্য সত্য। কেননা বর্ণনাটি খুবই মুনকার।

মিশকাতের তাহক্বীক্বে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন ঃ এর দোষ হচ্ছে বর্ণনাকারী হাদীসটি মারফূ করতে গিয়ে সন্দেহে পতিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমার ধারণা রসূল ﷺ-এর সূত্রে বর্ণিত..।

[৭০৪] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (২/২৭৫)। এর সানাদে মাওলা ইয়াযীদ ইবনু নিমরান অজ্ঞাত, তাকে চেনা যায় না।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, সাঈদ হতে মুসহিরও উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। **তাতেও** রয়েছে ঃ সে আমার সলাত নষ্ট করেছে।[৭০৫]

٧٠٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ، ح حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ نَزَلَ بِتَبُوكَ وَهُوَ حَاجٌّ فَإِذَا رَجُلٌ مُقْعَدٌ فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِهِ فَقَالَ لَهُ سَأُحَدِّثُكَ حَدِيثًا فَلاَ تُحَدِّثْ بِهِ مَا سَمِعْتَ أَنِّي حَىٌّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَزَلَ بِتَبُوكَ إِلَى نَخْلَةٍ فَقَالَ " هَذِهِ قِبْلَتُنَا " . ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا فَأَقْبَلْتُ وَأَنَا غُلاَمٌ أَسْعَى حَتَّى مَرَرْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَقَالَ " قَطَعَ صَلاَتَنَا قَطَعَ اللَّهُ أَثَرَهُ " . فَمَا قُمْتُ عَلَيْهَا إِلَى يَوْمِي هَذَا .

– ضعيف .

৭০৭। সাঈদ ইবনু গাযওয়ান থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি হাজ্জ পালনের উদ্দেশে গমনকালে তাবূকে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক খোঁড়া লোক দেখতে পেয়ে তার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। লোকটি বলল, আমি আপনার কাছে এ শর্তে একটি কথা বলব যে, আমি যতদিন জীবিত থাকব, ততদিন পর্যন্ত আপনি কাউকে তা বলতে পারবেন না। একদা রসূলুল্লাহ ﷺ তাবূকে অবতরণ করে একটি খেজুর গাছের নিকট গিয়ে বললেন ঃ এটাই হচ্ছে আমাদের ক্বিবলাহ্ (সুতরাহ্)। এই বলে তিনি সেদিকে ফিরে সলাত শুরু করলেন। আমি তখন বালক ছিলাম বিধায় (না বুঝতে পেরে) দৌড়ে তাঁর ও সেই গাছের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি বললেন ঃ সে আমাদের সলাত কেটেছে। আল্লাহ! তুমিও তার পদচিহ্ন (চলার শক্তি) মিটিয়ে দাও। অতঃপর সেদিন থেকে আজকের এদিন পর্যন্ত আমি আর (দু'পায়ে ভর করে) দাঁড়াতে পারিনি।[৭০৬]

দুর্বল।

١١١ – باب سُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ

অনুচ্ছেদ- ১১১ ঃ ইমামের সুতরাহ্ মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট

٧٠٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ –

[৭০৫] পূর্বেরটি দেখুন।

[৭০৬] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (২/২৭৫)। আওনুল মা'বুদে রয়েছে ঃ আল্লামা শামসুদ্দীন ইবনুল কাইয়্যিম বলেন ঃ ইবনু গাযওয়ানের এ হাদীস সম্পর্কে 'আবদুল হাক্ব বলেন, এর সানাদ দুর্বল। ইবনু কাত্তান বলেছেন, সানাদে সাঈদ অজ্ঞাত।

يَعْنِي – فَصَلَّى إِلَى جِدَارٍ فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ فَجَاءَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا حَتَّى لَصِقَ بَطْنُهُ بِالْجِدَارِ وَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهِ . أَوْ كَمَا قَالَ مُسَدَّدٌ .

– حسن صحيح .

৭০৮। আমর ইবনু শু'আইব থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে 'সানিয়্যাতু আযাখির' নামক স্থানে অবতরণ করলাম। সলাতের সময় হলে তিনি দেয়ালের দিকে ক্বিবলাহমুখী হয়ে (দেয়ালকে সুতরাহ্ বানিয়ে) সলাত আদায় করলেন। আমরাও তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। ইতোমধ্যে একটি ছাগলছানা এসে তাঁর সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চাইলে তিনি সেটিকে এমনভাবে বাধা দিতে থাকলেন যে, শেষ পর্যন্ত তাঁর পেট দেয়ালের সাথে লেগে গেল। অবশেষে ছানাটি তার পেছন দিয়ে চলে গেল।[৭০৭]

হাসান সহীহ।

٧٠٩ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي فَذَهَبَ جَدْىٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَتَّقِيهِ .

– صحيح .

৭০৯। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। একদা নাবী ﷺ-এর সলাত আদায়কালে একটি ছাগলছানা তাঁর সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে চাইলে তিনি সেটিকে বাধা দিলেন।[৭০৮]

সহীহ।

١١٢ – باب مَنْ قَالَ الْمَرْأَةُ لاَ تَقْطَعُ الصَّلاَةَ

অনুচ্ছেদ- ১১২ ঃ যে বলে, মুসল্লীর সামনে দিয়ে মহিলাদের যাতায়াতে সলাত ভঙ্গ হয় না

٧١٠ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ – قَالَ شُعْبَةُ أَحْسَبُهَا قَالَتْ – وَأَنَا حَائِضٌ .

– صحيح ، دون قوله (وَأَنَا حَائِضٌ) .

---

[৭০৭] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (২/২৬৮) আবূ দাউদ সূত্রে। আর আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

[৭০৮] আহমাদ (১/২৯১, হাঃ ২৬৫৩, ৩১৭৪) শু'বাহ সূত্রে। এর সানাদ মুনক্বাতি। ইয়াহইয়া ইবনু জায্যার হাদীসটি ইবনু 'আব্বাস হতে শুনেননি, অনুরূপ বলেছেন ইবনু হাজার 'আত-তাহযীব' গ্রন্থে (১১/১৬৮)। কিন্তু হাদীসটির শাহিদ বর্ণনা রয়েছে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর সূত্রে। যা এর উপর অগ্রগণ্য।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ وَأَبُو الأَسْوَدِ وَتَمِيمُ بْنُ سَلَمَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَإِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبُو الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ لَمْ يَذْكُرُوا " وَأَنَا حَائِضٌ "

৭১০। 'আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর (সলাত আদায়কালে) আমি তাঁর ও ক্বিবলাহ্র মধ্যবর্তী স্থানে ছিলাম। শু'বাহ বলেন, আমার ধারণা, 'আয়িশাহ ﵂ এটাও বলেছিলেন, আমি তখন হায়িয অবস্থায় ছিলাম।

সহীহ, তবে 'আমি হায়িয অবস্থায় ছিলাম' এ কথাটি বাদে।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটি 'আয়িশাহ ﵂ সূত্রে বিভিন্ন সানাদে বর্ণিত হয়েছে। ক্বাসিম ইবনু মুহাম্মাদ ও আবূ সালামাহ্ কর্তৃক 'আয়িশাহ্ ﵂-এর সূত্রের বর্ণনায় 'আমি তখন হায়িয অবস্থায় ছিলাম' কথাটুকু উল্লেখ নেই।[৭০৯]

٧١١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي صَلاَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ رَاقِدَةً عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَرْقُدُ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَهَا فَأَوْتَرَتْ .

– صحيح : ق .

৭১১। 'আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতে সলাত আদায়কালে তিনি তাঁর ও ক্বিবলাহ্র মধ্যবর্তী স্থানে ঐ বিছানায় ঘুমিয়ে থাকতেন, যেখানে রসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমাতেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বিত্র সলাত আদায়ের ইচ্ছা করলে তাকে জাগিয়ে দিতেন, ফলে তিনিও বিত্র সলাত আদায় করতেন।[৭১০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٧١٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْحِمَارِ وَالْكَلْبِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِي فَضَمَمْتُهَا إِلَىَّ ثُمَّ يَسْجُدُ .

– صحيح : خ .

---

[৭০৯]. এটি একটি সহীহ হাদীস। যা বুখারী, মুসলমি ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে 'উরওয়াহ সূত্রে 'আয়িশাহ হতে 'হায়িয' শব্দ উল্লেখ বাদে। এর তাখরীজ সামনের হাদীসে আসছে।

[৭১০] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে সলাত আদায়, হাঃ ৫১২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, ১/২৬৮), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিবলাহ, অনুঃ ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে সলাত আদায় করার অনুমতি, হাঃ ৭৫৮), আহমাদ (৬/১৯২), প্রত্যেকে হিশাম সূত্রে 'উরওয়াহ হতে।

৭১২। 'আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, তোমরা (সলাত ভঙ্গের ব্যাপারে) আমাদেরকে গাধা ও কুকুরের পর্যায়ভুক্ত করেছ। অথচ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে এরূপ অবস্থায় সলাত আদায় করতে দেখেছি যে, আমি তাঁর সামনে আড়া-আড়িভাবে শুয়ে থাকতাম। তিনি সাজদাহ্ করতে চাইলে আমার পায়ে চিমটি কাটতেন, এতে আমি আমার পা গুটিয়ে নিতাম। অতঃপর তিনি সাজদাহ্ করতেন।[৭১১]

সহীহ ঃ বুখারী।

٧١٣ - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَكُونُ نَائِمَةً وَرِجْلاَىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ضَرَبَ رِجْلَىَّ فَقَبَضْتُهُمَا فَسَجَدَ .

– صحيح : ق .

৭১৩। 'আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাতে সলাত আদায়কালে ঘুমন্ত অবস্থায় আমার দু' পা তাঁর সামনে থাকত। তিনি যখন সাজদাহ্ করতে চাইতেন, তখন আমার পায়ে খোঁচা দিতেন। ফলে আমি পা গুটিয়ে নিতাম, অতঃপর তিনি সাজদাহ্ করতেন।[৭১২]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٧١٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، ح قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ وَهَذَا لَفْظُهُ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ، فِي قِبْلَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَيُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَمَامَهُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ . زَادَ عُثْمَانُ غَمَزَنِي ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ " تَنَحَّىْ " .

– حسن صحيح : ق .

৭১৪। 'আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে ক্বিবলাহ্র দিকে আড়া-আড়িভাবে শুয়ে থাকতাম। এরূপ অবস্থায়ই রসূলুল্লাহ ﷺ (রাতের নাফ্ল) সলাত আদায় করতেন। অতঃপর তিনি বিত্র সলাত আদায়ের ইচ্ছা করলে আমাকে চিমটি কাটতেন আর বলতেন ঃ উঠো এবং পাশে দাঁড়াও। বর্ণনাকারী 'উসমানের বর্ণনায় 'চিমটি কাটার' কথাটি আছে।[৭১৩]

হাসান সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

---

[৭১১] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত, সাজদাহ্র সুবিধার্থে নিজ স্ত্রীকে সাজদাহ্র সময় স্পর্শ করা, হাঃ ৫১৯), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ পবিত্রতা, অনুঃ কামভাব ব্যতীত কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে স্পর্শ করলে উযু না করা, হাঃ ১৬৭), আহমাদ (৬/৫৪), সকলে ইয়াহইয়া সূত্রে 'আবদুল্লাহ হতে।

[৭১২] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মহিলার পেছনে থেকে নাফ্ল সলাত আদায়, হাঃ ৫১৩), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, ১/২৭২) উভয়ে আবূ নায্র সূত্রে।

[৭১৩] পূর্বের হাদীস দেখুন।

١١٣ – باب مَنْ قَالَ الْحِمَارُ لا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ

অনুচ্ছেদ- ১১৩ ঃ মুসল্লীর সামনে দিয়ে গাধা অতিক্রম করলে সলাত ভঙ্গ হয় না

٧١٥ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ جِئْتُ عَلَى حِمَارٍ ح وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ، قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلاَمَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِيِّ وَهُوَ أَتَمُّ . قَالَ مَالِكٌ وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا إِذَا قَامَتِ الصَّلاَةُ .

– صحيح : ق .

৭১৫। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বালিগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে একটি মাদী গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে মিনায় আসলাম। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ লোকদের সলাত আদায় করাচ্ছিলেন। আমি একটি কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে গাধীর পিঠ থেকে নামলাম এবং সেটিকে ঘাস খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিয়ে কাতারে শামিল হলাম। এ সময় কেউ আমাকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেনি।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এটা হলো কা'নাবীর বর্ণনা। এটাই পূর্ণাঙ্গ। ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, ইমামের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে সলাতের ক্ষতি হয়, কিন্তু কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে কোন ক্ষতি নেই।[৭১৪]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٧١٦ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، قَالَ تَذَاكَرْنَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ جِئْتُ أَنَا وَغُلاَمٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فَنَزَلَ وَنَزَلْتُ وَتَرَكْنَا الْحِمَارَ أَمَامَ الصَّفِّ فَمَا بَالاَهُ وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَدَخَلَتَا بَيْنَ الصَّفِّ فَمَا بَالَى ذَلِكَ .

– صحيح .

---

[৭১৪] বুখারী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ ইমামের সুতরাহ্ই মুক্তাদীর সুতরাহ্ হিসেবে গণ্য, হাঃ ৪৯৩), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মুসল্লীর সুতরাহ্) উভয়ে ইবনু শিহাব সূত্রে।

৭১৬। আবূস সাহবা সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইবনু 'আব্বাস ﷺ-এর নিকট সলাত নষ্ট হওয়ার কারণ সম্পর্কে আলোচনা করলাম। ইবনু 'আব্বাস ﷺ বললেন, একদা আমি এবং বনু 'আবদুল মুত্তালিবের এক বালক গাধার পিঠে আরোহণ করে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি সলাত আদায় করছিলেন। সে ও আমি গাধার পিঠ থেকে নামলাম এবং আমরা গাধাটিকে কাতারের সামনে ছেড়ে দিলাম। রসূলুল্লাহ ﷺ একে আপত্তিকর মনে করলেন না। এ সময় বনু 'আবদুল মুত্তালিবের দু'টি বালিকা এসে কাতারের মধ্যে প্রবেশ করল। এতেও তিনি কোন ভ্রুক্ষেপ করলেন না।[৭১৫]

সহীহ।

٧١٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَدَاوُدُ بْنُ مِخْرَاقٍ الْفِرْيَابِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِهِ قَالَ فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اقْتَتَلَتَا فَأَخَذَهُمَا - قَالَ عُثْمَانُ فَفَرَّعَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ دَاوُدُ - فَنَزَعَ إِحْدَاهُمَا مِنَ الأُخْرَى فَمَا بَالَى ذَلِكَ .

- صحيح .

৭১৭। মানসূর (রহঃ) হতে একই সানাদে উপরোক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনু 'আব্বাস ﷺ বলেন, তখন 'আবদুল মুত্তালিব গোত্রের দু'টি মেয়ে ঝগড়ারত অবস্থায় আসল। রসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে ধরে ফেললেন। 'উসমান বলেন, তারপর উভয়কে পৃথক করে দিলেন। দাউদ বলেন, তারপর তাদের একজনকে অপরজন হতে আলাদা করে দিলেন কিন্তু তিনি এরূপ করা আপত্তিকর মনে করলেন না।[৭১৬]

সহীহ।

١١٤ - باب مَنْ قَالَ الْكَلْبُ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ

অনুচ্ছেদ- ১১৪ ঃ যে বলে, মুসল্লীর সামনে দিয়ে কুকুর অতিক্রম করলে সলাত নষ্ট হয় না

٧١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَمَعَهُ عَبَّاسٌ فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالَى ذَلِكَ .

- ضعيف .

---

[৭১৫] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ক্বিবলাহ, অনুঃ কিসে সলাত নষ্ট হয় এবং কিসে হয় না, হাঃ ৭৫৩), আহমাদ (১/২৬৫/৩৪১), ইবনু খুযাইমাহ (৮৩৬) ইয়াহইয়া ইবনু জায্যার সূত্রে।

[৭১৬] পূর্বের হাদীস দেখুন।

৭১৮। আল-ফাদল ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন। আমরা তখন আমাদের বাগানে ছিলাম। তাঁর সাথে 'আব্বাস ﷺ-ও ছিলেন। তিনি বালু ভূমিতে সলাত আদায় করলেন। অথচ তাঁর সামনে কোন সুতরাহ্ ছিল না। আমাদের মাদী গাধা এবং কুকুরটি তাঁর সামনে দৌড়াদৌড়ি করছিল। কিন্তু তিনি একে আপত্তিকর মনে করলেন না।[৭১৭]

দুর্বল।

١١٥ - باب مَنْ قَالَ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَىْءٌ

অনুচ্ছেদ- ১১৫ ঃ যে বলে, সামনে দিয়ে কিছু অতিক্রম করলে সলাত নষ্ট হয় না

٧١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِد، عَنْ أَبِي الْوَدَّاك، عَنْ أَبِي سَعِيد، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَىْءٌ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ " . - ضعيف .

৭১৯। আবূ সাঈদ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সলাতের সামনে দিয়ে কোন কিছু অতিক্রম করলে সলাত ভঙ্গ হয় না। তবে সাধ্যানুযায়ী তোমরা এরূপ করতে বাধা দিবে। কারণ সে তো একটা শাইত্বান।[৭১৮]

দুর্বল।

٧٢٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَدَّاكِ، قَالَ مَرَّ شَابٌّ مِنْ قُرَيْشٍ بَيْنَ يَدَىْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَهُوَ يُصَلِّي فَدَفَعَهُ ثُمَّ عَادَ فَدَفَعَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنَّ الصَّلاَةَ لاَ يَقْطَعُهَا شَىْءٌ وَلَكِنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِذَا تَنَازَعَ الْخَبَرَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نُظِرَ إِلَى مَا عَمِلَ بِهِ أَصْحَابُهُ مِنْ بَعْدِهِ . - ضعيف .

৭২০। আবূল ওয়াদ্দাক সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সলাত আদায় করছিলেন। এমন সময় তাঁর সামনে দিয়ে এক কুরাইশ যুবক অতিক্রম করলে তিনি তাকে বাধা দিলেন। সে পুনরায় অতিক্রম করতে চাইলে তিনি তাকে আবারো বাধা দিলেন। এরূপ তিনবার হলো। অতঃপর সলাত শেষে তিনি বললেন, বস্তুত সলাতকে কোন কিছুই নষ্ট করতে পারে না। তবে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা যথাসাধ্য (সলাতের সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীকে) বাধা দিবে। কারণ সে একটা শাইত্বান।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, নাবী ﷺ-এর দু'টি হাদীস পরস্পর বিরোধী হলে তাঁর পরে তাঁর সহাবীগণ যেরূপ আমল করেছেন তা বিবেচনায় আনতে হবে।[৭১৯]

দুর্বল।

---

[৭১৭] আহমাদ (১/২১২, হাঃ ১৮১৭)। সানাদে মুহাম্মদ ইবনু 'উমার ইবনু 'আলী এবং ফায্ল ইবনু 'আব্বাসের মাঝে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) হওয়ায় এর সানাদ দুর্বল।

[৭১৮] ইবনু 'আবদুল বার 'আত-তামহীদ' (৪/১৯০) আবূ দাউদ সূত্রে। এর সানাদের মুজালিদ ইবনু সাঈদ সম্পর্কে হাফিজ বলেন, তিনি শক্তিশালী নন।

[৭১৯] এর সানাদের দোষও পূর্বেরটির ন্যায়।

أبواب تفريع استفتاح الصلاة

সলাত শুরু করা সম্পর্কে

١١٦ – باب رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ১১৬ ঃ রাফ‘উল ইয়াদাইন (সলাতে দু’ হাত উত্তোলন)

٧٢١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ – وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ . وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يَقُولُ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ – وَلاَ يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ .

– صحيح : ق .

৭২১। সালিম (রহঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে সলাত আরম্ভকালে নিজের দু’ হাত স্বীয় কাঁধ পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি। অনুরূপভাবে রুকু‘তে গমনকালে এবং রুকু‘ থেকে মাথা উঠানোর পরও তাঁকে হাত উঠাতে দেখেছি। তবে তিনি দু’ সাজদাহ্‌র মাঝে হাত উঠাতেন না।[৭২০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

---

[৭২০] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ প্রথম তাকবীরে দু’হাত উত্তোলন, হাঃ ৭৩৫), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানো মুস্তাহাব) উভয়ে ইবনু শিহাব সূত্রে।

মুখে নিয়্যাত পাঠ বিদ‘আত ঃ

নাবী ﷺ তাকবীরে তাহরীমা ‘আল্লাহু আকবার’ বলে দু’ হাত উত্তোলন করে সলাত আরম্ভ করতেন। এর পূর্বে মুখে কোন নিয়্যাতনামা পাঠ করতেন না। সুতরাং সলাত আরম্ভের পূর্বে মুখে উচ্চারণ করে নিয়্যাত পাঠ করা বিদ‘আত। নিম্নে এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো ঃ

১। মোল্লা ‘আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ ত্রিশ হাজার (ওয়াক্ত) সলাত আদায় করেছেন। তথাপি তাঁর থেকে এ কথা বর্ণিত নেই যে, আমি অমুক অমুক ওয়াক্ত সলাতে নিয়্যাত করছি। সুতরাং তাঁর এ নিয়্যাত না করাটাই সুন্নাত। যেমন তাঁর কোন কাজ করাটা সুন্নাত। (জেনে রাখুন) শব্দ উচ্চারণ করে নিয়্যাত করা জায়িয নয়। কারণ এটি বিদ‘আত। সুতরাং যে কাজ নাবী ﷺ করেননি তা যে করে সে বিদ‘আতী। (দেখুন, মিরকাত ১/৩৬, ৩৭)

২। ‘আবদুল হাই লাখনৌভী হানাফী (রহঃ) লিখেছেন ঃ মুখে নিয়্যাত পাঠ করা বিদ‘আত। (দেখুন, সিরাতুল মুস্তাক্বীম)

৩। আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ হাদীসের কিছু হাফিয বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ ও যঈফ কোন সানাদেও এ কথা প্রমাণিত নেই যে, তিনি সলাত আরম্ভ করার সময় বলতেন যে, আমি এই এই সলাত আদায় করছি। কোন সাহাবী এবং তাবেঈ থেকেও প্রমাণিত নেই। বরং এ কথা বর্ণিত আছে যে, নাবী ﷺ

সলাত আরম্ভের সময় কেবল তাকবীর বলতেন। তাই মুখে নিয়্যাত পাঠ করা বিদ'আত। (দেখুন ফাতহুল ক্বাদীর ১/৩৮৬, কাবীরী ২৫২ পৃষ্ঠা)

৪। 'আবদুল হাক্ব দেহলবী হানাফী (রহঃ) লিখেছেন ঃ মুখে নিয়্যাত পাঠ করা না রসূলুল্লাহ ﷺ হতে, না সাহাবায়ি কিরাম হতে, না তাবেঈন হতে, কারো হতেই কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রসূলুল্লাহ ﷺ যখন সলাতে দাড়াতেন তখন শুধু 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। এর পূর্বে মুখে নিয়্যাত পড়ার কোন শব্দ হাদীসে বর্ণিত হয়নি। সেজন্য মুহাদ্দিসগণ মুখে নিয়্যাত পাঠ করাকে বিদ'আত ও মাকরূহ বলেছেন। (দেখুন, ফাতহুল ক্বাদীর, মাদারিজুন নাবুওয়্যাত)

৫। আল্লামা শামী হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ হিলয়্যাহ্তে এতটা বাড়তি আছে যে, চার ইমাম থেকেও মুখে নিয়্যাত পড়া প্রমাণিত নেই- (দেখুন, শামী ১/৩৮৬)। হানাফী ফিক্বাহ মুনয়্যাহতেও ঐরূপ আছে। (বাহরূর রায়িক ১/২৭৮)

৬। আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) লিখেছেন ঃ মুসল্লী যে সলাত আদায় করবে তা স্থির সঙ্কল্প করে নিবে। মুখে নিয়্যাত পাঠ করার কোনই আবশ্যকতা নেই। বরং মনে মনে একটু চিন্তা করে নেয়াই যথেষ্ট যে, আমি এই (উদাহরণ স্বরূপ) যুহরের সলাত আদায় করছি- এতটুকু মনে নিয়ে 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত বাঁধলেই হয়ে যাবে। আর জন সমাজে যেসব নিয়্যাতনামা প্রচলিত আছে তা পাঠ করার কোনই আবশ্যকতা নেই। (দেখুন, বেহেস্তি জেওর ২/১৭-১৮)

৭। কেরামতআলী জৌনপুরী হানাফী সাহেব লিখেছেন ঃ অন্তরেই সলাতের নিয়্যাত করে নিবে অর্থাৎ মনে প্রাণে বুঝবে যে, আমি (যেমন) ফাজরের ফারয সলাত আদায় করছি। এজন্য মুখে নিয়্যাত পাঠের কোনই প্রয়োজন নেই। (দেখুন, রাহে নাযাত, পৃষ্ঠা ৯)

৮। হানাফী ফিক্বাহ দুররে মুখতারে রয়েছে ঃ নিয়্যাতনামা অর্থাৎ 'নাওয়ায়তু আন...' পাঠ সম্পর্কে সহীহ হাদীস তো দুরের কথা কোন যঈফ হাদীসও খুজেঁ পাওয়া যায় না। বিশিষ্ট চারজন ইমামের কোন একজনও নীয়তনামা পাঠ দ্বারা সলাত আরম্ভ করতেন না। সারকথা হচ্ছে হাদীস ও ফিক্বহ শাস্ত্র মন্থন করে এটাই জানা যায় যে, নিয়্যাত মুখে উচ্চারণ করার বস্তু নয়। নিয়্যাতের সময় মুখে মুখে কিছু বলা সুন্নাতের বিপরীত, কাজেই মুখে নিয়্যাত উচ্চারণ করা বিদ'আত। (দেখুন, দুররে মুখতার ১/৪৯, হিদায়া ১/২২)

সম্ভবতঃ এ কারণেই হানাফী ফিক্বহের কোন গ্রন্থে যেমন হিদায়া, শারহু বিকায়া, কুদূরী, ফাতহুল ক্বাদীর, নুরুল ইযাহ, দুররে মুখতার, মারাকিল ফারাহ, আল জাওহারুল নাইয়িরাহ, রদ্দুর মুহতার, বাহরূর রায়িক, মুনয়্যাতুল মুসল্লী, গুনয়াতুল মুস্তামলী,, কানযুদ দাক্বায়িক, হাশিয়াহ তাহতাভী প্রভৃতিতে সলাতের নিয়্যাতের কোন শব্দই খুঁজে পাওয়া যায় না। (দেখুন, সলাতে মুস্তফা)

৯। হাম্বালী ও মালিকী মাযহাবের ফাতাওয়াহ ঃ মালিকী মাযহাব অনুসারীগণের মতে মুখে উচ্চারণ করে এরূপ নিয়্যাত করা মাকরূহ এবং হাম্বালীদের মতে বিদ'আত। (দেখুন, মিরকাত ১/৩৬)

১০। হাফিয ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রহঃ) বলেন ঃ নিয়্যাত হচ্ছে সংকল্প করা। এর জায়গা মন ও হৃদয়। যার সাথে মুখের কোন সম্পর্ক নেই। এজন্যই নাবী ﷺ এবং তাঁর কোন সহাবী থেকেও নিয়্যাতের ব্যাপারে কোন শব্দ পাওয়া যায় না। পাক হবার এবং সলাত শুরু করার সময় নিয়্যাতের নামে যেসব শব্দ তৈরি করা হয়েছে তা হল খুঁতখুঁতে লোকেদের ধোঁকা দেবার জন্য শয়তানের কুমন্ত্রনা। নাবী ﷺ যখন সলাতে দাঁড়াতেন তখন বলতেন 'আল্লাহু আকবার' এবং এর আগে কিছু বলতেন না। নিয়্যাতের শব্দ উচ্চারণ করতেন না। এ কথাও বলতেন না যে, অমুক সলাত পড়ছি ক্বিবলাহর দিকে মুখ করে চার রাক'আত ইমাম হয়ে কিংবা মুক্তাদী হয়ে। এ কথাও না যে, এটা আদায় করছি বা ক্বাযা করছি কিংবা ফারয সলাত পড়ছি। সুতরাং এসব বিদ'আত। নাবী ﷺ থেকে বিশুদ্ধ সানাদে কিংবা দুর্বল সানাদে অথবা মুসনাদ বা মুরসাল সানাদেও এরূপ (নীয়তনামা) কখনো বর্ণিত হয়নি। তাঁর ﷺ কোন সহাবী থেকেও এর কোন প্রমাণ নেই। কোন তাবেঈ এবং চার ইমামও এরূপ (নিয়্যাতনামা) পড়াকে পছন্দ করেননি। (দেখুন, ইগাসাতুল লুহফান ১/১৩৬, যাদুল মা'আদ ১/৫১)

٧٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَهُمَا كَذَلِكَ فَيَرْكَعُ ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلاَتُهُ .

- صحيح .

৭২২। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতে দাঁড়ানোর সময় স্বীয় দু' হাত কান পর্যন্ত উঠাতেন। তিনি তাকবীর বলে রুকু'তে গমনকালেও দু' হাত উপরে উঠাতেন। রুকু' থেকে উঠার সময়ও দু' হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে "সামিআল্লাহু লিমান্ হামিদাহ্"– বলতেন। তবে তিনি সাজদাহ্র সময় হাত উঠাতেন না। প্রত্যেক রুকুর জন্য তাকবীর বলার সময় , দু' হাত উঠাতেন এবং এভাবেই সলাত সম্পন্ন করতেন।[৭২১]

সহীহ।

٧٢٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا لاَ أَعْقِلُ صَلاَةَ أَبِي قَالَ فَحَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ - قَالَ - ثُمَّ الْتَحَفَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ . قَالَ مُحَمَّدٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ فَقَالَ هِيَ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ .

- صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هَمَّامٌ عَنِ ابْنِ جُحَادَةَ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ مَعَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ .

৭২৩। আবূ ওয়ায়িল ইবনু হুজর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সলাত আদায় করেছি। তিনি তাকবীর বলার সময় স্বীয় দু' হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর স্বীয় হাত কাপড়ে ঢুকিয়ে ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরতেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর

---

[৭২১] পূর্বের হাদীসে গত হয়েছে।

তিনি রুকু'তে গমনকালে স্বীয় দু' হাত বের করে উপরে উঠাতেন এবং রুকু' থেকে মাথা উঠানোর সময়ও দু' হাত উপরে উঠাতেন। তারপর সাজদাহ্তে স্বীয় চেহারা দু' হাতের তালুর মধ্যবর্তী স্থানে রাখতেন। অতঃপর সাজদাহ্ থেকে মাথা উত্তোলনের সময়ও দু' হাত উত্তোলন করতেন। এরূপে তিনি তাঁর সলাত শেষ করতেন। বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বলেন, আমি হাসান ইবনু হাসানকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাত আদায়ের পদ্ধতি এরূপই ছিল : যে লোক এর অনুসরণ করেছে– সে তো করেছে আর যে তা বর্জন করেছে– সে তো তা বর্জন করেছে।

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীস ইবনু জাহাদাহ হতে হাম্মাদ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে সাজদাহ্ থেকে মাথা উঠানোর সময় হাত উত্তোলনের কথা উল্লেখ নেই।[৭২২]

٧٢٤ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّخَعِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ .

– ضعيف .

৭২৪। 'আবদুল জাব্বার ইবনু ওয়ায়িল থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তাঁর পিতা নাবী ﷺ-কে সলাতে দাঁড়িয়ে স্বীয় দু' হাত কাঁধ পর্যন্ত এবং বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয় কর্ণদ্বয় পর্যন্ত উঠিয়ে তাকবীর বলতে দেখেছেন।[৭২৩]

দুর্বল।

٧٢٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، – يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ – حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ، حَدَّثَنِي أَهْلُ، بَيْتِي عَنْ أَبِي أَنَّهُ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ، رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ .

– صحيح .

---

[৭২২] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, তাকবীরে তাহরিমার পর বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা), আহমাদ (৪/৩১৭), ইবনু খুযাইমাহ (৯০৫), সকলে মুহাম্মদ ইবনু জুহাদাহ সূত্রে।

[৭২৩] এটি 'আবদুর জাব্বার ইবনু ওয়ায়িল তার পিতার সূত্রে মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি তার থেকে শুনেননি। যেমন তা পূর্বের হাদীসে স্পষ্ট হয়েছে যে, তিনি বালক ছিলেন । তিনি তার পিতার সলাত বুঝতে পারেননি। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন, জাব্বার ইবনু ওয়ায়িল নির্ভরযোগ্য। কিন্তু তিনি তার পিতা সূত্রে ইরসাল করেছেন।

٧٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَهُمَا كَذَلِكَ فَيَرْكَعُ ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلاَتُهُ .

- صحيح .

৭২২। ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতে দাঁড়ানোর সময় স্বীয় দু’ হাত কান পর্যন্ত উঠাতেন। তিনি তাকবীর বলে রুকু‘তে গমনকালেও দু’ হাত উপরে উঠাতেন। রুকু‘ থেকে উঠার সময়ও দু’ হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে “সামিআল্লাহু লিমান্ হামিদাহ্”– বলতেন। তবে তিনি সাজদাহ্র সময় হাত উঠাতেন না। প্রত্যেক রুকুর জন্য তাকবীর বলার সময় , দু’ হাত উঠাতেন এবং এভাবেই সলাত সম্পন্ন করতেন।[৭২১]

সহীহ।

٧٢٣ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْجُشَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا لاَ أَعْقِلُ صَلاَةَ أَبِي قَالَ فَحَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ - قَالَ - ثُمَّ الْتَحَفَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ . قَالَ مُحَمَّدٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ فَقَالَ هِيَ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ .

- صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هَمَّامٌ عَنِ ابْنِ جُحَادَةَ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ مَعَ الرَّفْعِ مِنَ السُّجُودِ .

৭২৩। আবূ ওয়ায়িল ইবনু হুজর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সলাত আদায় করেছি। তিনি তাকবীর বলার সময় স্বীয় দু’ হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর স্বীয় হাত কাপড়ে ঢুকিয়ে ডান হাত দ্বারা বাম হাত ধরতেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর

[৭২১] পূর্বের হাদীসে গত হয়েছে।

৭২৫। 'আবদুল জাব্বার ইবনু ওয়ায়িল বলেন, আমার পরিবারের লোকজন আমার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (আমার পিতা) রসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাকবীর বলার সময় দু' হাত উঠাতে দেখেছেন।[৭২৪]

সহীহ।

٧٢٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ قُلْتُ لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ رَأْسَهُ بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الأَيْمَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا . وَحَلَّقَ بِشْرٌ الإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ .

- صحيح .

৭২৬। ওয়ায়িল ইবনু হুজর رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাত আদায়ের পদ্ধতি দেখাব। তিনি বলেন, (তা হচ্ছে এরূপ ঃ) রসূলুল্লাহ ﷺ ক্বিবলাহ্‌মুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলে স্বীয় দু' হাত কান পর্যন্ত উত্তোলন করেন। তারপর ডান হাত দিয়ে স্বীয় বাম হাত ধরেন এবং রুকু'তে গমনকালে স্বীয় দু' হাত তদ্রূপ উত্তোলন করেন। অতঃপর তিনি তাঁর উভয় হাতকে হাঁটুদ্বয়ের উপর রাখেন। রুকু' হতে মাথা উত্তোলনের সময়ও তিনি উভয় হাত ঐভাবে উত্তোলন করেন। এরপর তিনি তাঁর বাম পা বিছিয়ে দিলেন এবং বাম হাত বাম উরুর উপর এবং ডান হাত ডান উরুর উপর আলাদাভাবে রাখেন। অতঃপর তিনি তাঁর ডান হাতের কনিষ্ঠ ও অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয় আবদ্ধ করে রাখেন এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি বৃত্তাকার করেন এবং শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করেন। (বর্ণনাকারী বলেন), আমি তাকে এভাবে বলতে দেখেছি। আর বিশ্‌র নিজের মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা বৃত্তাকার করেন এবং শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করেন।[৭২৫]

সহীহ।

---

[৭২৪] আহমাদ (৪/৩১৬) ওয়াকী' সূত্রে মাস'উদী হতে।

[৭২৫] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ তাশাহুদে বসার নিয়ম, হাঃ ২৯২, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), নাসায়ী (৮৮৮), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ রুকু'র সময় রফ'উল ইয়াদাইন করা, হাঃ ৮৬৭), আহমাদ (৪/ ৩১৬, ৩১৯), সকলে 'আসিম সূত্রে।

٧٢٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ تَحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ تَحْتَ الثِّيَابِ .

- صحيح .

৭২৭। ‘আসিম হতে এ সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ নিজের ডান হাত দিয়ে বাম হাতের কব্জি ও জোড়া আঁকড়ে ধরেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমি কয়েক দিন পর সেখানে গিয়ে দেখলাম, সহাবীগণ প্রচণ্ড শীতের দরুণ শরীর আবৃত করে রেখেছেন। এ সময় তাঁদের হাতগুলো নিজ নিজ কাপড়ের নীচে নড়াচড়া করছিল (রফ‘উল ইয়াদাইনের কারণে)।[৭২৬]

সহীহ।

٧٢٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ - قَالَ - ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى صُدُورِهِمْ فِي افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ وَعَلَيْهِمْ بَرَانِسُ وَأَكْسِيَةٌ .

– صحيح .

৭২৮। ওয়ায়িল ইবনু হুজর ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে সলাত আরম্ভকালে স্বীয় দু’ হাত নিজের কান পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি কয়েক দিন পর সেখানে গিয়ে দেখলাম, সহাবীগণ সলাত আরম্ভকালে তাদের হাতগুলো বুক পর্যন্ত উঠাচ্ছেন। এ সময় তাঁদের শরীর কোট ও অন্যান্য কাপড়ে আবৃত ছিল।[৭২৭]

সহীহ।

١١٧ – باب افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ১১৭ ঃ সলাত শুরু করা সম্পর্কে

٧٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الشِّتَاءِ فَرَأَيْتُ أَصْحَابَهُ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ فِي الصَّلاَةِ .

- صحيح .

---

[৭২৬] পূর্বের হাদীস দেখুন।

[৭২৭] এটি (৭২৬ নং)- এ গত হয়েছে।

৭২৯। ওয়ায়িল ইবনু হুজর ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শীতের সময় নাবী ﷺ-এর নিকট এসে দেখলাম যে, তাঁর সহাবীগণ সলাতরত অবস্থায় তাদের কাপড়ের ভিতর থেকে নিজ হাত উত্তোলন করছিলেন।[৭২৮]

সহীহ।

[৭২৮] আহমাদ (৪/ ৩১৬) ওয়াকী সূত্রে।

মাসআলাহ ঃ সলাতে রফ'উল ইয়াদাইন করা

(ক) রফ'উল ইয়াদাইন এর অর্থ, নিয়ম ও সময় এবং তৎসম্পর্কিত প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীস সমূহ-

রফ'উল ইয়াদাইন এর অর্থ হচ্ছে দু' হাত উঁচু করা। হাদীসে রফ'উল ইয়াদানের দুটি নিয়ম বর্ণিত আছে। তা হলো, দু' হাত কাঁধ পর্যন্ত অথবা কানের লতি বরাবর উঁচু করা। সলাত আদায়কালে চারটি সময়ে রফ'উল ইয়াদাইন করতে হয়। (১) তাকবীরে তাহরীমার সময় (২) রুকু'তে যাওয়ার সময় (৩) রুকু' থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময় (৪) (তিন বা চার রাক'আত বিশিষ্ট সলাতে) প্রথম বৈঠক শেষে তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে বুকে হাত বাঁধার সময়।

এ হিসেবে নাবী ﷺ এক রাক'আত বিশিষ্ট সলাতে তিন বার, দু' রাক'আত বিশিষ্ট সলাতে পাঁচ বার, তিন রাক'আত বিশিষ্ট সলাতে আট বার এবং চার রাক'আত বিশিষ্ট সলাতে মোট দশ বার রফ'উল ইয়াদাইন করতেন। (দেখুন, সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, নাসায়ী, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও অন্যান্য) রসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যুকাল পর্যন্ত আজীবন উল্লিখিত সময়ে রফ'উল ইয়াদাইন করেছেন এবং উক্ত নিয়মেই সলাত আদায় করেছেন।

এ বিষয়ে বর্ণিত অসংখ্য সহীহ হাদীসাবলী হতে কয়েকটি প্রসিদ্ধতম হাদীস পেশ করা হলো ঃ

(১) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি যখন সলাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন কাঁধ পর্যন্ত দু' হাত উঠাতেন, এবং যখন তিনি রুকু'র জন্য তাকবীর বলতেন তখনও এরূপ করতেন, আবার যখন রুকু' থেকে মাথা উঠাতেন তখনও এ রকম করতেন এবং সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন। তবে তিনি সাজদাহ্র সময় এমন করতেন না। (দেখুন, সহীহুল বুখারী, ৭৩৪, ৭৩৫, অনুচ্ছেদ-তাকবীরে তাহরীমা, রুকু'তে যাওয়ার সময় ও রুকু' থেকে উঠার সময় রফ'উল ইয়াদাইন করা, মুসলিম, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, মুয়াত্তা মালিক, মুয়াত্তা মুহাম্মাদ, ত্বাহাভী, দারাকুতনী, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ, বায়হাক্বী, মুসান্নাফ 'আবদুর রাযযাক, মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ, নাসবুর রায়াহ, তালখীসুল হাবীর, তিরমিযী, অনুচ্ছেদ-রুকু'র সময় রফ'উল ইয়াদাইন করা, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ অনুচ্ছেদে 'আলী, 'উমার, ওয়াইল ইবনু হুজর, আনাস, আবূ হুরাইরাহ, মালিক ইবনু হুওয়াইরিস, আবূ হুমাইদ, আবূ উসাইদ, সাহল ইবনু সা'দ, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ, আবূ ক্বাতাদাহ, আবূ মূসা আল আশ'আরী, জাবির, 'উমাইর লাইসী (রাযিআল্লাহু আনহুম) প্রমূখ সহাবায়ি কিরামের সূত্রেও হাদীস বর্ণিত আছে)

(২) উপরোক্ত হাদীসটি বায়হাক্বীতে বর্ধিতভাবে বর্ণিত আছে যে, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ লাভ অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত সর্বদাই উক্ত নিয়মেই সলাত আদায় করতেন (অর্থাৎ তিনি আজীবন উক্ত তিন সময়ে রফ'উল ইয়াদাইন করতেন)। (দেখুন, বায়হাক্বী, হিদায়াহ দিরায়াহ, ১/১১৪, ইমাম বুখারীর উস্তাদ 'আলী ইবনুল মাদীনী (রহঃ) বলেন, এ হাদীস আমার নিকটে সমস্ত উম্মাতের উপর হুজ্জাত বা দলীল স্বরূপ)

(৩) ইবনু 'উমার সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ দু' রাক'আত শেষে তৃতীয় রাক'আতে দাঁড়ানোর সময়ে রফ'উল ইয়াদাইন করতেন- (দেখুন,সহীহুল বুখারী)। 'আলী (রাঃ) ও অন্যদের থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে- (দেখুন, জুযউল ক্বিরাআত)।

(৪) মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন সলাতের জন্য তাকবীর দিতেন তখন কান পর্যন্ত দু' হাত উঠাতেন। একইভাবে তিনি রুকু'তে যাওয়ার সময় কান পর্যন্ত দু' হাত উঠাতেন এবং রুকু' থেকে উঠার সময়ও কান পর্যন্ত দু' হাত উঠাতেন ও সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন। (দেখুন, সহীহ মুসলিম, হা/৩৯১, সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ, সহীহ আবূ দাউদ, ইরওয়া ২/৬৭, হাদীসটি সহীহ)

(৫) 'আলী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাকবীরে তাহরীমাহ সময়, রুকু'র সময়, রুকু' হতে মাথা উঠানোর সময় এবং দু' রাক'আত শেষে তৃতীয় রাক'আতে দাঁড়ানোর সময়ে রফ'উল ইয়াদাইন করতে দেখেছেন। (দেখুন, বায়হাক্বী ২/৮০, বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত, সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ, সহীহ আবূ দাউদ, হাদীসটি হাসান সহীহ)

(৬) ওয়ায়িল ইবনু হুজর (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সলাত আদায় করেছি। তিনি তাকবীর দিয়ে সলাত আরম্ভ করে দু' হাত উঁচু করলেন। অতঃপর রুকু' করার সময় এবং রুকু'র পরেও দু' হাত উঁচু করলেন। (দেখুন, বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত, আহমাদ, সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ, সহীহ আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ)

(৭) আনাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত শুরুর সময় এবং রুকু' করার সময় রফ'উল ইয়াদাইন করেছেন। (দেখুন, সহীহ ইবনে মাজাহ, সহীহ আবূ দাউদ, বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত, হাদীসটি সহীহ)

(৮) মুহাম্মাদ ইবনু 'আমর বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর দশজন সহাবীর মধ্যে আবূ হুমাইদের নিকট উপস্থিত ছিলাম, তাঁদের (আবূ হুমাইদ, আবূ উসাইদ, সাহল ইবনু সা'দ, মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ- রাযিআল্লাহু আনহুম প্রমূখ সহাবীগণের) মধ্যে একজন আবূ ক্বাতাদাহ ইবনু রবয়ী (রাঃ)ও ছিলেন। তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাত সম্পর্কে আপনাদের চাইতে বেশি অবগত। তাঁরা বললেন, তা কিভাবে? আল্লাহর শপথ! আপনি তো আমাদের চেয়ে তাঁর অধিক নিকটবর্তী ও অধিক অনুসরণকারী ছিলেন না। তিনি বললেন, বরং আমি তো তাঁকে পর্যবেক্ষন করছিলাম। তাঁরা বললেন, এবার তাহলে উল্লেখ করুন। তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যখন সলাতে দাঁড়াতেন তখন দু' হাত উঁচু করতেন এবং যখন রুকু' করতেন, রুকু' থেকে মাথা উঠাতেন, এবং দু' রাক'আত শেষে তৃতীয় রাক'আতে দাঁড়াতেন তখনও দু' হাত উঁচু করতেন। এ বর্ণনা শুনে তাঁরা সকলেই বললেন, আপনি সত্যই বলেছেন। (দেখুন, বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত, সহীহ ইবনু মাজাহ, সহীহ আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ)

(৯) আবূ মূসা আল আশ'আরী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাত দেখাব? অতঃপর তিনি তাকবীর দিয়ে দু' হাত উঁচু করলেন। অতঃপর রুকু'র জন্য তাকবীর দিয়ে দু' হাত উঁচু করলেন। অতঃপর 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে দু' হাত উঁচু করলেন। অতঃপর বললেন, এভাবেই রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আদায় করেছেন, অতএব তোমরাও কর। আর তিনি দু' সাজদাহ্র মাঝে দু' হাত উঁচু করেননি। (দেখুন, সহীহ সানাদে দারাকুতনী ১/২৯২, বায়হাক্বী, হাদীসটি সহীহ)

(১০) আবূ বাক্র সিদ্দিক (রাঃ) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে সলাত আদায় করেছি। তিনি যখন সলাত শুরু করতেন তখন দু' হাত উত্তোলন করতেন এবং যখন রুকু' করতেন ও রুকু' থেকে মাথা উঠাতেন তখনও দু' হাত উত্তোলন করতেন। (দেখুন, বায়হাক্বী ২/৭৩, ৭৪, এবং ইমাম যাহাবীর শারহু মুহাযযাব ২/৪৯)

(১১) আবূ যুবাইর সূত্রে বর্ণিত। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) যখন সলাত আরম্ভ করতেন তখন দু' হাত উঁচু করতেন এবং যখন রুকু' করতেন ও রুকু' থেকে মাথা উঠাতেন তখনও এরূপ দু' হাত উঁচু করতেন এবং তিনি বলতেন, আমি নাবী ﷺ-কে এভাবেই রফ'উল ইয়াদাইন করতে দেখেছি। (দেখুন, সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীসটি সহীহ)

(১২) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি তিনি সলাত শুরুর সময়, রুকু'র সময় এবং (রুকু' থেকে উঠে) সাজদাহ্তে যাওয়ার সময় কাঁধ বরাবর দু' হাত উঁচু করেছেন। (সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ, সহীহ আবূ দাউদ, ও অন্যান্য, হাদীসটি সহীহ)

(১৩) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক তাকবীরে রফ'উল ইয়াদাইন করতেন- (সহীহ ইবনু মাজাহ, সহীহ আবূ দাউদ, হাদীসটি সহীহ)। একদা ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-কে মায়মুন আল-মাক্কী বললেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর (রাঃ)-কে সলাতের শুরুতে, রুকু'র সময়, সাজদাহ্র প্রাক্কালে এবং তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়ানোর সময় দু' হাতে ইশারা (রফ'উল ইয়াদাইন) করতে দেখেছি। এ কথা শুনে

ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বললেন, তুমি যদি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাত দেখতে পছন্দ কর তাহলে ইবনু জুবাইরের সলাতের অনুকরণ কর। (হাদীসটি সহীহ, দেখুন, আবূ দাউদ, ত্বাবারানী কাবীর ১১/১৩৩, ও অন্যান্য)

(খ) রফ'উল ইয়াদাইন সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস ও আসারের সংখ্যা এবং সেসবের মান-

(১) রফ'উল ইয়াদাইন সম্পর্কে বর্ণিত সর্বমোট সহীহ হাদীস ও আসারের সংখ্যা অন্যূন ৪০০ শত। (দেখুন, **সিফরুস** সাআদাত, পৃষ্ঠা ১৫)

(২) ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, রফ'উল ইয়াদাইনের হাদীসসমূহের সানাদের চেয়ে বিশুদ্ধতম সানাদ আর **নেই**। (দেখুন, ফাতহুল বারী ২/২৫৭)

(৩) ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) বলেন, নাবী ﷺ-এর সূত্রে বর্ণিত রফ'উল ইয়াদাইনের হাদীস মুতাওয়াতির পর্যায়ের। (দেখুন, তুহফাতুল আহওয়াযী ২/১০০, ১০৬, দিরায়াতুল লাবীব, ১৬৯)

(৪) হাদীসের অন্যতম ইমাম হাফিয তাকীউদ্দিন সুবকী (রহঃ) বলেন, সলাতের মধ্যে রফ'উল ইয়াদাইন করার হাদীস এতো বেশি যে, রফ'উল ইয়াদাইনের হাদীসকে মুতাওয়াতির বলা ছাড়া উপায়ই নেই। (দেখুন, **সুবকীর জুযউ** রফ'উল ইয়াদাইন)

(গ) রফ'উল ইয়াদাইনের হাদীস বর্ণনাকারী সহাবীগণের সংখ্যা-

* রুকু'তে যাওয়া ও রুকু' হতে উঠার সময় রফ'উল ইয়াদাইন করা সম্পর্কে চার খলীফাসহ প্রায় ২৫জন **সহাবী** থেকে বর্ণিত হাদীস সমূহ রয়েছে। (সলাতুর রসূল (সাঃ), পৃষ্ঠা ৬৫, হাদীস ফাউন্ডশন বাংলাদেশ প্রকাশিত)

* **আল্লামা** ইবনুল কাইয়্যিম জাওযী (রহঃ) বলেন, তাকবীরে তাহরীমাহ, রুকু'র সময় ও রুকু' থেকে উঠে-এ তিন সময়ে নাবী ﷺ রফ'উল ইয়াদাইন করেছেন এ সম্পর্কে প্রায় ৩০জন সহাবী বর্ণনা করেছেন। (দেখুন, যাদুল মা'আদ)

* হাফিয ইবনু হাজার আসকালানীর উস্তাদ হাফিয আবূল ফায্ল (রহঃ) রফ'উল ইয়াদাইনের হাদীস বর্ণনাকারী সহাবীর সংখ্যা তন্ন তন্ন করে খুঁজে মোট ৫০জন পেয়েছেন। (দেখুন, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৭, ফাতহুল বারী ২/২৫৮)

* মুহাদ্দিস ইরাক্বী (রহঃ) তাঁর ফাতহুল মুগীস গ্রন্থে বলেন, আমি সলাতে রফ'উল ইয়াদাইনের হাদীস প্রায় ৫০জন সহাবা হতে একত্রিত করেছি। তিনি তাকরীবুল আসানীদ ও তাকরীবুল মাসানীদ গ্রন্থে বলেন, জেনে রাখ! সলাতে রফ'উল ইয়াদাইনের হাদীস ৫০জন সহাবায়ি কিরাম হতে বর্ণিত হয়েছে। (দেখুন, ফাতহুল মুগীস ৪/৮, **কিতাবু তাকরীবুল** আসানীদ ও তাকরীবুল মাসানীদ, পৃষ্ঠা ১৮)

* মূলতঃ অসংখ্য সহাবায়ি কিরাম রফ'উল ইয়াদাইনের হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে হাদীসের অন্যতম ইমাম হাফিয তাকীউদ্দিন সুবকী (রহঃ) স্বীয় 'জুযউ রফ'উল ইয়াদাইন' গ্রন্থে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন **সহাবী** সহ এমন ৪৯জন বিশিষ্ট সহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন যাঁরা সকলেই রফ'উল ইয়াদাইনের হাদীস বর্ণনা **করেছেন**। নিম্নে তাঁদের নাম সমূহ উল্লেখ করা হলো ঃ

(১) আবূ বাক্র সিদ্দিক (রাঃ), (২) 'উমার (রাঃ), (৩) 'উসমান (রাঃ), (৪) 'আলী (রাঃ), (৫) তালহা (রাঃ), (৬) যুবাইর (রাঃ), (৭) সা'দ (রাঃ), (৮) সাঈদ (রাঃ), (৯) 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রাঃ), (১০) আবূ 'উবাইদাহ ইবনুল জার্‌রাহ (রাঃ), (১১) মালিক ইবনু হুওয়াই রিস (রাঃ), (১২) যায়িদ ইবনু সাবিদ (রাঃ), (১৩) উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ), (১৪) আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রাঃ), (১৫) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ), (১৬) ইমাম হাসান (রাঃ), (১৭) ইমাম হুসাইন (রাঃ), (১৮) বারাআ ইবনু 'আযিব (রাঃ), (১৯) যিয়াদ ইবনু হারিস (রাঃ), (২০) আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ), (২১) হাসান ইবনু সাআদ (রাঃ), (২২) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ), (২৩) সুলাইমান ইবনু ইয়াসার (রাঃ), (২৪) 'আমর ইবনু 'আস (রাঃ), (২৫) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ), (২৬) 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির (রাঃ), (২৭) বারিয়াহ (রাঃ), (২৮) 'আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ), (২৯) 'আদী ইবনু 'আজলান (রাঃ), (৩০) আবূ মাস'উদ আল-আনসারী (রাঃ), (৩১) 'উমার লাইসী (রাঃ), (৩২) 'আয়িশাহ (রাঃ), (৩৩) আবুদ দারদা (রাঃ), (৩৪) 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ), (৩৫) 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ),

(৩৬) আনাস (রাঃ), (৩৭) ওয়ায়িল ইবনু হুজর (রাঃ), (৩৮) জাবির (রাঃ), (৩৯) 'আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর (রাঃ), (৪০) আবূ হুমাইদ সাঈদী (রাঃ), (৪১) আবূ সাঈদ (রাঃ), (৪২) মুহাম্মাদ ইবনু সালামাহ (রাঃ), (৪৩) উম্মু দারদা (রাঃ), (৪৪) আরাবী (রাঃ), (৪৫) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ), (৪৬) সালমান ফারিসি (রাঃ), (৪৭) বারিরাহ ইবনু খাদির (রাঃ), (৪৮) হাকিম ইবনু 'উমাইর (রাঃ), (৪৯) এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু জাবিন (রাঃ)। উল্লিখিত সমস্ত সহাবায়ি কিরামই রফ'উল ইয়াদাইনের হাদীস বর্ণনা করেছেন। (দেখুন, জুয্য়ি সুবকী, পৃষ্ঠা ৭)

(ঘ) রফ'উল ইয়াদাইনের উপর সমস্ত সহাবায়ি কিরামের 'আমাল ও ফাতাওয়াহ-

সহাবায়ি কিরাম নাবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেই ক্ষ্যান্ত হননি বরং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে সমস্ত সহাবীগণও সলাতে রফ'উল ইয়াদাইন করতেন। তার প্রমাণ ঃ

(১) 'আলী (রাঃ)-এর পুত্র হাসান (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীগণের সকলেই রুকু'তে যাওয়ার সময়, এবং রুকু' থেকে মাথা উঠার সময় রফ'উল ইয়াদাইন করতেন। (দেখুন, বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত, বায়হাক্বী ২/৭৫)

(২) সা'দ ইবনু জুবাইর (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমস্ত সহাবীই সলাত শুরুর সময়, রুকু'তে যাওয়ার সময় এবং রুকু' থেকে মাথা উঠার সময় রফ'উল ইয়াদাইন করতেন। (দেখুন, বায়হাক্বী ২/৭৫)

(৩) ইমাম বুখারী বলেন, ইমাম হাসান (রাঃ) ও হুমাইদ ইবনু হিলাল বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমস্ত সহাবীগণ রফ'উল ইয়াদাইন করতেন। তাঁর কোন সহাবী রফ'উল ইয়াদাইন করতেন না বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। (দেখুন, বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত)

(৪) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রায় ১ লক্ষ ২৪ হাজার সহাবী ছিলেন। তাঁদের সম্পর্কে সহীহুল বুখারীর শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, একমাত্র ইবনু মাস'উদ ছাড়া বাকী সমস্ত সহাবায়ি কিরাম রফ'উল ইয়াদাইন করতেন। (দেখুন, ফাতহুল বারী ২/২১৯)

(৫) ইমাম হাকিম (রহঃ) বলেন, রফ'উল ইয়াদাইন ছাড়া নাবী ﷺ-এর এমন কোন সুন্নাতের কথা আমরা জানিনা যে ব্যাপারে খুলাফায়ি রাশিদীন, আশারায়ি মুবাশ্শিরীন এবং বিভিন্ন শহরে অবস্থানকারী বড় বড় সহাবীগণ একমত হয়েছেন। (দেখুন, নাসবুর রায়াহ ১/৪১৬-৪১৮, তালখীসুল হাবীর, পৃষ্ঠা ৮২, নায়লুল ফারকাদাইন, পৃষ্ঠা ২৬, ইমাম যায়লায়ী হানাফী, আবদুল হাই লাখনৌভী হানাফী, আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরী হানাফী (রহঃ) ও অন্যান্যরা একে ইমাম হাকিম সূত্রে বর্ণনা করেছেন)

(ঙ) সলাতে রফ'উল ইয়াদাইনের পক্ষে ৫৩ জন বিশিষ্ট তাবিঈ ও তাবে' তাবিঈন ইমামগণ-

ইমাম বুখারী, ইমাম বায়হাক্বী ও ইমাম তাক্বীউদ্দীন সুবকী (রহিমাহুমুল্লাহ) ৫৩ জন এমন বিশিষ্ট তাবেঈ এবং তাবে তাবেঈনের নাম উল্লেখ করেছেন- যাঁরা সলাত আদায়কালে সর্বদা তিন জায়গায় রফ'উল ইয়াদাইন করতেন। উক্ত ৫৩ জন হলেন ঃ

(১) সা'দ ইবনু জুবাইর (২) 'আত্বা ইবনু আবূ রিবাহ (৩) মুজাহিদ (৪) ক্বাসিম ইবনু মুহাম্মাদ (৫) সালিম ইবনু 'আবদুল্লাহ (৬) 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয (৭) নু'মান ইবনু আবুল আয়াশ (৮) ইবনু সিরীন (৯) হাসান বাসরী (১০) 'আবদুল্লাহ ইবনু দীনার (১১) নাফি' (১২) হাসান ইবনু মুসলিম (১৩) ক্বায়িস ইবনু সা'দ (১৪) মাকহুল (১৫) তাউস (১৬) আবূ নাজরাহ (১৭) আবূ আহমাদ (১৮) ইবনু আবূ নাজীহ (১৯) ইসহাক্ব ইবনু রাহওয়াহ্ (২০) ইমাম আওযায়ী (২১) ইসমাঈল (২২) ইসহাক্ব ইবনু ইবরাহীম (২৩) ইবনু মুঈন (২৪) আবূ 'উবাইদাহ (২৫) আবূ সাত্তার (২৬) হুমাইদী (২৭) ইমাম ইবনু জারীর (২৮) হাসান ইবনু জা'ফর (২৯) সালিম ইবনু 'আবদুল 'আযীয (৩০) 'আলী ইবনু হুসাইন (৩১) 'আবদ্ ইবনু 'উমার (৩২) ঈসা ইবনু মূসা (৩৩) 'আলী ইবনু হাসান (৩৪) ক্বাতাদাহ (৩৫) 'আলী ইবনু 'আবদুল্লাহ (৩৬) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উসমান (৩৭) 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ (৩৮) 'আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর (৩৯) 'আলী ইবনুল মাদীনী (৪০) 'আবদুর রহমান (৪১) মুহাম্মাদ ইবনু সালাম (৪২) মু'তামির (৪৩) কা'ব ইবনু সা'দ (৪৪) কা'ব ইবনু সাঈদ (৪৫) ইয়াহইয়া (৪৬) ইয়াহইয়া ইবনু মুঈন (৪৭) ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ (৪৮) ইয়া'কূব (৪৯) ইবনু মুবারক (৫০) ইমাম যুহরী (৫১) মালিক ইবনু আনাস (৫২) ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (৫৩) এবং ইমাম শাফিঈ। (রহিমাহুমুল্লাহ)

উল্লিখিত ৫৩ জন বিশিষ্ট তাবেঈ ও তাবে' তাবেঈন রুকু'তে যাওয়ার সময় ও রুকু' হতে মাথা উঠানোর সময় দু' হাত উত্তোলন করতেন। (দেখুন, বুখারীর জুযউ রফ'উল ইয়াদাইন, বায়হাক্বী ২/৭৫, সুবকীর জুযউ রফউল ইয়াদাইন, পৃষ্টা ২, এবং আয়নী ৩/১০)

(চ) রফ'উল ইয়াদাইনের পক্ষে জমহুর মুহাদ্দিস, জমহুর ফাক্বীহ ও মুজতাহিদ ইমামগণের অভিমত-

(১) ইমাম বুখারী ও ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) বলেন ঃ মাক্কাহ, মাদীনাহ, হিজাজ, ইয়ামান, সিরিয়া, ইরাক, বাস্‌রাহ, খুরাসান প্রভৃতি দেশের লোকেরা সকলেই রুকু'তে যাওয়ার সময় এবং রুকু' হতে মাথা উঠানোর সময় রফ'উল ইয়াদাইন করতেন। (দেখুন, বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত)

অসংখ্য সহীহ হাদীস ও আসার বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যারা রফ'উল ইয়াদাইন করেন না তাদের বিরুদ্ধে ইমাম বুখারী (রহঃ) 'জুযউ রফউল ইয়াদাইন' নামে একটি স্বতন্ত্র কিতাবই রচনা করেছেন এবং সেখানে এর পক্ষে ১৯৮টি দলীল বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে হাদীসের অন্যতম হাফিয় তাকীউদ্দিন সুবকী (রহঃ)ও রফ'উল ইয়াদাইনের পক্ষে 'জুযউ রফউল ইয়াদাইন' নামে একখানা স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। সুতরাং মুহাদ্দিসগণের নিকট রফ'উল ইয়াদাইন যে কত বড় গুরুত্বপূর্ন সুন্নাত তা সহজেই অনুমেয়।

(২) ইমাম ইবনু হিব্বান (রহঃ) তাঁর সহীহ ইবনু হিব্বান গ্রন্থে রফ'উল ইয়াদাইন সম্পর্কে হাদীস উল্লেখ করে বলেন, উল্লিখিত হাদীস এটাই প্রমাণ করে যে, নাবী ﷺ তাঁর উম্মাতকে সলাতে রুকু'তে যাওয়ার সময় এবং রুকু' হতে মাথা উঠানোর সময় রফ'উল ইয়াদাইন করার নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর তিনি মালিক ইবনু হুওয়াইরিস বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেন-নাবী ﷺ বলেছেন, "তোমরা সেভাবে সলাত আদায় কর যেভাবে তোমরা আমাকে আদায় করতে দেখ। (দেখুন, সহীহ ইবনু হিব্বান, ৫/১৯০)

(৩) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন ঃ ইমাম 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক বলেছেন, রফ'উল ইয়াদাইন সম্পর্কিত হাদীস সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রমাণিত। কিন্তু ইবনু মাস'উদ যে বলেছেন, নাবী ﷺ প্রথমবার (তাকবীরে তাহরীমাহ ছাড়া আর কোথাও রফ'উল ইয়াদাইন করেননি- এ হাদীসটি প্রমাণিত নয় এবং প্রতিষ্ঠিতও নয়। (দেখুন, জামি' আত-তিরমিযী, অনুচ্ছেদ ঃ রফ'উল ইয়াদাইন প্রসঙ্গ) ইবনুল মুবারক আরো বলেন, রফ'উল ইয়াদাইন সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস ও ইসনাদ বিদ্যমান থাকার কারণে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি নাবী ﷺ রফ'উল ইয়াদাইন করছেন। (দেখুন, বায়হাক্বী মা'রিফাহ ২/১৪২)

(৪) ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু নাস্‌র (মৃতঃ ২৯৪ হিঃ) বলেন ঃ রফ'উল ইয়াদাইন করার পক্ষে প্রায় সকল দেশের 'আলিমগণের অভিমত আছে। একমাত্র কূফার একটি গ্রুপ ছাড়া বাকী সবাই রফ'উল ইয়াদাইন করেন। (দেখুন,ফাতহুল বারী)

(৫) ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম ইবনুল মাদীনী (রহঃ) বলেন ঃ নাবী ﷺ-এর সহীহ হাদীস সমূহ মূলে মুসলমানদের উপর ইসলামের হাক্ব হচ্ছে সলাতে রুকু'তে যাওয়ার সময় এবং রুকু' হতে মাথা উঠানোর সময় রফ'উল ইয়াদাইন করা।

(৬) ইবনু 'আবদুল বার (রহঃ) বলেন ঃ (সমস্ত সহাবায়ি কিরামের বিপরীতে) একমাত্র ইবনু মাস'উদই রুকু'র সময় এবং রুকু' হতে মাথা উঠানোর সময় রফ'উল ইয়াদাইন না করার কথা বর্ণনা করেছেন। (দেখুন,ফাতহুল বারী)

(৭) শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) বলেন ঃ রফ'উল ইয়াদাইন এমনই নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদি দ্বারা নাবী ﷺ, সহাবায়ি কিরাম ও পরবর্তী সমস্ত স্তরের শ্রেষ্ঠতম ইমাম ও মুজতাহিদগণ দ্বারা সর্বোতোভাবে সাব্যস্ত ও সমর্থিত হয়েছে যে, একে রহিত বা পরস্পর বিরোধ দোষে দুষ্ট বলা অবান্তর ও অবাস্তব। (দেখুন, রাওযাতুন নাদিয়্যাহ, ১/৯৬)

(৮) হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযী (রহঃ) বলেন ঃ সলাতে রুকু'র সময় এবং রুকু' হতে মাথা উঠানোর সময় রফ'উল ইয়াদাইন না করা সম্পর্কে যতগুলো হাদীস রসূলুল্লাহ ﷺ-এর বলে রয়েছে তার সবই বাতিল। এগুলোর একটিও সঠিক নয়। যেমন 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদের হাদীস, যা তিনি শেষ দিকে বলেছেন। বরং বায়হাক্বী খিলাফিয়াত গ্রন্থে সানাদ সহকারে 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ থেকে নাবী ﷺ-এর সূত্রে

রুকু'র সময় এবং রুকু' হতে মাথা উঠানোর সময় রফ'উল ইয়াদাইন করা সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (দেখুন, আল-মানার, পৃষ্ঠা ৪৯)

তিনি আরো বলেন, তাকবীরে তাহরীমার সময়, রুকু'তে যাওয়ার সময় এবং রুকু' হতে মাথা উঠানোর সময় রফ'উল ইয়াদাইন করা সম্পর্কে প্রায় ত্রিশজন সহাবী বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এর বিপরীত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মৃত্যু পর্যন্ত সারা জীবন তিনি এ নিয়মেই সলাত আদায় করেছেন। আর বারাআ ইবনু 'আযিব থেকে বর্ণিত এ সংক্রান্ত হাদীসটি সহীহ নয়। মূলত রসূলুল্লাহ ﷺ কখনো এ নিয়ম পরিত্যাগ করেননি এবং এর থেকে প্রত্যাবর্তনও করেননি। আর ইবনু মাস'উদের রফ'উল ইয়াদাইন ত্যাগ করাটা এজন্য ছিল না যে তিনি তা রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে জানতে পেরেছেন...। অথচ (শেষ বয়সে) ইবনু মাস'উদের রফ'উল ইয়াদাইন না করার নিয়মের বিপরীতে রয়েছে বিপুল সংখ্যক সহীহ হাদীস। রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে রফ'উল ইয়াদাইন সম্পর্কে এতোগুলো সহীহ, অকাট্য ও সুপ্রমাণিত 'আমালী হাদীস বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কী করে তা বর্জন করা যেতে পারে? এমনটি অকল্পনীয়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্মনীতি অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন-আমীন। (দেখুন, যাদুল মাআদ)

(৯) আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন ঃ রুকু'তে যাওয়ার সময় এবং রুকু' হতে মাথা উঠানোর সময় রফ'উল ইয়াদাইন করা মুতাওয়াতির সূত্রে সাব্যস্ত। এটাই হচ্ছে ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল এবং অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফাক্বীহগণের অভিমত। ইবনু আসাকীরের বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম মালিক এর উপরই মারা গেছেন। হানাফীদের অনেকেই এ মত গ্রহণ করেছেন। (দেখুন, সিফাতু সলাতুন্ নাবী)

(১০) শায়খ সালিহ আল-উসাইমিন (রহঃ) বলেন ঃ জেনে নেয়া আবশ্যক যে, সলাতে চারটি স্থানে রফ'উল ইয়াদাইন করা সুন্নাত। তা হচ্ছে ঃ ১) সলাতের প্রারম্ভে তাকবীর তাহরিমা বলার সময় ২) রুকু'তে যাওয়ার সময় ৩) রুকু' থেকে উঠার সময় ৪) প্রথম তাশাহুদ শেষ করে তৃতীয় রাক'আতে উঠার সময়। এ চারটি স্থানের বিষয়ে নাবী ﷺ থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা এসেছে। আর জানাযা ও দু' ঈদের সলাতে প্রত্যেক তাকবীরে রফ'উল ইয়াদাইন বা হাত উত্তোলন করা শারী'আত সম্মত। (দেখুন, ফাতাওয়াহ আরকানুল ইসলাম)

(১১) স'উদী আরবের প্রাক্তন গ্রান্ড মুফতী শায়খ 'আবদুল 'আযীয বিন বায (রহঃ) বলেন ঃ মুসল্লীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে, সে তাকবীরে তাহরীমাহ সময়, রুকু'কালে, রুকু' হতে উঠার সময় এবং প্রথম তাশাহ্হুদ শেষে তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়ানোর সময় উভয় কাঁধ বা কান বরাবর ক্বিবলাহর দিকে মুখ করে দু' হাত উত্তোলন করবে। এটাই সুন্নাত, যা নাবী ﷺএর সূত্রে প্রমাণিত। (দেখুন, ফাতাওয়াহ শায়খ বিন বায)

(চ) রফ'উল ইয়াদাইন সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ 'আলিমগণের অভিমত-

(১) মোল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ সলাতে রুকূ'তে যাওয়ার সময় ও রুকু' থেকে উঠার সময় দু' হাত না তোলা সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে সেগুলো সবই বাতিল হাদীস। তন্মধ্যে একটিও সহীহ নয়। (দেখুন, মাওযু'আতে কাবীর, পৃষ্ঠা ১১০)

(২) হানাফী মুহাদ্দিস আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী (রহঃ) রুকু'তে যাওয়ার পূর্বে রফ'উল ইয়াদাইন করার ব্যাপারে ইমাম আবূ হানিফা সম্পর্কে লিখেছেন ঃ ইমাম আবূ হানিফা সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তা ত্যাগ করলে গুনাহ হবে। (দেখুন, 'উমদাতুল ক্বারী, ৫/২৭২)

(৩) শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ যে মুসল্লী রফ'উল ইয়াদাইন করে ঐ মুসল্লী আমার কাছে অধিক প্রিয় সেই মুসল্লীর চাইতে যে রফ'উল ইয়াদাইন করে না। কারণ রফ'উল ইয়াদাইন করার হাদীসগুলো সংখ্যায় বেশি এবং অধিকতর মজবুত। (দেখুন, হুজ্জাতুল্লাহহিল বালিগাহ ২/১০)

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রহঃ) আরো বলেন, রফ'উল ইয়াদাইন হচ্ছে সম্মান সূচক কর্ম। যা মুসল্লীকে আল্লাহর দিকে রুজু হওয়ার ব্যাপারে এবং সলাতে তন্ময় হওয়ার ব্যাপারে হুশিয়ার করে দেয়। (দেখুন, হুজ্জাতুল্লাহহিল বালিগাহ ২/১০)

(৪) আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ যারা এ কথা বলে যে, তাকবীরে তাহরীমাহ ছাড়া রুকু'তে যাওয়ার সময় এবং রুকু' থেকে উঠার সময় দু' হাত তোলার হাদীস মানসূখ ও রহিত, তাদের ঐ দাবী দলীলবিহীন এবং ভিত্তিহীন। (দেখুন, শারহু সুনানে ইবনে মাজাহ, মিসরের ছাপা ১ খণ্ড ১৪৬ পৃষ্ঠার টিকা)

(৫) আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ এ কথা জানা উচিত যে, সলাতে রফ'উল ইয়াদাইন করার হাদীস সূত্র ও 'আমালের দিক দিয়ে মুতাওয়াতির, এতে কোনই সন্দেহ নেই। আর এটা মানসূখও নয় এবং এর একটি হরফও নাকচ নয়। (দেখুন, নাইলুল ফারকাদাইন, পৃষ্ঠা ২২, রসূলে আকরাম কী নামায, পৃষ্ঠা ৬৯)

(৬) আল্লামা 'আবদুল হাই লাখনৌভী হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ নাবী ﷺ-এর সূত্রে রফ'উল ইয়াদাইন করার প্রমাণ বেশি এবং প্রাধান্যযোগ্য। আর এটা মানসূখ বা নাকচ হবার দাবী যা ত্বাহাভী, ইবনুল হুমাম ও আইনী প্রমুখ আমাদের দলের মনীষীদের পক্ষ থেকে প্রচারিত হয়েছে, তা এমনই প্রমাণহীন যে তদ্দ্বারা রোগী নিরোগ হয় না এবং পিপাসার্তও তৃপ্ত হয় না। (দেখুন, আত-তা'লীকুল মুমাজ্জাদ, পৃষ্ঠা ৯১)

তিনি আরো বলেন, রুকু'তে যওয়ার সময় ও রুকু' থেকে উঠার সময় রফ'উল ইয়াদাইন করা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনেক সহাবী (রাযিআল্লাহু 'আনহুম) হতে দৃঢ় সূত্রে ও সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত ও সাব্যস্ত হয়েছে। (দেখুন, সিফরুস সাআদাত, মালাবুদ্দাহ মিনহু, রওযাতুন নাদিয়্যাহ ও হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ)

(৭) ইমাম মুহাম্মাদের সাথী ও ইমাম আবূ ইউসুফের শিষ্য ইসাম ইবনু ইউসুফ আল বালাখী (রহঃ)-এর রফ'উল ইয়াদাইন করা সম্পর্কে আল্লামা 'আবদুল হাই লাখনৌভী হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ ইসাম ইবনু ইউসূফ ছিলেন ইমাম আবূ ইউসূফের শাগরিদ এবং হানাফী। তিনি রুকু'তে যাওয়ার সময় এবং রুকু' থেকে উঠার সময় রফ'উল ইয়াদাইন করতেন- (আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাহ ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১১৬)। 'আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক, সুফিয়ান সাওরী এবং শু'বাহ (রহঃ) বলেন, ইসাম ইবনু ইউসূফ মুহাদ্দিস ছিলেন। সেজন্য তিনি রফ'উল ইয়াদাইন করতেন। (আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১১৬)

(৮) শায়খ আবুত্ ত্বালিব মাক্কী হানাফী (রহঃ) তার 'কুতুল কুলূব' গ্রন্থে সলাতের সুন্নাত সমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, রুকু'তে যাওয়ার সময় রফ'উল ইয়াদাইন করা ও তাকবীর বলা সুন্নাত। তারপর 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে রফ'উল ইয়াদাইন করা সুন্নাত। (দেখুন, কুতুল কুলুব ৩/১৩৯)

(৯) কাজী সানাউল্লাহ পানিপত্তি হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ বর্তমান সময়ের অধিকাংশ 'আলিমের দৃষ্টিতে রফ'উল ইয়াদাইন করা সুন্নাত। অধিকাংশ ফাক্বীহ ও মুহাদ্দিসীনে কিরাম একে প্রমাণ করেছেন। (দেখুন, মালাবুদ্দাহ মিনহু, পৃষ্ঠা ৪২, ৪৪)

(১০) শায়খ 'আবদুল ক্বাদির জিলানী (রহঃ) সলাতের সুন্নাত সমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ সলাত শুরু করার সময়, রুকু'তে যাওয়ার সময় এবং রুকু' হতে উঠার সময় রফ'উল ইয়াদাইন করা সুন্নাত। (দেখুন, গুনিয়াতুত ত্বালিবীন, পৃষ্ঠা ১০)

(১১) দ্বিতীয় আবূ হানিফা নামে খ্যাত আল্লামা ইবনু নুজাইম (রহঃ) বলেন ঃ রুকু'তে যাওয়ার সময় ও রুকু' হতে মাথা উঠানোর সময় রফ'উল ইয়াদাইন করলে সলাত বরবাদ হবার কথা যা মাকহুল নাসাফী ইমাম আবূ হানিফা থেকে বর্ণনা করেছেন তা বিরল বর্ণনা, যা রিওয়ায়াত ও দিরায়াত উভয়েরই পরিপন্থী অর্থাৎ বর্ণনা সূত্রতঃ ও জ্ঞানতঃ ঠিক নয়। (দেখুন, বাহরু রায়িক ১/৩১৫, যাহরাতু রিয়াযুল আবরার, পৃষ্ঠা ৮৯)

(১২) দেওবন্দের শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদুল হাসান বলেন ঃ রফ'উল ইয়াদাইন মানসূখ নয়। আর এর স্থায়িত্ব প্রমাণিত নয়- (দেখুন, ইযাহুল আদিল্লাহ)। ইতিপূর্বে ইমাম যায়লায়ী হানাফীর বরাত দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, এর স্থায়িত্ব প্রমাণিত। কেননা রসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত আজীবন রফ'উল ইয়াদাইন করেছিলেন। (দেখুন, নাসবুর রায়াহ তাখরীজ আহাদীসিল হিদায়া ১/৪১০)

(১৩) মুফতী আমিমুল ইহসান লিখেছেন ঃ যারা বলে রফ'উল ইয়াদাইন করার হাদীস মানসূখ- আমি বলি, তাদের একটি মাত্র দলীল (অর্থাৎ ইবনু মাস'উদের হাদীস), দ্বিতীয় কোন দলীল নাই। (দেখুন, ফিকহুস সুনান ওয়াল আসার, পৃষ্ঠা ৫৫)

[উল্লেখ্য, ইবনু মাস'উদের উক্ত হাদীসটির বিশুদ্ধতা নিয়ে মুহাদ্দিসগণ মতভেদ করেছেন। কতক মুহাদ্দিস সেটিকে হাসান বা সহীহ আখ্যায়িত করলেও অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরাম ইবনু মাস'উদের বর্ণনাকে দুর্বল, বাতিল এবং দলীলের অযোগ্য বলেছেন। সামনে ৭৪৮ নং হাদীসের টিকায় এর আলোচনা আসছে]

(১৪) হানাফী মাযহাবের ফিক্বাহ গ্রন্থাবলীতেও রফ'উল ইয়াদাইনের পক্ষে বক্তব্য রয়েছে। তন্মধ্যকার কয়েকটি উল্লেখ করা হল ঃ

(ক) রুকু'র পূর্বে ও পরে ইয়াদাইন করার হাদীস প্রমাণিত আছে। (দেখুন, আয়নুল হিদায়া ১/৩৮৪, নুরুল হিদায়া)

(খ) রফ'উল ইয়াদাইন করার হাদীস, রফ'উল ইয়াদাইন না করার হাদীসের চাইতে শক্তিশালী ও মজবুত। (দেখুন, আয়নুল হিদায়া ১/৩৮৯)

(গ) বায়হাক্বীর হাদীসে আছে, ইবনু উমার বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মৃত্যু পর্যন্ত সলাতের মধ্যে রফ'উল ইয়াদাইন করেছেন। (দেখুন, আয়নুল হিদায়া ১/৩৮৬)

(ঘ) রফ'উল ইয়াদাইন না করার হাদীস দুর্বল। (দেখুন, নুরুল হিদায়া, পৃষ্ঠা ১০২)

(ঙ) রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে রফ'উল ইয়াদাইন প্রমাণিত আছে এবং এটাই হাক্ব। (দেখুন, আয়নুল হিদায়া ১/৩৮৬)

মূলত হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট ইমাম ও মুহাক্কিক 'আলিমগণসহ ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল ও তাঁদের সমস্ত অনুগামী ও 'আলিমগণ এবং প্রায় সমস্ত ফুক্বাহায়ি মুহাদ্দিসীন সলাতে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়াও রুকু'র আগে, রুকু'র পরে এবং তৃতীয় রাক'আতের প্রারম্ভে কাঁধ বা কান পর্যন্ত দু' হাত উঠানোর পক্ষে অভিমত পোষণ করেছেন। স্বয়ং রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ থেকে অদ্যাবধি সলাতে চারটি স্থানে রফ'উল ইয়াদাইন করার পক্ষে এমন একটা সামগ্রিক ও বলিষ্ঠ সমর্থনকে হেয় বা লঘু করে দেখা অবান্তর ও নিন্দনীয় সংকীর্ণতা নয় কি? অতএব এরূপ সুস্পষ্ট বিশুদ্ধ সুন্নাত কী করে বর্জন করা যায়?! এমনটি অকল্পনীয়।

(ছ) রফ'উল ইয়াদাইনের গুরুত্ব ও ফাযীলাত-

(১) মালিক বলেন, ইবনু 'উমার (রাঃ) কোন ব্যক্তিকে সলাতে রুকু'র সময় ও রুকু' থেকে উঠার সময় রফ'উল ইয়াদাইন না করতে দেখলে তাকে ছোট পাথর ছুঁড়ে মারতেন, যতক্ষন না সে রফ'উল ইয়াদাইন করে। (দেখুন, বুখারীর জুযউ রফ'উল ইয়াদাইন, আহমাদ, দারাকুতনী-নাফি' হতে সহীহ সানাদে)

(২) 'উক্ববাহ ইবনু 'আমির (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি রুকু'র সময় এবং রুকু' থেকে মাথা উঠানোর সময় রফ'উল ইয়াদাইন করে তার জন্য রয়েছে প্রত্যেক ইশারার বিনিময়ে দশটি করে নেকী। (দেখুন, বায়হাক্বীর মা'রিফাত ১/২২৫, মাসায়িলে আহমাদ, কানযুল 'উম্মাল)

(৩) ইবনু 'উমার (রাঃ) বলেন, রফ'উল ইয়াদাইন হচ্ছে সলাতের সৌন্দর্য্যের একটি শোভা। প্রত্যেক রফ'উল ইয়াদাইনের বদলে দশটি করে নেকী রয়েছে, অর্থাৎ প্রত্যেক আঙ্গুলের বিনিময়ে রয়েছে একটি করে নেকী। (দেখুন, আল্লামা আইনী হানাফীর 'উমদাতুল ক্বারী ৫/২৭২)

এতে প্রমাণিত হয়, রফ'উল ইয়াদাইন করার কারণে দু' রাক'আত সলাতে ৫০ আর চার রাক'আত সলাতে ১০০টি নেকী বেশি পওয়া যায়। এ হিসেবে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্তের সতের রাক'আত ফার্‌য সলাতে ৪৩০ নেকী, একমাসে ১২,৯০০ আর এক বছরে ১,৫৪৮০০ (এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার) নেকী শুধু রফ'উল ইয়াদাইন করার জন্য বাড়তি যোগ হচ্ছে। সুতরাং কোন ব্যক্তি সলাতে রফ'উল ইয়াদাইন করার কারণে ৩০ বছরে ৪৬,৪৪০০০ নেকী আর ৬৫ বছরে ১০০৬২০০০ (এক কোটি বাষট্টি হাজার) নেকী বেশি পচ্ছেন। এ হিসাব শুধু পাঁচ ওয়াক্ত ফার্‌য সলাতের। এছাড়া সুন্নাত, নাফ্‌ল, বিত্‌র, তাহাজ্জুত, তারাবীহ প্রভৃতি সলাতে রফ'উল ইয়াদাইন করার নেকী তো রয়েছেই, যা এ হিসাব অনুপাতেই পাওয়া যাবে। সুতরাং যারা ফার্‌য, সুন্নাত, নাফ্‌ল প্রভৃতি সলাতে রফ'উল ইয়াদাইন করেন না তারা কতগুলো নেকী থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তা কি ভেবে দেখেছেন? অথচ ক্বিয়ামাতের দিন হাশরের ময়দানে মানুষ একটি নেকী কম হওয়ার কারণে জান্নাতে যেতে পারবে না!

٧٣٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، – وَهَذَا حَدِيثُ أَحْمَدَ قَالَ – أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، – يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ – أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ، فِي عَشْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالُوا فَلِمَ فَوَاللَّهِ مَا كُنْتَ بِأَكْثَرِنَا لَهُ تَبَعًا وَلاَ أَقْدَمِنَا لَهُ صُحْبَةً . قَالَ بَلَى . قَالُوا فَاعْرِضْ . قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ حَتَّى يَقِرَّ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَضَعُ رَاحَتَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَعْتَدِلُ فَلاَ يَصُبُّ رَأْسَهُ وَلاَ يُقْنِعُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ مُعْتَدِلاً ثُمَّ يَقُولُ " اللَّهُ أَكْبَرُ " . ثُمَّ يَهْوِي إِلَى الأَرْضِ فَيُجَافِي يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُولُ " اللَّهُ أَكْبَرُ " . وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ ثُمَّ يَصْنَعُ فِي الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ ثُمَّ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي بَقِيَّةِ صَلاَتِهِ حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ . قَالُوا صَدَقْتَ هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي ﷺ .

– صحيح .

৭৩০। মুহাম্মাদ ইবনু 'আমর (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুমায়িদ আস-সাঈদী ﷺ-কে দশজন সহাবীর উপস্থিতিতে- যাঁদের মধ্যে আবূ ক্বাতাদাহ্ ﷺ ছিলেন- বলতে শুনেছি ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাত সম্পর্কে আমি আপনাদের চেয়ে অধিক অবগত। তাঁরা বললেন, সেটা আবার কিভাবে? আল্লাহর শপথ! আপনি তো তাঁর অনুসরণ ও সাহচর্যের দিক দিয়ে আমাদের চেয়ে বেশি অগ্রগামী নন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তাঁরা বললেন, এখন আপনি আপনার বক্তব্য পেশ করুন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতে দাঁড়ানোর সময় নিজের দু' হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে আল্লাহু আকবার বলে পূর্ণরূপে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। এরপর ক্বিরাআত পড়ে তাকবীর বলে রুকু'তে গমনকালে স্বীয় দু' হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। তারপর

রুকু'তে গিয়ে দু' হাতের তালু দ্বারা হাঁটুদ্বয় দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতেন। রুকু'তে তাঁর মাথা পিঠের সাথে সমান্তরাল থাকত। এরপর রুকু' হতে মাথা উঠিয়ে "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্" বলে তিনি স্বীয় দু' হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন। তারপর আল্লাহু আকবার বলে তিনি সাজদাহ্য় যেতেন, সাজদাহ্তে বাহূদ্বয় স্বীয় পাঁজরের পাশ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। তারপর সাজদাহ্ হতে মাথা উঠিয়ে বাম পা বিছিয়ে তাতে সোজা হয়ে বসতেন এবং সাজদাহ্কালে স্বীয় পায়ের আংগুলগুলি ফাঁকা করে রাখতেন। এরপর আবার সাজদাহ্য় যেতেন এবং আল্লাহু আকবার বলে সাজদাহ্ হতে মাথা উঠিয়ে বাম পা বিছিয়ে তাতে সোজা হয়ে বসতেন, এমনকি প্রতিটি হাড় স্ব স্ব স্থানে ফিরে যেত। এরপর পরের রাক'আতও অনুরূপভাবে আদায় করতেন। অতঃপর যখন দু' রাক'আত শেষে (তৃতীয় রাক'আতের জন্য) দাঁড়াতেন তখন তাকবীর বলে দু' হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন, ঠিক যেমনটি উঠাতেন সলাত আরম্ভকালে তাকবীর বলে। অতঃপর এভাবেই তাঁর অবশিষ্ট সলাত আদায় করতেন। অতঃপর শেষ রাক'আতে স্বীয় বাম পা ডান পাশে বের করে বাম পাশের পাছার উপর ভর করে বসতেন। তখন তাঁরা সকলেই বললেন, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। রসূলুল্লাহ ﷺ এভাবেই সলাত আদায় করতেন।[৭২৯]

সহীহ।

٧٣١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَبِيبٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعَامِرِيِّ، قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَذَاكَرُوا صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ غَيْرَ مُقْنِعٍ رَأْسَهُ وَلاَ صَافِحٍ بِخَدِّهِ وَقَالَ فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى فَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ .

-صحيح ، دون قوله : (وَلاَ صَافِحٍ بِخَدِّهِ) .

৭৩১। মুহাম্মাদ ইবনু 'আমর আল-'আমিরী সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি সহাবীগণের মাজলিসে উপস্থিত হই। সেখানে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাত সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। তখন আবূ হুমায়িদ رضي الله عنه বলেন ..... তারপর বর্ণনাকারী পূর্বোক্ত হাদীসের অংশ বিশেষ বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, তিনি রুকুতে স্বীয় হাতের তালু দ্বারা হাঁটু মজবুতভাবে ধরতেন,

---

[৭২৯] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, হাঃ ৩০৪, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ যথাযথভাবে সলাত আদায়, হাঃ ১০৬১), দারিমী (১৩৬৬), সকলে 'আব্দুল হামীদ ইবনু জা'ফর সূত্রে।

হাতের অঙ্গুলিগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখতেন এবং স্বীয় মাথা পিঠের সাথে সমান্তরাল রাখতেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর দু' রাক'আত সলাত শেষে বসার সময় বাম পায়ের উপর বসতেন এবং ডান পায়ের পাতা দাঁড় করে রাখতেন। তারপর চতুর্থ রাক'আতে বসার সময় স্বীয় দু' পা ডান দিকে বের করে দিয়ে বাম পাশের পাছার উপর ভর করে বসে যেতেন।[৭৩০]

সহীহ, তবে তার (وَلاَ صَافِحٍ بِخَدِّهِ) কথাটি বাদে।

٧٣٢ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، نَحْوَ هَذَا قَالَ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ .

- صحيح : خ .

৭৩২। মুহাম্মাদ ইবনু 'আমর ইবনু 'আত্বা সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি সাজদাহ্‌তে নিজের দু' হাত একেবারে বিছিয়েও দিতেন না আবার তা শরীরের সাথে মিলিয়েও রাখতেন না। তিনি তাঁর পায়ের আঙ্গুলগুলো ক্বিবলাহ্‌মুখী করে রাখতেন।[৭৩১]

সহীহ ঃ বুখারী।

٧٣٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، أَحَدِ بَنِي مَالِكٍ عَنْ عَبَّاسٍ، - أَوْ عَيَّاشٍ - بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِي الْمَجْلِسِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَأَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ وَأَبُو أُسَيْدٍ بِهَذَا الْخَبَرِ يَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ قَالَ فِيهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ - يَعْنِي مِنَ الرُّكُوعِ - فَقَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ " . وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ " اللَّهُ أَكْبَرُ " . فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلَى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ثُمَّ كَبَّرَ فَجَلَسَ فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الأُخْرَى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيرَةٍ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ وَلَمْ يَذْكُرِ التَّوَرُّكَ فِي التَّشَهُّدِ .

- ضعيف .

---

[৭৩০] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ তাশাহুদে বসার নিয়ম, হাঃ ৮২৮) লাইস সূত্রে যায়িদ ইবনু আবূ হাবীব হতে।

[৭৩১] এর পূর্বেরটি দেখুন।

৭৩৩। 'আব্বাস অথবা 'আইয়্যাশ ইবনু সাহল আস-সাঈদী (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি সহাবীগণের একটি মাজলিসে উপস্থিত হন, যেখানে তাঁর পিতা, আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ, আবূ হুমায়িদ আস-সাঈদী এবং আবূ উসায়িদ ﷺ-ও উপস্থিত ছিলেন। এ সূত্রে উপরোক্ত হাদীস কিছুটা হ্রাসবৃদ্ধিসহ বর্ণিত হয়েছে। তাতে বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি (ﷺ) রুকু' হতে মাথা উঠিয়ে 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্‌দ' বলে নিজের দু' হাত উত্তোলন করতেন। তারপর আল্লাহ আকবার বলে সাজদাহ্য় যেতেন এবং সাজদাহ্তে হাতের তালু, হাঁটু ও পায়ের পাতার উপর ভর করতেন। তারপর তিনি আল্লাহু আকবার বলে (সাজদাহ্ হতে উঠে) বাম পার্শ্বের পাছার উপর ভর করে বসতেন আর অন্য পা সোজা করে রাখতেন। তারপর তাকবীর বলে সাজদাহ্য় যেতেন এবং পুনরায় তাকবীর বলে সাজদাহ্ হতে উঠে বাম পার্শ্বের পাছার উপর না বসে দাঁড়িয়ে যেতেন। অতঃপর (পুরো) হাদীস বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি দু' রাক'আত সলাত শেষে বসার পর (তৃতীয় রাক'আতের জন্য) দাঁড়ানোর ইচ্ছা করলে তাকবীর বলে দাঁড়াতেন এবং (এভাবে) অবশিষ্ট দু' রাক'আত সলাত আদায় করতেন। কিন্তু তাতে শেষ বৈঠকে বাম পার্শ্বের পাছার উপর বসার কথা উল্লেখ নেই।[৭৩২]

দুর্বল।

٧٣٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، أَخْبَرَنِي فُلَيْحٌ، حَدَّثَنِي عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَذَكَرُوا صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا قَالَ ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا وَوَتَّرَ يَدَيْهِ فَتَجَافَى عَنْ جَنْبَيْهِ قَالَ ثُمَّ سَجَدَ فَأَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ فِي مَوْضِعِهِ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَكَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ.

– صحيح.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ لَمْ يَذْكُرِ التَّوَرُّكَ وَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ فُلَيْحٍ وَذَكَرَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ نَحْوَ جِلْسَةِ حَدِيثِ فُلَيْحٍ وَعُتْبَةَ .

---

[৭৩২] দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, হাঃ ১৩০৭) ফালীহ ইবনু সুলায়মান সূত্রে 'আব্বাস ইবনু সাহল হতে।

৭৩৪। 'আব্বাস ইবনু সাহল (রহঃ) বলেন, আবূ হুমায়িদ, আবূ উসায়িদ, সাহল ইবনু সা'দ এবং মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাহ ﵃ একটি মাজলিসে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাতের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন। তখন আবূ হুমায়িদ ﵁ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাত সম্পর্কে আমি আপনাদের চেয়ে অধিক অবগত ... অতঃপর তিনি এখানে অংশ বিশেষ বর্ণনা করেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর নাবী ﷺ রুকু'তে নিজের দু' হাতে শক্তভাবে হাঁটুদ্বয় ধরে রাখতেন এবং দু' হাতকে তাঁর পার্শ্বদেশ হতে বিচ্ছিন্ন করে রাখতেন। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি সাজদাহ্তে নাক ও কপাল মাটির সাথে মিলিয়ে রাখতেন এবং দু' হাতকে তাঁর পার্শ্বদেশ হতে বিচ্ছিন্ন করে রাখতেন। অতঃপর তিনি এমনভাবে মাথা উঠাতেন যে, শরীরের সমস্ত সংযোগ স্থান স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত হত। অতঃপর বসে বাম পা বিছিয়ে দিতেন, ডান পায়ের সম্মুখ ভাগ ক্বিবলাহ্মুখী করে রাখতেন, ডান হাতের তালু ডান পায়ের উরুর উপর এবং বাম হাতের তালু বাম পায়ের উরুর উপর রাখতেন এবং তাঁর (শাহাদাত) আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন।[৭৩৩]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটি 'উত্বাহ ইবনু আবূ হাকীম (রহঃ) 'আবদুল্লাহ হতে 'আব্বাস ইবনু সাহল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে বাম পার্শ্বের পাছার উপর বসার কথা উল্লেখ করেননি। আর তিনি ফুলাইহর এর অনুরূপ হাদীস উল্লেখ করেন। আর হাসান ইবনুল হুর বসার পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন ফুলাইহ্ ও 'উত্বাহর বর্ণনার অনুরূপ।

٧٣٥ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَإِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَىْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ .

– ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا فُلَيْحٌ سَمِعْتُ عَبَّاسَ بْنَ سَهْلٍ يُحَدِّثُ فَلَمْ أَحْفَظْهُ فَحَدَّثَنِيهِ أُرَاهُ ذَكَرَ عِيسَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ قَالَ حَضَرْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ .

---

[৭৩৩] **তিরমিযী** (অধ্যায় ঃ সলাত, হাঃ ২৬০, ইমাম তিরমিযী বলেন, আবূ হুমাইদের হাদীসটি হাসান সহীহ), **ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম,** অনুঃ রুকু'তে গমনকালে রফ'উল ইয়াদাইন করা, হাঃ ৮৬৩), ইবনু **খুযাইমাহ (৫৮১), সকলে** 'আব্বাস ইবনু সাহল হতে।

৭৩৫। আবূ হুমায়িদ ﷺ সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, তিনি সাজদাহ্তে স্বীয় পেট উরু থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতেন।[৭৩৪]

দুর্বল।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হাদীসটি ইবনুল মুবারক ও অন্যান্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে।

٧٣٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ إِلَى الأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ كَفَّاهُ – قَالَ – فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَجَافَى عَنْ إِبْطَيْهِ .

– ضعيف .

৭৩৬। 'আবদুল জাব্বার ইবনু ওয়ায়িল তাঁর পিতা হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি (ﷺ) সাজদাহ্য় গমনকালে যমীনে স্বীয় হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখতেন। বর্ণনাকারী আরো বলেন, সাজদাহ্তে তিনি নিজের দু' হাতের তালুর মধ্যবর্তী স্থানে কপাল রাখতেন এবং দু' হাত বগল হতে দূরে সরিয়ে রাখতেন।[৭৩৫]

দুর্বল।

قَالَ حَجَّاجٌ وَقَالَ هَمَّامٌ وَحَدَّثَنَا شَقِيقٌ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَذَا وَفِي حَدِيثِ أَحَدِهِمَا – وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ – وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ .

– ضعيف .

'আসিম ইবনু কুলাইব তাঁর পিতা হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, যথা সম্ভব মুহাম্মাদ ইবনু জুহাদাহ্র বর্ণনায় রয়েছে ঃ তিনি দাঁড়ানোর সময় উরু ও হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।

দুর্বল।

٧٣٧ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ فِطْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ إِبْهَامَيْهِ فِي الصَّلاَةِ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ .

– ضعيف .

---

[৭৩৪] এটি পূর্বের হাদীসে গত হয়েছে।

[৭৩৫] ৭২৪ নং হাদীসে এর সনাদের উপর আলোচনা গত হয়েছে।

৭৩৭। 'আবদুল জাব্বার ইবনু ওয়ায়িল থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাকবীর বলার সময় তাঁর দু' হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি।[৭৩৬]

দুর্বল।

٧٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلاَةِ جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ لِلسُّجُودِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ .

– ضعيف .

৭৩৮। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের জন্য তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় নিজের দু' হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। এমনিভাবে রুকু'তে গমনকালে, রুকু' হতে সোজা হওয়ার সময় এবং দু' রাক'আত শেষে (তৃতীয় রাক'আতের জন্য) দাঁড়ানোর সময়ও দু' হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন।[৭৩৭]

দুর্বল।

٧٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ مَيْمُونٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَصَلَّى بِهِمْ يُشِيرُ بِكَفَّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ وَحِينَ يَنْهَضُ لِلْقِيَامِ فَيَقُومُ فَيُشِيرُ بِيَدَيْهِ فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى صَلاَةً لَمْ أَرَ أَحَدًا يُصَلِّيهَا فَوَصَفْتُ لَهُ هَذِهِ الإِشَارَةَ فَقَالَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاقْتَدِ بِصَلاَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ .

– صحيح .

৭৩৯। মায়মূন আল-মাক্কী সূত্রে বর্ণিত। তিনি দেখলেন যে, 'আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ির ﷺ লোকদের সলাত আদায়কালে দাঁড়ানোর সময়, রুকু' হতে সোজা হওয়ার সময়, সাজদাহ্কালে*, এবং (দু' রাক'আত শেষে তৃতীয় রাক'আতের জন্য) দাঁড়ানোর সময় তাঁর দু' হাত উঠালেন। অতঃপর আমি ইবনু 'আব্বাস ﷺ-এর কাছে গিয়ে তাঁকে ইবনুয যুবায়িরের সলাত সম্পর্কে

---

[৭৩৬] আহমাদ (৪/৩১৬), নাসায়ী (৮৮১), সকলে ফিত্বর ইবনু খুলাইফা সূত্রে 'আবদুল জাব্বার হতে। আল্লামা মুনযিরী বলেন, হাদীসটি 'আবদুল জাব্বার তার পিতা হতে শুনেননি।

[৭৩৭] ইবনু খুযাইমাহ (৬৯৪, ৬৯৫) ইবনু জুরাইজ সূত্রে ইবনু শিহাব হতে।

বললাম, কাউকে তো এভাবে হাত উঠিয়ে সলাত আদায় করতে দেখিনি। তিনি বললেন, তুমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাতের পদ্ধতি অবলোকন করতে চাইলে ইবনুয যুবায়িরের সলাতের অনুসরণ কর।[৭৩৮]

সহীহ।

٧٤٠ – حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، – الْمَعْنَى – قَالاَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ كَثِيرٍ، – يَعْنِي السَّعْدِيَّ – قَالَ صَلَّى إِلَى جَنْبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الأُولَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ فَقَالَ لَهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ تَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُ فَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ رَأَيْتُ أَبِي يَصْنَعُهُ وَقَالَ أَبِي رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَصْنَعُهُ وَلاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُهُ .

– صحيح .

৭৪০। নাদ্‌র ইবনু কাসীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'আবদুল্লাহ ইবনু তাউস (রহঃ) খায়িফের মাসজিদে আমার পাশে দাঁড়িয়ে সলাত আদায়কালে প্রথম সাজদাহ্‌য় যাওয়ার পর সাজদাহ্ হতে মাথা উঠানোর সময় চেহারা বরাবর দু' হাত উত্তোলন করলেন। বিষয়টি আমার কাছে অপ্রীতিকর মনে হওয়ায় আমি এ ব্যাপারে উহায়িব ইবনু খালিদকে জিজ্ঞাসা করি। ফলে উহায়িব (রহঃ) 'আবদুল্লাহকে বললেন, তুমি এমন একটি কাজ করেছ, যা আমি ইতোপূর্বে আর কাউকে করতে দেখিনি। 'আবদুল্লাহ ইবনু তাউস (রহঃ) বলেন, আমি আমার পিতাকে এরূপ

---

[৭৩৮] আবূ দাউদ, হাদীস সহীহ।

*** সাজদাহ্‌র সময় রফ'উল ইয়াদাইন প্রসঙ্গে**

সাজদাহ্‌য় রফ'উল ইয়াদাইন করা এবং না করা উভয় বিষয়েই হাদীস রয়েছে। আবূ বাকর ইবনুল মুনযির, আবূ 'আলী আত-ত্বাবারী ও কতিপয় হাদীস বিশারদ এ সময় রফ'উল ইয়াদাইন করা মুস্তাহাব বলেছেন। পক্ষান্তরে অন্যরা এর বিপরীত মত পোষণ করেছেন।

হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ 'আল্লাহু আকবার' বলে প্রশান্তির সাথে সাজদাহ্‌য় লুটিয়ে পড়তেন। এ সময় তিনি রফ'উল ইয়াদাইন করতেন না। তবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিতি এ সময়ও রফ'উল ইয়াদাইন করতেন। ইবনু হাযম প্রমূখ এ বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন। আসলে এটা একটা অনুমান ভিত্তিক বক্তব্য। মূলতঃ রসূলুল্লাহ ﷺ সাজদাহ্‌য় যাওয়ার সময় রফ'উল ইয়াদাইন করতেন না। হাদীস বর্ণনাকারীর ভুলের কারণে তিনি এ সময় রফ'উল ইয়াদাইন করতেন বলে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন। (দেখুন, যাদুল মা'আদ)

'সলাতুর রসূল ﷺ গ্রন্থে রয়েছে ঃ "রসূলুল্লাহ ﷺ সাজদাহ্‌র সময় রফ'উল ইয়াদাইন করতেন না- (সহীহ ইবনু খুযাইমাহ, হা/৬৯৪)। ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, ইমাম আহমাদ-এর অধিকাংশ বর্ণনাও এ কথা প্রমাণ করে যে, তিনি সাজদাহ্‌কালে রফ'উল ইয়াদাইন এর সমর্থক ছিলেন না- (মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, মাসআলাহ নং ৩২০)। শায়খ আলবানী (সিফাত, ১২১) সাজদাহ্‌য় রফ'উল ইয়াদাইন সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার অর্থ রুকু'র ন্যায় রফ'উল ইয়াদাইন নয়। বরং সাধারণভাবে সাজদাহ্ থেকে হাত উঠানো বুঝানো হয়েছে বলে অনুমিত হয়।" (দেখুন, সলাতুর রসূল, পৃষ্ঠা ৬৮, হাদীস ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত)

করতে দেখেছি এবং আমার পিতা বলেছেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি।.আমি নিশ্চিত অবগত, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতেন।[৭৩৯]

দুর্বল।

٧٤١ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَيَرْفَعُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .قَالَ أَبُو دَاوُدَ الصَّحِيحُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَلَيْسَ بِمَرْفُوعٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى بَقِيَّةُ أَوَّلَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَسْنَدَهُ وَرَوَاهُ الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَوْقَفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ فِيهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُهُمَا إِلَى ثَدْيَيْهِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ .

– **صحيح** : خ .

قال أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَمَالِكٌ وَأَيُّوبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ مَوْقُوفًا وَأَسْنَدَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحْدَهُ عَنْ أَيُّوبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَيُّوبُ وَمَالِكٌ الرَّفْعَ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ وَذَكَرَهُ اللَّيْثُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِيهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ الأُولَى أَرْفَعَهُنَّ قَالَ لاَ سَوَاءً . قُلْتُ أَشِرْ لِي . فَأَشَارَ إِلَى الثَّدْيَيْنِ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ .

৭৪১। নাফি' (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'উমার ﷺ সলাতে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলার সময়, রুকু'তে গমনকালে, রুকু' হতে মাথা উত্তোলনকালে সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বলে এবং দু' রাক'আত সলাত আদায়ের পর (তৃতীয় রাক'আতের জন্য) দাঁড়ানোর সময় উভয় হাত উত্তোলন করতেন। তিনি এর বর্ণনা সূত্র রসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন (অর্থাৎ এটি মারফূ হাদীস)। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, সঠিক হচ্ছে, এটি ইবনু 'উমার ﷺ-এর বক্তব্য, মারফূ হাদীস নয়। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) আরো বলেন, প্রথম হাদীসের দু' রাক'আত সলাত শেষে দাঁড়ানোর সময় হাত উত্তোলনের কথাটি রসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত নয়। আর সাক্বাফী এটি 'উবাইদুল্লাহ সূত্রে ইবনু 'উমার ﷺ-এর মাওকূফ বর্ণনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাতে উল্লেখ আছে ঃ "তিনি দু' রাক'আত সলাত শেষে দাঁড়ানোর সময় উভয় হাত বক্ষ পর্যন্ত উঠাতেন।" এ বর্ণনাটি সহীহ।

সহীহ ঃ বুখারী।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) আরো বলেন, লাইস ইবনু সা'দ, মালিক, আইউব ও ইবনু জুরায়িজ প্রমুখ বর্ণনাকারীগণ এর বর্ণনা সূত্র সহাবী পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। হাম্মাদই কেবল এককভাবে

---

[৭৩৯] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্ববীক, হাঃ ১১৪৫) নাযর ইবনু কাসীর আবূ সাহল আসাদী সূত্রে।

বললাম, কাউকে তো এভাবে হাত উঠিয়ে সলাত আদায় করতে দেখিনি। তিনি বললেন, তুমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাতের পদ্ধতি অবলোকন করতে চাইলে ইবনুয যুবায়িরের সলাতের অনুসরণ কর।[৭৩৮]

সহীহ।

٧٤٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، - الْمَعْنَى - قَالاَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ كَثِيرٍ، - يَعْنِي السَّعْدِيَّ - قَالَ صَلَّى إِلَى جَنْبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَكَانَ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الأُولَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا رَفَعَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِوُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ فَقَالَ لَهُ وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ تَصْنَعُ شَيْئًا لَمْ أَرَ أَحَدًا يَصْنَعُهُ فَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ رَأَيْتُ أَبِي يَصْنَعُهُ وَقَالَ أَبِي رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَصْنَعُهُ وَلاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُهُ .

- صحيح .

৭৪০। নাদ্‌র ইবনু কাসীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 'আবদুল্লাহ ইবনু তাউস (রহঃ) খায়িফের মাসজিদে আমার পাশে দাঁড়িয়ে সলাত আদায়কালে প্রথম সাজদাহ্য় যাওয়ার পর সাজদাহ্ হতে মাথা উঠানোর সময় চেহারা বরাবর দু' হাত উত্তোলন করলেন। বিষয়টি আমার কাছে অপ্রীতিকর মনে হওয়ায় আমি এ ব্যাপারে উহায়িব ইবনু খালিদকে জিজ্ঞাসা করি। ফলে উহায়িব (রহঃ) 'আবদুল্লাহকে বললেন, তুমি এমন একটি কাজ করেছ, যা আমি ইতোপূর্বে আর কাউকে করতে দেখিনি। 'আবদুল্লাহ ইবনু তাউস (রহঃ) বলেন, আমি আমার পিতাকে এরূপ

---

[৭৩৮] আবূ দাউদ, হাদীস সহীহ।

**** সাজদাহ্‌র সময় রফ'উল ইয়াদাইন প্রসঙ্গে***

সাজদাহ্য় রফ'উল ইয়াদাইন করা এবং না করা উভয় বিষয়েই হাদীস রয়েছে। আবূ বাকর ইবনুল মুনযির, আবূ 'আলী আত-ত্বাবারী ও কতিপয় হাদীস বিশারদ এ সময় রফ'উল ইয়াদাইন করা মুস্তাহাব বলেছেন। পক্ষান্তরে অন্যরা এর বিপরীত মত পোষণ করেছেন।

হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ 'আল্লাহু আকবার' বলে প্রশান্তির সাথে সাজদাহ্য় লুটিয়ে পড়তেন। এ সময় তিনি রফ'উল ইয়াদাইন করতেন না। তবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিতি এ সময়ও রফ'উল ইয়াদাইন করতেন। ইবনু হাযম প্রমুখ এ বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন। আসলে এটা একটা অনুমান ভিত্তিক বক্তব্য। মূলতঃ রসূলুল্লাহ ﷺ সাজদাহ্য় যাওয়ার সময় রফ'উল ইয়াদাইন করতেন না। হাদীস বর্ণনাকারীর ভুলের কারণে তিনি এ সময় রফ'উল ইয়াদাইন করতেন বলে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন। (দেখুন, যাদুল মা'আদ)

'সলাতুর রসূল ﷺ গ্রন্থে রয়েছে ঃ "রসূলুল্লাহ ﷺ সাজদাহ্‌র সময় রফ'উল ইয়াদাইন করতেন না- (সহীহ ইবনু খুযাইমাহ, হা/৬৯৪)। ইবনুল কাইয়্যিম বলেন, ইমাম আহমাদ-এর অধিকাংশ বর্ণনাও এ কথা প্রমাণ করে যে, তিনি সাজদাহ্‌কালে রফ'উল ইয়াদাইন এর সমর্থক ছিলেন না- (মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, মাসআলাহ নং ৩২০)। শায়খ আলবানী (সিফাত, ১২১) সাজদাহ্য় রফ'উল ইয়াদাইন সম্পর্কে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার অর্থ রুকু'র ন্যায় রফ'উল ইয়াদাইন নয়। বরং সাধারণভাবে সাজদাহ্ থেকে হাত উঠানো বুঝানো হয়েছে বলে অনুমিত হয়।" (দেখুন, সলাতুর রসূল, পৃষ্ঠা ৬৮, হাদীস ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত)

করতে দেখেছি এবং আমার পিতা বলেছেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি। আমি নিশ্চিত অবগত, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতেন।[৭৩৯]

দুর্বল।

٧٤١ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَيَرْفَعُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .قَالَ أَبُو دَاوُدَ الصَّحِيحُ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَلَيْسَ بِمَرْفُوعٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى بَقِيَّةُ أَوَّلَهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَسْنَدَهُ وَرَوَاهُ الثَّقَفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَوْقَفَهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ فِيهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ يَرْفَعُهُمَا إِلَى ثَدْيَيْهِ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ .

– **صحيح** : خ .

قال أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَمَالِكٌ وَأَيُّوبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ مَوْقُوفًا وَأَسْنَدَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحْدَهُ عَنْ أَيُّوبَ وَلَمْ يَذْكُرْ أَيُّوبُ وَمَالِكٌ الرَّفْعَ إِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ وَذَكَرَهُ اللَّيْثُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِيهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ الأُولَى أَرْفَعَهُنَّ قَالَ لاَ سَوَاءً . قُلْتُ أَشِرْ لِي . فَأَشَارَ إِلَى الثَّدْيَيْنِ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ .

৭৪১। নাফি' (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু 'উমার ﷺ সলাতে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলার সময়, রুকু'তে গমনকালে, রুকু' হতে মাথা উত্তোলনকালে সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বলে এবং দু' রাক'আত সলাত আদায়ের পর (তৃতীয় রাক'আতের জন্য) দাঁড়ানোর সময় উভয় হাত উত্তোলন করতেন। তিনি এর বর্ণনা সূত্র রসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন (অর্থাৎ এটি মারফূ হাদীস)। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, সঠিক হচ্ছে, এটি ইবনু 'উমার ﷺ-এর বক্তব্য, মারফূ হাদীস নয়। ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) আরো বলেন, প্রথম হাদীসের দু' রাক'আত সলাত শেষে দাঁড়ানোর সময় হাত উত্তোলনের কথাটি রসূলুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত নয়। আর সাক্বাফী এটি 'উবাইদুল্লাহ সূত্রে ইবনু 'উমার ﷺ-এর মাওকূফ বর্ণনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাতে উল্লেখ আছে ঃ "তিনি দু' রাক'আত সলাত শেষে দাঁড়ানোর সময় উভয় হাত বক্ষ পর্যন্ত উঠাতেন।" এ বর্ণনাটি সহীহ।

সহীহ ঃ বুখারী।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) আরো বলেন, লাইস ইবনু সা'দ, মালিক, আইউব ও ইবনু জুরায়িজ প্রমুখ বর্ণনাকারীগণ এর বর্ণনা সূত্র সহাবী পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন। হাম্মাদই কেবল এককভাবে

---

[৭৩৯] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্বীক, হাঃ ১১৪৫) নাযর ইবনু কাসীর আবূ সাহল আসাদী সূত্রে।

হাদীসকে মারফূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী ইবনু জুরায়িজ বলেন, আমি নাফি'কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইবনু 'উমার ﷺ কি অন্য সময়ের চেয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় তাঁর হাত অধিক উঠাতেন? তিনি বলেন, না; বরং তিনি সব সময়ই একইভাবে হাত উঠাতেন। আমি বললাম, আমাকে ইশারায় দেখিয়ে দিন। তিনি তার বুক বা তার চেয়ে একটু নীচে পর্যন্ত ইশারা করে দেখালেন।[৭৪০]

٧٤٢ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلاَةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ .قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ رَفْعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ . أَحَدٌ غَيْرَ مَالِكٍ فِيمَا أَعْلَمُ .

- صحيح .

৭৪২। নাফি' (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার ﷺ সলাত আরম্ভের সময় নিজের দু' হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন এবং রুকূ হতে মাথা উঠাবার সময় দু' হাত একটু কম উপরে উঠাতেন।[৭৪১]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আমার জানা মতে বর্ণনাকারী মালিক ছাড়া কেউ হাত কম উঠানোর কথা উল্লেখ করেননি।

١١٨ - باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين

অনুচ্ছেদ- ১১৮ ঃ দু' রাক'আত সলাত আদায়ের পর (তৃতীয় রাক'আতের জন্য) উঠার সময় দু' হাত উত্তোলন

٧٤٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، قَالاَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ .

- صحيح .

৭৪৩। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের দু' রাক'আত আদায় শেষে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলে উভয় হাত উঠাতেন।[৭৪২]

সহীহ।

---

[৭৪০] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ দু' রাক'আত আদায় করে দাঁড়াবার সময় দু' হাত উঠানো, হাঃ ৭৩৯) 'আবদুল আ'লা সূত্রে।

[৭৪১] পূর্বের হাদীস দেখুন।

[৭৪২] আহমাদ (৩/১৪৫), বুখারী 'জুযউল ক্বিরাআত' (২৫) উভয়ে মুহাম্মদ ইবনু ফুযাইল সূত্রে।

٧٤٤ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، - رضى الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَىْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ .

- حسن صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ حِينَ وَصَفَ صَلاَةَ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ .

৭৪৪। 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ফারয সলাতে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলে তাঁর দু' হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। তিনি ক্বিরাআত শেষে রুকু'তে গমনকালে এবং রুকু' হতে উঠার সময়ও অনুরূপ করতেন। তবে বসে সলাত আদায়কালে তিনি এরূপ হাত তুলতেন না। তিনি দু' সাজদাহ্র পর (অর্থাৎ দু' রাক'আত শেষে) দাঁড়ালে হাত উঠিয়ে তাকবীর বলতেন।[৭৪৩]

হাসান সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আবূ হুমায়িদ আস-সাঈদী ﷺ-এর হাদীসে রয়েছে ঃ যখন তিনি সলাতের দু' রাক'আত আদায় শেষে দাঁড়াতেন, তখন তাকবীর বলে তাঁর দু' হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন, যেরূপ তিনি সলাত আরম্ভকালে উঠাতেন।

٧٤٥ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ .

- صحيح : م .

---

[৭৪৩] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ দা'ওয়াত, হাঃ ৩৪২৩, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ রফ'উল ইয়াদাইন, হাঃ ৮৬৪), আহমাদ (১/৯৩), সকলে সুলাইমান ইবনু দাউদ সূত্রে। আহমাদ শাকির বলেন, এর সানাদ সহীহ।

৭৪৫। মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে তাকবীরে তাহরীমা বলার সময়, রুকু'তে গমনকালে এবং রুকু' হতে উঠার সময় দু' হাত কানের উপরিভাগ পর্যন্ত উঠাতে দেখেছি।[৭৪৪]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٧٤٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ الْمَعْنَى - عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ لاَحِقٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَوْ كُنْتُ قُدَّامَ النَّبِيِّ ﷺ لَرَأَيْتُ إِبْطَيْهِ . زَادَ ابْنُ مُعَاذٍ قَالَ يَقُولُ لاَحِقٌ أَلاَ تَرَى أَنَّهُ فِي الصَّلاَةِ وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ قُدَّامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَزَادَ مُوسَى يَعْنِي إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ .

- صحيح .

৭৪৬। বাশীর ইবনু নাহীক সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ বলেছেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে দাঁড়ালে তাঁর বগল দেখতে পেতাম (অর্থাৎ তিনি হাত এতটা পৃথক রাখতেন)। 'উবাইদুল্লাহ ইবনু মু'আয আরো উল্লেখ করেন যে, বর্ণনাকারী নাহীক বলেন, তুমি কি দেখনি আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সলাতের সময় নাবী ﷺ-এর সামনে যেতে পারেন না। বর্ণনাকারী মূসা ইবনু মারওয়ান তাঁর হাদীসে আরো উল্লেখ করেন যে, তিনি তাকবীর বলার সময় দু' হাত উত্তোলন করতেন।[৭৪৫]

সহীহ।

٧٤٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلاَةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا فَقَالَ صَدَقَ أَخِي قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا يَعْنِي الإِمْسَاكَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ .

- صحيح .

৭৪৭। 'আলক্বামাহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ﷺ বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সলাতের পদ্ধতি শিখিয়েছেন। তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় তাঁর দু' হাত উঠিয়েছেন এবং রুকুতে দু' হাত একত্র করে দু' হাঁটুর মাঝখানে রেখেছেন। এ সংবাদ সা'দ ﷺ-

[৭৪৪] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ তাকবীরে তাহরীমা ও রুকু'র সময় কাঁধ পর্যন্ত দু' হাত উত্তোলান মুস্ত াহাব), নাসায়ী (২৭০৯), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ রুকু'তে যাওয়ার সময় এবং রুকু' থেকে মাথা উঠানোর সময় রফ'উল ইয়াদাইন করা, হাঃ ৮৫৯)।

[৭৪৫] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্ববীক, অনুঃ সাজদাহ্র নিয়ম, হাঃ ১১০৬) তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনু 'আবদুল্লাহ।

এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, আমার ভাই ('আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ) সত্যই বলেছেন। পূর্বে আমরা এরূপই করেছি। পরবর্তীতে আমাদেরকে এরূপ (দু' হাঁটুর মাঝখানে হস্তদ্বয় স্থাপন) করা হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দেয়া হয়।[৭৪৬]

সহীহ।

١١٩ - باب مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ

অনুচ্ছেদ- ১১৯ ঃ রুকু'র সময় হাত না উঠানোর বর্ণনা

٧٤٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، - يَعْنِي ابْنَ كُلَيْبٍ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ أَلاَ أُصَلِّي بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلاَّ مَرَّةً . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ .

- صحيح .

৭৪৮। 'আলক্বামাহ (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ ﵁ বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাত কিরূপ ছিল তা শিক্ষা দেব না? বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি সলাত আদায় করলেন এবং তাতে কেবলমাত্র একবার হাত উত্তোলন করলেন।[৭৪৭]

---

[৭৪৬] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, ১/৩৭৯) অনুরূপ অর্থবোধক, নাসায়ী (অধ্যায় ঃ আত্বীক, হাঃ ১০৩০)।

[৭৪৭] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, হাঃ ২৫৭, অনুঃ নাবী ﷺ কেবল প্রথমবারই হাত উঠিয়েছেন), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্বীক, অনুঃ ঐরূপ না করার অনুমতি প্রসঙ্গে, হাঃ ১০৫৭) উভয়ে ওয়াকী' হতে। হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী হাসান বলেছেন এবং ইবনু হাযাম বলেছেন সহীহ। পক্ষান্তরে অন্যান্য ইমামগণ এটিকে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। যেমন ইমাম বুখারী, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল, ইমাম নাববী, ইমাম শাওকানী (রহঃ) প্রমূখ ইমামগণ হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। (আল-মাজমু'আহ ফী আহাদীসিল মাওযু'আহ, ২০ পৃষ্ঠা)

ইমাম ইবনু হিব্বান বলেন, রফ'উল ইয়াদাইন না করার পক্ষে কূফাবাসীদের এটিই সবচেয়ে বড় দলীল হলেও এটিই সবচেয়ে দুর্বলতম দলীল। কেননা এর মধ্যে এমন সব বিষয় রয়েছে যা একে বাতিল গণ্য করে। (নায়লুল আওত্বার ৩/১৪, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৪, 'আওনুল মা'বুদ)

হাফিয ইবনু হাজার (রহঃ) 'আত-তালখীস' গ্রন্থে বলেন, ইবনুল মুবারক বলেছেন, হাদীসটি আমার নিকট প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত নয়। ইবনু আবূ হাতিম বলেন, এ হাদীসটি ভুল ও ত্রুটিযুক্ত। ইমাম আহমাদ ও তাঁর শায়খ ইয়াহ্ইয়া ইবনু আদাম বলেন, হাদীসটি দুর্বল। ইমাম আবূ দাউদ বলেন, হাদীসটি সহীহ নয়। ইমাম দারাকুতনী বলেন, হাদীসটি প্রমাণিত নয়। ইমাম বায়হাক্বী এবং ইমাম দারিমী (রহঃ)ও হাদীসটিকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন। অন্যদিকে ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বললেও তিনি নিজেই আবার 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীসটি প্রমাণিত নয় এবং প্রতিষ্ঠিতও নয়। ('আওনুল মা'বুদ, নায়লুল আওত্বার, জামি আত-তিরমিযী ও অন্যান্য)

আল্লামা শামসুল হাক্ব 'আযীমাবদী (রহঃ) বলেন, তাকবীরে তাহরীমাহ ব্যতীত অন্যত্র রফ'উল ইয়াদাইন না করার পক্ষে এ হাদীসটি দলীল হিসেবে পেশ করা হয়। কিন্তু হাদীসটি দলীলযোগ্য নয়। কেননা হাদীসটি দুর্বল ও অপ্রমাণিত।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, নাবী ﷺ হতে ইবনু মাসউদের সূত্র ছাড়া অন্য কোন মাধ্যমে রফ'উল ইয়াদাইন ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে সহীহ সুন্নাহ সাব্যস্ত হয়নি। আর ইবনু মাসউদের এ হাদীসটিকে সহীহ মেনে নিলেও তা রফ'উল ইয়াদাইন এর পক্ষে বর্ণিত সহীহ হাদীসসমূহের বিপরীতে পেশ করা যাবে না এবং ইবনু মাসউদের এ হাদীসের উপর 'আমাল করা উচিত হবে না। কেননা এটি না-বোধক আর ঐগুলি হাঁ-বোধক। 'ইলমে হাদীসের মূলনীতি অনুযায়ী হাঁ-বোধক হাদীস না-বোধক হাদীসের উপর অগ্রাধিকার যোগ্য।

মাযহাবী থিওরীতেও বলা হয়েছে, হানাফী ও অন্যদের নিকট যখন হাঁ-সূচক ও না-সূচকের সাথে দ্বন্দ্ব দেখা দিবে তখন না-সূচকের উপর হাঁ-সূচক অগ্রাধিকার পাবে। এরূপ নীতি বলবৎ হয় যদি হা-সূচকের পক্ষে একজনও হয় তবুও। সুতরাং সেখানে বিরাট এক জামা'আত হাঁ-সূচকের পক্ষে সেখানে অন্য কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। যেমনটি এ মাসআলার ক্ষেত্রে। সুতরাং দলীল সাব্যস্ত হওয়ার পর গোড়ামী না করাটাই উচিত...। (হাশিয়া মিশকাত; আলবানী ১/১৫৪, ও যঈফাহ্ ৫৬৮)

ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) বলেন, রুকু'র সময় এবং রুকু' থেকে মাথা উঠানোর পর রফ'উল ইয়াদাইন করার পক্ষে যে সমস্ত সহীহ হাদীসাবলী বর্ণিত হয়েছে তা ইবনু মাসউদের হাদীসের চেয়ে অগ্রগণ্য। প্রমাণযোগ্য হাঁ-বোধক হাদীস না-বোধকের উপর প্রাধাণ্যযোগ্য।

* ইবনু মাস'উদের হাদীস সম্পর্কে ইবরাহীম নাখায়ীর ধারণামূলক উক্তি ঃ ইবনু মাসউদের হাদীস সম্পর্কে ইবরাহীম নাখায়ীর এক বিতর্কের কথা কতিপয় গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যেমন 'আমর ইবনু মুররাহ্ বলেন, আমি মাসজিদে হাযরামাউতে প্রবেশ করে দেখি, আলক্বামাহ ইবনু ওয়ায়িল তাঁর পিতা সূত্রে বর্ণনা করছেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ রুকু'র পূর্বে ও পরে রফ'উল ইয়াদাইন করেছেন। অতঃপর আমি ইবরাহীম নাখায়ীর নিকট বিষয়টি উল্লেখ করলে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন, তিনিই শুধু দেখেছেন আর ইবনু মাসউদ ও তার ছাত্ররা দেখেনি? (ত্বাহাভী ১/২২৪)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ইবরাহীম নাখায়ী বলেন, ওয়ায়িল ইবনু হুজর (রাঃ) একজন গ্রাম্য লোক। তিনি ইসলামের বিধি বিধান জানেন না। তিনি যদি রফউল ইয়াদইন করতে একবার দেখে থাকেন তাহলে ইবনু মাসউদ পঞ্চাশবার না করতে দেখেছেন, ইত্যাদি। (আবূ ইউসুফের আসার ২১ পৃঃ, জামি'উল মাসানিদ ১/৩৫৮, ত্বাহাভী ১/১২০)

কিন্তু ইবরাহীম নাখায়ীর এ মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ কেবল ওয়ায়িল ইবনু হুজ্র (রাঃ) নন বরং নাবী ﷺ -এর অসংখ্য সহাবায়ি কিরাম রফ'উল ইয়াদাইনের হাদীস বর্ণনা করেছেন। যাঁদের সংখ্যা মুতাওয়াতির পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। সুতরাং "ইবনু মাস'উদ পঞ্চাশবার রফ'উল ইয়াদাইন না করতে দেখেছেন"- এটা ইবরাহীম নাখায়ীর শুধু দাবীমাত্র। তাইতো হাদীস সম্রাট ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ এটা ইবরাহীম নাখায়ীর শুধু ধারনা যে, ওয়ায়িল ইবনু হুজর "একবার রফ'উল ইয়াদাইন করতে দেখেছেন"। অথচ ওয়ায়িল ইবনু হুজর (রাঃ) নিজে বর্ণনা করেছেন যে, 'তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবীগণকে বহুবার রফ'উল ইয়াদাইন করতে দেখেছেন' এবং ওয়ায়িল ঐরূপ ধারণার মুখাপেক্ষী নন। কারণ তাঁর চোখে দেখা এবং গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা অন্যের (ইবরাহীম নাখায়ীর) ধারণার চেয়ে অনেক উত্তম। (দেখুন, জুযউল ক্বিরাআত, পৃঃ ২৩)

ইমাম বায়হাক্বী 'আল-মা'রিফাহ' গ্রন্থে বলেন ঃ ইমাম শাফিঈ (রহঃ) বলেন ঃ উচিত হচ্ছে, ওয়ায়িলের বক্তব্যকে গ্রহণ করা। কেননা তিনি একজন জলীলুল কদর সাহাবী (রাঃ)। এমতাবস্থায় তাঁর হাদীসকে কিভাবে প্রত্যাখান করা যায় এমন লোকের কথায় যিনি সাহাবী নন? বিশেষ করে ওয়ায়িলের পাশাপাশি অসংখ্য সাহাবায়ি কিরাম (রাঃ)-ও রফ'উল ইয়াদাইনের হাদীস বর্ণনা করেছেন। (দেখুন, নাসবুর রায়াহ)

ফাক্বীহ্ আবূ বাক্র ইবনু ইসহাক্ব (রহঃ) বলেন ঃ (ইবরাহীম নাখায়ীর) এ উক্তি দোষণীয়, এর উপর নির্ভর করা যায় না। কেননা রফ'উল ইয়াদাইন করা নাবী ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে সাব্যস্ত হয়েছে, অতঃপর খুলাফায়ি

রাশিদীন থেকে, অতঃপর সহাবীগণ ও তাবিঈগণ থেকে। আর ইবনু মাসউদের রফ'উল ইয়াদাইন ভুলে যাওয়া এটা ওয়াজিব করে না যে, এ সমস্ত সহাবায়ি কিরামগণ নাবী ﷺ-কে রফ'উল ইয়াদাইন করতে দেখেননি।

ইমাম বায়হাক্বী, শায়খ আবূল হাসান সিন্দী হানাফী ও ফাক্বীহ আবূ বাকর ইবনু ইসহাক্ব (রহিমাহুমুল্লাহ) প্রমূখগণ বলেন ঃ বরং ইবনু মাসউদ এমন কিছু বিষয় ভুলে গেছেন যে ব্যাপারে মুসলিমগণ মতভেদ করেননি। যেমন ঃ (১) তিনি সমস্ত সহাবায়ি কিরাম ও মুসলিম উম্মাহ্‌র বিপরীতে সূরাহ নাস ও সূরাহ ফালাক্বকে কুরআনের অংশ মনে করতেন না। (২) তিনি তাতবীক অর্থাৎ রুকু'র সময় দু' হাঁটুর মাঝখানে দু' হাত জড়ো করে হাঁটু দ্বারা চেপে রাখতে বলতেন। অথচ এরূপ 'আমাল রহিত হয়ে যাওয়া এবং তা বর্জন করার উপর সকল 'আলিমগণ যে একমত হয়েছেন তাও তিনি ভুলে গেছেন। (৩) ইমামের সাথে দু' জন মুক্তাদী হলে মুক্তাদীদ্বয় কোথায় কিভাবে দাঁড়াবেন তাও তিনি ভুলে গেছেন। তিনি বলতেন, ইমামের বরাবর দাঁড়াতে হবে। অথচ এটা হাদীসের সম্পূর্ণ খেলাফ। (৪) তিনি ভুলে গিয়েছিলেন বিধায় এরূপ বলতেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল আযহার দিন ফাজ্‌রের সলাত সঠিক সময়ে পড়তেন না বরং ঈদের সলাতের পূর্বে পড়তেন। অথচ এটা সমস্ত মুসলিম উম্মাহ্‌র বিরুদ্ধ মত। এ ব্যাপারে সমস্ত 'আলিমগণের ঐক্যমতের কথাও তিনি ভুলে গেছেন। (৫) তিনি ভুলে গেছেন নাবী ﷺ 'আরাফার ময়দানে কী নিয়মে দু' ওয়াক্ত সলাত একত্রে আদায় করেছেন। (৬) তিনি সাজদাহ্‌র সময় মাটিতে হাত বিছিয়ে রাখতে বলতেন। অথচ এটি হাদীসের পরিপন্থি হওয়ার ব্যাপারে 'আলিমগণ মতভেদ করেননি বরং একমত পোষণ করেছেন, তাও ইবনু মাসউদ ভুলে গেছেন। (৭) নাবী ﷺ (وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى) আয়াতটি কিভাবে পড়তেন তাও তিনি ভুলে গেছেন।

অতএব এ সমস্ত ভুল যাঁর হয়েছে, তাঁর সলাতে রফ'উল ইয়াদাইন না করা এবং সে বিষয়ে হাদীস না জানা বা না বলাও ভুলের অন্তর্ভুক্ত। এতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট এ কথা প্রসিদ্ধ যে, ইবনু মাসউদের শেষ বয়সে বার্ধক্যজনিত কারণে স্মৃতি ভ্রম ঘটে। সুতরাং রফ'উল ইয়াদাইন না করার হাদীসটিও সে সবের অর্ন্তভুক্ত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। (দেখুন, মাওয়াহিবু লাতীফা ১/২৬০, ইমাম বুখারীর জুযউ রফ'উল ইয়াদাইন, ইমাম যায়লায়ী' হানাফীর নাসবুর রায়াহ ৩৯৭-৪০১ পৃঃ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৩৪, শারহু মুসনাদে ইমাম আবূ হানিফা ১৪১ পৃঃ, বালাগুল মুবীন ১/২২৯, ও অন্যান্য)]

* ইবনু মাস'উদ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত আরো কয়েকটি হাদীস ঃ

(ক) ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন ঃ "আমি রসূলুল্লাহ ﷺ, আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রাঃ)-এর সাথে সলাত আদায় করেছি। তাঁরা সলাতে রফ'উল ইয়াদাইন করেননি। সলাতের শুরুতে ছাড়া।" (বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' ২/১১৩, ১১৪, দারাকুতনী ১/২৯৫, ইবনু 'আদী 'কামিল ফিয যু'আফা' ৬/১৫২, উক্বাইলী ২/৪২৯, ইবনু হিব্বান 'আল-মাজরুহীন ২/২৭০)

এ হাদীসকে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহঃ), আল্লামা সুয়ূতী (রহঃ), ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রহঃ) ও ইমাম শাওকানী (রহঃ) বানোয়াট (মাওযূ) বলেছেন- (দেখুন, তাসহীলুল ক্বারী, আল- ফাওয়ায়িদুল মাওযু'আহ, আল-লাআ-লিল মাসনু'আহ ফিল আহাদীসিল মাওযু'আহ ২/১৯, এবং অন্যান্য)। ইবনুল জাওযী (রহঃ) হাদীসটিকে তার 'আল-মাওযু'আত' কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তিনি ইমাম আহমাদ সূত্রে বলেছেন ঃ এর বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ ইবনু জাবির কিছুই না। তার থেকে কেবল এমন লোকই হাদীস বর্ণনা করে থাকেন যিনি তার চেয়েও নিকৃষ্ট। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' (২/১৪৯) গ্রন্থে তাকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। ইমাম দারাকুতনী বলেন ঃ এতে মুহাম্মাদ ইবনু জাবির একক হয়ে গেছেন। তিনি দুর্বল। হাম্মাদ হতে ইবরাহীম সূত্রে। হাদীসটি হাম্মাদ ছাড়াও ইবরাহীম হতে মুরসালভাবে ইবনু মাসউদ সূত্রে মাওকূফভাবে বর্ণিত হয়েছে, মারফূভাবে নয়। আর এটাই সঠিক অর্থাৎ মাওকূফ। বায়হাক্বী তার 'সুনান' গ্রন্থে বলেন ঃ অনুরূপ বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবনু সালামাহ, হাম্মাদ ইবনু আবূ সুলায়মান হতে, তিনি ইবরাহীম হতে ইবনু মাস'উদ সূত্রে মুরসালভাবে।

(খ) উক্ত রিওয়ায়াতটিই বর্ণনা করেছেন বায়হাক্বী তার 'খুলাফিয়াত' গ্রন্থে তারই সানাদে ইবরাহীম সূত্রে এভাবে ঃ "ইবনু মাস'উদ (রাঃ) সলাত আরম্ভকালে তাকবীর দিয়ে রফ'উল ইয়াদাইন করতেন কেবল একবার। এরপর আর রফ'উল ইয়াদাইন করতেন না।" ইমাম হাকিম বলেন ঃ এটাই সঠিক অর্থাৎ মাওকূফ। ইবরাহীম

ইবনু মাস'উদের সাক্ষাৎ পাননি। সুতরাং বর্ণনাটি মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন)। এছাড়া সানাদের মুহাম্মাদ ইবনু জাবির সম্পর্কে হাদীসবিশারদ ইমামগণ সামালোচনা করেছেন। তার ব্যাপারে উত্তম কথা হচ্ছে ঃ তিনি হাদীস চুরি করতেন। তার হাদীসে মুনকার ও মাওযু'আতের আধিক্য রয়েছে। ইবনু 'আদী বলেন, ইসহাক্ব ইবনু আবূ ইসরাইল মুহাম্মাদ ইবনু জাবিরকে তার একদল শায়খের উপর মর্যাদা দিতেন। তার থেকে আইয়ূব, ইবনু 'আওন, হিশাম ইবনু হাস্‌সান, সাওরী, শু'বাহ, ইবনু উ'আইনাহ ও অন্যরা বর্ণনা করেছেন। তিনি সমালোচিত। তথাপি তার হাদীস লিখে রাখা হতো। তার ব্যাপারে ইমাম বুখারী বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন। ইবনু মাঈন বলেন ঃ তিনি দুর্বল। (দেখুন, নাসবুর রায়াহ ও অন্যান্য)

(গ) ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন ঃ "আমি রসূলুল্লাহ ﷺ এর পিছনে, আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রাঃ)-এর পিছনে ১২ বছর এবং 'আলীর পিছনে কুফায় ৫ বছর সলাত আদায় করেছি। এঁরা কেউ রফ'উল ইয়াদাইন করেননি।"- এটাও বানানো হাদীস। এর বর্ণনাকারী আসবাগ ইবনু খালীল মালিকী মাযহাবের মুফতি ছিলেন। হাদীসের জ্ঞান ছিল না। ইলমে হাদীস ও আসহাবে হাদীসের দুশমন ছিলেন। তিনি মালিকী মাসহাবের পক্ষে এ হাদীস তৈরি করেন। ইবনু মাস'উদের মৃত্যু হয় 'উসমানের খিলাফাতকালে। সুতরাং তার 'উক্তি "আমি 'আলীর পিছনে ৫ বছর সলাত আদায় করেছি" কত হাস্যকর। এ থেকে বুঝা যায় আসবাগ ইতিহাসের জ্ঞানে দুর্বল ছিলেন। তা না হলে এমন অপ্রয়োজনীয় ভুল করতেন না। (দেখুন, তাযকিরাতুল মাওযু'আত, পৃঃ ৩৯)

(ঘ) ইবনু মাস'উদ বলেন ঃ "রসূলুল্লাহ ﷺ হাত উঠাতেন আমরাও হাত উঠাতাম। তিনি হাত উঠানো ছেড়ে দিলেন আমরাও ছেড়ে দিলাম।"- এ বর্ণনা বানানো এবং সানাদ বিহীন।

(ঙ)ত্বাহাবী শারহু মাআনীতে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম নাখায়ী বলেন ঃ "ইবনু মাসউদ কেবল সলাতের শুরুতে হাত উঠাতেন, এছাড়া অন্যত্র হাত উঠাতেন না।" এর সানাদ মুনকাতি। ইমাম ত্বাহাবী বলেন ঃ ইবরাহীম নাখায়ী ইবনু মাস'উদ সূত্রে সেই হাদীসকেই মুরসালভাবে বর্ণনা করেন, যা তার নিকট সহীহ ও একাধিকসূত্রে পৌঁছেছে।

রফ'উল ইয়াদাইন না করার অন্যান্য দুর্বল ও ভিত্তিহীন বর্ণনা ঃ

এক ঃ বারাআ ইবনু 'আযিব (রাঃ) বর্ণিত হাদীস। যা সহীহ নয় বরং ভিত্তিহীন। সামনে ৭৪৯ ও ৭৫২ নং হাদীসের টিকায় এর আলোচনা আসবে।

দুই ঃ ইবনু যুবাইর (রাঃ) বলেন ঃ "রসূলুল্লাহ ﷺ রফ'উল ইয়াদাইন করতেন, পরে ছেড়ে দিয়েছেন।"- এর কোনই ভিত্তি নেই। বরং ইবনু যুবাইর (রাঃ) সূত্রে রফ'উল ইয়াদাইনের পক্ষেই সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে।

তিন ঃ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীস ঃ

(ক) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ "রসূলুল্লাহ ﷺ রুকু'র সময় ও রুকু' হতে উঠার সময় দু' হাত তুলতেন। পরবর্তীতে তিনি সলাত শুরুর সময় বাদে অন্যত্র দু' হাত তুলেননি।" এটিও ভিত্তিহীন হাদীস। বরং ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) সূত্রে সহীহভাবে রুকু'কালে ও রুকু' হতে উঠার সময় দু' হাত তোলার হাদীস বর্ণিত আছে।

ইবনুল জাওযী (রহঃ) 'আত-তাহক্বীক্ব' গ্রন্থে বলেন ঃ হানাফীদের ধারণা, ইবনু 'আব্বাস ও ইবনু যুবাইর বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা রফ'উল ইয়াদাইন মানসূখ হয়ে গেছে। অথচ হাদীস দুটির কোন ভিত্তিই নেই। বরং ইবনু 'আব্বাস ও ইবনু যুবাইর (রাঃ) সূত্রে এর বিপরীতে রফ'উল ইয়াদাইনের পক্ষেই সুরক্ষিত (মাহফূয) বর্ণনা রয়েছে। তা হল ঃ একদা ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-কে মায়মূন আল-মাক্কী বললেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু জুবাইর (রাঃ)-কে সলাতের শুরুতে, রুকু'র সময়, সাজদাহ্‌র প্রাক্কালে এবং তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়ানোর সময় দু' হাতে ইশারা (রফ'উল ইয়াদাইন) করতে দেখেছি। এ কথা শুনে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বললেন, তুমি যদি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাত দেখতে পছন্দ কর তাহলে ইবনু জুবাইরের সলাতের অনুকরণ কর। (হাদীস সহীহ, দেখুন, আবূ দাউদ, ত্বাবারানী 'কাবীর' ১১/১৩৩, আহমাদ ১/২৫৫, ২৮৯)

ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন ঃ যদি উক্ত বর্ণনাদ্বয় সহীহ হতো, তথাপি মানসূখ হওয়ার দাবী করা সঠিক হতো না। কেননা (কোন হাদীস) নাসিখ হওয়ার জন্য সেটি মানসুখের চেয়ে অধিক মজবুত হওয়া শর্ত। (দেখুন, নাসবুর রায়াহ ও অন্যান্য)

(খ) ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বানানো আরেকটি বর্ণনা। তিনি বলেন ঃ "দশজন সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবী রফ'উল ইয়াদাইন করতেন না।"- হাদীসটি বানানো। মৌলভী 'আবদুল হাই ফিরিংগী বলেন ঃ এটার সানাদ না পাওয়া পর্যন্ত এর কোন মুল্য নেই। (দেখুন, আত-তা'লিকুল মুমাজ্জাদ, পৃঃ ৭১)

(গ) "সাতটি স্থান ব্যতীত অন্যত্র হাত উঠানো যাবে না, যথা ঃ সলাত আরম্ভকালে, মাসজিদুল হারামে প্রবেশের সময় বাইতুল্লাহ দেখাকালে, মারওয়াতে দাঁড়িয়ে, লোকদের সাথে আরাফায় অবস্থানকালে, জাম'আতে এবং জামরাতে পাথর নিক্ষেপের সময় উভয় মাকামে।" (ত্বাবারানী কাবীর)

উপরোক্ত শব্দে হাদীসটি বাতিল। এর কয়েকটি দোষণীয় দিক রয়েছে। যেমন ঃ

১. হাদীসটি বর্ণনায় ইবনু আবূ লায়লাহ একক হয়ে গেছেন। তার দ্বারা দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম বায়হাকী বলেন, তিনি মজবুত নন। বায্যার বলেন, তিনি হাফিয নন। তিনি এটি কখনো মারফূ' আবার কখনো মাওকূফভাবে বর্ণনা করেছেন। 'আবদুল হাক্ব ইশাবিলী 'আল-আহকাম' (১/১০২) গ্রন্থে বলেন ঃ একাধিক সূত্রে এটি মাওকূফভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং ইবনু আবূ লায়লাহ হাফিয নন। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু স্মরণশক্তি খারাপ। ইমাম যাহাবী 'যুআফা' গ্রন্থে বলেন, তার স্মরণশক্তি খারাপ। এজন্য তার বর্ণিত হাদীস সাধারণ দুর্বলের অর্ন্তভুক্ত না করে কঠিন দুর্বল হাদীসের অর্ন্তভুক্ত করা হয়।

২. এ হাদীস যারা ইবনু আবূ লায়লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন তাদের মধ্যে ওয়াকী' সবচেয়ে প্রমাণযোগ্য। তিনি এটি ইবনু 'আব্বাস ও ইবনু 'উমারের মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

৩. তাবেঈনদের একদল সহীহ সানাদসমূহ দ্বারা বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু 'আব্বাস ও ইবনু 'উমার রুকু'র সময় ও রুকু' থেকে উঠে রফ'উল ইয়াদাইন করতেন।

৪. শু'বাহ বলেন, মুকসিম থেকে হাকাম শুধুমাত্র চারটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে এ হাদীসটি নেই।

৫. হাদীসটির শব্দগত গড়মিল রয়েছে। কখনো এটি 'লা তারফাউ' শব্দে আবার কখনো কেবল 'তারফা'উ' শব্দে বর্ণিত হয়েছে। সঠিক হচ্ছে 'লা' শব্দযোগে।

৬. হাদীসটি অন্যান্য সহীহ হাদীসসমূহের পরিপন্থি। কেননা মুতাওয়াতিরভাবে সহীহ হাদীসসমূহে উক্ত সাতটি স্থান ছাড়াও অন্যত্র রফ'উল ইয়াদাইন করার কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন ঃ দু'আ করার সময় নাবী ﷺ এর হাত উত্তোলন, সলাতে হাত উঠিয়ে দু'আ করা এবং এজন্য নির্দেশ প্রদান, কুনুতে নাযিলা ও বিতরের কুনুতে হাত উত্তোলন, জানাযার সলাতে প্রতি তাকবীরে হাত উত্তোলন, ইস্তিসকার সলাতে হাত উত্তোলন, রুকু'র আগে, রুকু'র পরে এবং দুই রাক'আত শেষে তৃতীয় রাক'আতে দাড়ানোর সময় হাত উত্তোলন ইত্যাদি।

জ্ঞাতব্য ঃ 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে হায়সামীর বক্তব্য ঃ 'এর সানাদে ইবনু আবূ লায়লাহ রয়েছে। তার স্মরণশক্তি খারাপ এবং তার হাদীস হাসান ইনশাআল্লাহ।' শায়খ আলবানী বলেন ঃ কিন্তু তার এ বক্তব্য মুস্তাকিম নয়। কেননা যে বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি খারাপ হয় তার বর্ণনা মারদূদ (প্রত্যাখাত বর্ণনার) অর্ন্তভুক্ত হয়। যা উসলুল হাদীসে স্বীকৃত বিষয়। তিনি যদি এ কথার দ্বারা তার (মুতলাক) সাধারন বর্ণনাকে বুঝান যা প্রকাশ্য (তবে সে কথা ভিন্ন)। কিন্তু তিনি যদি তার এ হাদীসকে হাসান বুঝান তাহলে তা কিভাবে সম্ভব? এর কোন শাহিদ বর্ণনা নেই যা একে শক্তিশালী করবে যার দ্বারা এটি হাসানে রূপান্তরিত হবে। অথচ নাবী ﷺ থেকে মুতাওয়াতিরভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ﷺ রুকু'র সময়, রুকু'র পরে, ইস্তিসকার দু'আ ও অন্যত্র দুই হাত উঠিয়েছেন। আমাদের জন্য হাদীসটি প্রত্যাখানের জন্য একথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট হবে যা ইমাম যায়লাঈ হানাফী 'নাসবুর রায়াহ' গ্রন্থে বলেছেন। ইমাম যায়লাঈ হানাফী (রহঃ) 'নাসবুর রায়াহ' গ্রন্থে বলেন ঃ স্পষ্ট কথা এই যে, হাদীসটি মারফূ' ও মাওকূফ কোনভাবেই সহীহ নয়।

অতঃপর ত্বাবারানীর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু 'উসমান ইবনু আবূ শায়বাহ রয়েছে। তার সম্পর্কে বহু সমালোচনা আছে। অন্ততপক্ষে বিরোধপূর্ণ বিষয়ে তার হাদীস দলীলযোগ্য নয়। এ বৈশিষ্ট এখানে বিদ্যমান।

"লা তারফাউ..." হাদীসটি "ওয়া 'আলাল মাইয়্যিত" শব্দ যোগেও বর্ণিত হয়েছে। সেটির সানাদও দুর্বল। সানাদে ইবনু জুরাইজ এবং মুকসিমের মাঝে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা) ঘটেছে। সম্ভবত তাদের মাঝে ইবনু আবূ

লায়লাহ ছিল। এছাড়া সানাদে সাঈদ ইবনু সালিমের স্মরণশক্তি খারাপ। (বিস্তারিত দেখুন, নাসবুর রায়াহ, সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফাহ হা/১০৫৪, ও অন্যান্য)

(খ) "সাজদাহ দিতে হয় সাতটি অঙ্গে। যথা ঃ দুই হাত, দুই পা, দুই হাঁটু ও কপাল। আর হাত উত্তোলন করতে হয় কা'বা দেখাকালে, সাফা ও মারওয়াতে, আরাফায়, জাম'আতে, পাথর নিক্ষেপের সময় এবং সলাত ক্বায়িমের সময়।" (ত্বাবারানী কাবীর)

উল্লিখিত হাদীসে 'হাত উত্তোলন করতে হয়...' কথাগুলো মুনকার। হাদীসের এ দ্বিতীয় অংশটি বর্ণনাকারী 'আত্বা ইবনু সায়িব একা বর্ণনা করেছেন। তার কারণে সানাদটি দুর্বল। 'আত্বা সংমিশ্রন করতেন। যেমনটি হায়সামী, ইবনু হিব্বান ও অন্যরা বলেছেন। (বিস্তারিত দেখুন, সিলসিলাহ যঈফাহ হা/১০৫৩)

চার ঃ জাবির ইবনু সামুরাহ হতে বর্ণিত, একদা আমাদের সলাতে হাত উত্তোলন অবস্থায় নাবী ﷺ এসে বললেন ঃ "কি ব্যাপার! দুষ্ট ঘোড়ার লেজের ন্যায় হাত উত্তোলন করছো? সলাতে স্থিরতা অবলম্বন কর।"

এ হাদীসের সাথে রুকু'র আগে ও পরে রফ'উল ইয়াদাইনের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। হাদীসটি সমস্ত মুহাদ্দিসগণই সালাম ও তাশাহুদ পরিচ্ছেদে অর্ন্তভুক্ত করেছেন। যেমন, সহীহ মুসলিমের অনুচ্ছেদ ঃ সলাতে স্থিরতার নির্দেশ ও হাত দ্বারা ইশারা করা নিষেধ এবং সালামের সময় হাত উঁচু করা নিষেধ", সহীহ ইবনু খুযাইমাহর অনুচ্ছেদ ঃ "সলাতরত অবস্থায় ডান ও বাম হাতে ইশারা করার ব্যাপারে তিরস্কার", ইমাম নাসায়ী অনুচ্ছেদ বেঁধেছেন এভাবে ঃ "সলাতরত অবস্থায় হাত দিয়ে সালাম দেয়া" ইত্যাদি। ইবনু হিব্বান, আবূ 'আওয়ানাহ, ইমাম বায়হাক্বী এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণও অনুরূপ পরিচ্ছেদ বেঁধেছেন।

তাইতো ইমাম নাববী (রহঃ) বলেন, জাবির ইবনু সামুরাহর হাদীস দ্বারা তারা অতি আশ্চর্য বস্তুর ন্যায় দলীল গ্রহণ করে এবং সুন্নাত দ্বারা অধিক নিন্দনীয় অজ্ঞতাপূর্ণ দলীল গ্রহণ করে। কেননা রুকু'র আগে ও রুকু'র পরে রফ'উল ইয়াদাইন সম্পর্কে ঐ হাদীসটি বর্ণিত হয়নি। (দেখুন, শারাহ্ সহীহ মুসলিম ৩/৪০৩)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, ঘটনাটি ছিল তাশাহুদের অবস্থায় কিয়ামের অবস্থায় নয়। তাঁদের (সহাবীগণ) কেউ কেউ একে অন্যকে সলাতের মধ্যে সালাম দিতেন। অতঃপর নাবী ﷺ তাশাহুদে হাত উঠাতে নিষেধ করলেন। যাঁদের সামান্যতম জ্ঞান আছে তাঁরা এ ধরণের হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করেননি। আর এটা সুপরিচিত, প্রসিদ্ধ, এতে কোন মতভেদ নেই। আর যদি ব্যাপারটি ঐরূপ হয় তাহলে তো তাকবীরে তাহরীমায় হাত উত্তোলন, ঈদের সলাতে হাত উত্তোলনও নিষেধ হয়ে যাবে। কেননা এতে এক রফউল ইয়াদাইন থেকে আরেক রফ'উল ইয়াদাইনকে পার্থক্য করা হয়নি। জাবির ইবনু সামুরাহ বর্ণিত আরেক হাদীস বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট করেছে। তা হলো ঃ জাবির ইবনু সামুরাহ বলেন, আমরা নাবী ﷺ-এর পিছনে সলাত আদায়কালে বলতাম, আসসালামু 'আলাইকুম, আসসালামু আলাইকুম। মিস'আর তাঁর দু' হাত দিয়ে ইশারা করে দেখালেন। অতঃপর নাবী ﷺ বললেন, কী হলো! এরা তাদের হাত দ্বারা ইশারা করছে, যেন দুষ্ট ঘোড়ার লেজের ন্যায়? তাদের জন্য যথেষ্ট হচ্ছে তারা তাদের হাতকে রানের উপর রাখবে, অতঃপর ডান দিকে ও বাম দিকের ভাইকে সালাম করবে। (দেখুন, বুখারীর জুযউ রফ'উল ইয়াদাইন)

পাঁচ ঃ ইবনু 'উমার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীস ঃ "তিনি যখন সলাত শুরু করতেন তখন দু' হাত উত্তোলন করতেন। অতঃপর এরূপ আর করতেন না।" এ হাদীসটি বাতিল ও বানোয়াট। এটি বায়হাক্বী তার 'খুলাফিয়াত' গ্রন্থে মুহাম্মাদ ইবনু গালিব হতে তিনি আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-বারতী হতে তিনি 'আবদুল্লাহ ইবনু আউন আল-খাররায হতে তিনি মালিক হতে তিনি যুহরী হতে তিনি সালিম হতে তিনি ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ বাহ্যিকভাবে সানাদটি ভাল। এর দ্বারা কোন কোন হানাফী মতাবলম্বী ধোঁকায় পড়েছেন। হাফিয মুগলাতাই বলেন ঃ তার সানাদে সমস্যা নেই।

জানি না কিভাবে এ ধরনের হাফিয ব্যক্তি এমন কথা বলেন। অথচ বুখারী, মুসলিম, সুনানুল আরবা'আহ ও মাসানীদ গ্রন্থ সমূহে মালিক হতে উক্ত সানাদে ইবনু 'উমার হতে রুকু'তেও (যাওয়ার ও উঠার সময়) দু' হাত উঠানোর প্রসিদ্ধ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে হাদীসটির বর্ণনাকারী বায়হাক্বী ও তার শায়খ হাকিম উভয়ে

সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন ঃ 'হাদীসটি বাতিল, বানোয়াট। আশ্চর্য হবার ও তার ক্রটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্য ছাড়া এটিকে উল্লেখ করাই জায়িয নয়। আমরা মালিক হতে সুস্পষ্ট বহু সানাদে এর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেছি।'

হাদীসের অনুসারীদের বিপক্ষে হানাফী মাযহাবের চরমভক্ত শায়খ মুহাম্মাদ 'আবদুর রশীদ আন-নু'মানী 'মা তামুস্‌সু ইলাইহিল হাজাতু লিমান ইউতালিউ সুনান ইবনে মাজাহ' (পৃঃ৪৮-৪৯) গ্রন্থে বায়হাক্বী ও হাকিমের সমালোচনা করে বলেন ঃ 'ক্রটির বিবরণ না দিয়ে শুধুমাত্র হাদীসটি দুর্বল হুকুম লাগানোর দ্বারা দুর্বলতা সাব্যস্ত হয় না। ইবনু 'উমারের এ হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ সহীহ বর্ণনাকারী। এর পরে হাদীসটির দুর্বলতার কোন কারণ দেখছি না।..... এ হাদীসটি আমার নিকট সহীহ'!

আমি (আলবানী) বলছি ঃ তার এ বক্তব্য দু'টি বস্তুর একটি প্রমাণ বহন করে ঃ হয় এ ব্যক্তি মুহাদ্দিসগণের নিকট নির্ধারিত নিয়ম নীতির পরওয়া করেন না, না হয় তিনি সে বিষয়ে অজ্ঞ। অধিকাংশ ধারণা প্রথমটিই তার কাছে বিদ্যমান। কারণ আমি এমন ধারণা রাখি না যে, অজ্ঞতা হেতু তিনি সহীহ হাদীসের সংজ্ঞাই জানেন না। যে হাদীস সানাদের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে ন্যায় পরায়ণ (নির্ভরযোগ্য) এবং পূর্ণাঙ্গ আয়ত্বশক্তি ও হিফযের গুণাবলী সম্বলিত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে শায এবং ক্রটিহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে তাকেই বলা হয় সহীহ হাদীস।

যখন অবস্থা এই তখন বলতে হচ্ছে যে, মুহাদ্দিসগণের নিকট সহীহ হাদীস কাকে বলে সে সম্পর্কে তিনি হয় অজ্ঞ, না হয় তিনি সহীহ হাদীসের কোন একটি শর্তের বিষয়ে অজ্ঞ। আর সেটি হচ্ছে হাদীসটি শায না হওয়া। ইমাম হাকিম ও বায়হাক্বী ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, হাদীসটি শায হতে নিরাপদ নয়। তাদের উভয়ের এ কথা 'আমরা মালিক হতে সুস্পষ্ট বহু সানাদে এর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেছি' তারই প্রমাণ বহন করছে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ হাকিম ও বায়হাক্বী শুধু দাবীর দ্বারা হাদীসটি বাতিল হওয়ার হুকুম লাগাননি। যেমন আন-নু'মানী সাহেব ধারণা করেছেন। বরং যিনি বুঝবেন তার জন্য তার সঙ্গে দলীলও নিয়ে এসেছেন। সেটি হচ্ছে শায হওয়া। (গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি তার মতই একাধিক বা তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির বিরোধীতা করে যে হাদীসটি বর্ণনা করেন সেটিকেই বলা হয় শায হাদীস)। এছাড়া হাদীসটির উপর যে হুকুম লাগানো হয়েছে তাকে শক্তিশালী করবে এরূপ আরো দলীল সামনের আলোচনায় আসবে।

যদি হাদীসটি বাতিল হওয়ার জন্য অন্য কোন দলীল নাও থাকতো তাহলে ইমাম মালিকের 'আল-মুয়াত্তা' (১/৯৭) গ্রন্থে এর বিপক্ষে হাদীস বর্ণিত হওয়ায় তাই তা বাতিলের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু আমরা দেখছি বহু গ্রন্থ রচনাকারী ও বর্ণনাকারী ইমাম মালিক হতে আলোচ্য হাদীসটির বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম বুখারী (২/১৭৪), আবূ আওয়ানাহ (২/৯১), নাসায়ী (১/১৪০, ১৬১-১৬২), দারিমী (১/২৮৫), শাফিঈ (১৯৯), ত্বাহাবী 'শারহু মা'আনিল আসার' (১/১৩১) ও আহমাদ (৪৬৭৪, ৫২৭৯) বিভিন্ন সূত্রে ইমাম মালিক হতে তিনি ইবনু শিহাব হতে তিনি সালিম ইবনু 'আবদুল্লাহ হতে তিনি তার পিতা 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন ঃ "রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দু' হাত তাঁর কাঁধ বরাবর উঠাতেন যখন সলাত আরম্ভ করতেন, যখন রুকু'র জন্য তাকবীর দিতেন এবং যখন রুকু' হতে তাঁর মাথা উঠাতেন।" (আল-হাদীস) ভাষাটি ইমাম মালিক হতে ইমাম বুখারীর।

বাস্তবতা এই যে, বাতিল হাদীসটির বিপরীতে এ হাদীসটি এ বাক্যে ইমাম মালিক হতে মুতাওয়াতির বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে। ইবনু 'আবদুল বার ইমাম মালিক হতে বর্ণনাকারীগণের নাম উল্লেখ করেছেন। যারা সংখ্যায় ত্রিশজনের মত।

তাছাড়া একদল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ইবনু শিহাব হতে সহীহ হাদীসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে তার (মালিকের) সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

এ হাদীসটিও ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ আওয়ানাহ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ত্বাহাবী, দারাকুতনী, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ বিভিন্ন সূত্রে ইবনু শিহাব হতে বর্ণনা করেছেন।

"....তাতে বলা হয়েছে ইবনু 'উমার (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি সলাত শুরু করার সময়, রুকু'তে যাওয়ার সময়, রুকু' হতে উঠার সময় দু' হাত উঠাতেন।"

ইবনু 'উমারের দাস নাফি' বর্ণনাকারী সালিমের মুতাবা'আত করেছেন। তাতে চার স্থানে হাত উঠানোর কথা বলা হয়েছে। চতুর্থ স্থানটি হচ্ছে দু' রাক'আত শেষ করে তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে।

এটি ইমাম বুখারী, আবূ দাউদ, বায়হাক্বী বর্ণনা করেছেন। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে এরূপ আরো বর্ণনা এসেছে। আমরা যখন এটি বুঝলাম, তখন ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে এ সব বর্ণনা ও সহীহ সূত্রগুলো আলোচ্য হাদীসটি বিভিন্নভাবে বাতিল হওয়ার প্রমাণ বহন করে ঃ

১। আলোচ্য হাদীসে একজন বর্ণনাকারী ইমাম মালিক হতে সকল বর্ণনাকারীর বিপরীত বর্ণনা করেছেন। যে দিকে ইমাম হাকিম ও বায়হাক্বী ইঙ্গিত করেছেন। বিশেষ করে যাদের বিরোধীতা করে বর্ণনা করা হয়েছে তারা সংখ্যায় মুতাওয়াতির পর্যন্ত পৌঁছে গেছেন। একজন ব্যক্তি কতৃর্ক এর চেয়ে কম সংখ্যক বর্ণনাকারীর বিরোধীতা করাতেই তার হাদীসটি শায ও পরিত্যক্ত হিসেবে গণ্য হয়।

২। ইমাম মালিকের নিকট যদি জানা থাকতো যে, এ আলোচ্য হাদীসটি তার থেকেই বর্ণনাকৃত, তাহলে তিনি সেটি অবশ্যই 'আল-মুয়াত্তা' গ্রন্থে বর্ণনা করতেন এবং তার উপর 'আমাল করতেন। কিন্তু উভয়টি তার থেকে সংঘটিত হয়নি। কারণ তিনি আলোচ্য হাদীসের বিপরীত বর্ণনা করেছেন এবং তার উল্টা 'আমাল করেছেন। ইমাম খাত্তাবী ও কুরতুবী বলেন ঃ ইমাম মালিকের এটিই হচ্ছে শেষ মত।

৩। ইবনু 'উমার (রাঃ) রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পরে উল্লিখিত সময়গুলোতে হাত উঠানোর উপরেই 'আমাল করেছেন। যেমনটি পূর্বের হাদীস উল্লেখ করার সময় বুঝা গেছে। তাছাড়া তার নিকট যদি আলোচ্য হাদীসটি সাব্যস্ত হত তাহলে তিনি অবশ্যই তার উপর 'আমাল করতেন। কিন্তু তার থেকে তা না হয়ে উল্টাটি সাব্যস্ত হয়েছে। "তিনি যখন কোন ব্যক্তিকে দেখতেন যে, সে রুকু' করার সময় এবং রুক' হতে উঠার সময় তার দু' হাত উঠাচ্ছে না তখন তিনি তাকে পাথর ছুঁড়ে মারতেন।" এটি ইমাম বুখারী 'জুযউ রফ'উল ইয়াদাইন' (পৃঃ ৮) গ্রন্থে, 'আবদুল্লাহ ইবনু ইমাম আহমাদ 'মাসায়িল আন আবীহি' গ্রন্থে এবং দারাকুতনী (১০৮) তার থেকে সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম ত্বাহাবী যে তার থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি শুধুমাত্র প্রথম তাকবীরের সময় হাত উঠিয়েছেন, সেটিও শায।

৪। ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে যিনি আলোচ্য হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাদের ধারণা মতে তিনি হচ্ছেন তারই ছেলে সালিম। অথচ সালিম হতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি উল্লিখিত সময়গুলোতে সলাতে দু' হাত উঠাতেন। যেমনটি তিরমিযী তার থেকে বর্ণনা করেছেন। যে হাদীসটি সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, তিনি (সালিম) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন সেটি যদি সত্য হতো তাহলে অবশ্যই তিনি তার বিরোধীতা করে উল্টা 'আমাল করতেন না।

অতএব এ সব কিছু প্রমাণ করছে যে, হাকিম ও বায়হাক্বী হাদীসটি সম্পর্কে বাতিল বলে যে হুকুম লাগিয়েছেন তাই সঠিক।

শায়খ আন-নু'মানী যে বলেছেন ঃ এটি আমার নিকট সহীহ। তা অসম্ভব কথা।

উক্ত শায়খ যে বলেছেন ঃ সর্বোচ্চ বলা যেতে পারে যে, ইবনু 'উমার (রাঃ) কখনও কখনও রসূল ﷺ-কে হাত উঠাতে দেখেছেন। ফলে তিনি সেই অবস্থার সংবাদ দিয়েছেন। আর কখনও কখনও তাঁকে হাত উঠাতে দেখেননি। তখন তিনি সেই অবস্থার সংবাদ দিয়েছেন। তার প্রত্যেকটি হাদীস এরূপ প্রমাণ বহন করে না যে, নির্দিষ্ট করে তিনি একটির উপর সর্বদা 'আমাল করেছেন। এ ছাড়া 'কানা' শব্দটি স্থায়িত্বের প্রমাণ বহন করে না। অধিকাংশ সময়ের প্রমাণ বহন করে।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ দু'টি বর্ণনাকে এভাবে একত্রিত করাও বাতিল। কারণ দু'টি বর্ণনাকে একত্রিত করার শর্ত হচ্ছে এই যে, উভয়টিই সাব্যস্ত হতে হবে। এখানে একটি সহীহ আর অপরটি বাতিল। অতএব এরূপ দু' মেরুর বর্ণনাকে একত্রিত করা জায়িয নয়। কিভাবে এটি সম্ভব যে একই বর্ণনাকারী একবার বললেন ঃ তিনি হাত উঠাতেন না আবার বললেন যে তিনি হাত উঠাতেন। বর্ণনাকারী নিজেও কি একবারের জন্য উভয় ভাষাকে

একত্রিত করেছেন? করেননি। এরূপ একত্রিত করণের দৃষ্টান্ত হাদীসের মধ্যে রয়েছে বলে আমরা জানি না! দু'টি সহীহ বর্ণনার ক্ষেত্রেই একত্রিত করণের দৃষ্টান্ত রয়েছে।

যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, বুঝলাম হাদীসটি বাতিল। তবে এ সমস্যাটি কার থেকে সৃষ্টি হয়েছে? এ সমস্যা ইমাম মালিক হতে বর্ণনাকারী 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আউন আল-খাররায হতে, নাকি তার নিচের বর্ণনাকারী হতে সৃষ্টি হয়েছে?

উত্তর ঃ মুহাম্মাদ ইবনু গালিব ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে এরূপ ভুলের সন্দেহ করা যায় না। তার উপাধি হচ্ছে তামতাম। যদিও তাকে দারাকুতনী নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। তবে তিনি এ কথাও বলেছেন ঃ তিনি ভুল করতেন। তিনি কতিপয় হাদীসে সন্দেহ করেছেন। ইবনুল মানাবী বলেন ঃ তার থেকে লোকেরা লিখেছেন। অতঃপর হাদীস ও অন্য বস্তুর ক্ষেত্রে তার মন্দ খাসলতের কারণে তার থেকে অধিকাংশরাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

বাহ্যিকতা প্রমাণ করছে যে, আলোচ্য হাদীসটির ক্ষেত্রে তিনিই ভুল করেছেন। সম্ভবত তার এ হাদীসটি সেই সবগুলোর একটি যেগুলোর দিকে দারাকুতনী ইঙ্গিত করেছেন। (দেখুন, শায়খ আলবানীর যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ, হাঃ/৯৪৩)

* ইবনু 'উমার সূত্রে আরো কয়েকটি ভিত্তিহীন মাওকূফ বর্ণনা ঃ

(ক) মুজাহিদ বলেন ঃ "আমি ইবনু 'উমারের সাথে দশ বছর ছিলাম কিন্তু আমি তাকে রফ'উল ইয়াদাইন করতে দেখিনি।" এটি সানাদহীন এবং মিথ্যা বর্ণনা।

(খ) সিওয়ার ইবনু মুস'আব হতে 'আত্বিয়্যাহ আল-'আওফী সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আবূ সাঈদ খুদরী ও ইবনু 'উমার (রাঃ) কেবল তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠাতেন এরপর হাত উঠাতেন না। (বায়হাক্বী)

ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) বলেন ঃ 'ইমাম হাকিম বলেছেন, বর্ণনাকারী 'আত্বিয়্যাহর অবস্থা মন্দ, এবং তার সূত্রে বর্ণনাকারী সিওয়ারের অবস্থা তার চেয়েও খারাপ।' ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ সিওয়ার ইবনু মুস'আব মুনকারুল হাদীস। ইবনু মাঈন বলেন ঃ তিনি দলীলের অযোগ্য। (দেখুন, নাসবুর রায়াহ ও অন্যান্য)

ছয় ঃ ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ)-এর নামে বাতিল ও মিথ্যা বর্ণনা ঃ

(ক) "যে ব্যক্তি সলাতে তার দু' হাত উঠাবে তার সলাত নষ্ট হয়ে যাবে।" বর্ণনাটি বাতিল ও ভিত্তিহীন। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এ বর্ণনার কারণে আমীর কাতিবুল ইতকানী অজ্ঞাতভাবে তার উপর ভিত্তি করে রফ'উল ইয়াদাইন দ্বারা সলাত বাতিল হওয়ার বিবরণ দিয়ে একটি কিতাব রচনা করেছেন। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি তার পথে চলেছে সে এ বর্ণনার দ্বারা অতর্কিত আক্রমণ করে কোন হানাফী ব্যক্তির শাফিঈ'র পিছনে সলাতে ইকতিদা করা না জায়িয হওয়ার ফায়সালা দিয়েছেন। কারণ তারা সলাতে রফ'উল ইয়াদাইন করেন! (না'উযুবিল্লাহ্)। যদিও ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) হতে এ বর্ণনাটি বাতিল, যেমনটি আল্লামা আবুল হাসনাত লাখনৌভী (রহঃ) 'আল-ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাহ ফী তারাজিমিল হানাফিয়্যাহ' গ্রন্থে তাহক্বীক্ব করেছেন। (দেখুন, আলবানীর 'যঈফ ও জাল হাদীস সিরিজ' ২য় খণ্ড, ৫৬৮ নং হাদীসের নীচে)

(খ) মিথ্যা মুনাযারা তৈরি ঃ একদা ইমাম আওযাঈ (রহঃ) ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ)-কে বললেন ঃ একি ব্যাপার! আপনি রুকু'র পূর্বে ও পরে রফ'উল ইয়াদাইন করেন না? ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) বললেন ঃ কারণ এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোন সহীহ হাদীস নেই। ইমাম আওযাঈ (রহঃ) বললেন ঃ কিভাবে সহীহ নয়? আমার কাছে ইমাম যুহরী, সালিম এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমারের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যে, 'রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের শুরুতে, রুকু'র পূর্বে ও রুকু'র পরে রফ'উল ইয়াদাইন করতেন।' ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) বললেন ঃ আমাকে হাম্মাদ বলেছেন ইবরাহীম ও আলকামার মাধ্যমে, ইবনু মাস'উদ বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের শুরুতে হাত উঠিয়েছেন এরপর আর হাত উঠাননি। (ফাতহুল ক্বাদীর ১/২১৯, কাবীরী ১১৬ পৃঃ)

উক্ত ঘটনার সানাদ ও মাতান উভয়ই মিথ্যা ও সাজানো। যেমন ঃ

১ মুনাযারার সানাদ বিশ্লেষণ ঃ এ বিতর্কের বর্ণনা সূত্রে তিনজন বর্ণনাকারী অর্থাৎ সুলায়মান শাযকূনী, হারিসী ও মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম হাদীস জালকারী। (দেখুন, আত-তাহক্বীকুর রাসিখ ১৭৫ পৃঃ, আবূ যুহরাহ্ রচিত 'হায়াতে আবূ হানিফা' গ্রন্থের ৪৩৯ পৃষ্ঠার টিকা, সলাতুল মুসলিমীন ৪৬১ পৃঃ, সলাতে মুস্তফা ১২১ পৃঃ)

২। মুনাযারার মাতান বিশ্লেষন ঃ 'মাসায়েলে রফ'উল ইয়াদাইন' গ্রন্থে এর মাতান বিশ্লেষণে যে আলোচনা করা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ ইমাম আবূ হানিফার উক্তি ঃ "রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে রফ'উল ইয়াদাইনের কোন সহীহ হাদীস নেই"- ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ)-এর দিকে এ কথা সম্পৃক্ত করা কত বড় হাস্যকর ব্যাপার। রসূলুল্লাহ ﷺ এর রফ'উল ইয়াদাইনের হাদীস সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, মুয়াত্তা ইমাম মালিকের শ্রেষ্ঠতম সহীহ সানাদে বর্ণিত হয়েছে। এ সমস্ত হাদীসের সানাদের রাবী দীনের বড় বড় ইমাম ছিলেন। যেমন, ইমাম যুহুরী (রহঃ), ইমাম সালিম (রহঃ), 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ)। বলুন তো, এঁদের মধ্যে কোন যঈফ রাবী আছেন কি? আবূ দাউদে সানাদের রাবীগণ হলেন- ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহঃ), ইমাম সুফয়ান (রহঃ), ইমাম যুহুরী (রহঃ), ইমাম সালিম (রহঃ), 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ)। কত বড় উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ইমামগণ এই হাদীসের সানাদে আছেন। এছাড়া অসংখ্য সাহাবীদের অসংখ্য সহীহ সানাদে রফ'উল ইয়াদাইন প্রমাণিত আছে। কেবল পক্ষের লোকই নয় বরং বিপক্ষের লোকেরাও এর সহীহ হওয়ার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ)-এর নিকট নিশ্চয়ই এ হাদীস পৌঁছেছে। এ হাদীসগুলোর রাবীগণ ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ)-এর উস্তাদও ছিলেন এবং এঁরা সকলেই রফ'উল ইয়াদাইন করতেন। যেমন, ইমাম মালিক (রহঃ), ইমাম 'আত্বা ইবনু আবূ রিবাহ (রহঃ), ইমাম আওযাঈ (রহঃ), ইমাম মাকহুল (রহঃ), ইমাম 'আমর ইবনু মুররাহ (রহঃ), ইমাম ত্বাউস (রহঃ), ইমাম 'আবদুল্লাহ বিন দিনার (রহঃ), ইমাম যুহুরী (রহঃ), ইমাম 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রহঃ), ইমাম সালিম (রহঃ), ইমাম মুহাররব (রহঃ), ইমাম ক্বাতাদাহ (রহঃ), ইমাম শু'বাহ (রহঃ), ইমাম 'আসিম (রহঃ), ইমাম 'আবদুর রহমান ইবনু আ'রাজ (রহঃ) ও অন্যান্য ইমামগণ। এটা কী করে সম্ভব যে, এই ইমামগণের ছাত্র হওয়ার পরও ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) রফ'উল ইয়াদাইনের হাদীস জানতেন না? এ সমস্ত ইমামগণ কি তাহলে স্বীয় ছাত্রের কাছে রফ'উল ইয়াদাইনের হাদীস গোপন করেছেন? স্বীয় ছাত্রকে এ সমস্ত হাদীস পড়ান নাই?

এবার ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ)-এর ছাত্রদের দিকে তাকানো যাক। দেখা যাবে তারাও রফ'উল ইয়াদাইনের হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমন, ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ), ইমাম 'আফিয়াহ (রহঃ), ইমাম ফাযল ইবনু দাকীন (রহঃ), ইমাম ইবরাহীম ইবনু ত্বাহমান (রহঃ) এবং আরো অনেকে। এরা সকলেই রফ'উল ইয়াদাইনের হাদীসের রাবী। এরপর ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান, ইমাম 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইমাম 'আবদুর রাযযাক (রহঃ)ও ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ)-এর ছাত্র। এরা রফ'উল ইয়াদাইনের হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং সলাতে রফ'উল ইয়াদাইনও করতেন। তারপর তাদের ছাত্ররাও দীনের বড় বড় ইমাম ছিলেন, তারাও রফ'উল ইয়াদাইনের হাদীসের রাবী এবং 'আমালকারী। অর্থাৎ ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ)-এর উপরের ও নীচের মুহাদ্দিসগণ রফ'উল ইয়াদাইন করতেন। মাঝখান থেকে ইমাম আবূ হানিফা বাদ থেকে যাচ্ছেন। এই আলোচনার মূল দাবী হলো- "রফ'উল ইয়াদাইনের কোন সহীহ হাদীস নেই"- এ কথাটি ইমাম আবূ হানিফার প্রতি ভুল ও মিথ্যা আরোপ।

দুই ঃ যদি মেনে নেয়া হয় তথাকথিত উক্ত ঘটনায় ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ)-এর দাবী সত্য ছিল অর্থাৎ রফ'উল ইয়াদাইনের কোন সহীহ হাদীস নেই, তাহলে ইমাম আওযাঈ যখন সানাদসহ হাদীস বর্ণনা করলেন, তখন স্বীয় দাবী অনুযায়ী ঐ হাদীসের সানাদকে যয়ীফ প্রমাণ করার দরকার ছিল। কিন্তু তিনি তা করেন নাই। ফলে প্রকারন্তে তিনি হাদীসটিকে সহীহ প্রমাণ করলেন।

তিন ঃ ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) এক সহীহ হাদীসের মোকাবিলায় আরেক সহীহ হাদীস পেশ করলেন। এটা হাদীস উপস্থাপনের উত্তম পন্থা নয়। এর মাধ্যমে তো হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ সৃষ্টি করা হলো। যদি দুটোই

সহীহ হয়, তাহলে দুটোকেই মানতে হবে। তাছাড়া ইমাম আবূ হানিফা (র)-এর বর্ণিত হাদীসে রুকু'র সময় হাত উঠানোর সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। (দেখুন, মাসায়িলে রফ'উল ইয়াদাইন)

অতএব প্রমাণিত হলো, "রফ'উল ইয়াদাইনের কোন সহীহ হাদীস নেই"- এটা ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ)-এর উক্তি নয়। বরং উক্ত ঘটনা তাঁর নামে সাজানো মিথ্যা মাত্র।

উল্লেখ্য, ইমাম বুখারী, ইমাম বায়হাক্বী এবং 'আবদুল্লাহ বিন আহমাদ (রহিমাহুমুল্লাহ) ইমাম আবূ হানিফার সাথে ইবনুল মুবারকের এক বিতর্কের বর্ণনা দিয়েছেন। তা এরূপ ঃ ওয়াকী' (রহঃ) বলেন, "একদা আমি কূফার মাসজিদে সলাত আদায় করি। তখন সেখানে আবূ হানিফা ও 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহিমাহুমাল্লাহ) পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করছিলেন। 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রুকু'র সময় ও রুকু' হতে উঠার সময় দু' হাত তুলছিলেন কিন্তু আবূ হানিফা তুলছিলেন না। সলাত শেষে আবূ হানিফা (রহঃ) ইবনুল মুবারক (রহঃ)-কে বললেন, কি ব্যাপার! তুমি অধিক হস্তদ্বয় উত্তোলন করছো, তুমি কি পাখি হয়ে উড়ে যেতে চাচ্ছ নাকি? অতঃপর ইবনুল মুবারক বললেন, হে আবূ হানিফা! তোমাকে দেখলাম সলাত আরম্ভের সময় দু' হাত উত্তোলন করছো, অতএব তুমি কি পাখি হয়ে উড়ে যেতে চাচ্ছ? জবাব শুনে আবূ হানিফা চুপ হয়ে গেলেন।" 'জুযউ রফ'উল ইয়াদাইন' গ্রন্থে রয়েছে ঃ ইবনুল মুবারক বললেন, "আমি যদি প্রথমবারে উড়ে না যাই তাহলে দ্বিতীয়বারেও উড়বো না।" আর 'আবদুল্লহ বিন আহমাদের বর্ণনায় রয়েছে ঃ "ইবনুল মুবারক বললেন, হে আবূ হানিফা! তুমি যদি প্রথমবারে উড়ে যেয়ে থাক তাহলে আমি প্রথমবার ছাড়াও উড়ে থাকি।"

ওয়াকী' (রহঃ) বলেন, ইবনুল মুবারকের উপর আল্লাহ রহম করুন! এটা ছিল উপস্থিত উত্তর। ইমাম আবূ হানিফাকে 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক একবার বা দু'বার যে উত্তর দিয়েছেন তা ছিল অতি উত্তম উত্তর। তাকে এর চেয়ে আর অধিক উপস্থিত উত্তর দিতে দেখিনি। (দেখুন, বুখারীর জুযউ রফ'উল ইয়াদাইন, বায়হাক্বী ২/৮২, কিতাবুস সুন্নাহ ১/২৭২)

<u>সাত</u> ঃ আরেকটি বানোয়াট হাদীস ঃ "যে ব্যক্তি সলাতে তার দু' হাত উঠাবে তার সলাতই হবে না।"

হাদীসটি ইবনু ত্বাহির 'তাযকিরাতুল মাওযূ'আত' গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন, এর সানাদে মামূন ইবনু আহমাদ আল-হারাবী রয়েছে। সে হাদীস জালকারী। ইমাম যাহাবী বলেন, সে মহা বিপদ ও অপদস্থমূলক বস্তু নিয়ে এসেছে। সে নির্ভরযোগ্যদের সূত্র দিয়ে হাদীস জাল করে, এটি সেগুলোর একটি। আবূ নু'আইম বলেন, সে জালকারী খবীস, সে নির্ভরযোগ্যদের সূত্র দিয়ে জাল হাদীস বর্ণনা করে।

সহীহুল বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'তাসহীলুল ক্বারী'তে রয়েছে ঃ 'রফ'উল ইয়াদাইন করলে সলাত হবে না' এ মর্মে আনাস সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু 'উকাশাহ এবং আবূ হুরাইরাহ সূত্রে মামুন ইবনু আহমাদ মিথ্যা হাদীস বানিয়েছে। (দেখুন, তাসহীলুল ক্বারী শারহে বুখারী)

আনাস বর্ণিত হাদীসটি হাকিম 'মুদখাল' গ্রন্থে বর্ণনার পর বলেন ঃ হাদীসটি মাওযূ (বানোয়াট)। তিনি 'বাদরুল মুনীর' গ্রন্থে বলেন ঃ এর সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু 'উকাশাহ রয়েছে। তার সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী বলেন, সে হাদীস বানাতো। আর ইবনুল জাওযী আবূ হুরাইরাহ'র হাদীসকে বানোয়াট হাদীসের অর্ন্তভুক্ত করেছেন। (দেখুন, নায়রুল আওত্বার)

<u>আট</u> ঃ আসওয়াদ বলেন ঃ আমি দেখেছি, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) প্রথমবার তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠিয়েছেন। এরপর আর উঠাননি।' তিনি আরো বলেন, আমি ইবরাহীম ও শা'বীকেও অনুরূপ করতে দেখেছি। (ত্বাহাবী)

ইমাম ত্বাহাবী বলেন ঃ 'উমার (রাঃ) কেবল প্রথমবার হাত উঠিয়েছেন মর্মে আসারটি সহীহ। কিন্তু ইমাম হাকিম তার বিরোধীতা করে বলেন ঃ এই বর্ণনাটি শায। এর দ্বারা দলীল প্রতিষ্ঠিত হবে না। বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ এর বিরোধীতা করছে। যেমন, ত্বাউস ইবনু কায়সান হতে ইবনু 'উমার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ "'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) রুকু'র সময় এবং রুকু' থেকে উঠার সময় রফ'উল ইয়াদাইন করতেন।" (দেখুন, নাসবুর রায়াহ ও অন্যান্য)

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি একটি দীর্ঘ হাদীসের সারসংক্ষেপ। উপরোক্ত শব্দে হাদীসটি সহীহ নয়।

সহীহ।

٧٤٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لاَ يَعُودُ .

- ضعيف .

নয় ঃ বায়হাক্বীর 'আল-খিলাফিয়াত' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, 'উব্বাদ ইবনু যুবাইর (রাঃ) বলেন ঃ "রসূলুল্লাহ (সাঃ) সলাত আরম্ভের সময় রফ'উল ইয়াদাইন করতেন। এরপর সলাত শেষ হওয়া পর্যন্ত রফ'উল ইয়াদাইন করতেন না।"- এ বর্ণনাটিও দলীলের অযোগ্য। প্রথমতঃ এটি মুরসাল বর্ণনা। কারণ বর্ণনাকারী 'উব্বাদ একজন তাবেঈ। দ্বিতীয়ত ঃ এর তিনজন বর্ণনাকারী দুর্বল। যেমন, ১. বর্ণনাকারী হাফস ইবনু গিয়াসের স্মরণশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ২. মুহাম্মাদ ইবনু আবূ ইয়াহইয়া সমালোচিত ৩. মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব ইবনু ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ উকাশা হাদীস বানাতো। (দেখুন, তাসহীলুল ক্বারী)

দশ ঃ 'আলী (রাঃ)-এর মাওকূফ বর্ণনা ঃ আবূ বাক্‌র আন-নাহ্‌শালী হতে 'আসিম ইবনু কুলাইব থেকে তার পিতার মাধ্যমে বর্ণিত ঃ 'আলী (রাঃ) সলাতের প্রথমে তাকবীরে তাহরীমাহর সময় দু' হাত উঠাতেন। এরপর হাত উঠাতেন না। (ত্বাহাবী)

ইমাম ত্বাহাবী বলেন ঃ এ আসারটি সহীহ। কিন্তু শায়খ 'আল-ইমাম' গ্রন্থে বলেন ঃ 'উসমান ইবনু সাঈদ আদ্-দারিমী বলেন ঃ 'এটি দুর্বল বর্ণনা। এর সানাদ সূত্র নিকৃষ্ট। আর 'আলী (রাঃ) সম্পর্কে এরূপ ধারণা করা যায় না যে, তিনি নাবী ﷺ এর কর্মের উপর নিজের কর্মকে প্রাধান্য দিবেন। কেননা 'আলী (রাঃ) নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, নাবী ﷺ রুকু'র সময় এবং রুকু' থেকে উঠার সময় রফ'উল ইয়াদাইন করতেন।' ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ এ বিষয়ে 'আলী (রাঃ) সূত্রে 'উবাইদুল্লাহ ইবনু আবূ রাফি'র হাদীসটি অধিক সহীহ। তা হচ্ছে ঃ 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ ফারয সলাতে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলে তাঁর দু' হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। তিনি ক্বিরাআত শেষে রুকু'তে গমনকালে এবং রুকু' হতে উঠার সময়ও অনুরূপ করতেন। তবে বসে সলাত আদায়কালে তিনি এরূপ হাত তুলতেন না। তিনি দুই সাজদাহ্‌র পর (অর্থাৎ দু' রাক'আত শেষে) দাঁড়ালে হাত উঠিয়ে তাকবীর বলতেন।" (আবূ দাউদ- অধ্যায় ঃ সলাত, হাঃ ৭৪৪, তিরমিযী- অধ্যায় ঃ দা'ওয়াত, হাঃ ৩৪২৩, ইবনু মাজাহ- অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ রফ'উল ইয়াদাইন, হাঃ ৮৬৪, আহমাদ ১/৯৩, সকলে সুলাইমান ইবনু দাউদ সূত্রে। ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ হাদীসটি হাসান সহীহ । শায়খ আলবানী (রহঃ)ও হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির বলেন ঃ এর সানাদ সহীহ। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহঃ)-কে 'আলীর এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন ঃ হাদীসটি সহীহ)

* উল্লেখ্য কতিপয় নির্বোধ লোকের উক্তি আছে, নাবী ﷺ-এর যুগে নতুন ঈমান আনা লোকেরা নাকি সলাতে বোগলে পুতুল বা অস্ত্র রাখতেন, সেজন্য নাবী ﷺ তাদেরকে রফ'উল ইয়াদাইন করার হুকুম করেন। পরে তাদের ঈমান মজবুত হলে রফ'উল ইয়াদাইন রহিত হয়ে যায়। এরূপ উক্তি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। আর এ ধরণের কথা তো রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহাবীগণের ঈমানের প্রতি সন্দেহ পোষণ ও সহাবায়ি কিরামের উপর মিথ্যা অপবাদেরই নামান্তর। আল্লাহ আমাদের এরূপ মিথ্যা কথা হতে হিফাযাত করুন-আমীন!

সারকথা ঃ উপরোল্লিখিত আলোচনায় এটাই প্রতিয়মান হল যে, রফ'উল ইয়াদাইন না করার কোন মজবুত দলীল নেই। বরং এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ দোষযুক্ত। সেহেতু এগুলো বর্জন করাই শ্রেয়।

৭৪৯। বারাআ ইবনু 'আযিব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আরম্ভের সময় কেবল একবার কানের কাছাকাছি পর্যন্ত হাত উঠাতেন। এরপর আর হাত উঠাতেন না।[৭৪৮]
দুর্বল।

---

[৭৪৮] আহমাদ (৪/৩০১) ইয়াযীদ ইবনু আবূ যিয়াদ সূত্রে- "তিনি এরপর আর হাত উঠাননি" এ কথাটি বাদে। উল্লেখ্য কয়েকটি দোষের কারণে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয় ঃ

এক ঃ বর্ণনাকারী ইয়াযীদ ইবনু আবূ যিয়াদ। তার সম্পর্কে ইবনু মাঈন বলেন ঃ তিনি দুর্বল। হাফিয 'আত-তাকরীব' গ্রন্থে বলেন ঃ দুর্বল। বৃদ্ধ বয়সে তার স্মরণশক্তি বিকৃত হয়ে যায়। ফলে তিনি তালকীন করতেন। তিনি ছিলেন শিয়া। 'খুলাসাত' গ্রন্থে রয়েছে ঃ তিনি বড় মাপের শিয়া ইমাম ছিলেন। ইবনু 'আদী বলেন, তার হাদীস লিখা হতো। হাফিয যাহাবী 'আত-তাহযীব' গ্রন্থে ইবনু মাঈন সূত্রে বলেন ঃ তিনি হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। তার হাদীস দ্বারা দলীল দেয়া যাবে না।

দুই ঃ হাদীসে বর্ণিত "সুম্মা লা ইয়া'উদ" কথাটি অপ্রমাণিত। "সুম্মা লা ইয়া'উদ" কথাটি বারাআ ইবনু 'আযিবের নয়। বরং উক্ত হাদীসের এক বর্ণনাকারী ইয়াযীদ ইবনু আবূ যিয়াদের। তিনি হাদীসটি দুই ভাবে বর্ণনা করেছেন। এক. রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের শুরুতে হাত উঠাতেন। অথবা ২. রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের শুরতে, রুকুর পূর্বে ও রুকুর পরে হাত উঠাতেন- (বায়হাক্বী ২/৭৭)।

* ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন ঃ এতে প্রতিয়মান হয়, ইয়াযীদ ইবনু আবূ যিয়াদ হাদীসটি কখনো সংক্ষেপে আবার কখনো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। বেশ কিছুদিন তিনি উক্ত শব্দে সংক্ষিপ্তভাবে হাদীসটি বর্ণনা করেন। পরে যখন তিনি বৃদ্ধ হয়ে যান, স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়, তখন কূফাবাসীরা তাকে "সুম্মা লা ইয়া'উদ" শব্দটি শিখিয়ে দেন। তখন তিনিও "সুম্মা লা ইয়া'উদ" বলতে লাগলেন। (দেখুন, নায়লুল আওত্বার)

* সুফয়ান ইবনু উ'আইনাহ (রহঃ) বলেন ঃ ইয়াযীদ ইবনু আবূ যিয়াদ মাক্কাহতে 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ লায়লাহ হতে বারাআ ইবনু 'আযিবের মাধ্যমে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের শুরুতে, রুকুর সময় এবং রুকু' থেকে মাথা উঠানোর সময় রফ'উল ইয়াদাইন করতেন। অতঃপর একদা আমি কূফায় গেলাম। তখন আমি ইয়াযীদকে ঐ হাদীস এভাবে বর্ণনা করতে শুনেছি ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের শুরুতে হাত উঠাতেন এরপর আর উঠাতেন না। আমি বুঝতে পারলাম যে, কূফাবাসীরা তাকে শিখিয়ে দিয়েছে - (বায়হাক্বী)। সুফয়ান ইবনু উ'আইনাহ (রহঃ) আরো বলেন ঃ যখন ইয়াযীদ বৃদ্ধ হয়ে গেলেন, তখন লোকেরা তাকে "সুম্মা লা ইয়া'উদ" শিখিয়ে দিল। তখন তিনিও "সুম্মা লা ইয়া'উদ" বলতে শুরু করেন। (জুযউ রফ'উল ইয়াদাইন)

* ইমাম বুখারী (রহঃ) 'জুযউ রফ'উল ইয়াদাইন' গ্রন্থে বলেন ঃ 'সমস্ত হাফিযে হাদীসগণ যারা প্রথমে ইয়াযীদ থেকে এ হাদীস শুনেছেন যথা- সাওরী, শু'বাহ, যুহাইর তারা কেউই "সুম্মা লা ইয়া'উদ" কথাটি বর্ণনা করেন নাই।' ইমাম বুখারী (রহঃ) আরো বলেন ঃ ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহঃ) ইয়াহইয়া ইবনু আদাম সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু ইদরীসের কিতাবে 'আসিম ইবনু কুলাইবের হাদীসটি দেখেছি। কিন্তু তার মধ্যে "এরপর তিনি আর হাত উত্তোলন করেননি" কথাটি উল্লেখ নেই। আর এটাই হচ্ছে অধিক সহীহ কথা। কেননা জ্ঞানীদের কিতাব অধিক সংরক্ষিত। জ্ঞানী ব্যক্তি কখনো কোন কথা বলে পুনরায় কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর তিনি কিতাবের মত হয়ে যান। (দেখুন, জুযউ রফ'উল ইয়াদাইন)

* ইবনু হিব্বান (রহঃ) 'কিতাবুয যু'আফা' গ্রন্থে বলেন ঃ ইয়াযীদ ইবনু আবূ যিয়াদ সত্যবাদী ছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে কেউ তাকে যা শিখিয়ে দিত তিনি তাই বলতেন। অতএব কূফা শহরে প্রবেশের পূর্বে তার থেকে যারা হাদীস শ্রবণ করেছেন তাদের শ্রবণ বিশুদ্ধ। পক্ষান্তরে কূফায় প্রবেশের পর তার থেকে যারা শ্রবণ করেছেন তাদের শ্রবণ সঠিক নয়। (দেখুন, নাসবুর রায়াহ)

* ইমাম হুমাইদ (রহঃ) বলেন ঃ ইয়াযীদ "সুম্মা লা ইয়া'উদ" কথাটি বৃদ্ধি করেছেন।

* ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহঃ) বলেন ঃ এ হাদীসটি সহীহ নয়, এ হাদীসটি নিকৃষ্ট, ভ্রান্ত। ইয়াযীদ এক সময় পর্যন্ত এই হাদীস বর্ণনা করেছেন কিন্তু তিনি "সুম্মা লা ইয়া'উদ" বর্ণনা করেননি। পরে যখন কূফাবাসীরা তাকে শিখিয়ে দিয়েছে তখন তিনি তা বর্ণনা করেন। (দেখুন, নায়লুল আওত্বার, নাসবুর রায়াহ)

٧٥٠ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، وَخَالِدُ بْنُ عَمْرٍو، وَأَبُو حُذَيْفَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا قَالَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ مَرَّةً وَاحِدَةً .

– صحيح .

৭৫০। সুফিয়ান (রহঃ) থেকে পূর্বোক্ত হাদীস এ সানাদে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তিনি শুধুমাত্র প্রথমবারই একবার হাত উঠিয়েছেন। কতিপয় বর্ণনাকারী বলেন, তিনি শুধুমাত্র একবার হাত উঠান।[৭৪৯]

সহীহ।

٧٥١ – حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ، نَحْوَ حَدِيثِ شَرِيكٍ لَمْ يَقُلْ ثُمَّ لاَ يَعُودُ . قَالَ سُفْيَانُ قَالَ لَنَا بِالْكُوفَةِ بَعْدُ ثُمَّ لاَ يَعُودُ .

– ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ وَخَالِدٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ لَمْ يَذْكُرُوا ثُمَّ لاَ يَعُودُ .

৭৫১। ইয়াযীদ হতে এ সূত্রে শারীকের হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাতে "তিনি এরপর আর হাত তুলেননি" কথাটির উল্লেখ নেই। সুফিয়ান বলেন, অতঃপর বর্ণনাকারী (ইয়াযীদ) আমাদের নিকট কুফা শহরে "তিনি এরপর আর হাত তুলেননি" কথাটি উল্লেখ করেন।[৭৫০]

দুর্বল।

---

* ইমাম হাকিম বলেন ঃ ইয়াযীদ ইবনু আবূ যিয়াদ হিফ্যের মাধ্যমে (মুখস্তের দ্বারা) হাদীস বর্ণনা করতেন। বৃদ্ধ বয়সে তার হিফ্য (স্মরণশক্তি) নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তিনি সানাদসমূহ ওলটপালট করে ফেলতেন এবং হাদীসের মতনে বৃদ্ধি করতেন এবং তাতে কোন পার্থক্য করতেন না। (বায়হাক্বীর 'সুনানুল কুবরা' ২/১১০, ১১১)

* ইমাম বায়হাক্বী 'আল-মা'রিফাহ' গ্রন্থে বলেন ঃ এটাই প্রমাণিত যে, "সুম্মা লা ইয়া'উদ" কথাটি ইয়াযীদকে শিখিয়ে দেয়া হয়েছে। কেননা প্রথম সময়কার বর্ণনাকারীগণ ইয়াযীদ থেকে ঐ অংশটি বর্ণনা করেননি। যেমন সুফিয়ান সাওরী, শু'বাহ, হুশাইম, যুহাইর ও অন্যান্যরা। বরং ঐ বর্ধিত অংশটি নিয়ে এসেছে ঐ লোকেরা যারা ইয়াযীদ থেকে তার শেষ বয়সে বর্ণনা করেছে। আর তখন তো ইয়াযীদের স্মরণশক্তি বিকৃত হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি তখন সংমিশ্রনও করতেন। (দেখুন, নাসবুর রায়াহ)

তিন ঃ বর্ণনাকারী ইয়াযীদ নিজেই "সুম্মা লা ইয়া'উদ" কথাটির সঠিকতা অস্বীকার করেছেন। একদা আলী ইবনু 'আসিমের সামনে তিনি হাদীসটি বর্ণনা করেন। তখন তিনি "সুম্মা লা ইয়া'উদ" বলেননি। ফলে 'আলী ইবনু 'আসিম বললেন ঃ আপনি তো "সুম্মা লা ইয়া'উদ"-ও বলেন। তখন তিনি বলেন, আমার মনে নাই। (দেখুন, দারাকুতনী)

চার ঃ হাদীসটি স্বয়ং বারাআ সূত্রে বর্ণিত অপর হাদীস বিরোধী ঃ সুফয়ান হতে... বারাআ ইবনু 'আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতের শুরুতে, রুকুর সময় এবং রুকু' থেকে মাথা উঠানোর সময় রফ'উল ইয়াদাইন করতেন। (বায়হাক্বী, হাকিম, নাসবুর রায়াহ)

পাঁচ ঃ ইয্‌তিরাব ও ইদ্‌রাজ।

[৭৪৯] আবূ দাউদ (৬৮৪)।

[৭৫০] হুমাইদী 'মুসনাদ' (২/৩১৬) জারীর ইবনু ইয়াযীদ সূত্রে।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, হুশাইম, খালিদ এবং ইবনু ইদরীসও হাদীসটি ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরা "তিনি এরপর আর হাত তুলেননি" কথাটি উল্লেখ করেননি।

٧٥٢ – حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ، عِيسَى عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتَّى انْصَرَفَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ .

– ضعيف .

৭৫২। বারাআ ইবনু 'আযিব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় তাঁর দু' হাত উঠাতে দেখেছি। অতঃপর সলাত শেষ করা পর্যন্ত তিনি দু' হাত আর উত্তোলন করেননি।[৭৫১]

দুর্বল।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি সহীহ নয়।

٧٥٣ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا .

– صحيح .

৭৫৩। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আরম্ভকালে দু' হাত উপরের দিকে প্রসারিত করে উঠাতেন।[৭৫২]

সহীহ।

---

[৭৫১] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। আল্লামা মুনযিরী বলেন, সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুর রহমান ইবনু আবূ লায়লাহ দুর্বল। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন, তিনি সত্যবাদী কিন্তু তার স্মরণশক্তি খুবই মন্দ। ইমাম নাসায়ী বলেন, তিনি শক্তিশালী নন। (দেখুন, আওনুল মা'বুদ)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ ইবনু আবূ লায়লাহ এটি মুখস্ত থেকে বর্ণনা করেছেন। যারা ইবনু আবূ লায়লাহর কিতাব থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তারা এটি বর্ণনা করেছেন ইবনু আবূ লায়লাহ হতে ইয়াযীদ সূত্রে। ফলে হাদীসটি পৌঁছেছে ইয়াযীদের উভয় মিলিত স্থানে এবং সংরক্ষিত হলো যেটা ইয়াযীদ হতে সাওরী, শু'বাহ ও ইবনু 'উআইনাহ পূর্বে বর্ণনা করেছেন। (দেখুন, জুযউ রফ'উল ইয়াদাইন)

ইমাম যায়লাঈ হানাফী (রহঃ) 'নাসবুর রায়াহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন ঃ মুহাম্মাদ ইবনু আবূ লায়লাহ হাদীস বিশারদগণের নিকট ইবনু যিয়াদের চেয়েও দুর্বল। তাছাড়া এর সানাদ বর্ণনায় তিনি মতপার্থক্য করেছেন। একবার বলা হয়েছে : মুহাম্মাদ ইবনু আবূ লায়লাহ তার ভাই ঈসা হতে..., আরেকবার বলা হয়েছে : ইবনু আবূ লায়লাহ হাকাম ইবনু উতবাহ হতে তিনি ইবনু আবূ যিয়াদ হতে, আবার বলা হয়েছে : তিনি ইয়াযীদ ইবনু যিয়াদ হতে ইবনু আবূ লায়লাহ সূত্রে। অতএব হাদীসটি ইয়াযীদের দিকেই প্রত্যাবর্তন করল। 'আবদুল্লাহ বিন আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহঃ) বলেন ঃ আমার পিতা হাকাম ও ঈসার হাদীসটি অস্বীকার (ইনকার) করতেন এবং তিনি বলতেন ঃ এটি হচ্ছে ইয়াযীদ ইবনু আবূ যিয়াদের হাদীস। ইবনু আবূ লায়লাহর স্মরণশক্তি মন্দ এবং ইবনু আবূ যিয়াদ হাফিয নন। (দেখুন, নাসবুর রায়াহ)

١٢٠ – باب وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ১২০ ঃ সলাতরত অবস্থায় বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা

٧٥٤ – حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ صَفُّ الْقَدَمَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنَ السُّنَّةِ .

– ضعيف .

৭৫৪। 'আবদুর রহমান সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনুয যুবায়ির -কে বলতে শুনেছি, সলাতে দু' পা সমান রাখা এবং এক হাতের উপর অপর হাত রাখা সুন্নাত।[৭৫৩]

দুর্বল।

٧٥٥ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي زَيْنَبَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى .

– حسن .

৭৫৫। ইবনু মাসউদ সূত্রে বর্ণিত। একদা তিনি ডান হাতের উপর বাম হাত রেখে সলাত আদায় করলে নাবী ﷺ তা দেখতে পেয়ে তাঁর বাম হাতের উপর ডান হাতকে রাখেন।[৭৫৪]

হাসান।

---

[৭৫২] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় হাতের আংগুলগুলো ফাঁক করা, হাঃ ২৩৯), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সলাত আরম্ভের সময় দু' হাত উঠানো, হাঃ ১২৩৮), আহমাদ (২/৩৭৫), সকলে ইবনু আবূ যি'ব সূত্রে। আহমাদ শাকির বলেন, এর সানাদ সহীহ।

[৭৫৩] এর সানাদে 'আলা ইবনু সালিহ এবং যুর'আহ ইবনু 'আবদুর রহমান রয়েছে। হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন, মাক্ববুল। ইবনু হাজারও তাকে উল্লেখ করেছেন 'তাহযীবুত তাহযীব' গ্রন্থে (৩/২৮১) এবং বলেছেন, আবূ দাউদ তার একটি মাত্র হাদীস বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি হাদীসটি উল্লেখ করেন।

[৭৫৪] নাসায়ী (৮৮৭), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সলাতে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা, হাঃ ৮১১), ইবনু হাজার এটিকে হাসান বলেছেন 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে (২/২৬২)।

মাসআলাহ ঃ সলাতে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা

সলাতে বাম হাতের উপর ডান হাত রাখা সম্পর্কে ১৮ জন সহাবী ও ২ জন তাবেঈ থেকে মোট ২০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনু 'আবদুল বার (রহঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এর বিপরীত কিছু বর্ণিত হয়নি এবং এটাই জমহুর সহাবা ও তাবেঈনের অনুসৃত পদ্ধতি। (মিরআতুল মাফাতীহ ১/৫৫৭-৫৫৮, তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৮৯, সলাতুর রসূল (সাঃ) ৪৮ পৃষ্ঠা)

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন ঃ একটি মাযহাব মতে, মুসল্লী সলাতে দাঁড়ানো অবস্থায় হাত না বেঁধে ছেড়ে রাখবে।" কিন্তু কেন? মাযহাবে এভাবে আছে তা-ই। নাবী ﷺ সলাতের সময় তাঁর ডান হাত দ্বারা বাম হাত আঁকড়ে ধরতেন না, এ বিষয়ের পক্ষে হাদীসের প্রত্যেক 'আলিম হাদীস আনয়নের চেষ্টা করেছেন। যদিও অন্তত একটি হাদীস হয়, চাই তা যঈফ হোক কিংবা মাওযূ। কিন্তু এর কোনই অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। তাহলে এরূপ

٧٥٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوب، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاث، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدِ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، - رضى الله عنه - قَالَ السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ .

- ضعيف .

৭৫৬। আবূ জুহাইফাহ্ ॐ সূত্রে বর্ণিত। 'আলী ॐ বলেছেন, সলাত আদায়কালে বাম হাতের তালুর উপর ডান হাতের তালু নাভির নীচে রাখা সুন্নাত।[৭৫৫]

দুর্বল

'আমালকে ইসলাম বলা যায় কি? তা সত্ত্বেও মুসলমানদের একটি দল এর উপর 'আমাল করে চলেছে অথচ প্রত্যেক হাদীস গ্রন্থের হাদীসসমূহে দেখা যাচ্ছে রসূলুল্লাহ ﷺ হাত বাঁধতেন! এখানে তাক্বলীদ আর ইমামগণের কথার বিপরীতে গোড়ামী প্রদর্শন বৈ কিছু নেই। (দেখুন, আত-তাসফিয়্যাহ ওয়াত তারবিয়্যাহ)

উল্লেখ্য একদা খলীফা মানসূর ইমাম মালিককে মারধোর করে তাঁর হাত দু'টো অবশ করে দেয়ায় শেষ জীবনে তিনি সলাতে হাত বাঁধতে পারতেন না বিধায় হাত ছেড়ে সলাত আদায় করতেন। সেজন্য মালিকী মাযহাবের কিছু লোক মুয়াত্তা মালিকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস অনুযায়ী বুকে হাত না বেঁধে ইমাম মালিকের অক্ষম অবস্থার অন্ধ অনুসরণে হাত ছেড়ে সলাত আদায় করেন। এটা তাদের মনগড়া ফাতাওয়াহ ও ভিত্তিহীন 'আমাল। কেননা হাত ছেড়ে সলাত আদায়ের কোন সহীহ হাদীসই পাওয়া যায় না। দুটি মাওকূফ বর্ণায় রয়েছে ঃ হাসান, মুগীরাহ ও যুবাইর নাকি হাত ছেড়ে সলাত আদায় করতেন- (মুসান্নাফ ইবনু আবূ শায়বাহ ১/৩৯১)। কিন্তু বর্ণনা দুটি অত্যন্ত দুর্বল এবং সহীহ মারফূ হাদীসের বিপরীত হওয়ায় পরিত্যাজ্য ও দলীলের অযোগ্য। জ্ঞাতব্য যে, রাফিযীরা হাত ছেড়ে সলাত আদায় করে-(ফাতহুল ক্বাদীর ১/১১৭)।

[৭৫৫] আহমাদ (১/১১০)। হাদীসের সানাদে 'আবদুর রহমান ইবনু ইসহাক্ব আল ওয়াসিত্বী দুর্বল। ইবনু সা'দ, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও অন্যান্যরাও তাকে দুর্বল বলেছেন। ইমাম বুখারী 'আয-যুআফা' (২১) গ্রন্থে বলেন, আহমাদ বলেছেন, হাদীসটি মুনকার। সানাদে যিয়াদ ইবনু যায়িদ অজ্ঞাত। আর এ হাদীসটি 'আবদুল্লাহর অতিরিক্ত সংযোজন।

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এ সানাদটি দুর্বল। এর ত্রুটি হচ্ছে সানাদের 'আবদুর রহমান ইবনু ইসহাক্ব আল-ওয়াসিত্বী দুর্বল বর্ণনাকারী। সামনে এর আলোচনা আসছে। এছাড়াও সানাদে ইযতিরাব (উলটপালট) ঘটেছে। তিনি অনুরূপ হাদীস বর্ণনায় একবার বলেছেন ঃ যিয়াদ হতে, তিনি আবূ জুহাইফাহ হতে 'আলী সূত্রে। আরেকবার বলেছেন ঃ নু'মান ইবনু সাঈদ হতে 'আলী সূত্রে। যা বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী এবং বায়হাক্বী। আবার অন্যত্র বলেছেন ঃ সাইয়ার আবূল হাকাম হতে, তিনি আবূ ওয়ায়িল হতে, তিনি বলেন, "আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বলেছেন"। এটি বর্ণনা করেছেন আবূ দাাউদ (৭৫৮), দারাকুতনী। ইমাম আবূ দাউদ বলেন, আমি আহমাদ ইবনু হাম্বালকে বলতে শুনেছি, 'আবদুর রহমান ইবনু ইসহাক্ব দুর্বল ।

শায়খ আলবানী বলেন, এ কারণেই ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল এ হাদীসটি দ্বারা দলীল গ্রহণ করেননি। তাইতো তাঁর পুত্র 'আবদুল্লাহ বলেন ঃ "আমি আমার পিতাকে সলাত আদায়কালে এক হাতকে অপর হাতের উপর নাভির উপরে বাঁধতে দেখেছি।"

ইমাম নাববী (রহঃ) বলেন, (নাভির নীচে হাত বাঁধার) এ হাদীসটি দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সকল হাদীস বিশারদ ইমামগণ একমত পোষণ করেছেন। কেননা এ হাদীসটি 'আবদুর রহমান ইবনু ইসহাক্ব এর বর্ণনা। (আয়িম্মায়ে জারাহ্ ওয়াত্ তা'দীল) হাদীস শাস্ত্রের দোষ গুণ যাচাইকারী ইমামগণের ঐক্যমতে সে দুর্বল বর্ণনাকারী। (দেখুন, আল-মাজমু' ৩/৩১৩, শারাহ সহীহ মুসলিম এবং অন্যান্য)

ইমাম যায়লায়ী' হানাফী (রহঃ) বলেন, "ইমাম বায়হাক্বী 'আল-মা'রিফাহ' গ্রন্থে বলেছেন, এর সানাদ দলীলযোগ্য নয়। সানাদে 'আবদুর রহমান ইবনু ইসহাক্ব আল ওয়াসিত্বী একক হয়ে গেছেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় পরিত্যাজ্য (মাতরুক)।"

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে (২/১৮৬) বলেন, হাদীসটি দুর্বল।

সানাদের 'আবদুর রহমান ইবনু ইসহাক্ব সম্পর্কে ইবনু হাম্বাল ও আবূ হাতিম বলেন, তিনি হাদীসে অস্বীকৃত (মুনকারুল হাদীস)। ইবনু মাঈন বলেন, তিনি কিছুই না। ইমাম বুখারী বলেন, তার ব্যাপারে আপত্তি আছে।

(তা'লীকু মুগনী 'আলা সুনানে দারাকুতনী, নায়লুল আওত্বার)

শায়খ আলবানী বলেন, হাদীসটি দুর্বল হওয়ার পাশাপাশি 'আলী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত অপর বর্ণনার বিপরীতও বটে। যে বর্ণনার সানাদ এর চেয়ে ভাল। তা হচ্ছে, ইবনু জারীর এর হাদীস। তিনি তার পিতার সূত্রে বলেন ঃ (رأيت علياً رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السـرة) "আমি 'আলী (রাঃ)-কে দেখেছি, তিনি তাঁর বাম হাতকে ডান হাত দ্বারা কব্জির উপর নাভির উপরে আঁকড়ে ধরতেন।"

ইমাম বায়হাক্বী (২/১৩০) হাদীসটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন। ইমাম বুখারী একে তা'লীক্বভাবে বর্ণনা করেছেন (১/৩০১)। মূলতঃ নাবী ﷺ-এর সূত্রে হাত বাঁধার স্থান সম্পর্কে বিশুদ্ধভাবে যা বর্ণিত হয়েছে তা হচ্ছে বুকের উপর হাত বাঁধা। এ সম্পর্কে বহু হাদীস রয়েছে। (দেখুন, ইরওয়াউল গালীল, ৩৫৩ নং)

মাসআলাহ ঃ সলাতে হাত বাঁধার সঠিক স্থান

সলাতে কোথায় হাত বাঁধতে হবে এ সম্পর্কে 'আলিমদের মাঝে তিনটি মত প্রচলিত আছে। ১। নাভির নীচে ২। নাভির উপরে বুকের নীচে ৩। বুকের উপরে।

প্রথম মত ঃ নাভির নীচে হাত বাঁধা সম্পর্কে ৪টি হাদীস রয়েছে।

১. আবূ জুহাইফাহ হতে 'আলীর বর্ণনা, যা বর্ণিত আছে আবূ দাউদ ও আহমাদে।

২. আবূ হুরাইরাহর রিওয়ায়াত, যা বর্ণিত আছে আবূ দাউদে।

৩. ইবনু আবূ শায়বাহর রিওয়ায়াত তদীয় মুসান্নাফে।

৪. ইবনু হাযমের রিওয়ায়াত মুহাল্লাতে।

১নং ও ২নং হাদীসের সানাদে 'আবদুর রহমান ইবনু ইসহাক্ব ওয়াসিত্বী নামক একজন বর্ণনাকারী আছেন যাকে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল, ইমাম বুখারী, ইমাম বায়হাক্বী, ইমাম আবূ হাতিম, ইমাম ইবনু মাঈন এবং ইমাম নাবাবী প্রমূখ সবাই যঈফ বলেছেন। (নাসবুর রায়াহ ১/৩১৪)

* হানাফী মাযহাবের মহাবিদ্বান আল্লামা আইনী (রহঃ) বলেন ঃ নাভির নীচে হাত বাঁধার হাদীসটির সানাদ রসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত বিশুদ্ধ নয়। এটা 'আলী রাঃ)-এর উক্তি এবং 'আলী (রাঃ) থেকে ঐ বর্ণনার মধ্যে গোলমাল আছে। কারণ ওর সানাদে 'আবদুর রহমান ইবনু ইসহাক্ব কূফী রয়েছে, যার সম্পর্কে ইমাম আহমাদ **বলেন,** লোকটি একেবারে বাজে এবং মুনকারুল হাদীস। (দেখুন, 'উমদাহুল ক্বারী শারাহ সহীহুল বুখারী ৫/২৭৯)

* হিদায়ার ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ ইমাম নাববী বলেছেন, আবূ **দাউদ ও** মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল হবার ব্যাপারে সবাই একমত। (দেখুন, ফাতহুল ক্বাদীর **১/১১৭,** কাবীরী, পৃষ্ঠা ২৯৪)

* আল্লামা 'আবদুল হাই লাখনৌভী হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ নাভির নীচে হাত বাঁধার হাদীসটি দোষে পরিপূর্ণ। যা যঈফ হওয়ার কারণে ওয়ায়িল ইবনু হুজর (রাঃ) বর্ণিত (বুকে হাত বাঁধার) হাদীসের মোকাবেলায় প্রত্যাখ্যানযোগ্য। (দেখুন, হিদায়া ১/৮৬, টিকা নং ২৩)

৩নং হাদীস সম্পর্কে আল্লামা মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধী হানাফী স্বীয় 'ফাতহুল গাফূর' পুস্তিকায় লিখেছেন যে, "তাহতাস সুররাহ্" (নাভির নীচে) শব্দটি ইবনু আবূ শায়বাহ্র আসল কিতাবে নেই। আল্লামা নায়মুবী হানাফী বলেন, যদিও কোন কোন নুসখাতে এই অংশটুকু পরিলক্ষিত হয়েছে তথাপি তা অসংরক্ষিত এবং সিকাহ রাবীদের বিপরীত বর্ণনা। (ই'লাউস্ সুনান)

আর ৪নং রিওয়ায়াতটির সানাদ অজ্ঞাত (মাজহুল)।

এছাড়াও এ বিষয়ে দু' জন তাবেয়ীর দুটি বর্ণনা পেশ করা হয়।

দ্বিতীয় মত ঃ নাভির উপরে বুকের নীচে হাত বাঁধা সম্পর্কে 'আলী (রাঃ)-এর একটি মওকুফ বর্ণনা রয়েছে। তবে সেটির সানাদ তেমন মজবুত নয়। ইতিপূর্বে হাদীসটি উল্লেখ হয়েছে।

তৃতীয় মত ঃ বুকের উপর হাত বাঁধা। এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহ হচ্ছে :

১। বিখ্যাত তাবেয়ী' ত্বাউস (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আদায়কালে স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করে তা নিজের বুকের উপর বাঁধতেন। (সুনান আবূ দাউদ, আলবানী বলেন, এটি মুরসাল হলেও সমস্ত 'আলিমগণের নিকট এটি দলীলযোগ্য। কেননা মুরসালভাবে এটি বিশুদ্ধ সানাদে বর্ণিত। তাছাড়া এটি মাওসূল তথা সংযুক্তভাবেও একাধিক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং সকলের নিকটই এটি দলীলযোগ্য)

২। হুলব (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে সলাত (শেষে) ডান ও বাম দিকে ফিরতে এবং সলাতে বুকের উপর হাত বাঁধতে দেখেছি। (মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২১৮৬৪, আহমাদ শাকির বলেন, এর সানাদ সহীহ। আল্লামা আবুল হায়াত সিন্ধী হানাফী বলেন, আমি তাহক্বীক্ব কিতাবে "তিনি তাঁর বুকের উপর হাত রাখলেন" কথাটি দেখেছি, আর আমরা বলছি যে, ইবনু 'আবদুল বার আল ইসতিআব গ্রন্থে উক্ত হাদীস হুলব সহাবী হতে তাঁর পুত্র কাবীসাহ বর্ণনা করেছেন এ কথা উল্লেখ করে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আল্লামা শামসুল হাক্ব আযীমাবাদী (রহঃ) বলেন, আহমাদ ইবনু হাম্বালের সানাদ বলিষ্ঠ, তাতে দোষণীয় কোন কারণ নেই।)

নিচের দুটি সহীহ হাদীসকে বুকে হাত বাঁধার সমর্থনে পেশ করা হয় :

৩। সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে লোকদের নির্দেশ দেয়া হতো যে, প্রত্যেকেই সলাতে ডান হাত বাম হাতের যিরার উপর রাখবে। আবূ হাযিম বলেন, সাহল এ হাদীসটি নাবী ﷺ থেকে বর্ণনা করতেন বলেই আমরা জানি। (সহীহুল বুখারী, হাদীসের আরবী ইবারতে ذراع (যিরা) শব্দের অর্থ 'কনুই হতে আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত')

৪। ওয়ায়িল ইবনু হুজর (রাঃ) বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ ডান হাতকে বাম হাতের পিঠ, কব্জি এবং বাহুর উপর রাখতেন। (সুনান আবূ দাউদ হা/৭২৭)

বুকে হাত বাঁধা সম্পর্কে আরো কিছু হাদীস :

৫। ওয়ায়িল ইবনু হুজর (রাঃ) বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-এর সাথে সলাত আদায় করেছি। তিনি ﷺ তাঁর ডান হাতকে বাম হাতের উপরে রেখে বুকের উপরে হাত বাঁধতেন। (ইবনু খুযাইমাহ, মুসনাদে আহমাদ। এর সানাদে মুয়াম্মাল বিন ইসমাঈল রয়েছে। ~~ইমাম বুখারী তাকে মুনকারুল হাদীস বলেছেন~~। শায়খ আলবানী বলেন, এর সানাদ দুর্বল। কেননা সানাদের মুয়াম্মাল বিন ইসমাঈলের স্মরণশক্তি মন্দ। কিন্তু হাদীসটি সহীহ। ভিন্ন সানাদে অনুরূপ অর্থের হাদীস রয়েছে। বিশেষ করে 'বুকের উপর হাত রেখেছেন'- এ অংশের সমর্থনে হাদীসাবলী রয়েছে। দেখুন, তাহক্বীক্ব ইবনু খুযাইমাহ, হা/৪৭৯)

৬ ও ৭। আলী ও ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত দুটি দুর্বল বর্ণনা। (ইবনু আবূ হাতিম, বায়হাক্বী ২/৩১)

উল্লেখ্য, আল্লামা মাযহার জানে জানা মুজাদ্দিদে হানাফী বুকে হাত বাঁধার হাদীসটিকে প্রাধান্য দিতেন এবং তিনি নিজেও বুকে হাত বাঁধতেন। (দেখুন, আইনুল হিদায়া ১/১১৬)

* (বড় পীর) শায়খ 'আবদুল ক্বাদির জিলানী (রহঃ) সলাতের সুন্নাত সমূহের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ "ডান হাতকে বাম হাতের উপর নাভির উপরে রাখা সুন্নাত।" (দেখুন, ফাতহুল গফূর, পৃষ্ঠা ৩০)

* দ্বিতীয় আবূ হানিফা নামে খ্যাত আল্লামা ইবনু নুজাইম ও ইবনু আমীর হাজ্জ হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ মাযহাবের নির্দেশনার ব্যাপারে বলা যেতে পারে- "নিশ্চিত কথা এই যে, ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। কিন্তু এমন কোন (সহীহ) হাদীস নেই যাতে শরীরের কোন স্থানে হাত বাঁধতে হবে তা নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তবে ওয়ায়িল ইবনু হুজরের একটি হাদীস আছে, তাতে বুকে হাত বাঁধার কথা উল্লেখ রয়েছে।" (দেখুন, বাহরুর রাইক্ব ১/৩০৩)

* সৌদি আরবের বিশ্ব বিখ্যাত 'আলিম শায়খ সালিহ আল-উসাইমিন (রহঃ) বলেন ঃ বিশুদ্ধতম মত হচ্ছে, হাত দু'টি বুকের উপর রাখবে। আর বুকের বাম পার্শ্বে অন্তরের উপর হাত বাঁধা একটি ভিত্তিহীন 'আমাল। নাভির নীচে হাত বাঁধার ব্যাপারে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল পক্ষান্তরে বুকে হাত বাঁধা সম্পর্কে ওয়ায়িল ইবনু হুজর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসটি অধিক শক্তিশালী। (দেখুন, ফাতাওয়াহ আরকানুল ইসলাম)

* স'উদী আরবের প্রাক্তন গ্রান্ড মুফতী শায়খ 'আবদুল 'আযীয বিন বায (রহঃ) বলেন ঃ সহীহ সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, অতি উত্তম হচ্ছে মুসল্লী কিয়াম অবস্থায় ডান হাতের কব্জি বাম হাতের কব্জির উপর বুকের উপরে রাখবেন। যা ওয়ায়িল ইবনু হুজর, ক্বাবীসাহ ইবনু হুলব ও সাহল ইবনু সা'দ (রাঃ) এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এছাড়া নাভির নীচে হাত রাখা সম্পর্কে 'আলী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল। আর ক্বিয়াম অবস্থায় উভয় হাত ছেড়ে দেয়া বা দাড়ির নিচে হাত রাখা সুন্নাত বিরোধী কাজ। (দেখুন, ফাতাওয়াহ শায়খ বিন বায)

* আল্লামা হায়াত সিন্ধী হানাফী (রহঃ) "ফাতহুল গফূর ফী তাহক্বীক্বে ওয়াজয়িল ইয়াদাইনে 'আলাস সদূর" নামক একখানা আরবী রিসালা লিখেছেন এবং তিনি তাতে প্রমাণ করেছেন যে, সলাতে বুকের উপরই হাত বাঁধতে হবে। আল্লামা হায়াত সিন্ধী হানাফী (রহঃ) উক্ত রিসালার উপসংহারে লিখেছেন ঃ "জেনে রাখুন, 'নাভির নীচে হাত রাখা'-এ কথা প্রমাণের দিক দিয়ে না 'ক্বাত্য়ী' (অকাট্য), আর না 'যন্নী' (বলিষ্ঠ ধারণামূলক)। বরং তা প্রমাণের দিক দিয়ে কল্পনা প্রসূত (মাওহুম)। আর যা কল্পনা প্রসূত তা দিয়ে শারী'আতের হুকুম প্রমাণিত হয় না।...কাজেই শুধু শুধু কল্পনার উপর নির্ভর করে নাভির নীচে হাত রাখার নিয়মকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে সম্পর্কিত করা জায়িয নয়। আর উপরিউক্ত আলোচনায় তো বুকের উপর হাত বাঁধার কথাই মজবুত দলীল দ্বারা

٧٥٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، - يَعْنِي ابْنَ أَعْيَنَ - عَنْ أَبِي بَدْرٍ، عَنْ أَبِي طَالُوتَ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا - رضى الله عنه - يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ .

- ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَوْقَ السُّرَّةِ . وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ تَحْتَ السُّرَّةِ . وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ .

৭৫৭। ইবনু জুরাইজ হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘আলী ﷺ-কে সলাত আদায়কালে নাভির উপরে ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরে রাখতে দেখেছি।[৭৫৬]

দুর্বল।

সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং ঈমানদারদের জন্য এ সুন্নাত অস্বীকার করা সমীচীন নয়। কোন মুসলমান রসূলুল্লাহ ﷺ কতৃর্ক প্রমাণিত এমন বিষয় কিভাবে অস্বীকার করবে? কারণ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ‘আমি যা নিয়ে আগমন করেছি, যতক্ষন পর্যন্ত তোমাদের কেউ তার প্রবৃত্তিকে তার অনুগামী না করবে ততক্ষন পর্যন্ত সে ঈমানদার হতে পারবে না।’ সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, এ সুন্নাত মোতাবেক ‘আমাল করা এবং কখনো কখনো এ দু‘আ করা- হে আল্লাহ! মতভেদপূর্ণ বিষয়ে আমাদেরকে সত্য পথের সন্ধান দিন, কারণ আপনি যাকে ইচ্ছা সিরাতে মুস্তাক্বীমের পথ দেখিয়ে থাকেন।” (দেখুন, ফাতহুল গফূর ও ইবকারুল মিনান)

উল্লেখ্য হাত বাঁধায় নারী-পুরুষের কোন পার্থক্য নেই। সমাজে প্রচলিত- পুরুষরা নাভির নীচে আর মহিলারা বুকে হাত বাঁধবে- এ ধরনের কথা আল্লাহর রসূল ﷺ কিংবা সহাবীদের কোন হাদীসেই পাওয়া যায় না- (মির‘আত ১/৫৫৮)। সেজন্যই হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ‘আলিম আল্লামা ‘আবদুল হাই লাখনৌভী হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ “(পুরুষদের বিপরীতে) মহিলাদের বুকে হাত বাঁধা সম্পর্কে কোন হাদীসই আমার চোখে পড়েনি।”- (দেখুন, ফাতাওয়াহ ‘আবদুল হাই, পৃষ্ঠা ২০২)। এ কারণেই ফিক্বহের মাসআলাহ সমূহের প্রমাণে হাদীস পেশকারী হানাফী মনীষী আল্লামা ইব্‌রাহীম হালাবী ও আল্লামা মোল্লা ‘আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) তাঁদের গ্রন্থ গুনয়্যাতুল মুস্তামলী ও শারহু নিকায়্যাহতে কোন হাদীসই পেশ করতে পারেননি- (আইনি তুহফাহ সলাতে মুস্তফা)।

[৭৫৬] সানাদের ইবনু জারীর যাব্বীর নাম হচ্ছে গাযওয়ান। তিনি এবং তার পিতা জারীর যাব্বী দু’জনেই অজ্ঞাত।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, সাঈদ ইবনু জুবাইর সূত্রে 'নাভির উপরে' কথাটি বর্ণিত আছে। আর আবূ মিজলায বলেছেন, 'নাভির নীচে'। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। কিন্তু সেটি শক্তিশালী নয়।

٧٥٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَخْذُ الأَكُفِّ عَلَى الأَكُفِّ فِي الصَّلاَةِ تَحْتَ السُّرَّةِ .

- ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ الْكُوفِيَّ .

৭৫৮। আবূ ওয়ায়িল সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ বলেছেন ঃ আমি সলাতের সময় (বাম) হাতের উপর (ডান) হাতকে নাভির নীচে রাখি।[৭৫৭]

দুর্বল।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আমি শুনেছি, ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) সানাদের 'আবদুর রহমান ইবনু ইসহাক আল-কূফীকে দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

٧٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ، - يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ - عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ .

- صحيح .

৭৫৯। তাউস (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আদায়কালে স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করে তা নিজের বুকের উপর বাঁধতেন।[৭৫৮]

সহীহ।

١٢١ - باب مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلاَةُ مِنَ الدُّعَاءِ

অনুচ্ছেদ- ১২১ ঃ যে দু'আ পড়ে সলাত আরম্ভ করতে হয়

٧٦٠ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَمِّهِ الْمَاجِشُونِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي

[৭৫৭] সানাদের 'আবদুর রহমান ইবনু ইসহাক্ব কূফীকে ইমাম আহমাদ ও ইবনু হাজার দুর্বল বলেছেন।

[৭৫৮] আলবানী একে ইরওয়াউল গালীল (২/৭১) বর্ণনা করে বলেন, এর সানাদ সহীহ। অতঃপর বলেন, এটি যদিও মুরসাল বর্ণনা কিন্তু এটির সানাদ সহীহ। তাছাড়া ভিন্ন সানাদসমূহ দ্বারা মাওসূলভাবে এটি বর্ণিত হয়েছে।

٧٥٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، – يَعْنِي ابْنَ أَعْيَنَ – عَنْ أَبِي بَدْرٍ، عَنْ أَبِي طَالُوتَ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ الضَّبِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا – رضى الله عنه – يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ .

– ضعيف .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَوْقَ السُّرَّةِ . وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ تَحْتَ السُّرَّةِ . وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ .

৭৫৭। ইবনু জুরাইজ হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আলী ﷺ-কে সলাত আদায়কালে নাভির উপরে ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরে রাখতে দেখেছি।[৭৫৬]

দুর্বল।

সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং ঈমানদারদের জন্য এ সুন্নাত অস্বীকার করা সমীচীন নয়। কোন মুসলমান রসূলুল্লাহ ﷺ কতৃর্ক প্রমাণিত এমন বিষয় কিভাবে অস্বীকার করবে? কারণ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমি যা নিয়ে আগমন করেছি, যতক্ষন পর্যন্ত তোমাদের কেউ তার প্রবৃত্তিকে তার অনুগামী না করবে ততক্ষন পর্যন্ত সে ঈমানদার হতে পারবে না।' সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, এ সুন্নাত মোতাবেক 'আমাল করা এবং কখনো কখনো এ দু'আ করা- হে আল্লাহ! মতভেদপূর্ণ বিষয়ে আমাদেরকে সত্য পথের সন্ধান দিন, কারণ আপনি যাকে ইচ্ছা সিরাতে মুস্তাক্বীমের পথ দেখিয়ে থাকেন।" (দেখুন, ফাতহুল গফূর ও ইবকারুল মিনান)

উল্লেখ্য হাত বাঁধায় নারী-পুরুষের কোন পার্থক্য নেই। সমাজে প্রচলিত- পুরুষরা নাভির নীচে আর মহিলারা বুকে হাত বাঁধবে- এ ধরনের কথা আল্লাহর রসূল ﷺ কিংবা সহাবীদের কোন হাদীসেই পাওয়া যায় না- (মির'আত ১/৫৫৮)। সেজন্যই হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত 'আলিম আল্লামা 'আবদুল হাই লাখনৌভী হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ "(পুরুষদের বিপরীতে) মহিলাদের বুকে হাত বাঁধা সম্পর্কে কোন হাদীসই আমার চোখে পড়েনি।"- (দেখুন, ফাতাওয়াহ 'আবদুল হাই, পৃষ্ঠা ২০২)। এ কারণেই ফিক্বহের মাসআলাহ সমূহের প্রমাণে হাদীস পেশকারী হানাফী মনীষী আল্লামা ইব্রাহীম হালাবী ও আল্লামা মোল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) তাঁদের গ্রন্থ গুনয়্যাতুল মুস্তামলী ও শারহু নিকায়্যাহতে কোন হাদীসই পেশ করতে পারেননি- (আইনি তুহফাহ সলাতে মুস্তফা)।

[৭৫৬] সানাদের ইবনু জারীর যাব্বীর নাম হচ্ছে গাযওয়ান। তিনি এবং তার পিতা জারীর যাব্বী দু'জনেই অজ্ঞাত।

طَالِب، – رضى الله عنه – قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ " وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ لِي إِلاَّ أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لاَ يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ " . وَإِذَا رَكَعَ قَالَ " اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعِظَامِي وَعَصَبِي " . وَإِذَا رَفَعَ قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَىْءٍ بَعْدُ " . وَإِذَا سَجَدَ قَالَ " اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ " . وَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ " .

– صحيح : م .

৭৬০ । ‘আলী ইবনু আবূ ত্বালিব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতে দাঁড়িয়ে তাকবীর বলার পর নিম্নোক্ত দু‘আ পাঠ করতেন ঃ “ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাত্বারাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সলাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহয়ায়া ওয়া মামাতী লিলাহী রব্বিল ‘আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা আওয়ালুল মুসলিমীন। আল্লহুম্মা আনতাল মালিকু লা ইলাহা লী ইল্লা আনতা, আনতা রব্বি ওয়া আনা ‘আবদুকা। যালামতু নাফসী ওয়া‘তারাফতু বিযামবী ফাগফিরলী যুনূবী জামীআন। লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা ওয়াহদিনী লি-আহসানিল আখলাক্ব। লা ইয়াহদিনী লি-আহসানিহা ইল্লা আনতা ওয়াসরিফ ‘আন্নী সাইয়্যিআহা, লা ইয়াসরিফু সাইয়্যিআহা ইল্লা আনতা। লাব্বাইকা ওয়া সা‘দাইকা ওয়াল- খায়রু কুলুহূ ফী ইয়াদাইকা, ওয়াশ শাররু লাইসা ইলাইকা আনাবিকা ওয়া ইলাইকা তাবারাকতা ওয়া তা‘আলাইতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।” অতঃপর রুকু‘কালে তিনি এ দু‘আ পাঠ করতেন ঃ “আল্লাহুম্মা লাকা রাকা‘তু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু, খাসাআ লাকা সামঈ ওয়া বাসারী ওয়া মুখয়ী ওয়া ‘ইযামী ওয়া ‘আসাবী।” তারপর রুকু‘ হতে মাথা উঠিয়ে তিনি এ দু‘আ পাঠ করতেন ঃ

"সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্, রব্বানা লাকাল হাম্‌দ মিলউস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ওয়া মিলউ মা বায়নাহুম ওয়া মিলউ মাশি'তা মিন শায়ইন বা'দু।" তারপর সাজদাহ্‌র সময় এ দু'আ পাঠ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদতু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া লাকা আসলামতু। সাজাদা ওয়াজহিয়া লিল্লাযী খালাকাহু ওয়া সাওয়ারাহু ফাআহ্‌সানা সূরাতাহু ওয়া শাক্কা সাম'আহু ওয়া বাসারাহু ওয়া তাবারাকাল্লাহু আহ্‌সানুল খালিক্বীন।" তারপর সলাত শেষে সালাম ফিরিয়ে তিনি এ দু'আ পাঠ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মাগফিরলী মা ক্বাদ্দামতু ওয়ামা আখ্‌খারতু, ওয়ামা আসরারতু ওয়ামা আলানতু ওয়ামা আসরাফতু ওয়ামা আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী। আনতাল মুক্বাদ্দিমু ওয়াল মুআখখিরু লা-ইলাহা ইল্লা আনতা।[৭৫৯]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٧٦١ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَىْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ وَدَعَا نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الدُّعَاءِ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ الشَّىْءَ وَلَمْ يَذْكُرْ " وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ " . وَزَادَ فِيهِ وَيَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاَةِ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ " .

– حسن صحيح .

৭৬১। 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ফারয সলাতে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলে দু' হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। তিনি ক্বিরাআত পাঠ শেষে রুকু'তে গমনকালে এবং রুকু' হতে উঠার সময়ও অনুরূপ করতেন। তবে তিনি বসা অবস্থায় হাত উত্তোলন করতেন না। তিনি দু' সাজদাহ্ শেষে (অর্থাৎ দু' রাক'আত আদায় শেষে) উঠার সময়ও অনুরূপভাবে হাত উঠাতেন এবং তাকবীর বলে 'আবদুল-'আযীয বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসে উল্লিখিত দু'আ পাঠ করতেন। তবে এ বর্ণনায় দু'আ কিছুটা কম-বেশি রয়েছে এবং "ওয়াল খায়রু কুল্লুহূ ফী ইয়াদাইকা ওয়াশ-শাররু লাইসা ইলাইকা"– বাক্যটির উল্লেখ নেই। বর্ণনাকারী এতে আরো উল্লেখ করেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত শেষে বললেন ঃ "আল্লাহুম্মাগফিরলী মা

[৭৫৯] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ রাতের সলাতে দু'আ), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ দা'ওয়াত, হাঃ ৩৪২১)।

ক্বাদ্দামতু ওয়া আখখারতু ওয়া আসরারতু ওয়া'আলানতু আনতা ইলাহী লা ইলাহা ইল্লা আনতা।"[৭৬০]

হাসান সহীহ।

٧٦٢ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَابْنُ أَبِي فَرْوَةَ وَغَيْرُهُمَا مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَإِذَا قُلْتَ أَنْتَ ذَاكَ فَقُلْ " وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ " . يَعْنِي قَوْلَهُ " وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ " .

-صحيح مقطوع .

৭৬২। শু'আইব ইবনু আবূ হামযাহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির, ইবনু আবূ ফারওয়াহ এবং মাদীনাহ্‌র অন্যান্য ফাক্বীহ্‌গণ আমাকে বলেছেন, উপরোক্ত দু'আ পাঠকালে তুমি "ওয়া আনা আওয়ালুল মুসলিমীন" এর স্থলে "ওয়া আনা মিনাল–মুসলিমীন" বাক্যটি বলবে।[৭৬১]

সহীহ মাক্বতূ।

٧٦٣ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَثَابِتٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ إِلَى الصَّلاَةِ وَقَدْ حَفَزَهُ النَّفَسُ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَتَهُ قَالَ " أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلِمَاتِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا " . فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقُلْتُهَا . فَقَالَ " لَقَدْ رَأَيْتُ اثْنَىْ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَرْفَعُهَا " . وَزَادَ حُمَيْدٌ فِيهِ " وَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ فَلْيَمْشِ نَحْوَ مَا كَانَ يَمْشِي فَلْيُصَلِّ مَا أَدْرَكَهُ وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَهُ " .

– صحيح : م دون الزيادة .

৭৬৩। আনাস ইবনু মালিক ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি দ্রুত গতিতে ক্লান্ত অবস্থায় মাসজিদে (সলাতে) উপস্থিত হয়ে বলল, "আল্লাহু আকবার আলহামদু লিল্লাহি হামদান কাসীরান ত্বাইয়্যিবান মুবারাকান ফীহ।" অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত শেষে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের মধ্যকার কে এ দু'আটি পড়েছে? সে তো মন্দ কিছু বলেনি। তখন লোকটি বলল, আমি হে আল্লাহর রসূল! আমি ক্লান্ত অবস্থায় মাসজিদে এসে এ দু'আটি পড়েছি। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আমি দেখতে পেলাম, বারজন মালায়িকাহ্ (ফিরিশতা) এজন্য প্রতিযোগিতায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, কে সর্বাগ্রে দু'আটি আল্লাহর দরবারে নিয়ে যাবেন। বর্ণনাকারী

---

[৭৬০] এটি (৭৪৪নং)- এ গত হয়েছে।

[৭৬১] আবূ দাউদ (৬৯১)।

হুমায়িদের বর্ণনায় আরো রয়েছে, তোমাদের কেউ (মাসজিদে) এলে যেন স্বাভাবিক গতিতে আসে। অতঃপর ইমামের সাথে যেটুকু সলাত পাবে আদায় করবে এবং সলাতের ছুটে যাওয়া অংশ (ইমামের সালাম ফিরানোর পর) একাকী আদায় করে নিবে।[৭৬২]

সহীহ ঃ মুসলিমে অতিরিক্ত অংশ বাদে।

٧٦٤ – حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْعَنَزِيِّ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي صَلاَةً قَالَ عَمْرٌو لاَ أَدْرِي أَىَّ صَلاَةٍ هِيَ فَقَالَ " اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً " . ثَلاَثًا " أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ " . قَالَ نَفْثُهُ الشِّعْرُ وَنَفْخُهُ الْكِبْرُ وَهَمْزُهُ الْمُوتَةُ .

– **ضعيف** : المشكاة ٨١٧ ، الإرواء ٣٤٢ .

৭৬৪। ইবনু জুবায়ির ইবনু মুত্ব'ঈম হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোন এক সলাত আদায় করতে দেখেছেন। বর্ণনাকারী 'আমর বলেন, সেটা কোন সলাত ছিল (ফার্‌য না নাফ্‌ল) তা আমার জানা নেই। তিনি ﷺ (সলাত আদায়কালে) বলেছেন, "আল্লাহু আকবার কাবীরান, আল্লাহু আকবার কাবীরান, আল্লাহু আকবার কাবীরান, আলহামদু লিল্লাহি কাসীরান, আলহামদু লিল্লাহি কাসীরান, আলহামদু লিল্লাহি কাসীরান, ওয়া সুবহানাল্লাহি বুকরাতাও ওয়া আসীলা", (তিনবার) "আ'উযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রাজীমি মিন নাফখিহি ওয়া নাফসিহি ওয়া হামযিহি।" বর্ণনাকারী ('আমর ইবনু মুররাহ) বলেন, নাফখিহি হচ্ছে শাইত্বানের কবিতা, নাফসিহি হচ্ছে শাইত্বানের অহঙ্কার এবং হামযিহি হচ্ছে শাইত্বানের কুমন্ত্রণা।[৭৬৩]

দুর্বল ঃ মিশকাত ৮১৭, ইরওয়া ৩৪২।

٧٦٥ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي التَّطَوُّعِ ذَكَرَ نَحْوَهُ .

– **ضعيف** .

---

[৭৬২] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ তাকবীরে তাহরীমা ও ক্বিরাআতের মাঝে পাঠ করার দু'আ), নাসায়ী (৯০০) হুমাইদের অতিরিক্ত অংশ বাদে একাধিক সানাদে।

[৭৬৩] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সলাতে আশ্রয় প্রার্থনা করা, হাঃ ৮০৭), তায়ালিসি (৯৪৭), ইবনু জারূদ (৯৬), আহমাদ (৪/৮৫), ত্বাবারানী 'কাবীর' এবং ইবনু হাযম 'মুহাল্লা' (৩/২৪৮)। সানাদের 'আসিম ইবনু 'আনাযীকে কেউ সিক্বাহ বলেননি। কেবল ইবনু হিব্বান তাকে 'সিক্বাত' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেখানে তার নাম নিয়ে মতভেদ আছে। সম্ভবতঃ এ কারণে ইমাম বুখারী বলেছেন ঃ সহীহ নয়। তবে হাদীসটির এ সানাদ যদিও দুর্বল কিন্তু এর শাওয়াহিদ বর্ণনাবলীর কারণে হাদীসটি সহীহ। (বিস্তারিত দেখুন, ইরওয়াউল গালীল, ৩৪২ নং)

৭৬৫। নাফি‘ ইবনু জুবায়ির (রহঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে নাফ্ল সলাত আদায়কালে বলতে শুনেছি ..... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।[৭৬৪]

দুর্বল।

٧٦٦ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَخْبَرَنِي أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ الْحَرَازِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِأَىِّ شَىْءٍ كَانَ يَفْتَتِحُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قِيَامَ اللَّيْلِ فَقَالَتْ لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَىْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ قَبْلَكَ كَانَ إِذَا قَامَ كَبَّرَ عَشْرًا وَحَمِدَ اللَّهَ عَشْرًا وَسَبَّحَ عَشْرًا وَهَلَّلَ عَشْرًا وَاسْتَغْفَرَ عَشْرًا وَقَالَ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي " . وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

– حسن صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ عَنْ رَبِيعَةَ الْجُرَشِيِّ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ .

৭৬৬। ‘আসিম ইবনু হুমায়িদ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ রাতের সলাত কিসের দ্বারা আরম্ভ করতেন সে সম্পর্কে আমি ‘আয়িশাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তুমি আমাকে এমন একটি প্রশ্ন করেছ যা ইতোপূর্বে কেউ করেনি। অতঃপর তিনি বলেন, তিনি সলাতে দাঁড়িয়ে প্রথমে দশবার আল্লাহু আকবার, দশবার আলহামদুলিল্লাহ, দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং দশবার আস্তাগফিরুল্লাহ বলতেন। তারপর এ দু‘আ পড়তেন ঃ “আল্লাহুম্মাগফির লী ওয়াহদিনী ওয়ারযুকনী, ওয়া ‘আফিনী।”এছাড়া তিনি ক্বিয়ামাতের দিনের সংকীর্ণ স্থান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।[৭৬৫]

হাসান সহীহ।

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, বর্ণনাকারী খালিদ ইবনু মা‘দান রবী‘আহ হতে ‘আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٧٦٧ – حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِأَىِّ شَىْءٍ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يَفْتَتِحُ صَلاَتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَتْ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَفْتَتِحُ صَلاَتَهُ " اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا

---

[৭৬৪] পূর্বের হাদীসে গত হয়েছে।

[৭৬৫] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ কিয়ামুল লাইল, হাঃ ১৬১৬), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ তাহাজ্জুদ সলাতে দু'আ পাঠ করা প্রসঙ্গে , হাঃ ১৩৫৬), উভয়ে যায়িদ ইবনুল হুবাব সূত্রে। এর সানাদ সহীহ।

كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ أَنْتَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ " .

– حسن : م .

৭৬৭। 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'আয়িশাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, রসূলুল্লাহ ﷺ রাতের সলাত কিসের দ্বারা আরম্ভ করতেন? তিনি বললেন, তিনি রাতে দন্ডায়মান হয়ে এ দু'আ দ্বারা সলাত আরম্ভ করতেন ঃ "আল্লাহুম্মা রব্বা জিবরীলা ওয়া মীকাঈলা ওয়া ইসরাফিলা ফাত্বিরাস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদা, 'আলিমুল গায়বি ওয়াশ শাহাদাতি, আনতা তাহকুমু বাইনা 'ইবাদিকা ফীমা কানূ ফীহি ইয়াখতালিফূন। ইহ্দিনী লিমাখতুলিফা ফীহি মিনাল হাক্বক্বি বি-ইযনিকা, ইন্নাকা আনতা তাহদী মান তাশাউ ইলা সিরাত্বিম মুসতাক্বীম।"[৭৬৬]

হাসান ঃ মুসলিম।

٧٦٨ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ، قُرَادٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، بِإِسْنَادِهِ بِلاَ إِخْبَارٍ وَمَعْنَاهُ قَالَ كَانَ إِذَا قَامَ بِاللَّيْلِ كَبَّرَ وَيَقُولُ .

– حسن .

৭৬৮। 'ইকরামাহ একই সানাদে ভিন্ন শব্দে ও অর্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, নাবী ﷺ রাতে (তাহাজ্জুদ) সলাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার উচ্চারণ করে বলতেন ... (হাদীস)।[৭৬৭]

হাসান।

٧٦٩ – حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ لاَ بَأْسَ بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلاَةِ فِي أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ وَفِي آخِرِهِ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا .

– صحيح مقطوع .

৭৬৯। মালিক (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফারয ও নাফল যে কোন সলাতেই সলাতের প্রথমে, মাঝে বা শেষ দিকের যে কোন সময়ে দু'আ পড়া যায়।[৭৬৮]

সহীহ মাক্বতূ।

---

[৭৬৬] মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ তাহাজ্জুদ সলাতের দু'আ ও কিয়াম), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ দা'ওয়াত, হাঃ ৩৪২০), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ কিয়ামুল লাইল, অনুঃ কোন জিনিস দ্বারা সলাত শুরু করবে, হাঃ ১৬২৪), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ তাহাজ্জুদ সলাতে দু'আ পাঠ প্রসঙ্গে, হাঃ ১৩৫৭), আহমাদ (৬/১৫৬)।

[৭৬৭] এর পূর্বের হাদীস দেখুন।

[৭৬৮] এর পূর্বের হাদীস দেখুন।

٧٧٠ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الزُّرَقِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ " سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ " . قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنِ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا آنِفًا " .- فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلاَثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلَ " .

- صحيح : خ .

৭৭০। রিফা'আহ ইবনু রাফি' আয-যুরাকী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন একদিন আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে সলাত আদায় করছিলাম। সে সময় রসূলুল্লাহ ﷺ রুকু' হতে মাথা উঠিয়ে সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বললে এক ব্যক্তি বলে উঠেন– "আল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ, হামদান কাসীরান ত্বাইয়্যিবান মুবারাকান ফীহ"। সলাত শেষে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ দু'আ পাঠকারী কে? লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! আমি। রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি দেখলাম, তিরিশেরও অধিক মালায়িকাহ্ (ফিরিশতা) তা সর্বাগ্রে লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রতিযোগিতা করছে।[৭৬৯]

সহীহ ঃ বুখারী।

٧٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَقُولُ " اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ " .

- صحيح : ق.

৭৭১। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মধ্য রাতে (তাহাজ্জুদ) সলাতে দণ্ডায়মান হয়ে বলতেন ঃ "আলাহুম্মা লাকাল হামদু আনতা নূরুস-সামাওয়াতি ওয়াল-

[৭৬৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ কুনূত, হাঃ ৭৯৯), বায়হাক্বী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ রুকু' থেকে মাথা উঠানোর সময় দু'আ, ২/৯৫), ইবনু খুযাইমাহ (৬১৪)।

আরদি, ওয়া লাকাল-হামদু আনতা রব্বুস-সামাওয়াতি ওয়াল-আরদি, ওয়া মান ফীহিন্না, আনতাল হাক্কু, ওয়া ক্বাওলুকাল-হাক্কু, ওয়া ওয়া'দুকাল-হাক্কু, ওয়া লিক্বাউকা হাক্কুন, ওয়াল জান্নাতু হাক্কুন, ওয়ান-নারু হাক্কুন, ওয়াস্-সা'আতু হাক্কুন। আল্লাহুম্মা লাকা আস্লামতু ওয়া বিকা আমানতু ওয়া 'আলাইকা তাওয়াক্কালতু ওয়া ইলাইকা আনাবতু ওয়া বিকা খাসামতু, ওয়া ইলাইকা হাকামতু ফাগফির লী মা ক্বাদ্দামতু ওয়া আখ্খারতু ওয়া আসরারতু ওয়া আ'লানতু, আনতা ইলাহী, লা ইলাহা ইল্লা আনতা।"[৭৭০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٧٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنَا طَاوُسٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ فِي التَّهَجُّدِ يَقُولُ بَعْدَ مَا يَقُولُ " اللَّهُ أَكْبَرُ " . ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ .

- صحيح : م .

৭৭২। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ রাতে তাহাজ্জুদ সলাতে আল্লাহু আকবার বলার পর বলতেন .....পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।[৭৭১]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٧٧٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، نَحْوَهُ قَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَمِّ، أَبِيهِ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَطَسَ رِفَاعَةُ لَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ رِفَاعَةُ فَقُلْتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ فَقَالَ " مَنِ الْمُتَكَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ " . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ وَأَتَمَّ مِنْهُ .

- حسن .

৭৭৩। মু'আয ইবনু রিফা'আহ ইবনু রাফি' হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে সলাত আদায় করি। এমন সময় রিফা'আহ হাঁচি দিয়ে বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাসীরান তাইয়্যিবান মুবারাকান ফীহি মুবারাকান 'আলাইহি

---

[৭৭০] বুখারী (অধ্যায় ঃ তাহাজ্জুদ, অনুঃ রাতের তাহাজ্জুদ, হাঃ ১১২০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মুসাফিরের সলাত, অনুঃ তাহাজ্জুদ সলাতের দু'আ ও কিয়াম), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ কিয়ামুল লাইল, হাঃ ১৬১৮), ইবনু মাজাহ (অধ্যায়ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ তাহাজ্জুদ সলাতে দু'আ পাঠ প্রসঙ্গে, হাঃ ১৩৫৫)।

[৭৭১] পূর্বের হাদীসে গত হয়েছে।

কামা ইউহিব্বু রব্বুনা ওয়া ইয়ারদা।" সলাত শেষে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ সলাতের মধ্যে এ দু'আটি কে পাঠ করেছে? অতঃপর অবশিষ্ট হাদীস মালিক বর্ণিত পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ।[৭৭২]

হাসান।

٧٧٤ – حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ عَطَسَ شَابٌّ مِنَ الأَنْصَارِ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ حَتَّى يَرْضَى رَبُّنَا وَبَعْدَ مَا يَرْضَى مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنِ الْقَائِلُ الْكَلِمَةَ " . قَالَ فَسَكَتَ الشَّابُّ ثُمَّ قَالَ " مَنِ الْقَائِلُ الْكَلِمَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسًا " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا قُلْتُهَا لَمْ أُرِدْ بِهَا إِلاَّ خَيْرًا . قَالَ " مَا تَنَاهَتْ دُونَ عَرْشِ الرَّحْمَنِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى " .

– ضعيف .

৭৭৪। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমির হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে সলাত আদায়কালে আনসার গোত্রের জনৈক যুবক হাঁচি দিয়ে বলল, "আলহামদু লিল্লাহে হামদান কাসীরান তাইয়্যিবান মুবারাকান ফীহি হাত্তা ইয়ারদা রব্বুনা ওয়া বা'দু মা ইয়ারদা মিন আমরিদ্-দুনয়া ওয়াল-আখিরাহ।" সলাত শেষে রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ কথাগুলো কে বলেছে? যুবকটি এ সময় নীরব থাকল। তিনি পুনরায় বললেন, এ কথাগুলো কে বলেছে? সে তো মন্দ কিছু বলেনি। তখন যুবকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! এগুলো আমিই বলেছি এবং আমি ভাল উদ্দেশেই বলেছি। তিনি বললেন ঃ এ উক্তিগুলো কোথাও অপেক্ষা করেনি, বরং মহীয়ান রহমানের আরশে পৌঁছে গেছে।[৭৭৩]

দুর্বল।

١٢٢ – باب مَنْ رَأَى الاسْتِفْتَاحَ بِسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ

অনুচ্ছেদ- ১২২ ঃ যারা বলেন, সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা বলে সলাত শুরু করতে হবে

٧٧٥ – حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ

---

[৭৭২] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সলাতের মধ্যে হাঁচি দিলে, হাঃ ৪০৪), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইফতিতাহ, অনুঃ ইমামের পিছনে হাঁচি দিলে মুক্তাদী যা বলবে , হাঃ ৯৩০) সকলে কুতাইবাহ সূত্রে।

[৭৭৩] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। 'আওনুল মা'বুদে রয়েছে ঃ আল্লামা মুনযিরী বলেন, এর সানাদে 'আসিম ইবনু 'উবাইদুল্লাহ এবং শারীক ইবনু 'আবদুল্লাহ দু'জনেই সমালোচিত।

يَقُولُ " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ " . ثُمَّ يَقُولُ " لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ " . ثَلاَثًا ثُمَّ يَقُولُ " اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا " . ثَلاَثًا " أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ " . ثُمَّ يَقْرَأُ .

– صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا الْحَدِيثُ يَقُولُونَ هُوَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلاً الْوَهَمُ مِنْ جَعْفَرٍ .

৭৭৫। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ রাতে সলাতের জন্য দণ্ডায়মান হলে তাকবীরে তাহরীমা বলার পর এ দু'আ পড়তেন ঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুকা।" অতঃপর তিনবার "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" ও তিনবার "আল্লাহু আকবার কাবীরান" বলার পর "আ'উযু বিল্লাহিস সামি'ইল-'আলীমি মিনাশ-শাইত্বানির রজীম মিন হামযিহি ওয়া নাফখিহি ওয়া নাফসিহি" বলতেন। তারপর ক্বিরাআত পাঠ করতেন।[৭৭৪]

সহীহ।

٧٧٦ – حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ الْمُلاَئِيُّ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ " .

– صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ عَنْ عَبْدِ السَّلاَمِ بْنِ حَرْبٍ لَمْ يَرْوِهِ إِلاَّ طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ وَقَدْ رَوَى قِصَّةَ الصَّلاَةِ عَنْ بُدَيْلٍ جَمَاعَةٌ لَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ شَيْئًا مِنْ هَذَا .

৭৭৬। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত আরম্ভকালে এ দু'আ পড়তেন ঃ "সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তারাকাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুকা।"[৭৭৫]

সহীহ।

---

[৭৭৪] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সলাত শুরুর সময় যা বলবে, হাঃ ২৪২, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ অনুচ্ছেদে আবূ সাঈদের হাদীসটি অধিক সহীহ), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সলাতে আশ্রয় প্রার্থনা করা, হাঃ) ইবনু জুবাইর বিন মুত্ব'য়িম সূত্রে তার পিতা হতে।

[৭৭৫] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ আবওয়াবুস সলাত, অনুঃ সলাত শুরুর সময় যা বলবে, হাঃ ২৪৩, ইমাম তিরমিযী বলেন, 'আয়িশাহর হাদীসটি আমরা কেবল এ সূত্রে জানতে পেরেছি), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সলাতের শুরু, হাঃ ৮০৬)।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি 'আবদুস সালাম ইবনু হারব সূত্রে প্রসিদ্ধ নয়। আর এটি কেবল ত্বালক্ব ইবনু গান্নাম বর্ণনা করেছেন। অবশ্য একদল বর্ণনাকারী বুদায়ির সূত্রে সলাতের ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তারা তাতে এ দু'আর কিছুই উল্লেখ করেননি।

١٢٣ – باب السَّكْتَة عنْدَ الافْتِتَاحِ

অনুচ্ছেদ- ১২৩ ঃ সলাতের শুরুতে চুপ থাকা

٧٧٧ – حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ قَالَ سَمُرَةُ حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ فِي الصَّلاَةِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ حَتَّى يَقْرَأَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ عِنْدَ الرُّكُوعِ قَالَ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ قَالَ فَكَتَبُوا فِي ذَلِكَ إِلَى الْمَدِينَةِ إِلَى أُبَىٍّ فَصَدَّقَ سَمُرَةَ .

– **ضعيف** : الإرواء ٥٠٥ .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا قَالَ حُمَيْدٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ .

৭৭৭। আল-হাসান (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সামুরাহ ﷺ বলেন, সলাতে নিশ্চুপ থাকার দুটি স্থান (দু' সাক্‌তা) আমি স্মরণ রেখেছি। প্রথম সাক্‌তা হলো ইমামের তাকবীরে তাহরীমা বলা থেকে ক্বিরাআত আরম্ভ করা পর্যন্ত। আর দ্বিতীয় সাক্‌তা হলো ইমামের সূরাহ ফাতিহা ও অন্য সূরাহ পড়ার পর রুকু'তে যাওয়ার পূর্বে। কিন্তু 'ইমরান ইবনু হুসায়িন ﷺ একথা মেনে নিতে অস্বীকার করেন। ফলে তারা এ বিষয়ে জানার জন্য মাদীনাহ্‌তে উবাই ইবনু কা'ব ﷺ-এর নিকট পত্র লিখে পাঠালে তিনি সামুরাহ ﷺ-এর বর্ণনাকে সত্যায়িত করেন।[৭৭৬]

দুর্বল।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীসে হুমায়িদও অনুরূপভাবে বলেছেন যে, ক্বিরাআত শেষে একটি সাক্‌তা রয়েছে।

٧٧٨ – حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلاَّدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ إِذَا اسْتَفْتَحَ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كُلِّهَا . فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ يُونُسَ .

– **ضعيف** .

---

[৭৭৬] ইবনু মাজাহ(অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ ইমামের সাক্‌তা বা নীরবতা, হাঃ ৮৪৫)।

৭৭৮। সামুরাহ ইবনু জুনদুব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাতে দু' জায়গায় চুপ থাকতেন। সলাত আরম্ভকালে (অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা বলার পর) এবং ক্বিরাআত শেষ করার পর ...... অতঃপর ইউনুস সূত্রে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।[৭৭৭]

দুর্বল।

٧٧٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ، وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، تَذَاكَرَا فَحَدَّثَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ، أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَكْتَتَيْنِ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ } فَحَفِظَ ذَلِكَ سَمُرَةُ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فَكَتَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ وَكَانَ فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا أَوْ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِمَا أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ حَفِظَ .

- **ضعيف** : المشكاة ٨١٨ .

৭৭৯। আল-হাসান (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। একদা সামুরাহ ইবনু জুনদুব ও 'ইমরান ইবনু হুসায়িন ﷺ পরস্পরে আলোচনাকালে প্রসঙ্গক্রমে সামুরাহ ﷺ বর্ণনা করেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সলাতের দু' স্থানে চুপ থাকা (দু' সাক্‌তা) সম্পর্কিত জ্ঞান হিফ্‌য করেছেন। প্রথম সাক্‌তা হচ্ছে তাকবীরে তাহরীমা বলার পর এবং দ্বিতীয় সাক্‌তা হচ্ছে "গইরিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওয়ালায্‌যলীন" পাঠের পর। সামুরাহ ইবনু জুনদুব ﷺ বিষয়টি স্মরণ রাখলেও 'ইমরান ইবনু হুসায়িন ﷺ তা অস্বীকার করে বসেন। ফলে তাঁরা দু'জনেই এ বিষয়ে জানার জন্য উবাই ইবনু কা'ব ﷺ-এর নিকট পত্র লিখেন। তিনি তাঁদের পত্রের জবাবে লিখেন যে, সামুরাহ ﷺ বিষয়টি যথাযথ স্মরণ রেখেছেন।[৭৭৮]

দুর্বল ঃ মিশকাত ৮১৮।

٧٨٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، بِهَذَا قَالَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ سَكْتَتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ فِيهِ قَالَ سَعِيدٌ قُلْنَا لِقَتَادَةَ مَا

---

[৭৭৭] দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ দু' সাক্‌তা, হাঃ ১২৪৩)।

[৭৭৮] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ আবওয়াবুস সলাত, অনুঃ সলাতের মধ্যে দু'টি সাক্‌তা প্রসঙ্গে, হাঃ ২৫১) আবূ মুসা মুহাম্মদ সাঈদ হতে ইমাম তিরমিযী বলেন, সামুরাহ্‌র হাদীসটি হাসান), আহমাদ (৫/৭)। মিশকাতের তাহক্বীক্বে শায়খ আলবানী বলেন ঃ হাসান বাসরী বিখ্যাত লোক হলেও তিনি একজন মুদাল্লিস এবং তিনি এটি আন্‌ আন্‌ শব্দে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া হাদীসটির মাতান বর্ণনায় বর্ণনাকারীরা উলটপালট করেছেন। কতিপয় বর্ণনাকারী বলেছেন ঃ দ্বিতীয় সাকতা হচ্ছে '...ওয়ায্‌যলীন' বলার পর। যেমন এ বর্ণনায় রয়েছে। আর কতিপয় বর্ণনাকারী বলেছেন ঃ দ্বিতীয় সাকতা হচ্ছে 'সমস্ত ক্বিরাআত শেষ করার পর রুকু'র পূর্বে'। যেমন আবূ দাউদের ৭৭৮ নং হাদীস। এটাই আমাদের নিকট প্রাধান্যযোগ্য। এটিকেই ইবনু তাইমিয়্যাহ ও ইবনুল ক্বাইয়্যিম সহীহ বলেছেন।

هَاتَانِ السَّكْتَتَانِ قَالَ إِذَا دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ وَإِذَا قَالَ { غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ } .

– ضعيف .

৭৮০। সামুরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, সলাতে দু' স্থানে চুপ থাকা সম্পর্কিত জ্ঞান আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে হিফ্য করেছি। বর্ণনাকারী সাঈদ বলেন, আমরা ক্বাতাদাহ্ (রহঃ)-কে দু' স্থানে চুপ থাকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, যখন কেউ সলাত আরম্ভ করবে এবং যখন ক্বিরাআত শেষ করবে (তখন চুপ থাকবে)। পরে তিনি বলেন, (ক্বিরাআত শেষ করা অর্থ হচ্ছে) যখন কেউ গইরিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওয়ালয্যলীন বলবে।[৭৭৯]

দুর্বল।

٧٨١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَارَةَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عُمَارَةَ، – الْمَعْنَى – عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلاَةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ فَقُلْتُ لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أَرَأَيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ أَخْبِرْنِي مَا تَقُولُ . قَالَ " اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ أَنْقِنِي مِنْ خَطَايَاىَ كَالثَّوْبِ الأَبْيَضِ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ " .

– صحيح : ق .

৭৮১। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীরে তাহরীমা বলার পর তাকবীর ও কিরাআতের মধ্যবর্তী সময়ে চুপ থাকতেন। ফলে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি তাকবীরে তাহরীমা ও কিরাআতের মধ্যবর্তী সময়ে কেন চুপ থাকেন তা আমাকে অবহিত করুন। তিনি বললেন, (এ সময় আমি নিশ্চুপে এ দু'আ পড়ে থাকি) ঃ "আল্লাহুম্মা বাঈদ বাইনী ওয়া বাইনা খত্বা ইয়া ইয়া কামা বা'আদতা বাইনাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিব। আল্লাহুম্মা আনক্বিনী মিন খত্বা ইয়া ইয়া কাসাওবিল আব্য়াযি মিনাদ দানাস। আল্লাহুম মাগসিলনী বিস সালজি ওয়াল মায়ি ওয়াল বারদ।"[৭৮০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

---

[৭৭৯] এটি গত হয়েছে।

[৭৮০] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ তাকবীরে তাহরীমার পর কি বলবে, হাঃ ৭৪৪), মুসলিম (অধ্যায় ঃ মাসাজিদ, অনুঃ তাকবীরে তাহরীমা ও ক্বিরাআতের মাঝে যা বলতে হয়) উভয়ে 'উমারাহ সূত্রে।

١٢٤ – باب مَنْ لَمْ يَرَ الْجَهْرَ بِـ { بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ }

অনুচ্ছেদ- ১২৪ ঃ সশব্দে বিসমিল্লাহ না বলা প্রসঙ্গে

٧٨٢ – حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِـ { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } .

– صحيح : ق .

৭৮২। আনাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ, আবূ বাক্‌র ﷺ, 'উমার ﷺ ও 'উসমান ﷺ "আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন" হতে ক্বিরাআত আরম্ভ করতেন।[৭৮১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٧٨٣ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةَ بِـ { الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ " التَّحِيَّاتُ " . وَكَانَ إِذَا جَلَسَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ وَعَنْ فِرْشَةِ السَّبُعِ وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيمِ .

– صحيح : م .

৭৮৩। 'আয়িশাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সলাত শুরু করতেন তাকবীরে তাহ্‌রীমার দ্বারা আর ক্বিরাআত শুরু করতেন আলহামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন দ্বারা। তিনি রুকু'তে স্বীয় মাথা উঁচুও করতেন না আবার নীচুও করতেন না বরং পিঠের সাথে সমান্তরাল করে রাখতেন। তিনি রুকু' হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পূর্বে সাজদাহ্য় যেতেন না এবং এক সাজদাহ্র পর সোজা হয়ে বসার পূর্বে দ্বিতীয় সাজদাহ্ করতেন না। তিনি প্রত্যেক দু' রাক'আত সলাত শেষে 'আত্তাহিয়্যাতু' (তাশাহুদ) পড়তেন। অতঃপর বসার সময় বাম পা বিছিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে রাখতেন। তিনি শাইত্বানের ন্যায় (দু' গোড়ালির উপর পাছা রেখে) বসতে

---

[৭৮১] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ তাকবীরে তাহরীমার পর কি বলবে, হাঃ ৭৪৩), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ যারা বলে, বিসমিল্লাহ সশব্দে বলবে না, তাদের সপক্ষে দলীল) উভয়ে শু'বাহ সূত্রে।

এবং চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় (মাটিতে 'দু' হাত বিছিয়ে) সাজদাহ্ করতে নিষেধ করতেন। তিনি সালামের দ্বারা সলাত সমাপ্ত করতেন।[৭৮২]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٧٨٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أُنْزِلَتْ عَلَىَّ آنِفًا سُورَةٌ " . فَقَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ } حَتَّى خَتَمَهَا . قَالَ " هَلْ تَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ " . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي فِي الْجَنَّةِ " .

- حسن : م .

৭৮৪। **আনাস ইবনু মালিক** ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এইমাত্র আমার উপর একটি সূরাহ অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর তিনি পড়লেন ঃ "বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম, ইন্না আ'ত্বায়না কাল-কাওসার ....." সূরাটির শেষ পর্যন্ত। তিনি বললেন, তোমরা কি জান! কাওসার কী? তাঁরা বললেন, এ বিষয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ﷺ-ই সর্বাধিক অবগত। তিনি বললেন, তা হচ্ছে একটি নাহ্র, আমার রব্ব আমাকে জান্নাতে তা দান করবেন বলে অঙ্গীকার করেছেন।[৭৮৩]

হাসান ঃ মুসলিম।

٧٨٥ - حَدَّثَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الأَعْرَجُ الْمَكِّيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، وَذَكَرَ الإِفْكَ، قَالَتْ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ " أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ { إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ } " . الآيَةَ .

- ضعيف .

---

[৭৮২] আহমাদ (৬/৩১) তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসহাক্ব অর্থাৎ আযরাক্ব এবং ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ, ইসহাক্ব বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন হুসাইন ইবনুল মুকাত্তাব, বুদাইল হতে। মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত) তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু নুমাইর, তিনি বলেন আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ খালিদ অর্থাৎ আল-আহমার ইবনু হুসাইন মু'আল্লিম। ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সলাতে রুকু', হাঃ ৮৬৯) তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ বাকর ও ইবনু আবূ শায়বাহ। তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াযীদ ইবনু হারুন, হুসাইন মু'আল্লিম হতে।

[৭৮৩] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ যারা বলে, বিসমিল্লাহ হচ্ছে প্রত্যেক সূরাহ্র আয়াত বিশেষ তাদের স্বপক্ষে দলীল), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইফতিতাহ, অনুঃ বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পাঠ প্রসঙ্গে, হাঃ ৯০৩) উভয়ে মুখতার ইবনু ফুলফুল সূত্রে।

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ قَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ لَمْ يَذْكُرُوا هَذَا الْكَلاَمَ عَلَى هَذَا الشَّرْحِ وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ الاسْتِعَاذَةِ مِنْ كَلاَمِ حُمَيْدٍ .

৭৮৫। 'উরওয়াহ হতে 'আয়িশাহ্ ﵂ সূত্রে বর্ণিত। তিনি ইফ্‌কের ঘটনা উল্লেখ পূর্বক বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বসা ছিলেন। (অতঃপর ওয়াহী হওয়া শেষে) তিনি মুখ খুলে বললেন, 'আউযু বিস্ সামি'ইল 'আলীম মিনাশ শাইত্বনির রজীম, "ইন্নাল্লাযীনা জা'উ বিল-ইফ্‌কি 'উসবাতুম মিনকুম...." আয়াতের শেষ পর্যন্ত। অর্থ ঃ "যারা মিথ্যা অপপ্রচার করেছে তারা তোমাদের মধ্যেরই লোক .....।"[৭৮৪]

দুর্বল।

ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি মুনকার। কারণ একদল এ হাদীসটি ইমাম যুহরী (রহঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাদের বর্ণনায় উক্ত আয়াতের সাথে আ'উযু বিল্লাহ্-এর উল্লেখ নেই। আমার আশঙ্কা হচ্ছে আ'উযু বিল্লাহ বাক্যটি বর্ণনাকারী হুমায়িদের উক্তি।

١٢٥ – باب مَنْ جَهَرَ بِهَا

অনুচ্ছেদ- ১২৫ ঃ সশব্দে বিসমিল্লাহ পাঠের বর্ণনা

٧٨٦ – أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَا حَمَلَكُمْ أَنْ عَمَدْتُمْ، إِلَى بَرَاءَةَ وَهِيَ مِنَ الْمِئِينَ وَإِلَى الأَنْفَالِ وَهِيَ مِنَ الْمَثَانِي فَجَعَلْتُمُوهُمَا فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ وَلَمْ تَكْتُبُوا بَيْنَهُمَا سَطْرَ { بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } قَالَ عُثْمَانُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ مِمَّا يَنْزِلُ عَلَيْهِ الآيَاتُ فَيَدْعُو بَعْضَ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ لَهُ وَيَقُولُ لَهُ " ضَعْ هَذِهِ الآيَةَ فِي السُّورَةِ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا " . وَتَنْزِلُ عَلَيْهِ الآيَةُ وَالآيَتَانِ فَيَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ وَكَانَتِ الأَنْفَالُ مِنْ أَوَّلِ مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَتْ بَرَاءَةُ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ وَكَانَتْ قِصَّتُهَا شَبِيهَةً بِقِصَّتِهَا فَظَنَنْتُ أَنَّهَا مِنْهَا فَمِنْ هُنَاكَ وَضَعْتُهُمَا فِي السَّبْعِ الطُّوَلِ وَلَمْ أَكْتُبْ بَيْنَهُمَا سَطْرَ { بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } .

– **ضعيف** .

---

[৭৮৪] 'আওনুল মা'বুদে রয়েছে ঃ সানাদের ক্বাত্বান ইবনু নুসাইর থেকে যদিও মুসলিম বর্ণনা করেছেন তথাপি আবূ যুর'আহ তাকে দোষী করেছেন এবং বলেছেন, তিনি জা'ফার ইবনু সুলায়মান হতে সাবিত থেকে আনাস সূত্রে মুনকার হাদীসাবলী বর্ণনা করেন। আর জা'ফার ইবনু সুলায়মান সম্পর্কেও সমালোচনা রয়েছে। শায়খ আলবানী (রহঃ) ইরওয়াউল গালীল (৩৪২) গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

৭৮৬। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উসমান ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম , আপনারা কিভাবে সূরাহ বারাআতকে সূরাহ আল-আনফালের অন্তর্ভুক্ত করে আল-কুরআনের সাব'উল মাসানী (সাতটি দীর্ঘ সূরাহ)-এর মধ্যে গণ্য করেন এবং উভয় সূরাহ্‌র মধ্যস্থলে বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম কেন লিখেন না? অথচ সূরাহ্ বারাআত মিআতাইন (তথা ১০০-এর অধিক আয়াত সম্বলিত সূরাহ্)-এর অন্তর্ভুক্ত (কারণ সূরাহ্ বারাআতে ১২৯টি আয়াত আছে)। পক্ষান্তরে সূরাহ আল-আনফাল মাসানীর অন্তর্ভুক্ত (কারণ তাতে আয়াতের সংখ্যা ১০০-এর কম অর্থাৎ ৭৫টি)। 'উসমান ﷺ বলেন, নাবী ﷺ-এর উপর কোন আয়াত অবতীর্ণ হওয়া মাত্রই তিনি ওয়াহী লিখক সহাবীদের ডেকে বলতেন ঃ এ আয়াত অমুক সূরাহ্‌র অমুক স্থানে সন্নিবেশিত কর যেখানে এই এই বিষয় আলোচিত হয়েছে। তাঁর উপর একটি কিংবা দু'টি আয়াত অবতীর্ণ হলেও তিনি ঐরূপ বলতেন। সূরাহ আল-আনফাল হচ্ছে মাদীনাহতে আগমনের পরপরই নাবী ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ সূরাহ সমূহের অন্যতম সূরাহ। আর সূরাহ বারাআত হচ্ছে কুরআন অবতীর্ণের শেষ পর্যায়ের নাযিলকৃত সূরাহ সমূহের অন্যতম। তথাপি সূরাহ আল-আনফালের ঘটনাবলীর সাথে সূরাহ বারাআতে বর্ণিত ঘটনাবলীর সাদৃশ্য আছে। সেজন্য আমার মনে হলো, এটি সূরাহ্ আল-আনফালের অন্তর্ভুক্ত। তাই আমি সূরাহ দুটি একত্রে সাব'উ-তিওয়াল-এর অন্তর্ভুক্ত করি এবং এ উভয় সূরাহ মধ্যস্থলে বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম লিখি নাই।[৭৮৫]

দুর্বল।

٧٨٧ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - يَعْنِي ابْنَ مُعَاوِيَةَ - أَخْبَرَنَا عَوْفٌ الأَعْرَابِيُّ، عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، بِمَعْنَاهُ قَالَ فِيهِ فَقُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَنَا أَنَّهَا مِنْهَا . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَأَبُو مَالِكٍ وَقَتَادَةُ وَثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكْتُبْ { بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } حَتَّى نَزَلَتْ سُورَةُ النَّمْلِ هَذَا مَعْنَاهُ .

- ضعيف .

৭৮৭। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে এ সানাদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেছেন। কিন্তু সূরাহ বারাআত সূরাহ আনফালের অন্তর্ভুক্ত কি না এ ব্যাপারে তিনি পরিষ্কারভাবে কিছুই বলেননি। ইমাম আবূ দাঊদ (রহঃ) বলেন, শা'বী, আবূ

---

[৭৮৫] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ তাফসীর, অনুঃ সূরাহ তাওবাহ হতে, হাঃ ৩০৮৬, ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আমরা এটি কেবল 'আওফ এর হাদীসেই জানতে পেরেছি। যা তিনি ইয়াযীদ ফারিসী হতে ইবনু 'আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেছেন), আহমাদ (১/৫৭)। শায়খ আহমাদ শাকির বলেন, এর সানাদ বহুবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন । বরং আমার নিকট তা দুর্বল, উপরন্ত হাদীসটি ভিত্তিহীন। অতঃপর তিনি হাদীসটি দুর্বল হওয়া সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন।

মালিক, ক্বাতাদাহ ও সাবিত ইবনু 'উমারাহ বলেন, নাবী ﷺ-এর উপর সূরাহ আন-নামল অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি (কোন সূরাহ্র শুরুতে) বিসমিল্লাহ লিখেননি।[৭৮৬]

দুর্বল।

٧٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، وَابْنُ السَّرْحِ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، - قَالَ قُتَيْبَةُ فِيهِ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يَعْرِفُ فَصْلَ السُّورَةِ حَتَّى تُنَزَّلَ عَلَيْهِ { بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ } .وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ السَّرْحِ .

- صحيح .

৭৮৮। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর উপর বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি কোন সূরাহ্র শুরুর দিক চিহ্নিত করতে পারতেন না।[৭৮৭]

সহীহ।

١٢٦ - باب تَخْفِيفِ الصَّلاَةِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ

অনুচ্ছেদ- ১২৬ ঃ কোন অনিবার্য কারণে সলাত সংক্ষেপ করা

٧٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنِّي لأَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ " .

- صحيح : خ .

৭৮৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ ক্বাতাদাহ্ (রহঃ) হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ আমি কখনো সলাত দীর্ঘায়িত করতে চাই। কিন্তু শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনে তার মায়ের কষ্টের কথা চিন্তা করে সলাত সংক্ষেপ করি।[৭৮৮]

সহীহ ঃ বুখারী।

---

[৭৮৬] পূর্বেরটিতে গত হয়েছে।

[৭৮৭] হাকিম (১/২৩২), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (২/৪২) 'আমর সূত্রে। ইমাম হাকিম বলেন, এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তে সহীহ।

[৭৮৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ শিশুর কান্নাকাটির কারণে সলাত সংক্ষেপ করা, হাঃ ৭০৭), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইক্বামাত, অনুঃ ইমামের সলাত সংক্ষেপ করা, হাঃ ৮২৪), ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ ইমাম ইচ্ছে করলে সলাত সংক্ষেপ করবেন, হাঃ ৯৯১)।

١٢٧ – باب في تَخْفِيف الصَّلاَة

অনুচ্ছেদ- ১২৭ ঃ সলাত সংক্ষিপ্ত করা

٧٩٠ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَهُ مِنْ، جَابِرٍ قَالَ كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا – قَالَ مَرَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي بِقَوْمِهِ – فَأَخَّرَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةً الصَّلاَةَ – وَقَالَ مَرَّةً الْعِشَاءَ – فَصَلَّى مُعَاذٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ جَاءَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ فَقَرَأَ الْبَقَرَةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى فَقِيلَ نَافَقْتَ يَا فُلاَنُ . فَقَالَ مَا نَافَقْتُ . فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ مُعَاذًا يُصَلِّي مَعَكَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ وَنَعْمَلُ بِأَيْدِينَا وَإِنَّهُ جَاءَ يَؤُمُّنَا فَقَرَأَ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ . فَقَالَ " يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ أَفَتَّانٌ أَنْتَ اقْرَأْ بِكَذَا اقْرَأْ بِكَذَا " . قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ بِـــ { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى } { وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى } فَذَكَرْنَا لِعَمْرٍو فَقَالَ أُرَاهُ قَدْ ذَكَرَهُ .

– صحيح .

৭৯০। জাবির ﷺ বলেন, মু'আয ﷺ নাবী ﷺ-এর সাথে সলাত আদায়ের পর ফিরে এসে আমাদের সলাতে ইমামতি করতেন। বর্ণনাকারী পুনরায় বলেন, তিনি ফিরে এসে স্বীয় সম্প্রদায়ের লোকদের সলাতে ইমামতি করতেন। এক রাতে নাবী ﷺ 'ইশার সলাত আদায়ে বিলম্ব করেন। সেদিনও মু'আয ﷺ নাবী ﷺ-এর সাথে 'ইশার সলাত আদায়ের পর স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে তাদের ইমামতি করেন এবং উক্ত সলাতে তিনি সূরাহ আল-বাক্বারাহ পাঠ করলে এক ব্যক্তি জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকী সলাত আদায় করে নেয়। ফলে বলা হলো, হে অমুক! তুমি কি মুনাফিক্ব হয়ে গেলে নাকি? লোকটি বলল ঃ আমি মুনাফিক্ব হই নাই। পরে লোকটি নাবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রসূল! মু'আয ﷺ আপনার সাথে সলাত আদায় শেষে ফিরে গিয়ে আমাদের সলাতের ইমামতি করেন। আমরা মেহনতী মজদুর লোক এবং নিজেরাই ক্ষেতের কাজ-কর্ম করে থাকি। অথচ মু'আয ﷺ আমাদের সলাতে ইমামতিকালে সূরাহ বাক্বারাহ পড়েন (অর্থাৎ দীর্ঘ সুরাহ পাঠ করে থাকেন)। এ কথা শুনে নাবী ﷺ (মু'আয ﷺ-কে সম্বোধন করে) বললেন ঃ হে মু'আয! তুমি কি ফিত্‌নাহ সৃষ্টিকারী? তুমি কি লোকদের ফিত্‌নাহ্‌য় ফেলতে চাও? তুমি সলাতে অমুক অমুক (ছোট) সূরাহ পাঠ করবে। আবূয যুবায়ির বলেন, সূরাহ আল-'আলা, ওয়াল লাইলি ইযা ইয়াগশা এ ধরনের (ছোট) সূরাহ পাঠ

করবে। অতঃপর আমরা তা (বর্ণনাকারী) 'আমরের নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন, আমার ধারণা, তিনি সেটাও উল্লেখ করেছেন।[৭৮৯]

সহীহ।

٧٩١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ حَبِيبٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جَابِرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ حَزْمِ بْنِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّهُ أَتَى مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَهُوَ يُصَلِّي بِقَوْمٍ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ فِي هَذَا الْخَبَرِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَا مُعَاذُ لاَ تَكُنْ فَتَّانًا فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الْكَبِيرُ وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ وَالْمُسَافِرُ " .

- منكر بذكر المسافر.

৭৯১। হায্‌ম ইবনু উবাই ইবনু কা'ব ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি মু'আয ইবনু জাবাল ﷺ-এর নিকট এমন সময় এলেন যখন তিনি মাগরিবের সলাতের ইমামতি করছিলেন। বর্ণনাকারী এ হাদীসে বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ মু'আয ﷺ-কে ডেকে বললেন ঃ হে মু'আয! তুমি ফিত্‌নাহ সৃষ্টিকারী হয়ো না। কেননা তোমার পেছনে বৃদ্ধ, রোগাগ্রস্ত, কর্মব্যস্ত এবং মুসাফির লোকেরা সলাত আদায় করে।[৭৯০]

মুসাফির উল্লেখের দ্বারা মুনকার।

٧٩٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ بَعْضِ، أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِرَجُلٍ " كَيْفَ تَقُولُ فِي الصَّلاَةِ " . قَالَ أَتَشَهَّدُ وَأَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ أَمَا إِنِّي لاَ أُحْسِنُ دَنْدَنَتَكَ وَلاَ دَنْدَنَةَ مُعَاذٍ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ " .

- صحيح .

৭৯২। আবূ সালিহ (রহঃ) হতে নাবী ﷺ-এর জনৈক সহাবীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন, তুমি সলাতে কী দু'আ পাঠ কর? লোকটি বলল, আমি তাশাহহুদ (তথা আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি..) পাঠ করি এবং বলি 'আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল জান্নাতা ওয়া আ'উযুবিকা মিনান্‌ নার।' কিন্তু আমি আপনার ও মু'আযের অস্পষ্ট শব্দগুলো বুঝতে পারি না

---

[৭৮৯] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ ইমাম সলাত দীর্ঘ করলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা, হাঃ ৭০৫) অনুরূপ অর্থবোধক, নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইফতিতাহ, অনুঃ মাগরিবের ক্বিরাআতে সূরাহ আ'লা পড়া, হাঃ ৯৮৩), আহমাদ (৩/২৯৯) সকলে শু'বাহ সূত্রে।

[৭৯০] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (৩/১১৭) আবূ দাউদের সূত্রে।

(অর্থাৎ আপনি ও মু'আয কী দু'আ পড়েন তা বুঝতে সক্ষম হই না)। নাবী ﷺ বলেন ঃ আমরাও তার আশে-পাশে ঘুরে থাকি (অর্থাৎ জান্নাত প্রার্থনা করি)।[৭৯১]

সহীহ।

٧٩٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ، ذَكَرَ قِصَّةَ مُعَاذٍ قَالَ وَقَالَ - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ لِلْفَتَى - " كَيْفَ تَصْنَعُ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا صَلَّيْتَ " . قَالَ أَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَأَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ وَإِنِّي لاَ أَدْرِي مَا دَنْدَنَتُكَ وَلاَ دَنْدَنَةُ مُعَاذٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنِّي وَمُعَاذٌ حَوْلَ هَاتَيْنِ " . أَوْ نَحْوَ هَذَا .

- صحيح .

৭৯৩। জাবির رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি মু'আয رضي الله عنه-এর ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, নাবী ﷺ জনৈক যুবককে বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি সলাতে কী পড়? সে বলল, আমি সূরাহ ফাতিহা পড়ি এবং আল্লাহর কাছে জান্নাতের প্রত্যাশা ও জাহান্নাম হতে আশ্রয় চাই। আমি আপনার ও মু'আযের অস্পষ্ট শব্দগুলো বুঝি না (অর্থাৎ আপনি এবং আমাদের ইমাম মু'আয সলাতে নীরবে কোন কোন শব্দযোগে দু'আ ও মুনাজাত করেন তা আমি অবহিত নই)। নাবী ﷺ বললেন, আমি এবং মু'আয উভয়েই আশে-পাশেই ঘুরে থাকি (অর্থাৎ আমরাও জান্নাতের প্রত্যাশা এবং জাহান্নাম হতে আশ্রয় প্রার্থনা করি), অথবা অনুরূপ কিছু বলেছেন।[৭৯২]

সহীহ।

٧٩٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ " .

- صحيح : ق .

৭৯৪। আবূ হুরাইরাহ্ رضي الله عنه সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ সলাতে ইমামতিকালে যেন সলাত সংক্ষেপ করে। কেননা মুক্তাদীদের মধ্যে দুর্বল, রুগ্ন এবং বৃদ্ধ

---

[৭৯১] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ তাশাহুদে যা বলতে হয়, হাঃ ৯১০) আ'মাশ সূত্রে আবূ সালিহ হতে আবূ হুরাইরাহ সূত্রে। যাওয়ায়িদে রয়েছে এর সানাদ সহীহ এবং রিজাল নির্ভরযোগ্য।

[৭৯২] পূর্বের হাদীসে গত হয়েছে, এছাড়াও আহমাদ (৩/৪৭৪, ৫/৭৪)।

লোকও থাকে। অবশ্য কেউ একাকী সলাত আদায় করলে সে তার ইচ্ছানুযায়ী সলাত দীর্ঘায়িত করতে পারে।[৭৯৩]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٧٩٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي، سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالشَّيْخَ الْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ " .

- صحيح : ق .

৭৯৫। আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ সলাতে ইমামতি করলে যেন সলাত সংক্ষেপ করে। কারণ মুক্তাদীদের মধ্যে দুর্বল, বৃদ্ধ ও কর্মব্যস্ত লোকেরাও থাকে।[৭৯৪]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

١٢٨ - باب مَا جَاءَ فِي نُقْصَانِ الصَّلاَةِ

অনুচ্ছেদ- ১২৮ ঃ সলাতের জন্য ক্ষতিকর দিক

٧٩٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بَكْرٍ، - يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ - عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنَمَةَ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا كُتِبَ لَهُ إِلاَّ عُشْرُ صَلاَتِهِ تُسْعُهَا ثُمُنُهَا سُبُعُهَا سُدُسُهَا خُمُسُهَا رُبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصْفُهَا " .

- حسن .

৭৯৬। 'আম্মার ইবনু ইয়াসির (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ এমন লোকও আছে (যারা সলাত আদায় করা সত্ত্বেও সলাতের রুকন ও শর্তগুলো সঠিকভাবে আদায় না করায় এবং সলাতে পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও খুশু-খুযু না থাকায় তারা সলাতের পরিপূর্ণ সাওয়াব পায় না)। বরং তারা দশ ভাগের এক ভাগ, নয় ভাগের এক ভাগ, আট ভাগের এক ভাগ, সাত ভাগের এক ভাগ, ছয় ভাগের এক ভাগ, পাঁচ ভাগের এক ভাগ, চার ভাগের এক ভাগ, তিন ভাগের একভাগ বা অর্ধাংশ সাওয়াব প্রাপ্ত হয়।[৭৯৫]

হাসান।

---

[৭৯৩] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ একাকী সলাত আদায় করলে ইচ্ছানুযায়ী দীর্ঘায়িত করতে পারবে, হাঃ ৭০৩), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ ইমামের সলাত সংক্ষেপ করার নির্দেশ) আবূ যিনাদ সূত্রে।

[৭৯৪] আহমাদ (২/২৭১, হাঃ ৭৬৫৪) 'আবদুর রাযযাক সূত্রে।

[৭৯৫] আহমাদ (৪/৩২১) ইবনু 'ইমরান সূত্রে।

١٢٩ – باب مَا جَاءَ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ- ১২৯ ঃ যুহর সলাতের ক্বিরাআত

٧٩٧ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، وَعُمَارَةَ بْنِ مَيْمُونٍ، وَحَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَا عَلَيْكُمْ .

– صحيح : ق .

৭৯৭। 'আত্বা ইবনু আবূ রাবাহ সূত্রে বর্ণিত। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ বলেন, প্রত্যেক সলাতেই ক্বিরাআত পড়তে হয়। রসূলুল্লাহ ﷺ যেসব সলাতে আমাদেরকে শুনিয়ে ক্বিরাআত পড়েছেন, আমরাও তোমাদেরকে সেসব সলাতে সশব্দে ক্বিরাআত পড়ে শুনাই। পক্ষান্তরে তিনি যেসব সলাতে নিঃশব্দে ক্বিরাআত পড়েছেন, আমরাও তাতে নিঃশব্দে ক্বিরাআত পড়ে থাকি।[৭৯৬]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٧٩٨ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، - وَهَذَا لَفْظُهُ - عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، - قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَأَبِي سَلَمَةَ ثُمَّ اتَّفَقَا - عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِنَا فَيَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الآيَةَ أَحْيَانًا وَكَانَ يُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الأُولَى مِنَ الظُّهْرِ وَيُقَصِّرُ الثَّانِيَةَ وَكَذَلِكَ فِي الصُّبْحِ .

– صحيح : ق .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً .

৭৯৮। আবূ ক্বাতাদাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করতেন। তিনি যুহর ও 'আসর সলাতের প্রথম দু' রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা ও অন্য দু'টি সূরাহ পাঠ করতেন। তিনি কোন কোন সময়ে আমাদেরকে শুনিয়ে আয়াত পড়তেন। তিনি যুহর সলাতের প্রথম রাক'আত কিছুটা দীর্ঘ করতেন এবং দ্বিতীয় রাক'আত সংক্ষেপ করতেন। তিনি ফাজ্‌র সলাতেও অনুরূপ করতেন।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

---

[৭৯৬] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ ফাজ্‌রের সলাতে ক্বিরাআত, হাঃ ৭৭২), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ প্রত্যেক রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব) উভয়ে 'আত্বা সূত্রে, এবং আহমাদ (২/২৮৫)।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, মুসাদ্দাদ তার বর্ণনাতে সূরাহ ফাতিহা ও অন্য সূরাহ **পাঠের** কথা উল্লেখ করেননি।[৭৯৭]

٧٩٩ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، بِبَعْضِ هَذَا وَزَادَ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . وَزَادَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مَا لاَ يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ .

- صحيح : ق .

৭৯৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ ক্বাতাদাহ্ (রহঃ) তাঁর পিতার সূত্রে পূর্বোক্ত **হাদীসের অনুরূপ** বর্ণনা করেন। তাতে এও রয়েছে ঃ নাবী ﷺ সলাতের শেষ দু' রাক'আতে **শুধু সূরাহ ফাতিহা পাঠ** করতেন। হাম্মামের বর্ণনায় আরো রয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয় রাক'আতের তুলনায় **প্রথম** রাক'আত কিছুটা দীর্ঘ করতেন। তিনি ফাজ্র ও 'আসর সলাতেও অনুরূপ করতেন।[৭৯৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٨٠٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الأُولَى .

- صحيح .

৮০০। 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ ক্বাতাদাহ্ (রহঃ) **থেকে তাঁর** পিতার সূত্রে বর্ণিত। **তিনি** বলেনঃ আমাদের ধারণা, নাবী ﷺ প্রথম রাক'আত হয়ত এজন্যই দীর্ঘ **করতেন যাতে লোকেরা** প্রথম রাক'আত থেকেই জামা'আতে শরীক হওয়ার সুযোগ পান।[৭৯৯]

সহীহ।

٨٠١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابٍ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ . قُلْنَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ .

- صحيح : خ .

---

[৭৯৭] মুসলিম (অধ্যায় ঃ যুহ্‌র ও 'আসর সলাতে ক্বিরাআত)।

[৭৯৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ শেষ দু' রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা পড়া, হাঃ ৭৭৬), মুসলিম (অধ্যায় ঃ যুহ্‌র ও 'আসর সলাতের ক্বিরাআত) সকলে হাম্মাম সূত্রে।

[৭৯৯] ইবনু খুযাইমাহ (১৫৮০), মা'মার সূত্রে এবং বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, হাঃ ৭৭৯) ইয়াহইয়া ইবনু কাসীর সূত্রে। তাতে 'আমরা দেখেছিলাম' কথাটি নেই।

৮০১। আবূ মা'মার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যুহর ও 'আসর সলাতে ক্বিরাআত পাঠ করতেন কি না এ বিষয়ে আমরা খাব্বাব -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, হ্যাঁ, (পাঠ করতেন)। আমরা তাঁকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা তা কিভাবে জানতেন (বা বুঝতেন)? তিনি বলেন, আমরা তাঁর দাড়ি আন্দোলিত হতে দেখে বুঝে ফেলতাম।[৮০১]

সহীহ ঃ বুখারী।

٨٠٢ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ وَقْعَ قَدَمٍ .

- ضعيف .

৮০২। 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ 'আওফা সূত্রে বর্ণিত। নাবী ﷺ যুহর সলাতের প্রথম রাক'আতে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, কারো (আগমনের) পদধ্বনি শোনা যেত না।[৮০২]

দুর্বল।

١٣٠- باب تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

অনুচ্ছেদ- ১৩০ ঃ শেষের দু' রাক'আত সংক্ষেপ করা

٨٠٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ قَدْ شَكَاكَ النَّاسُ فِي كُلِّ شَىْءٍ حَتَّى فِي الصَّلاَةِ . قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الأُولَيَيْنِ وَأَحْذِفُ فِي الأُخْرَيَيْنِ وَلاَ آلُو مَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ .

- صحيح : ق .

৮০৩। জাবির ইবনু সামুরাহ্ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার 'উমার সা'দ -কে বলেন, লোকেরা আপনার প্রতিটি বিষয়ে অভিযোগ করেছে, এমনকি আপনার সলাত সম্পর্কেও।

---

[৮০১] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ সলাতে ইমামের দিকে দেখা, হাঃ ৭৪৬), আহমাদ (৫/১০৯) আ'মাশ সূত্রে।

[৮০২] আহমাদ (৪/৩৫৬), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (২/৬৬)। 'আওনুল মা'বুদে আল্লামা শাসসুল হাক্ব 'আযীমাবাদী বলেন, হাদীসটির ব্যাপারে মুনযিরী ও আবূ দাউদ নীরব থেকেছেন। হাদীসের সানাদে অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছে।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, মুসাদ্দাদ তার বর্ণনাতে সূরাহ ফাতিহা ও অন্য সূরাহ পাঠের কথা উল্লেখ করেননি।[৭৯৭]

٧٩٩ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، وَأَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، بِبَعْضِ هَذَا وَزَادَ فِي الأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ . وَزَادَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مَا لاَ يُطَوِّلُ فِي الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ .

– صحيح : ق .

৭৯৯। 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ ক্বাতাদাহ্ (রহঃ) তাঁর পিতার সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের **অনুরূপ** বর্ণনা করেন। তাতে এও রয়েছে ঃ নাবী ﷺ সলাতের শেষ দু' রাক'আতে শুধু সূরাহ ফাতিহা পাঠ করতেন। হাম্মামের বর্ণনায় আরো রয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিতীয় রাক'আতের তুলনায় **প্রথম** রাক'আত কিছুটা দীর্ঘ করতেন। তিনি ফাজ্র ও 'আসর সলাতেও অনুরূপ করতেন।[৭৯৮]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٨٠٠ – حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ فَظَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يُدْرِكَ النَّاسُ الرَّكْعَةَ الأُولَى .

– صحيح .

৮০০। 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ ক্বাতাদাহ্ (রহঃ) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আমাদের ধারণা, নাবী ﷺ প্রথম রাক'আত হয়ত এজন্যই দীর্ঘ করতেন যাতে লোকেরা প্রথম রাক'আত থেকেই জামা'আতে শরীক হওয়ার সুযোগ পান।[৭৯৯]

সহীহ।

٨٠١ – حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، قَالَ قُلْنَا لِخَبَّابٍ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ . قُلْنَا بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ .

– صحيح : خ .

---

[৭৯৭] মুসলিম (অধ্যায় ঃ যুহ্র ও 'আসর সলাতে ক্বিরাআত)।

[৭৯৮] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ শেষ দু' রাক'আতে সুরাহ ফাতিহা পড়া, হাঃ ৭৭৬), মুসলিম (অধ্যায় ঃ যুহ্র ও 'আসর সলাতের ক্বিরাআত) সকলে হাম্মাম সূত্রে।

[৭৯৯] ইবনু খুযাইমাহ (১৫৮০), মা'মার সূত্রে এবং বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, হাঃ ৭৭৯) ইয়াহইয়া ইবনু কাসীর সূত্রে। তাতে 'আমরা দেখেছিলাম' কথাটি নেই।

সা'দ ﵁ বলেন, আমি সলাতের প্রথম দু' রাক'আতে ক্বিরাআত দীর্ঘ করি এবং শেষের দু' রাক'আতে কেবল সূরাহ ফাতিহা পাঠ করি। তিনি আরো বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে যেভাবে সলাত আদায় করেছি- তার কোন ব্যতিক্রম করিনি। 'উমার ﵁ বলেন, আপনার ব্যাপারে আমার ধারণাও তা-ই।[৮০৩]

সহীহ ঃ বুখরী ও মুসলিম।

٨٠٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، - يَعْنِي النُّفَيْلِيَّ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ حَزَرْنَا قِيَامَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلاَثِينَ آيَةً قَدْرَ { الم * تَنْزِيلُ } السَّجْدَةِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأُخْرَيَيْنِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ .

- **صحيح** : م .

৮০৪। আবূ সাঈদ আল-খুদরী ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যুহর ও 'আসর সলাতে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন, আমরা তা নির্ণয় করেছি। আমরা নির্ণয় করি যে, তিনি যুহর সলাতে প্রথম দু' রাক'আতে ত্রিশ আয়াত পড়ার পরিমাণ দাঁড়াতেন- যেমন সূরাহ "আলিফ লাম মীম আস্-সাজদাহ্" ইত্যাদি এবং শেষের দু' রাক'আতে তিনি প্রথম দু' রাক'আতের চেয়ে অর্ধেক পরিমাণ সময় দাঁড়াতেন। তিনি যুহরের শেষ দু' রাক'আতে যতক্ষণ দাঁড়াতেন 'আসরের প্রথম দু' রাক'আতেও ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। তিনি 'আসরের শেষ দু' রাক'আতে তার প্রথম দু' রাকআতে চেয়ে অর্ধেক পরিমাণ সময় দাঁড়াতেন।[৮০৪]

সহীহ ঃ মুসলিম।

---

[৮০৩] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ প্রথম দু' রাকা'আতে ক্বিরাআত দীর্ঘ করা এবং শেষ দু'রাক'আতে তা সংক্ষেপ করা, হাঃ ৭৭০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ যুহ্র ও 'আসর সলাতের ক্বিরাআত) উভয়ে শু'বাহ সূত্রে।

[৮০৪] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ যুহ্র ও 'আসর সলাতের ক্বিরাআত)।

١٣١ – باب قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ- ১৩১ ঃ যুহর ও 'আসর সলাতে ক্বিরাআতের পরিমাণ

٨٠٥ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ السُّوَرِ .

– حسن صحيح .

৮০৫। জাবির ইবনু সামুরাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ যুহর ও 'আসর সলাতে সূরাহ "ওয়াস-সামায়ি ওয়াত-ত্বারিক" এবং "ওয়াস-সামায়ি যাতিল-বুরূজ"-এর অনুরূপ সূরাহ পড়তেন।[৮০৫]

হাসান সহীহ।

٨٠٦ – حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَرَأَ بِنَحْوٍ مِنْ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} وَالْعَصْرَ كَذَلِكَ وَالصَّلَوَاتِ كَذَلِكَ إِلاَّ الصُّبْحَ فَإِنَّهُ كَانَ يُطِيلُهَا .

– صحيح : م .

৮০৬। জাবির ইবনু সামুরাহ ﷺ হতে। তিনি বলেন, সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ত, তখন রসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের সলাত আদায় করতেন এবং তাতে সূরাহ "ওয়াল-লাইলি ইযা ইয়াগশা"-এর অনুরূপ সূরাহ পড়তেন। তিনি 'আসর ও অন্যান্য সলাতেও অনুরূপ সূরাহ পড়তেন। তবে তিনি ফাজ্‌র সলাতে দীর্ঘ সূরাহ পড়তেন।[৮০৬]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٨٠٧ – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَهُشَيْمٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ فِي صَلاَةِ الظُّهْرِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ فَرَأَيْنَا أَنَّهُ قَرَأَ تَنْزِيلَ السَّجْدَةِ . قَالَ ابْنُ عِيسَى لَمْ يَذْكُرْ أُمَيَّةَ أَحَدٌ إِلاَّ مُعْتَمِرٌ .

– ضعيف : مشكاة ١٠٣١ .

---

৮০৫ **তিরমিযী** (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ যুহ্‌র ও 'আসর সলাতের ক্বিরাআত, হাঃ ৩০৭), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইফতিতাহ, অনুঃ 'আসর সলাতের প্রথম দু' রাক'আতে ক্বিরাআত পাঠ, হাঃ ৯৭৮) উভয়ে হাম্মাদ সূত্রে।

৮০৬ **মুসলিম** (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ সলাতের ক্বিরাআত), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইফতিতাহ, অনুঃ 'আসর সলাতের প্রথম দু' রাকা'আতে ক্বিরাআত পাঠ, হাঃ ৯৭৯) শু'বাহ সূত্রে।

৮০৭। ইবনু 'উমার ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ যুহর সলাতে (তিলাওয়াতে সাজদাহ্ পাঠ করে) সাজদাহ্ দিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর রুকু' করলেন। আমরা তাঁকে সূরাহ "তানযীল আস-সাজদাহ্" পাঠ করতে দেখেছি। ইবনু ঈসা বলেন, মু'তামির ছাড়া কেউই এ হাদীস উমাইয়্যাহ হতে বর্ণনা করেননি।[৮০৭]

দুর্বল ঃ মিশকাত ১০৩১।

٨٠٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَالِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي شَبَابٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَقُلْنَا لِشَابٍّ مِنَّا سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَقَالَ لاَ لاَ . فَقِيلَ لَهُ فَلَعَلَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي نَفْسِهِ . فَقَالَ خَمْشًا هَذِهِ شَرٌّ مِنَ الأُولَى كَانَ عَبْدًا مَأْمُورًا بَلَّغَ مَا أُرْسِلَ بِهِ وَمَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَىْءٍ إِلاَّ بِثَلاَثِ خِصَالٍ أَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ وَأَنْ لاَ نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ وَأَنْ لاَ نُنْزِيَ الْحِمَارَ عَلَى الْفَرَسِ .

- صحيح .

৮০৮। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উবাইদুল্লাহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি বনু হাশিমের কয়েকজন যুবকের সাথে ইবনু 'আব্বাস ﷺ-এর নিকট গেলাম। আমি আমাদের মধ্যকার এক যুবককে বললাম, ইবনু 'আব্বাস ﷺ-কে জিজ্ঞেস করুন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ যুহর ও 'আসর সলাতে ক্বিরাআত করতেন কি? ইবনু 'আব্বাস ﷺ বললেন, না, না। তাঁকে বলা হলো, তিনি ﷺ সম্ভবত মনে মনে পড়তেন। তিনি রেগে বললেন, মনে মনে পড়ার চেয়ে না পড়াই উত্তম। তিনি ﷺ ছিলেন আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশিত ব্যক্তি, তাঁর প্রতি অবতীর্ণ বিষয় তিনি অকপটে প্রচার করেছেন। আমরা তিনটি বিষয়ে অন্যদের চেয়ে ব্যতিক্রম। (তা হলো) আমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে উযু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমাদের জন্য সদাক্বাহ খাওয়া নিষেধ, এবং আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে গাধাকে ঘোড়ার সাথে সংগম করাতে।[৮০৮]

সহীহ।

٨٠٩- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ لاَ أَدْرِي أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَمْ لاَ .

- صحيح .

---

[৮০৭] আহমাদ (২/৮৩, হাঃ ৫৫৫৬) ইয়াযীদ ইবনু হারুন সূত্রে সুলায়মান হাদীসটি আবূ মিজলায হতে শুনেননি। তাদের দু' জনের মাঝে একজন অজ্ঞাত বর্ণনাকারীও রয়েছে। 'আওনুল মা'বুদে রয়েছে ঃ মুনযিরী হাদীসটির ব্যাপারে নীরব থেকেছেন। সানাদে সুলায়মানের শায়খ উমাইয়্যাহকে চেনা যায়নি। মিশকাতের তাহক্বীক্বে রয়েছেঃ সানাদে ইনকিতা হওয়ায় সানাদটি দুর্বল।

[৮০৮] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ঘোড়া, হাঃ ৩৫৮৩) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উবাইদ সূত্রে।

৮০৯। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ যুহর ও 'আসর সলাতে ক্বিরাআত করতেন কিনা আমি তা অবহিত নই।[৮০৯]

সহীহ।

١٣٢- باب قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ- ১৩২ ঃ মাগরিব সলাতে ক্বিরাআতের পরিমাণ

٨١٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ، سَمِعَتْهُ وَهُوَ، يَقْرَأُ { وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا } فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ لَقَدْ ذَكَّرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ .

– صحيح : ق .

৮১০। ইবনু 'আব্বাস ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার উম্মুল ফাদল বিনতুল হারিস ﷺ তাঁকে "ওয়াল মুরসালাতি 'উরফা" শীর্ষক সূরাহ পড়তে শুনে বললেন, হে বৎস! তুমি এ সূরাহ পাঠ করে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে যে, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে সর্বশেষ মাগরিব সলাতে এ সূরাহ পড়তে শুনেছি।[৮১০]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٨١١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِالطُّورِ فِي الْمَغْرِبِ .

– صحيح : ق .

৮১১। জুবাইর ইবনু মুত্ব'ইম হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাগরিবের সলাতে সূরাহ তূর পাঠ করতে শুনেছি।[৮১১]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٨١٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ قَالَ قُلْتُ مَا طُولَى

---

[৮০৯] আহমাদ (১/২৪৯) হুশাইম সূত্রে। আহমাদ শাকির বলেন, এর সানাদ সহীহ।

[৮১০] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ মাগরিবের ক্বিরাআত, হাঃ ৭৬৩), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ ফাজ্‌রের ক্বিরাআত) উভয়ে মালিক সূত্রে ইবনু শিহাব হতে।

[৮১১] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ মাগরিবের সলাতে উচ্চস্বরে ক্বিরাআত পাঠ, হাঃ ৭৬৫), মুসলিম (অধ্যায়ঃ সলাত, অনুঃ ফাজ্‌রের ক্বিরাআত) উভয়ে মালিক সূত্রে।

الطُّولَيَيْنِ قَالَ الأَعْرَافُ وَالأُخْرَى الأَنْعَامُ . قَالَ وَسَأَلْتُ أَنَا ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ فَقَالَ لِي مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ الْمَائِدَةُ وَالأَعْرَافُ .

– **صحيح** : خ مختصر .

৮১২। মারওয়ান ইবনুল হাকাম সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়িদ ইবনু সাবিত ﷺ আমাকে বললেন, আপনি মাগরিব সলাতে "কিসারে মুফাস্‌সাল" পাঠ করেন কেন? অথচ আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাগরিব সলাতে দু'টি লম্বা সূরাহ পড়তে শুনেছি। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ লম্বা সূরাহ দু'টি কি কি? তিনি বললেন, সূরাহ আল-আ'রাফ ও সূরাহ আল-আন'আম। (ইবনু জুরাইজ বলেন) এরপর আমি এ বিষয়ে ইবনু আবূ মুলায়কাহকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি নিজের পক্ষ হতে বললেন লম্বা সূরাহ দু'টি হচ্ছে সূরাহ আল-মায়িদাহ্ ও সূরাহ আল-আ'রাফ।[৮১২]

সহীহ ঃ বুখারী সংক্ষেপে।

١٣٣ – باب مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا

অনুচ্ছেদ- ১৩৩ ঃ মাগরিব সলাতে ক্বিরাআত সংক্ষেপ করা

٨١٣ – حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْمَغْرِبِ بِنَحْوِ مَا تَقْرَءُونَ { وَالْعَادِيَاتِ } وَنَحْوِهَا مِنَ السُّوَرِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ذَاكَ مَنْسُوخٌ وَهَذَا أَصَحُّ .

– صحيح مقطوع .

৮১৩। হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা মাগরিবের সলাতে তোমাদের মতই সূরাহ আল 'আদিয়াত ও অনুরূপ দীর্ঘ সূরাহ পড়তেন।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এ হাদীস প্রমাণ করে, মাগরিব সলাতে দীর্ঘ সূরাহ পাঠ রহিত হয়েছে গেছে। আর এটাই সহীহ।[৮১৩]

সহীহ মাক্বতূ'।

٨١٤ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ السَّرْخَسِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ قَالَ مَا مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَةٌ صَغِيرَةٌ وَلاَ كَبِيرَةٌ إِلاَّ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَؤُمُّ النَّاسَ بِهَا فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ .

– **ضعيف** .

---

[৮১২] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ মাগরিব সলাতের ক্বিরাআত, হাঃ ৭৬৪) সংক্ষেপে, নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইফতিতাহ, অনুঃ মাগরিব সলাতের ক্বিরাআত, হাঃ ৯৮৯)

[৮১৩] আবূ দাউদ।

৮১৪। 'আমর ইবনু শু'আইব হতে পর্যায়ক্রমে তাঁর পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে ফারয সলাতে ইমামতিকালে মুফাস্সালের ছোট-বড় সব সূরাহই পড়তে শুনেছি।[৮১৪]

দুর্বল।

٨١٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ ابْنِ مَسْعُودٍ الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ بِـ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } .

– ضعيف .

৮১৫। আবূ 'উসমান আন-নাহ্দী সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার তিনি ইবনু মাসঊদ ﷺ-এর পিছনে মাগরিবের সলাত আদায় করেন। তিনি সূরাহ ইখলাস পাঠ করেন।[৮১৫]

দুর্বল।

١٣٤- باب الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِي الرَّكْعَتَيْنِ

অনুচ্ছেদ- ১৩৪ ঃ উভয় রাক'আতে একই সূরাহ পাঠ প্রসঙ্গে

٨١٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ جُهَيْنَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ {إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ} فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَلاَ أَدْرِي أَنَسِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا .

– حسن .

৮১৬। মু'আয ইবনু 'আবদুল্লাহ আল-জুহানী সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুহায়নাহ গোত্রের এক ব্যক্তি তাঁকে অবহিত করেন যে, তিনি নাবী ﷺ-কে ফাজ্র সলাতে উভয় রাক'আতে "ইজা যুলযিলাতিল আরদ্বু" পাঠ করতে শুনেছেন। তিনি আরো বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ ভুলবশতঃ এরূপ করেছিলেন না ইচ্ছাকৃতভাবে, তা আমি অবহিত নই।[৮১৬]

হাসান।

---

[৮১৪] বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (২/৩৮৮) ওহাব ইবনু জারীর সূত্রে। তাবরীযী 'মিশকাতুল মাসাবীহ' (হাঃ (৮৬৬)। উল্লেখ্য সূরাহ হুজুরাত হতে কুরআন মাজীদেরর সর্বশেষ সূরাহ পর্যন্ত- সূরাহগুলোকে মুফাসসাল বলা হয়।

[৮১৫] সম্ভবত এর দোষ হচ্ছে সানাদের নায্যার ইবনু 'আম্মার, হাফিয 'আত-তাক্বরীব গ্রন্থে বলেন, তিনি মাক্ববূল, এবং তিনি ইবনু 'আব্বাস সূত্রে হাদীস মুরসাল করেন।

[৮১৬] আবূ দাউদ এটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

١٣٥- باب الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ

অনুচ্ছেদ- ১৩৫ ঃ ফাজ্র সলাতের ক্বিরাআত

٨١٧- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، - يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَصْبَغَ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ كَأَنِّي أَسْمَعُ صَوْتَ النَّبِيِّ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ {فَلاَ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ * الْجَوَارِ الْكُنَّسِ} .

- صحيح : م .

৮১৭। 'আমর ইবনু হুরাইস রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফাজ্‌রের সলাতে "ফালাউক্বসিমু বিল খুন্নাস, আল জাওয়ারিল কুন্নাস" সূরাহ (তাকবীর) পাঠ করার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।[৮১৭]

সহীহ ঃ মুসলিম।

١٣٦- باب مَنْ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي صَلاَتِهِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অনুচ্ছেদ- ১৩৬ ঃ সলাতে কেউ সূরাহ ফাতিহা পড়া ছেড়ে দিলে

٨١٨- حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ .

- صحيح .

৮১৮। আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাঃ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমরা যেন সলাতে সূরাহ ফাতিহা এবং তার সাথে কুরআন থেকে সহজপাঠ্য কোন আয়াত পড়ি।[৮১৮]

সহীহ।

٨١٩- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَيْمُونٍ الْبَصْرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اخْرُجْ فَنَادِ فِي الْمَدِينَةِ أَنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقُرْآنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ " .

- منكر .

---

[৮১৭] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ ফাজ্‌র সলাতের ক্বিরাআত, হাঃ ৮১৭) ইসমাঈল ইবনু আবূ খালিদ সূত্রে।

[৮১৮] ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, হাঃ ৮৩৯) 'আয-যাওয়ায়িদ' গ্রন্থে রয়েছে ঃ দুর্বল, এর সানাদের আবূ সুফয়ান সা'দী সম্পর্কে ইবনু 'আবদুল বার বলেন, তার দুর্বলতার ব্যাপারে সকলে একমত। কিন্তু আবূ সুফয়ানের অনুসরণ (তাবে') করেছেন ক্বাতাদাহ' যেমন তা বর্ণনা করেছেন ইবনু হিব্বান তার সহীহ গ্রন্থে।

৮১৯। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন ঃ তুমি মাদীনাহ্র রাস্তায় বের হয়ে ঘোষণা কর যে, কুরআন পাঠ ছাড়া সলাত হয় না; অন্তত সূরাহ ফাতিহা এবং তার সাথে অন্য (সূরাহ বা আয়াত) অবশ্যই মিলাবে।[৮১৯]

মুনকার।

٨٢٠- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أُنَادِيَ أَنَّهُ لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ .

- صحيح .

৮২০। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে আদেশ করেন যে, আমি যেন ঘোষণা করি, সূরাহ ফাতিহা এবং তার সাথে অন্য (সূরাহ বা আয়াত) না মিলালে সলাতই হবে না।[৮২০]

সহীহ।

---

[৮১৯] ইবনু হিব্বান (হাঃ ৪৫৩), হাকিম (১/২৩৯), দারাকুত্নী (১/৩২১), বায়হাক্বী (২/৩৭) সকলেই জা'ফর সূত্রে। ইমাম হাকিম বলেন, হাদীসটি সহীহ, এতে কোন দোষ নেই। জা'ফর ইবনু মামুন বাসরার নির্ভরযোগ্যদের অন্যতম, আর ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ কেবল নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের সূত্রেই বর্ণনা করেন। ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। আল্লামা শামসুল হাক্ব 'আযীমাবাদী 'আওনুল মা'বুদ' গ্রন্থে বলেন ঃ সানাদে জা'ফার ইবনু মায়মূন নির্ভরযোগ্য নন। যেমন ইমাম নাসায়ী বলেছেন। ইমাম আহমাদ বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় শক্তিশালী নন। ইবনু 'আদী বলেন, তার হাদীস দুর্বলদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হয়।

[৮২০] আহমাদ (২/২৪২৮), হাকিম (১/২৩৯) ইয়াহইয়া সূত্রে। ইমাম হাকিম একে সহীহ বলেছেন এবং ইমাম যাহাবী তার সাথে একমত পোষণ করেছেন। এর সানাদ সহীহ।

'লা সলাতা' এর মধ্যে 'লা' কালেমার সঠিক অর্থ ঃ কতিপয় লোক বলে থাকেন, 'হাদীসে 'লা সলাতা ইল্লা বি ফাতিহাতিল কিতাব' বা "সূরাহ ফাতিহা ছাড়া সলাত হয় না" অর্থ পূর্ণভাবে হয় না। যেমন অন্য হাদীসে রয়েছে, লা ঈমা-না লিমান লা আমা-নাতা লাহু, ওয়ালা দীনা লিমান লা 'আহদা লাহু' অর্থ ঃ 'ঐ ব্যক্তির ঈমান নেই যার আমানাত নেই এবং ঐ ব্যক্তির দ্বীন নেই যার ওয়াদা ঠিক নেই'। এর অর্থ ঐ ব্যক্তির ঈমান পূর্ণ নয় ববং ক্রটিপূর্ণ। অর্থাৎ হাদীসে বর্ণিত 'লা' শব্দটি নাফিয়ে কামালের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

এর জবাব কয়েকভাবে দেয়া যায় ঃ

১। হাফিয সাইয়্যিদ আহমাদ হাসান দেহলবী (রহঃ) তাঁর 'আহসানুত তাফসীর' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'লা সলাতা' এর মধ্যে 'লা' কালেমা লায়ে নাফি জিন্সের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর এর গঠনকারী একে জিন্স ও যাতের জন্যই গঠন করেছে, নাফি কামালের জন্য নয়। যেমন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর মধ্যে লা কালেমাটি লায়ে নাফি জিন্সের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এটাই হলো এর প্রকৃত অর্থ। সুতরাং হাক্বীক্বী (প্রকৃত) অর্থ বাদ দিয়ে কামালের (মাজাযী তথা রূপক) অর্থ গ্রহণ করা কখনোই বৈধ হবে না। কারণ মাজাযী অর্থ ঐ স্থানে গ্রহণ করা হয়, যেখানে হাক্বীক্বী অর্থ নেয়া সম্ভব হয় না। আর সিফাতের নাফি ঐ স্থানে গ্রহণ করা হয় যেখানে যাতকে অস্বীকার করা অসম্ভব হয়। সুতরাং লা সলাতা' এর মধ্যে 'লা' যাতে সলাতে দিকে রুজু হবে। কারণ এখানে যাতে সলাতকে অস্বীকার করা সম্ভব রয়েছে। অর যদিও কিছু ক্ষণের জন্য মেনে নেওয়া যায় যে, যাতের অস্বীকার সম্ভব নয়, তবুও নাফিটা বিশুদ্ধতার দিকে রুজু হবে, কামালের দিক হবে না। কারণ বিশুদ্ধতার নাফি ও কামালের নাফি যদিও দুটিই মাজাযীর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু বিশুদ্ধতার নাফিটা হাক্বীক্বীর নিকটতম। আর হাক্বীক্বী অর্থ অসম্ভব হলে দুইটি মাজাযী হতে নিকটতম অর্থটি গ্রহণ করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লামা

٨٢١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ، مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ صَلَّى صَلاَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا

আলুসী বাগদাদী হানাফী 'রুহুল মাআনী' (৯/৩১০) গ্রন্থে লিখেছেন ঃ হাক্বীক্বী অর্থ গ্রহণ করা অসম্ভব হলে নিকটতম মাজায়ী অর্থ গ্রহণ করা ওয়াজিব।

ইমাম শাওকানী নায়লুল আওত্বার গ্রন্থে লিখেছেন ঃ উক্ত হাদীস এই কথার পরিস্কার দলীল যে, সূরাহ ফাতিহা ছাড়া সলাত হয় না। এটাই ইমাম মালিক, শাফিই, সমস্ত সহাবায়ি কিরাম, তাবেঈনে এজামগণের এবং তাদের পরবর্তী 'আলিমগণের অভিমতঅ কারণ এই যে, লা সলাতার মধ্যে 'লা' নাফি যাত ও জিন্সের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আর যদি নাফি যাতে অর্থ করা সম্ভব নাও হয়, তবে যে বস্তু যাতের নিকটতম হয়, সেটাই গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।আর ওটা সিহ্হাতের (বিশুদ্ধতার) নাফি, কামালের (পরিপূর্ণতার) নাফি নয়। কারণ 'সিহ্হাত' শব্দটি মাজাযী হতে অতি নিকটতম, আর কামাল দুটো থেকেই দূরে। আর নাফির দুই মাজাযীর নিকটতমকে গ্রহণ করা ওয়াজিব। আর উক্ত হাদীসে যাতের নাফি অবশ্যম্ভাবী এবং দৃঢ়।

হাফিয ইবনু হাজার 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ সলাত শব্দে শারঈ অর্থ বুঝানো হয়েছে, আভিধানিক অর্থ নয়। অতঃপর তিনি 'লা' নাফিয়ে কামালের বিরোধীতা করেন এবং নাফিয়ে 'আজযা'কে দুই মাজাযীর নিকটতম বলে সাব্যস্ত করেন এবং এর অনুকরণে কয়েকটি রিওয়ায়াত বর্ণনা করেন। (দেখুন, ফাতহুল বারী, ৩/৪১৪)

ইমাম নাববী (রহঃ) বলেন ঃ হানাটী ভাইদের উক্ত হাদীসের ভিতরে কামালের তায়াবিল (ব্যাখ্যা) করা প্রকাশ্য হাদীসের বিপরীত। কারণ আবূ হুরাইরাহ সূত্রে বিশুদ্ধ সানাদে বর্ণিত হাদীসে পরিস্কার শব্দ রয়েছে যে, সূরাহ ফাতিহা ছাড়া সমস্ত সলাতই অকর্মণ্য ও বরবাদ হয়ে যায়। (দেখুন, শারাহ সহীহ মুসলিম)

২। কুতুবে সিত্তাহ সহ প্রায় সকল হাদীস গ্রন্থে উপরোক্ত প্রসিদ্ধ হাদীসটি একই বর্ণনাকারী 'উবাদাহ ইবনু সামিত (রাঃ) সূত্রে দারাকুতনীতে সহীহ সানাদে বর্ণিত হয়েছে এভাবে ঃ

(لا تجزيء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب).

"ঐ সলাত যথেষ্ট নয়, যার মধ্যে মুসল্লী সূরাহ ফাতিহা পাঠ করে না।"

হাদীসটিকে মোল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী, 'আবদুল হাই লাখনৌভী হানাফী ও ইমাম নাববী (রহঃ) সহ বহু বিদ্বান সহীহ আখ্যায়িত করেছেন। এতে প্রমাণিত হলো উক্ত হাদীসে 'সলাত হবে না' অর্থ 'সলাত সিদ্ধ হবে না'। অনুরূপভাবে মুসনাদ আহমাদে (হাঃ ২০৬১৯) বর্ণিত হয়েছে ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

(لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب).

"যে সলাতে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা হয় না ঐ সলাত ক্ববুল হয় না।"

আহমাদ শাকির বলেন ঃ 'এর সানাদ সহীহ। সানাদের ব্যক্তিগণ বিশ্বস্ত, প্রসিদ্ধ এবং হাদীসটিও খুবই প্রসিদ্ধ।' এক্ষণে 'লা সলাতা' বা 'সলাত হয় না' এর অর্থ যখন স্বয়ং রসূলুল্লাহ ﷺ 'সলাত যথেষ্ট হবে না' ও 'সলাত ক্ববূল হবে না' বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তখন সেখানে কারো নিজস্ব ব্যাখ্যার কোন অবকাশ নেই। তাই কারোর পক্ষ হতে 'সলাত তো হয়ে যায়, তবে পূর্ণ হয় না' এরূপ উক্তি করা হটকারীতা, চরম অন্যায় ও নাবী ﷺ-এর প্রকাশ্য হাদীসকে বিকৃত করার নামান্তর।

৩। অপূর্ণাঙ্গ ও ত্রুটিপূর্ণ সলাত প্রকৃত অর্থে কোন সলাত নয়। তাই সূরাহ ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ ইবাদাত সলাতকে পরিপূর্ণ করে নেয়ার মধ্যেই কল্যাণ নিহীত আছে। য়া সবার কাছেই স্পষ্ট। সুতরাং কোন তর্ক যুক্তি পরিহার করে সূরাহ ফাতিহা পাঠের মাধ্যমে ত্রুটিমুক্ত সলাত আদায়ে অসুবিধা কোথায়?

بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ " . قَالَ فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنِّي أَكُونُ أَحْيَانًا وَرَاءَ الإِمَامِ . قَالَ فَغَمَزَ ذِرَاعِي وَقَالَ اقْرَأْ بِهَا يَا فَارِسِيُّ فِي نَفْسِكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اقْرَءُوا يَقُولُ الْعَبْدُ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمِدَنِي عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ { الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَثْنَى عَلَىَّ عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ { مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ } يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَجَّدَنِي عَبْدِي يَقُولُ الْعَبْدُ {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} يَقُولُ اللَّهُ وَهَذِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ يَقُولُ الْعَبْدُ {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ } يَقُولُ اللَّهُ فَهَؤُلاَءِ لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ " .

- صحيح : م .

৮২১। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সলাত আদায় করল, যার মধ্যে 'কুরআনের মা' অর্থাৎ সরাহ ফাতিহা পাঠ করল না, তার ঐ সলাত ক্রুটিপূর্ণ, তার সলাত ক্রুটিপূর্ণ, তার সলাত ক্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি যখন ইমামের পিছনে থাকি, তখন কিভাবে পড়ব? তিনি আমার বাহু চাপ দিয়ে বললেন, হে ফারসী! তুমি মনে মনে পাঠ করবে। কেননা আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ মহান আল্লাহ বলেন, আমি সলাতকে (অর্থাৎ সূরাহ ফাতিহাকে) আমার ও আমার বান্দাহ'র মধ্যে দু' ভাগ করে নিয়েছি। যার এক ভাগ আমার জন্য, আরেক ভাগ আমার বান্দাহ'র জন্য এবং আমার বান্দাহ আমার কাছে যা চায়, তাকে তাই দেয়া হয়।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ তোমরা সূরাহ ফাতিহা পাঠ কর। বান্দাহ যখন বলে, "আল হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন"- তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করেছে। অতঃপর বান্দাহ যখন বলে, "আর-রহমানির রহীম"- তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহ আমার গুণগান করেছে। বান্দাহ যখন বলে, "মালিকি ইয়াওমিদ্দীন"- তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাহ আমাকে সম্মান প্রদর্শন করেছে। অতঃপর বান্দাহ যখন বলে, "ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন"- তখন আল্লাহ বলেন, এটা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে সীমিত এবং আমার বান্দাহ যা প্রার্থনা করেছে- তাই তাকে দেয়া হবে। অতঃপর বান্দাহ যখন বলে, "ইহদিনাস সিরাত্বাল মুস্তাকীম, সীরাতালাযীনা আন'আমতা 'আলাইহিম, গাইরিল মাগদূবি 'আলাইহিম

ওয়ালাদ্দালীন”- তখন আলল্লাহ বলেন, এর সবই আমার বান্দাহ’র জন্য আমার বান্দাহ আমার কাছে যা চেয়েছে, তাকে তাই দেয়া হবে।[৮২১]

সহীহ ঃ মুসলিম।

[৮২১] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব), তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সুরাহ ফাতিহার তাফসীর, হাঃ ২৯৫৩), নাসায়ী (অধ্যায় ইফতিতাহ, হাঃ ৯০৮), ইবনু মাজাহ সংক্ষেপে (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ ইমামের পেছনে ক্বিরাআত পাঠ, হাঃ ৮৩৮) সকলে 'আলা সূত্রে।

খিদাজ শব্দের অর্থ ঃ

১। ইমাম খাত্তাবী বলেন ঃ খিদাজ মানে হচ্ছে নাক্বিস, ফাসিদ ও বাতিল। আরবরা এই খিদাজ শব্দ ঐ সময় ব্যবহার করেন যখন উটনী তার পেটের বাচ্চা ঐ অবস্থায় ফেলে দেয় যখন তা রক্তের পিণ্ড থাকে মাত্র, পূর্ণ বাচ্চা জন্ম হয় না। এখান থেকেই খিদাজ শব্দ নেয়া হয়েছে। (দেখুন, মা'আলিমুস সুনান, ১/৩৮৮)

২। ইমাম বায়হাক্বী বলেন ঃ খিদাজ অর্থ হচ্ছে এমন ক্ষতি, যে ক্ষতির কারণে সলাত নাজায়িয হয়ে যায়। (দেখুন, কিতাবুল ক্বিরাআত, পৃষ্ঠা ২০)

৩। শায়খ 'আবদুল ক্বাদির জিলানী বলেন ঃ সলাতে সূরাহ ফাতিহা পড়া ফারয ও রুকন। সূরাহ ফাতিহা না পড়লে সলাত বাতিল হয়ে যায়। (দেখুন, গুনিয়াতুত ত্বালিবীন, পৃষ্ঠা ৫৩)

৪। ইবনু 'আবদুল বার বলেন ঃ খিদাস হচ্ছে নুক্বসান, ফাসাদ। সেজন্যই আরবের লোকেরা 'উটনীর খিদাস বাচ্চা' কথাটা তখন বলে থাকেন যখন উটনী বাচ্চা পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই গর্ভপাত করেন (অর্থাৎ অকালে ঝরে যাওয়া বাচ্চাকে যেমন বাচ্চা বলা যায় না তেমন সূরাহ ফাতিহা না পড়লে সে সলাতকেও সলাত বলা যায় না)। (দেখুন, ইসতিজকার)

৫। ইমাম ইবনু খুযাইমাহ বলেন 'খিদাজ' বা ত্রুটিপূর্ণ এর ব্যাখ্যায় স্বীয় সহীহ গ্রন্থে সলাত অধ্যায়ে ৯৫ নং অনুচ্ছেদ রচনা করেন এভাবে ঃ 'ঐ খিদাজ এর আলোচনা যে সম্পর্কে অত্র হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ হুঁশিয়ার করেছেন যে, ঐ ত্রুটি থাকলে সলাত যথেষ্ট হবে না। কেননা ত্রুটি দু' প্রকারের। এক- যা থাকলে সলাত যথেষ্ট হয় না। দুই- যা থাকলেও সলাত সিদ্ধ হয়। পুনরায় পড়তে হয় না। এই ত্রুটি হলে সাজদাহ্ সাহু দিতে হয় না। অথচ সলাত সিদ্ধ হয়ে যায়।' অতঃপর তিনি আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণিত রসূলুল্লাহ ﷺ এর হাদীস উদ্ধৃত করেন ঃ "ঐ সলাত যথেষ্ট নয়, যার মধ্যে মুসল্লী সূরাহ ফাতিহা পাঠ করে না।" (সহীহ ইবনু খুযাইমাহ)।

৬। ইমাম বুখারী লিখেছেন ঃ আবূ 'উবাইদ (রহঃ), যিনি লুগাত শাস্ত্রে ইমাম এবং আরবদের পরিভাষায় পারদর্শী, তিনি বলেছেনঃ যখন উটনী অসম্পূর্ণ মৃত বাচ্চা ফেলে দেয় যা মানুষের কোন উপকারে আসে না, তখন আরবগণ 'খিদাজ' শব্দ ব্যবহার করে থাকেন- (কিতাবুল ক্বিরাআত)। আল্লামা ইবনু মুরতাজা যুবাইদী হানাফীও 'ক্বামুসের শারাহত অনুরূপ লিখেছেন। আল্লামা ইবনু মানজুর 'লিসানুল আরব' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'প্রত্যেক খুর বিশিষ্ট প্রানী যখন তার গর্ভশয় পূরণ হওয়ার পূর্বেই প্রসব করে দেয় তখন তাকে খিদাজ বলে।'

৭। আল্লামা জাহরুল্লাহ যামাখশারী বলেন ঃ যদি কোন অঙ্গ যেমন হাত ইত্যাদি কাটা পড়ে তাকে ও খিদাজ বলা হয়। অনুরূপভাবে যে সলাতে কোন অঙ্গ বা অংশ অসম্পূর্ণ আছে তাকে খিদাজ বলা হয়।

৮। আল্লামা যুরকানী বলেন ঃ আবূ হুরাইরাহর খিদাজ শব্দ বিশিষ্ট এই হাদীসটি সলাতে সূরাহ ফাতিহা ওয়াজিব হওয়ার জন্য মজবুত দলীল। (মুয়াত্তার শারাহ ১/১৫৯)

৯। আল্লামা 'আবদুর রউফ মুনাদী স্বীয় গ্রন্থ জামিউস সাগীরে লিখেছেন ঃ 'খিদাজ অর্থ নুক্বসান বিশিষ্ট।' অনুরূপভাবে আল্লামা 'আযীযীও জামিউস সাগীরের শারাহ গ্রন্থে লিখেছেন ঃ খিদাজ বলতে যাতি নুক্বসানকে বুঝানো হয়েছে, যাতে সলাত একেবারেই খারাপ ও পঙ্গু হয়ে যায়।

১০। হাফিয সাইয়্যিদ আহমাদ হাসান দেহলবী লিখেছেন ঃ উপরোক্ত হাদীসে নাবী ﷺ ফাতিহা বিহীন সলাতকে খিদাজ বলেছেন। খিদাজ বলা হয় নুক্বসানকে। নুক্বসানের দুটি প্রকার আছে। ১. নুক্বসানে যাতি ২. নুক্বসানে সিফাতি। নুক্বসানে যাতি হচ্ছে, যা কোন রুকুন বা অংশের অনুপস্থিতিতে বা অভাবে হয়ে থাকে। আর

নুক্বসানে সিফাতি হচ্ছে, যা কোন বস্তুর বিশ্লেষনের বা গুনোর অভাবে হয়। আর এখানে নুক্বসানে যাতিই বুঝানো হয়েছে, সিফাতি নয়। সূরাহ ফাতিহা পাঠসলাতের অন্যতম রুকন। তাই কতিপয় লোক কতৃর্ক একে নুক্বসানে সিফাতি ধরে নেয়া একবারেই ভুল এবং পূর্ববর্তী 'আলিমগণের সারাসরি বিরোধী। (আহসানুত তাফসীর)

১১। তাফসীরে ফাতহুল বায়ানে রয়েছে ঃ 'নিশ্চয় নাক্বিস সলাত এমন ক্ষতি, যে ক্ষতি সলাতে করলে প্রকৃতপক্ষে সেই সলাতকে সলাতই বলা যায় না।' খিদাজ শব্দের অর্থ যে নাক্বিস, ফাসিদ ও বাতিল। এর আরো প্রমাণ দেখুন তাফসীরে কুরতুবী, ১/১২৩, শারাহ যুরক্বানী, ১/১৭৫, তানভিরুল হাওয়ালিক, ১/১০৬, নায়লুল আওত্বার, ২/২১৪, লিসানুল আরব, ২/৭২-৭৩, এবং অন্যান্য)

কতিপয় লোক বলে থাকেন ঃ 'খিদাজ অর্থ অপূর্ণ। অর্থাৎ সলাত হবে কিন্তু কিছুটা ত্রুটি থাকবে।' কিন্তু এটা কি আদৌ ঠিক হবে? সূরাহ ফাতিহাটা পড়ে নিয়ে ঐ ত্রুটিটা সেরে নিলে অসুবিধা কোথায়? লোকেরা ত্রুটিপূর্ণভাবে সলাত আদায় করবে, আর সেই সলাত ক্ববূল হবে কিনা সেই সন্দেহও থাকবে, এরূপ সলাত আদায়ে সার্থকতা আছে কি? সুতরাং খিদাজের এরূপ অর্থ করলেও ফাতিহা বিহীন সলাতের কোন মূল্য থাকছে না। তবে খিদাজের সঠিক অর্থ সেটাই যা মুহাদ্দিসীনে কিরাম, মুফাসসির ও অভিধানবিদগণ করেছেন। অর্থাৎ নুক্বসান, ফাসিদ ও বাতিল।

মনে মনে পাঠ করা ঃ কতিপয় লোক বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে অন্তরে অন্তরে চিন্তা করা, জিহবা দ্বারা পাঠ করা নয়। কিন্তু এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। বরং আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বুঝিয়েছেন জিহবা দ্বারা আস্তে আস্তে নিঃশব্দে পড়া। আর এটাই সঠিক। মনে মনে চিন্তা করার সাথে জিহবার কোন সম্পর্ক নেই কিন্তু মনে মনে বা চুপি চুপি পাঠ করার সাথে জিহবার সম্পর্ক আছে। হিদায়া (১/৯৮) গ্রন্থে রয়েছে ঃ 'ক্বিরাআত হচ্ছে জিহবার কাজ।' আর আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) কিন্তু এখানে মনে মনে ক্বিরাআত তথা পড়তে বলেছেন, চিন্তা বা ধেয়ান করতে বলেননি। সেজন্যই এর অর্থ করতে গিয়ে ঃ

১। ইমাম বায়হাক্বী বলেন ঃ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ এর অর্থ হচ্ছে জিহবা দ্বারা আস্তে আস্তে পড়া, উচ্চস্বরে না পড়া। (দেখুন, কিতাবুল ক্বিরাআত, পৃষ্ঠা ১৭)

২। ইমাম নাববী বলেন ঃ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ এর অর্থ হচ্ছে তুমি ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা নিঃশব্দে জিহবা দ্বারা পাঠ করো, এমনভাবে পাঠ করো যেন তুমি নিজে নিজে শুনতে পাও। (দেখুন, সহীহ মুসলিম শারাহ নাববী, ১/১৭০)

৩। আল্লামা যুরক্বানী বলেন ঃ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ এর অর্থ হচ্ছে শব্দের সঙ্গে জিহবার হরকত করা। যদিও নিজ কান পর্যন্ত শব্দটা না আসে। (দেখুন, যুরক্বানী, ১/১৭৬)

৪। আল্লামা শাওকানী বলেন ঃ اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ এর অর্থ হচ্ছে সূরাহ ফাতিহা চুপি চুপি পাঠ করো, যেন তুমি তোমার অন্তরকে শুনাতে পারো। (দেখুন, নায়লুল আওত্বার, ২/২০৭)

৫। মোল্লা 'আলী ক্বারী হানাফী বলেন ঃ এর অর্থ হচ্ছে চুপি চুপি পাঠ করা, উচ্চস্বরে নয়। (দেখুন, মিরকাত, ১/৫২০)

৬। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশমিরী হানাফী বলেন ঃ যেসব মুদার্‌রিস اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكَ "তুমি মনে মনে পাঠ করো"-এর থেকে চিন্তা ও মনোযোগ অর্থ নিয়েছেন, তাদের ঐ অর্থ নেওয়া আভিধানিক মতে ঠিক হয়নি। কারণ মনে মনে ক্বিরাআত করার অর্থ কোথাও চিন্তা বা মনোযোগ করা প্রমাণিত হয়নি। (দেখুন, আরফুশ শাজী, পৃষ্ঠা ১৭)

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-এর উক্তি কি তাঁরই বর্ণিত অপর হাদীসের বিপরীত ? ঃ কতিপয় লোক এ ধরনের অহেতুক উক্তি করে থাকেন এবং এর প্রমাণ হিসেবে বলেন ঃ মুসলিম ও নাসায়ীতে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "ইমামের ক্বিরাআতকালে তোমরা চুপ থাকবে।"

এর জবার কয়েকভাবে দেয়া হলো ঃ

১। প্রথমতঃ নাসায়ীর হাদীসটি সহীহ নয়। হাদীসটির সানাদে মুহাম্মাদ ইবনু 'আজলান এবং আবূ খালিদ আহমার দু'জনেই দুর্বল বর্ণনাকারী- (তাক্বরীবুত তাহযবি)। ইমাম আবূ দাউদও হাদীসটি ঐ সূত্রে বর্ণনা করার

পর বলেছেন ঃ আমাদের নিকট হাদীসটি সুরক্ষিত নয়। এটি বর্ণনাকারীর আবূ খালিদের একটি সন্দেহযুক্ত বা ভ্রান্ত কথা।

২। হাদীসটি মুসলিমে বর্ণিত হয়নি। তবে হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম মুসলিমের সঙ্গে তার লিখকের কথাবার্তা হয়েছিল। তা হচ্ছে এই ঃ লিখক বললেন, ইমাম যখন ক্বিরাআত করবে তখন মুক্তাদীরা পড়বে না- কথাটি কি সহীহ? ইমাম মুসলিম বললেন, আমার নিকট সহীহ অথর্অৎ সবার নিকট নয়। এক পর্যায়ে লিখক বললেন, আপনার নিকট সহীহ হলে হাদীসটি আপনি আপনার কিতাব সহীহ মুসলিমে আনছেন না কেন? তখন ইমাম মুসলিম বললেন, হাদীসটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সকলে যেহেতু একমত নন, তখন আমি আমার কিতাবে তা উঠাতে চাই না। কারণ আমার কিতাবে ঐসব হাদীস স্থান দিয়েছি,যেগুলো সহীহ হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। (দেখুন, মুসলিম ১/১৭৪)

৩। হাদীসটি ক্বিরাআতের কথা 'আম' ভাবে এসেছে। কিন্তু মুক্তাদীর সূরাহ ফাতিহা পাঠের কথা 'খাস' ভাবে বিভিন্ন সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এ হাদীস সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত অন্য সূরাহ ক্বিরাআতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৪। বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআতে এসেছে, নাবী ﷺ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করে না তার সলাত হয় না।" বর্ণনাটির বর্ধিত অংশও সহীহ। সুতরাং নাবী ﷺ ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়তে বলেছেন, আর আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) কিভাবে পড়তে হবে তার ধরণটা শুধু উল্লেখ করেছেন ঃ চুপি চুপি পড়বে, উচ্চস্বরে নয়। সুতরাং আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) মোটেই হাদীসের পরিপন্থি কাজ করেননি। না তার নিজ বর্ণিত হাদীসের, আর না অন্যান্য সহাবয়ি কিরাম বর্ণিত হাদীস ও আসারসমূহের। যা অতি স্পষ্ট ব্যাপার।

ইমাম বুখারী বলেন ঃ মুক্তাদী যখন ইমামের সাক্তার (নীরবতার) সময় পাঠ করবে তখন "ইমামের ক্বিরাআতকালে তোমরা চুপ থাক" কথাটার বিপরীত হয় না। তা এজন্যই যে, মুক্তাদী ইমামের সাক্তার সময় পাঠ করছে এবং ইমামযখন পড়তে তখন মুক্তাদী চুপ থাকছে। (দেখুন, বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত, এবং বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত)

ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ (ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠের ব্যাপারে) হাদীস সম্রাটগণ এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন যে, ইমামের পড়াকালে মুক্তাদীরা পড়বে না, কিন্তু ইমাম যখন চুপ থাকবেন (সাক্তা করবেন) তখন মুক্তাদীরা পড়ে নিবে। (দেখুন, জামি' আত-তিরমযী)

ইমাম বায়হাক্বী বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনুল 'আস ক্বিরাআত পড়তেন ঐ সময় যখন রসূলুল্লাহ ﷺ সাক্তা করতেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ যখন পড়তেন তিনি তখন নীরব থাকতেন। এরপর রসূলুর্লাহ ﷺ যখন আবার নীরব থাকতেন তখন তিনি আবার পড়তেন। (দেখুন, বায়হাক্বীর কিতুল ক্বিরাআত, পৃষ্ঠা ৬৮, ইমাম বায়হাক্বী বলেন, 'আমর ইবনু শুআইবের তার পিতা হতে দাদার সূত্রের এই হাদীসের সকল সাক্ষ্যদাতাগণ বিশস্ত)

ইমাম বায়হাক্বী আরো বলেন ঃ সহাবায়ি কিরামগণ সকলেই রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে (সূরাহ ফাতিহা) ক্বিরাআত করতেনতখন, যখন রসূলুল্লাহ ﷺ চুপ থাকতেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ যখন ক্বিরাআত করতেন তখন সবাবায়ি কিরামগণ চুপ থাকতেন। এরপর আবার যখন রসূলুল্লাহ ﷺ চুপ থাকতেন, তখন আবার সহাবায়ি কিরামগণ পড়তেন। (দেখুন, বায়হাক্বীর কিতুল ক্বিরাআত, পৃষ্ঠা ৬৯)

মাসআলাহ ঃ সলাতে প্রত্যেক মুসল্লীর সূরাহ ফাতিহা পাঠ প্রসঙ্গ

(ক) ইমাম, মুক্তাদী, নির্বিশেষে সকলের জন্যই সূরাহ ফাতিহা পাঠ আবশ্যক হওয়া সম্পর্কে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর মারফু হাদীস-

ইমাম, মুক্তাদী, একাকী সলাত আদায়কারী প্রত্যেককেই সকল প্রকার সলাতে প্রত্যেক রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা পড়তেই হবে, অন্যথায় সলাত অসম্পূর্ণ, বরবাদ, অগ্রহণযোগ্য ও মুরদা গণ্য হবে, উক্ত সলাত যথেষ্ট ও

কবুল হবে না ইত্যাদি- সূরাহ ফাতিহা পাঠের প্রতি এ ধরনের গুরত্বদান এবং তা না পাঠকারীর প্রতি সতর্কবাণী **সম্বলিত** মারফূ হাদীসের সংখ্যা অনূন্য **অর্ধশতাধিক**। **বহু** সংখ্যক সহাবায়ি কিরাম রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সূত্রে এসব মারফূ হাদীসাবলী বর্ণনা করেছেন। যাঁদের মধ্যে 'উবাদাহ ইবনু সামিত, আবূ হুরাইরাহ, আনাস, ইবনু 'আব্বাস, **'আয়িশাহ**, আবূ সাঈদ আল-খুদরী, 'আমার ইবনু শু'আইব, আবূ উমামাহ, 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ ক্বাতাদাহ, **'আবদুল্লাহ** ইবনু 'উমার (রাযিআল্লাহ আনহুম) প্রমূখ সহাবীগণও রয়েছেন। লিখনী সংক্ষেপ করণার্থে নিম্নে সেসব হাদীসাবলী হতে কয়েকটি হাদীস তুলে ধরা হল।

(১) 'উবাদাহ ইবনু সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরাহ ফাতিহা পাঠ করবে না তার সলাত হবে না। (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য)

আলোচ্য হাদীসটি সম্পর্কে বিখ্যাত হাদীস বিশারদগণের অভিমত নিম্নেপেশ করা হলো ঃ

(ক) সমস্ত মুহাদ্দিসগণের সর্দার ইমাম বুখারী (রহঃ) 'উবাদাহ ইবনু সামিত (রা)-এর এ হাদীসটি সম্পর্কে **বলেন**, সব সলাতেই ইমাম ও মুক্তাদীর ক্বিরাআত (সূরাহ ফাতিহা) পড়া ওয়াজিব। মুকীম অবস্থায় হোক বা **সফরে, সশব্দে** ক্বিরাআতের সলাত হোক বা নিঃশব্দে সকল সলাতেই ইমাম ও মুক্তাদীর সূরাহ ফাতিহা পড়া **ওয়াজিব**। **(দেখুন,** সহীহুল বুখারী, ১ম খণ্ড ১০/৯৫)

(খ) **সহীহুল বুখারীর** অন্যতম ব্যাখ্যাকার আল্লামা শিহাবুদ্দীন আহমাদ কাস্তালানী (রহঃ) বলেন, এ **হাদীসটির** উদ্দেশ্য হলো, একাকী সলাত আদায়কারী, ইমাম কিংবা মুক্তাদী নির্বিশেষে সকলের জন্যই সশব্দে ক্বিরাআতের সলাত হোক বা নিঃশব্দের, সকল প্রকার সলাতেই প্রত্যেক রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। **(দেখুন, ইরশাদুশ্** শারী ২/৪৩৯)

(গ) সহীহুল বুখারীর ব্যাখ্যাকার বিখ্যাত হানাফী 'আলিম আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী (রহঃ) বলেন, **'উবাদাহ ইবনু** সামিতের এ **হাদীস দ্বারা** 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ইমাম আওযাঈ, ইমাম মলিক, ইমাম **শাফিঈ, ইমাম আহমাদ** ইবনু হাম্বাল, ইমাম **ইসহাক্ব**, ইমাম আবূ সাওর, ইমাম দাউদ (রহিমাহুমুল্লাহ) প্রমূখ ইমামগণ সকলেই ইমামে পিছনে মুক্তাদীর সকল প্রকার সলাতে সূরাহ ফাতিহা পাঠ ওয়াজিব হওয়ার দলিল গ্রহণ **করেছেন**। (অর্থাৎ তাঁরা সকলেই হাদীসের 'লিমান' (কোন ব্যক্তি) শব্দটি ইমাম, মুক্তাদী, একাকী সলাত **আদায়কারী নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য বলেছেন)**। (দেখুন, 'উমদাতুল কারী ৩/৬৪)

(ঘ) সহীহুল বুখারীর অন্যতম ব্যাখ্যাকার আল্লামা কিরমানী (রহঃ) বলেন, 'উবাদাহ ইবনু সামিতের এ **হাদীস এ হুকুমেরই** দলীল যে, ইমাম, মুক্তাদী, একাকী সলাত আদায়কারী সকলের জন্যই সূরাহ ফাতিহা পড়া **ওয়াজিব** (অপরিহার্য)। (দেখুন, 'উমদাতুল ক্বারী ৩/৬৩)

(ঙ) বিখ্যাত রিজালবিদ ইবনু 'আবদুল **বার বলেন**, মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেছেন, মুক্তাদীদের কেউ যেন ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা ছেড়ে না দেয়। যদিও ইমাম সশব্দে ক্বিরাআত পাঠ করেন। কেননা **রসূলুল্লাহ** ﷺ-এর বাণী 'লিমান লাম ইয়াকরাউ বিফাতিহাতিল কিতাব' এতে 'লিমান' কথাটি 'আম। যাকে কোন **কিছুর** সাথে খাস (নির্দিষ্ট) করা যাবে না। (দেখুন, **তামহীদ ও তালখীসুল** হাবীর)

(চ) আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, এ হাদীসটি প্রকাশ্যই প্রমাণ করে, প্রত্যেক রাক'আতেই সূরাহ ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। চাই ইমাম হোক বা মুক্তাদী, ইমাম সশব্দে ক্বিরাআত পাঠ করুক বা নিঃশব্দে।

(ছ) অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীসের 'লিমান' শব্দটি 'আম অর্থে গ্রহণ করেছেন। ইমাম কাস্তালানী (রহঃ) বলেন, **এটাই হচ্ছে জমহুর মুহাদ্দিসীনের মাযহাব (অভিমত)**। অর্থাৎ ইমাম, মুক্তাদী, একাকী সলাত আদায়কারী নির্বিশেষে সকলেই এর অর্ন্তভুক্ত। (দেখুন, ইরশাদুশ্ শারী ২/৪৩৫)

(২) 'উবাদাহ ইবনু সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করল না তার সলাতই হল না। (দেখুন, ইমাম বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত, পৃষ্ঠা ৫৬)

এ হাদীসটি সম্পর্কে ঃ

(ক) স্বয়ং ইমাম বায়হাক্বী বলেন, এ হাদীসের সানাদ সহীহ। আর হাদীসের বর্ধিত শব্দ (خلف الإمام) 'ইমামের পিছনে' কথাটি 'উবাদাহ ইবনু সামিত (রাঃ) থেকে সহীহভাবে বিভিন্নসূত্রে বর্ণিত এবং বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ। (দেখুন, কিতাবুল ক্বিরাআত, পৃষ্ঠা ৫৬)

(খ) হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত 'আলিম ভারতের ইমাম বুখারী নামে খ্যাত দেওবন্দী হানাফীদের মধ্যে অতুলনীয় মুহাদ্দিস আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী হানাফী (রহঃ) বলেন, এ হাদীস ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়ার পক্ষে আংটির চমকদার মতির ন্যায় উজ্জ্বল। (দেখুন, ফাসলুল খিতাব, পৃষ্ঠা ১৪৭)

(৩) আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কি ইমামের ক্বিরাআত অবস্থায় কিছু পড়ে থাক? এটা করবে না। বরং কেবলমাত্র সূরাহ ফাতিহা চুপে চুপে পড়বে। (দেখুন, বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত, সহীহ ইবনু হিব্বান, ত্বাবারানী আওসাত্ব, বায়হাক্বী; হাদীসটি সহীহ, তুহফাতুল আহওয়াযী 'ইমামের পিছনে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ নং ২২৯, নায়লুল আওত্বার ২/৬৭, অনুচ্ছেদ- মুক্তাদীর ক্বিরাআত ও চুপ থাকা। হাদীসটি মুলতঃ "যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা চুপ থাক এবং মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর" সূরাহ আল-আ'রাফের এ আয়াতের ব্যাখ্যা স্বরূপ)

(৪) 'আমর ইবনু শু'আইব তার পিতা হতে দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ সহাবীদেরকে বললেন, তোমরা কি আমার পিছনে কিছু পড়? সহাবীগণ বললেন, আমরা খুব জলদি পড়ে থাকি। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা সূরাহ ফাতিহা ছাড়া কিছুই পড়বে না। (দেখুন, বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত, বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত, হাদীসটির সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত এবং জমহুর মুহাদ্দিসগণের নিকট এর সানাদ সহীহ, ইমাম যায়লায়ী হানাফী (রহঃ) বলেন, 'জমহুর মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট 'আমর ইবনু শু'আইবের তার পিতা হতে দাদার সূত্রের বর্ণনা দলীল হিসেবে গণ্য, আর আমরাও এটা পছন্দ করি।' হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম, ইবনু তাইমিয়্যাহ, ইবনু সালাহ্ সহ অন্যান্য বিদ্বানগণও তার বর্ণনা সহীহ বলেছেন, সুতরাং হাদীসটি সহীহ)

(৬) 'উবাদাহ ইবনু সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে ঐ সলাত আদায় করলেন যে সলাতে স্বরবে ক্বিরাআত পড়তে হয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি যখন উচ্চ স্বরে ক্বিরাআত পাঠ করব তখন তোমাদের কেউ উম্মুল কুরআন (সূরাহ ফাতিহা) ছাড়া অন্য কিছু পড়বে না। (হাদীসটি বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী, আহমাদ, বুখারী, ইমাম দারাকুতনী বলেন, এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত, ইমাম বুখারী একে সহীহ বলেছেন, ইমাম বায়হাক্বীও এর সকল বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ত বলেছেন, এবং ইবনু হিব্বান, হাকিম ও বায়হাক্বী ইবনু ইসহাক্ব হতে (حدثنا) শব্দে, ইবনু ইসহাক্ব বলেন আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন মাকহুল, মাহমূদ ইবনু রাবী' হতে 'উবাদাহ ইবনু সামিত থেকে, এতে ইবনু ইবনু ইসহাক্বের শ্রবণ স্পষ্ট হয়েছে, তার অনুসরণ (তাবে') করেছেন যায়িদ ইরনু ওয়াক্বিদ ও অন্যান্যরা মাকহুল সূত্রে)। এর সমর্থক (শাহিদ) বর্ণনাবলীর অন্যতম শাহিদ বর্ণনা হচ্ছে যা আহমাদ বর্ণনা করেছেন খালিদ হাজ্জা আবূ ক্বিলাবাহ হতে মুহাম্মাদ ইবনু আবূ 'আয়িশাহ থেকে রসূলুল্লাহর জনৈক সহাবীর সূত্রে। হাদীসটি নিম্নরূপঃ

(৬) মুহাম্মাদ ইবনু আবূ 'আয়িশাহ থেকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর জনৈক সহাবীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ইমামের ক্বিরাআত করার সময় সম্ভবত তোমরা পড়ে থাক? সহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই পড়ে থাকি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, এরূপ করবে না, তবে তোমরা প্রত্যেকই সূরাহ ফাতিহা আস্তে পড়বে। (হাফিয বলেন, এর সানাদ হাসান। আবূ ক্বিলাবাহ হাদীসটি মুহাম্মাদ ইবনু আবূ 'আয়িশাহ হতে সরাসরি শুনেছেন, মুহাম্মাদ ইবনু আবূ 'আয়িশাহ বিশ্বস্ত তাবেঈ ও সহীহ মুসলিমের রাবী, তার এরূপ 'আন রাজুলিন মিন আসহাবিন নাবী ﷺ' শব্দ দিয়ে বর্ণনা হানাফী 'উলামার নিকটেও সহীহ, দেখুন, আসারুস সুনান, পৃষ্টা ৫৮-৭২, আল্লামা খলীল আহমাদ শাহারানপুরী হানাফী বলেন, এ ব্যাপারে উম্মাতের ইজমা হয়েছে যে, সমস্ত সহাবী 'আদিল ছিলেন, তাই তাদের জাহালাতে কোন সমস্যা নেই, হাদীসটি আরো বর্ণনা করেছেন বায়হাক্বী, দারাকুতনী)

(৭) 'উবাদাহ ইবনু সামিত (রাঃ) হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সলাতে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করে না তার সলাত যথেষ্ট নয়। (দারাকুতনী, ইমাম দারাকুতনী বলেন, এর সানাদ সহীহ, এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত, ইবনু কাত্তানও একে সহীহ বলেছেন, উপরোক্ত শব্দে আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতেও এর শাহিদ মারফূ হাদীস বর্ণিত আছে, যা বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী, ইবনু খুযাইমাহ, ইবনু হিব্বান ও অন্যরা, এর আরো শাহিদ বর্ণনা আছে আহমাদে এভাবে, **"যে সলাতে সূরাহ ফাতিহা পড়া হয় না সেই সলাত কবুল হয় না"**, এবং

অন্য অনুচ্ছেদে আনাস (রাঃ) হতে মুসলিম ও তিরমিযীতে, এবং আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে আবূ দাউদ ও নাসায়ীতে, এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে ইবনু মাজাহতে, এবং আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে আহমাদ, আবূ দাউদ ও ইবনু মাজাহতে, এবং আবূ দারদা (রাঃ) হতে নাসায়ী ও ইবনু মাজাহতে, এবং জাবির (রাঃ) হতে ইবনু মাজাহতে, এবং 'আলী (রাঃ) হতে বায়হাক্বীতে, এবং 'আয়িশাহ (রাঃ) হতেও, দেখুন নায়লুল আওত্বার, অনুচ্ছেদ- সূরাহ ফাতিহা পাঠ ওয়াজিব)

(৮) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে হুকুম করেছেন আমরা (সহাবীগণ) যেন প্রত্যেক রাক'আতেই সূরাহ ফাতিহা পাঠ করি। (মিসকুল খিতাম, ফাতহুল বায়ান, নায়লুল আওত্বার)

(খ) ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরাহ ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে সহাবীগণের আসার বা মতামত-

(১) 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর অভিমত ঃ একদা ইয়াযীদ ইবনু শারীক ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠ সম্পর্কে 'উমার (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলে 'উমার (রাঃ) বললেন, তুমি সূরাহ ফাতিহা পড়। আমি বললাম, আপনি যদি ইমাম হন? তিনি বললেন, আমি ইমাম হলেও আমার পিছনে পড়বে। আমি বললাম, আপনি যদি উচ্চস্বরে ক্বিরাআত পড়েন তাহলে? তিনি বললেন, আমি উচ্চস্বরে ক্বিরাআত পাঠ করলেও তুমি সূরাহ ফাতিহা পড়বে -(সহীহ সানাদে বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত, তারীখুল কাবীর, বায়হাক্বী, দারাকুতনী ও ইবনু আবূ শায়বাহ)। হারিস ইবনু সুওয়াইদ ও ইয়াযীদ আত-তায়মী (রাঃ) বলেন, 'উমার (রাঃ) আমাদের হুকুম দিয়েছেন আমরা যেন ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়ি। (বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত, দারাকুতনী, হাকিম, তাঁদের সকলের মতেই বর্ণনাটি সহীহ)

(২) 'আলী (রাঃ)-এর অভিমত ঃ হাকাম ও হাম্মাদ বলেন, 'আলী (রাঃ) ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়ার হুকুম দিতেন -(ইবনু আবূ শায়বাহ ১/৩৭৩)। 'আলী (রাঃ) বলেন, যে কোন সলাতে সূরাহ ফাতিহা না পড়লে তা অপূর্ণ থেকে যায়-(দেখুন,বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত)। 'উবাইদুল্লাহ ইবনু আবূ রাফি' হতে বর্ণিত, 'আলী (রাঃ) বলেন, যুহ্‌র ও 'আসর সলাতে ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা ও অন্য একটি সূরাহ পাঠ কর। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, প্রত্যেক রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা পড় -(খুবই বিশুদ্ধ সানাদে ইবনু আবূ শায়বাহ ১/৩৭৩, বায়হাক্বী, হাকিম ও দারাকুতনী, সকলেই বর্ণনাটিতে সহীহ বলেছেন)। সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, আমীরুল মু'মিনীন 'উমার ইবনুল খাত্তাব ও 'আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রাযিআল্লাহু আনহুমা) দু'জনেই ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়ার হুকুম দিতেন। (দেখুন, মুস্তাদরাক, ১/২৩৯)

(৩) 'উসমান (রাঃ)-এর অভিমত ঃ ইমাম বাগাভী (রহঃ) বলেন, (ইমাম, মুক্তাদী, একাকী সলাত আদায়কারী সকলের জন্য সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা ফারয) ইহা 'উমার, 'আলী, **'উসমান,** ইবনু 'আব্বাস ও মু'আয (রাযিআল্লাহু 'আনহুম) সূত্রেও বর্ণিত আছে। (দেখুন, তাফসীরে খাযিন ২/৩৩১)

(৪) আবূ বাক্‌র সিদ্দিক (রাঃ)-এর অভিমত ঃ ইমাম রাযী লিখেছেন ঃ ইমাম শাফিঈ বলেন, প্রত্যেক রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। মুসল্লী কোন রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা পড়া ছেড়ে দিলে তার সলাত বাতিল হয়ে যাবে। শায়খ আবূ হামিদ আসফারয়িনী (রহঃ) বলেন, এ কথার উপর সমস্ত সহাবীগণের ইজমা হয়েছে। আবূ বাক্‌র, 'উমার, 'আলী এবং ইবনু মাসউদ (রাযিআল্লাহু 'আনহুম) প্রমূখ সহাবায়ি কিরামও এ কথাই বলেছেন। (দেখুন, তাফসীরে কাবীর, ১/২১৬)

(৫) আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)-এর অভিমত ঃ আবূ নাসরাহ বলেন, আমি আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ)-কে ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ইমামের পিছনে কেবল সূরাহ ফাতিহা পড়বে। (দেখুন, বায়হাক্বী ২/১৭০)

(৬) 'উবাদাহ ইবনু সামিত (রাঃ)-এর অভিমত ঃ মাহমূদ ইবনু রাবী' বলেন, আমি 'উবাদাহ ইবনু সামিত (রাঃ)-কে ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়তে শুনেছি। আর 'উবাদাহ বলেছেন, সূরাহ ফাতিহা ছাড়া সলাত হয় না -(দেখুন, বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত, পৃষ্ঠা ৪৬)। একদা 'উবাদাহ ইবনু সামিত (রাঃ)-কে এমন ব্যক্তি

সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো, যিনি সূরাহ ফাতিহা পড়তে ভুলে গেছেন। জবাবে তিনি বললেন, সে যেন পুনরায় সলাত আদায় করে নেয়। যদি দ্বিতীয় রাক'আতেও তার স্মরণ হয় তবুও সে যেন পুনরায় সলাত আদায় করে নেয় -(দেখুন, বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত)। মাহমূদ ইবনু রাবী' আরো বলেন, জামা'আতের সাথে কোন এক সলাত আদায়ে আমি 'উবাদাহ ইবনু সামিত (রাঃ)-এর পাশে দাঁড়ালাম। সে সময় আমি 'উবাদাহ্‌কে সূরাহ ফাতিহা পড়তে শুনলাম। সলাত শেষে আমি তাঁকে বললাম, আমি কি আপনাকে (ইমামের পিছনে) সূরাহ ফাতিহা পড়তে শুনিনি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কেননা সূরাহ ফাতিহা ছাড়া সলাত হয় না। (বায়হাক্বী ২/১৬৮, ইবনু আবূ শায়বাহ ১/৩৭৫)

(৭) 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ)-এর 'আমাল ঃ আবূ মারইয়াম বলেন, আমি ইবনু মাসউদ (রাঃ)-কে ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়তে শুনেছি -(দেখুন, ইমাম বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত, বর্ণনাটি সহীহ)। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) 'আসর সলাতে ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরাহ পড়েছেন -(দেখুন, ইবনু আবূ শায়বাহ, ১/৩৭৩)। 'আবদুল্লাহ ইবনু যিয়াদ আল-আসাদী বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ)-এর পাশে দাঁড়িয়ে সলাত আদায় করেছি। আমি তাঁকে যুহ্‌র ও 'আসর সলাতে সূরাহ ফাতিহা পড়তে শুনেছি। (বায়হাক্বী ২/১৬৯)

(৮) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ)-এর অভিমত ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ কর -(শারহু মা'আনিল আসার ১/২০৬, বায়হাক্বী, ইমাম বায়হাক্বী এর সানাদকে সহীহ বলেছেন)। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বলেন, ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়া ছেড়ে দিও না, চাই ইমাম উচ্চস্বরে ক্বিরাআত পড়ুক বা আস্তে ক্বিরাআত পড়ুক (দেখুন, ইবনু আবূ শায়বাহ ১/৩৭৩, বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত ৬৪ পৃষ্ঠা)

(৯) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ)-এর অভিমত ঃ আবূল 'আলীয়াহ বলেন, আমি মাক্কাহ্‌তে ইবনু 'উমার (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেছি সলাতে ক্বিরাআত করব কি? তিনি বলেছেন, আমি এ ঘরের (বাইতুল্লাহর) প্রভূর নিকট এ স্বভাবের জন্য লজ্জা বোধ করি যে, আমি সলাত আদায় করব অথচ তাতে ক্বিরাআত করব না, যদিও তা উম্মুল কুরআন সূরাহ ফাতিহা হয় -(দেখুন, বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত, ৪৮ নং এবং বায়হাক্বী ২/১৬১)। ইয়াহইয়া আল- বুকায়া বর্ণনা করেন, একদা ইবনু 'উমার (রাঃ)-কে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সহাবায়ি কিরাম ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা মনে মনে পড়াকে দোষনীয় মনে করতেন না। (দেখুন, বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত)

(১০) 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্‌ফাল (রাঃ)-এর 'আমাল ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্‌ফাল (রাঃ) ইমামের পিছনে যুহ্‌র ও 'আসর সলাতের প্রথম দু' রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরাহ পড়তেন। আর শেষের দু' রাক'আতে কেবল সূরাহ ফাতিহা পড়তেন। (দেখুন, ইমাম বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত)

(১১) 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ)-এর 'আমাল ঃ মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, আমি 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ)-কে যুহ্‌র ও 'আসর সলাতে ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়তে শুনেছি। (দেখুন, ইবনু আবূ শায়বাহ ১/৩৭৩, তাতে 'যুহ্‌র ও 'আসর' উল্লেখ ছাড়াও আরেকটি বর্ণনা এসেছে, ইমাম বায়হাক্বী এর সানাদকে সহীহ বলেছেন)

(১২) 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ)-এর অভিমত ঃ মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাঃ) বলেছেন, কেউ ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা না পড়লে সে যেন পুনারায় সলাত আদায় করে। (দেখুন, ইমাম বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত)

(১৩) উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-এর অভিমত ঃ তাবেঈ আবূল মুগীরাহ বলেন, সহাবী উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়তেন -(দেখুন, বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত এবং বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত, বর্ণনাটি সহীহ)। 'আবদুল্লাহ ইবনু আবূ হুযাইল বলেন, আমি উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, আমি ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়ব কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, পড়বে। (দেখুন, বায়হাক্বী ২/১৬৯)

(১৪) আনাস (রাঃ)-এর অভিমত ঃ সাবিত বর্ণনা করেন যে, আনাস (রাঃ) আমাদেরকে ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়ার জন্য সব সময় হুকুম দিতেন। (দেখুন, বায়হাক্বীর সুনানুল কুবরা ২/১৭০, এর সানাদ হাসান এবং বর্ণনাটি সহীহ)

(১৫) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ)-এর অভিমত ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) স্বরব ও নীরব উভয় ক্বিরাআতের সলাতেই ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়ার হুকুম দিতেন -(দেখুন, মা'আলিমুস সুনান ১/৩৯২)। আবূ হুরাইরাহ (রা) বলেন, ইমাম যখন সূরাহ ফাতিহা পাঠ করে তখন তুমিও তার সঙ্গে সঙ্গে পাঠ কর এবং তা আগে শেষ কর। কেননা ইমাম যখন 'ওয়ালাদ্ দ্বলীন' বলে তখন ফিরিশতারা আমীন বলেন। যার আমীন তাঁদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তা ক্ববূল হওয়ার জন্য সহায়ক হবে। (দেখুন, বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত, বর্ণনাটি সহীহ)

(১৬) 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর অভিমত ঃ 'আয়িশাহ (রাঃ) ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়ার হুকুম দিতেন -(দেখুন, বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত, পৃষ্ঠা ৫)। আবূ হুরাইরাহ ও 'আয়িশাহ (রাঃ) উভয়েই ইমামের পিছনে যুহ্‌র ও 'আসর সলাতের প্রথম দু' রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা এবং কুরআন থেকে অন্য কিছু পড়ার হুকুম দিতেন। আর 'আয়িশাহ (রাঃ) বলতেন, শেষের দু' রাক'আতে কেবল সূরাহ ফাতিহা পাঠ করবে। (দেখুন, বায়হাক্বী ২/১৭১, এবং কিতাবুল ক্বিরাআত)

(১৭) মুয়াজ ইবনু জাবাল (রাঃ)-এর অভিমত ঃ এক লোক মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, সূরাহ ফাতিহা পড়। (দেখুন, বায়হাক্বী ২/১৬৯, মাআলিমুত তানযীল ২/৩৩১)

(১৮) আবুদ দারদা (রাঃ)-এর অভিমত ঃ হাসান ইবনু 'আত্বিয়্যাহ সূত্রে বর্ণিত। আবুদ দারদা (রাঃ) বলেন, ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়া ছেড়ে দিও না, চাই ইমাম উচ্চস্বরে ক্বিরাআত পড়ুক বা আস্তে ক্বিরাআত পড়ুক -(দেখুন, বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত পৃষ্ঠা ৬৮)। আবুদ দারদা (রাঃ) বলেন, আমার পছন্দ হচ্ছে, আমি ইমামকে রুকু' অবস্থায় পেলেও সূরাহ ফাতিহাটা পড়ে নিব। (দেখুন, বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত পৃষ্ঠা ৬৮)

(১৯) হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাঃ)-এর অভিমত ঃ হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রা)ও বলেছেন, ইমাম স্বরবে ক্বিরাআত করলেও ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়বে। (দেখুন, বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত, পৃষ্ঠা ৮)

(২০) 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রা))-এর অভিমত ঃ 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) বলেন, সূরাহ ফাতিহা ছাড়া সলাত জায়িয হবে না -(দেখুন, বায়হাক্বী ২/১৬৩)। ইমাম বুখারীর জুযউল কিরাআতে রয়েছে ঃ 'ইমরান ইবনু হুসাইন (রাঃ) বলেন, উযু, রুকু', সাজদাহ্ ও সূরাহ ফাতিহা ছাড়া কোন মুসলিমের সলাত পবিত্র হয় না। চাই ইমামের পিছনে হোক বা ইমামের পিছনে না হোক।

(২১) হিশাম ইবনু 'আমির (রাঃ)-এর অভিমত ঃ একদা হিশাম ইবনু 'আমির (রাঃ) ইমামের পিছনে ক্বিরাআত করলেন (সূরাহ ফাতিহা পড়লেন)। ফলে তাঁকে বলা হলো, আপনি কি ইমামের পিছনে পড়েন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমরা (সহাবীগণ) অবশ্যই পড়ে থাকি। (দেখুন, বায়হাক্বীর সুনানুল কুবরা ২/১৭০) এতে প্রমাণিত হয়, সহাবায়ি কিরাম ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়তেন।

(২২) জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর অভিমত ঃ জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, ইমাম, মুক্তাদী উভয়েই প্রথম দু' রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরাহ পড়বে। আর শেষের দু' রাক'আতে কেবল সূরাহ ফাতিহা পড়বে -(দেখুন, ইমাম বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত, পৃষ্ঠা ৬৭)। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমরা (সহাবীগণ) বলতাম, সূরাহ ফাতিহা ছাড়া কোন সলাতই জায়িয নয় -(দেখুন, ইবনু আবূ শায়বাহ ১/৩৬১)। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমরা (সহাবীগণ) ইমামের পিছনে যুহ্‌র সলাতের প্রথম দু' রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরাহ আর শেষের দু' রাক'আতে কেবল সূরাহ ফাতিহা পড়তাম। (দেখুন, বায়হাক্বী ২/১৭০, কিতাবুল ক্বিরাআত, এবং ইবনু মাজাহ, বর্ণনাটির সানাদ সহীহ)

ইমাম তিরমিযী বলেছেন ঃ নাবী ﷺ-এর অধিকাংশ সহাবায়ি কিরাম ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়ার পক্ষপাতি ছিলেন। সহাবী 'উমার ইবনুল খাত্তাব, জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ, 'ইমরান ইবনু হুসাইন সহ অন্যান্য সহাবায়ি কিরাম বলেছেন, সূরাহ ফাতিহা না পড়লে সলাত হবে না। (দেখুন, জামি' আত-তিরমিযী)

(গ) ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরাহ ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে বিখ্যাত তাবেঈ ও তাবে তাবেঈগণের ফাতাওয়াহ ও 'আমাল-

(১) ইমাম হাসান বাসরী (রহঃ)-এর ফাতাওয়াহ ঃ হাসান বাসরী (রহঃ) বলতেন, সকল প্রকার সলাতে প্রত্যেক রাক'আতে ইমামের পিছনে মনে মনে (নিঃশব্দে) সূরাহ ফাতিহা পাঠ কর। (বায়হাক্বী ২/১৭১, ইবনু আবূ শায়বাহ ১/৩৭৩)

(২) ইমাম মাকহুল (রহঃ)-এর ফাতাওয়াহ ঃ ইমাম মাকহুল (রহঃ) বলেন, স্বরব ক্বিরাআতের সলাতে ইমাম সূরাহ ফাতিহা পাঠের পর যখন চুপ থাকেন তখন তুমি আস্তে করে (নিঃশব্দে) সূরাহ ফাতিহা পড়ে নাও। যদি ইমাম না থামেন, তাহলে তুমি ইমামের সাথে সাথে, ইমামের পূর্বে বা পরে অবশ্যই পড়ে নিবে। কোন অবস্থাতেই ফাতিহা পড়া ছেড়ে দিবে না। (আবূ দাউদ ১/১২১২, বায়হাক্বী ২/১৭১)

(৩) (ইমাম আবূ হানিফার উস্তাদ) ইমাম 'আত্বা (রহঃ)-এর ফাতাওয়াহ ঃ ইমাম 'আত্বা (রহঃ) বলেন, যখন ইমাম উচ্চস্বরে ক্বিরাআত পড়বে তখন মুক্তাদীর উচিত জলদী করে বা ইমামের সাক্তার সময় (চুপ হওয়ার পর) সূরাহ ফাতিহা পড়ে নেয়া এবং ইমাম যখন (অন্য সূরাহ) পড়বে তখন (শুনার উদ্দেশে) চুপ থাকা, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন- (দেখুন, ইমাম বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত, পৃষ্ঠা ১৪)। ইমাম 'আত্বা (রহঃ) আরো বলেন, সমস্ত সহাবায়ি কিরাম ও তাবেঈনের ফাতাওয়াহ হচ্ছে এই যে, সলাত জেহ্‌রী ক্বিরাআতের হোক বা সির্‌রী, সকল অবস্থায় মুক্তাদীর জন্য সূরাহ ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। (গাইসূল গামাম হাশিয়াহ ইমামুল কালাম, পৃষ্ঠা ১৫৬)

(৪) (ইমাম আবূ হানিফার উস্তাদ) ইমাম হাম্মাদ (রহঃ)-এর ফাতাওয়াহ ঃ হানযালাহ ইবনু আবূল মুগীরাহ বলেন, আমি হাম্মাদ (রহঃ)-কে যুহ্‌র ও 'আসর সলাতে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, সাঈদ ইবনু জুবাইর পড়তেন। আমি বললাম, আপনার নিকট কোনটা পছন্দনীয়? তিনি বললেন, তুমি ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়বে, এটাই আমি পছন্দ করি। (দেখুন, বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত, পৃঃ ৫)

(৫) (ইমাম আবূ হানিফার শিষ্য) 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ)-এর ফাতাওয়াহ ঃ 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক (রহঃ) বলেন, আমি ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করি এবং সমস্ত লোকই ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়ে থাকেন। শুধুমাত্র কূফার একটি দল পাঠ করে না। (দেখুন, জামি' আত-তিরমিযী, ১/৪২)

(৬) (ইমাম আবূ হানিফার শিষ্য) ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর ফাতাওয়াহ ঃ তিনি ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ সতর্কতা মূলকভাবে উত্তম বলেছেন। (দেখুন, গাইসুল গামাম)

(৭) সাঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ)-এর ফাতাওয়াহ ঃ একদা সাঈদ ইবনু যুবাইর (রহঃ)-কে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উসমান বললেন, আমি কি ইমামের পিছনে পড়ব? তিনি বললেন, অবশ্যই পড়বে, যদিও তুমি ইমামের ক্বিরাআত শুনতে পাও। (দেখুন, বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত, পৃষ্ঠা ৬৯)

(৮) 'উরওয়াহ ইবনু যুবাইর (রহঃ)-এর ফাতাওয়াহ ঃ হিশাম ইবনু 'উরওয়াহ হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। 'উরওয়াহ (রহঃ) বলেন, হে আমার পুত্র! ইমামের সাক্তার সময় সূরাহ ফাতিহা পড়ে নিবে। কেননা সূরাহ ফাতিহা ছাড়া কোন সলাত পরিপূর্ণ হয় না। (দেখুন, বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত, পৃষ্ঠা ৬৯)

(৯) মুজাহিদ (রহঃ)-এর ফাতাওয়াহ ঃ ইমাম মুজাহিদ বলেন, কোন মুক্তাদী ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা না পড়লে তাকে সলাত পুনরায় পড়তে হবে। আর সলাতের কোন রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা পড়তে ভুলে গেলে সে যেন ঐ রাত'আতকে রাক'আত হিসেবে গন্য না করে। (দেখুন, ইমাম বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত, পৃষ্ঠা ৬ ও ৮, ইবনু আবূ শায়বাহ ১/৩৬১)

(১০) ক্বাসিম ইবনু মুহাম্মাদ বিন আবূ বাক্‌র (রহঃ)-এর ফাতাওয়াহ ঃ তিনি বলেন, আয়িম্মায়ে কিরাম (বড় বড় ইমামগণ) ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়তেন। (দেখুন, বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত এবং বায়হাক্বী)

(১১) ইমাম শা'বী (রহঃ)-এর ফাতাওয়াহ ঃ ইমাম শা'বী (রহঃ) বলেন, প্রত্যেক সলাতেই ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়বে। (দেখুন, বায়হাক্বী ২/১৭৩)

(১২) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহঃ)-এর ফাতাওয়াহ ঃ যুহর ও 'আসর সলাতে ইমাম মুক্তাদী সকলেই সূরাহ ফাতিহা পড়বে। (ইবনু আবূ শায়বাহ ১/৩৭৪)

(১৩) ইমাম 'আওযাঈ (রহঃ)-এর ফাতাওয়াহ ঃ ইমামের উপর দুটি সাক্তা আবশ্যক। প্রথম সাক্তা সলাত আরম্ভকালে তাকবীরে তাহরীমাহ বলার পর, আর দ্বিতীয় সাক্তা সূরাহ ফাতিহা পাঠের পর। এ সময়ের মধ্যে মুক্তাদীরা যেন সূরাহ ফাতিহা পড়ে নেয়। যদি ইমামের সাক্তার সময় পড়া সম্ভব না হয়, তাহলে মুক্তাদী ইমামের পড়ার সাথে সাথে জলদি করে পড়বে, অতঃপর শুনবে। (দেখুন, বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত, পৃঃ ৭১)

(১৪) 'আমর ইবনু মাইমূন বিন মিহরান (রহঃ)-এর ফাতাওয়াহ ঃ 'আবদুর রহমান ইবনু সাওয়ার বলেন, একদা আমি 'আমর ইবনু মাইমূন (রহঃ)-এর নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় জনৈক কূফাবাসী 'আমর ইবনু মাইমূন (রহঃ)-কে বললেন, হে আবূ 'আবদুল্লাহ! এক ব্যক্তি আমাকে বলেছে, আপনি নাকি এ কথা বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়ে করে না তার সলাত বরবাদ (খিদাজ)? 'আমর বললেন, হ্যাঁ, সে সত্যই বলেছে। (দেখুন, বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত, পৃষ্ঠা ৫২)

(১৫) 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ (রহঃ)-এর 'আমাল ঃ হুসাইন (রহঃ) বলেন, আমি 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'আবদুল্লাহ বিন 'উতবাহ (রহঃ)-এর পাশে দাঁড়িয়ে সলাত আদায়কালে তাঁকে ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়তে শুনেছি। (দেখুন, বায়হাক্বী ২/১৬৯)

(১৬) ইমাম নাফি' ইবনু জুবাইর (রহঃ)-এর 'আমাল ঃ ইয়াযীদ ইবনু রুমান (রহঃ) বলেন, জোরে ক্বিরাআতের সলাতে ইমাম নাফি' ইবনু জুবাইর (রহঃ) ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়তেন। (দেখুন, বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত, পৃষ্ঠা ১০০)

(১৭) ইমাম হাকাম (রহঃ)-এর ফাতাওয়াহ ঃ ইমাম হাকাম (রহঃ) বলেন, আস্তে ক্বিরাআতের সলাতে ইমামের পিছনে প্রথম দু' রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরাহ পড়বে। আর শেষের দু' রাক'আতে কেবল সূরাহ ফাতিহা পড়বে। (দেখুন, ইবনু আবূ শায়বাহ ১/৩৭৪)

(১৮) ইমাম ইবনু শিহাব যুহ্‌রী (রহঃ)-এর 'আমাল ঃ ইমামের আস্তে কিরাআত পাঠকালে ইবনু শিহাব যুহ্‌রী (রহঃ) ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়তেন। (দেখুন, বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত, পৃষ্ঠা ১০০)

(১৯) ইমাম আবুল মালিহ্ ইবনু উসামাহ্ (রহঃ)-এর 'আমাল ঃ ইয়াহ্ইয়া ইবনু আবূ ইসহাক্ব বলেন, একদা হাকাম ইবনু আইয়ূব (রহঃ)-এর ইমামতিতে মাগরিবের সলাত আদায়ের জন্য আমি আবুল মালিহ্ ইবনু উসামাহ্ (রহঃ)-এর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সে সময় আমি তাঁকে ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়তে শুনেছি। (দেখুন, ইবনু আবূ শায়বাহ ১/৩৭৫)

(২০) ইমাম রাজা ইবনু হাইওয়াতাহ (রহঃ)-এর ফাতাওয়াহ ঃ ইমাম রাজা ইবনু হাইওয়াতাহ (রহঃ) বলতেন, ইমাম ক্বিরাআত জোরে পড়ুক বা আস্তে সকল অবস্থায় ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়া জরুরী। (দেখুন, আল-মুহাল্লা ৩/৩৮৮)

(২১) ইমাম আবূ সালামাহ ইবনু 'আবদুর রহমান (রহঃ)-এর ফাতাওয়াহ ঃ ইমামের জন্য দুটি সাক্তা (নীরবতা) রয়েছে। সুতরাং তোমরা এর মধ্যে সূরাহ ফাতিহা পড়াকে গনীমাত হিসেবে গ্রহণ করে নাও। (দেখুন, ইমাম বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত, পৃষ্ঠা ৩০)

(২১) ইমাম লাইস ইবনু সা'দ (রহঃ)-এর ফাতাওয়াহ ঃ ইমাম লাইস ইবনু সা'দ (রহঃ) বলেন, সলাত আদায়কালে মুক্তাদীকে ইমামের পিছনে অবশ্যই সূরাহ ফাতিহা পড়তে হবে। (দেখুন, তামহীদ, ইবনু 'আবদুল বার্)

(২২-২৭) ইমাম মুযানী (রহঃ), ইমাম বুয়ূতী (রহঃ), ইমাম সাওর (রহঃ), ইমাম আবূ মুজাল্লিয (রহঃ), ইমাম মালিক ইবনু 'আওন (রহঃ) ও সাঈদ ইবনু আবূ আরুবাহ (রহঃ) প্রমূখগণ প্রত্যেকেই ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়ার পক্ষে অভিমত পোষণ করেছেন। (দেখুন, ইবনু 'আবদুল বার্ রচিত তাম্হীদ, এবং বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত ৪৬ নং বর্ণনা)

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন ঃ অসংখ্য তাবেঈন এবং তাবে' তাবেঈন (আহ্‌লি 'ইলম), যাঁদের সংখ্যা গণনা করা সম্ভব নয়, তাঁরা সকলেই ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করতেন, যদিও ইমাম উচ্চস্বরে ক্বিরাআত পড়তেন। (দেখুন, ইমাম বায়হাক্বীর কিতাবুল ক্বিরাআত, ৭১ পৃঃ)

(ঘ) ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরাহ ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে মুজতাহিদ ইমামগণ, জমহুর সালাফ, জমহুর মুহাদ্দিসীন ও জমহুর 'উলামায়ি কিরামের ফাতাওয়াহ-

* **ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসায়ী, ইমাম ইবনু মাজাহ** (রহিমাহুমুল্লাহ)-এর নিকটে সূরাহ ফাতিহা ছাড়া সলাত হয় না। (কুতুব সিত্তাহ, বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত ও অন্যান্য)

* অনুরূপভাবে **ইমাম ইবনু হিব্বান ও ইবনু খুযাইমাহ** (ফাতহুল বারী) **ইমাম দাউদ যাহিরী** (তিরমিযী ও আইনী) **ইমাম দারাকুতনী** (আহ্‌কামুল কুরআন) **ইমাম বায়হাক্বী** (কিতাবুল ক্বিরাআত) **কাজী 'আইয়ায ও আল্লামা কুরতুবী** (ফাতহুল বারী) সহ **অসংখ্য মুজতাহিদ ইমাম, জমহুর সালাফ্ ও জমহুর মুহাদ্দিস** (রহিমাহুমুল্লাহ আজমাঈন) ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠের পক্ষে।

* **ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন ঃ** সহীহ কথা এই যে, **সমস্ত 'উলামায়ে সালফ ও খালফ** এর উপর একমত হয়েছেন যে, সূরাহ ফাতিহা প্রত্যেক রাক'আতে পাঠ করা ওয়াজিব। তা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ ফরমানের জন্য যে ঃ ثم افعل ذالك في صلوتك كلها - (দেখুন, সহীহ মুসলিমের শরাহ ১/১৭০)

* **ইমাম নাববী (রহঃ) বলেন ঃ** আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين "আমি আমার এবং আমার বান্দাহর মধ্যে সলাতকে (অর্থাৎ সূরাহ ফাতিহাকে) দু' ভাগ করে নিয়েছি।" অত্র সহীহ হাদীসে কুদসী সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেন, এখানে সলাত শব্দের অর্থ হচ্ছে সূরাহ ফাতিহা। আল্লাহ তা'আলা সূরাহ ফাতিহাকে এ জন্যই সলাত বলেছেন যে, সূরাহ ফাতিহা ছাড়া কারোর কোন সলাতই সহীহ হয় না। যেমন রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হাজ্জ হচ্ছে 'আরাফাত (অর্থাৎ আরাফায় অবস্থান ছাড়া কারোর হাজ্জ হয় না, সেরূপ সূরাহ ফাতিহা ছাড়াও কারোর সলাত হয় না)।

এতে প্রমাণিত হয়, সলাতে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। (দেখুন, সহীহ মুসলিমের শারাহ ১/১৭০, তা'লীকুল মুমাজ্জাদ ১/১০৬, নায়লুল আওত্বার ২/২১৪)

* **আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (রহঃ) বলেন,** সহীহ ও মুতাওয়াতির হাদীস সমূহে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি সূরাহ ফাতিহা পাঠ করবে না তার সলাত হবে না। সলাতের প্রত্যেক রাক'আত এবং প্রতিটি মুসল্লী এ সুস্পষ্ট 'আম' তথা ব্যাপক হুকুমের মধ্যে গন্য। চাই সে ইমাম হোক, মুক্তাদী কিংবা একাকী সলাত আদায়কারী। (দেখুন, তিরমিযীর উপর আহমাদ শাকিরের তা'লীক্ব গ্রন্থ ২/১২৫)

* **ইমাম তিরমিযী লিখেছেন,** সূরাহ ফাতিহা পাঠের হাদীস 'আম। যাতে ইমাম, মুক্তাদী এবং একাকী সলাত আদায়কারী সকলেই অন্তর্ভুক্ত। (দেখুন, তা'লীক্ব ২/১২৬)

* **ইমাম বাগাভী, আল্লামা নওয়াব সিদ্দিক হাসান খান ভুঁপালী ও ইমাম সুয়ুতী** (রহিমাহুমুল্লাহ) প্রমূখ মনীষীগণ স্ব স্ব রচিত গ্রন্থাবলীতে এ মাসআলাহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব হওয়ার অকাট্য প্রমাণ পেশ করেছেন। (দেখুন, তাফসীরে মা'আলিমুত্ তানযীল, তাফসীরে ফাতহুল বায়ান, মিশকুল খিতাম ও দুররে মানসূর)

* **অনুরূপভাবে আল্লামা মুহাম্মাদ বাশীর শাহ সাওয়ানী ও আল্লামা ফাহ্‌হামাহ্ ইমাম ওয়ালিদী রব্বানী মাজেদী আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল ওয়াহাব মুলতানী** (রহিমাহুমাল্লাহ) ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং অকাট্য প্রমাণ দ্বারা এটা সাব্যস্ত করেছেন যে, সূরাহ ফাতিহা সলাতে পাঠ করা শুধু ওয়াজিবই নয় বরং তা সলাতের জন্য একটি শর্তও বটে। কারণ ফাতিহা পাঠ না করা সলাত না হওয়াকে আবশ্যক করে। (দেখুন, আল বুরহানুল ওজার 'আলা ফারযিয়্যাতি উম্মিল কিতাব, আদ্ দালায়িলুল ওয়াসিকাহ ফী মাসায়িলি সালাসাহ)

আসাহহুল মাতাবিঈ মুদ্রিত ইবনু মাজাহর হাশিয়াহ (৬০পৃষ্ঠা) ও ফাতহুল বায়ান (৩/৪২৭) গ্রন্থে রয়েছে ঃ নিশ্চয় সূরাহ ফাতিহা সলাতের শর্ত। ইহা ব্যতীত সলাত হবে না। (তথ্যসূত্র ঃ তাফসীর সূরাহ ফাতিহা ঃ সাইয়্যিদ আহমাদ হাসান দেহলবী রহঃ ও 'আবদুস সাত্তার দেহলভী রহঃ, এবং অন্যান্য)

*** বিখ্যাত রিজালবিদ হাফিয ইবনু 'আবদিল বার্ (রহঃ) বলেন ঃ** আরও বহু বিদ্বানগণ বলেছেন যে, কোন মুক্তাদীই যেন ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ ছেড়ে না দেয়। চাই ইমাম সাহেব ক্বিরাআত স্বরবে পড়ুক আর নীরবেই পড়ুক। (আল ইসতিস্কার, তাহক্বীকুল কালাম ১/১৪)

*** হাফিয ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন ঃ** সকল প্রকার সলাতে প্রত্যেক রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা ফার্‌য। চাই ইমাম হোক বা মুক্তাদী কিংবা একাকী সলাত আদায়কারী। ফার্‌য নাফ্‌ল যে কোন সলাতে নারী-পুরুষ সকলের জন্য একই নিয়ম। (দেখুন, সহীহুল বুখারীর শারাহ্ গ্রন্থ 'উমদাতুল ক্বারী, ৩/৬৪)

*** ইমাম খাত্তাবী (রহঃ) বলেন ঃ** সূরাহ ফাতিহা পাঠের নির্দেশ প্রত্যেক অবস্থায়ই প্রযোজ্য। সুতরাং সম্ভব হলে ইমামের দুটি নীরব থাকার (সাক্‌তাইনের) সময়ে পড়বে নতুবা ইমামের সাথে অবশ্যই পড়ে নিবে। (মা'আলিমুস্ সুনান, ১/৩৯৮)

*** শাহ ইসমাঈল শহীদ (রহঃ) বলেন ঃ** দলীল প্রমাণসমূহের দিকে লক্ষ্য করে জানা গেল যে, ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা না পড়ার চেয়ে পড়াই উত্তম বা শ্রেয়। (তানভীরুল আয়নাইন, ১৭ পৃঃ)

*** হাফিয ইবনু কাসীর** স্বীয় 'তাফসীরু কুরআনিল আযীমে' এবং **আল্লামা আলাউদ্দিন 'আলী ইবনু মুহাম্মাদ** বিন ইব্‌রাহীম বাগদাদী (রহঃ) স্বীয় 'তাফসীরে খাযেন'-এ লিখেছেন ঃ সলাতে সূরাহ ফাতিহা পাঠ শারী'আতে নির্ধারিত রয়েছে। সূরাহ ফাতিহা ছাড়া সলাত কোনও কাজে আসবে না। ঃ ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ (রহঃ)সহ **জমহুর মুহাদ্দিসীন ও জমহুর 'উলামায়ি কিরামের মতে সলাতে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব**। (দেখুন, তাফসীর লুবাবুত্ তায়াভীল-যা তাফসীরে খাযেন নামে পরিচিত, ২১ পৃষ্ঠা, এবং তাফসীর ইবনু কাসীর ১/১২)

*** ইমাম ফাখ্‌রুদ্দীন আর-রাযী (রহঃ)** তাফসীরে কাবীরে' সূরাহ ফাতিহা পাঠ ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণে দলীলসহ দশটি কারণ লিখেছেন। তার কয়েকটি হচ্ছে এই যে, তিনি লিখেছেন ঃ قسمت الصلوة بيني وبين عبدي অর্থ ঃ "আমি আমার এবং আমার বান্দাহর মধ্যে সলাতকে (অর্থাৎ সূরাহ ফাতিহাকে) ভাগ করে নিয়েছি।"-এ সহীহ হাদীসে কুদ্‌সীতে আল্লাহ তা'আলা সূরাহ ফাতিহার নামই সলাত রেখেছেন। এতে জানা গেল, যে সলাতে সূরাহ ফাতিহা নেই তা সলাতই নয়। আর এটাও প্রমাণিত হল যে, সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা সলাতের রুকনের মধ্যে একটি বড় রুকনও বটে। ইমাম রাযী আরো বলেন, নাবী ﷺ সূরাহ ফাতিহা পাঠের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই আমাদের উপর ওয়াজিব যে, আমরা প্রত্যেক সলাতে সূরাহ ফাতিহা সর্বদা পাঠ করি। আল্লাহ আমাদের উপর তাঁর নাবীর ﷺ অনুসরণ করা ওয়াজিব করেছেন। নাবী ﷺ আরো বলেছেন, صلو كما رأيتموني أصلي– "তোমরা ঐভাবে সলাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে সলাত পড়তে দেখ"-হাদীস। দ্বিতীয়ত খুলাফায়ি রাশিদীন হতে সূরাহ ফাতিহা সর্বদা পাঠ করার প্রমান রয়েছে। সুতরাং আমাদেরও ইহা পাঠ করা কর্তব্য হয়ে গেল। কারণ নাবী ﷺ বলেছেন, عليكم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدين المهديين– "তোমরা আমার সুন্নাতকে আর খুলাফায়ি রাশিদীনের সুন্নাতকে আকঁড়ে ধর"-হাদীস। তৃতীয়ত সমগ্র প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মুসলমানগণ ইহা পাঠ করেন। আমাদেরও কর্তব্য তাদের অনুকরণ করা। কারণ ঈমানদারদের বিপরীত রাস্তা অবলম্বন জাহান্নামে যাওয়াকে ওয়াজিব করে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানদার (সহাবায়ি কিরাম) গণের পথের বিপরীত চলবে সে যে দিকে যেতে চায় আমি তাকে সে দিকেই নিব এবং আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব" -(আল-কুরআন)। চতুর্থত এই যে, স্বয়ং নাবী ﷺ বলেছেন, لا صلوة الا بفاتحة الكتاب– "ফাতিহা ছাড়া সলাতই হবে না" -হাদীস। অতঃপর ইমাম রাযী একটু আগে গিয়ে বলেছেন, দশম কারণ হচ্ছে, আমরা যে হাদীস এখানে লিখেছি তা এ বিষয়টি পরিস্কার প্রমাণ করে যে, সূরাহ ফাতিহার অনুপস্থিতি সলাতের অনুপস্থিতি। অর্থাৎ ফাতিহা ছাড়া সলাত হবে না। (দেখুন, তাফসীরে কাবীর, ১ম খণ্ড, ১৪৭ পৃষ্ঠা)

*** আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন ঃ** সলাতে প্রত্যেক রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা ফার্‌য। নীরব কিরাআত সম্পন্ন সলাতে মুক্তাদীর সূরাহ ফাতিহা পাঠ ফার্‌য। (দেখুন, সিফাতু সলাতিন নাবী ﷺ)

শায়খ আলবানী তার 'সিফাতু সলাতিন নাবী' গ্রন্থে স্বরব ক্বিরাআত সম্পন্ন সলাতে ইমামের পিছনে কিরাআত পড়াকে রহিত বললেও স্বরব ক্বিরাআত সম্পন্ন সলাতে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরাহ ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হওয়ায় শায়খ আলবানী (রহঃ) তার রচিত অন্য গ্রন্থে স্বরব ক্বিরাআতের সলাতেও মুক্তাদীর সূরাহ ফাতিহা পড়ার পক্ষে মত দিয়েছেন এবং তা বৈধ বলেছেন। যেমন তিনি বলেন ঃ "তবে যদি ইমামের পক্ষ হতে সাক্‌তা পাওয়া যায় (নীশ্চুপ থাকেন) তাহলে স্বরব ক্বিরাআত সম্পন্ন সলাতেও ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা যেতে পারে।" (দেখুন, সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফাহ, হা/৯৯২ এর শেষ দিকে)

ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠের পক্ষে বর্ণিত 'মিশকাতুল মাসাবীহ' গ্রন্থের ৮৫৪ নং হাদীসের তাহক্বীক্বে শায়খ আলবানী বলেন ঃ "এ হাদীস প্রমাণ করে, ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়া ওয়াজিব নয় বরং জায়িয।" সুতরাং শায়খ আলবানীর মতে ঃ নীরব কিরাআত সম্পন্ন সলাতে মুক্তাদীর সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা ফার্‌য আর স্বরব কিরাআত সম্পন্ন সলাতে বৈধ।

*** শায়খ সালিহ আল-উসাইমিন (রহঃ) বলেন ঃ** প্রাধান্যযোগ্য মত হচ্ছে, স্বরব, নীরব সকল সলাতেই ইমাম, মুক্তাদী, একাকী সলাত আদায়কারী- সবার জন্য সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা রুকন বা ফার্‌য। (দেখুন, ফাতাওয়াহ আরকানুল ইসলাম)

*** স'উদী আরবের প্রাক্তন গ্রান্ড মুফতী শায়খ 'আবদুল 'আযীয বিন বায (রহঃ) বলেন ঃ** মুক্তাদীগণ ইমামের সাক্‌তার সময় সূরাহ ফাতিহা পাঠ করবেন। ইমাম যদি সাকতা না করেন তবুও ইমামের ক্বিরাআত চলা অবস্থায়ই মুক্তাদীগণ ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়ে নিবেন। অতঃপর (মুক্তাদী সূরাহ ফাতিহা পাঠের পর) ইমামের জন্য চুপ থাকবেন নাবী ﷺ-এর এ বাণীর জন্য ঃ "সম্ভবত তোমরা ইমামের পিছনে পড়ে থাক? সহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। নাবী ﷺ বললেন, এমনটি করো না, তবে সূরাহ ফাতিহা পড়বে, কেননা যে ব্যক্তি সূরাহ ফাতিহা পাঠ করে না তার সলাত হয় না।" হাদীসটি আহমাদ ও তিরমিযী হাসান সানাদে বর্ণনা করেছেন। এ নিয়ম স্বরব ক্বিরাআতের সলাতের জন্য। নীরব ক্বিরাআত সম্পন্ন সলাতে মুক্তাদীগণ সূরাহ ফাতিহার সাথে কুরআন থেকে সহজ হয় এমন অন্য সূরাহও পাঠ করবে। যেমন যুহ্‌র ও 'আসর সলাতে। (দেখুন, ফাতাওয়াহ শায়খ বিন বায)

* ইমামের পিছনে মুক্তাদীর ফাতিহা পড়া এমনই গুরুত্বপূর্ণ 'আমাল যে, এ বিষয়ে হাদীস বিশারদ ইমামগণ আলাদাভাবে বিশেষ কিতাব রচনা করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর রচিত 'জুযউল ক্বিরাআত', এতে তিনি এর পক্ষে ৩০০ দলীল এনেছেন। আরেকটি হচ্ছে ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ)-এর 'কিতাবুল ক্বিরাআত'। সুতরাং বিষয়টি যে কত গুরুত্ববহ তা সহজেই অনুমেয়।

(ঙ) ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরাহ ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে বিশিষ্ট চার ইমামের অভিমত-

(১) ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) এর অভিমত ঃ ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদের দুটি অভিমত রয়েছে। তাঁদের প্রথম অভিমত হল, মুক্তাদির জন্য সূরাহ ফাতিহা পাঠ ওয়াজিবও নয়, সুন্নাতও নয়। আর এটি হচ্ছে তাঁদের পুরাতন অভিমত। ইমাম মুহাম্মাদ তাঁর লিখনীতে এ পুরাতন অভিমত তুলে ধরেছিলেন। অতঃপর এ লিখনী বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ার ফলে এ মতটি প্রসিদ্ধ হয়ে উঠে। তাঁদের দ্বিতীয় অভিমত হল, মুক্তাদির জন্য ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা সতর্কতা মূলকভাবে উত্তম। ইমাম আবূ হানিফার নিকট যখন এ সমস্ত হাদীস পৌঁছে যে - "রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর মুক্তাদীদেরকে সম্ভোধন করে বলেছেন, তোমরা পড়বে না, একমাত্র উম্মুল কুরআন ব্যতীত" এবং হাদীস "আমি যখন উচ্চস্বরে ক্বিরাআত করি, তখন তোমরা আমার পিছনে অন্য কিছুই পড়বে না, হ্যাঁ, অবশ্য সূরাহ ফাতিহা পড়বে, এজন্যই যে, সূরাহ ফাতিহা ছাড়া সলাত হয় না।"- তখন ইমাম আবূ হানিফা ও তাঁর শাগরিদ ইমাম মুহাম্মাদ তাঁদের প্রথম অভিমত থেকে সরে যান। (দেখুন, গাইসুল গামাম হাশিয়াহ ইমামুল কালাম)

* আল্লামা শা'রানী বলেন ঃ ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মুহম্মাদ (রহঃ) থেকে ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা এবং পাঠ না করা দু'রকমই প্রচলিত ছিল। পরিশেষে তাঁরা দু'জনই তাঁদের প্রথম উক্তি 'না পাঠ করা' থেকে শেষ উক্তি 'পাঠ করার' দিকে সতর্কতামূলক হিসেবে প্রত্যাবর্তন করেছেন। (গায়সুল গামাম ইমামুল কালামসহ ১৫৬-১৬৭ পৃষ্ঠা)

* হানাফী ফিক্বাহ গ্রন্থ "জামি' রমুজ"- এ রয়েছে ঃ ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মুহাম্মাদের নিকট ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করাতে কোন অসুবিধা নেই। (দেখুন, জামি' রমুজ ১/৭৬, মিসকুল খিতাম ১/২১৯)

* শারহু মাহযাব গ্রন্থে রয়েছে ঃ ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ)-এর নিকট ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা এক বর্ণনায় মুস্তাহাব এবং আরেক বর্ণনায় ওয়াজিব। (দেখুন, শারহু মাহযাব, ৩/৩২৭, মিসরের ছাপা)

* ইমাম ফাখ্‌রুদ্দিন রাযীর "তাফসীরে কাবীরে" রয়েছে ঃ ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) আমাদের সাথে এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়লে সলাত বাতিল হয় না।

(২) ইমাম মালিক (রহঃ) এর অভিমত ঃ ইমাম মালিক (রহঃ) এর মতে মুক্তাদির জন্য সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। (দেখুন, মা'আলিমুত তানযিল ২৭৩ পৃঃ, মিরকাত, তাফসিরে খাযিন ২১ পৃঃ)

(৩) ইমাম শাফিঈ (রহঃ) এর অভিমত ঃ ইমাম শাফিঈ (রহঃ)-এর মতে, ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা ফার্‌য। (দেখুন, মা'আলিমুত তানযিল, তাফসিরে খাযিন ৯১ পৃঃ, 'উমদাতুল ক্বারী)

(৪) ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহঃ) এর অভিমত ঃ ঃ (১০ লক্ষ হাদীসের হাফিয) ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহঃ) ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরাহ ফাতিহা পাঠকে পছন্দ করেছেন এবং বলেছেন, কোন ব্যক্তি যেন সূরাহ ফাতিহা পাঠ ছেড়ে না দেয়, যদিও সে ইমামের পিছনে থাকে। (দেখনু, জামি' আত-তিরমিযী ১/৪২)

* ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ নাবী ﷺ-এর অধিকাংশ সহাবায়ি কিরাম, অসংখ্য তাবেঈন এবং তাঁদের পরবর্তী অধিকাংশ আহ্‌লি 'ইলম ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠের পক্ষপাতি ছিলেন (তাঁরা সকলেই এর উপর 'আমাল করেছেন)। সহাবী 'উমার ইবনুল খাত্তাব, জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ, 'ইমরান ইবনু হুসাইন ও অন্যান্য সহাবায়ি কিরাম বলেছেন, সূরা ফাতিহা না পড়লে সলাত হবে না। ইমাম মালিক, ইবনুল মুবারক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ ও ইমাম ইসহাক্ব সকলেই ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠের পক্ষপাতি ছিলেন। (দেখুন, জামি' আত-তিরমিযী)

* তাফসীরে মাজহারীতে রয়েছে ঃ ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেছেন, সূরা ফাতিহা ছাড়া (মুক্তাদির) সলাত সহীহ হবে না, যেরূপ ইমাম ও মুনফারিদের সলাত সূরাহ ফাতিহা ছাড়া সহীহ হয় না। (দেখুন, তাফসীরে মাজহারী ১/১১৮)

* কিতাবুল ফিক্বহি 'আলা মাযাহিবিল আরবা'আহ গ্রন্থে রয়েছে ঃ ইমাম মালিক, ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ (রহঃ) এ হুকুমের উপর একমত যে, সলাতের প্রত্যেক রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা ফার্‌য। কোন মুসল্লী ইচ্ছাকৃতভাবে ফাতিহা পড়া ছেড়ে দিলে তার সলাত বাতিল হয়ে যাবে। ফার্‌য, নাফ্‌ল সকল প্রকার সলাতের জন্য এর একই হুকুম। আর কেউ ভুল বশতঃ ছেড়ে দিলে যে রাক'আতে সূরাহ ফাতিহা পাঠ ছুটে গেছে তা দ্বিতীয়বার পড়ে নেবে। (দেখুন, কিতাবুল ফিক্বহি 'আলা মাযাহিবিল আরবা'আহ ১/২২৯)

অতএব প্রমাণিত হল, বিশিষ্ট চারজন ইমামের মতেও ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা আবশ্যক।

(চ) ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরাহ ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের পীর-সূফী ও বিখ্যাত 'আলিমগণের অভিমত ও 'আমাল-

(১) আবূ হানিফার শিষ্য ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর অভিমত ঃ ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরাহ ফাতিহা পড়া সতর্কতা অবলম্বন হিসেবে পছন্দনীয়। (তাফসীরে আহমাদী ২৮১ পৃঃ)

(২) আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহঃ)-এর অভিমত ঃ মুক্তাদীর জন্য সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা বৈধ, তবে অন্য কিছু নয়। আমাদের অনেক হানাফী ফাক্বীহ নীরব সলাতে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরাহ ফাতিহা পড়া পছন্দ করেছেন। এটাই ছিল ইমাম আবূ হানিফার প্রথম সিদ্ধান্ত। আর ইমাম আবূ হানিফা ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়তে নিষেধ করেননি, যদিও ফাতিহা না পড়া তার 'আমাল ছিল। (দেখুন, ফাসলুল খিত্বাব ১১৮, ২৭৮, ২৯৮ পৃষ্ঠা)

(৩) আল্লামা আইনী হানাফী (রহঃ)-এর অভিমত ঃ আমাদের অনেক হানাফী ফাক্বীহ সকল প্রকার সলাতে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা উত্তম জানতেন। (দেখুন, সহীহুল বুখারীর শারাহ্ গ্রন্থ 'উমদাতুল ক্বারী ৩/২৯)

(৪) বাদশা আলমগীরের উস্তাদ মোল্লা জিয়ন হানাফী (রহঃ)-এর অভিমত ঃ হানাফী সূফী বুজুর্গদের দল ও বড় বড় হানাফী 'আলিমগণের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে, তাঁরা ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরাহ ফাতিহা পড়া পছন্দ করতেন। (তাফসীরে আহমাদী, ২৮১ পৃষ্ঠা)

(৫) শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ)-এর অভিমত ঃ যদি ইমাম স্বরবে ক্বিরাআত পাঠ করে তাহলে মুক্তাদী সাক্তার সময় ফাতিহা পড়ে নিবে। আর ইমাম নীরবে ক্বিরাআত পাঠ করলে মুক্তাদী যখন ইচ্ছা হয় পড়ে নিবে। সূরাহ ফাতিহা পড়ার ব্যাপারে এ নিয়মটা অনুসরণ করা উচিত। যাতে ইমামের ক্বিরাআতে অসুবিধা না হয়। আর এটাই (অর্থাৎ ইমামের পিছনে মুক্তাদীর চুপি চুপি ফাতিহা পাঠ করাটাই) আমার নিকট অগ্রাধিকারযোগ্য ও উত্তম। (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ২/৯)

(৬) ফাতাওয়াহ আলমগীরীর অন্যতম লিখক শাহ 'আবদুর রহীম দেহলভী হানাফী (রহঃ) এর অভিমত ও 'আমাল ঃ তিনি ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়তেন এবং জানাযার সলাতেও সূরাহ ফাতিহা পড়তেন- (আলফাসুল 'আরিফীন ৬৯পৃষ্ঠা)। তিনি মুখে আগুন দেওয়ার জাল হাদীসটির প্রতিবাদে বলেন, ক্বিয়ামাতের দিন যদি আমার মুখে আগুন দেওয়া হয় তা আমার নিকট "তোমার সলাতই হয়নি" বলার চেয়ে উত্তম। (দেখুন, ইমামুল কালাম ২০ পৃষ্ঠা)

(৭) 'আবদুল হাই লাখনৌবী দেওবন্দী হানাফী (রহঃ)-এর অভিমত ঃ নীরব ক্বিরাআতের সলাতে ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়া উত্তম। আর স্বরব সলাতে সাক্তার সময় পড়াতে কোন দোষ নেই। ইমাম মুহাম্মাদ তো নীরব ক্বিরাআতের (সির্‌রী) সলাতে ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা জায়িয ও উত্তম বলেছেন। সুতরাং স্বরব ক্বিরাআতের (জেহ্‌রী) সলাতে সাক্তার সময় মুক্তাদীর ক্বিরাআত পাঠ অবশ্যই জায়িয। কারণ জেহ্‌রী সলাতে সাক্তার সময়ে পড়া আর সির্‌রী সলাতে (সাধারণভাবে) পড়ার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। (দেখুন, ইমামুল কালাম, ১৫৬ পৃষ্ঠা)

'আবদুল হাই লাখনৌবী হানাফী আরো বলেন ঃ কোন হাদীসে এ কথা বর্ণিত নেই যে, তোমরা ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়বে না, অথবা রসূলুল্লাহ (সা) নিষেধ করেছেন ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করতে। তাছাড়া হানাফীদের দলীলে এমন কোন হাদীসই নেই যাতে ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়তে স্পষ্ট ভাবে নিষেধ প্রমাণ রয়েছে। যেমন বিরোধী পক্ষের নিকট এমন হাদীস আছে যা ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের সূরাহ ফাতিহা পড়া প্রমাণ করে। যেমন এ হাদীস ঃ"তোমরা সূরাহ ফাতিহা ছাড়া আর কিছই পড়বে না"। (দেখুন, গাইসুল গামাম হাশিয়াহ ইমামুল কালাম, পৃষ্ঠা ১৫৪)

'আবদুল হাই লাখনৌবী দেওবন্দী হানাফী (রহঃ) আরো বলেন, কোন সহীহ মারফূ হাদীসেই ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়া নিষেধ নেই। আর এ সম্পর্কে তারা (হানাফীগণ) যেসব হাদীস দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন তা হয় ভিত্তিহীন ও জাল, নতুবা সহীহ নয়। যেমন ইবনু হিব্বানের কিতাবুয যু'আফা গ্রন্থে বর্ণিত মুখে আগুন ভরার হাদীস। (দেখুন, আত-তা'লীকুল মুমাজ্জাদ আল-মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ, পৃষ্টা ১০১, টিকা নং ১)

(৮) আল্লামা রশীদ আহমাদ গাংগুহী দেওবন্দী হানাফী (রহঃ)-এর অভিমত ঃ তিনি বলেন, তোমরা (জেহরী সলাতে ইমামের পিছনে) সূরাহ ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু পড়বে না। কেননা যে ব্যক্তি সূরাহ ফাতিহা পাঠ করে

না তার সলাত হয় না। (জেহরী সলাতে) ইমামের সাক্তার সময় ফাতিহা পাঠে কোন দোষ নেই। (সাবীলুর রশাদ, পৃষ্ঠা ২০-২১)

(৯) আল্লামা জা'ফর আহমাদ 'উসমানী হানাফী (রহঃ)-এর অভিমত ঃ আমরা তো বলি যে, ইমামের পিছনে মুক্তাদী সূরাহ ফাতিহা চুপি চুপি পড়বে। যাতে ইমামের ক্বিরাআতে কোন ঝগরা ও বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। (ফারান কারায়ী)

(১০) মুজাদ্দিদ আলফি সা-নী আল্লামা শায়খ সারহিন্দী (রহঃ)-এর অভিমত ও 'আমাল ঃ তিনি ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়তেন এবং তা পছন্দনীয় মনে করতেন। (যুবদাতুল মাক্বামাত ২০৯ পৃষ্ঠা)

(১১) **শাহ 'আবদুল 'আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী হানাফী (রহঃ)-এর অভিমত ঃ** সহাবায়ি কিরাম রসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণে সূরাহ ফাতিহা পড়তেন। রসূলুল্লাহ ﷺ সূরাহ ফাতিহা পড়তে কখনো নিষেধ করেননি। অতএব উচিত হল সমস্ত মুফাস্সির ও মুহাদ্দিসগণের অনুকরণে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরাহ ফাতিহা পড়া। কারণ, সূরাহ ফাতিহা না পড়লে তার 'আমাল সহীহ হাদীসের পরিপন্থি হবে। এখন থাকলো ইমাম আবূ হানিফার ফাতাওয়াহ। তাতে আশ্চর্যের কী আছে? কারণ এ হাদীসটি বিশুদ্ধ সূত্রে তাঁর কাছে হয়ত পৌঁছেনি। কিন্তু শত শত নয় বরং হাজার হাজার গবেষক, 'উলামা যেমন ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমূখের নিকট এ হাদীসটি সহীহ প্রমাণিত হয়েছে। তাই সূরাহ ফাতিহা ছেড়ে দেওয়া তিরস্কার যোগ্য এবং অভিশাপের কারণ হবে। (দেখুন, ফাতাওয়াহ খানদানে ওয়ালিউল্লাহ ১৯২৮ সংস্করণ)

(১২) (ইমাম মুহাম্মাদের ছাত্র ও প্রসিদ্ধ হানাফী ফাক্বীহ) আবূ হাফ্স কাবীর (রহঃ) ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করার পক্ষে মত দিয়েছেন। (দেখুন, ইমামুল কালাম, ২১ পৃষ্টা)

(১৩) আল্লামা আবুল হাসান সিন্দী হানাফী (রহঃ) ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়ার পক্ষে।

(১৪) হিদায়ার ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী (রহঃ) বলেন ঃ হাদীস দ্বারা প্রকাশ্য সলাতে ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা প্রমাণিত। অতএব ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়বে। (দেখুন, আয়নুল হিদায়া ১/৪২৯)

(১৫) (বড় পীর) 'আবদুল ক্বাদির জিলানী (রহঃ)-এর অভিমত ঃ নিশ্চয় সলাতে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করা ফারয। সূরাহ ফাতিহা হচ্ছে সলাতের রুকন। তাই সলাতে সূরাহ ফাতিহা না পড়লে সলাত বাতিল হয়ে যাবে। (দেখুন, গুনিয়াতুত্ ত্বালিবীন)

(১৬) খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া (রহঃ)-এর অভিমত ঃ খাজা নিজামুদ্দীন আওলিয়া হানাফী হওয়া সত্ত্বেও ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়তেন এবং তাঁর সকল ভক্তদের পড়তে বলতেন। একবার তাঁর এক মুরীদ তাঁকে বললেন, হাদীসে এসেছে 'কেউ ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়লে তার মুখে আগুন দেয়া হবে'? তখন তিনি এর উত্তরে বললেন, নাবী ﷺ-এর সহীহ হাদীসে আছে- 'সূরাহ ফাতিহা ছাড়া সলাতই হবে না'। অতএব (আগুন দেওয়ার) প্রথম হাদীসটি ধমক আর দ্বিতীয় হাদীসটি সলাত বাতিল হওয়া প্রমাণ করে। (কিয়ামাতের দিন) আমি ধমক সহ্য করাটা পছন্দ করব কিন্তু আমার সলাত বাতিল হওয়াটা বরদাস্ত করতে পারবো না। (দেখুন, নুজহাতুল খাওয়াতির, ১২৬ পৃষ্ঠা)

(১৭-১৯) খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী (রহঃ), খাজা বাহাউদ্দীন নক্শাবন্দী (রহঃ) ও খাজা শিহাবুদ্দীন সরওয়ার্দী (রহঃ) সূরাহ ফাতিহা পাঠ করার পক্ষপাতি ছিলেন। (দেখুন, তাফসীরে আহমাদী)

(২০) দিল্লির বিখ্যাত হানাফী পীর মির্যা মাযহার জানে জা-নাঁ -এর অভিমত ঃ তিনি নিজে ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়তেন এবং সকলকে তা পড়ার ফাতাওয়াহও দেন। (তিস্কার ১১৩পৃঃ, মা'মূলাতি মাযহারিয়্যাহ)

(২১) লাখনৌর মির্যা হাসান 'আলী হানাফী (রহঃ)ও অনুরূপ ফাতাওয়াহ দেন এবং তিনি হানাফী মাযহাবেরই কিতাব থেকে ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়ার প্রমাণে একটি পুস্তিকাও লিখেন। (দেখুন, বুলুগুল মারাম এর শারাহ্ মিসকুল খিতাম ১/২১৯)

٨٢٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ السَّرْحِ، قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا " . قَالَ سُفْيَانُ لِمَنْ يُصَلِّي وَحْدَهُ .

– **صحيح** : ق دون قوله (فصاعدا..) إلخ، و عند (م) : (فصاعدا).

---

(২২) সূফী সাধক ইমাম গায্যালী (রহঃ) এর অভিমত ঃ ইমাম গায্যালী (রহঃ) বলেন, নিশ্চয় মুক্তাদী সূরাহ ফাতিহা পড়বে। (ইহ্ইয়াউল 'উলুমুদ্দীন ১/১৯১)

(২৩) বাংলাদেশের হানাফী মাযহাবের অন্যতম প্রখ্যাত 'আলিম আল্লামা শামসুল হাক্ব ফরিদপুরী (সদর সাহেব হুজুর রহঃ) স্বীয় ওয়াসিয়্যাত নামায় লিখেছেন ঃ হানাফী মাযহাবের কোন ব্যক্তি যদি জোরে আমীন বলে এবং ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করে তাহলে তার হানাফীয়াত টুটে যাবে না বরং আরো মজবুত হবে। (দেখুন, তার ওয়াসিয়্যাত নামার ৭নং ওয়াসিয়্যাত)

(২৪) সৈয়দ আহমাদ হুসাইন দেহলবী হানাফী (রহঃ) লিখেছেন, মন্দভাবে সলাত আদায়ের কারণে রসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে রাক'আত শিক্ষা দিতে গিয়ে বললেন, "তুমি সূরাহ ফাতিহা পাঠ কর। অতঃপর প্রত্যেক রাক'আতেই এরূপ কর।" এতে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক রাক'আতেই সূরাহ ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। চাই ইমাম হোক বা মুক্তাদী, জোরে ক্বিরাআতের সলাত হোক বা আস্তের ক্বিরাআতের সলাত এতে কোনই পার্থক্য নেই। নির্বিশেষে সকল মুসল্লীর জন্য সর্বাবস্থায় ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। (দেখুন, হাশিয়াহ বুলুগুল মারাম, ১/৪৬)

(২৫) হানাফী মাযহাবের ফিক্বাহ গ্রন্থাবলীতেও ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়ার পক্ষে ফাতাওয়াহ লিপিবদ্ধ আছে। সেগুলোর কয়েকটি উল্লেখ করা হলো ঃ

(ক) হাদীসের দৃষ্টিতে সূরাহ ফাতিহা পাঠ ওয়াজিব। (দেখুন, উসূলুশ শাশী ৮/১০১)

(খ) ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ সর্তকতামূলক মুস্তাহ্সান বা উত্তম। (দেখুন, হিদায়া ১/১০১)

(গ) ইমামের পিছনে মুক্তাদির সূরাহ ফাতিহা পাঠ না করার হাদীস দুর্বল। (দেখুন, নুরুল হিদায়া ১/১১২)

(ঘ) ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ না করার পক্ষে ইবনু 'উমার থেকে বর্ণিত আসারটি দুর্বল। (দেখুন, নুরুল হিদায়া ১১১ পৃঃ)

(ঙ) ইমামের পিছনে মুক্তাদিগণ সূরাহ ফাতিহা মনে মনে পাঠ করবে, এটাই হচ্ছে হাক্ব। (দেখুন, আয়নুল হিদায়া ১/৪৪০)।

ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠের পক্ষে হানাফী মাযহাবের প্রথম সারীর শ্রেষ্ঠ বিদ্যানগণের স্পষ্ট বক্তব্য পেশের পর কারো জন্যই এরূপ বলা উচিত নয় যে, হানাফী মাযহাবে মুক্তাদীর জন্য সূরাহ ফাতিহা পড়া নিষেধ ও অপছন্দনীয়। তাই বলা বাহুল্য, রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্পষ্ট সহীহ হাদীসাবলী, জমহুর সহাবায়ি কিরাম, জমহুর তাবেঈন ও তাবে' তাবেঈন, জমহুর মুহাদ্দিসীন, বিশিষ্ট চারজন ইমাম এবং হানাফী মাযহাবের প্রথম সারীর শ্রেষ্ঠ মুহাক্কিক্ব 'আলিমগণসহ জমহুর 'উলামায়ি কিরামের স্পষ্ট বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও যারা ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করেন না তারা ক্বিয়ামাতের ময়দানে কী জবাব দিবেন যদি বলা হয়, তোমার সলাতই হয় নাই! আর যারা এ ধরনের ভুল ফাতাওয়াহ দিয়ে সাধারণ সরলমনা মুসলিম ভাই বোনদের ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পড়া হতে বিরত রাখার চেষ্টা করছেন, সূরাহ ফাতিহা না পড়ার কারণে ক্বিয়ামাতের দিন যদি ঐসব মুসলিম ভাই বোনদের সলাত বরবাদ হয়ে গেছে বলে ঘোষনা দেয়া হয় তখন এর দায়িত্ব কি তারা নিবেন? অতএব ভেবে দেখুন।

৮২২। 'উবাদাহ্ ইবনুস সামিত ﷺ সূত্রে বর্ণিত। এ হাদীসের সানাদ নাবী ﷺ পর্যন্ত পৌঁছেছে। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি সূরাহ ফাতিহা এবং তার সাথে অতিরিক্ত কিছু পড়বে না, তার সলাত পূর্ণাঙ্গ হবে না।[৮২২]

বর্ণনাকারী সুফিয়ান বলেন, এ নির্দেশ একাকী সলাত আদায়কারীর জন্য।

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিমে তার বক্তব্যের এ অংশটুকু বাদে "তার সাথে অতিরিক্ত কিছু.." শেষ পর্যন্ত। আর মুসলিমে (فصاعدا) রয়েছে।

٨٢٣– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ كُنَّا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ " لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ " . قُلْنَا نَعَمْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " لاَ تَفْعَلُوا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا " .

– ضعيف .

৮২৩। 'উবাদাহ ইবনুস সামিত ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে ফাজ্‌রের সলাত আদায় করছিলাম। সলাতে রসূলুল্লাহ ﷺ ক্বিরাআত পড়াকালে ক্বিরাআত তাঁর জন্য ভারী হয়ে গেল। সলাত শেষে তিনি ﷺ বললেন, সম্ভবতঃ তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে ক্বিরাআত করেছ। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! হ্যাঁ। তখন তিনি ﷺ বললেন, এমনটি কর না, তবে তোমাদের সূরাহ ফাতিহা পড়াটা স্বতন্ত্র। কেননা যে ব্যক্তি সূরাহ ফাতিহা পাঠ করে না, তার সলাত হয় না।[৮২৩]

দুর্বল।

[৮২২] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ সব সলাতেই ইমাম ও মুক্তাদীর ক্বিরাআত পাঠ জরুরী, হাঃ ৭৫৬), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ প্রত্যেক রাকআতে সুরাহ ফাতিহা পাঠ ওয়াজিব)।

[৮২৩] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ ইমামের পেছনে ক্বিরাআত পাঠ, হাঃ ৩১১), মুহাম্মদ ইবনু ইসহাক্ব সূত্রে ইমাম তিরমিযী বলেন, 'উবাদাহর হাদীসটি হাসান। আহমাদ, তিরমিযী, বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত, দারাকুতনী, মুস্তাদরাক হাকিম, ত্বাবারানী, সহীহ ইবনু খুযাইমাহ, ইবনু হিব্বান ও বায়হাক্বী। হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী, দারাকুতনী, ইবনু হিব্বান, হাকিম ও বায়হাক্বী ইবনু ইসহাক্ব সূত্রে ঃ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন মাকহুল , মাহমুদ ইবনু রবীঈ হতে 'উবাদাহ সূত্রে। এবং তার অনুসরণ (তাবে') করেছেন যায়িদ ইবনু ওয়াক্বিদ ও অন্যরা মাকহুল সূত্রে। শায়খ আহমাদ শাকির এটিকে সহীহ বলেছেন এর শাওয়াহিদ বর্ণনার দ্বারা, যা তিনি তিরমিযীর তা'লীক্বে এনেছেন।

হাদীসটির সানাদকে শায়খ আলবানী যদিও দুর্বল বলেছেন তথাপি হাদীসটি গ্রহণযোগ্য। কারণ ঃ

১। মুহাদ্দিসগণের এক জামা'আত কর্তৃক একে সহীহ আখ্যায়িত করণ ঃ হাদীসটিকে যাঁরা সহীহ বলেছেন তাঁরা হলেন ঃ ইমাম বুখারী, ইমাম আবূ দাউদ, ইবনু খুযাইমাহ, বায়হাক্বী এবং অরো অনেকে। আর যাঁরা হাদীসটিকে হাসান বলেছেন তাঁরা হলেন ঃ ইমাম মিরমিযী, ইমাম দারাকুতনী, হাফিয ইবনু হাজার সহ আরো অনেকে। ইমাম খাত্তাবী 'মাআলিমুস সুনান' গ্রন্থে বলেন ঃ এই হাদীসের সানাদ অত্যন্ত মজবুত, এতে কোন

٨٢٤- حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيِّ، قَالَ نَافِعٌ

রকম ত্রুটি নাই। হাফিয ইবনু হাজার 'দিরায়া তাখরীজে হিদায়া' গ্রন্থে বলেন ঃ ইমাম আবূ দাউদ হাদীসটি এমন সানাদে বর্ণনা করেছেন যে, এর সমস্ত বর্ণাকারীই মজবুত। ইমাম হাকিম বলেন, এর সানাদ 'মুস্তাকিম'। আল্লামা 'আবদুল হাই লাখনৌবী হানাফী 'সায়াইয়াহ' নাম গ্রন্থে বলেন ঃ এই হাদীসটি সহীহ এবং এর সানাদ মজবুত। সাইয়্যিদ আহমাদ হাসান দেহলবী 'আহসানুত তাফসীর' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ 'উবাদাহর এই হাদীস বিলকুল সহীহ। কারো শক্তি নাই যে, এর সানদের মধ্যে কোন কথা বলে।

২। **মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্বের বর্ণনা হতে তাদলীসের ধারণা খণ্ডন ঃ** মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব তাদলীস করতেন বিধায় তাদলীসকারী হিসেবে তার কতৃর্ক (عـــن) শব্দে বর্ণিত হাদীসকে দুর্বল বলে সন্দেহ করা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত তার হাদীস শ্রবণের বিষয়টি সাব্যস্ত না হয়। কিন্তু তার থেকে হাদীসটি উক্ত সানাদে (عن) শব্দ দ্বারা বর্ণিত হলেও অন্যান্য কিতাবে ইমাম মাকহুল থেকে তার শ্রবণের বিষয়টি স্পষ্ট ও সাব্যস্ত হয়েছে। যেখানে তিনি হাদীসটি (حدثنا) শব্দে বর্ণনা করেছেন। সানাদটি এরূপ ঃ (عن محمد ابن اسحاق : حدثنا محمود ابن ربيع عن عبـــادة ...)। এটিকে ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী, দারাকুতনী, ইবনু হিব্বান, হাকিম ও বায়হাক্বী সহীহ বলেছেন। এর মুতাবাআত বর্ণনাও আছে। হাদীসটি বর্ণনায় তার তাবে' করেছেন যায়িদ ইবনু ওয়াক্বিদ ও অন্যান্যরা মাকহুল সূত্রে। আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির এটিকে সহীহ বলেছেন এর শাওয়াহিদ বর্ণনার দ্বারা, সেগুলো তিনি তিরমিযীর উপর তাঁর তা'লীক্ব গ্রন্থে এনেছেন। 'আবদুল হাই লাখনৌবী হানাফী ইমামুল কালাম গ্রন্থে বলেন ঃ 'তাদলীসের আক্রমণ দূরীভুত হয় পোষকতার কারণে, আর এখানে তা অবশ্যই মওজুদ আছে।' অতএব ইবনু ইসহাক্বের বর্ণনাটি তাদলীসের ত্রুটি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত।

* **মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্বের গ্রহণযোগ্যতা ঃ** ইমাম নাসায়ী বলেন ঃ তিনি শক্তিশালী নন। হাফিয ইবনু হাজার বলেন ঃ তিনি সত্যবাদী, তিনি তাসলীস করেন এবং তিনি ক্বাদরিয়া মতবাদে বিশ্বাসী বলে অভিযুক্ত- (তাকরিবুত তাহযীব ২/৫৪)। তাজকিরাতুল হুফফায গ্রন্থে রয়েছে ঃ হাদীসটির মাত্র একজন বর্ণনাকারী ইবনু ইসহাক্ব সম্পর্কে ইমাম মালিক ও ইবনু জাওযী কিছু ত্রুটি বের করেছেন কিন্তু সেটা ছিল ব্যক্তিগত আক্রশে- (দেখুন, তাজকিরাতুল হুফফায)। অথচ জমহুর মুহাদ্দিসগণের নিকট মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী- (দেখুন, তাজকিরাতুল হুফফায)।

ইমাম শাওকানী বলেন ঃ ইমাম বুখারীসহ অধিকাংশ বিদ্বান ইবনু ইসহাক্বকে বিশ্বস্ত বলেছেন। (নাসবুর রায়াহ ৪/১৭)

আল্লামা বাদরুদ্দীন আইনী হানাফী বলেন ঃ ইবনু জাওযী ইবনু ইসহাক্বের আপত্তি করায় কোন কিছু আসে যায় না। কারণ ইবনু ইসহাক্ব তো জমহুর মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট বড় বিশ্বস্ত লোক। (দেখুন, 'উমদাতুল ক্বারী, ৭/২৭)

হানাফী ফিক্বাহ ফাতহুল ক্বাদিরে রয়েছে ঃ হাক্ব কথা এটাই যে, ইবনু বাসহাক্ব বিশ্বস্ত। উক্ত গ্রন্থে আরো রয়েছে ঃ ইবনু ইসহাক্ব বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য। এ ব্যাপারে আমাদের (হানাফীদের) এবং মুহাক্বিক্ব মুহাদ্দিসীনে কিরামের মধ্যে কোনই সন্দেহ নেই। (দেখুন, ফাতহুল ক্বাদীর, ১/৪১১, ৪২৪)

আল্লামা 'আবদুল হাই লাখনৌবী হানাফী বলেন ঃ প্রাধান্যযোগ্য ও মজবুত কথা এই যে, মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব মজবুত বণর্ণনাকারী। দেখুন, ইমামমুল কালাম, পৃঃ ৯২)

এছাড়া হানাফী মুহাদ্দিস আনোয়ার শাহ কাশমিরী, জাফর আহমাদ 'উসমানী এবং জাকারিয়াসহ বহু দেওবন্দী হানাফী 'আলিম ইবনু ইসহাক্বকে নিজ নিজ গ্রন্থে বিশ্বস্ত বলেছেন। অতএব মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব জমহুর মুহাদ্দিসগণের নিকট বিশ্বস্ত।

أَبْطَأَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ عَنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ، فَأَقَامَ أَبُو نُعَيْمٍ الْمُؤَذِّنُ الصَّلاَةَ فَصَلَّى أَبُو نُعَيْمٍ بِالنَّاسِ وَأَقْبَلَ عُبَادَةُ وَأَنَا مَعَهُ، حَتَّى صَفَفْنَا خَلْفَ أَبِي نُعَيْمٍ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَجَعَلَ عُبَادَةُ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لِعُبَادَةَ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ قَالَ أَجَلْ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَقَالَ " هَلْ تَقْرَءُونَ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ " . فَقَالَ بَعْضُنَا إِنَّا نَصْنَعُ ذَلِكَ . قَالَ " فَلاَ وَأَنَا أَقُولُ مَا لِي يُنَازِعُنِي الْقُرْآنُ فَلاَ تَقْرَءُوا بِشَىْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلاَّ بِأُمِّ الْقُرْآنِ " .

– ضعيف .

৮২৪। নাফি‘ ইবনু মাহমুদ ইবনু রাবী‘ আল-আনসারী সূত্রে বর্ণিত। নাফি‘ বলেন, একবার ‘উবাদাহ ইবনুস সামিত ﷺ ফাজ্‌র সলাতে বিলম্বে উপস্থিত হন। ফলে মুয়াজ্জিন আবূ নু‘আইম (রহঃ) সলাতের তাকবীর বলে লোকদের নিয়ে সলাত আরম্ভ করেন। তখন আমি এবং ‘উবাদাহ ইবনুস সামিত ﷺ উপস্থিত হয়ে আবূ নু‘আইমের পিছনে ইক্বতিদা করি। আবূ নু‘আইম সলাতে স্বরবে ক্বিরাআত পড়ছিলেন। ‘উবাদাহ ﷺ (তার পিছনে) সূরাহ ফাতিহা পড়েন। সলাত শেষে আমি ‘উবাদাহ ﷺ-কে বললাম ঃ আবূ নু‘আইমের স্বরবে ক্বিরাআত পাঠকালে আমি আপনাকেও সূরাহ ফাতিহা পাঠ করতে শুনলাম? তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ। একবার রসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক ওয়াক্তের স্বরব ক্বিরাআতের সলাতে আমাদের ইমামতি করেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ রসূলুল্লাহ ﷺ ক্বিরাআতের সময় আটকে গেলেন। অতঃপর সলাত শেষে তিনি ﷺ আমাদের লক্ষ্য করে বলেন ঃ আমার স্বরবে ক্বিরাআত পাঠকালে তোমরাও কি ক্বিরাআত করেছ? জবাবে আমাদের কেউ বলেন, হ্যাঁ আমরাও ক্বিরাআত করেছি। তখন তিনি ﷺ বলেন, এমনটি করবে না। তিনি ﷺ আরো বলেন, ক্বিরাআত পাঠের সময় তাইতো ভাবছিলাম, আমার কুরআন পাঠে কিসে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে? অতএব আমি যখন সলাতে স্বরবে ক্বিরাআত করি, তখন তোমরা উম্মুল কুরআন (সূরাহ ফাতিহা) ছাড়া অন্য কিছু পড়বে না।[৮২৪]

দুর্বল।

[৮২৪] বায়হাক্বী ‘সুনানুল কুবরা’ (২/১৬৫), ও কিতাবুল ক্বিরাআত, দারাকুতনী (১/১৬), নাসায়ী, বুখারীর জুযউল ক্বিরাআত। হাদীসটি ভিন্ন সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইমাম বুখারীসহ অন্যরা হিশাম ইবনু ‘আম্মার সূত্রে, মুহাম্মাদ ইবনুল মুবারক ও অন্যরা সদাক্বাহ ইবনু খালিদ সূত্রে, আবূ দাউদ ও অন্যরা হাদীসটি যায়িদ ও হারাম ইবনু হুকাইম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি হারাম ইবনু হুকাইম ছাড়াও ইমাম মাকহুল নাফি‘ ইবনু মাহমূদ হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাক্বী নাফি‘ ইবনু মাহমূদের হাদীসটি সম্পর্কে বলেছেন ঃ এর সানাদ সহীহ এবং বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত। ইমাম দারাকুতনী বলেন ঃ এর সানাদ হাসান এবং বর্ণনাকারীগণ সবাই বিশ্বস্ত। ইমাম আবূ দাউদ ও ইমাম নাসায়ী হাদীসটি বর্ণনার পর নীরব থেকেছেন। ইমাম আবূ দাউদ যে হাদীসের উপর নীরব থাকেন হানাফীদের নিকট সে হাদীস সহীহ- (দেখুন. হানাফী ফিক্বাহ ফাতহুল ক্বাদীর ১/৪৪০)। অনুরূপভাবে ইমাম নাসায়ী যে হাদীসের উপর নীরব থাকেন হানাফীদের নিকট সে হাদীসও সহীহ- (দেখুন, ইলাউস সুনান ১/১০৫)। কেবল দুই একজন মন্তব্যকারী নাফি‘ ইবনু মাহমূদ সম্পর্কে যে আপত্তি তুলেছেন তা

সঠিক নয় বরং ভুল। মিসরের দারুল হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত আবূ দাউদের উপর তাহক্বীক্ব ও তাখরীজ গ্রন্থে ডঃ 'আবদুল ক্বাদির, ডঃ সাইয়্যিদ মুহাম্মাদ সাইয়্যিদ ও উস্তায সাইয়্যিদ ইবরাহীম (রহঃ)ও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

নাফি' ইবনু মাহমূদ ঃ তাকে ইবনু 'আবদুল বার 'মাজহুল' এবং ইবনু হাজার 'মাসতূর' বলেছেন। এ দুটি শব্দের একই অর্থ, অর্থাৎ অপরিচিত। ই'লাউস সুনান (১/১৪৪) গ্রন্থে রয়েছে ঃ "যে বর্ণনায় দুইজন সিক্বাহ (বিশ্বস্ত) বর্ণনাকারী থাকেন সে বর্ণনা মাজহুল (অপরিচিত) থাকে না।" সুতরাং উসূলে হাদীসে পরিপন্থী হওয়ায় তার সম্পর্কে 'মাজহুল' উক্তিটি গ্রহণযোগ্য নয়। আর নুখবাতুল ফিক্র (৮৭ পৃঃ) গ্রন্থে রয়েছে ঃ "মাসতূর সেই বর্ণনাকারীকে বলা হয় যাকে কোন কালে কেউই বিশ্বস্ত বলেননি।" কিন্তু নাফি' ইবনু মাহমূদকে তো সকলেই বিশ্বস্ত বলেছেন। যেমন ঃ

১। ইমাম দারাকুতনী বলেন ঃ নাফি' ইবনু মাহমূদ বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। (দেখুন, দারাকুতনী, ১/৩২০)

২। ইমাম হাকিম বলেন ঃ নাফি' ইবনু মাহমূদ বিশ্বস্ত (সিক্বাহ)। (দেখুন, মুস্তাদরাক হাকিম, ২/৫৫)

৩। ইমাম ইবনু হাযম বলেন ঃ নাফি' ইবনু মাহমূদ বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য। (দেখুন, আল-মুহাল্লা, ৩/২৪১)

৪। ইমাম বায়হাক্বী বলেন ঃ নাফি' ইবনু মাহমূদ বিশ্বস্ত। (দেখুন, কিতাবুল ক্বিরাআত, ৬৪পৃঃ)

৫। ইমাম ইবনু হিব্বান বলেন ঃ নাফি' ইবনু মাহমূদ একজন বিশ্বস্ত লোক এবং প্রসিদ্ধ তাবেঈ। (দেখুন, কিতাবুস সিক্বাত, ৫/৪৭০)

৬। রিজালে পণ্ডিত ইমাম যাহাবী বলেন ঃ নাফি' ইবনু মাহমূদ বিশ্বস্ত (সিক্বাহ)। (দেখুন, কাশিফ ৩/১৯৭)

এছাড়াও ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম নাসাঈ, ইমাম মুনযির, ইমাম আবূ 'আলী নিশাপুরী, ইবনু 'আদী, ইবনু মানদাহ, আবূ ইয়ালা খলীল এবং খাত্বীব বাগদাদী (রহঃ) সহ হাদীস সম্রাটগণের বিশাল জামা'আত তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে নাফি' ইবনু মাহমূদকে বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী বলে আখ্যায়িত করেছেন। সুতরাং এমন ব্যক্তিকে মাজহুল ও মাসতূর অর্থাৎ কেউই তাকে চেনে না এ কথাটি আদৌই সঠিক নয়। কারণ মুহাদ্দিসগণের বিশাল জামা'আত তাকে বিশ্বস্ত আখ্যা দিয়েছেন।

শারাহ নুখবাহ গ্রন্থে রয়েছে ঃ এ সমস্ত কারণেই ইমাম সূয়ূতী (রহঃ) স্বীয় কিতাব 'তাদরীবুর রাবী' (১১৬-১১৭ পৃঃ) ফায়দা অধ্যায়ে লিখেছেন ঃ হাফিযগণের এক জামা'আত অনেক রিওয়ায়াতকে তাদের অজানার কারণে মাজহুল ও মাসতূরুল হাল বলেছেন, অথচ ঐ সমস্ত রিওয়ায়াত অন্যের নিকট 'আদালাত' বলে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত।

আল্লামা 'আবদুল হাই লাখনৌবী হানাফী (রহঃ) 'গাইসূল গামাম' গ্রন্থে (১১৯ পৃষ্ঠায়) বলেন ঃ 'উবাদাহ ইবনু সামিত (রাঃ)-এর হাদীসকে নাফি' ইবনু মাহমূদের কারণে যারা যঈফ বলেছেন তাদের প্রতি উত্তর এই যে, উক্ত হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী বলেছেন, এর সানাদ হাসান এবং বর্ণনাকারী সকলেই সিক্বাহ। ইবনু হিব্বানও তাকে সিক্বহ বলেছেন। সুতরাং দারাকুতনী, ইবনু হিব্বান, আল্লামা যাহাবী সহ আরো অনেকে তাকে বিশ্বস্ত বলেছেন ও তা'দীল করেছেন, তখন আর নাফি' ইবনু মাহমূদকে মাসতূরুল হাল বলা কিছুতেই সমীচীন নয়। উল্লেখ্য আমাদের সম্মানিত উস্তাদ শায়খ আলবানী (রহঃ) হাফিয কতৃর্ক নাফি' ইবনু মাহমূদকে মাজহুল বলার কারণেই হাদীসটিকে দুর্বল বলেছিলেন যা তিনি মিশকাতের তাহক্বীক্বে ব্যক্ত করেছেন।

জ্ঞাতব্য কোন হানাফী 'আলিমের জন্যই সমীচীন নয় যে, উল্লিখিত মাজহুল বা মাসতূর উক্তি দ্বারা হাদীসটিকে প্রত্যাখ্যান করা। কেননা 'ইলাউস সুনান' গ্রন্থে রয়েছে ঃ 'কুরুনে সালাসাহ (সহাবী, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈনগণের যুগকে বলা হয়) এর মাজহুল মাসতূর বর্ণনাকারীর বর্ণিত হাদীস আমাদের (হানাফীদের) নিকট সহীহ।' উক্ত গ্রন্থে আরো রয়েছে ঃ 'নিশ্চয় কুরুনে সালাসাহ এর মাসতূর বর্ণনা আমাদের (হানাফীদের) নিকট গ্রহণযোগ্য।' (দেখুন, ইলাউস সুনান, ৩/১৬১, এবং আরো বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তাওজীহুল কালাম, ১/৩৭৩-৩৭৭, মুসাল্লামাস সবুত, ১৯১ পৃষ্ঠা)

٨٢٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ جَابِرٍ، وَسَعِيد بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلاَءِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عُبَادَةَ، نَحْوَ حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالُوا فَكَانَ مَكْحُولٌ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِرًّا . قَالَ مَكْحُولٌ اقْرَأْ بِهَا فِيمَا جَهَرَ بِهِ الإِمَامُ إِذَا قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسَكَتَ سِرًّا فَإِنْ لَمْ يَسْكُتِ اقْرَأْ بِهَا قَبْلَهُ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ لاَ تَتْرُكْهَا عَلَى حَالٍ .

– ضعيف .

৮২৫। ইবনু জাবির, সাঈদ ইবনু 'আবদুল 'আযীয এবং 'আবদুল্লাহ ইবনু আ'লা সূত্রে বর্ণিত। তাঁরা মাকহুল হতে 'উবাদাহ ﵁ সূত্রে আর-রাবী' ইবনু সুলাইমানের হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তাঁরা বলেন, ইমাম মাকহুল (রহঃ) মাগরিব, 'ইশার ও ফাজ্‌র সলাতে (ইমামের পিছনে) প্রত্যেক রাক'আতেই নিঃশব্দে সূরাহ ফাতিহা পড়তেন।

ইমাম মাকহুল (রহঃ) বলেন, যে সলাতে ইমাম উচ্চৈঃস্বরে ক্বিরাআত পড়েন এবং থামেন তুমি তখন সূরাহ ফাতিহা নীরবে পড়ে নিবে। আর ইমাম যদি বিরতিহীনভাবে ক্বিরাআত করেন, তাহলে তুমি হয় ইমামের আগে, পরে বা ইমামের সাথেই সূরাহ ফাতিহা পড়ে নিবে এবং কোন অবস্থাতেই তা পাঠ করা ছেড়ে দিবে না।[৮২৫]

দুর্বল।

আর নাফি' ইবনু মাহমূদ তো কুরুনে সালাসার একজন বিশ্বস্ত তাবেঈ। যিনি জমহুর মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট নির্ভরযোগ্য ও পরিচিত। সুতরাং নাফি' ইবনু মাহমূদের হাদীস হানাফীদের নিকটেও সহীহ। তাকে মাজহুল বা মাসতূর বলাটা ভুল।

[৮২৫] মাকহুল শামী হাদীসটি 'উবাদাহ থেকে শুনেননি। তিনি তার সূত্রে এটি মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ বলেছেন ইবনু হাজার 'তাহযীবুত তাহযীব' (১০/২৫৯) গ্রন্থে।

ইমাম মাকহুল ঃ ইমাম যাহাবী বলেন ঃ তিনি একজন মুদাল্লিস, ক্বাদরিয়া মতবাদে বিশ্বাসী বলে অভিযুক্ত- (মিযানুল ই'তিদাল, ৪/১৭৭)। ত্বাবাক্বাতে ইবনে সায়াদে (৭/৪৫৪) রয়েছে ঃ "আহলি 'ইলমের কেউ কেউ বলেছেন, মাকহুল কাবিলী বংশের ছিলেন, তার জবানে বাঁধো বাঁধো ছিল এবং ক্বাদরিয়া ফিরকার সাথে সম্পর্ক ছিল। আর বর্ণনার দিক দিয়ে তিনি যঈফ ছিলেন।" কিন্তু ইবনু সায়াদ ইমাম মাকহুল সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা কয়েকটি কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত ঃ ইবারাতের মধ্যে রয়েছে, 'আহলি 'ইলমের কেউ কেউ'- এটা একটা অস্পষ্ট কথা। কারা এই আহলি 'ইলম তা কারো জানা নেই। অর্থাৎ ইবনু সায়াদ তাদের পরিচয় দেননি। আর এ ধরনের কথা মুহাদ্দিসগনের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ ইমাম মাকহুল সম্পর্কে এরূপ ত্রুটি বর্ণনায় ইবনু সায়াদ একক হয়ে গেছেন। তার বিপক্ষে রয়েছেন জমহুর। অন্য দিকে ইবনু সায়াদ বর্ণনাকারীদের মধ্যে এতো নিম্ন স্তরের বর্ণনাকারী যে, মুহাদ্দিসগণ তার সম্পর্কে এভাবে মন্তব্য করেছেন ঃ ইবনু সায়াদ ত্রুটি ধরার ক্ষেত্রে যদি একাকী হয়ে যান তবে তার ত্রুটি ধরা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ রিজালবিদগণের নিকট ইবনু সায়াদ ওয়াক্বিদী। অর্থাৎ তিনি মিথ্যুকদের অনুসরণ করেন বলে পরিচিত। (দেখুন, হাদীউস সারী, ৪১৭-৪২৩, ৪৪৮পৃষ্ঠা, এবং ক্বাওয়ায়িদু ফী 'উলূমিল হাদীস, ৩৯০ পৃষ্ঠা)

'তাহযীবুত তাহযীব' (১/১০৮) রয়েছে ঃ "ইমাম মাকহুল শাম দেশের একজন নাম করা তাবেঈ এবং সহীহ মুসলিমের একজন বুনিয়াদী বর্ণনাকারী এবং জমহুর মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত।"

١٣٧- باب مَنْ كَرِهَ الْقِرَاءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ

অনুচ্ছেদ-১৩৭ ঃ স্বরব ক্বিরাআতের সলাতে (মুক্তাদীর) সূরাহ ফাতিহা পাঠ যে অপছন্দ করে

٨٢٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أُكَيْمَةَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ " هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آنِفًا " . فَقَالَ رَجُلٌ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " إِنِّي أَقُولُ مَا لِي أُنَازِعُ الْقُرْآنَ " . قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقِرَاءَةِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى حَدِيثَ ابْنِ أُكَيْمَةَ هَذَا مَعْمَرٌ وَيُونُسُ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَلَى مَعْنَى مَالِكٍ .

- صحيح .

৮২৬। আবূ হুরাইরাহ ؓ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ ﷺ স্বরব ক্বিরাআতের সলাত আদায় শেষে জিজ্ঞেস করেন ঃ তোমাদের কেউ কি এইমাত্র আমার সাথে (সলাতে) কুরআন পাঠ করেছ? জবাবে এক ব্যক্তি বলেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! তখন তিনি ﷺ বলেন, তাইতো ভাবছিলাম আমার কুরআন পাঠে কেন বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর থেকে লোকেরা জেহরী সলাতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ক্বিরাআত করা থেকে বিরত থাকেন।।[৮২৬]

ইমাম নাববী (রহঃ) বলেন ঃ ইমাম মাকহুল বিশ্বস্ত হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত- (দেখুন, আসমাউল লুগাত, ২/১১৪)। এছাড়া ইমাম তিরমিযী, ইমাম দারাকুতনী, ইবনু খুযাইমাহ, ইবনু হিব্বান, ইমাম আবূ দাউদসহ আরো অনেকে ইমাম মাকহুলের হাদীস সহীহ বলেছেন। আর ইমাম যাহাবী যদিও ইমাম মাকহুরকে মুদাল্লিস বলেছেন কিন্তু ইমাম মাকহুলের আন্ আন্ শব্দ দ্বারা বর্ণিত হাদীস ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, বায়হাক্বী, ইবনু হিব্বান, ইবনু খুযাইমাহ দারাকুতনী, ইমাম খাত্তাবী, ইমাম হাকিম প্রমূখ ইমামগণ তাঁদের নিজ নিজ গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন।

উল্লেখ্য হানাফী মাযহাবে ইমাম মাকহুলের এ বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য। কারণ ঃ প্রথমতঃ ইমাম মাকহুল একজন প্রসিদ্ধ তাবেঈ এবং তিনি ইমাম আবূ হানিফার অন্যতম উস্তাদ। (দেখুন, কিতাবুল আসার, ৩৫০ পৃঃ)। দ্বিতীয়তঃ ইলাউস সুনান (১/৩১৩) গ্রন্থে রয়েছে ঃ "কুরুনে সালাসাহ (অর্থাৎ সহাবা, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈন- এই তিন যুগ) এর তাদলীস ও ইরসাল আমাদের (হানাফীদের) দৃষ্টিতে কোন ক্ষতি নেই।" উক্ত গ্রন্থে আরো রয়েছে ঃ "আমি বলতে চাই, যদি কুরুনে সালাসার ভিতরের বিশ্বস্ত লোক হয় তাহলে তার তাদলীস ঐভাবে গ্রহণযোগ্য, যেভাবে তার মুরসাল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য- (দেখুন, ঐ ১/৩০)।

[৮২৬] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ আবওয়াবুস সলাত, অনুঃ জেহরী ক্বিরাআতে ইমামের পেছনে ক্বিরাআত না পড়া সম্পর্কে, হাঃ ৩১২), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইফতিতাহ, অনুঃ ইমামের ক্বিরাআত পাঠকালে চুপ থাকা, হাঃ ৮৪৮), মালিক (৪৪) সকলে যুহরী সূত্রে। ইমাম তিরমিযী একে হাসান বলেছেন। আর আবূ হাতিম রাযী, ইবনু হিব্বান ও ইবনুল ক্বাইয়্যিম বলেছেন সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ইবনু উকায়মাহ্‌র এ হাদীসটি মামার, ইউনুস ও উসামাহ ইবনু যায়িদ যুহরী সূত্রে বর্ণনাকারী মালিকের হাদীসের অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করেছেন।

সহীহ।

٨٢٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ، وَابْنُ السَّرْحِ، قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعْتُ ابْنَ أُكَيْمَةَ، يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاَةً نَظُنُّ أَنَّهَا الصُّبْحُ بِمَعْنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ " مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ مَعْمَرٌ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِيمَا جَهَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ ابْنُ السَّرْحِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَانْتَهَى النَّاسُ . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ مِنْ بَيْنِهِمْ قَالَ سُفْيَانُ وَتَكَلَّمَ الزُّهْرِيُّ بِكَلِمَةٍ لَمْ أَسْمَعْهَا فَقَالَ مَعْمَرٌ إِنَّهُ قَالَ فَانْتَهَى النَّاسُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَانْتَهَى حَدِيثُهُ إِلَى قَوْلِهِ " مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ " . وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِيهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ فَاتَّعَظَ الْمُسْلِمُونَ بِذَلِكَ فَلَمْ يَكُونُوا يَقْرَءُونَ مَعَهُ فِيمَا يَجْهَرُ بِهِ ﷺ .

- صحيح .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ قَوْلُهُ فَانْتَهَى النَّاسُ . مِنْ كَلاَمِ الزُّهْرِيِّ .

৮২৭। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ একদা রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে সলাত আদায় করেন। সম্ভবতঃ তা ফাজ্‌রের সলাত। অতঃপর পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ উল্লেখ করে "আমার কুরআন পাঠে কিসে বিঘ্ন সৃষ্টি হল" এই পর্যন্ত বর্ণনা করেন।

দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ হাদীসের বক্তব্যে বুঝা যায় যে, মুক্তাদীগণের মধ্যে কেউ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাথে স্বরবে ক্বিরাআত করেছিলেন। যার জন্য ইমাম হিসেবে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্বিরাআতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছিল। ইতিপূর্বে আনাস ও আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস দু'টিতে নীরবে পড়ার কথা এসেছে, যাতে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়। শাহ ওয়ালিউল্লহ দেহলবী (রহঃ) বলেন, জেহরী সলাতে মুক্তাদীরা এমনভাবে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করবে, যাতে ইমামের ক্বিরাআতে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয়- (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ২/৯)। অতএব নীরবে ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা পড়লে ইমামের ক্বিরাআতে বিঘ্ন সৃষ্টির প্রশ্নই আসে না। উল্লেখ্য যে, হাদীসের শেষাংশে 'অতঃপর লোকেরা ক্বিরাআত থেকে বিরত হ'ল কথাটি 'মুদরাজ', যা ইবনু শিহাব যুহরী কতৃর্ক সংযুক্ত। (নায়লুল আওত্বার ৩/৬৭)

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, মুসাদ্দাদ তাঁর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেন যে, মা'মার বলেন, অতঃপর লোকেরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বরব ক্বিরাআত সম্পন্ন সলাতে কিরাআত পাঠ হতে বিরত থাকেন। ইবনুস সারূহ তার বর্ণিত হাদীসে বলেন যে, মা'মার যুহরী সূত্রে বলেন, আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ বলেন, আতঃপর লোকেরা ক্বিরাআত হতে বিরত থাকেন। আর 'আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আয-যুহরীর বর্ণনায় مِنْ بَيْنِهِمْ শব্দের উল্লেখ আছে। বর্ণনাকারী সুফিয়ান বলেন, ইমাম যুহরী এমন কিছু কথা বলেছেন যা আমি শুনিনি। তখন মা'মার বলেন, তিনি বলেছেন, অতঃপর লোকেরা বিরত থাকেন।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন যে, হাদীসটি 'আবদুর রহমান ইবনু ইসহাক্ব ইমাম যুহরী সূত্রে " مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ " পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। ইমাম আওযাঈ যুহরী সূত্রের বর্ণনা সম্পর্কে বলেন, যুহরীর বর্ণনায় এ কথাও আছে যে, ঐ ঘটনায় মুসলিমগণ উপদেশ গ্রহণ করেন। এরপর তাঁরা স্বরব ক্বিরাআাত সম্পন্ন সলাতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে ক্বিরাআত পড়তেন না।[৮২৭]

সহীহ।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়াহ ইবনু ফারিসকে বলতে শুনেছি যে, "অতঃপর লোকেরা ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পাঠ হতে বিরত থাকেন" কথাটুকু ইমাম যুহরীর।

١٣٨ – باب مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَرْ

অনুচ্ছেদ- ১৩৮ ঃ নীরব ক্বিরাআতের সলাতে মুক্তাদীর ক্বিরাআত পাঠ সম্পর্কে

٨٢٨– حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، – الْمَعْنَى – عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَرَأَ خَلْفَهُ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ " أَيُّكُمْ قَرَأَ " . قَالُوا رَجُلٌ . قَالَ " قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ أَلَيْسَ قَوْلُ سَعِيدٍ أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ قَالَ ذَاكَ إِذَا جَهَرَ بِهِ . وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ قُلْتُ لِقَتَادَةَ كَأَنَّهُ كَرِهَهُ . قَالَ لَوْ كَرِهَهُ نَهَى عَنْهُ .

– صحيح : م .

---

[৮২৭] আহমাদ (২/২৪০) আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন সুফয়ান, যুহরী সূত্রে। আহমাদ শাকির বলেন, এর সানাদ সহীহ।

হাদীস হতে শিক্ষা ঃ ইমামের পিছনে মুক্তাদীগণ সূরাহ ফাতিহা নিঃশব্দে পাঠ করবে।

৮২৮। 'ইমরান ইবনু হুসায়ন ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী ﷺ যুহ্‌রের সলাত আদায় করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁর পিছনে "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল- আলা" (সূরাহ আ'লা) পাঠ করল। সলাত শেষে নাবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যকার কে ক্বিরাআত করেছে? জবাবে তাঁরা বলেন, এক ব্যক্তি। তিনি ﷺ বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি তোমাদের কেউ আমাকে (কুরআন পাঠে) জটিলতায় ফেলেছে।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, আবূল ওয়ালীদ তাঁর বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেন যে, শু'বাহ বলেন, আমি ক্বাতাদাহকে বললাম- সাঈদ কি বলেননি যে, "কুরআন পাঠের সময় চুপ থাক?" তিনি বললেন ঃ এ হুকুম স্বরব ক্বিরাআত সম্পন্ন সলাতের জন্য।

ইমাম ইবনু কাসীর তার বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করেন যে, (শু'বাহ বলেন) আমি ক্বাতাদাহকে বললাম, সম্ভবতঃ নাবী ﷺ যেন ক্বিরাআত পাঠ অপছন্দ করেছেন। তিনি বললেন, যদি তিনি ﷺ অপছন্দ করতেন তাহলে তিনি ক্বিরাআত পাঠে নিষেধ করতেন।[৮২৮]

সহীহ ঃ মুসলিম।

٨٢٩- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ فَلَمَّا انْفَتَلَ قَالَ " أَيُّكُمْ قَرَأَ بِـــ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} " . فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا . فَقَالَ " عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا " .

- صحيح : م .

৮২৯। 'ইমরান ইবনু হুসায়ন ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নাবী ﷺ তাদের সাথে যুহ্‌রের সলাত আদায় শেষে বললেন, তোমাদের মধ্যকার কে "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা" (সূরাহ আ'লা) পড়েছে? এক ব্যক্তি বলল, আমি। তখন তিনি ﷺ বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি যে, তোমাদের কেউ আমাকে সলাতে কুরআন পাঠে জটিলতায় ফেলেছে।[৮২৯]

সহীহ ঃ মুসলিম।

---

[৮২৮] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত, অনুঃ মুক্তাদীর স্বশব্দে ক্বিরাআত পাঠ নিষেধ), আবূ 'আওয়ানাহ সূত্রে ক্বাতাদাহ হতে। নাসায়ী (হাঃ ৯১৬) আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনু মুসান্না, তিনি বলেন আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া, তিনি বলেন আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন শু'বাহ। এবং আহমাদ (৪/৪২৬) তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ, শু'বাহ সূত্রে।

[৮২৯] মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত) ক্বাতাদাহ সূত্রে।

হাদীস হতে শিক্ষা ঃ

১। ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সশব্দে কিরাআত পাঠ অপছন্দনীয়।

২। স্বরব ক্বিরাআত সম্পন্ন সলাতের ন্যায় নীরব ক্বিরাআত সম্পন্ন সলাতেও মুক্তাদীগণ ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা চুপি চুপি পাঠ করবেন।

৩। নীরব ক্বিরাআত সম্পন্ন সলাতে মুক্তাদীগণ সূরাহ ফাতিহার সাথে অন্য সূরাহও পাঠ করবেন।

৪। সলাতে ক্বিরাআতের ন্যায় রুকু', সাজদাহ্, তাশাহ্হুদ ইত্যাদিতে পঠিতব্য দু'আবলীও মুক্তাদীগণ নীরবে পাঠ করবেন, যাতে জোরে পড়ার কারণে ইমামসহ পার্শ্ববর্তী মুসল্লীর ক্বিরাআত, দু'আ পাঠ ও একাগ্রতায় বিঘ্ন

সৃষ্টি না হয়। তবে সেসব দু'আর কথা ভিন্ন যেগুলো জোরে পড়ার অনুমতি হাদীসে এসেছে। যেমন, স্বরব ক্বিরআাত সম্পন্ন সলাতে ইমামের সাথে মুক্তাদীগণের জোরে আমীন বলা। এটি সহীহভাবে প্রমাণিত আছে।

সংশয় নিরসন ঃ ইমামের পিছনে সূরাহ ফাতিহা পাঠ না করার পক্ষে পেশকৃত কতিপয় দলীল ও তার জবাব

(১) সূরাহ মুয্যাম্মিলের ২০ নং আয়াতে কুরআন থেকে সহজমত পাঠ করতে বলা হয়েছে আর সূরাহ 'আরাফের ২০৪ নং আয়াতে ক্বিরাআতের সময় চুপ থাকতে বলা হয়েছে। এতে কোন সূরাহকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। সুতরাং হাদীস দ্বারা সূরাহ ফাতিহা পাঠ করাকে নির্দিষ্ট করা কুরআনের আয়াতকে রহিত করার শামিল। হাদীস দ্বারা তো কুরআনের আয়াত রহিত করা যায় না।

উত্তর ঃ এখানে রহিত হবার প্রশ্নই ওঠে না। বরং হাদীসে ব্যাখ্যাকারে বর্ণিত হয়েছে এবং কুরআনের মধ্য থেকে উম্মুল কুরআনকে নির্দিষ্ট (খাস) করা হয়েছে। যেমন কুরআনে সকল উম্মাতকে লক্ষ্য করে 'মীরাস' বন্টনের সাধারণ নিয়ম-এর আদেশ দেয়া হয়েছে (নিসা ৭, ১১)। কিন্তু হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারী সন্তানগণ পাবেন না বলে 'খাস' ভাবে নির্দেশ করা হয়েছে।

মূলতঃ রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আগমন ঘটেছিল কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসাবে এবং ঐ ব্যাখ্যাও ছিল সরাসরি আল্লাহ কতৃর্ক প্রত্যাদিষ্ট। অতএব রসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রদত্ত ব্যাখ্যাকে প্রত্যাখ্যান করা 'অহিয়ে গায়ের মাতলু' বা আল্লাহর অনাবৃত্ত অহি-কে প্রত্যাখ্যান করার শামিল হবে।

(২) আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, ইমাম নিযুক্ত করা হয়েছে তাকে অনুসরণ করার জন্য। তিনি যখন তাকবীর বলেন, তখন তোমরা তাকবীর বল। তিনি যখন ক্বিরাআত করেন, তখন তোমরা চুপ থাক। (নাসায়ী, আবূ দাউদ, ইবনু মাজাহ)

জবাব ঃ 'উক্ত হাদীসে 'আম' ভাবে ক্বিরাআতের সময় চুপ থাকতে বলা হয়েছে। কুরআনেও অনুরূপ নির্দেশ এসেছে (আরাফ ২০৪)। একই বর্ণনাকারীর ইতিপূর্বেকার বর্ণনায় এবং আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে সূরায়ে ফাতিহাকে 'খাস' ভাবে চুপে চুপে পড়তে নির্দেশ করা হয়েছে। অতএব ইমামের পিছনে চুপে চুপে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করলে উভয় সহীহ হাদীসের উপরে 'আমাল করা সম্ভব হয়।

(৩) জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যার ইমাম রয়েছে, ইমামের ক্বিরাআত তার জন্য ক্বিরাআত হবে- (ইবনু মাজাহ, দারাকুতনী, বায়হাক্বী)। হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, যতগুলি সূত্র থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে সকল সূত্রই দোষযুক্ত। সেজন্য হাদীসটি সকল বিদ্বানের নিকটে সর্বসম্মতভাবে যঈফ। (ফাতহুল বারী ২/৬৮৩)

জবাব ঃ অত্র হাদীসে ক্বিরাআত শব্দটি 'আম'। কিন্তু সূরাহ ফাতিহা পাঠের নির্দেশটি 'খাস'। অতএব অন্য সব সূরাহ বাদ দিয়ে কেবল সূরাহ ফাতিহা পাঠ করতে হবে। **দ্বিতীয়তঃ** যদি অত্র হাদীসের অর্থ 'ইমামের ক্বিরাআত মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট' বলে ধরা হয়, তবে হাদীসটি কেবল সহীহ হাদীস সমূহের বিরোধী হবে না, বরং কুরআনী নির্দেশেরও বিরোধী হবে। কেননা কুরআনে (সূরাহ মুয্যাম্মিল ২০ নং আয়াতে) ইমাম, মুক্তাদী বা একাকী সকল মুসল্লীর জন্য কুরআন থেকে যা সহজ মনে করা হয়, তা পড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ উপরোক্ত যঈফ হাদীস মানতে গেলে ইমামের পিছনে কুরআনের কিছুই পড়া চলে না। **তৃতীয়তঃ** উক্ত হাদীসে ইমামের ক্বিরাআত ইমামের জন্য হবে বলা হয়েছে। মুক্তাদীর জন্য হবে, এমন কথা নেই। কেননা 'তার জন্য' (لَـهُ) সর্বনামটির ইঙ্গিত নিকটতম বিশেষ্য 'ইমাম' (الإمـام) -এর দিকে হওয়াই ব্যাকরনের দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত। অতএব ইমাম সূরাহ ফাতিহা পড়লে তা কেবল ইমামের জন্যই হবে, মুক্তাদীর জন্য নয়। **উদাহরণ স্বরূপ ঃ** من كان له إمام فزوجة الإمـام لـه زوجـة অর্থাৎ 'যার ইমাম আছে, উক্ত ইমামের স্ত্রী তার জন্য স্ত্রী হবে।' কিন্তু এ বাক্যের অর্থ ইমামের স্ত্রী মুক্তাদীর জন্য হবে' এমনটা করা যাবে না। অনুরূপভাবে ইমামের ক্বিরাআত ইমামের জন্য হবে। কিন্তু 'ইমামের ক্বিরাআত মুক্তাদীর জন্য হবে' এমন অর্থ করা ঠিক হবে না। (দেখুন, সলাতুর রসূল (সাঃ), পৃষ্ঠা ৫৩-৫৫)

١٣٩- باب مَا يُجْزِئُ الأُمِّيَّ وَالأَعْجَمِيَّ مِنَ الْقِرَاءَةِ

অনুচ্ছেদ- ১৩৯ ঃ নিরক্ষক ও অনারব লোকের কিরাআতের পরিমাণ

٨٣٠- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَفِينَا الأَعْرَابِيُّ وَالأَعْجَمِيُّ فَقَالَ " اقْرَءُوا فَكُلٌّ حَسَنٌ وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقِدْحُ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلاَ يَتَأَجَّلُونَهُ " .

- صحيح .

৮৩০। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা কিরাআত করছিলাম, এমন সময় সেখানে রসূলুল্লাহ ﷺ আসলেন। তখন আমাদের মধ্যে আরব বেদুইন এবং অনারব লোকজন ছিল। তিনি (ﷺ) বললেন, তোমরা (কুরআন) পড়, প্রত্যেকেই উত্তম। কেননা অচিরেই এমন সম্প্রদায়ের আর্বিভাব ঘটবে, যারা কুরআনকে তীরের ন্যায় ঠিক করবে (তাজবীদ নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে), তারা কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করবে, অপেক্ষা করবে না।[৮৩০]

সহীহ।

٨٣١- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، وَابْنُ، لَهِيعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ وَفَاءِ بْنِ شُرَيْحٍ الصَّدَفِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا وَنَحْنُ نَقْتَرِئُ فَقَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ كِتَابُ اللَّهِ وَاحِدٌ وَفِيكُمُ الأَحْمَرُ وَفِيكُمُ الأَبْيَضُ وَفِيكُمُ الأَسْوَدُ اقْرَءُوهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَهُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَوَّمُ السَّهْمُ يَتَعَجَّلُ أَجْرَهُ وَلاَ يَتَأَجَّلُهُ " .

- حسن صحيح .

৮৩১। সাহল ইবনু সা'দ আস-সাঈদী ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা কিরাআত করছিলাম এমন সময় নাবী ﷺ উপস্থিত হয়ে বললেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ! আল্লাহর কিতাব একটাই। আর তোমাদের কেউ লাল, কেউ বা সাদা এবং কেউ বা কালো রঙের। তোমরা ঐ সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের পূর্বে (কুরআন) পড় যারা কুরআনকে তীরের ন্যায় দৃঢ় করবে। তারা কুরআন পাঠে তাড়াহুড়া করবে, অপেক্ষা করবে না (অর্থাৎ আখিরাতের অপেক্ষা না করে এর বিনিময় দুনিয়াতেই পেতে চাইবে)।[৮৩১]

হাসান সহীহ।

---

[৮৩০] আহমাদ (৩/৩৯৭) তাবরীযী একে মিশকাতে বর্ণনা করেছেন।

[৮৩১] আহমাদ (৫/৩৩৮), ইবনু হিব্বান (হাঃ ১৭৮৬) বাক্‌র ইবনু সাওয়াদাহ সূত্রে। এর সানাদ ভাল (জাইয়্যিদ)।

٨٣٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ آخُذَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا فَعَلِّمْنِي مَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ . قَالَ " قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا لِي قَالَ " قُلِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي وَاهْدِنِي " . فَلَمَّا قَامَ قَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَمَّا هَذَا فَقَدْ مَلأَ يَدَهُ مِنَ الْخَيْرِ " .

- حسن .

৮৩২। 'আবদুলাহ ইবনু আবূ আওফা ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী ﷺ-এর নিকট এক লোক এসে বলল, আমি কুরআন মুখস্থ করতে পারি না। অতএব আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা কুরআনের পরিবর্তে যথেষ্ট হবে। নাবী ﷺ বললেন, তুমি বলো ঃ "সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।" তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহর রসূল! এটা তো মহা সম্মানিত আল্লাহর জন্য, আমার জন্য কি? নাবী ﷺ বললেন, তুমি বলো ঃ "আল্লাহুম্মা ইরহামনী, ওয়ারযুক্বনী, ওয়া 'আফিনী ওয়াহদিনী।" বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকটি ওগুলো হাতের অঙ্গুলিতে গণনা করল। তখন নাবী ﷺ বললেন, এই লোক তার হাতকে উত্তম বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ করেছে।[৮৩২]

হাসান।

٨٣٣- حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، - يَعْنِي الْفَزَارِيَّ - عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا نُصَلِّي التَّطَوُّعَ نَدْعُو قِيَامًا وَقُعُودًا وَنُسَبِّحُ رُكُوعًا وَسُجُودًا .

- ضعيف موقوف .

[৮৩২] নাসায়ী (অধ্যায় ঃ ইফতিতাহ, হাঃ ৯২৩) এবং 'সুনানুল কুবরা' (৯০৬), ইবনু খুযাইমাহ (৫৪৪), হুমাইদী 'মুসনাদ' (৪/৩৫৩), 'আবদ ইবনু হুমাইদ (৫২৪)।

৮৩৩। জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নাফ্ল সলাতে দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় দু'আ করতাম এবং রুকূ' ও সাজদাহ্ অবস্থায় তাসবীহ পড়তাম।[৮৩৩]

দুর্বল মাওকূফ।

٨٣٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، مِثْلَهُ لَمْ يَذْكُرِ التَّطَوُّعَ قَالَ كَانَ الْحَسَنُ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِمَامًا أَوْ خَلْفَ إِمَامٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيُسَبِّحُ وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ قَدْرَ ق وَالذَّارِيَاتِ .

- صحيح مقطوع .

৮৩৪। হাম্মাদ (রহঃ) হুমায়িদ সূত্রে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে নাফ্ল সলাতের কথা উল্লেখ নেই। তিনি (হুমায়িদ) বলেন, হাসান (রহঃ) যুহ্র এবং 'আসর সলাতে- ইমাম কিংবা মুক্তাদী উভয় অবস্থায়ই সূরাহ ফাতিহা পড়তেন এবং তিনি উক্ত সলাতে সূরাহ ক্বাফ ও সূরাহ যারিয়াত পাঠের অনুরূপ সময় পর্যন্ত তাসবীহ তাহলীল ও তাকবীর পড়তেন।[৮৩৪]

সহীহ মাক্বতূ।

١٤٠- باب تَمَامِ التَّكْبِيرِ

অনুচ্ছেদ- ১৪০ ঃ সলাতে পরিপূর্ণ তাকবীর বলা

٨٣٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضى الله عنه - فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ كَبَّرَ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ فَلَمَّا انْصَرَفْنَا أَخَذَ عِمْرَانُ بِيَدِي وَقَالَ لَقَدْ صَلَّى هَذَا قَبْلَ أَوْ قَالَ لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا قَبْلَ صَلاَةَ مُحَمَّدٍ ﷺ .

- صحيح : ق .

---

[৮৩৩] এর সানাদ দুর্বল হওয়ার কারণ হলো, হাসান হাদীসটি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ হতে শুনেননি। যেমন 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে রয়েছে। অতএব হাদীসটি মুনকাতি। আল্লামা মুনযিরী বলেন, বর্ণনাটি মাওকূফ। অতঃপর তা মুনকাতি। কেননা হাসান বাসরী হাদীসটি জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ হতে শুনেননি। 'আলী ইবনুল মাদীনী এবং অন্যরাও তাই বলেছেন। পাশাপাশি হাদীসটি হাবীব ইবনু শাহিদ বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থি। তা হচ্ছে "ক্বিরাআত ব্যতীত সলাত হয় না।" যা ইমাম মুসলিম মারফূভাবে আবূ উমামাহ হতে তার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে তা 'উবাদাহ ইবনু সামিতের হাদীসেরও পরিপন্থি ঃ "যে কেউ সলাতে সূরাহ ফাতিহা পাঠ করে না তার সলাত হয় না।" বর্ণনাটি ফারয ও নাফ্ল উভয় সলাতকে অর্ন্তভুক্ত করে।

[৮৩৪] হাদীসটি সহীহ মাক্বতূ।

৮৩৫। মুত্বাররিফ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি এবং 'ইমরান ইবনু হুসায়িন 'আলী ইবনু আবূ তালিব ﷺ-এর পিছনে সলাত আদায় করি। তিনি সাজদাহ্ ও রুকু'কালে তাকবীর বলতেন এবং দু' রাক'আত সলাত শেষে (তৃতীয় রাক'আতের জন্য) উঠার সময় তাকবীর বলতেন। সলাত শেষে প্রত্যাবর্তনকালে 'ইমরান ﷺ আমার হাত ধরে বলেলেন ঃ ইতিপূর্বে মুহাম্মাদ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে যে নিয়মে সলাত আদায় করেছেন তিনিও সে নিয়মেই সলাত আদায় করলেন।[৮৩৫]

সহীহ ঃ বুখারী ও মুসলিম।

٨٣٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِي وَبَقِيَّةُ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يَقُولُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْجُلُوسِ فِي اثْنَتَيْنِ فَيَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلاَةِ ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلاَتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا .

- صحيح : خ، م مختصراً .

قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْكَلاَمُ الأَخِيرُ يَجْعَلُهُ مَالِكٌ وَالزُّبَيْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَوَافَقَ عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ شُعَيْبَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

৮৩৬। আবূ বাক্র ইবনু 'আবদুর রহমান এবং আবূ সালামাহ ﷺ হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ প্রত্যেক ফার্য ও অন্যান্য সলাতে দাঁড়ানো এবং রুকু'র সময় তাকবীর বলতেন। অতঃপর সাজদাহ্য় যাওয়ার পূর্বে (দাঁড়িয়ে) বলতেন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" এরপর বলতেন "রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ"। তারপর সাজদাহ্কালে তিনি আল্লাহু আকবার বলতেন। এরপর সাজদাহ্ থেকে মাথা উঠানো ও পুনরায় সাজদাহ্কালে এবং পুনরায় সাজদাহ্ হতে মাথা উঠানোর সময় তিনি তাকবীর বলতেন। দ্বিতীয় রাক'আতের বৈঠক হতে দাঁড়ানোর সময়ও তিনি তাকবীর বলতেন। প্রত্যেক রাক'আতেই তিনি তাকবীর বলতেন। অতঃপর সলাত

---

[৮৩৫] বুখারী (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ দু' সাজদাহ্র শেষে উঠার সময় তাকবীর বলবে, হাঃ ৮২৬), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত) হাম্মাদ সূত্রে।

শেষে তিনি বলতেন ঃ সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ। তোমাদের তুলনায় আমার সলাত রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাতের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি (ﷺ) দুনিয়া ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত এভাবেই সলাত আদায় করতেন।[৮৩৬]

সহীহ ঃ বুখারী, মুসলিমে সংক্ষেপে।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, ইমাম মালিক, যুবায়দী, ও অন্যরা যুহরী হতে 'আলী ইবনু হুসাইনের সূত্রে এটাকে সর্বশেষ বাক্য বলেছেন। আর 'আবদুল আ'লা মা'মার হতে যুহরীর সূত্রে এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন।

٨٣٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، وَابْنُ الْمُثَنَّى، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ، - قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ الشَّامِيِّ وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعَسْقَلاَنِيُّ - عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ لاَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ مَعْنَاهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَأَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ لَمْ يُكَبِّرْ وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يُكَبِّرْ .

- ضعيف .

৮৩৭। 'আবদুর রহমান ইবনু আবযা হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সলাত আদায় করেছেন। তিনি (ﷺ) পূর্ণভাবে তাকবীর বলতেন না।

ইমাম আবূ দাউদ (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, তিনি (ﷺ) রুকূ' থেকে মাথা উঠানোর পর সাজদাহ্য় গমনের ইচ্ছা করলে পূর্ণরূপে তাকবীর বলতেন না এবং সাজদাহ্ থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময়ও পূর্ণরূপে তাকবীর বলতেন না।[৮৩৭]

দুর্বল।

١٤١- باب كَيْفَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

অনুচ্ছেদ- ১৪১ ঃ সাজদাহ্র সময় হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখা প্রসঙ্গে

٨٣٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالاَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ .

- ضعيف .

---

[৮৩৬] **বুখারী** (অধ্যায় ঃ আযান, অনুঃ সাজদাহ্য় যাওয়ার সময় তাকবীর বলতে বলতে নত হওয়া, হাঃ ৮০৩), **নাসায়ী** (হাঃ ১১৫৫), আহমাদ (২/২৭০), মুসলিম (অধ্যায় ঃ সলাত) সংক্ষেপে।

[৮৩৭] আহমাদ (৩/৪০৬, ৪০৭)। এর সানাদের হাসান ইবনু 'ইমরান সম্পর্কে হাফিয 'আত-তাক্বরীব' গ্রন্থে বলেন, তিনি হাদীস বর্ণনায় শিথিল।

৮৩৮। ওয়ায়িল ইবনু হুজর ﵁ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি নাবী ﷺ সলাতে সাজদাহ্য় গমনকালে (জমিনে) হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখতেন এবং সাজদাহ্ হতে দাঁড়নোর সময় হাঁটুর পূর্বে হাত উঠাতেন।[৮৩৮]

দুর্বল।

٨٣٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ حَدِيثَ الصَّلاَةِ قَالَ فَلَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ إِلَى الأَرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ كَفَّاهُ . قَالَ هَمَّامٌ وَحَدَّثَنَا شَقِيقٌ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ هَذَا وَفِي حَدِيثِ أَحَدِهِمَا - وَأَكْبَرُ عِلْمِي أَنَّهُ فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ - وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذِهِ .

- ضعيف .

৮৩৯। 'আবদুল জাব্বার ইবনু ওয়ায়িল হতে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নাবী ﷺ-এর সলাত সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেন যে, নাবী ﷺ সাজদাহ্কালে স্বীয় হস্তদ্বয় মাটিতে রাখার পূর্বে হাঁটুদ্বয় মাটিতে স্থিরভাবে রাখতেন।

বর্ণনাকারী হাম্মাম (রহঃ) শাক্বীক্ব সূত্রে বর্ণনা করেন যে, 'আসিম ইবনু কুলায়িব তাঁর পিতার হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। উল্লিখিত বর্ণনাকারীদ্বয়ের মধ্যে আমার জানামতে সম্ভাব্য মুহাম্মাদ ইবনু জুহাদা বর্ণিত হাদীসে রয়েছে ঃ তিনি (ﷺ) সাজদাহ্র পর উঠে দাঁড়ানোর সময় হাঁটু ও রানের উপর ভর করে দাঁড়াতেন।[৮৩৯]

দুর্বল।

---

[৮৩৮] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ আবওয়াবুস সলাত, অনুঃ সাজদাহ্র সময় দু' হাঁটু রাখা, হাঃ ২৬৮), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্ববীক্ব, অনুঃ জমিনে প্রথমে কি মিলাবে, হাঃ ১০৮৮) ইবনু মাজাহ (অধ্যায় ঃ সলাত ক্বায়িম, অনুঃ সাজদাহ্, হাঃ ৮৮২), হাকিম (১/২২৬), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (২/৯৮), সকলে ইয়াযীদ ইবনু হারুন সূত্রে।

[৮৩৯] এর সানাদের দোষ হচ্ছে সানাদে 'আবদুল জাব্বার ইবনু ওয়ায়িল এবং তার পিতার মাঝে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা)। কেননা তিনি তার পিতা হতে কিছুই শুনেননি। যেমন তা ইবনু মাঈন, ইমাম বুখারী ও অন্যরা বলেছেন। এর অন্য সূত্রে শাক্বীক্ব নামক অজ্ঞাত ব্যক্তি রয়েছে। 'আওনুল মা'বুদে আল্লামা শামসুল হক্ব 'আযীমাবাদী বলেন, দাঁড়ানোর সময় মাটিতে ভর করে দাঁড়ানো প্রমাণিত আছে সহীহুল বুখারীতে। আর আপনারা অবহিত হয়েছেন যে, মুহাম্মাদ ইবনু জুহাদার সানাদটি মুনকাতি। শাক্বীক্ব থেকে হাম্মাদের সানাদটি মুরসাল। আর 'আসিমের পিতা কুলাইব ইবনু শিহাবের মারফূ বর্ণনাটি মুরসাল। কেননা তিনি নাবী ﷺ-কে পাননি।

٨٤٠- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ " .

- صحيح .

৮৪০। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুলাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন সাজদাহ্র সময় উটের ন্যায় না বসে এবং সাজদাহ্কালে যেন মাটিতে হাঁটু রাখার পূর্বে হাত রাখে।[৮৪০]

সহীহ।

٨٤١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَيَبْرُكُ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ " .

- صحيح .

৮৪১। আবূ হুরাইরাহ্ ﷺ সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কেউ সলাতে উটের বসার ন্যায় বসে থাকে।[৮৪১]

সহীহ।

[৮৪০] ৮৪০। নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্ববীক্ব, অনুঃ মানুষ সাজদাহ্কালে সর্বপ্রথম মাটিতে কি মিলাবে, হাঃ ১০৯০), দারিমী (অধ্যায় ঃ সলাত, হাঃ ১৩২১), আহমাদ (২/৩৮১), সকলেই মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু হাসান সূত্রে।

[৮৪১] তিরমিযী (অধ্যায় ঃ সলাত, হাঃ ২৬৯), নাসায়ী (অধ্যায় ঃ তাত্ববীক্ব, অনুঃ মানুষ সাজদাহ্কালে সর্বপ্রথম মাটিতে কি মিলাবে, হাঃ ১০৮৯), বায়হাক্বী 'সুনানুল কুবরা' (২/১০০) মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু হাসান সূত্রে।

মাসআলাহ ঃ সাজদাহ্র সময় হাঁটু রাখার পূর্বে হাত রাখা প্রসঙ্গে

(১) ওয়ায়িল ইবনু হুজ্র (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী ﷺ-কে সলাতে সাজদাহ্য় যাওয়ার সময় (মাটিতে) হাতের পূর্বে হাঁটু রাখতে দেখেছি। আর তিনি সাজদাহ্ থেকে দাঁড়াবার সময় হাঁটুর পূর্বে হাত উঠাতেন।

দুর্বল ঃ আবূ দাউদ (৮৩৮), নাসায়ী (১/১৬৫), তিরমিযী (২/৫৬), ইবনু মাজাহ (৮৮২), অনুরূপ দারিমী (১/৩০৩), ত্বাহাভী (১/১৫০), দারাকুতনী (১৩১-১৩২), হাকিম (১/২২৬), এবং তার থেকে বায়হাক্বী (২/৯৮)।

আল্লামা আলবানী বলেন, এ সানাদটি দুর্বল। ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ 'হাদীসটি হাসান গরীব, **শারীক** সূত্রে এরূপ হাদীস অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন বলে আমরা জানি না।' ইমাম হাকিম বলেন ঃ 'ইমাম মুসলিম শারীক ও 'আসিম ইবনু কুলাইব দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন।' কিন্তু তাঁরা যেমনটি বললেন বিষয়টি তেমন নয়, যদিও ইমাম যাহাবী তাতে একমত পোষণ করেছেন। কেননা শারীকের দ্বারা ইমাম মুসলিম দলীল গ্রহণ করেননি। তিনি তার বর্ণনা মুতাবা'আতে এনেছেন মাত্র। যেমন এ বিষয়টি কতিপয় মুহাক্কিক্ব স্পষ্ট করে বলেছেন। যাঁদের মধ্যে স্বয়ং

ইমাম যাহাবীও 'আল-মীযান' গ্রন্থে এরূপ বলেছেন। বেশিরভাগই দেখা যায়, ইমাম হাকিম অতঃপর ইমাম যাহাবী এরূপ সংশয়ে পড়ে থাকেন এবং তাঁরা শারীকের হাদীস সমূহকে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলে থাকেন। সেজন্য এ ব্যাপারে সচেতন ও সতর্ক করা হলো। ইমাম দারাকুতনী হাদীসটি বর্ণনার পরপরই বলেছেন, "এতে শারীক সূত্রে ইয়াযীদ একক হয়ে গেছেন। কেবল শারীকই এটি ইয়াযীদ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর যে বর্ণনায় শারীক একক হয়ে যান, সেখানে তিনি শক্তিশালী নন।"

আল্লামা আলবানী বলেন, এটাই সঠিক কথা। ইয়াযীদ ইবনু হারূন বলেছেন, "শারীক এ হাদীস ছাড়া অন্য কোন হাদীস 'আসিম সূত্রে বর্ণনা করেননি।" জমহুর ইমামগণের নিকট শারীকের স্মরণশক্তি ভাল নয়, বরং মন্দ। কতিপয় ইমাম তো স্পষ্ট করে বলেছেন, শারীক সংমিশ্রন করতেন। সেজন্য তিনি কোন বর্ণনায় একক হয়ে গেলে তার দ্বারা দলীল গ্রহণ করা যাবে না। সুতরাং তিনি যখন কোন নির্ভরযোগ্য হাফিযগণের বিপরীত করবেন তখন তার অবস্থা কিরূপ হবে?

হাদীসটি একদল নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী 'আসিম হতে বর্ণনা করেছেন। তাতে তারা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাতের বিবরণ শারীকের বর্ণনার সলাতের বিবরণের চেয়েও বেশি পূর্ণ করে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও সাজদাহ্ করা ও সাজদাহ্ হতে উঠার পদ্ধতি 'আসিম হতে মোটেই উল্লেখ করেননি। যেমনটি আবূ দাউদ, নাসাঈ, আহমাদ ও অন্যান্য বিদ্বানগণ যায়িদাহ, ইবনু 'উয়াইনাহ ও শুজা' ইবনুল ওয়ালীদ সূত্রে 'আসিম হতে বর্ণনা করেছেন। তাদের সকলের সম্মিলিত বর্ণনা প্রমাণ করছে যে, 'আসিমের হাদীসে সাজদাহর যে পদ্ধতি শারীকের একক বর্ণনা হতে এসেছে তা মুনকার।

(২) হাদীসটি শারীক ছাড়াও অন্যজন 'আসিম হতে তার পিতা থেকে নাবী ﷺ-এর সূত্রে মুরসালভাবে বর্ণনা করেছেন। সেখানে ওয়ায়িলের কথা উল্লেখ নেই। সেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ, ত্বাহাভী ও বায়হাক্বী **শাক্বীক্ব** আবূ লাইস হতে। তিনি বলেছেন, আমার নিকট হাদীসটি বর্ণনা করেছেন 'আসিমা। কিন্তু এ শাক্বীক্ব মাজহুল। তাকে চেনা যায়নি। যেমনটি বলেছেন ইমাম যাহাবী ও অন্যরা।

(৩) হাদীসটির আরেকটি সূত্র রয়েছে। সেটিও দোষযুক্ত। যা বর্ণনা করেছেন আবূ দাউদ ও বায়হাক্বী **'আবদুল জাব্বার** ইবনু ওয়ায়িল হতে তার পিতার সূত্রে। তিনি নাবী ﷺ-এর সলাতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, **নাবী ﷺ যখন সাজদাহ্য় যেতেন তখন তাঁর হস্তদ্বয় মাটিতে রাখার পূর্বে হাঁটুদ্বয় মাটিতে স্থিরভাবে রাখতেন।**

বর্ণনাকারী শাক্বীক্বের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'আসিম ইবনু কুলাইব তার পিতা হতে নাবী ﷺ-এর সূত্রে এ সানাদে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বর্ণিত বর্ণনাকারীদ্বয়ের কোন একজনের বর্ণনায় রয়েছে ঃ **"তিনি যখন সাজদাহ্র পর দাঁড়াতেন তখন তিনি হাঁটুর উপর ভর করে দাঁড়াতেন।"**

এর দোষ হচ্ছে সানাদের 'আবদুল জাব্বার ইবনু ওয়ায়িল ও তার পিতার মাঝে ইনকিতা (বিচ্ছিন্নতা)। কেননা তিনি তার পিতা হতে শুনেননি (এবং তার পিতাকে পাননি)। যেমনটি বলেছেন ইবনু মাঈন, ইমাম বুখারী ও অন্যান্য হাফিযগণ। আর দ্বিতীয় সানাদে শাক্বীক্ব মাজহুল ব্যক্তি।

(৪) এ বিষয়ে আরেকটি হাদীস ঃ **"তিনি তাঁর দু' হাঁটুর উপর ভর করে সাজদাহ্য় যেতেন। কোন ঠেস লাগাতেন না।"**

ইবনু হিব্বান এটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর সানাদটি দুর্বল। সানাদে মাজহুল বর্ণনাকারীদের সমাবেশ ঘটেছে। ইবনুল মাদীনী বলেন, আমরা এর সানাদের **মুহাম্মাদ ইবনু মুয়াযকে, তার পিতাকে, তার দাদাকে চিনি না**। এ সানাদটি মাজহুল। হাফিয ইবনু হাজার বলেন, মুহাম্মাদ মাজহুল এবং তার ছেলে মুয়ায মাক্ববূল। আমি (আলবানী) বলছি ঃ ইবনু হিব্বান কর্তৃক তাদেরকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়ার দিকে দৃষ্টি দিয়ে ধোঁকায় পড়া যাবে না। কেননা এ বিষয়ে তার মতটি শায। কারণ তিনি তাতে জমহুর মুহাদ্দিসগণের ঐকমত্যের প্রসিদ্ধ মতের উপর চলেননি।

(৫) এ অধ্যায়ে আরেকটি হাদীস রয়েছে। সেটিও ত্রুটিযুক্ত। যা বর্ণনা করেছেন **'আলা ইবনু ইসমাঈল**..আনাস (রাঃ) হতে। তিনি বলেন, **"আমি নাবী ﷺ-কে তাকবীরের সাথে সাথে ঝুঁকে পড়তে দেখেছি। তাঁর দু' হাঁটু তাঁর দু' হাতের চেয়ে অগ্রণী হয়ে যেত।"** এটি বর্ণনা করেছেন দারাকুতনী, হাকিম, তার থেকে বায়হাক্বী। ইমাম দারাকুতনী ও বায়হাক্বী বলেন, 'আলা ইবনু ইসমাঈল হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

আমি (আলবানী) বলছি ঃ সানাদের 'আলা ইবনু ইসমাঈল মাজহুল। যেমনটি ইবনুল কাইয়্যিম এবং তার পূর্বে বায়হাক্বী বলেছেন। ইবনু আবূ হাতিম তার পিতার সূত্রে বলেন, এ হাদীসটি মুনকার। আর হাকিম ও যাহাবী যে বলেছেন, এটি শায়খাইনের শর্তানুযায়ী সহীহ, এটি তাদের দু'জন হতে এ 'আলার অবস্থা সম্পর্কে বড় ধরণের অবহেলা। তিনি শায়খাইনের বর্ণনাকারীদের অর্ন্তভূক্ত নন!

সাজদাহ্কালে হাত রাখার পূর্বে হাঁটু রাখার হাদীস দুর্বল হওয়ার পাশাপাশি সহীহ হাদীসসমূহেরও পরিপন্থী। তা হচ্ছে ঃ

প্রথম হাদীস ঃ عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك .

"ইবনু 'উমার সূত্রে বর্ণিত। তিনি হাঁটুদ্বয়ের পূর্বে হস্তদ্বয় রাখতেন এবং তিনি বলেন ঃ নাবী ﷺ এরূপই করতেন।"

হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ত্বাহাভী 'শারহু মা'আনী', দারাকুতনী (১৩১), হাকিম (১/২২৬), তার থেকে বায়হাক্বী (২/১০০), এবং হাযিমী 'আল-ই'তিবার' (৫৪)- একাধিক সানাদে 'আবদুল 'আযীয ইবনু মুহাম্মাদ দারাওয়ার্দী হতে, তিনি 'উবাইদুল্লাহ ইবনু 'উমার হতে, তিনি নাফি' হতে ইবনু 'উমার সূত্রে। ইমাম হাকিম বলেছেন, মুসলিমের শর্তে সহীহ। ইমাম যাহাবীও তাঁর সাথে একমত পোষণ করেছেন। (আলবানী বলেন) হাদীসটি সেরূপই যেমন তাঁরা বলেছেন। হাদীসটিকে আরো সহীহ বলেছেন ইবনু খুযাইমাহ, যেমন বুলুগুল মারাম গ্রন্থে (১/২৬৩) রয়েছে। আর ইমাম হাকিম বলেছেন, আমার অন্তর তার দিকে আকৃষ্ট। অর্থাৎ ওয়ায়িলের হাদীস থেকে এদিকে। কেননা এ ব্যাপারে সহাবীগণ ও তাবেঈন সূত্রে বহু বর্ণনা আছে। আর ইমাম বায়হাক্বী বর্ণনাটিকে এমন দোষে দোষী করেছেন যা নিন্দনীয় নয়। তিনি বলেছেন ঃ "'আবদুল 'আযীয যেরূপ বলেছেন আমি তাতে কেবল সংশয় দেখছি, অর্থাৎ মারফূ করণে। তিনি বলেন ঃ মাহফূয হচ্ছে যা আমরা পছন্দ বা চয়ন করেছি। অতঃপর তিনি বর্ণনা করেন আইয়ূব সানাদে নাফি' হতে ইবনু 'উমার সূত্রে ঃ **তোমাদের কেউ সাজদাহ্কালে যেন হস্তদ্বয় রাখে এবং তা হতে উঠার সময় যেন হস্তদ্বয় উঠায়।** হাফিয বলেন ঃ কথককে বলা যেতে পারে, এটি মাওকূফ বর্ণনা, মারফূ নয়। কেননা প্রথম বর্ণনাটিতে হাটুদ্বয়ের পূর্বে হস্তদ্বয় রাখার কথা রয়েছে। আর দ্বিতীয় বর্ণনায় সংক্ষেপে কেবল হাত রাখা প্রমাণ করছে।"

আল্লামা আলবানী বলেন, 'আবদুল 'আযীয নির্ভরযোগ্য। কেবল আইয়ূবের একক বিরোধীতার দ্বারা তাকে সন্দেহ করা জায়িয হবে না। কেননা তিনি মারফূটি বৃদ্ধি করেছেন। আর তার পক্ষ থেকে এ বর্ধিতাংশ গ্রহণযোগ্য। এর প্রমাণ হলো, তিনি তা সংরক্ষণ করেছেন। তিনি একই সাথে মাওকূফ এবং মারফূ উভয়টি বর্ণনা করেছেন। মাওকূফ বর্ণনাতে তার বিপরীত করেছেন ইবনু আবূ লায়লাহ, নাফি' হতে এ শব্দে ঃ "তিনি যখন সাজদাহ্য় যেতেন তখন হস্তদ্বয়ের পূর্বে হাঁটুদ্বয় রাখতেন। আর যখন সাজদাহ্ থেকে উঠতেন তখন হাঁটুদ্বয়ের পূর্বে হস্তদ্বয় উঠাতেন।"- ইবনু আবূ শায়বাহ (১/১০২/২)। কিন্তু এ বর্ণনাটি মুনকার। কেননা ইবনু আবূ লায়লাহ্র নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুর রহমান । তার স্মরণশক্তি মন্দ। কেননা তার মুসনাদে বিরোধীতা করেছেন দারাওয়ার্দী ও আইয়ূব সাখতায়ানী। যেমনটি আপনি প্রত্যক্ষ করলেন।

দ্বিতীয় হাদীস ঃ নাবী (স)-এর বাণী ঃ إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه .

"তোমাদের কেউ যখন সাজদাহ্ করে তখন সে যেন উটের ন্যায় না বসে, বরং সে যেন হাঁটুদ্বয়ের পূর্বে হস্ত দ্বয় রাখে।"

এটি বর্ণনা করেছেন বুখারী 'আত-তারীখ' (১/১/১৩৯), আবূ দাউদ (৮৪০), তার থেকে ইবুন হাযম (৪/১২৮-১২৯), নাসায়ী (১/১৪৯), দারিমী (১/৩০৩), ত্বাহাভী 'মুশকিলুল আসার' (১/৬৫-৬৬), শারহুল মা'আনী (১/১৪৯), দারাকুতনী (১৩১), বায়হাক্বী (২/৯৯-১০০), এবং আহমাদ (২/৩৮১), প্রত্যেকেই 'আবদুল 'আযীয ইবনু মুহাম্মাদ দারাওয়ার্দী সানাদে। তিনি বলেছেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান, আবূ যিনাদ হতে, তিনি আ'রাজ হতে, তিনি আবূ হুরাইরাহ হতে মারফূভাবে।

আল্লামা আলবানী বলেন, এ সানাদটি সহীহ। সানাদের প্রত্যেক ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য এবং মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান ব্যতীত সকলেই মুসলিমের রিজাল। মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। যেমন ইমাম নাসায়ী ও অন্যান্যরা বলেছেন এবং হাফিয তাঁদের অনুসরণ করেছেন 'আত-

তারীখ' গ্রন্থে। সেজন্যই ইমাম নাববী 'আল-মাজমু' গ্রন্থে এবং আল্লামা যুরক্বানী 'শারহু মাওয়াহিব' (৭/৩২০) বলেছেন ঃ এর সানাদ ভাল (জাইয়্যিদ)। তাঁদের কতিপয়ের সূত্রে আল্লামা মানাবীও অনুরূপ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। আল্লামা 'আবদুল হাক্ব 'আল আহকামুল কুবরা' গ্রন্থে (ক্বাফ ৫৪/১) বলেছেন ঃ এটি পূর্বের হাদীসের চেয়ে উত্তম সানাদ বিশিষ্ট। অর্থাৎ এর বিরোধী ওয়ায়িলের হাদীসের চেয়ে উত্তম সানাদ বিশিষ্ট।

কেউ কেউ আলোচ্য হাদীসটির তিনটি দোষের কথা বলেছেন ঃ ১। মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ সূত্রে দারাওয়ার্দী এতে একক হয়ে গেছেন। ২। এ মুহাম্মাদ একক হয়ে গেছেন আবূ যিনাদ সূত্রে ৩। বুখারীর বক্তব্য ঃ আমি জানি না মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান হাদীসটি আবূ যিনাদ থেকে শুনেছেন কিনা।

আসলে এগুলো আদৌও দোষের কিছু নয় এবং তা হাদীসটির বিশুদ্ধতায় বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলবে না। অতএব প্রথম ও দ্বিতীয় আপত্তির জবাব হলো, দারাওয়ার্দী এবং তার শায়খ দু'জনেই নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। সুতরাং হাদীসে তাঁদের দু'জনের একক হয়ে যাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। যেমন তা গোপন নয়। আর তৃতীয়টি মোটেও কোন দোষ নয় কেবল ইমাম বুখারীর নিকট ছাড়া। তিনি বর্ণনাকারীদের পারস্পরিক বাস্তব সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়ার শর্ত করেছেন, যা তাঁর পরিচিত নীতিমালা। কিন্তু তা জমহুর মুহাদ্দিসগণের নিকট শর্ত নয়। বরং তাঁদের নিকট যথেষ্ট হচ্ছে, যিনি যার থেকে বর্ণনা করছেন তাদের উভয়ের যদি পারস্পরিক সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং তাদের কেউ যদি মুদাল্লিস না হন (তাহলে এরূপ বর্ণনাকারীর 'আন আন' পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করা জায়িয)। যেমন তা উল্লেখ রয়েছে 'মুসত্বালাহ' এবং এর শারাহ্ ইমাম মুসলিমের সহীহ গ্রন্থের মুকাদ্দিমাহ্য়। আর এরূপ বৈশিষ্ট এখানে বিদ্যমান আছে। কেননা মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ মুদাল্লিস বলে জানা যায় না। অতঃপর তিনি আবূ যিনাদের সমসাময়িক বা একই যুগের লোক এবং তিনি তাঁকে দীর্ঘদিন পেয়েছিলেন। কেননা তিনি মৃত্যু বরণ করেন ১৪৫ সনে, তিনি ৫৩ বৎসর বেঁচে ছিলেন। আর আবূ যিনাদ মৃত্যু বরণ করেন ১৩০ সনে। অতএব হাদীসটি সহীহ নিঃসন্দেহে।

আর উপরোক্ত হাদীস বর্ণনায় দারাওয়ার্দী একক হয়ে যাননি। বরং হাদীসের একটি বাক্যের মুতাবা'আতও রয়েছে- আবূ দাউদ (৮৪১), নাসায়ী এবং তিরমিযী (২/৫৭-৫৮) ঃ হাদীস বর্ণনা করেছেন 'আবদুল্লাহ ইবনু নাফি' সূত্রে মুহাম্মাদ ইবনু 'আবদুল্লাহ ইবনু হাসান সংক্ষেপে এ শব্দে ঃ (يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل؟!)

"তোমাদের মধ্যে কিছু লোক উটের ন্যায় বসে থাকে"?! সুতরাং এটি একটি শক্তিশালী মুতাবা'আত। কেননা ইবনু নাফি' নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এবং তিনি দারাওয়ার্দীর মত মুসলিমের রিজালভুক্ত।

তৃতীয় হাদীস ঃ আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে অন্য ভাষায় এসেছে ঃ **নাবী ﷺ যখন সাজদাহ করতেন তখন তাঁর দু' হাঁটুর পূর্বে দু' হাত রাখা শুরু করতেন।** এটি বর্ণণা করেছেন, ত্বাহাবী 'শারহুল মা'আনী ১/১৪৯।

এ সহীহ হাদীসগুলো পূর্বের হাদীসগুলো যে মুনকার তার প্রমাণ বহণ করছে।

সতর্কীকরণ ঃ ইবনু আবূ শায়বাহ 'মুসান্নাফ' (১/১০২/২), ত্বাহাভী এবং বায়হাক্বী 'আবদুল্লাহ ইবনু সাঈদ এর সানাদে তার দাদা হতে আবূ হুরাইরাহ সূত্রে বর্ণনা করেছেন ঃ **"তোমাদের কেই সাজদাহ্কালে যেন হস্তদ্বয়ের পূর্বে হাঁটুদ্বয় রাখে এবং যেন উট বসার ন্যায় না বসে।"** এ হাদীসটি বাতিল। এতে 'আবদুল্লাহ ইবনু সাঈদ মাক্ববুরী একক হয়ে গেছেন। তিনি খুবই নিকৃষ্ট। বরং কতিপয় হাদীস বিশারদ ইমাম তাকে মিথ্যার দোষে দোষী করেছেন। সেজন্যই ইমাম বায়হাক্বী এবং তার অনুসরণে হাফিয 'ফাতহুল বারী' (২/২৪১) গ্রন্থে বলেছেন ঃ "এর সানাদ দুর্বল।" এ সন্দেহভাজন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে এ উত্তম ধারণা করা যেতে পারে যে, তিনি ইচ্ছা করেছিলেন এ কথা বলতে ঃ "সে যেন হাঁটুদ্বয়ের পূর্বে হস্তদ্বয় রাখে"- যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে। কিন্তু তার উপর বিষয়টি উলটপালট হয়ে যাওয়ায় তিনি বলে ফেলেছেন ঃ "হস্তদ্বয়ের পূর্বে হাঁটুদ্বয়।"-যা কিনা ভুল।

জেনে রাখুন, উটের হাঁটুর পূর্বে হাত রাখার বিষয়ে ব্যতিক্রম হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, সে সর্বপ্রথম হাঁটু রাখে এবং হাঁটু তার হাতের মধ্যে হয়ে থাকে। দেখুন 'লিসানুল আরব' ও অন্যান্য অভিধান গ্রন্থ, ত্বাহাভী 'মুশকিলুল আসার' ও শারহু মা'আনিল আসার' গ্রন্থে এরূপ কথাই উল্লেখ করেছেন। ইমাম ক্বাসিম সরকসত্বী (রহঃ)-ও 'গরীবুল হাদীসে' (২/৭০/১-২) আবূ হুরাইরাহ থেকে সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ হুরাইরাহ বলেছেন ঃ "তোমাদের কেউ পলাতক উটের ন্যায় যেন অবতরণ না করে।" ইমাম ক্বাসিম বলেন ঃ এটা সাজদাহ্র ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে, পূর্ণ ধীরতা ও পর্যায়ক্রমতা বজায় না রেখে বিচলিত উটের ন্যায় নিজেকে নিক্ষেপ না করে এবং ধীরস্থিরতার সাথে অবতরণ করে। প্রথমে হস্তদ্বয় রাখবে অতঃপর হাঁটুদ্বয় রাখবে। এ

সহীহ ও যঈফ **সুনান আবূ দাউদ**
১ম খণ্ড সমাপ্ত

বিষয়ে ব্যাখ্যা সম্বলিত একটি হাদীসও বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর উপরোল্লিখিত হাদীস উল্লেখ করেন। আর ইবনুল কাইয়্যিম অদ্ভুত এক মন্তব্য করে বলেছেন ঃ এটা বিবেক সম্মত নয় এবং ভাষাবিদগণও এ ব্যাখ্যার সাথে পরিচিত নন। কিন্তু আমি (আলবানী) যেসব প্রমাণপঞ্জির দিকে ইঙ্গিত করেছি তা এর প্রতিবাদ করে এবং এছাড়াও আরো অনেক প্রমাণপঞ্জি আছে। তাই এগুলো অধ্যয়ন করা উচিত। আমি (আলবানী) এ বিষয়ে শায়খ তুয়াইজিরীর প্রতিবাদে লিখিত পুস্তিকায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আগে হাঁটু রাখার হাদীসগুলোর কোন কোনটি দুর্বল হওয়ার প্রমাণ বহন করছে আবূ ক্বিলাবার নিম্নোক্ত হাদীসটিও।

চতুর্থ হাদীস ঃ আবূ ক্বিলাবাহ বলেন, **মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস আমাদের নিকট এসে বলতেন, আমি কি তোমাদেরকে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সলাতের বর্ণনা দিব না?...তিনি যখন প্রথম রাক'আতের দ্বিতীয় সাজদাহ্ থেকে মাথা উঠাতেন তখন সোজা হয়ে বসতেন। অতঃপর যমীনের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন।** (নাসায়ী, বায়হাক্বী, শায়খাইনের শর্তানুযায়ী সহীহ সানাদে, এবং বুখারী আবূ ক্বিলাবাহ হতে অনুরূপভাবে অন্য সূত্রে)

পঞ্চম দলীল ঃ ইবনুল জাওযী আত-তাহক্বীক্ব গ্রন্থে (১০৮/২), মারওয়াযী স্বীয় মাসায়িল গ্রন্থে (১/১৪৭/১) ইমাম আওযায়ী' থেকে সহীহ সানাদে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন ঃ **"আমি লোকজনকে হাঁটুর পূর্বে হাত রাখার উপর পেয়েছি।"**

ফায়িদাহ (উপকারীতা) ঃ **উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রমাণিত হল যে, সহীহ সুন্নাত হচ্ছে সাজদাহ্য় যাওয়ার সময় মাটিতে হাঁটুদ্বয় স্থাপনের পূর্বে হস্তদ্বয় রাখা।** ইমাম মালিক, ইমাম আওযাঈ এবং হাদীস বিশারদগণের অভিমতও তাই। যেমন তা নাক্বল করেছেন ইবনুল কাইয়্যিম 'যাদুল মা'আদ' গ্রন্থে, হাফিয 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে এবং অন্যান্যরা, এবং ইমাম আহমাদ সূত্রেও এমনটি এসেছে, যেমন রয়েছে ইবনুল জাওযীর **'আত-তাহক্বীক্ব'** গ্রন্থে (ক্বাফ ১০৮/২)। (দেখুন, ইরওয়াউল গালীল, ৩৫৭, সিলসিলাতুল আহাদীসিয যঈফাহ **ওয়াল মাওযূ'আহ,** ৯২৯, এবং সিফাতু সলাতি নাবী ﷺ)

আসসালামু আলাইকুম। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ প্রচারের উদ্যেশ্যে আমরা এই নতুন ওয়েবসাইটটির কাজ শুরু করেছি। আমাদের কাজের গতিকে ত্বরাণ্বিত করতে আপনাদের সহযোগীতা, পরামর্শ ও মন্তব্য প্রয়োজন। আপনার নতুন পুরাতন লেখা, অডিও, ভিডিও প্রভৃতি আমাদের সাইটে পোস্ট করে আমাদের সাথে দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সেই সাথে ফেসবুকে নিয়মিত পোস্ট করে বা ফটোশপের মাধ্যমে ইমেজ তৈরী করে বা সাইটটিকে সুন্দরভাবে ডিজাইন করে দিয়ে আমাদের সহযোগীতা করতে পারেন। আপনাদের সহযোগীতা আমাদের পথ চলায় সহায়ক হবে ইনশাআললাহ। আমাদের সহযোগীতা করতে যোগাযোগ করুন এখানে।